কার্ল মার্কস

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

•

রচনা-সংকলন

দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ

•

প্রথম খণ্ড

প্রথম
অংশ

প্রগতি প্রকাশনী ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

Anti Duhring Frederick Engels a Bengali Translation by Deepak Roy

প্রকাশিকা : প্রীতি মুখার্জী, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক অমি প্রেস ৭৫ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর, ১৯৫৯।

প্রচ্ছদ . প্রবীর সেন

সূচি

পৃঃ

ভূমিকা ৭

কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার। মার্কস ও এঙ্গেলস ১৩

১৮৭২ সালের জার্মান সংস্করণের ভূমিকা ১৩

১৮৮২ সালের রুশ সংস্করণের ভূমিকা ১৪

১৮৮৩ সালের জার্মান সংস্করণের ভূমিকা ১৬

১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণের ভূমিকা ১৭

১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণের ভূমিকা থেকে ২২

কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার

১। বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত ২৬

২। প্রলেতারিয়েত ও কমিউনিস্টরা ৩৮

৩। সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট সাহিত্য ৪৬

১। প্রতিক্রিয়াশীল সমাজতন্ত্র ৪৬

ক। সামন্ত সমাজতন্ত্র ৪৬

খ। পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র ৪৮

গ। জার্মান অথবা 'খাঁটি' সমাজতন্ত্র ৪৯

২। রক্ষণশীল অথবা বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র ৫২

৩। সমালোচনী-ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম ৫৩

৪। বর্তমান নানা সরকার-বিরোধী পার্টির সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্বন্ধ ৫৬

বুর্জোয়া শ্রেণী ও প্রতিবিপ্লব। মার্কস। দ্বিতীয় প্রবন্ধ. ৫৮

মজুরি-শ্রম ও পুঁজি। মার্কস ৬৩

ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের ভূমিকা ৬৩

মজুরি-শ্রম ও পুঁজি

১। ৭২

২। ৭৬

৩। ৮১
৪। ৮৬
৫। ৯১

কমিউনিস্ট লীগের কাছে কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি। মার্কস ও এঙ্গেলস ৯৮

ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০। মার্কস ১১০

ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের ভূমিকা ১১০

ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০

১। জুন, ১৮৪৮-এর পরাজয় ১৩২
২। ১৩ই জুন, ১৮৪৯ . . . . ১৫৭
৩। ১৩ই জুন, ১৮৪৯-এর ফলাফল ১৮৮
৪। ১৮৫০ সালে সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিলোপসাধন ২২১

লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার। মার্কস ২৩৬

দ্বিতীয় সংস্করণে লেখকের মুখবন্ধ ২৩৬

তৃতীয় জার্মান সংস্করণে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের ভূমিকা ২৩৮

লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার

১। ২৪০
২। ২৫০
৩। ২৬২
৪। ২৭৭
৫। ২৮৭
৬। ৩০৬
৭। ৩২৪

বিষয় সূচি ৩৪০
নামের সূচি ৩৪৮

ভূমিকা

বর্তমান সংকলনে মার্কস ও এঙ্গেলসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সেই সব রচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাতে দর্শন, অর্থশাস্ত্র ও সমাজতত্ত্ব — মার্কসবাদের এই তিনটি অঙ্গাঙ্গি বিভাগের সবকটিই আলোচিত হয়েছে। মানব চিন্তার শ্রেষ্ঠ সুকৃতিগুলিকে মার্কস ও এঙ্গেলস বিচার করে পুনর্বিন্যস্ত করেছেন, নিপীড়কদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত শ্রেণীগুলির সংগ্রামের যুগযুগের অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণ করেছেন, এবং গড়ে তুলেছেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতবাদ। এ হল এক বিপ্লবী ওলটপালট; সমাজচিন্তার বিকাশে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে তাতে।

অন্যান্য দার্শনিক ও রাজনৈতিক মতপদ্ধতির সঙ্গে মার্কসবাদের অসাদৃশ্য এই যে মার্কসবাদ শ্রমিক শ্রেণী ও সমগ্র মেহনতীজনের মৌলিক স্বার্থ ব্যক্ত করে। বিচ্ছিন্ন কিছু কিছু ব্যক্তি বা সংকীর্ণ কোনো সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতার মতবাদ নয় তা, মার্কসবাদ হল প্রলেতারিয়েতের উদ্দেশ্যে রচিত ও তাদের বিপ্লবী সংগ্রামে দিগদর্শন হিসাবে ব্যবহার্য এক জ্ঞান। মার্কসবাদ প্রলেতারিয়েতের ভাবাদর্শ, তার মূল স্বার্থের বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি। মার্কস ও এঙ্গেলসের মহত্তম ঐতিহাসিক কীর্তি হল এই যে সমস্ত নিপীড়ন ও শোষণ থেকে মানব জাতির মুক্তি — প্রলেতারিয়েতের এই ঐতিহাসিক কর্তব্যটিকে তাঁরা উদ্ঘাটিত করেন এবং নতুন সমাজ-ব্যবস্থায়, সমাজতন্ত্রে যাবার পথ দেখান।

প্রতিক্রিয়াশীল ভাববাদী দর্শনের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের বিরুদ্ধে, সংকীর্ণতাবাদী ও পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নির্মম লড়াই করে পথ কেটেছে মার্কসবাদ।

যে বিখ্যাত কর্মসূচি-দলিল 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' দিয়ে বর্তমান সংকলনটির শুরু, তাতে মার্কস ও এঙ্গেলস বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বনিয়াদী ধারণাগুলির একটি চিরায়ত বিবরণ দিয়েছেন। লেনিন মন্তব্য করেন, 'প্রতিভাদীপ্ত স্বচ্ছতা ও ভাস্বরতায় এ রচনায় রেখাঙ্কিত হয়েছে নতুন বিশ্ববোধ, সুসঙ্গত বস্তুবাদ, যা সমাজজীবনেও প্রসারিত, রেখাঙ্কিত হয়েছে বিকাশের অতি সর্বাঙ্গীণ ও সুগভীর মতবাদস্বরূপ দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব, শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্ব এবং নতুন কমিউনিস্ট সমাজের স্রষ্টা প্রলেতারিয়েতের বিশ্ব ঐতিহাসিক বিপ্লবী ভূমিকার তত্ত্ব।' পুঁজিবাদী দাসত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য যে তত্ত্বগত হাতিয়ার দরকার সর্বদেশের লক্ষ লক্ষ প্রলেতারিয়েতের জন্য

'কমিউনিস্ট ইশতেহার' সেটি জুগিয়ে দিয়েছে, তাদের জন্যে ছকে দিয়েছে সংগ্রামের একটি জঙ্গী কর্মসূচি।

রচনা সংকলনে আছে উনিশ শতকের ফরাসী ইতিহাস বিষয়ে মার্কসের তিনটি বই: 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম', 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার' এবং 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ'। ইতিহাসের প্রত্যক্ষ ঘটনাবলীর বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পদ্ধতি প্রয়োগের চমৎকার নিদর্শন এগুলি। সেই সঙ্গে এদের তাত্ত্বিক গুরুত্বও বিরাট: প্রলেতারীয় বিপ্লব ও প্রলেতারীয় একনায়কত্বের মার্কসীয় তত্ত্বের বিকাশও প্রতিফলিত হয়েছে এগুলিতে। মার্কস ছিলেন প্রলেতারীয় আন্দোলনের সত্যকার নেতা, জনগণের কাছ থেকে, ইতিহাসের এই স্রষ্টাদের কাছ থেকে মার্কস নিজেই শিক্ষা নিয়েছেন এবং তাদেরই সংগ্রামলব্ধ শিক্ষায় সমৃদ্ধ করেছেন বিপ্লবী তত্ত্বকে। রাষ্ট্র বিষয়ে মার্কসের মতবাদের বিকাশে ও নির্দিষ্টকরণে প্রেরণা জুগিয়েছিল ১৮৪৮-৪৯ সালের বিপ্লবের মূল্যবান অভিজ্ঞতা। 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে' প্রলেতারিয়েত কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের অনিবার্যতা বিষয়ে সাধারণ সূত্রটাই কেবল পাই, কিন্তু 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার' গ্রন্থে মার্কস ১৮৪৮-৫১ সালের ফরাসী শ্রেণী-সংগ্রামের অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হলে সর্বাগ্রে চূর্ণ করতে হবে সাবেকী সামরিক-আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রটিকে, যা হল বুর্জোয়ার শ্রেণী-শাসনের হাতিয়ার। পরে প্যারিস কমিউনারদের বীরোচিত কীর্তি থেকে মার্কস তাঁর মতবাদের বিকাশে একটি নতুন ও অতিগুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করেন। 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' নামক তাঁর বইটিতে জনসাধারণ কর্তৃক তাদের নিজস্ব একটি সরকার, শ্রমিক সরকার স্থাপনের প্রয়াস বিশ্লেষণ করে মার্কস এ সিদ্ধান্তে আসেন যে, পার্লামেণ্টী প্রজাতন্ত্র নয়, প্যারিস কমিউন ধরনের একটি রাজনৈতিক সংগঠনই হল প্রলেতারীয় একনায়কত্বের সর্বাধিক উপযোগী রূপ। পরিশেষে, মার্কসবাদের বিপ্লবী মর্মকে যারা বিকৃত করার চেষ্টা করছিল সেই সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে লিখিত তাঁর বিখ্যাত দলিল 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনা' বইটিতে মার্কস একটা রাজনৈতিক উৎক্রমণ পর্বের প্রয়োজনীয়তা ও ঐতিহাসিক অনিবার্যতা দেখান, যে পর্বে রাষ্ট্রকে অবশ্যই হতে হবে প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী একনায়কত্ব। এই অমূল্য তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক গুরুত্বসম্পন্ন রচনাতেই মার্কস সর্বপ্রথম তাঁর এই সুবিদিত প্রতিপাদ্য সূত্রবদ্ধ করেন যে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম হল সমাজের নতুন কমিউনিস্ট ব্যবস্থা বিকাশের দুটি পর্যায়।

'ফয়েরবাখ বিষয়ে থিসিস' গ্রন্থটিকে এঙ্গেলস অভিহিত করেছিলেন 'প্রথম দলিল, যার মধ্যে নতুন বিশ্ববোধের চমৎকার বীজ রক্ষিত হয়েছে।' এতে মার্কস ১৮৪৫ সালেই ঘোষণা করেছিলেন যে দর্শনের সঙ্গে সামাজিক ব্যবহারের একটি অচ্ছেদ্য বন্ধন রয়েছে। যার নির্বন্ধ হল বিশ্বের রূপান্তর, সেই বিপ্লবী শ্রেণী প্রলেতারিয়েতের দর্শন হতে পারে

কেবল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, কারণ তাই হল একমাত্র খাঁটি বৈজ্ঞানিক বিশ্বদৃষ্টি। ভাববাদের সঙ্গে বস্তুবাদের সংগ্রামের শ্রেণী-চরিত্র উদ্ঘাটনে মার্ক্স ও এঙ্গেলস দর্শনের ক্ষেত্রে পার্টি-নীতিকে সমর্থন করেছিলেন। লেনিন লেখেন, 'দর্শনের ক্ষেত্রে মার্ক্স ও এঙ্গেলস ছিলেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পার্টি-নীতির অনুসারী। প্রতিটি "নতুন" ঝোঁকের মধ্যে তাঁরা বস্তুবাদের বিচ্যুতি এবং ভাববাদ ও ভক্তিবাদের নিকট আপোষ ধরে ফেলতে পারতেন।'

'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে'র ভূমিকায় মার্ক্স প্রতিভাধরের ভাষায় সূত্রবদ্ধ করেন ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূলকথা, অর্থাৎ সমাজজীবনে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রয়োগ।

যেসব চিরায়ত গ্রন্থে মার্ক্সবাদ একটা সামগ্রিক বিশ্ববোধ হিসাবে বিবৃত হয়েছে তার অন্যতম হল এঙ্গেলসের 'ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র।' 'অ্যাণ্টি-ডুরিং' বইটির তিনটি পরিচ্ছেদ নিয়ে এ বইটি রচিত, এঙ্গেলস তা নতুন করে লেখেন শ্রমিকদের কাছে মার্ক্সীয় শিক্ষার একটা জনবোধ্য ব্যাখ্যা দেবার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে। মার্ক্সবাদের তিনটি অঙ্গাঙ্গি অংশকে এঙ্গেলস এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করে দেখান যে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বের সমস্ত সুকৃতিকে মার্ক্সের বিচারশীল মন পুনর্বিন্যস্ত করে তোলে এবং এমন একটা নতুন বিশ্বদৃষ্টি তিনি গড়ে তোলেন যা পূর্বতন সমস্ত সামাজিক মত থেকে গুণগতভাবে পৃথক।

এঙ্গেলসের আর একটি রচনা 'লুদভিগ ফয়েরবাখ' হল বস্তুবাদী বিশ্ববোধের সংগ্রামী সমর্থন ও প্রতিপাদন। চিন্তার সঙ্গে সত্তার, আত্মার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির যে সম্পর্কের প্রশ্নে দার্শনিকেরা ভাববাদী ও বস্তুবাদী এই দুই শিবিরে বিভক্ত, দর্শনের এই মূলপ্রশ্নটির চিরায়ত সূত্র এখানে এঙ্গেলস দেন। 'ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' এবং 'লুদভিগ ফয়েরবাখ' গ্রন্থে এঙ্গেলস হেগেলের ভাববাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বের সঙ্গে মার্ক্সের বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বের পার্থক্যের ওপর জোর দেন এবং ফয়েরবাখের আধিবিদ্যক বস্তুবাদের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা উদ্ঘাটিত করেন।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রশ্নে মার্ক্স ও এঙ্গেলসের বিভিন্ন যেসব চিঠিপত্র সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেগুলির তাত্ত্বিক গুরুত্বও প্রভূত। আন্নেনকভ ও ভেইদেমেয়ারের কাছে লেখা চিঠিতে মার্ক্স সংক্ষেপে সূত্রবদ্ধ করেন সমাজ বিকাশ ও শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্বে তিনি নতুন কী বিষয়বস্তু যোগ করেছেন। ১৮৯০-৯৪ সালের এঙ্গেলসের যে চিঠিগুলি এ সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাতে তিনি ইতিহাসের বস্তুবাদী বোধের কদর্থ করা এবং সমাজ ও শ্রেণী-সংগ্রাম বিকাশের ক্ষেত্রে ভাবাদর্শগত কারিকাটিকে ছোটো করে দেখার তীব্র সমালোচনা করেন।

সামাজিক বিকাশের ইতিহাসে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তত্ত্বের ওস্তাদী প্রয়োগের চমৎকার দৃষ্টান্ত হল এঙ্গেলসের 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' বইটি। এতে

পরিবার, গোষ্ঠী, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শ্রেণী ও রাষ্ট্রের উৎপত্তির উৎস দেখিয়েছেন লেখক, তাদের বিকাশের বাস্তব নিয়মবদ্ধতা এবং শেষ বিচারে উৎপাদনের বৈষয়িক পদ্ধতির ওপর তাদের নির্ভরতা দেখিয়েছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন কেন অনিবার্যভাবেই কতকগুলি সামাজিক রূপের জায়গা নেয় অন্য সামাজিক রূপ। এঙ্গেলসের এই বইটিকে লেনিন আধুনিক সমাজতন্ত্রের প্রধান গ্রন্থগুলির অন্যতম হিসাবে স্থান দেন।

মার্কসের অমর কীর্তি 'পুঁজি' বইটিতে আছে পুঁজিবাদী সমাজের গতির অর্থনৈতিক নিয়মগুলির প্রতিভাদীপ্ত বিশ্লেষণ, এ সমাজের উদ্ভব, বিকাশ ও পতনের অনুসন্ধান। এ বইয়ের প্রথম খণ্ডের বিখ্যাত ২৪শ পরিচ্ছেদের ৭ম অংশটি বর্তমান সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ অংশে মার্কস উদ্ঘাটিত করেছেন পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের ঐতিহাসিক প্রবণতা, শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে বুর্জোয়াদের বিরোধের অনিবার্য তীব্রতাবৃদ্ধি, প্রলেতারীয় বিপ্লব এবং উচ্ছেদকারীদের উচ্ছেদের অবশ্যম্ভাবিতা। 'পুঁজির' প্রথম খণ্ড বিষয়ে এঙ্গেলসের পর্যালোচনাটিতে তার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সাধারণ পাঠকের পরিচয় ঘটাবে। এতে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের বিশ্ব ঐতিহাসিক তাৎপর্য দেখিয়েছেন এঙ্গেলস এবং বিবৃত করেছেন উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব, যা হল 'মার্কসের অর্থনৈতিক তত্ত্বের খুঁটি' (লেনিন)।

এছাড়াও এ সংকলনে আছে মার্কসের এমন দুটি রচনা যা শ্রমিক জনসাধারণের উদ্দেশ্যে লিখিত। তার প্রথমটি হল 'মজুরি-শ্রম ও পুঁজি', ব্রাসেলসে জার্মান শ্রমিক সমিতির নিকট ১৮৪৭ সালে লেখক যে সব বক্তৃতা দেন তার ভিত্তিতে বইটি তৈরি। দ্বিতীয়টি 'মজুরি দাম মুনাফা' হল আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির সাধারণ পরিষদে ১৮৬৫ সালের দুটি অধিবেশনে মার্কস প্রদত্ত ভাষণ। যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ওপর বুর্জোয়া শ্রেণী-শাসন দাঁড়িয়ে আছে জনবোধ্য ভাষায় তার গভীর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ মার্কস এ লেখাগুলিতে দিয়েছেন, বাড়তি মূল্যের উদ্ভব ও স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন এবং এই বিপ্লবী সিদ্ধান্ত টানতে পাঠকদের সহায়তা করেছেন যে মজুরি দাসত্ব লোপের জন্য সংগ্রাম করতে হবে শ্রমিক শ্রেণীকে।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের একটি প্রধান রচনা হল এঙ্গেলসের 'গৃহসংস্থান সমস্যা' গ্রন্থ; এ সমস্যা সমাধানে প্রুধোঁবাদী প্রকল্পের সমালোচনা আছে বইটিতে এবং সে সমালোচনাকে এঙ্গেলস পরিণত করেছেন সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্রে। প্রুধোঁপন্থী ও অন্যান্য সমাজ সংস্কারকদের বিপরীতে এঙ্গেলস এই কথায় জোর দেন যে, পুঁজিবাদের আমলে গৃহসমস্যার যে কোনো সমাধানই অসম্ভব। শহর ও গ্রামের বৈপরীত্য লোপের গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক প্রশ্নের আলোচনা করেছেন তিনি এবং প্রমাণ করেছেন যে তা সম্ভব হবে কেবল কমিউনিস্ট সমাজের পরিস্থিতিতে।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতারা হলেন আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের প্রথম সংগঠক ও নেতা। মার্কসবাদের তত্ত্ব বিকাশের কাজ গোড়া থেকেই অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল একটি প্রলেতারীয় পার্টি প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কস ও এঙ্গেলসের সংগ্রামের সঙ্গে। সবাই জানেন 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' লেখা হয়েছিল তাঁদের প্রতিষ্ঠিত প্রলেতারিয়েতের প্রথম আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠন, কমিউনিস্ট লীগের কর্মসূচি হিসাবে। 'কমিউনিস্ট লীগের ইতিহাস বিষয়ে' নামক এঙ্গেলসের লেখা প্রবন্ধটিতে এ সংগঠনের ক্রিয়াকলাপের একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। এঙ্গেলসের লেখা আরেকটি প্রবন্ধ 'মার্কস ও নূতন রেনিশ গেজেট'এ ১৮৪৮-৪৯ সালের বিপ্লব কালে জার্মানিতে মার্কসের ক্রিয়াকলাপের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। বিখ্যাত 'কমিউনিস্ট লীগের কাছে কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি'তে ১৮৪৮-৪৯ সালের বিপ্লবী সংগ্রামের সারনির্ণয় করা হয়েছে ও সূত্রবদ্ধ হয়েছে নিরন্তর বিপ্লবের থিসিস, সাম্রাজ্যবাদের যুগে যাকে লেনিন বিকশিত করেন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণতির তত্ত্বরূপে।

শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের একটা নতুন জোয়ারে যখন আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির (১৮৬৪-৭২) জন্ম হল, তখন মার্কস এ সমিতির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ও তার 'উদ্বোধনী ভাষণ' ও 'নিয়মাবলী' রচনা করেন, তাতে সমস্ত মজুরদের কাছে বোধগম্য সহজ ভাষায় পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার জন্য একটি স্বাধীন প্রলেতারীয় পার্টি গঠনের কর্তব্য উপস্থিত করেন তিনি।

আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির অধিকাংশ দলিলই মার্কস লিখেছিলেন, বর্তমান সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ফ্রাংকো-প্রুশীয় যুদ্ধ বিষয়ে ভাষণ দুটিও তার অন্যতম। তাঁর চিরায়ত গ্রন্থ 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ'ও হল আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির একটি ভাষণরূপে লেখা। 'প্রুধোঁ প্রসঙ্গে' মার্কসের প্রবন্ধ, 'কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে' ও 'রাশিয়ায় সামাজিক সম্পর্ক' বিষয়ে এঙ্গেলসের নিবন্ধ এবং এ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত আরো কয়েকটি প্রবন্ধ ও পত্রে চমৎকার ফুটে উঠেছে সব ধরনের ইউটোপীয় ও পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র এবং শ্রমিক আন্দোলনে সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতাদের সুসঙ্গত সংগ্রাম।

ইউরোপীয় শ্রমিক আন্দোলন বিকাশের পরবর্তী পর্যায়ে যখন বিভিন্ন দেশে গণ সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টির উদ্ভব দেখা গেল তখন মার্কস ও এঙ্গেলস আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের স্বীকৃত নেতা হিসাবে এই সমস্ত পার্টির সংহতির জন্য এবং প্রকাশ্য সুবিধাবাদ, আপোষপন্থা এবং বামপন্থী বুলিবিলাসের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। এ সংগ্রাম প্রতিফলিত হয়েছে পূর্বকথিত 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনা', '"ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা" বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা' এবং বর্তমান সংকলনে সন্নিবিষ্ট অন্যান্য কিছু রচনায়। 'জার্মানিতে কৃষক সমর' বইয়ের ভূমিকায় এবং 'ফ্রান্স

ও জার্মানিতে কৃষক সমস্যা' নামক রচনায় এঙ্গেলস শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে কৃষকদের মৈত্রীর ধারণাটি হাজির করেন, গ্রামের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের পথ সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা সূত্রবদ্ধ করেন।

মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা যে বিপ্লবী তত্ত্বকে অর্ধশতাব্দীযাবৎ ক্রমাগত বিকশিত ও নিখুঁত করে তোলেন তার বনিয়াদী কথাগুলির পরিব্যাখ্যান আছে এ সংকলনের রচনাগুলিতে। প্রকৃতি ও সমাজের বিকাশ নিয়ন্ত্রিত হয় যে সব নিয়মের দ্বারা তার বিজ্ঞান হিসাবে, বিশ্বের বিপ্লবী রূপান্তরের বিজ্ঞান হিসাবে মার্কসবাদী তত্ত্ব কখনো থেমে থাকতে পারে না; নতুন অভিজ্ঞতা ও নতুন জ্ঞানে তাকে সমৃদ্ধ হয়ে চলতে হবে। মার্কসবাদ হল একটি জীবন্ত বিপ্লবী শিক্ষা, যা নিয়ত বিকশিত ও উন্নত হয়ে চলেছে। মার্কস ও এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতারা বুর্জোয়াদের উপকারার্থে মার্কসের বিপ্লবী শিক্ষার বিকৃতি ঘটায়, শিলীভূত আপ্তবাক্যের এক সমষ্টিতে পরিণত করতে চায় তাকে। পুঁজিবাদের সঙ্গে চূড়ান্ত সংঘর্ষের প্রাক্‌কালে প্রয়োজন ছিল মার্কসবাদের বিপ্লবী মর্মটিকে অক্ষুণ্ণ রাখা, শ্রমিক শ্রেণীর মধ্য থেকে রাজনীতিক ঘোঁট, দলদ্রোহ, এবং প্রলেতারীয় স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাকে দূর করা। মার্কস ও এঙ্গেলস যার বনিয়াদ স্থাপন করে গিয়েছিলেন সে বিপ্লবী তত্ত্বকে নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে অগ্রসর করার প্রয়োজন ছিল। লেনিনের মহৎ কীর্তি এই যে তিনি সে কর্তব্য সম্পাদন করেন। লেনিনবাদ হল মার্কসবাদের পূর্বানুবর্তন ও আরো বিকাশ। এ হল সাম্রাজ্যবাদ ও প্রলেতারীয় বিপ্লবের যুগ, সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট নির্মাণের যুগ, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশের যুগ, পুঁজিবাদ থেকে কমিউনিজমে মানব সমাজের উত্তরণ যুগের মার্কসবাদ।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি এবং ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলি নতুন তাত্ত্বিক প্রতিজ্ঞা দিয়ে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে তাকে এগিয়ে নিয়ে যায় ও নিজেদের কাজকর্মে এই বিজ্ঞানের দ্বারাই নিয়ত পরিচালিত হয়।

* * *

দুই খণ্ডের প্রতিটিতেই নাম ও বিষয় সূচি দেওয়া আছে। রচয়িতাদের টীকাগুলি দেওয়া হয়েছে পাতার পাদদেশে। পাতার তলে যে সব সম্পাদকীয় টীকা দেওয়া হয়েছে সেগুলি পরিষ্কার করে চিহ্নিত করা আছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনস্থ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ইনস্টিটিউট

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার

১৮৭২ সালের জার্মান সংস্করণের ভূমিকা

কমিউনিস্ট লীগ ছিল শ্রমিকদের এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, তখনকার অবস্থা অনুসারে তার গুপ্ত সমিতি হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। ১৮৪৭ সালের নভেম্বরে লণ্ডনে এর যে কংগ্রেস বসে তা থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারীদের উপর ভার দেওয়া হয়, পার্টির একটি বিশদ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক কর্মসূচি রচনা করতে প্রকাশের জন্য। নিচের 'ইশতেহার'টির উৎপত্তি হয় এইভাবে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের* কয়েক সপ্তাহ আগে এর পাণ্ডুলিপিটি ছাপা হবার জন্য লণ্ডনে যায়। জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাশের পর, জার্মানি, ইংলণ্ড ও আমেরিকা থেকে এটি জার্মান ভাষায় অন্তত বারটি বিভিন্ন সংস্করণে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজীতে, শ্রীমতী হেলেন ম্যাকফারলেনের অনুবাদে, এর প্রথম প্রকাশ হয়েছিল লণ্ডনের *Red Republican*-এ (লাল প্রজাতন্ত্রী) ১৮৫০ সালে এবং পরে ১৮৭১ সালে আমেরিকায় অন্তত তিনটি স্বতন্ত্র অনুবাদের মাধ্যমে। ফরাসী অনুবাদ প্রথম বের হয় প্যারিসে ১৮৪৮ সালের জুন অভ্যুত্থানের সামান্য আগে, আবার সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে নিউ ইয়র্কের *Le Socialiste* পত্রিকায়। আরও একটি অনুবাদের কাজ এখন চলেছে। জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হবার কিছু পরেই লণ্ডনে পোলীয় অনুবাদ বের হয়েছিল। উনিশ শতকের সপ্তম দশকে জেনেভা শহরে প্রকাশিত হয় এর রুশ অনুবাদ। প্রথম প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যেই এর অনুবাদ হয় ডেনিশ ভাষাতেও।

গত পঁচিশ বছরে বাস্তব অবস্থা যতই বদলে যাক না কেন, এই 'ইশতেহার'এ যে সব সাধারণ মূলনীতি নির্ধারিত হয়েছিল তা আজও মোটের ওপর ঠিক আগের মতোই সঠিক। এখানে ওখানে সামান্য দু'একটি কথা আরও ভাল করে লেখা যেত। সর্বত্র এবং সবসময়ে মূলনীতিগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ নির্ভর করবে তখনকার ঐতিহাসিক অবস্থার উপর, 'ইশতেহার'এর ভিতরেই সে কথা রয়েছে। সেইজন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে যেসব বিপ্লবী ব্যবস্থার প্রস্তাব আছে তার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়নি। আজকের দিনে হলে এ অংশটা নানা দিক থেকে অন্যভাবে লিখতে হত। গত পঁচিশ

* ১৮৪৮ সালে ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব। — সম্পাঃ।

বছরে আধুনিক যন্ত্রশিল্প যে বিপুল পদক্ষেপে এগিয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি সংগঠন উন্নত ও প্রসারিত হয়েছে; প্রথমে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে, পরে আরও বেশী করে প্যারিস কমিউনে, যেখানে প্রলেতারিয়েত এই সর্বপ্রথম পুরো দুই মাস ধরে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছিল, তাতে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তার ফলে এই কর্মসূচি খুঁটিনাটি কিছু ব্যাপারে সেকেলে হয়ে পড়েছে। কমিউন বিশেষ করে একটি কথা প্রমাণ করেছে যে: 'তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটা শুধু দখলে পেয়েই শ্রমিক শ্রেণী তা নিজের কাজে লাগাতে পারে না।' ('ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ; আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী মানুষের সমিতির সাধারণ পরিষদের বিবৃতি', লন্ডন, ট্রুলাভ, ১৮৭১, ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য*; সেখানে কথাটা আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।) তাছাড়া একথাও স্বতঃস্পষ্ট যে, সমাজতন্ত্রী সাহিত্যের সমালোচনাটি আজকের দিনের হিসাবে অসম্পূর্ণ, কারণ সে আলোচনার বিস্তার এখানে মাত্র ১৮৪৭ পর্যন্ত; তাছাড়া বিভিন্ন বিরোধী দলের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্পর্ক সম্বন্ধে বক্তব্যগুলিও (চতুর্থ অধ্যায়ে), সাধারণ মূলনীতির দিক থেকে ঠিক হলেও, ব্যবহারিক দিক থেকে সেকেলে হয়ে গেছে, কেননা রাজনৈতিক পরিস্থিতি একেবারে বদলে গেছে, এবং উল্লিখিত রাজনৈতিক দলগুলির অধিকাংশকে ইতিহাসের অগ্রগতি এ জগৎ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় দিয়েছে।

কিন্তু এই 'ইশতেহার' এখন ঐতিহাসিক দলিল হয়ে পড়েছে, একে বদলাবার কোনও অধিকার আমাদের আর নেই। সম্ভবত পরবর্তী কোনো সংস্করণ বার করা যাবে যাতে ১৮৪৭ থেকে আজ অবধি ব্যবধান কালটুকু নিয়ে একটা ভূমিকা থাকবে; বর্তমান সংস্করণ এত অপ্রত্যাশিতভাবে বেরল যে আমাদের পক্ষে তার সময় ছিল না।

কার্ল মার্কস ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

লন্ডন, ২৪শে জুন, ১৮৭২

১৮৮২ সালের রুশ সংস্করণের ভূমিকা

'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার'এর প্রথম রুশ সংস্করণ, বাকুনিনের অনুবাদে, সপ্তম দশকের গোড়ার দিকে** 'কলোকোল' পত্রিকার ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। সেদিন পশ্চিমের কাছে এটা ('ইশতেহার'এর রুশ সংস্করণ) মনে হতে পারত একটা সাহিত্যিক কৌতূহল-বস্তু মাত্র। আজ তেমন ভাবে দেখা অসম্ভব।

তখনো পর্যন্ত (ডিসেম্বর, ১৮৪৭) প্রলেতারীয় আন্দোলন কত সীমাবদ্ধ স্থান জুড়ে ছিল সেকথা সবচেয়ে পরিষ্কার করে দেয় 'ইশতেহার'এর শেষ অধ্যায়টা: বিভিন্ন

* কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

** উল্লিখিত সংস্করণটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সালে। তারিখটা এঙ্গেলস ভুলভাবে দিয়েছেন। — সম্পাঃ

দেশে বিভিন্ন বিরোধী দলের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্পর্ক। রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখই নেই এখানে। সে যুগে রাশিয়া ছিল ইউরোপের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরাট শেষ-নির্ভর, আর দেশান্তরগমনের ভিতর দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করছিল ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েতের উদ্বৃত্ত অংশটাকে। উভয় দেশই ইউরোপকে কাঁচামাল যোগাত, আর সেই সঙ্গে ছিল তার শিল্পজাত সামগ্রীর বাজার। সে যুগে তাই দুই দেশই কোনো না কোনো ভাবে ছিল ইউরোপের চলতি ব্যবস্থার স্তম্ভ।

আজ অবস্থা কত বদলে গেছে! ইউরোপ থেকে নবাগত লোকের বসতির দরুনই উত্তর আমেরিকা বৃহৎ কৃষি-উৎপাদনের যোগ্য ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে, তার প্রতিযোগিতা ইউরোপের ছোট বড় সমস্ত ভূসম্পত্তির ভিত পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলেছে। তাছাড়া এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র তার বিপুল শিল্পসম্পদকে এমন উৎসাহভরে ও এমন আয়তনে কাজে লাগাতে সমর্থ হয়েছে যে শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিম ইউরোপের, বিশেষ করে ইংলণ্ডের যে একচেটিয়া অধিকার আজো রয়েছে, তা অচিরে ভেঙে পড়তে বাধ্য। এ দুটি ব্যাপার আবার আমেরিকার উপরেই বিপ্লবী প্রতিক্রিয়া ঘটাচ্ছে। গোটা রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তিতে যে কৃষকের ছোট ও মাঝারি ভূসম্পত্তি ছিল, তা ক্রমে ক্রমে বৃহদায়তন খামারের প্রতিযোগিতায় অভিভূত হয়ে পড়ছে; সেইসঙ্গে শিল্পাঞ্চলে এই প্রথম ঘটছে গণ প্রলেতারিয়েত ও অবিশ্বাস্য পুঁজি কেন্দ্রীভবনের বিকাশ।

তারপর রুশদেশ! ১৮৪৮-৪৯ সালের বিপ্লবের সময় শুধু ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ নয়, ইউরোপের বুর্জোয়া শ্রেণী পর্যন্ত সদ্যজাগরণোন্মুখ প্রলেতারিয়েতের হাত থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় দেখেছিল রাশিয়ার হস্তক্ষেপে। জার-কে তখন ঘোষণা করা হয়ে ছিল ইউরোপে প্রতিক্রিয়ার প্রধান নেতা হিসাবে। সেই জার আজ বিপ্লবের কাছে গাৎচিনায় যুদ্ধবন্দীর মতন, আর ইউরোপে বিপ্লবী আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে রাশিয়া।

আধুনিক বুর্জোয়া সম্পত্তির অনিবার্য আগতপ্রায় অবসান ঘোষণা করাই ছিল 'কমিউনিস্ট ইশতেহার'এর লক্ষ্য। কিন্তু রাশিয়াতে দেখি দ্রুত বর্ধিষ্ণু পুঁজিবাদী জুয়াচুরি ও বিকাশোন্মুখ বুর্জোয়া ভূসম্পত্তির মুখামুখি রয়েছে দেশের অর্ধেকের বেশি জমি জুড়ে চাষীদের যৌথ মালিকানা। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে যে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে এলেও জমির উপর মিলিত মালিকানার আদি রূপ এই রুশ অবশ্চিনা (**obshchina**)* কি কমিউনিস্ট সাধারণ মালিকানার উচ্চতর পর্যায়ে সরাসরি রূপান্তরিত হতে পারে? না কি পক্ষান্তরে তাকেও যেতে হবে ভাঙনের সেই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যা পশ্চিমে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারা হিসাবে প্রকাশ পেয়েছে?

* অবশ্চিনা — গ্রামীণ সমাজ। — সম্পাঃ

এর একমাত্র যে উত্তর দেওয়া আজ সম্ভব তা হল এই: রাশিয়ায় বিপ্লব যদি পশ্চিমে প্রলেতারীয় বিপ্লবের সংকেত হয়ে ওঠে যাতে দুই বিপ্লব পরস্পরের পরিপূরক হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে রুশদেশে ভূমির বর্তমান যৌথ মালিকানা কাজে লাগতে পারে কমিউনিস্ট বিকাশের সূত্রপাত হিসাবে।

লণ্ডন, ২১শে জানুয়ারি, ১৮৮২

কার্ল মার্কস ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

১৮৮৩ সালের জার্মান সংস্করণের ভূমিকা

বর্তমান সংস্করণের ভূমিকা হায় আমাকে একলাই সই করতে হবে। ইউরোপ ও আমেরিকার সমগ্র শ্রমিক শ্রেণী যাঁর কাছে সবচাইতে বেশি ঋণী সেই মার্কস হাইগেট সমাধি-ভূমিতে শান্তিলাভ করেছেন। তাঁর সমাধির উপর ইতিমধ্যেই প্রথম তৃণরাজি মাথা তুলেছে। তাঁর মৃত্যুর পর 'ইশতেহার'এ সংশোধন বা সংযোজন আরো অভাবনীয়। তাই এখানে স্পষ্টভাবে নিম্নলিখিত কথাগুলি আবার বলা আমি প্রয়োজন মনে করি:

'ইশতেহার'এর ভিতরে যে মূলচিন্তা প্রবাহমান তা হল এই: ইতিহাসের প্রতি যুগে অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং যে সমাজ-সংগঠন তা থেকে আবশ্যিকভাবে গড়ে ওঠে তা-ই থাকে সে যুগের রাজনৈতিক ও মানসিক ইতিহাসের মূলে, সুতরাং (জমির আদিম যৌথ মালিকানার অবসানের পর থেকে) সমগ্র ইতিহাস হয়ে এসেছে শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস, সামাজিক বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ের শোষিত ও শোষক, অধীনস্থ ও অধিপতি শ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাস; কিন্তু এই লড়াই আজ এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণী (প্রলেতারিয়েত) নিজেকে শোষক ও নিপীড়ক শ্রেণীর (বুর্জোয়া) কবল থেকে উদ্ধার করতে গেলে সেইসঙ্গে গোটা সমাজকে শোষণ, নিপীড়ন ও শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে চিরদিনের মতো মুক্তি না দিয়ে পারে না — এই মূল চিন্তাটি পুরোপুরি ও একমাত্র মার্কসেরই চিন্তা*।

একথা আমি বহুবার বলেছি। কিন্তু ঠিক আজকেই এ বক্তব্য 'ইশতেহার'এর পুরোভাগেও রাখা প্রয়োজন।

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

লণ্ডন, ২৮শে জুন, ১৮৮৩

* ইংরেজী অনুবাদের মুখবন্ধে আমি লিখেছিলাম: 'ডারউইনের মতবাদ জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যা করেছে, আমার মতে এই সিদ্ধান্ত ইতিহাসের বেলায় তাই করতে বাধ্য। ১৮৪৫ সালের আগেকার কয়েক বছর ধরে আমরা দুজনেই ধীরে ধীরে এই সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে চলেছিলাম। স্বতন্ত্রভাবে

১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণের ভূমিকা

মেহনতী মানুষের সংগঠন 'কমিউনিস্ট লীগ' প্রথমটা ছিল পুরোপুরি জার্মান ও পরে আন্তর্জাতিক, এবং ১৮৪৮ সালের আগেকার ইউরোপ মহাদেশের রাজনৈতিক অবস্থাতে তাকে অনিবার্যভাবে হতে হয় গুপ্ত সমিতি। এই 'ইশতেহার' প্রকাশিত হয়েছিল তারই কর্মসূচি হিসাবে। ১৮৪৭ সালের নভেম্বরে লীগের লণ্ডন কংগ্রেসে মার্কস ও এঙ্গেলসের উপর ভার দেওয়া হয়েছিল একটা বিশদ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পার্টি কর্মসূচি প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করতে। ১৮৪৮-এর জানুয়ারিতে জার্মানে লেখা পাণ্ডুলিপিটি ২৪শে ফেব্রুয়ারির ফরাসী বিপ্লবের কয়েক সপ্তাহ আগে লণ্ডনে মুদ্রাকরের কাছে পাঠানো হয়। ১৮৪৮ সালের জুন অভ্যুত্থানের সামান্য আগে এর ফরাসী অনুবাদ প্যারিসে প্রকাশ হয়। শ্রীমতী হেলেন ম্যাকফারলেন কৃত প্রথম ইংরেজী অনুবাদ বের হয় ১৮৫০ সালে লণ্ডনে জর্জ জুলিয়ান হার্নির *Red Republican* পত্রিকায়। ডেনিশ ও পোলীয় সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮৪৮ সালের জুন মাসে প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার প্রথম মহাসংগ্রাম, প্যারিস অভ্যুত্থানের পরাজয় ইউরোপীয় শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক দাবিকে ফের কিছুদিনের মতো পিছনে হটিয়ে দিল। তারপর থেকে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আগেকার মতো ফের কেবল মালিক শ্রেণীর নানা অংশের মধ্যেই ক্ষমতাদখলের লড়াই চলতে থাকে; শ্রমিক শ্রেণীকে নেমে আসতে হয় রাজনৈতিক অস্তিত্বের লড়াইটুকুতে, মধ্য শ্রেণীর র‍্যাডিকাল দলের চরমপন্থী অংশ রূপে দাঁড়াতে হয় তাদের। যেখানেই স্বাধীন প্রলেতারীয় আন্দোলনে জীবনের লক্ষণ দেখা গেল, সেখানেই তাকে দমন করা হল নির্মমভাবে। এইভাবেই সে সময়ে কলোন শহরে অবস্থিত কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে হানা দেয় প্রাশিয়ার পুলিশ। তার সভ্যরা গ্রেপ্তার হল এবং আঠারো মাস কারাবাসের পর ১৮৫২ সালের অক্টোবরে তাদের বিচার হয়। এই প্রসিদ্ধ 'কলোন কমিউনিস্টদের বিচার' চলেছিল ৪ঠা অক্টোবর থেকে ১২ই নভেম্বর; বন্দীদের সাতজনকে তিন থেকে ছয় বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হল এক দুর্গের অভ্যন্তরে। দণ্ড ঘোষণার অব্যবহিত পরে, বাকি সভ্যরা লীগ সংগঠনকে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেয়। আর 'ইশতেহার' সম্বন্ধে মনে হল যে এরপর থেকে তার ভাগ্যে বিস্মৃতির নির্বন্ধ।

আমি কতটা এদিকে অগ্রসর হয়েছিলাম তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমার "ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা" বইখানি। কিন্তু যখন ১৮৪৫ সালের বসন্তকালে ব্রাসেল্‌স্‌ শহরে মার্কসের সঙ্গে আমার আবার দেখা হল, তখন মার্কস ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছেন। এখানে আমি যে ভাষায় মূলকথাটা উপস্থিত করলাম প্রায় তেমন পরিষ্কারভাবেই তিনি তখনই তা আমার সামনে তুলে ধরেছিলেন।' (১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

ইউরোপীয় শ্রমিক শ্রেণী যখন শাসক শ্রেণীর উপর আর একটা আক্রমণের মতো পর্যাপ্ত শক্তি ফিরে পায়, তখন আবির্ভূত হয় আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী মানুষের সমিতি *(International Working Men's Association)*। ইউরোপ ও আমেরিকার সমগ্র জঙ্গী প্রলেতারিয়েতকে এক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংগঠিত করার বিশেষ উদ্দেশ্য থাকার দরুন এই সমিতি কিন্তু 'ইশতেহার'এ লিপিবদ্ধ মূলনীতিগুলি সরাসরি ঘোষণা করতে পারেনি। আন্তর্জাতিকের কর্মসূচি বাধ্য হয়েই এতটা উদার করতে হয় যাতে তা গ্রহণীয় হয় ইংরেজ ট্রেড ইউনিয়ন, ফ্রান্স-বেলজিয়ম-ইতালি ও স্পেনের প্রুধোঁবাদী, এবং জার্মান লাসালপন্থীদের* কাছে। এই কর্মসূচি মার্কস রচনা করেছিলেন এই সকল দলের সন্তোষ বিধান করে; মিলিত কাজ ও পারস্পরিক আলোচনার ফলে শ্রমিক শ্রেণীর বুদ্ধিগত যে বিকাশ ছিল সুনিশ্চিত, তার উপরেই তিনি পূর্ণ আস্থা রেখেছিলেন। পুঁজির সঙ্গে সংগ্রামের ঘটনা ও দুর্বিপাকেই, জয়লাভের চাইতেও পরাজয়ে শ্রমিকদের এই জ্ঞানোদয় না হয়ে পারেনি যে তাদের সাধের নানা টোটকাগুলি (nostrums) অপর্যাপ্ত, শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির আসল শর্ত সম্বন্ধে পূর্ণতর অন্তর্দৃষ্টির পথ না কেটে পারেনি। মার্কস ঠিকই বুঝেছিলেন। ১৮৬৪ সালে আন্তর্জাতিক সৃষ্টির সময় শ্রমিকরা যে অবস্থায় ছিল তা থেকে একেবারে ভিন্ন মানুষ হয়ে তারা বেরিয়ে আসে ১৮৭৪ সালে আন্তর্জাতিক ভেঙে যাবার সময়। ফ্রান্সে প্রুধোঁবাদ, জার্মানিতে লাসালপন্থা তখন মুমূর্ষু; এমন কি রক্ষণশীল ইংরেজ ট্রেড ইউনিয়নগুলিও, তাদের অধিকাংশ বহুদিন যাবৎ আন্তর্জাতিকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকলেও, ধীরে ধীরে এতদূর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে যে গত বছর সোয়ানসি শহরে তাদের সভাপতি তাদের নামেই ঘোষণা করতে পারলেন: 'ইউরোপীয় ভূখণ্ডের সমাজতন্ত্র আমাদের কাছে আর বিভীষিকা নেই।' বস্তুত, সকল দেশের মেহনতী মানুষের মধ্যে 'ইশতেহারের' নীতিগুলি অনেক পরিমাণে ছড়িয়েছে।

তাই 'ইশতেহার' আবার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ১৮৫০ সালের পর তার মূল জার্মান পাঠ কয়েকবার পুনর্মুদ্রিত হয়েছে সুইজারল্যান্ড, ইংলন্ড ও আমেরিকাতে। ১৮৭২ সালে নিউ ইয়র্কে ইংরেজী অনুবাদ হয়েছিল, অনুবাদটি সেখানকার *Woodhull and Claflin's Weekly*-তে প্রকাশিত হয়। এই ইংরেজী পাঠ থেকে একটা ফরাসী অনুবাদ হয় নিউ ইয়র্কের *Le Socialiste* পত্রিকায়। এরপর কিছুটা বিকৃতি সহ অন্তত আরও দুটি ইংরেজী অনুবাদ আমেরিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তার

* লাসাল আমাদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে সর্বদাই স্বীকার করতেন যে তিনি মার্কসের শিষ্য এবং সেই হিসাবে 'ইশতেহারের' উপরেই তাঁর ভিত্তি। কিন্তু ১৮৬২-৬৪ সালের প্রকাশ্য আন্দোলনে তিনি রাষ্ট্রের ক্রেডিটের সাহায্যে উৎপাদক সমবায়ের দাবির বেশি অগ্রসর হননি। (এঙ্গেলসের টীকা।)

মধ্যে একটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে ইংলণ্ডে। প্রথম রুশ অনুবাদ বাকুনিনের করা, সেটি জেনেভা শহরে গের্ৎসেনের 'কলোকোল' অফিসে প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ আন্দাজ; দ্বিতীয় অনুবাদ করেন বীরনারী ভেরা জাসুলিচ*, তা বের হয় ১৮৮২ সালে জেনেভাতেই। এক নতুন ডেনিশ সংস্করণ পাওয়া যাবে কোপেনহাগেনে ১৮৮৫ সালের *Social-demokratisk Bibliothek*-এ; নতুন এক ফরাসী অনুবাদ আছে প্যারিসে ১৮৮৫ সালের *Le Socialiste* পত্রিকায়। শেষেরটি অনুসরণে একটা স্পেনীয় অনুবাদ মাদ্রিদে ১৮৮৬ সালে প্রস্তুত ও প্রকাশিত হয়। জার্মান পুনর্মুদ্রণের সংখ্যা অশেষ, খুব কম করেও অন্তত বারো। কয়েক মাস আগে কনস্ট্যাণ্টিনোপল থেকে একটা আর্মেনিয়ান অনুবাদের কথা ছিল, কিন্তু তা প্রকাশিত হয়নি শুনেছি এই জন্য যে প্রকাশক মার্কসের নামাঙ্কিত বই বের করতে সাহস পাননি আর অনুবাদক লেখাটা নিজের বলে প্রচার করতে গররাজী হন। অন্যান্য ভাষায় আরও অনুবাদের কথা আমি শুনেছি কিন্তু নিজের চোখে দেখিনি। সুতরাং 'ইশতেহারের' ইতিহাস অনেকাংশে আধুনিক শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসই প্রতিফলিত করছে; আজকের দিনে সমগ্র সমাজতন্ত্রী সাহিত্যের সবচেয়ে প্রচারিত, সর্বাধিক আন্তর্জাতিক সাহিত্য-কীর্তি এইটেই; সাইবেরিয়া থেকে কালিফোর্নিয়া পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মেহনতী মানুষ একে মেনে নিয়েছে নিজেদের সাধারণ কর্মসূচি হিসাবে।

কিন্তু লেখার সময়ে একে **সমাজতন্ত্রী** ইশতেহার বলা সম্ভব ছিল না। ১৮৪৭ সালে সমাজতন্ত্রী নামে বোঝাত একদিকে বিভিন্ন ইউটোপীয় মতবাদের অনুগামীদের: যেমন ইংলণ্ডে ওয়েন-পন্থী, ফ্রান্সে ফুরিয়ে-পন্থীরা, উভয়েই তখন সংকীর্ণ গোষ্ঠীর পর্যায়ে নেমে গিয়ে ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছিল; অন্যদিকে বোঝাত অতি বিচিত্র সব সামাজিক হাতুড়েদের, এরা নানাবিধ তুকতাকে পুঁজি ও মুনাফার কোনও ক্ষতি না করে সর্বপ্রকার সামাজিক অভিযোগের প্রতীকার করার প্রতিশ্রুতি দিত। উভয় ক্ষেত্রের লোকেরাই ছিল শ্রমিক আন্দোলনের বাইরে, উভয়েরই চোখ ছিল 'শিক্ষিত' সম্প্রদায়ের সমর্থনের দিকেই। শ্রমিক শ্রেণীর যেটুকু অংশ নিতান্ত রাজনৈতিক বিপ্লবের অপর্যাপ্ততা বুঝেছিল, সমাজের সম্পূর্ণ বদলের প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করেছিল, সেই অংশ তখন নিজেদের কমিউনিস্ট নামে পরিচয় দিত। অবশ্য এ ছিল একটা কাঁচা, অমার্জিত, নিতান্তই সহজবোধের কমিউনিজম; তবু এতে মূলকথাটা ধরা পড়েছিল এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এর এতটা প্রভাব ছিল যে এ থেকে জন্ম নেয় ফ্রান্সে কাবে-র ও জার্মানিতে ভাইতলিং-এর ইউটোপীয় কমিউনিজম। তাই ১৮৪৭ সালে সমাজতন্ত্র ছিল বুর্জোয়া

* অনুবাদ করেছিলেন গ. ভ. প্লেখানভ; স্বয়ং এঙ্গেলস পরে 'রাশিয়ায় সামাজিক সম্পর্ক' প্রবন্ধের পুনশ্চ অংশে কথাটা লিখে গেছেন। — সম্পাঃ

আন্দোলন আর কমিউনিজম শ্রমিক শ্রেণীর। অন্তত ইউরোপ মহাদেশে সমাজতন্ত্র ছিল 'ভদ্রস্থ'; আর কমিউনিজম ছিল ঠিক তার বিপরীত। আর প্রথম থেকেই যেহেতু আমাদের ধারণা ছিল যে 'শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি হওয়া চাই শ্রমিক শ্রেণীরই নিজস্ব কাজ', তাই দুই নামের মধ্যে কোনটা আমরা নেব সে সম্বন্ধে কোন সংশয় ছিল না। তাছাড়া আজ পর্যন্ত আমরা এ নাম বর্জন করার দিকেও যাইনি।

যদিও 'ইশতেহার' আমাদের দুজনের রচনা, তবু আমার মনে হয় আমার বলা উচিত যে, এর মূলে রয়েছে যে-প্রধান বক্তব্য সেটা মার্কসেরই নিজস্ব। সে বক্তব্য হল এই: ইতিহাসের প্রতি যুগে অর্থনৈতিক উৎপাদন ও বিনিময়ের প্রধান পদ্ধতি এবং তার আবশ্যিক ফল যে সামাজিক সংগঠন তাই হল একটা ভিত্তি যার ওপর গড়ে ওঠে সে যুগের রাজনৈতিক ও মানসিক ইতিহাস এবং একমাত্র তা দিয়েই এ ইতিহাসের ব্যাখ্যা করা চলে; সুতরাং মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস (জমির উপর যৌথ মালিকানা সম্বলিত আদিম উপজাতীয় সমাজের অবসানের পর থেকে) হল শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস, শোষক এবং শোষিত, শাসক এবং নিপীড়িত শ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাস; শ্রেণী-সংগ্রামের এই ইতিহাস হল বিবর্তনের এক ধারা যা আজকের দিনে এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে যেখানে একই সঙ্গে গোটা সমাজকে সকল শোষণ, নিপীড়ন, শ্রেণী-পার্থক্য ও শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে চিরদিনের মতো মুক্তি না দিয়ে শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণীটি — অর্থাৎ প্রলেতারিয়েত — শোষক ও শাসকের, অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর কর্তৃত্বের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না।

ডারউইনের মতবাদ জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যা করেছে, আমার মতে এই সিদ্ধান্ত ইতিহাসের বেলায় তাই করতে বাধ্য। ১৮৪৫ সালের আগেকার কয়েক বছর ধরে আমরা দুজনেই ধীরে ধীরে এই সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে চলেছিলাম। স্বতন্ত্রভাবে আমি কতটা এদিকে অগ্রসর হয়েছিলাম তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমার 'ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' বইখানি।* কিন্তু যখন ১৮৪৫ সালের বসন্তকালে ব্রাসেল্‌স্‌ শহরে মার্কসের সঙ্গে আমার আবার দেখা হল, তখন মার্কস ইতিমধ্যে সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছেন। এখানে আমি যে ভাষায় মূলকথাটা উপস্থিত করলাম প্রায় তেমন পরিষ্কারভাবেই তিনি তখনই তা আমার সামনে তুলে ধরেছিলেন।

১৮৭২ সালের জার্মান সংস্করণে আমাদের মিলিত ভূমিকা থেকে নিম্নলিখিত কথাগুলি উদ্ধৃত করছি:

* *'The Condition of the Working Class in England in 1844'*. By Frederick Engels. Translated by Florence K. Wishnewetzky, New York, Lovell—London. W. Reeves, 1888. (এঙ্গেলসের টীকা।)

'গত প'চিশ বছরে বাস্তব অবস্থা যতই বদলে যাক না কেন, এই 'ইশতেহার'এ যে সব সাধারণ ম্লনীতি নির্ধারিত হয়েছিল তা আজও মোটের ওপর ঠিক আগের মতোই সঠিক। এখানে ওখানে সামান্য দু'একটি কথা আরও ভাল করে লেখা যেত। সর্বত্র এবং সবসময় ম্লনীতিগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ নির্ভর করবে তখনকার ঐতিহাসিক অবস্থার উপর, 'ইশতেহার'এর ভিতরেই সে কথা রয়েছে। সেইজন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে যেসব বিপ্লবী ব্যবস্থার প্রস্তাব আছে তার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়নি। আজকের দিনে হলে এ অংশটা নানা দিক থেকে অন্যভাবে লিখতে হত। ১৮৪৮-এর পর থেকে আধুনিক যন্ত্রশিল্প যে বিপুল পদক্ষেপে এগিয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি সংগঠন উন্নত ও প্রসারিত হয়েছে, প্রথমে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে, পরে আরও বেশী করে প্যারিস কমিউনে, যেখানে প্রলেতারিয়েত এই সর্বপ্রথম পুরো দুই মাস ধরে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছিল, তাতে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তার ফলে এই কর্মসূচি খুঁটিনাটি কিছু ব্যাপারে সেকেলে হয়ে পড়েছে। কমিউন বিশেষ করে একটা কথা প্রমাণ করেছে যে: "তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটা শুধু দখলে পেয়েই শ্রমিক শ্রেণী তা নিজের কাজে লাগাতে পারে না।" ('ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ; আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী মানুষের সমিতির সাধারণ পরিষদের বিবৃতি', লণ্ডন, ট্রুলাভ, ১৮৭১, ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য; সেখানে কথাটা আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।) তাছাড়া একথাও স্বতঃস্পষ্ট যে, সমাজতন্ত্রী সাহিত্যের সমালোচনাটি আজকের দিনের হিসাবে অসম্পূর্ণ, কারণ সে আলোচনার বিস্তার এখানে মাত্র ১৮৪৭ পর্যন্ত; তাছাড়া বিভিন্ন বিরোধী দলের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্পর্ক সম্বন্ধে বক্তব্যগুলিও (চতুর্থ অধ্যায়ে), সাধারণ ম্লনীতির দিক থেকে ঠিক হলেও, ব্যবহারিক দিক থেকে সেকেলে হয়ে গেছে, কেননা রাজনৈতিক পরিস্থিতি একেবারে বদলে গেছে, এবং উল্লিখিত রাজনৈতিক দলগুলির অধিকাংশকে ইতিহাসের অগ্রগতি এ জগৎ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় দিয়েছে।

'কিন্তু এই "ইশতেহার" এখন ঐতিহাসিক দলিল হয়ে পড়েছে, একে বদলাবার কোনও অধিকার আমাদের আর নেই।'

মার্কসের 'পুঁজি' বইটির বেশির ভাগটার অনুবাদক, মিঃ স্যামুয়েল মুর এই অনুবাদ করেছেন। আমরা দুজনে মিলে এর সংশোধন করেছি; কয়েকটি ঐতিহাসিক উল্লেখের ব্যাখ্যা হিসাবে কিছু টীকা আমি সংযোজন করেছি।

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

লণ্ডন, ৩০শে জানুয়ারি, ১৮৮৮

১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণের ভূমিকা থেকে

'ইশতেহারের' একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে। সংখ্যায় তখন পর্যন্ত বেশি নয়, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের এহেন অগ্রণীদের কাছ থেকে এর প্রকাশকালে জুটেছিল সোৎসাহ অভ্যর্থনা (প্রথম ভূমিকায় উল্লিখিত অনুবাদগুলিই তার প্রমাণ), কিন্তু ১৮৪৮ সালের জুনে প্যারিস শ্রমিকদের পরাজয়ের পর যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়, তার চাপে বাধ্য হয়ে একে পশ্চাদপসারণ করতে হল; এবং ১৮৫২ সালের নভেম্বরে কলোন কমিউনিস্টদের দণ্ডাজ্ঞার পর শেষপর্যন্ত 'আইন অনুসারে' তাকে আইন বহির্ভূত করা হয়। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব থেকে যে শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল, লোকচক্ষু থেকে তার অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে 'ইশতেহার'ও অন্তরালে যায়।

শাসক শ্রেণীদের ক্ষমতার উপর নতুন আক্রমণের পক্ষে পর্যাপ্ত শক্তি যখন ইউরোপের শ্রমিক শ্রেণী আবার সংগ্রহ করতে পারল তখন আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী মানুষের সমিতির উদয় হয়। তার লক্ষ্য ছিল ইউরোপ ও আমেরিকার গোটা জঙ্গী শ্রমিক শ্রেণীকে **একটি** বিরাট বাহিনীতে সুসংহত করা। সুতরাং 'ইশতেহারে' লিপিবদ্ধ নীতি থেকে তা **শুরু হতে** পারে না। এমন কর্মসূচি তাকে নিতে হয় যা ইংরেজ ট্রেড ইউনিয়ন, ফরাসী, বেলজীয়, ইতালীয় ও স্পেনীয় প্রুধোঁবাদী এবং জার্মান লাসালপন্থীদের* কাছে যেন দরজা বন্ধ না করে। এই কর্মসূচি — আন্তর্জাতিকের নিয়মাবলীর মুখবন্ধ** মার্কস রচনা করলেন এমন নিপুণ হাতে যে বাকুনিন ও নৈরাজ্যবাদীরা পর্যন্ত তা স্বীকার করে। 'ইশতেহারে' বর্ণিত নীতিগুলির শেষপর্যন্ত বিজয়ী হবার ব্যাপারে মার্কস পুরোপুরি ও একান্তভাবে নির্ভর করেছিলেন শ্রমিক শ্রেণীর বুদ্ধিগত বিকাশের উপর, মিলিত লড়াই ও আলোচনা থেকে যার উদ্ভব অনিবার্য। পুঁজির সঙ্গে লড়াই-এর নানা ঘটনা ও বিপর্যয়, সাফল্যের চাইতে পরাজয়ই বেশি করে, সংগ্রামীদের কাছে প্রমাণ না করে পারে না যে তাদের আগেকার সর্বরোগহর দাওয়াইগুলি অকেজো, শ্রমিকদের মুক্তির সঠিক শর্তগুলির সম্যক উপলব্ধির পক্ষে তাদের মনকে তৈরি না করে পারে না। মার্কস ঠিকই বুঝেছিলেন। ১৮৬৪ সালে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার সময়কার শ্রমিক শ্রেণীর তুলনায় ১৮৭৪ সালে আন্তর্জাতিক

* লাসাল আমাদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে সর্বদাই স্বীকার করতেন যে তিনি মার্কসের 'শিষ্য' এবং সেই হিসাবে 'ইশতেহারই' তাঁর মতের ভিত্তি। তাঁর যে ভক্তরা রাষ্ট্রীয় ক্রেডিটের সাহায্যে উৎপাদক সমবায় সম্বন্ধে তাঁর দাবির চেয়ে এগিয়ে যেতে চায়নি, যারা গোটা শ্রমিক শ্রেণীকে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের সমর্থক এবং স্বাবলম্বনের সমর্থক এই দুই ভাগে ভাগ করতে চাইত, তাদের কথা অবশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। (এঙ্গেলসের টীকা।)

** কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

উঠে যাবার সময়কার শ্রমিক শ্রেণী সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে ওঠে। ল্যাটিন দেশগুলিতে প্রুধোঁবাদ ও জার্মানির স্বকীয় লাসালপন্থা তখন মরণোন্মুখ; এমন কি চরম রক্ষণশীল ইংরেজ ট্রেড ইউনিয়নগুলি পর্যন্ত ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছিল এমন একটা পর্যায়ে যখন ১৮৮৭ সালে তাদের সোয়ানসি কংগ্রেসের সভাপতি তাদের তরফ থেকে বলতে পারলেন যে: 'ইউরোপীয় ভূখণ্ডের সমাজতন্ত্র আমাদের কাছে আর বিভীষিকা নেই।' অথচ ১৮৮৭ সালের ইউরোপীয় ভূখণ্ডের সমাজতন্ত্র প্রায় পুরোপুরিই 'ইশতেহারে' ঘোষিত তত্ত্ব মাত্র। সুতরাং কিছুটা পরিমাণে 'ইশতেহারের' ইতিহাসে ১৮৪৮ সালের পরবর্তী আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের ইতিহাসটাই প্রতিফলিত। বর্তমানে সমগ্র সমাজতন্ত্রী সাহিত্যের মধ্যে এটি নিঃসন্দেহেই সবচেয়ে বেশি প্রচারিত, সর্বাধিক আন্তর্জাতিক সৃষ্টি, সাইবেরিয়া থেকে কালিফোর্নিয়া পর্যন্ত সকল দেশে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের সাধারণ কর্মসূচি হয়ে দাঁড়িয়েছে তা।

তবুও প্রথম প্রকাশের সময় আমরা একে **সমাজতন্ত্রী** 'ইশতেহার' বলতে পারতাম না। ১৮৪৭ সালে দুই ধরনের লোককে সমাজতন্ত্রী গণ্য করা হত। একদিকে ছিল বিভিন্ন ইউটোপীয় মতবাদের সমর্থকেরা, বিশেষ করে ইংলণ্ডে ওয়েন-পন্থী ও ফ্রান্সে ফুরিয়ে-পন্থীরা, অবশ্য ততদিনে উভয়েই সংকীর্ণ গোষ্ঠীতে পরিণত হয়ে ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছিল। অন্যদিকে ছিল অশেষ প্রকারের সামাজিক হাতুড়ে যারা সামাজিক অবিচার দূর করতে চাইত নানাবিধ সর্বরোগহর দাওয়াই ও জোড়াতালি প্রয়োগ করে — পুঁজি ও মুনাফার বিন্দুমাত্র ক্ষতি না করে। উভয় ক্ষেত্রেই এরা ছিল শ্রমিক আন্দোলনের বাইরের লোক এবং সমর্থনের জন্য তাকিয়ে ছিল বরং 'শিক্ষিত' সম্প্রদায়ের দিকে। নিতান্ত রাজনৈতিক বিপ্লব যথেষ্ট নয় এবিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর যে অংশটি সেদিন সমাজের আমূল পুনর্গঠনের দাবি তোলে, তারা সে সময় নিজেদের **কমিউনিস্ট** বলত। তখন পর্যন্ত এটা ছিল অমার্জিত, নিতান্ত সহজবোধের, প্রায়শই অনেকটা স্থূল কমিউনিজম মাত্র। তবুও ইউটোপীয় কমিউনিজমের দুটি ধারাকে জন্ম দেবার মতো শক্তি এর ছিল — ফ্রান্সে কাবে-র 'আইকেরীয়' (Icarian) কমিউনিজম এবং জার্মানিতে ভাইতলিং-এর কমিউনিজম। ১৮৪৭ সালে সমাজতন্ত্র বলতে বোঝাত একটা বুর্জোয়া আন্দোলন, কমিউনিজম বোঝাত শ্রমিক আন্দোলন। ইউরোপীয় ভূখণ্ডে অন্তত তখন সমাজতন্ত্র ছিল বেশ ভদ্রস্থ, আর কমিউনিজম ছিল ঠিক তার বিপরীত। ততদিন আগেই যেহেতু আমাদের অতি দৃঢ় মত ছিল যে, 'শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি হওয়া চাই শ্রমিক শ্রেণীরই নিজস্ব কাজ', তাই দুই নামের মধ্যে কোনটি বেছে নেব সে সম্বন্ধে আমাদের কোনও দ্বিধা ছিল না। পরেও কখনো নাম বর্জন করার কথা আমাদের মনে আসেনি।

'দুনিয়ার মজুর এক হও!' বেয়াল্লিশ বছর আগে, প্রথম যে প্যারিস বিপ্লবে প্রলেতারিয়েত তার নিজস্ব দাবি নিয়ে হাজির হয় ঠিক তারই পূর্বক্ষণে আমরা যখন পৃথিবীর সামনে এই কথা ঘোষণা করেছিলাম, সেদিন অতি অল্প কণ্ঠেই তার প্রতিধ্বনি উঠেছিল। ১৮৬৪ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ দেশের শ্রমিকেরা আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী মানুষের সমিতিতে হাত মেলায়, এ সমিতির স্মৃতি অতি গৌরবজনক। সত্যকথা, আন্তর্জাতিক বেঁচে ছিল মাত্র নয় বছর। কিন্তু সকল দেশের শ্রমিকদের যে চিরন্তন ঐক্য এতে সৃষ্টি হয়েছিল, সে ঐক্য যে আজও জীবন্ত এবং আগের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী, বর্তমান কালটাই তার সর্বোত্তম সাক্ষ্য। কেননা ঠিক আজকের দিনে যখন আমি এই পংক্তিগুলি লিখছি তখন ইউরোপ ও আমেরিকার প্রলেতারিয়েত তাদের লড়বার শক্তি বিচার করে দেখছে, এই সর্বপ্রথম তারা সংঘবদ্ধ, সংঘবদ্ধ **একক** বাহিনী রূপে, **এক** পতাকার নিচে, **একটি** উপস্থিত লক্ষ্য নিয়ে: ১৮৬৬ সালে আন্তর্জাতিকের জেনেভা কংগ্রেসে ও আবার ১৮৮৯ সালে প্যারিস শ্রমিক কংগ্রেসে যা ঘোষিত হয়েছিল সেইভাবে আইন পাশ করে সাধারণ আট ঘণ্টা শ্রমদিন চালু করতে হবে। আজকের দিনের দৃশ্য সকল দেশের পুঁজিপতি ও জমিদারদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে যে আজ সকল দেশের শ্রমিকেরা সত্যই এক হয়েছে।

নিজের চোখে তা দেখবার জন্য মার্কস যদি এখনও আমার পাশে থাকতেন!

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

লণ্ডন, ১লা মে, ১৮৯০

কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার

ইউরোপ ভূত দেখছে — কমিউনিজমের ভূত। এ ভূত ঝেড়ে ফেলার জন্য এক পবিত্র জোটের মধ্যে এসে ঢুকেছে সাবেকী ইউরোপের সকল শক্তি — পোপ এবং জার, মেত্তেরনিখ ও গিজো, ফরাসী র‍্যাডিকালেরা আর জার্মান পুলিশগোয়েন্দারা।

এমন কোন বিরোধী পার্টি আছে, ক্ষমতায় আসীন প্রতিপক্ষ যাকে কমিউনিস্ট-ভাবাপন্ন বলে নিন্দা করেনি? এমন বিরোধী পার্টিই বা কোথায় যে নিজেও আরও অগ্রসর বিরোধী দলগুলির, তথা প্রতিক্রিয়াশীল বিপক্ষদের বিরুদ্ধে পাল্টা ছুঁড়ে মারেনি কমিউনিজমের গালি?

এই তথ্য থেকে দুটি ব্যাপার বেরিয়ে আসে।

এক। ইউরোপের সকল শক্তি ইতিমধ্যেই কমিউনিজমকে একটা শক্তি হিসাবে স্বীকার করেছে।

দুই। সময় এসে গেছে যখন প্রকাশ্যে, সারা জগতের সম্মুখে কমিউনিস্টদের ঘোষণা করা উচিত তাদের মতামত কী, লক্ষ্য কী, তাদের ঝোঁক কোন দিকে, এবং কমিউনিজমের ভূতের এই আষাঢ়ে গল্পের জবাব দেওয়া উচিত পার্টির একটা ইশতেহার দিয়েই।

এই উদ্দেশ্য নিয়ে নানা জাতির কমিউনিস্টরা লণ্ডনে সমবেত হয়ে নিম্নলিখিত 'ইশতেহারটি' প্রস্তুত করেছে; ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, ইতালীয়, ফ্লেমিশ এবং ডেনিশ ভাষায় এটি প্রকাশিত হবে।

১

বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত*

আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাস শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস।**

স্বাধীন মানুষ ও দাস, প্যাট্রিশিয়ান এবং প্লিবিয়ান, জমিদার ও ভূমিদাস, গিল্ড্-কর্তা*** আর কারিগর, এক কথায় অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত শ্রেণী সর্বদাই পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে থেকেছে, অবিরাম লড়াই চালিয়েছে, কখনও আড়ালে কখনও বা প্রকাশ্যে; প্রতিবার এ লড়াই শেষ হয়েছে গোটা সমাজের বিপ্লবী পুনর্গঠনে অথবা দ্বন্দ্বরত শ্রেণীগুলির সকলের ধ্বংসপ্রাপ্তিতে।

ভূতপূর্ব ঐতিহাসিক যুগগুলিতে প্রায় সর্বত্র আমরা দেখি সমাজে বিভিন্ন বর্গের একটা জটিল বিন্যাস, সামাজিক পদমর্যাদার নানাবিধ ধাপ। প্রাচীন রোমে ছিল প্যাট্রিশিয়ান, যোদ্ধা (knights), প্লিবিয়ান এবং ক্রীতদাসেরা; মধ্যযুগে ছিল সামন্ত প্রভু, অনু-সামন্ত (vassals), গিল্ড্-কর্তা, কারিগর, শিক্ষানবিশ কারিগর এবং ভূমিদাস। এইসব শ্রেণীর প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যে আবার আভ্যন্তরীণ স্তরভেদ।

* বুর্জোয়া বলতে আধুনিক পুঁজিপতি শ্রেণী বোঝায়, যারা সামাজিক উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক এবং মজুরি-শ্রমের নিয়োগকর্তা। প্রলেতারিয়েত হল আজকালকার মজুরি-শ্রমিকেরা, উৎপাদনের উপায় নিজেদের হাতে না থাকার দরুন যারা বেঁচে থাকার জন্য স্বীয় শ্রমশক্তি বেচতে বাধ্য হয়। (১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

** অর্থাৎ সমগ্র **লিখিত** ইতিহাস। ১৮৪৭ সালে সমাজের প্রাগিতিহাস (pre-history), লিখিত ইতিহাসের পূর্ববর্তী কালের সামাজিক সংগঠনের বিবরণ প্রায় অজ্ঞাতই ছিল। তারপরে, হাক্স্‌টহাউজেন রুশদেশে জমির উপর যৌথ মালিকানা আবিষ্কার করেন, মাউরার প্রমাণ করেন, যে সকল টিউটনিক জাতির ইতিহাস শুরু হয় এই সামাজিক ভিত্তি থেকে, ক্রমে ক্রমে দেখা গেল যে ভারত থেকে আয়র্ল্যান্ড পর্যন্ত সর্বত্র গ্রাম গোষ্ঠীই (village communities) সমাজের আদি রূপ ছিল কিংবা রয়েছে। গোত্রের (gens) আসল প্রকৃতি এবং উপজাতির (tribe) সঙ্গে তার সম্পর্ক বিষয়ে মর্গানের চূড়ান্ত আবিষ্কার এই আদিম কমিউনিস্ট ধরনের সমাজের ভিতরকার সংগঠনের বিশিষ্ট রূপটি খুলে ধরল। এই আদিম গোষ্ঠীগুলি ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ভিন্ন ভিন্ন এবং শেষপর্যন্ত পরস্পরবিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়তে থাকে। এই ভাঙনের ধারাটা অনুসরণের আমি চেষ্টা করেছি আমার *'Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats'* ('পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি') গ্রন্থটিতে — দ্বিতীয় সংস্করণ, স্টুটগার্ট, ১৮৮৬। (১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।) — বর্তমান সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

*** গিল্ড্-কর্তা, অর্থাৎ গিল্ড্ সঙ্ঘের পূর্ণ সদস্য, গিল্ডের অন্তর্ভুক্ত কর্তা, উপরিস্থিত প্রভু নয়। (১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

সামন্ত সমাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে আধুনিক যে বুর্জোয়া সমাজ জন্ম নিয়েছে তার মধ্যে শ্রেণীবিরোধ শেষ হয়ে যায়নি। এ সমাজ শুধু প্রতিষ্ঠা করেছে নতুন শ্রেণী, অত্যাচারের নতুন অবস্থা, পুরাতনের বদলে সংগ্রামের নতুন ধরন।

আমাদের যুগ অর্থাৎ বুর্জোয়া যুগের কিন্তু এই একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে: শ্রেণীবিরোধ এতে সরল হয়ে এসেছে। গোটা সমাজ ক্রমেই দুটি বিশাল শত্রুশিবিরে ভাগ হয়ে পড়ছে, ভাগ হচ্ছে পরস্পরের সম্মুখীন দুই বিরাট শ্রেণীতে — বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েত।

মধ্যযুগের ভূমিদাসদের ভিতর থেকে প্রথম শহরগুলির স্বাধীন নাগরিকদের (chartered burghers) উদ্ভব হয়। এই নাগরিকদের মধ্য থেকে আবার বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রথম উপাদানগুলি বিকশিত হল।

আমেরিকা আবিষ্কার ও আফ্রিকা প্রদক্ষিণে উঠতি বুর্জোয়াদের সামনে নতুন দিগন্ত খুলে গেল। পূর্ব ভারত ও চীনের বাজার, আমেরিকায় উপনিবেশস্থাপন, উপনিবেশের সঙ্গে বাণিজ্য বিনিময় ব্যবস্থার তথা সাধারণভাবে পণ্যের প্রসার বাণিজ্যে নৌযাত্রায় শিল্পে দান করে অভূতপূর্ব একটা উদ্যোগ এবং তদ্দ্বারা টলায়মান সামন্ত সমাজের অভ্যন্তরস্থ বিপ্লবী অংশগুলির জন্য এনে দেয় দ্রুত একটা বিকাশ।

সামন্ত শিল্প-ব্যবস্থায় শিল্পোৎপাদনের একচেটিয়া ছিল গণ্ডিবদ্ধ গিল্‌ড্‌গুলির হাতে, নতুন বাজারের চাহিদার পক্ষে তা আর পর্যাপ্ত নয়। তার জায়গায় এল হস্তশিল্প কারখানা। কারখানাজীবী মধ্য শ্রেণী ঠেলে সরিয়ে দিল গিল্‌ড্‌-কর্তাদের। বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট গিল্‌ডের মধ্যেকার শ্রমবিভাগ মিলিয়ে গেল একই কারখানার ভেতরকার শ্রমবিভাগের সামনে।

এদিকে বাজার বাড়তেই থাকে, চাহিদা বাড়তে থাকে। হস্তশিল্প কারখানাতেও আর কুলাল না। অতঃপর বাষ্প ও কলের যন্ত্রে বিপ্লবী পরিবর্তন ঘটল শিল্পোৎপাদনে। হস্তশিল্প কারখানার জায়গা নিল অতিকায় আধুনিক শিল্প, শিল্পজীবী মধ্য শ্রেণীর জায়গা নিল শিল্পজীবী লাখপতি, এক একটা গোটা শিল্প বাহিনীর হর্তাকর্তা, আধুনিক বুর্জোয়া।

আমেরিকা আবিষ্কার যার পথ পরিষ্কার করে, সেই বিশ্ববাজার প্রতিষ্ঠা করেছে আধুনিক শিল্প। এ বাজারের ফলে বাণিজ্য, নৌযাত্রা. স্থলপথ যোগাযোগের প্রভূত বিকাশ ঘটেছে। সে বিকাশ আবার প্রভাবিত করেছে শিল্প প্রসারকে, এবং যে অনুপাতে শিল্প, বাণিজ্য, নৌযাত্রা ও রেলপথের প্রসার, সেই অনুপাতেই বিকশিত হয়েছে বুর্জোয়া, বাড়িয়ে তুলেছে তার পুঁজি, মধ্যযুগ থেকে আগত সমস্ত শ্রেণীকেই পেছনে ঠেলে দিয়েছে।

এইভাবে দেখা যায় যে আধুনিক বুর্জোয়া শ্রেণীটা একটা দীর্ঘ বিকাশ ধারার ফল, উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতির ক্রমান্বয় বিপ্লবের পরিণতি।

বিকাশের পথে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে সমানে চলেছিল সে শ্রেণীর রাজনৈতিক অগ্রগতি। এই যে বুর্জোয়ারা ছিল সামন্ত প্রভুদের আমলে একটা নিষ্পেষিত শ্রেণী; মধ্যযুগের কমিউনে* যারা দেখা দেয় একটা সশস্ত্র ও স্বশাসিত সংঘ রূপে; কোথাও বা স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক নগর-রাষ্ট্র (যেমন ইতালি ও জার্মানিতে), আবার কোথাও বা রাজতন্ত্রের করদাতা 'তৃতীয় মণ্ডলী' রূপে (যেমন ফ্রান্সে); অতঃপর হস্তশিল্প পদ্ধতির প্রকৃত পর্বে যারা আধা সামন্ততান্ত্রিক বা নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের কাজে লাগে অভিজাতবর্গকে দাবিয়ে রাখার ব্যাপারে, এবং বস্তুত সাধারণভাবে যারা ছিল বৃহৎ রাজতন্ত্রের স্তম্ভস্বরূপ, সেই বুর্জোয়া শ্রেণী অবশেষে আধুনিক যন্ত্রশিল্প ও বিশ্ববাজার প্রতিষ্ঠার পর, আজকালকার প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্রের মধ্যে নিজেদের জন্য পরিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্জন করতে পেরেছে। আধুনিক রাষ্ট্রের শাসকমণ্ডলী হল সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীর সাধারণ কাজকর্ম ব্যবস্থাপনার একটা কমিটি মাত্র।

ইতিহাসের দিক থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী খুবই বিপ্লবী ভূমিকা নিয়েছে।

বুর্জোয়া শ্রেণী যেখানেই প্রাধান্য পেয়েছে, সেখানেই সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক, পিতৃতান্ত্রিক ও প্রকৃতি-শোভন সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছে। যে সব বিচিত্র সামন্ত বাঁধনে মানুষ বাঁধা ছিল তার 'স্বভাবসিদ্ধ ঊর্ধ্বতন'দের কাছে, তা এরা ছিঁড়ে ফেলেছে নির্মমভাবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের অনাবৃত স্বার্থের বন্ধন, নির্বিকার 'নগদ টাকার' বাঁধন ছাড়া আর কিছুই এরা বাকি রাখেনি। আত্মসর্বস্ব হিসাবনিকাশের বরফজলে এরা ডুবিয়ে দিয়েছে ধর্ম-উন্মাদনার স্বর্গীয় ভাবোচ্ছ্বাস, শৌর্যবৃত্তির উৎসাহ ও কূপমণ্ডূক ভাবালুতা। লোকের ব্যক্তি-মূল্যকে এরা পরিণত করেছে বিনিময় মূল্যে, অগণিত অনস্বীকার্য সনদবদ্ধ স্বাধীনতার স্থানে এরা এনে খাড়া করল ওই একটিমাত্র নির্বিচার স্বাধীনতা — অবাধ বাণিজ্য। এককথায়, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিভ্রমে যে

* ফ্রান্সে নবোদ্ভূত শহরগুলি সামন্ত মনিব ও প্রভুদের কাছ থেকে স্থানীয় স্বশাসন ও রাজনৈতিক অধিকার আদায় করে 'তৃতীয় মণ্ডলী' (Third Estate) রূপে প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই 'কমিউন' নাম গ্রহণ করে। মোটামুটি বলা চলে যে বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে এখানে ইংলণ্ডকে আদর্শ দেশ ধরা হয়েছে, রাজনৈতিক বিকাশের বেলা ফ্রান্সকে। (১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

ইতালি ও ফ্রান্সের শহরবাসীরা তাদের সামন্ত প্রভুদের হাত থেকে আত্মশাসনের প্রাথমিক অধিকার কিনে অথবা কেড়ে নেবার পর নিজেদের নগর-সমাজের এই নাম দিয়েছিল। (১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

শোষণ এতদিন ঢাকা ছিল, তার বদলে এরা এনেছে নগ্ন, নির্লজ্জ, সাক্ষাৎ, পাশবিক শোষণ।

মানুষের যেসব বৃত্তিকে লোকে এতদিন সম্মান করে এসেছে, সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের চোখে দেখেছে, বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের মাহাত্ম্য ঘুচিয়ে দিয়েছে। চিকিৎসাবিদ, আইনবিশারদ, পুরোহিত, কবি, বিজ্ঞানী — সকলকেই এরা পরিণত করেছে তাদের মজুরি-ভোগী শ্রমজীবী রূপে।

বুর্জোয়া শ্রেণী পরিবারপ্রথা থেকে তার ভাবালু ঘোমটাটাকে ছিঁড়ে ফেলেছে, পারিবারিক সম্বন্ধকে পরিণত করেছে একটা নিছক আর্থিক সম্পর্কে।

মধ্যযুগে শক্তির যে পাশবিক প্রকাশকে প্রতিক্রিয়াপন্থীরা এতটা মাথায় তোলে, তারই যোগ্য পরিপূরক হিসাবে চূড়ান্ত অলসতার নিষ্ক্রিয়তা কী করে সম্ভব হয়েছিল তা বুর্জোয়া শ্রেণীই ফাঁস করে দেয়। এরাই প্রথম দেখিয়ে দিল মানুষের উদ্যমে কী হতে পারে। এদের আশ্চর্য কীর্তি মিশরের পিরামিড, রোমের পয়ঃপ্রণালী এবং গথিক গির্জাকে বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে। এদের পরিচালিত অভিযান অতীতের সকল জাতির দেশান্তর যাত্রা (Exoduses) ও ধর্মযুদ্ধকে (crusades) ম্লান করে দিয়েছে।

উৎপাদনেব উপকরণে অবিরাম বিপ্লবী বদল না এনে, এবং তাতে করে উৎপাদন-সম্পর্ক ও সেই সঙ্গে সমগ্র সমাজ-সম্পর্কে বিপ্লবী বদল না ঘটিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী বাঁচতে পারে না। অপরদিকে অতীতের শিল্পজীবী সকল শ্রেণীর বেঁচে থাকার প্রথম শর্তই ছিল সাবেকি উৎপাদন-পদ্ধতির অপরিবর্তিত রূপটা বজায় রাখা। আগেকার সকল যুগ থেকে বুর্জোয়া যুগের বৈশিষ্ট্যই হল উৎপাদনে অবিরাম বিপ্লবী পরিবর্তন, সমস্ত সামাজিক অবস্থার অনবরত নড়চড়, চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা এবং উত্তেজনা। অনড় জমাট সব সম্পর্ক ও তার আনুষঙ্গিক সমস্ত সনাতন শ্রদ্ধাভাজন কুসংস্কার ও মতামতকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হয়, নবগঠিতগুলো দৃঢ়সম্বদ্ধ হয়ে উঠবার আগেই অচল হয়ে আসে। যা কিছু ভারিক্কী তা-ই যেন বাতাসে মিলিয়ে যায়, যা পবিত্র তা হয় কলুষিত, শেষপর্যন্ত মানুষ বাধ্য হয় তার জীবনের আসল অবস্থা এবং অপরের সঙ্গে তার সম্পর্কটাকে খোলা চোখে দেখতে।

নিজেদের প্রস্তুত মালের জন্য অবিরত বর্ধমান এক বাজারের তাগিদ বুর্জোয়া শ্রেণীকে সারা পৃথিবীময় দৌড় করিয়ে বেড়ায়। সর্বত্র তাদের ঢুকতে হয়, সর্বত্র গেড়ে বসতে হয়, যোগসূত্র স্থাপন করতে হয় সর্বত্র।

বুর্জোয়া শ্রেণী বিশ্ববাজারকে কাজে লাগাতে গিয়ে প্রতিটি দেশেরই উৎপাদন ও উপভোগে একটা বিশ্বজনীন চরিত্র দান করেছে। প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্ষুব্ধ করে তারা শিল্পের পায়ের তলা থেকে কেড়ে নিয়েছে সেই জাতীয় ভূমিটা যার ওপর শিল্প আগে দাঁড়িয়েছিল। সমস্ত সাবেকি জাতীয় শিল্প হয় ধ্বংস পেয়েছে নয় প্রত্যহ ধ্বংস

পাচ্ছে। তাদের স্থানচ্যুত করছে এমন নতুন নতুন শিল্প যার প্রচলন সকল সভ্য জাতির পক্ষেই মরা বাঁচা প্রশ্নের সামিল; এমন শিল্প যা শুধু দেশজ কাঁচামাল নিয়ে নয় দূরতম অঞ্চল থেকে আনা কাঁচামালে কাজ করছে; এমন শিল্প যার উৎপাদন শুধু স্বদেশেই নয় ভূলোকের সর্বাঞ্চলেই ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশজ উৎপন্নে যা মিটত তেমন সব পুরনো চাহিদার বদলে দেখছি নতুন চাহিদা, যা মেটাতে দরকার সুদূর দেশ বিদেশের ও নানা আবহাওয়ার উৎপন্ন। আগেকার স্থানীয় ও জাতীয় বিচ্ছিন্নতা ও স্বপর্যাপ্তির বদলে পাচ্ছি সর্বক্ষেত্রেই আদান-প্রদান, জাতিসমূহের বিশ্বজোড়া পরস্পর নির্ভরতা। বৈষয়িক উৎপাদনে যেমন, তেমনই মনীষার ক্ষেত্রেও। এক একটা জাতির মানসিক সৃষ্টি হয়ে পড়ে সকলের সম্পত্তি। জাতিগত একপেশেমি ও সংকীর্ণচিত্ততা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে পড়ে; অসংখ্য জাতীয় বা স্থানীয় সাহিত্য থেকে জেগে ওঠে একটা বিশ্বসাহিত্য।

সকল উৎপাদন-যন্ত্রের দ্রুত উন্নতি ঘটিয়ে যোগাযোগের অতি সুবিধাজনক উপায় মারফত বুর্জোয়ারা সভ্যতায় টেনে আনছে সমস্ত, এমন কি অসভ্যতম জাতিকেও। যে জগদ্দল কামান দেগে সে সমস্ত চীনা-প্রাচীর চূর্ণ করে, অসভ্য জাতিদের অতি একরোখা বিজাতি-বিদ্বেষকে বাধ্য করে আত্মসমর্পণে তা হল তার পণ্যের শস্তা দর। সকল জাতিকে সে বাধ্য করে বুর্জোয়া উৎপাদন-পদ্ধতি গ্রহণে, অন্যথায় বিলুপ্ত হয়ে যাবার ভয় থাকে; বাধ্য করে সেই বস্তু গ্রহণে যাকে সে বলে সভ্যতা—অর্থাৎ বাধ্য করে তাদেরও বুর্জোয়া বনতে। এককথায়, বুর্জোয়া শ্রেণী নিজের ছাঁচে জগৎ গড়ে তোলে।

গ্রামাঞ্চলকে বুর্জোয়া শ্রেণী শহরের পদানত করেছে। সৃষ্টি করেছে বিরাট বিরাট শহর, গ্রামের তুলনায় শহরের জনসংখ্যা বাড়িয়েছে প্রচুর, এবং এইভাবে জনগণের এক বিশাল অংশকে বাঁচিয়েছে গ্রামজীবনের মূঢ়তা থেকে। গ্রামাঞ্চলকে এরা যেমন শহরের মুখাপেক্ষী করে তুলেছে, ঠিক তেমনই বর্বর বা অর্ধবর্বর দেশগুলিকে করেছে সভ্য দেশের উপর, চাষীবহুল জাতিকে করেছে বুর্জোয়া-প্রধান জাতির, পূর্বাঞ্চলকে পশ্চিমের উপর নির্ভরশীল।

অধিবাসীদের, উৎপাদন উপায়ের এবং সম্পত্তির বিক্ষিপ্ত অবস্থাটা বুর্জোয়া শ্রেণী ক্রমশই ঘুচিয়ে দিতে থাকে। জনসংখ্যাকে এরা পুঞ্জীভূত করেছে, উৎপাদনের উপায়গুলি করেছে কেন্দ্রীভূত, সম্পত্তিকে জড়ো করেছে অল্প লোকের হাতে। এরই অবশ্যম্ভাবী ফল হল রাজনৈতিক কেন্দ্রীভবন। বিভিন্ন ধরনের স্বার্থ, আইনকানুন, শাসনব্যবস্থা অথবা করপ্রথা সম্বলিত স্বাধীন কিংবা শিথিলভাবে সংযুক্ত প্রদেশগুলিকে ঠেসে মেলানো হয় এক একটা জাতিতে যাদের একই শাসনযন্ত্র, একই আইন সংহিতা, একই জাতীয় শ্রেণী-স্বার্থ, একই সীমান্ত, এবং একই শুল্ক-ব্যবস্থা।

আধিপত্যের এক শতাব্দী পূর্ণ হতে না হতে, বুর্জোয়া শ্রেণী যে উৎপাদন-

শক্তির সৃষ্টি করেছে তা অতীতের সকল যুগের সমষ্টিগত উৎপাদন-শক্তির চেয়েও বিশাল ও অতিকায়। প্রকৃতির শক্তিকে মানুষের কর্তৃত্বাধীন করা, যন্ত্রের ব্যবহার, শিল্প ও কৃষিতে রসায়নের প্রয়োগ, বাষ্পশক্তির সাহায্যে জলযাত্রা, রেলপথ, ইলেক্‌ট্রিক টেলিগ্রাফ, চাষবাসের জন্য গোটা মহাদেশ সাফ করে ফেলা, জলযাত্রার জন্য নদীর খাত কাটা, ভেলকিবাজির মতো যেন মাটি ফুঁড়ে জনসমষ্টির আবির্ভাব — সামাজিক শ্রমের কোলে যে এতখানি উৎপাদন-শক্তি সুপ্ত ছিল, আগেকার কোন শতক তার কল্পনাটুকুও করতে পেরেছিল?

তাই দেখা যাচ্ছে যে উৎপাদন ও বিনিময়ের যে সব উপায়কে ভিত্তি করে বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেদের গড়ে তুলেছে, তাদের উৎপত্তি সামন্ত সমাজের মধ্যে। উৎপাদন ও বিনিময়ের এই সব উপায় বিকাশের একটা বিশেষ পর্যায়ে এল যখন সামন্ত সমাজের উৎপাদন ও বিনিময়ের শর্ত, সামন্ত কৃষি ও হস্তশিল্প কারখানার সংগঠন, এককথায় মালিকানার সামন্ত সম্পর্কগুলি আর কিছুতেই বিকশিত উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে খাপ খেল না। এগুলি তখন শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে শৃঙ্খল ভাঙতে হত এবং তা ভেঙে ফেলা হল।

তাদের জায়গায় এগিয়ে এল অবাধ প্রতিযোগিতা, সেই সঙ্গে তারই উপযোগী সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব।

আমাদের চোখের সামনে আজ অনুরূপ আর এক ধারা চলেছে। নিজের উৎপাদন-সম্পর্ক, বিনিময়-সম্পর্ক ও সম্পত্তি-সম্পর্ক সহ আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ — ভেলকিবাজির মতো উৎপাদনের এবং বিনিময়ের এমন বিশাল উপায় গড়ে তুলেছে যে সমাজ, তার অবস্থা আজ সেই যাদুকরের মতো যে মন্ত্রবলে পাতালপুরীর শক্তিসমূহকে জাগিয়ে তুলে আর সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। গত বহু দশক ধরে শিল্প বাণিজ্যের ইতিহাস হল শুধু বর্তমান উৎপাদন-সম্পর্কের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব ও আধিপত্যের যা মূলশর্ত সেই মালিকানা সম্পর্কের বিরুদ্ধে আধুনিক উৎপাদন-শক্তির বিদ্রোহের ইতিহাস। যে বাণিজ্য-সংকট পালা করে ফিরে ফিরে এসে প্রতিবার আরো বেশি করে গোটা বুর্জোয়া সমাজের অস্তিত্বটাকেই বিপন্ন করে ফেলে, তার উল্লেখই যথেষ্ট। এইসব সংকটে শুধু যে উপস্থিত উৎপন্নের অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায় তাই নয়, আগেকার সৃষ্ট উৎপাদন-শক্তির অনেকটাও এতে পর্যায়ক্রমে ধ্বংস পায়। এইসব সংকটের ফলে এমনই এক মহামারী হাজির হয় অতীতের সকল যুগে যা অসম্ভব গণ্য করা হত — অতি উৎপাদনের মহামারী। হঠাৎ সমাজ যেন এক সাময়িক বর্বরতার পর্যায়ে ফিরে যায়; মনে হয় যেন বা এক দুর্ভিক্ষে, এক সর্বব্যাপী ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে বন্ধ হয়ে গেল জীবনধারণের সমস্ত উপায়-সরবরাহের পথ, শিল্প

বাণিজ্য যেন নষ্ট হয়ে গেল; কী কারণে? কারণ, সভ্যতার পরাকাষ্ঠা হয়েছে, জীবনধারণ সামগ্রীতে দেখা দিয়েছে অতিপ্রাচুর্য, অনেক বেশি হয়ে গেছে শিল্প, অনেক বেশি বাণিজ্য। সমাজের হাতে যত উৎপাদন-শক্তি আছে, বুর্জোয়া মালিকানার শর্ত বিকাশে তা আর সাহায্য করছে না;বরং এই যে শর্তে সে শক্তি শৃঙ্খলিত ছিল তার তুলনায় এ শক্তি হয়ে উঠেছে অনেক বেশি প্রবল; শৃঙ্খলের বাধা তা কাটিয়ে ওঠা মাত্র সমস্ত বুর্জোয়া সমাজে এনে ফেলে বিশৃঙ্খলতা, বিপন্ন করে বুর্জোয়া মালিকানার অস্তিত্ব। বুর্জোয়া সমাজ যে সম্পদ উৎপন্ন করে তাকে ধারণ করার পক্ষে বুর্জোয়া সমাজের অবস্থা বড়ই সংকীর্ণ। এই সংকট থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী আবার কোন উপায়ে নিস্তার পায়? একদিকে, উৎপাদন-শক্তির বিপুল অংশ বাধ্য হয়ে নষ্ট করে ফেলে, অপরদিকে নতুন বাজার দখল করে এবং পুরানো বাজারের পূর্ণতর শোষণে। অর্থাৎ বলা যায় যে আরও ব্যাপক আরও ধ্বংসাত্মক সংকটের পথে, সংকট এড়াবার যা উপায় তাকেই কমিয়ে এনে।

যে অস্ত্রে বুর্জোয়া শ্রেণী সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধূলিসাৎ করেছিল সেই অস্ত্র আজ তাদেরই বিরুদ্ধে উদ্যত।

যে অস্ত্রে তাদের মৃত্যু বুর্জোয়া শ্রেণী শুধু সে অস্ত্রটুকুই গড়েনি; এমন লোকও তারা সৃষ্টি করেছে যারা সে অস্ত্র ধারণ করবে, সৃষ্টি করেছে আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীকে, প্রলেতারিয়েতকে।

যে পরিমাণে বুর্জোয়া শ্রেণী অর্থাৎ পুঁজি বেড়ে চলে ঠিক সেই অনুপাতে বিকাশ পায় প্রলেতারিয়েত অর্থাৎ আধুনিক শ্রমিক শ্রেণী, মেহনতীদের এ শ্রেণীটি বাঁচতে পারে যতক্ষণ কাজ জোটে, আর কাজ জোটে শুধু ততক্ষণ যতক্ষণ তাদের পরিশ্রমে পুঁজি বাড়তে থাকে। এই মেহনতীদের নিজেদের টুকরো টুকরো করে বেচতে হয়। বাণিজ্যের অন্য সামগ্রীর মতোই তারা পণ্যদ্রব্যের সামিল। আর সেই হেতু নিয়তই প্রতিযোগিতার সবকিছু ঝড় ঝাপটা, বাজারের সবরকম ওঠানামার অধীন তারা।

যন্ত্রের বহুল ব্যবহার এবং শ্রমবিভাগের ফলে প্রলেতারিয়েতের কাজ আজ সকল ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে, এবং সেই হেতু মজুরের কাছে কাজের আকর্ষণ লোপ পেয়েছে। মজুর হয়েছে যন্ত্রের লেজুড়, তার কাছে চাওয়া হয় অতি সরল, একান্ত একঘেয়ে, অতি সহজে অর্জনীয় যোগ্যতাটুকু। সুতরাং মজুরের উৎপাদন খরচটাও সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে প্রায় একান্তই তাকে বাঁচিয়ে রাখার ও তার বংশরক্ষার পক্ষে অপরিহার্য অন্নবস্ত্রের সংস্থানটুকুর মধ্যে। কিন্তু পণ্যের দাম, অতএব শ্রমেরও দাম* তার উৎপাদন খরচার সমান। সুতরাং কাজের জঘন্যতা যত বাড়ে, মজুরি তত কমে।

* পরে মার্কস দেখান যে মজুর শ্রম বিক্রি করে না, বিক্রি করে শ্রমশক্তি। এই উপলক্ষে মার্কসের 'মজুরি-শ্রম ও পুঁজি' গ্রন্থে এঙ্গেলসের ভূমিকা দ্রষ্টব্য, এই গ্রন্থের ৬৩-৭১ পৃষ্ঠা। — সম্পাঃ

শুধু তাই নয়, যে পরিমাণে যন্ত্রের ব্যবহার ও শ্রমবিভাগ বাড়ে, সেই অনুপাতে বাড়ে কাজের চাপ, হয় খাটুনির ঘণ্টা বাড়িয়ে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই বেশি কাজ আদায় করে, অথবা যন্ত্রের গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়ে, ইত্যাদি।

আধুনিক যন্ত্রশিল্প পিতৃতান্ত্রিক মালিকের ছোট কর্মশালাকে শিল্প-পুঁজিপতির বিরাট ফ্যাক্টরিতে পরিণত করেছে। বিপুল সংখ্যায় মজুরকে ফ্যাক্টরির মধ্যে ঢোকান হয় ভিড় করে, সংগঠিত করা হয় সৈনিকের ধরনে। শিল্পবাহিনীর সাধারণ সৈন্য হিসাবে তারা থাকে অফিসার সার্জেণ্টদের এক খাঁটি বহুধাপী ব্যবস্থার অধীনে। মজুরেরা কেবলমাত্র বুর্জোয়া শ্রেণীর ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রের দাস নয়; দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে তাদের করা হচ্ছে যন্ত্রের দাস, পরিদর্শকের দাস, সর্বোপরি খাস বুর্জোয়া মালিকটির দাস। এই যথেচ্ছাচার যত খোলাখুলিভাবে মুনাফালাভকেই নিজের লক্ষ্য ও আদর্শ হিসাবে ঘোষণা করে ততই তা হয়ে ওঠে আরও হীন, আরও ঘৃণ্য, আরও তিক্ত।

শারীরিক মেহনতে দক্ষতা ও শক্তি যতই কম লাগতে থাকে, অর্থাৎ আধুনিক যন্ত্রশিল্প যতই বিকশিত হয়ে ওঠে, ততই পুরুষের পরিশ্রমের স্থান জুড়ে বসতে থাকে নারী শ্রম। শ্রমিক শ্রেণীর কাছে বয়স কিংবা নারী-পুরুষের তফাতটার এখন আর বিশেষ সামাজিক তাৎপর্য নেই। সকলেই তারা খাটবার যন্ত্রমাত্র; বয়স অথবা স্ত্রী-পুরুষের তফাত অনুসারে সে যন্ত্র ব্যবহারের খরচটুকু কিছু বাড়ে-কমে মাত্র।

শিল্পের মালিক কর্তৃক মজুরের শোষণ খানিকটা সম্পূর্ণ হওয়া মাত্র অর্থাৎ তার মজুরির টাকাটা পাওয়া মাত্র, তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্যান্য অংশ — বাড়িওয়ালা, দোকানদার, মহাজন প্রভৃতি।

মধ্য শ্রেণীর নিম্ন স্তর — ছোটখাট ব্যবসায়ী, দোকানদার, সাধারণত ভূতপূর্ব কারবারীরা সবাই, হস্তশিল্পী এবং চাষীরা — তারা ধীরে ধীরে প্রলেতারিয়েতের মধ্যে নেমে আসে। তার এক কারণ, যতখানি বড় আয়তনে আধুনিক শিল্প চালাতে হয় এদের সামান্য পুঁজি তার পক্ষে যথেষ্ট নয় এবং প্রতিযোগিতায় বড় পুঁজিপতিরা এদের গ্রাস করে ফেলে; অপর কারণ, উৎপাদনের নতুন পদ্ধতির ফলে এদের বিশিষ্ট নৈপুণ্যটুকু অকেজো হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং প্রলেতারিয়েতের পুষ্টিলাভ হতে থাকে জনগণের প্রতিটি শ্রেণী থেকে আগত লোকের দ্বারা।

বিকাশের নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে প্রলেতারিয়েতকে যেতে হয়। বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে এর সংগ্রাম শুরু হয় জন্ম মুহূর্ত থেকে। প্রথমটা লড়াই চালায় বিশেষ বিশেষ মজুরেরা; তারপর লড়তে থাকে গোটা ফ্যাক্টরির মেহনতীরা; তারপর কোনও একটা অঞ্চলের একই পেশায় নিযুক্ত সকল শ্রমিকরা তাদের সাক্ষাৎ শোষণকারী বিশিষ্ট পুঁজিপতিটির বিরুদ্ধে লড়ে। তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হয় উৎপাদনের উপকরণ,

উৎপাদনের বুর্জোয়া ব্যবস্থাটা নয়; যে আমদানি মাল তাদের মেহনতের প্রতিযোগিতা করে সেগুলি তারা ধ্বংস করে, কল ভেঙে চুরমার করে দেয়, কারখানায় আগুন লাগায়, *মধ্যযুগের মেহনতকারীর যে মর্যাদা লোপ পেয়েছে, গায়ের জোরে চায় তা ফিরিয়ে আনতে।*

এই পর্যায়ে মজুরেরা তখনও দেশময় ছড়ানো এলোমেলো জনতামাত্র, পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় ছত্রভঙ্গ। কোথাও যদি তারা অধিকতর সংহত সংস্থায় একজোটও হয়, তবু সেটা তখনও নিজস্ব সক্রিয় সম্মিলনের ফল নয়, বরং বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্মিলনের ফলমাত্র। এ শ্রেণী নিজের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য গোটা প্রলেতারিয়েতকে সচল করতে বাধ্য হয়, তখনও কিছু দিনের জন্য সে চেষ্টায় সফলও হয়। সুতরাং এই পর্যায়ে মজুরেরা লড়ে নিজেদের শত্রুর বিপক্ষে নয়, শত্রুর শত্রু, অর্থাৎ নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের অবশিষ্টাংশ, জমিদার, শিল্প বহির্ভূত বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে। এ অবস্থায় ইতিহাসের সমস্ত গতিটি বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতের মুঠোর মধ্যে থাকে; এভাবে অর্জিত প্রতিটি জয় হল বুর্জোয়ার জয়।

কিন্তু যন্ত্রশিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণী কেবল সংখ্যায় বাড়ে না; তারা কেন্দ্রীভূত হতে থাকে বৃহত্তর সমষ্টিতে, তাদের শক্তি বাড়তে থাকে, আপন শক্তি তারা বেশি করে উপলব্ধি করে। কলকারখানা যে অনুপাতে বিভিন্ন ধরনের শ্রমের পার্থক্য মুছে ফেলতে থাকে আর প্রায় সর্বত্র মজুরি কমিয়ে আনে একই নিচু স্তরে, সেই অনুপাতে প্রলেতারিয়েত বাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন স্বার্থ ও জীবনযাত্রার অবস্থা ক্রমেই সমান হয়ে যেতে থাকে। বুর্জোয়াদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা এবং তৎপ্রসূত বাণিজ্য-সংকটে শ্রমিকের মজুরি হয় আরও বেশি দোদুল্যমান। যন্ত্রের অবিরাম উন্নতি ক্রমেই আরো দ্রুততালে বাড়তে থাকে, মজুরের জীবিকা হয়ে পড়ে আরও বিপন্ন; এক *একদল মজুরের সঙ্গে এক একজন বুর্জোয়ার সংঘর্ষ* ক্রমেই বেশি করে দুই শ্রেণীর দ্বন্দ্বের রূপ নেয়। তখন মজুরেরা মিলিত সমিতি গঠন শুরু করে (ট্রেড ইউনিয়ন) বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে; মজুরির হার বজায় রাখার জন্য জোট বাঁধে; মাঝে মধ্যে ঘটা এই বিদ্রোহের আগে থাকতে প্রস্তুতির জন্য স্থায়ী সংগঠন গড়ে। এখানে ওখানে দ্বন্দ্ব পরিণত হয় অভ্যুত্থানে।

মাঝে মাঝে শ্রমিকেরা জয়ী হয়, কিন্তু কেবল অল্পদিনের জন্য। তাদের সংগ্রামের আসল লাভ আশু ফলাফলে নয়, মজুরদের ক্রমবর্ধমান একতায়। এই একতার সহায় হয় যোগাযোগের উন্নত ব্যবস্থা, আধুনিক শিল্প যার সৃষ্টি করেছে এবং যার মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকার মজুরেরা পরস্পরের সংস্পর্শে আসে। একজাতীয় অসংখ্য স্থানীয় লড়াইকে দেশব্যাপী এক শ্রেণী-সংগ্রামে কেন্দ্রীভূত করার জন্য ঠিক এই সংযোগটারই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু প্রত্যেকটা শ্রেণী-সংগ্রামই হল রাজনৈতিক সংগ্রাম। শোচনীয়

রাস্তাঘাটের দরুন যে ঐক্য আনতে মধ্যযুগের নাগরিকদের শতাব্দীর পর শতাব্দী লেগেছিল, আধুনিক শ্রমিকরা তা অর্জন করে রেলপথের কল্যাণে মাত্র কয়েক বছরে।

মজুরদের পরস্পরের মধ্যেই প্রতিযোগিতা আবার তাদের শ্রেণী হিসাবে সংগঠিত হওয়া এবং তার ফলে এক রাজনৈতিক দলে পরিণত হওয়াকে প্রতিক্ষণে ব্যর্থ করে দেয়। কিন্তু প্রতিবারই প্রবলতর, দৃঢ়তর, আরও শক্তিশালী হয়ে সংগঠন মাথা তোলে। এরই চাপে বুর্জোয়াদের মধ্যে বিভেদের ফলে শ্রমিকদের এক একটা স্বার্থকে আইনত মেনে নিতে হয়। ইংলন্ডে দশ ঘণ্টার আইন এই ভাবে পাশ হয়েছিল।

মোটের উপর, পুরনো সমাজের নানা শ্রেণীর মধ্যে সংঘাত প্রলেতারিয়েতের বিকাশে নানাভাবে সাহায্য করে। বুর্জোয়া শ্রেণীকে লিপ্ত থাকতে হয় অবিরাম সংগ্রামে। প্রথমে লড়াই হয় অভিজাতদের সঙ্গে; পরে বুর্জোয়া শ্রেণীরই যে যে অংশের স্বার্থ যন্ত্রশিল্প বিস্তারের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায় তাদের বিরুদ্ধে; আর সর্বদাই বিদেশের বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে। এইসব সংগ্রামেই বুর্জোয়াদের বাধ্য হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর কাছে আবেদন করতে হয়, সাহায্য চাইতে হয় তাদেরই কাছে, তাদের টেনে আনতে হয় রাজনীতির প্রাঙ্গণে। সুতরাং বুর্জোয়ারা নিজেরাই প্রলেতারিয়েতকে তাদের রাজনৈতিক ও সাধারণ শিক্ষার কিছুটা জোগাতে থাকে; অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়বার অস্ত্র প্রলেতারিয়েতকে তারাই জোগায়।

এছাড়া আমরা আগেই দেখেছি যে শিল্পের অগ্রগতির ফলে শাসক শ্রেণীর মধ্য থেকে গোটাগুটি এক একটা অংশ প্রলেতারিয়েতের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে, তাদের জীবনযাত্রার অবস্থা অন্তত বিপন্ন হয়। এরাও আবার প্রলেতারিয়েতকে জোগায় জ্ঞানলাভ ও প্রগতির নতুন নতুন উপাদান।

শেষপর্যন্ত শ্রেণী-সংগ্রাম যখন চূড়ান্ত মুহূর্তের কাছে এসে পড়ে, তখন শাসক শ্রেণীর মধ্যে, বস্তুতপক্ষে পুরানো সমাজের গোটা পরিধি জুড়ে ভাঙনের যে প্রক্রিয়া চলেছে তা এমন একটা প্রখর হিংস্র রূপ নেয় যে শাসক শ্রেণীর একটা ছোট অংশ পর্যন্ত ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে, হাত মেলায় বিপ্লবী শ্রেণীর সঙ্গে, সেই শ্রেণীর সঙ্গে যার হাতেই ভবিষ্যৎ। সুতরাং আগেকার একযুগে যেমন অভিজাতদের একটা অংশ বুর্জোয়া শ্রেণীর দিকে চলে গিয়েছিল, ঠিক তেমনই এখন বুর্জোয়াদের একটা ভাগ যোগ দেয় শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে, বিশেষ করে বুর্জোয়া ভাবাদর্শীদের কিছু কিছু, যারা ইতিহাসের সমগ্র গতিকে তত্ত্বের দিক থেকে বুঝতে পারার স্তরে নিজেদের তুলতে পেরেছে।

আজকের দিনে বুর্জোয়াদের মুখোমুখি যেসব শ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে শুধু প্রলেতারিয়েত হল প্রকৃত বিপ্লবী শ্রেণী। অপর শ্রেণীগুলি আধুনিক যন্ত্রশিল্পের সামনে ক্ষয় হতে হতে লোপ পায়; প্রলেতারিয়েত হল সেই যন্ত্রশিল্পের বিশিষ্ট ও অপরিহার্য সৃষ্টি।

নিম্ন মধ্যবিত্ত, ছোট হস্তশিল্প কারখানার মালিক, দোকানদার, কারিগর চাষী — এরা সকলে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়ে মধ্য শ্রেণীর টুকরো হিসাবে নিজেদের অস্তিত্বটাকে ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচাবার জন্য। তাই তারা বিপ্লবী নয়, রক্ষণশীল। বলতে গেলে প্রতিক্রিয়াশীলও, কেন না ইতিহাসের চাকা পিছনে ঘোরাবার চেষ্টা করে তারা। দৈবক্রমে যদি এরা বিপ্লবী হয় তবে তা হয় কেবল তাদের প্রলেতারিয়েত রূপে আসন্ন রূপান্তরের কারণে; সুতরাং তারা তখন রক্ষা করে তাদের বর্তমান স্বার্থ নয়, ভবিষ্যৎ স্বার্থ; নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করে তারা গ্রহণ করে প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিভঙ্গি।

পুরানো সমাজের নিম্নতম স্তর থেকে ছিটকে-পড়া যে সব লোক নিষ্ক্রিয়ভাবে পচছে, সেই সামাজিক আবর্জনাটাকে, সেই 'বিপজ্জনক শ্রেণীকে' শ্রমিক বিপ্লব এখানে ওখানে আন্দোলনের মধ্যে ঝেঁটিয়ে নিয়ে আসতে পারে; কিন্তু এদের জীবনযাত্রার ধরনটা এমনই যে তা প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রের ভাড়াটে হাতিয়ারের ভূমিকার জন্যই তাদের অনেক বেশি তৈরি করে তোলে।

পুরানো সমাজের সাধারণ পরিস্থিতিটা প্রলেতারিয়েতের জীবনে ইতিমধ্যেই প্রায় লোপ পেতে বসেছে। প্রলেতারিয়েতের সম্পত্তি নেই; স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সঙ্গে তার যা সম্বন্ধ সেটা আর বুর্জোয়া পারিবারিক সম্বন্ধের সঙ্গে মেলে না; আধুনিক শিল্পশ্রম, পুঁজির কাছে আধুনিক ধরনের অধীনতা, যা ইংলণ্ড বা ফ্রান্স, আমেরিকা অথবা জার্মানিতে একই প্রকার, তাতে তার জাতীয় চরিত্রের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই লোপ পেয়েছে। তার কাছে আইন, নীতি, ধর্ম হল কয়েকটা বুর্জোয়া কুসংস্কার মাত্র যার পিছনে ওঁৎ পেতে আছে বুর্জোয়া স্বার্থ।

অতীতের যে সব শ্রেণী কর্তৃত্ব পেয়েছে তারা সবাই অর্জিত প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর করতে চেয়েছে গোটা সমাজের ওপর তাদের দখলির শর্তটা চাপিয়ে দিয়ে। প্রলেতারিয়েতের পক্ষে তাদের দখলির নিজস্ব পূর্বতন পদ্ধতি উচ্ছেদ না করে এবং তাতে করে দখলির প্রত্যেকটি ভূতপূর্ব পদ্ধতির অবসান না ঘটিয়ে, সমাজের উৎপাদন-শক্তির উপর প্রভুত্ব লাভ সম্ভব নয়। তাদের নিজস্ব বলতে এমন কিছু নেই যাকে রক্ষা অথবা দৃঢ়তর করতে হবে; ব্যক্তিগত মালিকানার সমস্ত পূর্বতন নিরাপত্তা ও নিশ্চিতি নির্মূল করে দেওয়াই তাদের ব্রত।

অতীত ইতিহাসে প্রতিটি আন্দোলন ছিল সংখ্যাল্পের দ্বারা অথবা সংখ্যাল্পের স্বার্থে আন্দোলন। প্রলেতারীয় আন্দোলন হল বিরাট সংখ্যাধিকের স্বার্থে বিপুল সংখ্যাধিকের আত্মসচেতন স্বাধীন আন্দোলন। প্রলেতারিয়েত আজকের সমাজে নিম্নতম স্তর; তাকে নড়তে হলে, উঠে দাঁড়াতে হলে, উপরে চাপানো সরকারী সমাজের গোটা স্তরটিকে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত না করে উপায় নেই।

বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের লড়াইটা মর্মবস্তুতে না হলেও আকারের দিক থেকে হল প্রথমত জাতীয় সংগ্রাম। প্রত্যেক দেশের প্রলেতারিয়েতকে অবশ্যই সর্বাগ্রে ফয়সালা করতে হবে স্বদেশী বুর্জোয়াদের সঙ্গে।

প্রলেতারিয়েতের বিকাশেব সাধারণতম পর্যায়গুলির ছবি আঁকতে গিয়ে আমরা দেখিয়েছি যে বর্তমান সমাজের ভিতরে কমবেশি প্রচ্ছন্ন গৃহযুদ্ধ চলেছে, যে যুদ্ধ একটা বিন্দুতে এসে প্রকাশ্য বিপ্লবে পরিণত হয় এবং তখন বুর্জোয়াদের সবলে উচ্ছেদ করে স্থাপিত হয় প্রলেতারিয়েতের আধিপত্যের ভিত্তি।

আমরা আগেই দেখেছি যে আজ পর্যন্ত সব ধরনের সমাজ গড়ে উঠেছে অত্যাচারী ও অত্যাচারিত শ্রেণীর বিরোধের ভিত্তিতে। কিন্তু কোনো শ্রেণীর উপর অত্যাচার বজায় রাখতে হলে তার জন্য এমন কিছুটা অবস্থা নিশ্চিত করতে হয় যাতে সে তার দাসোচিত অস্তিত্বটুকু অন্তত চালিয়ে যেতে পাবে। ভূমিদাসত্বের যুগে ভূমিদাস নিজেকে কমিউন-সভ্যের পর্যায়ে তুলেছিল ঠিক যেমন সামন্ত স্বৈরতন্ত্রের পেষণতলেও পেটি বুর্জোয়া পেরেছিল বুর্জোয়ারূপে বিকশিত হতে। পক্ষান্তরে, আধুনিক শ্রমিক কিন্তু যন্ত্রশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উপরে ওঠে না, স্বীয় শ্রেণীর অস্তিত্বের যা শর্ত, তারও নিচে ক্রমশই বেশি করে তাকে নেমে যেতে হয়। মজুর হয়ে পড়ে দুঃস্থ (pauper), আর দুঃস্থাবস্থা বেড়ে চলে জনসংখ্যা ও সম্পদবৃদ্ধির চেয়ে দ্রুততর তালে। এই সূত্রেই পরিষ্কার প্রতিপন্ন হয় যে বুর্জোয়া শ্রেণীর আর সমাজের শাসক হয়ে থাকার যোগ্যতা নেই, নিজেদের অস্তিত্বের শর্তটাকে চরম আইন হিসাবে সমাজের ঘাড়ে চাপিয়ে রাখার অধিকার নেই। বুর্জোয়া শ্রেণী-শাসন চালাবার উপযুক্ত নয়, কারণ তারা দাসত্বের মধ্যে দাসের অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে অক্ষম, তাদের এমন অবস্থায় না নামিয়ে পারে না যেখানে দাসের দৌলতে খাওয়ার বদলে দাসকেই খাওয়াতে হয়। এই বুর্জোয়ার শাসনে সমাজ আর বেঁচে থাকতে পারে না, অর্থাৎ অন্য ভাষায় বলতে গেলে তার অস্তিত্ব আর সমাজের সঙ্গে খাপ খায় না।

বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব ও আধিপত্যের মূলশর্ত হল পুঁজির সৃষ্টি ও বৃদ্ধি; পুঁজির শর্ত হল মজুরি-শ্রম। মজুরি-শ্রম সম্পূর্ণভাবে মজুরদের মধ্যেকার প্রতিযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যন্ত্রশিল্পের যে অগ্রগতি বুর্জোয়া শ্রেণী না ভেবেই বাড়িয়ে চলে, তার ফলে শ্রমিকদের প্রতিযোগিতা-হেতু বিচ্ছিন্নতার জায়গায় আসে সম্মিলন-হেতু বিপ্লবী ঐক্য। সুতরাং, যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী উৎপাদন করে ও উৎপন্ন দখল করে, আধুনিক শিল্পের বিকাশ তার পায়ের তলা থেকে সেই ভিত্তিটাই কেড়ে নিচ্ছে। তাই বুর্জোয়া শ্রেণী সৃষ্টি করছে সর্বোপরি তারই সমাধি-খনকদের। বুর্জোয়ার পতন এবং প্রলেতারিয়েতের জয়লাভ, দুইই সমান অনিবার্য।

২

প্রলেতারিয়েত ও কমিউনিস্টরা

সমগ্রভাবে প্রলেতারীয়দের সঙ্গে কমিউনিস্টদের কী সম্বন্ধ?

শ্রমিক শ্রেণীর অন্যান্য পার্টিগুলির প্রতিপক্ষ হিসাবে কমিউনিস্টরা স্বতন্ত্র পার্টি গঠন করে না।

সমগ্রভাবে প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র কোনো স্বার্থ তাদের নেই

প্রলেতারীয় আন্দোলনকে রূপ দেওয়া বা গড়ে পিটে তোলার জন্য তারা নিজস্ব কোনও গোষ্ঠীগত নীতি খাড়া করে না।

শ্রমিক শ্রেণীর অন্যান্য পার্টি থেকে কমিউনিস্টদের তফাতটা শুধু এই: (১) নানা দেশের মজুরদের জাতীয় সংগ্রামের ভিতর তারা জাতি-নির্বিশেষে সারা প্রলেতারিয়েতের সাধারণ স্বার্থটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাকেই সামনে টেনে আনে। (২) বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর লড়াইকে যে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে হয় তার মধ্যে তারা সর্বদা ও সর্বত্র সমগ্র আন্দোলনের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে।

সুতরাং কমিউনিস্টরা হল একদিকে কার্যক্ষেত্রে প্রতি দেশের শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিগুলির সর্বাপেক্ষা অগ্রসর ও দৃঢ়চিত্ত অংশ — যে অংশ অন্যান্য সবাইকে সামনে ঠেলে নিয়ে যায়। অপরদিকে, তত্ত্বের দিক দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর অধিকাংশের তুলনায় তাদের এই সুবিধা যে শ্রমিক আন্দোলনের এগিয়ে যাওয়ার পথ, শর্ত এবং শেষ সাধারণ ফলাফল সম্বন্ধে তাদের স্বচ্ছ বোধ রয়েছে।

কমিউনিস্টদের আশু লক্ষ্য শ্রমিকদের অন্যান্য পার্টির উদ্দেশ্য থেকে অভিন্ন: প্রলেতারিয়েতকে শ্রেণী হিসাবে গঠিত করা, বুর্জোয়া আধিপত্যের উচ্ছেদ, প্রলেতারিয়েত কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার।

কমিউনিস্টদের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তগুলি মোটেই এমন কোনো ধারণা বা মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় যা বিশেষ কোনো ভাবী বিশ্বসংস্কারকের রচনা বা আবিষ্কার।

যে শ্রেণী-সংগ্রাম, যে ঐতিহাসিক আন্দোলন আমাদের নিজের চোখের সামনে বর্তমান, তা থেকে বাস্তব যে সম্পর্কগুলির উৎপত্তি, কমিউনিস্ট তত্ত্ব কেবল তাকেই সাধারণ সূত্ররূপে প্রকাশ করে। প্রচলিত মালিকানা সম্পর্কের উচ্ছেদটা মোটেই কমিউনিজমের একান্ত বৈশিষ্ট্য নয়।

ঐতিহাসিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অতীতের সমস্ত মালিকানা সম্পর্কেও ঐতিহাসিক বদল ঘটেছে।

যেমন, ফরাসী বিপ্লব বুর্জোয়া মালিকানার অনুকূলে সামন্ত সম্পত্তির উচ্ছেদ করে।

সাধারণভাবে মালিকানার উচ্ছেদ নয়, বুর্জোয়া মালিকানার উচ্ছেদই কমিউনিজমের বৈশিষ্ট্যসূচক দিক। কিন্তু শ্রেণীবিরোধের উপর, অল্পলোকের দ্বারা বহুজনের শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন এবং উৎপন্ন দখলি ব্যবস্থার চূড়ান্ত ও পূর্ণতম প্রকাশ হল আধুনিক বুর্জোয়া ব্যক্তিগত মালিকানা।

এই অর্থে কমিউনিস্টদের তত্ত্বকে এক কথায় প্রকাশ করা চলে: ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ।

আমাদের বিরুদ্ধে — কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে — অভিযোগ আনা হয়েছে যে, ব্যক্তিবিশেষের নিজ পরিশ্রমের ফল হিসাবে নিজস্ব সম্পত্তি অর্জনের অধিকারের আমরা উচ্ছেদ করতে চাই, বলা হয় যে, সকল ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, কর্ম ও স্বাবলম্বনের মূলভিত্তি হল এই সম্পত্তি।

কষ্টলব্ধ, স্বাধিকৃত, স্বোপার্জিত সম্পত্তি! সামান্য কারিগর ও ক্ষুদে চাষীর সম্পত্তির কথাই কি বলা হচ্ছে, যে ধরনের সম্পত্তি ছিল বুর্জোয়া সম্পত্তির আগে? তাকে উচ্ছেদ করার কোন প্রয়োজন নেই; যন্ত্রশিল্পের বিকাশ ইতিমধ্যেই তাকে অনেকাংশে ধ্বংস করেছে, এখনও প্রতিদিন ধ্বংস করে চলেছে।

নাকি বলা হচ্ছে আধুনিক বুর্জোয়া ব্যক্তিগত মালিকানার কথা?

কিন্তু মজুরি-শ্রম কি মজুরদের জন্য কোনো মালিকানা সৃষ্টি করে? একেবারেই না। সে সৃষ্টি করে পুঁজি, অর্থাৎ সেই ধরনের সম্পত্তি যা মজুরি-শ্রমকে শোষণ করে, নিত্য নতুন শোষণের জন্য নতুন নতুন মজুরি-শ্রমের সরবরাহ সৃষ্টির শর্ত ছাড়া যা বাড়তে পারে না। বর্তমান ধরনের এই মালিকানা পুঁজি ও মজুরি-শ্রমের বিরোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিরোধের দুইটি দিকই পরীক্ষা করে দেখা যাক।

পুঁজিপতি হওয়া মানে উৎপাদন-ব্যবস্থার মধ্যে শুধু একটা ব্যক্তিগত নয়, একটা সামাজিক **প্রতিষ্ঠার** প্রয়োজন। পুঁজি একটা যৌথ সৃষ্টি; সমাজের অনেক লোকের মিলিত কাজের ফলে, এমন কি শেষ বিশ্লেষণে, সমাজের সকল লোকের মিলিত কর্মেই পুঁজিকে চালু করা যায়।

পুঁজি তাই ব্যক্তিগত নয়, একটা সামাজিক শক্তি।

কাজেই পুঁজিকে সাধারণ সম্পত্তিতে অর্থাৎ সমাজের সকল লোকের সম্পত্তিতে পরিণত করলে, তার দ্বারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি সামাজিক সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয় না। মালিকানার সামাজিক রূপটাই কেবল বদলে যায়। তার শ্রেণীগত প্রকৃতিটা লোপ পায়।

এবার মজুরি-শ্রমের কথা ধরা যাক।

মজুরি-শ্রমের গড়পড়তা দাম হল নিম্নতম মজুরি, অর্থাৎ মেহনতী হিসাবে মেহনতীর মাত্র অস্তিত্বটুকু বজায় রাখার জন্য যা একান্ত আবশ্যক, গ্রাসাচ্ছাদনের সেইটুকু

উপকরণ। সুতরাং মজুরি-শ্রমিক শ্রম করে যেটুকু ভাগ পায় তাতে কেবল কোনো ক্রমে এই অস্তিত্বটুকু চালিয়ে যাওয়া ও পুনরুৎপাদন করা চলে। শ্রমোৎপন্নের উপর এই ব্যক্তিগত দখলি, যা কেবল মানুষের প্রাণরক্ষা ও নতুন মানুষের জন্মদানের কাজে লাগে এবং অপরের পরিশ্রমের উপর কর্তৃত্ব চালাবার মতো কোনো উদ্বৃত্ত যার থাকে না, তেমন ব্যক্তিগত দখলির উচ্ছেদ একেবারেই আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা কেবল উচ্ছেদ চাই দখলির এই শোচনীয় প্রকৃতিটার, যার ফলে শ্রমিক বাঁচে শুধু পুঁজি বাড়ানোর জন্য, তাকে বাঁচতে হয় শাসক শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য যতটা প্রয়োজন ঠিক ততখানি পর্যন্ত।

বুর্জোয়া সমাজে জীবন্ত পরিশ্রম পূর্বসঞ্চিত পরিশ্রম বাড়াবার উপায়মাত্র। কমিউনিস্ট সমাজে কিন্তু পূর্বসঞ্চিত পরিশ্রম শ্রমিকের অস্তিত্বকে উদারতর, সমৃদ্ধতর, উন্নততর করে তোলার উপায়।

সুতরাং বুর্জোয়া সমাজে বর্তমানের উপর আধিপত্য করে অতীত; কমিউনিস্ট সমাজে বর্তমান আধিপত্য করে অতীতের উপর। বুর্জোয়া সমাজে পুঁজি হল স্বাধীন, স্বতন্ত্র-সত্তা, কিন্তু জীবন্ত মানুষ হল পরাধীন, স্বতন্ত্র-সত্তাবিহীন।

অথচ এমন অবস্থার অবসানকেই বুর্জোয়ারা বলে স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উচ্ছেদ! কথাটা সত্যই। বুর্জোয়া ব্যক্তিত্ব, বুর্জোয়া স্বাতন্ত্র্য, বুর্জোয়া স্বাধীনতার উচ্ছেদই যে আমাদের লক্ষ্য তাতে সন্দেহ নেই।

উৎপাদনের বর্তমান বুর্জোয়া ব্যবস্থায় স্বাধীনতার অর্থ হল অবাধ বাণিজ্য, অবাধে বেচাকেনার অধিকার।

কিন্তু যদি বেচাকেনাই লোপ পায়, তবে অবাধ বেচাকেনাও অন্তর্ধান করবে। এই অবাধ বেচাকেনার কথাটা এবং সাধারণভাবে স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমাদের বুর্জোয়াদের অন্য সব 'আস্ফালনের' যদি কোনো অর্থ থাকে তবে সে শুধু সীমাবদ্ধ কেনাবেচার সঙ্গে তুলনায়, মধ্যযুগীয় বাধাগ্রস্ত বণিকদের সঙ্গে তুলনায়; কেনাবেচার, উৎপাদনের বুর্জোয়া শর্ত ও খোদ বুর্জোয়া শ্রেণীটারই যে উচ্ছেদের কথা কমিউনিস্টরা বলে তার কাছে এগুলির কোনো অর্থ টেকে না।

আমরা ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান চাই শুনে আপনারা আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। অথচ আপনাদের বর্তমান সমাজে জনগণের শতকরা নব্বুই জনের ব্যক্তিগত মালিকানা তো ইতিমধ্যেই লোপ পেয়েছে; অল্প কয়েকজনের ভাগ্যে সম্পত্তির একমাত্র কারণ হল ঐ দশ ভাগের নয় ভাগ লোকের হাতে কিছুই না থাকা। সুতরাং আমাদের বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগ দাঁড়ায় এই যে সম্পত্তির অধিকারের এমন একটা রূপ আমরা তুলে দিতে চাই যা বজায় রাখার অনিবার্য শর্ত হল সমাজের বিপুল সংখ্যাধিক লোকের সম্পত্তি না থাকা।

এককথায়, আমাদের সম্বন্ধে আপনাদের অভিযোগ এই যে আপনাদের সম্পত্তির উচ্ছেদ আমরা চাই। ঠিক কথা, আমাদের সংকল্প ঠিক তা-ই।

যেই মানুষের পরিশ্রমকে আর পুঁজি, মুদ্রা, অথবা খাজনাতে পরিণত করা চলে না, একচেটিয়া কর্তৃত্বের মুঠির আয়ত্তাধীন একটা সামাজিক শক্তিতে পরিণত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে — অর্থাৎ যেই ব্যক্তিগত মালিকানা আর বুর্জোয়া মালিকানায়, পুঁজিতে রূপান্তরিত হতে পারে না, তখনি আপনারা বলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য শেষ হয়ে গেল।

তাহলে স্বীকার করুন যে 'ব্যক্তি' বলতে বুর্জোয়া ছাড়া, শুধু মধ্য শ্রেণীভুক্ত সম্পত্তির মালিক ছাড়া অন্য লোক বোঝায় না। এহেন ব্যক্তিকে অবশ্যই পথ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় দিতে হবে, তার অস্তিত্ব করে তুলতে হবে অসম্ভব।

সমাজের উৎপন্ন জিনিসে দখলির অধিকার থেকে কমিউনিজম কোনও লোককে বঞ্চিত করে না; দখলির মাধ্যমে অপরের পরিশ্রমকে করায়ত্ত করার ক্ষমতাটাই সে কেবল হরণ করে।

আপত্তি উঠেছে যে ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ হলে সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, সর্বব্যাপী আলস্য আমাদের অভিভূত করবে।

এই মত ঠিক হলে বহুপূর্বেই নিছক আলস্যের টানে বুর্জোয়া সমাজের রসাতলে যাওয়া উচিত ছিল, কারণ ও-সমাজে যারা খাটে তারা কিছু অর্জন করে না, আর যারা সবকিছু পায়, তাদের খাটতে হয় না। সমস্ত আপত্তিটাই অন্য ভাষায় এই পুনরুক্তির সামিল: যখন পুঁজি থাকবে না তখন মজুরি-শ্রমও অদৃশ্য হবে।

বৈষয়িক দ্রব্যের উৎপাদন ও দখলি বিষয়ে কমিউনিস্ট পদ্ধতির বিরুদ্ধে যত আপত্তি আনা হয়, মানসিক সৃষ্টির উৎপাদন ও দখলি সম্পর্কে কমিউনিস্ট পদ্ধতির বিরুদ্ধেও ঠিক সেই আপত্তি তোলা হয়। বুর্জোয়ার কাছে শ্রেণীগত মালিকানার উচ্ছেদটা যেমন উৎপাদনেরই অবসান বলে মনে হয়, তেমনি শ্রেণীগত সংস্কৃতির লোপ তার কাছে সকল সংস্কৃতি লোপ পাওয়ার সমার্থক।

যে সংস্কৃতির অবসান ভয়ে বুর্জোয়ারা বিলাপ করে, বিপুল সংখ্যাধিক জনগণের কাছে তা যন্ত্র হিসাবে কাজ করার একটা তালিম মাত্র।

বুর্জোয়া মালিকানা উচ্ছেদে আমাদের সংকল্পের বিচারে যদি আপনারা স্বাধীনতা, সংস্কৃতি, আইন ইত্যাদির বুর্জোয়া ধারণার আশ্রয় নেন তাহলে আমাদের সঙ্গে তর্ক করতে আসবেন না। আপনাদের ধারণাগুলিই যে আপনাদের বুর্জোয়া উৎপাদন ও বুর্জোয়া মালিকানার পরিস্থিতি থেকেই উদ্ভূত, ঠিক যেমন আপনাদের শ্রেণীর ইচ্ছাটা সকলের উপর আইন হিসাবে চাপিয়ে দেওয়াটাই হল আপনাদের আইনশাস্ত্র, আপনাদের

এ ইচ্ছাটার মূল প্রকৃতি ও লক্ষ্যও আবার নির্ধারিত হচ্ছে আপনাদের শ্রেণীরই অস্তিত্বের অর্থনৈতিক অবস্থা দ্বারা।

আপনাদের বর্তমান উৎপাদন-পদ্ধতি ও সম্পত্তির রূপ থেকে যে সামাজিক রূপ মাথা তোলে, ঐতিহাসিক এই যে সম্পর্ক উৎপাদনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উদয় ও লয় পায়, আত্মপর বিভ্রান্তির ফলে আপনারা তাকে প্রকৃতি ও বিচারবুদ্ধির চিরন্তন নিয়মে রূপান্তরিত করতে চান, আপনাদের আগে যত শাসক শ্রেণী এসেছে তাদের সকলেরই ছিল অনুরূপ বিভ্রান্তি। প্রাচীন সম্পত্তির ক্ষেত্রে যে কথাটা আপনাদের কাছে পরিষ্কার, সামন্ত সম্পত্তির বেলায় যা আপনারা মেনে নেন, আপনাদের নিজস্ব বুর্জোয়া ধরনের সম্পত্তির ক্ষেত্রে অবশ্যই সে কথা আপনাদের স্বীকার করা বারণ।

পরিবারের উচ্ছেদ! উগ্র চরমপন্থীরা পর্যন্ত কমিউনিস্টদের এই গর্হিত প্রস্তাবে ক্ষেপে ওঠে।

আধুনিক পরিবার অর্থাৎ বুর্জোয়া পরিবারের প্রতিষ্ঠা কোন ভিত্তির উপর? সে ভিত্তি হল পুঁজি, ব্যক্তিগত লাভ। এই পরিবারের পূর্ণ বিকশিত রূপটি শুধু বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ। কিন্তু এই অবস্থারই অনুপূরণ দেখা যাবে প্রলেতারীয়দের পক্ষে পরিবারের কার্যত অনুপস্থিতিতে এবং প্রকাশ্য পতিতাবৃত্তির ভিতর।

অনুপূরক এই অবস্থার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া পরিবারের লোপও অবশ্যম্ভাবী, পুঁজির উচ্ছেদের সঙ্গেই আসবে উভয়ের অন্তর্ধান।

আমাদের বিরুদ্ধে কি এই অভিযোগ যে সন্তানের উপর পিতামাতার শোষণ শেষ করে দিতে চাই? এ দোষ আমরা অস্বীকার করব না।

কিন্তু আপনারা বলবেন যে আমরা সবচেয়ে পবিত্র সম্পর্ক ধ্বংস করে দিই যখন আমরা পারিবারিক শিক্ষার স্থানে বসাই সামাজিক শিক্ষাকে।

আর আপনাদের শিক্ষাটা! সেটাও কি সামাজিক নয়? সামাজিক যে অবস্থার আওতায় শিক্ষাদান চলে তা দিয়ে, সমাজের সাক্ষাৎ কিংবা অপ্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ মারফত, স্কুল ইত্যাদির মাধ্যমে কি সে শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হয় না? শিক্ষা ব্যাপারে সমাজের হস্তক্ষেপ কমিউনিস্টদের উদ্ভাবন নয়; তারা চায় শুধু হস্তক্ষেপের প্রকৃতিটা বদলাতে, শাসক শ্রেণীর প্রভাব থেকে শিক্ষাকে উদ্ধার করতে।

আধুনিক যন্ত্রশিল্পের ক্রিয়ায় মজুরদের মধ্যে সকল পারিবারিক বন্ধন যত বেশি মাত্রায় ছিন্ন হতে থাকে, তাদের ছেলেমেয়েরা যত বেশি করে সামান্য কেনাবেচার বস্তু ও পরিশ্রমের হাতিয়ারে পরিণত হতে থাকে, ততই পরিবার ও শিক্ষা বিষয়ে বাপ-মার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পবিত্র সম্বন্ধ বিষয়ে বুর্জোয়াদের বাগাড়ম্বর ঘৃণ্য হয়ে ওঠে।

সমস্ত বুর্জোয়া শ্রেণী সমস্বরে চীৎকার করে বলে — কিন্তু তোমরা কমিউনিস্টরা যে মেয়েদের সাধারণ সম্পত্তি করে ফেলতে চাও।

বুর্জোয়া নিজের স্ত্রীকে নিতান্ত উৎপাদনের হাতিয়ার হিসাবেই দেখে থাকে। তাই যখন সে শোনে যে উৎপাদনের হাতিয়ারগুলি সমবেতভাবে ব্যবহার করার কথা উঠেছে, তখন স্বভাবতই মেয়েদের ভাগ্যেও তেমনি সকলের ভোগ্য হতে হবে, এছাড়া আর কোনও সিদ্ধান্তে সে আসতে পারে না।

ঘুণাক্ষরেও তার মনে সন্দেহ জাগে না যে আসল লক্ষ্য হল উৎপাদনের হাতিয়ার মাত্র হয়ে থাকার দশা থেকে মেয়েদের মুক্তিসাধন।

তাছাড়া, মেয়েদের উপর এই সাধারণ অধিকারটা কমিউনিস্টরা প্রকাশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করবে এই ভান করে আমাদের বুর্জোয়ারা যে এত ধর্মক্রোধ দেখায় তার চেয়ে হাস্যাস্পদ আর কিছু নেই। মেয়েদের সাধারণ সম্পত্তি করার প্রয়োজন কমিউনিস্টদের নেই; প্রায় স্মরণাতীতকাল থেকে সে প্রথার প্রচলন আছে।

সামান্য বেশ্যার কথা না হয় ছেড়ে দেওয়াই হল, মজুরদের স্ত্রী-কন্যা হাতে পেয়েও আমাদের বুর্জোয়ারা সন্তুষ্ট নয়, পরস্পরের স্ত্রীকে ফুসলে আনাতেই তাদের পরম আনন্দ।

বুর্জোয়া বিবাহ হল আসলে অনেকে মিলে সাধারণ স্ত্রী রাখার ব্যবস্থা। সুতরাং কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বড় জোর এই বলে অভিযোগ আনা সম্ভব যে ভন্ডামির আড়ালে মেয়েদের উপর সাধারণ যে অধিকার লুকানো রয়েছে সেটাকে এরা প্রকাশ্য আইনসম্মত রূপ দিতে চায়। এটুকু ছাড়া একথা স্বতঃসিদ্ধ যে আধুনিক উৎপাদন-পদ্ধতি লোপের সঙ্গে সঙ্গে সেই পদ্ধতি থেকে উদ্ভূত মেয়েদের উপর সাধারণ অধিকারেরও অবসান আসবে, অর্থাৎ প্রকাশ্য ও গোপন দুই ধরনের বেশ্যাবৃত্তিই শেষ হয়ে যাবে।

কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ যে তারা চায় স্বদেশ ও জাতিসত্তার বিলোপ।

মেহনতীদের দেশ নেই। তাদের যা নেই তা আমরা কেড়ে নিতে পারি না। প্রলেতারিয়েতকে যেহেতু সর্বাগ্রে রাজনৈতিক আধিপত্য অর্জন করতে হবে, দেশের পরিচালক শ্রেণীর পদে উঠতে হবে, নিজেকেই জাতি হয়ে উঠতে হবে, তাই সেদিক থেকে প্রলেতারিয়েত নিজেই জাতি, যদিও কথাটার বুর্জোয়া অর্থে নয়।

বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ, বাণিজ্যের স্বাধীনতা, জগৎজোড়া বাজার, উৎপাদন-পদ্ধতি এবং তার অনুগামী জীবনযাত্রার ধরনে একটা সার্বজনীন ভাব — এই সবের জন্যই জাতিগত পার্থক্য ও জাতিবিরোধ দিনের পর দিন ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে।

প্রলেতারিয়েতের আধিপত্য তাদের আরও দ্রুত অবসানের কারণ হবে।

প্রলেতারিয়েতের মুক্তির অন্যতম প্রধান শর্তই হল মিলিত প্রচেষ্টা, অন্তত অগ্রণী সুভ্য দেশগুলির মিলিত প্রচেষ্টা।

যে পরিমাণে ব্যক্তির উপর অন্য ব্যক্তির শোষণ শেষ করা যাবে, সেই অনুপাতে এক জাতি কর্তৃক অপর জাতির শোষণটাও বন্ধ হয়ে আসবে। যে পরিমাণে জাতির মধ্যে শ্রেণীবিরোধ শেষ হবে, সেই অনুপাতে এক জাতির প্রতি অন্য জাতির শত্রুতাও মিলিয়ে যাবে।

ধর্ম, দর্শন এবং সাধারণ ভাবাদর্শের দিক থেকে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয় তা গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হবারও যোগ্য নয়।

মানুষের বৈষয়িক অস্তিত্বের অবস্থা, সামাজিক সম্পর্ক ও সমাজ জীবনের প্রতিটি বদলের সঙ্গে সঙ্গে তার ধারণা, মতামত ও বিশ্বাস, এককথায় মানুষের চেতনা যে বদলে যায়, একথা বুঝতে কি গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাগে?

বৈষয়িক উৎপাদন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাতে মানসিক সৃষ্টির প্রকৃতিতেও পরিবর্তন আসে, এছাড়া চিন্তার ইতিহাস আর কী প্রমাণ করে? প্রতি যুগেই যে সব ধারণা আধিপত্য করেছে তারা চিরকালই তখনকার শাসক শ্রেণীরই ধারণা।

লোকে যখন এমন ধারণার কথা বলে যা সমাজে বিপ্লব আনছে, তখন শুধু এই সত্যই প্রকাশ করা হয় যে পুরানো সমাজের মধ্যে নতুন এক সমাজের উপাদান সৃষ্টি হয়েছে, এবং অস্তিত্বের পুরানো অবস্থার ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে পুরানো ধারণার বিলোপ তাল রেখে চলছে।

প্রাচীন জগতের যখন অন্তিম অবস্থা, তখনই খৃষ্টান ধর্ম পুরানো ধর্মগুলিকে পরাস্ত করেছিল। খৃষ্টান ধারণা যখন আঠারো শতকে যুক্তিবাদী ধারণার কাছে হার মানে তখন সামন্ত সমাজেরও মৃত্যু সংগ্রাম চলেছিল সেদিনের বিপ্লবী বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে। ধর্মমতের স্বাধীনতা, বিবেকের মুক্তি শুধু জ্ঞানের রাজ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার আধিপত্যটাকেই রূপ দিল।

বলা হবে যে 'ঐতিহাসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিঃসন্দেহে ধর্মীয়, নৈতিক, দার্শনিক এবং আইনী ধারণাগুলিতে পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু সে পরিবর্তন সত্ত্বেও নিয়ত টিকে থেকেছে ধর্ম, নৈতিকতা, দর্শন, রাজনীতি ও আইন।

'তাছাড়া স্বাধীনতা, ন্যায় ইত্যাদি চিরন্তন সত্য আছে, সমাজের সকল অবস্থাতেই তারা বিদ্যমান। কিন্তু কমিউনিজম চিরন্তন সত্যকেই উড়িয়ে দেয়, ধর্ম ও নৈতিকতাকে নতুন ভিত্তিতে পুনর্গঠিত না করে তা সব ধর্ম ও সব নৈতিকতারই উচ্ছেদ করে; তাই তা ইতিহাসের সকল অতীত অভিজ্ঞতার পরিপন্থী।'

এই অভিযোগ কোথায় এসে দাঁড়ায়? সকল অতীত সমাজের ইতিহাস হল শ্রেণীবিরোধের বিকাশ, বিভিন্ন যুগে সে বিরোধ ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে।

কিন্তু যে রূপেই নিক একটা ব্যাপার অতীতের সকল যুগেই বর্তমান যথা, সমাজের এক অংশ কর্তৃক অপর অংশকে শোষণ। তাই এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে অতীত যুগের সামাজিক চেতনায় যত বিভিন্নতা ও বিচিত্রতাই প্রকাশ পাক না কেন, তা কয়েকটি নির্দিষ্ট সাধারণ রূপ বা সাধারণ ধারণার মধ্যেই আবদ্ধ থেকেছে, শ্রেণীবিরোধের সম্পূর্ণ লুপ্তির আগে তা পুরোপুরি অদৃশ্য হতে পারে না।

কমিউনিস্ট বিপ্লব হল চিরাচরিত সম্পত্তি সম্পর্কের সঙ্গে একেবারে আমূল বিচ্ছেদ; এই বিপ্লবের বিকাশে যে চিরাচরিত ধারণার সঙ্গেও একেবারে আমূল একটা বিচ্ছেদ নিহিত, তাতে আর আশ্চর্য কি।

কিন্তু কমিউনিজমের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া আপত্তির প্রসঙ্গ যাক।

আগে আমরা দেখেছি যে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবে প্রথম ধাপ হল প্রলেতারিয়েতকে শাসক শ্রেণীর পদে উন্নীত করা, গণতন্ত্রের সংগ্রামকে জয়যুক্ত করা।

বুর্জোয়াদের হাত থেকে ক্রমে ক্রমে সমস্ত পুঁজি কেড়ে নেওয়ার জন্য, রাষ্ট্র অর্থাৎ শাসক শ্রেণী রূপে সংগঠিত প্রলেতারিয়েতের হাতে উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ কেন্দ্রীভূত করার জন্য এবং উৎপাদন-শক্তির মোট সমষ্টিটাকে যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে বাড়িয়ে তোলার জন্য প্রলেতারিয়েত তার রাজনৈতিক আধিপত্য ব্যবহার করবে।

শুরুতে অবশ্যই সম্পত্তির অধিকার এবং বুর্জোয়া উৎপাদন পরিস্থিতির উপর স্বৈরাচারী আক্রমণ ছাড়া এ কাজ সম্পন্ন হতে পারে না; সুতরাং তা করতে হবে এমন সব ব্যবস্থা মারফত যা অর্থনীতির দিক থেকে অপর্যাপ্ত ও অযৌক্তিক মনে হবে, কিন্তু যাত্রাপথে এরা নিজ সীমা ছাড়িয়ে যাবে এবং পুরানো সমাজ ব্যবস্থার উপর আরও আক্রমণ প্রয়োজনীয় করে তুলবে; উৎপাদন-পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপ্লবীকরণের উপায় হিসাবে যা অপরিহার্য।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবশ্যই এই ব্যবস্থাগুলি হবে বিভিন্ন।

তাসত্ত্বেও সবচেয়ে অগ্রসর দেশগুলিতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি মোটের ওপর সাধারণভাবে প্রযোজ্য।

১। জমি মালিকানার অবসান; জমির সমস্ত খাজনা জনসাধারণের হিতার্থে ব্যয়।

২। উচ্চমাত্রার ক্রমবর্ধমান হারে আয়কর।

৩। সবরকমের উত্তরাধিকার বিলোপ।

৪। সমস্ত দেশত্যাগী ও বিদ্রোহীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত।

৫। রাষ্ট্রীয় পুঁজি ও নিরঙ্কুশ একচেটিয়া সহ একটি জাতীয় ব্যাঙ্ক মারফত সমস্ত ক্রেডিট রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীকরণ।

৬। যোগাযোগ ও পরিবহনের সমস্ত উপায় রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীকরণ।

৭। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কলকারখানা ও উৎপাদন-উপকরণের প্রসার; পতিত জমির আবাদ এবং এক সাধারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী সমগ্র জমির উন্নতিসাধন।

৮। সকলের পক্ষে সমান শ্রমবাধ্যতা। শিল্পবাহিনী গঠন, বিশেষত কৃষিকার্যের জন্য।

৯। কৃষিকার্যের সঙ্গে যন্ত্রশিল্পের সংযুক্তি; সারা দেশের জনসংখ্যার আরো বেশি সমভাবে বণ্টন মারফত ক্রমে ক্রমে শহর ও গ্রামের প্রভেদ লোপ।

১০। সরকারী বিদ্যালয়ে সকল শিশুর বিনা খরচে শিক্ষা। ফ্যাক্টরিতে বর্তমান ধরনের শিশু শ্রমের অবসান। শিল্পোৎপাদনের সঙ্গে শিক্ষার সংযুক্তি ইত্যাদি।

বিকাশের গতিপথে যখন শ্রেণী-পার্থক্য অদৃশ্য হয়ে যাবে, সমস্ত উৎপাদন যখন গোটা জাতির এক বিপুল সমিতির হাতে কেন্দ্রীভূত হবে, তখন সরকারী (পাবলিক) শক্তির রাজনৈতিক চরিত্র আর থাকবে না। সঠিক অর্থে রাজনৈতিক ক্ষমতা হল এক শ্রেণীর উপর অত্যাচার চালাবার জন্য অপর শ্রেণীর সংগঠিত শক্তি মাত্র। বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে লড়াই-এর ভিতর অবস্থার চাপে যদি প্রলেতারিয়েত নিজেকে শ্রেণী হিসাবে সংগঠিত করতে বাধ্য হয়, বিপ্লবের মাধ্যমে তারা যদি নিজেদের শাসক শ্রেণীতে পরিণত করে ও শাসক শ্রেণী হিসাবে উৎপাদনের পুরাতন ব্যবস্থাকে তারা যদি ঝেঁটিয়ে বিদায় করে, তাহলে সেই পুরানো অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীবিরোধ তথা সবরকম শ্রেণীর অস্তিত্বটাই দূর করে বসবে এবং তাতে করে শ্রেণী হিসাবে তাদের স্বীয় আধিপত্যেরও অবসান ঘটাবে।

শ্রেণী ও শ্রেণীবিরোধ সংবলিত পুরানো বুর্জোয়া সমাজের স্থান নেবে এক সমিতি যার মধ্যে প্রত্যেকটি লোকেরই স্বাধীন বিকাশ হবে সকলের স্বাধীন বিকাশের শর্ত।

৩

সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট সাহিত্য

১। প্রতিক্রিয়াশীল সমাজতন্ত্র

ক। সামন্ত সমাজতন্ত্র

স্বীয় ঐতিহাসিক পরিস্থিতির কারণে ফ্রান্স ও ইংলন্ডের অভিজাতদের কাছে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে পুস্তিকা লেখা একটা কাজ হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৩০ সালের জুলাই মাসের ফরাসী বিপ্লবে এবং ইংলন্ডে সংস্কার আন্দোলনে ঘৃণ্য ভুঁইফোড়দের হাতে এদের আবার পরাভব হল। এরপর এদের পক্ষে একটা গুরুতর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালানোর কথাই ওঠে না। সম্ভব রইল একমাত্র মসীযুদ্ধ।

কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রেও রেস্টোরেশন (restoration)* যুগের পুরানো ধ্বনিগুলি তখন অচল হয়ে পড়েছে।

লোকের সহানুভূতি উদ্রেকের জন্য অভিজাতেরা বাধ্য হল বাহ্যত নিজেদের স্বার্থ ভুলে কেবল শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থেই বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ খাড়া করতে। এইভাবেই অভিজাতেরা প্রতিশোধ নিতে লাগল তাদের নতুন প্রভুদের নামে টিটকারি দিয়ে, তাদের কানে কানে আসন্ন প্রলয়ের ভয়াবহ ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়ে।

এইভাবে উদয় হয় সামন্ত সমাজতন্ত্রের: তার অর্ধেক বিলাপ আর অর্ধেক টিটকারি; অর্ধেক অতীতের প্রতিধ্বনি এবং অর্ধেক ভবিষ্যতের হুমকি; মাঝে মাঝে এদের তিক্ত, সব্যঙ্গ ও সুতীক্ষ্ম সমালোচনা বুর্জোয়াদের মর্মে গিয়ে বিঁধত; অথচ আধুনিক ইতিহাসের অগ্রগমন বোধের একান্ত অক্ষমতায় মোট ফলটা হত হাস্যকর।

জনগণকে দলে টানার জন্য অভিজাতবর্গ নিশান হিসাবে তুলে ধরত মজুরের ভিক্ষার থলিটাকে। লোকরা কিন্তু যতবারই দলে ভিড়েছে ততবারই এদের পিছনদিকটায় সামন্ত দরবারী চাপরাশ দেখে হো হো করে অশ্রদ্ধার হাসি হেসে ভেগে গেছে।

এ প্রহসনটা দেখায় ফরাসী লেজিটিমিস্টদের একাংশ এবং 'নবীন ইংলণ্ড' গোষ্ঠী।**

বুর্জোয়া শোষণ থেকে তাদের শোষণ পদ্ধতি অন্য ধরনের ছিল এটা দেখাতে গিয়ে সামন্তপন্থীরা মনে রাখে না যে সম্পূর্ণ পৃথক পরিস্থিতি ও অবস্থায় তাদের শোষণ চলত, যা আজকের দিনে অচল হয়ে পড়েছে। তাদের আমলে আজকালকার প্রলেতারিয়েতের অস্তিত্বই ছিল না দেখাতে গিয়ে তারা ভুলে যায় যে তাদের নিজস্ব সমাজেরই অনিবার্য সন্তান হল আধুনিক বুর্জোয়া শ্রেণী।

তাছাড়া অন্য সব ব্যাপারে নিজেদের সমালোচনার প্রতিক্রিয়াশীল রূপটা এরা এত কম ঢাকে যে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে এদের প্রধান অভিযোগ দাঁড়ায় এই যে, বুর্জোয়া রাজত্বে এমন এক শ্রেণী গড়ে উঠছে, সমাজের পুরানো ব্যবস্থাকে আগাগোড়া নির্মূল করাই যার নির্বন্ধ।

বুর্জোয়া শ্রেণী প্রলেতারিয়েত সৃষ্টি করছে তার জন্য তত নয়, **বিপ্লবী** প্রলেতারিয়েত সৃষ্টি করছে এটাই হল এদের অভিযোগ।

সুতরাং রাজনীতির কার্যক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে দমনের সকল ব্যবস্থায়

* ১৬৬০ থেকে ১৬৮৯ সালের ইংরেজী রেস্টোরেশন নয়, ১৮১৪ থেকে ১৮৩০ সালের ফরাসী রেস্টোরেশন। (১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

** লেজিটিমিস্ট — অভিজাত ভূস্বামীদের পার্টি বুরবোঁ রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। 'নবীন ইংলণ্ড' — ১৮৪২ সাল নাগাদ গঠিত ইংরেজ অভিজাত, রাজনীতিক ও সাহিত্যিকদের একটি গোষ্ঠী, মতামতে রক্ষণশীল পার্টির কাছাকাছি। এর বিশিষ্ট প্রতিনিধি হলেন ডিজরেলি, টমাস কার্লাইল প্রভৃতি। — সম্পাঃ

এরা যোগ দেয়; আর সাধারণ জীবনযাত্রায় বড় বড় বুলি সত্ত্বেও যন্ত্রশিল্পরূপ গাছের সোনার ফল কুড়িয়ে নিতে এদের আপত্তি নেই; পশম, বীটচিনি, অথবা আলুর মদের* ব্যবসার জন্য সত্য, প্রেম, মর্যাদা বেচতে এদের দ্বিধা হয় না।

জমিদারের সঙ্গে পুরোহিত যেমন সর্বদাই হাত মিলিয়ে চলেছে, তেমনি সামন্ত সমাজতন্ত্রের সঙ্গে জুটেছে পাদরিদের সমাজতন্ত্র।

খৃষ্টানী কৃচ্ছ্রসাধনাকে সমাজতন্ত্রী রং দেওয়ার চেয়ে সহজ কিছু নেই। খৃষ্টান ধর্ম ব্যক্তিগত মালিকানা, বিবাহ ও রাষ্ট্রকে ধিক্কার দেয়নি কি? তার বদলে দয়া ও দারিদ্র্য, ব্রহ্মচর্য ও ইন্দ্রিয়দমন, মঠব্যবস্থা ও গির্জার প্রচার করেনি কি তারা? যে পুণ্যোদকে পুরোহিতেরা অভিজাতদের হৃদয়জ্বালাকে পবিত্র করে থাকে তারই নাম খৃষ্টান সমাজতন্ত্র।

খ। পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র

বুর্জোয়াদের হাতে একমাত্র সামন্ত অভিজাত শ্রেণীরই সর্বনাশ হয়নি, তারাই একমাত্র শ্রেণী নয় আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের আবহাওয়ার যাদের অস্তিত্ব-শর্ত শুকিয়ে গিয়ে মরতে বসেছে। আধুনিক বুর্জোয়াদের অগ্রদূত ছিল মধ্যযুগের নাগরিক দল এবং ছোটো ছোটো খোদকস্ত চাষী। শিল্প বাণিজ্যে যে সব দেশের বিকাশ অতি সামান্য, সেখানে উঠন্ত বুর্জোয়াদের পাশাপাশি এখনো এই দুই শ্রেণী দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছে।

আধুনিক সভ্যতা যে সব দেশে সম্পূর্ণ বিকশিত সেখানে আবার পেটি বুর্জোয়ার নতুন এক শ্রেণী উদ্ভব হয়েছে, প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মাঝখানে এরা দোলায়িত, বুর্জোয়া সমাজের আনুষঙ্গিক একটা অংশ হিসাবে বারবার নতুন হয়ে উঠছে এরা। এই শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন লোক কিন্তু প্রতিযোগিতার চাপে ক্রমাগতই প্রলেতারিয়েতের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে, বর্তমান যন্ত্রশিল্পের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এরা এমন কি এও দেখে যে সময় এগিয়ে আসছে যখন আধুনিক সমাজের স্বাধীন স্তর হিসাবে এদের অস্তিত্ব একেবারে লোপ পাবে; শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যে এদের স্থান দখল করবে তদারককারী কর্মচারী, গোমস্তা, অথবা দোকান কর্মচারী।

* কথাটা বিশেষ করে জার্মানি সম্বন্ধে খাটে। সেখানে অভিজাত ভূস্বামী ও জমিদাররা বড় বড় মহাল নিজেরাই গোমস্তা রেখে চাষ করায়, তাছাড়া নিজেরাই ব্যাপকভাবে বীটচিনি ও আলুর মদ তৈরি করে। এদের চেয়ে অবস্থাপন্ন ইংরেজ অভিজাতেরা এখনও ঠিক এতটা নামেনি; কিন্তু তারাও কমতি খাজনার ক্ষতিপূরণের জন্য কমবেশী সন্দেহজনক জয়েন্ট-স্টক কোম্পানি পত্তন করার কাজে নিজেদের নাম ধার দিতে জানে। (১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

ফ্রান্সের মতো দেশে, যেখানে চাষীরা মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের অনেক বেশি, সেখানে যে-লেখকেরা বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে মজুরের দলে যোগ দিয়েছে তারা যে বুর্জোয়া রাজত্বের সমালোচনায় কৃষক ও পেটি বুর্জোয়া মানদণ্ডের আশ্রয় নেবে, এই মধ্যবর্তী শ্রেণীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে অস্ত্র ধারণ করবে তা স্বাভাবিক। পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের উদয় হয় এইভাবে। এ দলের নেতা হলেন সিস্‌মন্দি, শুধু ফ্রান্সে নয়, ইংলণ্ডেও।

আধুনিক উৎপাদন পরিস্থিতির অভ্যন্তরস্থ স্ববিরোধগুলিকে সমাজতন্ত্রের এই দলটি অতি তীক্ষ্ণভাবে উদ্‌ঘাটন করে দেখিয়েছে। অর্থনীতিবিদদের ভণ্ড কৈফিয়তের স্বরূপ ফাঁস করেছে এরা। তারা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণ করেছে যন্ত্র ও শ্রমবিভাগের মারাত্মক ফলাফল; অল্প কয়েকজনের হাতে পুঁজি ও জমির কেন্দ্রীভবন; অতি উৎপাদন ও সংকট; পেটি বুর্জোয়া ও চাষীর অনিবার্য সর্বনাশ, প্রলেতারিয়েতের দুর্দশা ও উৎপাদনে অরাজকতা, ধন বণ্টনের তীব্র অসমতা, বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পরের ধ্বংসাত্মক শিল্প লড়াই, সাবেকী নৈতিক বন্ধন, পুরানো পারিবারিক সম্বন্ধ এবং পুরাতন জাতিসত্তার ভাঙনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে তারা।

ইতিবাচক লক্ষ্যের ক্ষেত্রে কিন্তু সমাজতন্ত্রের এই রূপটি হয় উৎপাদন ও বিনিময়ের পুরানো উপায় ও সেই সঙ্গে সাবেকী সম্পত্তি-সম্পর্ক ও পুরাতন সমাজ ফিরিয়ে আনতে, নয় উৎপাদন ও বিনিময়ের নতুন উপায়কে সম্পত্তি সম্পর্কের সেই পুরানো কাঠামোর মধ্যেই আড়ষ্ট করে আটকে রাখতে সচেষ্ট, যা এই সব নতুন উপায়ের চাপে ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, হওয়া অনিবার্য। উভয় ক্ষেত্রেই তা প্রতিক্রিয়াশীল ও ইউটোপীয়।

এর শেষ কথা হল: শিল্পোৎপাদনের জন্য সংঘবদ্ধ গিল্‌ড্‌ প্রতিষ্ঠান, কৃষিকার্যে পিতৃতান্ত্রিক সম্পর্ক।

শেষ পর্যন্ত যখন ইতিহাসের কঠোর সত্যে আত্মবিভ্রান্তির সমস্ত নেশা কেটে যায় তখন সমাজতন্ত্রের এ রূপটার অবসান হয় একটা শোচনীয় নাকিকান্নায়।

গ। জার্মান অথবা 'খাঁটি' সমাজতন্ত্র

ফ্রান্সের সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট সাহিত্যের জন্ম হয়েছিল ক্ষমতাধর বুর্জোয়া শ্রেণীর চাপে এবং এই ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের অভিব্যক্তি হিসাবে। জার্মানিতে সে সাহিত্যের আমদানি হল যখন সামন্ত স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সেখানকার বুর্জোয়ারা সবেমাত্র লড়াই শুরু করেছে।

জার্মান দার্শনিকেরা, হবু দার্শনিকেরা, সৌখীন ভাবুকেরা (beaux esprits) সাগ্রহে এ সাহিত্য নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করল। তারা শুধু এই কথাটুকু ভুলে গেল

যে ফ্রান্স থেকে এ ধরনের লেখা জার্মানিতে আসার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী সমাজ পরিস্থিতিও চলে আসেনি। জার্মানির সামাজিক অবস্থার সংস্পর্শে এসে এই ফরাসী সাহিত্যের সমস্ত প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক তাৎপর্য হারিয়ে গেল, তার চেহারা হল নিছক সাহিত্যিক। তাই আঠারো শতকের জার্মান দার্শনিকদের কাছে প্রথম ফরাসী বিপ্লবের দাবিগুলি মনে হল সাধারণভাবে 'ব্যবহারিক প্রজ্ঞার' (Practical Reason) দাবি মাত্র, এবং বিপ্লবী ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণীর অভিপ্রায় ঘোষণার তাৎপর্য দাঁড়াল বিশুদ্ধ অভিপ্রায়, অনিবার্য অভিপ্রায়, সাধারণভাবে যথার্থ মানবিক অভিপ্রায়ের আইন।

জার্মান লেখকদের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়াল নতুন ফরাসী ধারণাগুলিকে নিজেদের সনাতন দার্শনিক চেতনার সঙ্গে খাপ খাওয়ান, নিজেদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ না করে ফরাসী ধারণাগুলিকে আত্মসাৎ করা।

যেভাবে বিদেশী ভাষাকে আয়ত্ত করা হয় সেইভাবে, অর্থাৎ অনুবাদের মাধ্যমে এই আত্মসাতের কাজ চলেছিল।

প্রাচীন পেগান জগতের চিরায়ত সাহিত্যের পুঁথিগুলির **উপরেই** সন্ন্যাসীরা কী ভাবে ক্যাথলিক সাধুদের নির্বোধ জীবনী লিখে রাখত সে কথা সুবিদিত। অপবিত্র ফরাসী সাহিত্যের ব্যাপারে জার্মান লেখকেরা এ পদ্ধতিটিকে উল্টে দেয়। মূল ফরাসীর তলে তারা লিখল তাদের দার্শনিক ছাইপাঁশ। উদাহরণস্বরূপ, মুদ্রার অর্থনৈতিক ক্রিয়ার ফরাসী সমালোচনার তলে তারা লিখল 'মানবতার বিচ্ছেদ'; বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ফরাসী সমালোচনার নিচে লিখে রাখল 'নির্বিশেষ এই প্রত্যয়ের সিংহাসনচ্যুতি' ইত্যাদি।

ফরাসী ঐতিহাসিক সমালোচনার পিছনে এই সব দার্শনিক বুলি জুড়ে দিয়ে তার নাম তারা দেয় 'কর্মযোগের দর্শন', 'খাঁটি সমাজতন্ত্র', 'সমাজতন্ত্রের জার্মান বিজ্ঞান', 'সমাজতন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি' ইত্যাদি।

ফরাসী সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট রচনাগুলিকে এইভাবে পুরোপুরি নির্বীর্য করে তোলা হয়। জার্মানদের হাতে যখন এ সাহিত্য এক শ্রেণীর সঙ্গে অপর শ্রেণীর সংগ্রামের অভিব্যক্তি হয়ে আর রইল না, তখন তাদের ধারণা হল যে 'ফরাসী একদেশদর্শিতা' অতিক্রম করা গেছে, সত্যকার প্রয়োজন নয় প্রকাশ করা গেছে সত্যের প্রয়োজনকে, প্রতিনিধিত্ব করা গেছে প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের নয় মানব প্রকৃতির, নির্বিশেষ যে মানুষের শ্রেণী নেই, বাস্তবতা নেই, যার অস্তিত্ব কেবল দার্শনিক জল্পনার কুয়াশাবৃত রাজ্যে তার স্বার্থের।

জার্মান এই যে সমাজতন্ত্র তার স্কুলছাত্রের কর্তব্যটাকেই অমন গুরুগম্ভীর ভারিক্কী চালে গ্রহণ করে সামান্য পশরাটা নিয়েই ক্যানভাসারের মতো গলাবাজি শুরু করেছিল তার পণ্ডিতি সারল্যটাও কিন্তু ইতিমধ্যে ক্রমে ক্রমে ঘুচে গেছে।

সামন্ত আভিজাত্য ও নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের বিপক্ষে জার্মান, বিশেষ করে প্রাশিয়ার বুর্জোয়া শ্রেণীর লড়াইটা, অর্থাৎ উদারনৈতিক আন্দোলন তখন গুরুতর হয়ে ওঠে।

তাতে করে রাজনৈতিক আন্দোলনের সামনে সমাজতন্ত্রের দাবিগুলি তুলে ধরবার বহুবাঞ্ছিত সুযোগ 'খাঁটি' সমাজতন্ত্রের কাছে এসে হাজির হয়, হাজির হয় উদারনীতি, প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার, বুর্জোয়া প্রতিযোগিতা, সংবাদপত্রের বুর্জোয়া স্বাধীনতা, বুর্জোয়া বিধান, বুর্জোয়া মুক্তি ও সাম্যের বিরুদ্ধে চিরাচরিত অভিশাপ হানবার সুযোগ; জনগণের কাছে এই কথা প্রচারের সুযোগ যে এই বুর্জোয়া আন্দোলন থেকে তাদের লাভের কিছু নেই, সবকিছু হারাবারই সম্ভাবনা। ঠিক সময়টিতেই জার্মান সমাজতন্ত্র ভুলে গেল, যে-ফরাসী সমালোচনার সে মূঢ় প্রতিধ্বনি মাত্র সেখানে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের অস্তিত্ব আগেই প্রতিষ্ঠিত, আর তার সঙ্গে ছিল অস্তিত্বের আনুষঙ্গিক অর্থনৈতিক অবস্থা ও তদুপযোগী রাজনৈতিক সংবিধান, অথচ জার্মানিতে আসন্ন সংগ্রামের লক্ষ্যই ছিল ঠিক এইগুলিই।

পুরোহিত, পণ্ডিত, গ্রাম্য জমিদার, আমলা ইত্যাদি অনুচর সহ জার্মান স্বৈর সরকারগুলির কাছে আক্রমণোদ্যত বুর্জোয়া শ্রেণীকে ভয় দেখাবার চমৎকার জুজু হিসাবে তা কাজে লাগল।

ঠিক একই সময়ে এই সরকারগুলি জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর বিদ্রোহসমূহকে চাবুক ও গুলির যে তিক্ত ওষুধ গেলাচ্ছিল তার মধুরেণ সমাপয়েৎ হল এতে।

এই 'খাঁটি' সমাজতন্ত্র এদিকে এইভাবে সরকারগুলির কাজে লাগছিল জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়ার হাতিয়ার হিসাবে, আর সেই সঙ্গেই তা ছিল প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থ, জার্মানির কূপমণ্ডূকদের স্বার্থের প্রতিনিধি। জার্মানিতে প্রচলিত অবস্থার প্রকৃত সামাজিক ভিত্তি ছিল **পেটি বুর্জোয়া** শ্রেণী, যোলো শতকের এই ভগ্নশেষটি তখন থেকে নানা মূর্তিতে বারবার আবির্ভূত হয়েছে।

এ শ্রেণীকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থ হল জার্মানির বর্তমান অবস্থাটাকেই জিইয়ে রাখা। বুর্জোয়া শ্রেণীর শিল্পগত ও রাজনৈতিক আধিপত্যে এ শ্রেণীর নির্ঘাত ধ্বংসের আশঙ্কা — একদিকে পুঁজি কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে, অপরদিকে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের অভ্যুদয়ে। মনে হল যেন এই দুই পাখিকে এক ঢিলেই মারতে পারবে 'খাঁটি' সমাজতন্ত্র। মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়ল তা।

জল্পনাকল্পনার মাকড়সার জালের পোশাক, তার উপর বাক্যালঙ্কারের নক্সী ফুল, অসুস্থ ভাবালুতার রসে সিক্ত এই যে স্বর্গীয় আচ্ছাদনে জার্মান সমাজতন্ত্রীরা তাদের অস্থিচর্মসার শোচনীয় 'চিরন্তন সত্য' দুটোকে সাজিয়ে দিল, তাতে এই ধরনের লোকসমাজে তাদের মালের অসম্ভব কাটতি বাড়ে।

কূপমণ্ডূক পেটি বুর্জোয়ার বাগাড়ম্বরী প্রতিনিধিত্বটাই তার কাজ, জার্মান সমাজতন্ত্র নিজের দিক থেকে তা ক্রমেই বেশি করে উপলব্ধি করতে থাকে।

তারা ঘোষণা করল যে জার্মান জাতি হল আদর্শ জাতি, কূপমণ্ডূক জার্মান মধ্যবিত্তই হল আদর্শ মানুষ। এই আদর্শ মানুষের প্রতিটি শয়তানী নীচতার এরা এক একটা গূঢ় মহত্তর সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিল, যা তার আসল প্রকৃতির ঠিক বিপরীত। এমন কি কমিউনিজমের 'পাশবিক ধ্বংসাত্মক' ঝোঁকের প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধতা ও সব ধরনের শ্রেণী-সংগ্রাম সম্বন্ধে পরম ও নিরপেক্ষ অবজ্ঞা ঘোষণায় তার দ্বিধা হল না। আজকের দিনে (১৮৪৭) যত তথাকথিত সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট রচনা জার্মানিতে প্রচলিত, যৎসামান্য কয়েকটিকে বাদ দিলে তার সমস্তটাই এই কলুষিত ক্লান্তিকর সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে।*

২। রক্ষণশীল অথবা বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র

বুর্জোয়া সমাজের অস্তিত্বটা ক্রমাগত বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই বুর্জোয়া শ্রেণীর একাংশ সামাজিক অভাব-অভিযোগের প্রতিকার চায়।

এই অংশের মধ্যে পড়ে অর্থনীতিবিদেরা, লোকহিতব্রতীরা, মানবতাবাদীরা, শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার উন্নয়নকারীরা, দুঃস্থ-ত্রাণ সংগঠকেরা, পশুক্লেশ নিবারণী সভার সদস্যরা, মাদকতা নিবারণের গোঁড়া প্রচারকেরা, সম্ভবপর সবরকম ধরনের খুচরো সংস্কারকরা। সমাজতন্ত্রের এই রূপটি পরিপূর্ণ মতধারা হিসাবেও সংরচিত হয়ে উঠেছে।

এই রূপটার নিদর্শন হিসাবে আমরা প্রুধোঁ-র 'দারিদ্র্যের দর্শন'এর উল্লেখ করতে পারি।

সমাজতান্ত্রিক বুর্জোয়ারা আধুনিক সামাজিক অবস্থার সুবিধাটা পুরোপুরি চায়, চায় না তৎপ্রসূত অবশ্যম্ভাবী সংগ্রাম ও বিপদটুকু। তারা সমাজের বর্তমান অবস্থা বজায় রাখতে চায়, কিন্তু তার বিপ্লবী ও ধ্বংসকারী উপাদানসমূহ বাদ দিয়ে। তারা চায় প্রলেতারিয়েতবিহীন বুর্জোয়া শ্রেণী। যে-দুনিয়ায় তারা সর্বেসর্বা, স্বভাবতই সেই দুনিয়াই তাদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই প্রীতিকর প্রত্যয়টিকেই বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র ন্যূনাধিক পরিপূর্ণ নানাবিধ মতবাদে দাঁড় করায়। এরূপ মতবাদ কাজে পরিণত করে

* ১৮৪৮ সালের বিপ্লবী ঝড় এই সমগ্র নোংরা ঝোঁকটাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় দিয়ে, সমাজতন্ত্র নিয়ে আরও কিছু জল্পনার বাসনাটুকুও ঘুচিয়ে দিয়েছে এর প্রবক্তাদের। এই ঝোঁকের প্রধান প্রতিভূ ও ক্লাসিকাল প্রতিচ্ছবি হলেন কার্ল গ্রুন মহাশয়। (১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

প্রলেতারিয়েত সামাজিক নব জেরুজালেমে যাক, এই বলে এরা আসলে এটাই চায় যে শ্রমিক শ্রেণী বর্তমান সমাজের চৌহদ্দির ভিতরেই থাকুক, কিন্তু বুর্জোয়া সম্বন্ধে তার সমস্ত বিদ্বেষভাব বিসর্জন দিক।

এই ধরনের সমাজতন্ত্রের আর একটা অধিকতর ব্যবহারিক অথচ কম সুসংবদ্ধ রূপ আছে; তাতে প্রতিটি বিপ্লবী আন্দোলনকে শ্রমিক শ্রেণীর চোখে হেয় প্রতিপন্ন করা হয় এই বলে যে নিছক রাজনৈতিক কোনো সংস্কারে নয়, অস্তিত্বের বৈষয়িক অবস্থার, অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরিবর্তনেই তাদের সুবিধা হতে পারে। অস্তিত্বের বৈষয়িক অবস্থার পরিবর্তন বলতে অবশ্য এই ধরনের সমাজতন্ত্র কোনোক্রমেই বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্কের উচ্ছেদ বোঝে না, যে উচ্ছেদ কেবল বিপ্লব দিয়েই সম্পন্ন হওয়া সম্ভব; বোঝে বুর্জোয়া উৎপাদন সম্পর্ক চালিয়ে যাওয়ার ভিত্তিতে শুধু শাসনতান্ত্রিক সংস্কার। অর্থাৎ এহেন সংস্কার যা পুঁজি ও মজুরি-শ্রমের সম্পর্কটাকে কোনো দিক থেকেই আঘাত করে না, শুধু বড়ো জোর বুর্জোয়া সরকারের প্রশাসনের খরচ কমায় ও তাকে সরল করে আনে।

বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের সর্বোত্তম প্রকাশ শুধু তখন, যখন তা একটা বাক্যালঙ্কার মাত্র।

অবাধ বাণিজ্য: শ্রমিক শ্রেণীর উপকারের জন্য। সংরক্ষণ শুল্ক: শ্রমিক শ্রেণীরই উপকারের জন্য। কারাগারের সংস্কার: শ্রমিক শ্রেণীর উপকারের জন্য। বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের এই হল শেষ ও একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কথা।

সংক্ষেপে তা এই: বুর্জোয়ারা শ্রমিক শ্রেণীর উপকারের জন্যই বুর্জোয়া।

৩। সমালোচনী-ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম

আধুনিক যুগের প্রতিটি বড় বড় বিপ্লবে যে সাহিত্য প্রলেতারিয়েতের দাবিকে ভাষা দিয়েছে, যেমন বাবেফ ও অন্যান্যদের রচনা, আমরা এখানে তার উল্লেখ করছি না।

সামন্ত সমাজ যখন উচ্ছেদ হচ্ছে তখনকার সার্বজনীন উত্তেজনার কালে নিজেদের লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য প্রলেতারিয়েতের প্রথম সাক্ষাৎ প্রচেষ্টাগুলি অনিবার্যভাবেই ব্যর্থ হয়, কারণ প্রলেতারিয়েত তখন পর্যন্ত সুবিকশিত হয়নি, তার মুক্তির অনুকূল অর্থনৈতিক অবস্থাও তখন অনুপস্থিত। তেমন অবস্থা গড়ে উঠতে তখনও বাকি, আসন্ন বুর্জোয়া যুগেই কেবল তা গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল। প্রলেতারিয়েতের এই প্রথম অভিযানসমূহের সঙ্গী ছিল যে বিপ্লবী সাহিত্য তার প্রতিক্রিয়াশীল একটা চরিত্র থাকা ছিল অনিবার্য। সে সাহিত্য প্রচার করত সর্বব্যাপী কৃচ্ছ্রসাধন, স্থূল ধরনের সামাজিক সমতা।

প্রকৃতপক্ষে যাকে সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট মতাদর্শ বলা চলে, অর্থাৎ সাঁ-সিমোঁ, ফুরিয়ে, ওয়েন ইত্যাদির মতবাদ, জন্ম নিল প্রলেতারিয়েত এবং বুর্জোয়ার সংগ্রামের সেই অপরিণত যুগে, যার বর্ণনা আগে দেওয়া হয়েছে (প্রথম অধ্যায় 'বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত' দ্রষ্টব্য)।

এই জাতীয় মতের প্রতিষ্ঠাতারা শ্রেণীবিরোধ এবং প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিধ্বংসী উপাদানগুলির ক্রিয়াটা দেখেছিলেন। কিন্তু প্রলেতারিয়েত তখনও তার শৈশবে; এ'দের চোখে বোধ হল সে শ্রেণীর নিজস্ব ঐতিহাসিক উদ্যম এবং স্বতন্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলন নেই।

শ্রেণীবিরোধ বাড়ে যন্ত্রশিল্প প্রসারের সঙ্গে সমান তালে; সেদিনের অর্থনৈতিক অবস্থা তাই তখনো এ'দের সামনে প্রলেতারিয়েতের মুক্তির বৈষয়িক শর্তগুলি তুলে ধরেনি। সুতরাং এ'রা খুঁজতে লাগলেন সে শর্ত সৃষ্টি করার মতো নতুন সমাজবিজ্ঞান, নতুন সামাজিক নিয়ম।

তাঁদের ব্যক্তিগত উদ্ভাবন-ক্রিয়াকে আনতে হল ঐতিহাসিক ক্রিয়ার স্থানে। মুক্তির ইতিহাস-সৃষ্ট শর্তের বদলে কল্পিত শর্ত, প্রলেতারিয়েতের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রেণী সংগঠনের বদলে উদ্ভাবকদের নিজেদের বানানো এক সমাজ-সংগঠন। তাদের কাছে মনে হল ভবিষ্যৎ ইতিহাস তাঁদেরই সামাজিক পরিকল্পনার প্রচার ও বাস্তব রূপায়ণ।

পরিকল্পনা প্রস্তুত করার সময় সর্বাধিক নিগৃহীত শ্রেণী হিসাবে প্রধানত শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার চেতনা তাঁদের ছিল। তাঁদের কাছে প্রলেতারিয়েতের অস্তিত্বই ছিল কেবল সর্বাধিক নিগৃহীত শ্রেণী হিসাবে।

শ্রেণী-সংগ্রামের অপরিণত অবস্থা এবং তাঁদের স্বকীয় পরিবেশের দরুন এই ধরনের সমাজতন্ত্রীরা মনে করতেন যে তাঁরা সকল শ্রেণীবিরোধের বহু ঊর্ধ্বে। তাঁরা চেয়েছিলেন সমাজের প্রত্যেক সদস্যের, এমন কি সবচেয়ে সুবিধাভোগীর অবস্থাও উন্নত করতে। সেইজন্য সাধারণত শ্রেণীনির্বিশেষে গোটা সমাজের কাছে আবেদন জানানো; এমন কি তুলনায় শাসক শ্রেণীর কাছেই আবেদন-নিবেদন ছিল এ'দের পছন্দ। কেননা, এ'দের ব্যবস্থাটা একবার বুঝতে পারলে লোকে কেমন করে না দেখে পারবে যে এইটাই সমাজের সর্বোত্তম-সম্ভব ব্যবস্থার জন্য সর্বোত্তম-সম্ভব পরিকল্পনা?

সেইজন্য সকল রাজনৈতিক, বিশেষত সকল বিপ্লবী প্রচেষ্টাকে এ'রা বর্জন করলেন; এ'দের অভিলাষ হল শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজেদের উদ্দেশ্যসাধন; চেষ্টা হল দৃষ্টান্তের জোরে, এবং যার ভাগ্যে ব্যর্থতাই অনিবার্য এমন ছোটখাট পরীক্ষার মাধ্যমে নতুন সামাজিক বেদের (Gospel) পথ কাটতে।

ভবিষ্যৎ সমাজের এ ধরনের উদ্ভট ছবি আঁকা হয় এমন সময়ে যখন প্রলেতারিয়েত অতি অপরিণত অবস্থার মধ্যে ছিল, নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে তাদের ধারণাও ছিল

উদ্ভট; সমাজের ব্যাপক পুনর্গঠন সম্বন্ধে এ শ্রেণীর প্রাথমিক স্বতঃস্ফূর্ত আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এ ধরনের ছবির মিল দেখা যায়।

কিন্তু সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট এই সব লেখার মধ্যে সমালোচনামূলক একটা দিকও আছে। বর্তমান সমাজের প্রত্যেকটি নীতিকে এরা আক্রমণ করল। তাই শ্রমিক শ্রেণীর জ্ঞানলাভের পক্ষে অনেক অমূল্য তথ্যে তা পরিপূর্ণ। শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে প্রভেদ, পরিবার প্রথা, ব্যক্তিবিশেষের লাভের জন্য শিল্প পরিচালনা ও মজুরি-শ্রমের উচ্ছেদ, সামাজিক সৌষম্য ঘোষণা, রাষ্ট্রের কাজকে কেবলমাত্র উৎপাদনের তদারকে রূপান্তরিত করণ ইত্যাদি যেসব ব্যবহারিক প্রস্তাব এই লেখার মধ্যে আছে তাদের সবকটাই শ্রেণীবিরোধের অন্তর্ধানের দিকেই কেবল অঙ্গুলি নির্দেশ করে, অথচ সে বিরোধ সেদিন সবেমাত্র মাথা তুলছিল, এই সব লেখার মধ্যে ধরা পড়েছিল তাদের, আদি অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট রূপটুকু। প্রস্তাবগুলির প্রকৃতি তাই নিতান্তই ইউটোপীয়।

সমালোচনামূলক-ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের যা তাৎপর্য তার সঙ্গে ঐতিহাসিক বিকাশের সম্বন্ধটা বিপরীতমুখী। আধুনিক শ্রেণী-সংগ্রাম যতই বিকশিত হয়ে সুনির্দিষ্ট রূপ নিতে থাকে, ঠিক ততই এই উদ্ভট সংগ্রাম-পরিহারের, শ্রেণী-সংগ্রামের বিরুদ্ধে এইসব উদ্ভট আক্রমণের সকল ব্যবহারিক মূল্য ও তাত্ত্বিক যুক্তি হারায়। সেইজন্যই, এই সমস্ত মতবাদের প্রবর্তকেরা অনেক দিক দিয়ে বিপ্লবী হলেও তাঁদের শিষ্যরা প্রতিক্ষেত্রে কেবল প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীতেই পরিণত হয়েছে। প্রলেতারিয়েতের প্রগতিশীল ঐতিহাসিক বিকাশের বিপরীতে তারা নিজ নিজ গুরুর আদি মতগুলিকেই আঁকড়ে ধরে আছে। তাই তাদের অবিচল চেষ্টা যেন শ্রেণী-সংগ্রাম নিস্তেজ হয়ে পড়ে, যেন শ্রেণীবিরোধ আপসে মিটে যায়। তারা এখনও তাদের সামাজিক ইউটোপিয়ার পরীক্ষামূলক রূপায়ণের স্বপ্ন দেখে; বিচ্ছিন্ন 'ফালানস্টের' প্রতিষ্ঠা, 'হোম কলোনি' স্থাপন, 'ছোট আইকেরিয়া'* প্রবর্তনের স্বপ্ন দেখে, নব জেরুজালেমের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসাবে; — আর এই আকাশকুসুম বাস্তব করার জন্য আবেদন জানায় বুর্জোয়া শ্রেণীর সহানুভূতি ও টাকার থলির কাছে। আগে যে প্রতিক্রিয়াপন্থী বা রক্ষণশীল সমাজতন্ত্রীদের বর্ণনা করা হয়েছে এরা ধীরে ধীরে নেমে যায় সেই স্তরে;

* 'ফালানস্টের' (*phalanstères*) হল ফুরিয়ের কল্পিত সমাজতন্ত্রী উপনিবেশ; কাবে তাঁর ইউটোপিয়া এবং পরবর্তী আমেরিকাস্থিত কমিউনিস্ট উপনিবেশকে আইকেরিয়া নাম দেন। (১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

ওয়েন তাঁর আদর্শ কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলিকে 'হোম কলোনি' বলতেন; ফুরিয়ের কল্পিত সর্বভোগ্য প্রাসাদের নাম 'ফালানস্টের'। যে ইউটোপীয় কল্পরাজ্যের কমিউনিস্ট প্রতিষ্ঠান কাবে বর্ণনা করেছিলেন, তারই নাম 'আইকেরিয়া'। (১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

তফাৎ শুধু তাদের আরও প্রণালীবদ্ধ পাণ্ডিত্যে, এবং সমাজবিদ্যার অলৌকিক মাহাত্ম্যে অন্ধ ও সংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসে।

শ্রমিক শ্রেণীর সমস্ত রাজনৈতিক প্রচেষ্টার এরা তাই তীব্র বিরোধী: এদের মতে সে প্রচেষ্টা কেবলমাত্র নব বেদে অন্ধ অবিশ্বাসের ফল।

ইংলণ্ডে ওয়েনপন্থীরা এবং ফ্রান্সে ফুরিয়েভক্তরা যথাক্রমে চার্টিস্ট ও সংস্কারবাদীদের বিরোধী।*

৪

বর্তমান নানা সরকার-বিরোধী পার্টির সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্বন্ধ

শ্রমিক শ্রেণীর যে সব পার্টি এখন বিদ্যমান, যেমন ইংলণ্ডে চার্টিস্টগণ ও আমেরিকায় কৃষি সংস্কারবাদীরা, তাদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্বন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরিষ্কার করা হয়েছে।

উপস্থিত লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য, শ্রমিক শ্রেণীর সাময়িক স্বার্থ রক্ষার জন্য কমিউনিস্টরা লড়াই করে থাকে, কিন্তু আন্দোলনের বর্তমানের মধ্যেও তারা আন্দোলনের ভবিষ্যতের প্রতিনিধি, তার রক্ষক। ফ্রান্সে রক্ষণশীল এবং র‍্যাডিকাল বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে তারা সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের** সঙ্গে হাত মেলায়, কিন্তু মহান ফরাসী বিপ্লব থেকে ঐতিহ্য হিসাবে যে সব বাঁধা বুলি ও ভ্রান্তি চলে আসছে তার সমালোচনার অধিকারটুকু বর্জন না করে।

সুইজারল্যাণ্ডে সমর্থন করা হয় র‍্যাডিকালদের, কিন্তু এ সত্য ভোলা হয় না যে এ দলটি পরস্পরবিরোধী উপাদানে গঠিত, এদের খানিকটা ফরাসী অর্থে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী আবার খানিকটা হল র‍্যাডিকাল বুর্জোয়া।

পোল্যাণ্ডে তারা সেই দলটিকে সমর্থন করে যারা জাতীয় মুক্তির প্রাথমিক শর্ত হিসাবে কৃষি বিপ্লবের ওপর জোর দেয়, সেই দল যারা ১৮৪৬ সালের ক্রাকোভ বিদ্রোহে ইন্ধন জুগিয়েছিল।

---

* *La Réforme* পত্রিকার অনুগামীদের কথা বলা হচ্ছে। পত্রিকাটি ১৮৪৩ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত প্যারিসে প্রকাশিত।

** পার্লামেণ্টে এই পার্টির প্রতিনিধিত্ব করতেন লেদ্রু-রলাঁ, সাহিত্য ক্ষেত্রে লুই ব্লাঁ, দৈনিক সংবাদপত্র জগতে *Réforme* পত্রিকা। সোশ্যাল-ডেমোক্রাট নামের উদ্ভাবকদের কাছে নামটির অর্থ ছিল গণতন্ত্রী বা প্রজাতন্ত্রী দলের একাংশ, যার মধ্যে সমাজতন্ত্রের কমবেশি রং লেগেছে। (১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

এই সময় ফ্রান্সে যে পার্টি নিজেকে সোশ্যালিস্ট-ডেমোক্রাট বলত, তাদের রাজনৈতিক জীবনে প্রতিনিধি ছিলেন লেদ্রু-রলাঁ আর সাহিত্য জগতে লুই ব্লাঁ; সুতরাং আজকের দিনের জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির সঙ্গে এর ছিল দুস্তর পার্থক্য। (১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

জার্মানিতে বুর্জোয়ারা যখন বিপ্লবী অভিযান করে তখনই কমিউনিস্টরা তাদের সঙ্গে একত্রে লড়ে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র, সামন্ত জমিদারতন্ত্র এবং পেটি বুর্জোয়ার* বিরুদ্ধে।

কিন্তু বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে যে বৈর বিরোধ বর্তমান তার যথাসম্ভব স্পষ্ট স্বীকৃতিটা শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সঞ্চার করার কাজ থেকে তারা মুহূর্তের জন্যও বিরত হয় না; এইজন্য যাতে, বুর্জোয়া শ্রেণী নিজ আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে আসতে বাধ্য, জার্মান মজুরেরা যেন তৎক্ষণাৎ তাকেই বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারে; এইজন্যই যাতে, জার্মানিতে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলির পতনের পর যেন বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধেই অবিলম্বে লড়াই শুরু হতে পারে।

কমিউনিস্টরা প্রধানত জার্মানির দিকে মন দিচ্ছে কারণ সে দেশে একটি বুর্জোয়া বিপ্লব আসন্ন, ইউরোপীয় সভ্যতার অধিকতর অগ্রসর পরিস্থিতির মধ্যে তা ঘটতে বাধ্য, এবং ঘটবে সতেরো শতকের ইংলন্ড ও আঠারো শতকের ফ্রান্সের তুলনায় অনেক বিকশিত এক প্রলেতারিয়েত নিয়ে। এবং এই কারণে যে, জার্মানির বুর্জোয়া বিপ্লব হবে অব্যবহিত পরবর্তী প্রলেতারীয় বিপ্লবের ভূমিকামাত্র।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, কমিউনিস্টরা সর্বত্রই বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিটি বিপ্লবী আন্দোলন সমর্থন করে।

এই সব আন্দোলনেই তারা প্রত্যেকটির প্রধান প্রশ্ন হিসাবে সামনে এনে ধরে মালিকানার প্রশ্ন, তার বিকাশের মাত্রা তখন যাই থাক না কেন।

শেষ কথা, সকল দেশের গণতন্ত্রী পার্টিগুলির মধ্যে ঐক্য ও বোঝাপড়ার জন্য তারা সর্বত্র কাজ করে।

আপন মতামত ও লক্ষ্য গোপন রাখতে কমিউনিস্টরা ঘৃণা বোধ করে। খোলাখুলি তারা ঘোষণা করে যে তাদের লক্ষ্য সিদ্ধ হতে পারে কেবল সমস্ত প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার সবল উচ্ছেদ মারফত। কমিউনিস্ট বিপ্লবের আতঙ্কে শাসক শ্রেণীরা কাঁপুক। শৃঙ্খল ছাড়া প্রলেতারিয়েতের হারাবার কিছু নেই। জয় করবার জন্য আছে সারা জগৎ।

দুনিয়ার মজুর এক হও!

ডিসেম্বর, ১৮৪৭ থেকে জানুয়ারি, ১৮৪৮-এর মধ্যে মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত
ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৮ সালে লণ্ডনে প্রথম প্রকাশিত

১৮৮৮ সালে লণ্ডনে প্রকাশিত ও এঙ্গেলস কর্তৃক সম্পাদিত ইংরাজী অনুবাদের ভাষান্তর

* মূল জার্মানে Kleinbürgerei। মার্কস ও এঙ্গেলস কথাটা ব্যবহার করেছিলেন শহরবাসী পেটি বুর্জোয়ার প্রতিক্রিয়াশীল অংশগুলির অর্থে। — সম্পাঃ

কার্ল মার্কস

বুর্জোয়া শ্রেণী ও প্রতিবিপ্লব

দ্বিতীয় প্রবন্ধ

কলোন, ১১ই ডিসেম্বর

মহাপ্লাবনের ক্ষুদ্র সংস্করণ, মার্চের মহাপ্লাবন প্রশমিত হবার পর পৃথিবীর বার্লিন ভূপৃষ্ঠে কোনো অতিকায় জীব কোনো বিপ্লবী মহাদেহীকে রেখে গেল না, রেখে গেল শুধু পুরনো ধরনের প্রাণীদের, বামনাকার বুর্জোয়া মূর্তিদের — প্রাশিয়ার সচেতন বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি 'মিলিত প্রাদেশিক সভা'র* (United Landtag) উদারপন্থীদের। যে প্রদেশগুলিতে বুর্জোয়া শ্রেণী সর্বাপেক্ষা পরিণত, সেই **রাইনপ্রদেশ** ও **সিলেসিয়া-ই** নূতন মন্ত্রিসভাগুলির প্রধান অংশ সরবরাহ করে। তাদের পেছু পেছু আসে রাইন অঞ্চলের আইনবিদদের গোটা একটি দল। যে পরিমাণে সামন্তপ্রভুরা বুর্জোয়াদের পিছনের দিকে হঠিয়ে দিতে থাকে, সেই পরিমাণেই রাইনপ্রদেশ এবং সিলেসিয়া খাস প্রুশীয় প্রদেশগুলির জন্য মন্ত্রিসভায় স্থান ছেড়ে দেয়। কেবল এলবারফেলদের একজন টোরিই এখনো পর্যন্ত ব্রন্দেনবুর্গ মন্ত্রিসভার সঙ্গে রাইন-প্রদেশের সংযোগ রেখেছে। **হানজেমান** এবং **ফন্ দের হেইত**! প্রুশীয় বুর্জোয়াদের কাছে ১৮৪৮-এর মার্চ এবং ডিসেম্বরের সমগ্র পার্থক্যের দ্যোতক এই দুটি নাম!

প্রুশীয় বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রক্ষমতার শীর্ষে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল কিন্তু **বিপ্লবের** মাধ্যমে, **ক্রাউনের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ দর কষাকষির** যে পথ তারা চেয়েছিল সে পথে নয়। নিজ

* মিলিত প্রাদেশিক সভা — ১৮৪৭ সালের এপ্রিলে চতুর্থ ফ্রিদরিখ-ভিলহেল্‌ম বার্লিনে প্রাদেশিক সম্প্রদায়ভিত্তিক ল্যান্ডতাগগুলির (সভাগুলি) একটি মিলিত সভা ডাকেন, উদ্দেশ্য ছিল সেখান থেকে একটি বৈদেশিক ঋণের গ্যারান্টি সংগ্রহ করে অর্থসংকট থেকে অব্যাহতি। মিলিত ল্যান্ডতাগের উদ্বোধন হয় ১৮৪৭ সালের ১১ই এপ্রিল। সভার বুর্জোয়া সংখ্যাগরিষ্ঠের খুব নরম রাজনীতিক দাবিও রাজা মানতে রাজী না হওয়ায় তারা ঋণের গ্যারান্টি দিতে চায় না। জবাবে রাজা ঐ বছরের জুন মাসে সভাটা ভেঙে দেন। এতে দেশের অভ্যন্তরে বিরোধী মনোভাবের প্রাবল্য ঘটে ও জার্মানির বিপ্লব ত্বরান্বিত করে। — সম্পাঃ

স্বার্থরক্ষা নয়, **জনগণের স্বার্থরক্ষা** করার কথা তাদের ক্রাউনের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ **নিজেদেরই** বিরুদ্ধে, কারণ বুর্জোয়াদের পথ তৈরী করে দিয়েছিল একটি **গণ-আন্দোলন**। ক্রাউন অবশ্য এদের চোখে ছিল ঈশ্বরের কৃপায় একখানি যবনিকামাত্র যার অন্তরালে এদের নিজস্ব ঐহিক স্বার্থ ঢাকা রাখার কথা। **এদের** নিজেদের স্বার্থের এবং সেই স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক রূপগুলির অলংঘনীয়তাকে সংবিধানের ভাষায় প্রকাশ করলে দাঁড়ায়: **ক্রাউনের অলংঘনীয়তা**। জার্মান বুর্জোয়াদের বিশেষত প্রুশীয় বুর্জোয়াদের **নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের** প্রতি এত সোল্লাস আসক্তি এইজন্যই। তাই, প্রুশীয় বুর্জোয়াদের হাতে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব তুলে দেবার জন্য ফেব্রুয়ারি বিপ্লব এবং তার জার্মান আলোড়নকে প্রুশীয় বুর্জোয়ারা অভিনন্দিত করলেও সেই বিপ্লব তাদের সমস্ত হিসাবকে ভণ্ডুল করে দিয়েছে কারণ তাদের শাসনকে এমন সব শর্তের দ্বারা তা কণ্টকিত করল যা তারা পূরণ করতে ছিল অনিচ্ছুক এবং অক্ষম।

বুর্জোয়ারা একটি হাতও তোলেনি। তারা জনগণকে ছেড়ে দিয়েছিল তাদের হয়ে লড়াইটা লড়ে দিতে। কাজে-কাজেই, তাদের হাতে যে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়ে এল তা কোনো সেনাপতি কর্তৃক প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে অর্জন করা শাসনক্ষমতা নয়; এ হল বিজয়ী জনগণের স্বার্থরক্ষার ভারপ্রাপ্ত একটা নিরাপত্তা কমিটির শাসনক্ষমতা।

কাম্পহাউজেন তবু এই পরিস্থিতির জন্য পরম অস্বস্তিবোধ করতেন এবং তাঁর মন্ত্রিসভার সমস্ত দুর্বলতার মূল ছিল এই অস্বস্তিবোধ এবং যে পরিস্থিতিতে এর উদ্ভব সেই পরিস্থিতি। তাঁর সরকারের সর্বাধিক নির্লজ্জ কাজগুলি যেন একটু লজ্জায় আরক্ত। আর নগ্ন **নির্লজ্জতা ও ধৃষ্টতা হল হানজেমানের** বৈশিষ্ট্য। এই দুই চিত্রকরের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য এই রক্তিম **আভাটুকু**।

ইংরেজদের ১৬৪৮-এর বিপ্লব অথবা ফরাসীদের ১৭৮৯-এর বিপ্লবের সঙ্গে **প্রুশীয় মার্চ বিপ্লবকে** কিছুতেই গুলিয়ে ফেলা চলে না।

১৬৪৮-এ বুর্জোয়ারা আধুনিক অভিজাতদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয় রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, সামন্ত-অভিজাতদের বিরুদ্ধে এবং প্রতিষ্ঠিত গির্জার বিরুদ্ধে।

১৭৮৯-এ বুর্জোয়ারা মৈত্রীবদ্ধ ছিল জনগণের সঙ্গে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, অভিজাতবর্গের বিরুদ্ধে এবং প্রতিষ্ঠিত গির্জার বিরুদ্ধে।

১৭৮৯-এর বিপ্লবের প্রতিরূপ ছিল (অন্তত ইউরোপে) একমাত্র ১৬৪৮-এর বিপ্লব এবং ১৬৪৮-এর বিপ্লবের প্রতিরূপ ছিল শুধু স্পেনের বিরুদ্ধে নেদারল্যান্ডবাসীদের অভ্যুত্থানের মধ্যে। শুধু সময়ের হিসাবেই নয়, বিষয়বস্তুতেও উভয় বিপ্লবই তাদের প্রতিরূপ থেকে ছিল শতবর্ষ এগিয়ে।

দুটি বিপ্লবেই বুর্জোয়ারা **সত্যই** আন্দোলনের পুরোধা শ্রেণীর স্থান নিয়েছিল। **প্রলেতারিয়েত** এবং **নাগরিকদের** (বার্গার) **যে অংশ বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল**

না, তাদের হয় তখন পর্যন্ত বুর্জোয়াদের স্বার্থ থেকে পৃথক কোন স্বার্থ ছিল না, আর না হয় তখন পর্যন্ত স্বতন্ত্রভাবে তারা কোনো শ্রেণী বা শ্রেণীর অংশ হয়ে ওঠেনি। সুতরাং যেখানে তারা বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধেও বেরিয়ে এসেছিল, যেমন ১৭৯৩ থেকে ১৭৯৪ পর্যন্ত ফ্রান্সে, সেখানেও তারা বুর্জোয়াদের **ধরনে** না হলেও বুর্জোয়াদের স্বার্থ সাধনের জন্যই লড়াই করেছিল। **সমগ্র ফরাসী সন্ত্রাসনীতিটা বুর্জোয়াদের শত্রুদের** বিরুদ্ধে — স্বৈরতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র এবং কূপমণ্ডূকতার ফয়সালা করার প্লিবিয়ান পদ্ধতি বই কিছু নয়।

১৬৪৮ এবং ১৭৮৯-এর বিপ্লব **ইংরেজদের** অথবা **ফরাসীদের** বিপ্লব নয়। এগুলি হল **ইউরোপীয়** ছকে বিপ্লব। **পুরোনো রাষ্ট্রব্যবস্থার** বিরুদ্ধে সমাজের কোনো **নির্দিষ্ট** শ্রেণীর জয়লাভ এগুলি ছিল না; এগুলি হল **নূতন ইউরোপীয় সমাজেরই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ঘোষণা।** এই বিপ্লবগুলিতে বুর্জোয়ারা বিজয়ী হয়েছিল, কিন্তু **বুর্জোয়াদের এই বিজয়** তখন ছিল একটি **নতুন সমাজব্যবস্থার বিজয়,** সামন্ত সম্পত্তির বিরুদ্ধে বুর্জোয়া সম্পত্তির বিজয়; প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে জাতিসত্তার, গিল্ড-এর বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতার, সম্পত্তিতে জ্যেষ্ঠের অধিকারের বিরুদ্ধে সম্পত্তি-বিভাগের, মালিকের উপর জমির আধিপত্যের বিরুদ্ধে জমির মালিকের, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জ্ঞানালোকের, পারিবারিক উপাধির বিরুদ্ধে পরিবারের, বীরোচিত আলস্যের বিরুদ্ধে শ্রমশীলতার, এবং মধ্যযুগীয় বিশেষ সুবিধাভোগের বিরুদ্ধে আধুনিক নাগরিক আইনের বিজয়। ১৬৪৮-এর বিপ্লব ছিল ষোলো শতাব্দীর বিরুদ্ধে সতেরো শতাব্দীর বিজয়লাভ, এবং ১৭৮৯-এর বিপ্লব ছিল সতেরো শতাব্দীর বিরুদ্ধে আঠারো শতাব্দীর বিজয়। এই বিপ্লবগুলি পৃথিবীর যে অঞ্চলে ঘটেছিল সেই ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রয়োজনকে প্রকাশ করার চেয়ে বেশি প্রকাশ করেছিল সেদিনের দুনিয়ার প্রয়োজনকে।

প্রাশিয়ার মার্চ বিপ্লবের মধ্যে এই ধরনের কিছুই ছিল না।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব বাস্তবক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের এবং মানসক্ষেত্রে বুর্জোয়া শাসনের **বিলোপ সাধন** করেছিল। প্রাশিয়ায় মার্চ বিপ্লব হল মানসক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের এবং বাস্তবক্ষেত্রে বুর্জোয়া শাসনের **প্রতিষ্ঠার** জন্য । **ইউরোপীয় বিপ্লব** হওয়া দূরে থাকুক, এ শুধু ছিল একটি পশ্চাৎপদ দেশে ইউরোপীয় বিপ্লবের এক ব্যাহত-বিকাশ পরিণাম ফল মাত্র। নিজের যুগকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবার পরিবর্তে এ পিছু পিছু আসছিল যুগের অর্ধশতকের বেশি পিছনে। গোড়া থেকেই এ বিপ্লব ছিল **গৌণ**; কিন্তু এ কথা সুবিদিত যে, মুখ্য রোগের চেয়ে গৌণ রোগগুলি নিরাময় করা বেশী কঠিন এবং সেই সঙ্গে গৌণ রোগই দেহের ক্ষয় ঘটায় অধিকতর পরিমাণে। প্রশ্নটা এখানে নতুন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নয়, প্যারিসে যা লোপ পেয়েছে বার্লিনে সেই সমাজের পুনর্জন্মের। মার্চ বিপ্লব এমন কি **জাতীয়** বিপ্লব, জার্মান বিপ্লবও নয়; শুধু

থেকেই এ ছিল **প্রুশীয়-প্রাদেশিক** বিপ্লব। ভিয়েনা, কাসেল, মিউনিক এবং অপরাপর নানাধরনের প্রাদেশিক অভ্যুত্থান এর পাশাপাশি চলেছিল, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল এর নেতৃত্বের।

১৬৪৮ এবং ১৭৮৯-এর মধ্যে ছিল উচ্চতম সৃষ্টির অপার গর্ববোধ; আর ১৮৪৮ সালের বার্লিনের উচ্চাশা ছিল একটি কাল-ব্যতিক্রম হওয়া। তাদের আলো ছিল সেই নক্ষত্রের আলোর মতো যে আলো পৃথিবীবাসী আমাদের কাছে পৌঁছায় কেবল বিকীরণকারী জ্যোতিষ্কের বিলুপ্তির শতসহস্র বর্ষ পরে। প্রাশিয়ার মার্চ বিপ্লব যেমন সমস্ত ব্যাপারেই ক্ষুদ্র তেমনি এই ব্যাপারেও ছিল ইউরোপের কাছে ঠিক এই ধরনের এক নক্ষত্রের ক্ষুদ্র সংস্করণ। এর আলো হল এমন একটি সমাজব্যবস্থার মৃতদেহের আলো যা দীর্ঘকাল আগে পচে গলে গেছে।

এত আলস্য, ভীরুতা এবং ধীরগতির মধ্য দিয়ে জার্মান বুর্জোয়ারা বিকাশ লাভ করেছিল যে যখন এরা শত্রুর মতো সম্মুখীন হল সামন্ততন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্রের, ঠিক তখনই দেখা গেল শত্রুর মতো এদেরই সম্মুখীন হচ্ছে প্রলেতারিয়েত এবং নাগরিকদের সেই সব অংশ যাদের স্বার্থ ও আদর্শ প্রলেতারিয়েতদের কাছাকাছি। এরা দেখল, **পশ্চাদভাগে** একটি শ্রেণী শত্রুব্যূহ হিসাবে সজ্জিত তাই নয়, **সম্মুখভাগে** সমগ্র ইউরোপ। ১৭৮৯-এর ফরাসী বুর্জোয়াদের মতো পুরানো সমাজের প্রতিনিধি রাজতন্ত্র এবং অভিজাতবর্গের বিপরীতে **গোটা** আধুনিক সমাজের প্রতিনিধিত্ব করার শ্রেণী প্রুশীয় বুর্জোয়ারা নয়। এরা একটা **সামাজিক সম্প্রদায়ের** (social estate) স্তরে নেমে গিয়েছিল, যারা যেমন পরিষ্কারভাবে ক্রাউনের বিরোধী তেমনই জনসাধারণেরও বিপক্ষে, উভয় পক্ষেরই বিরোধিতা করতে আগ্রহশীল, অথচ বিরোধীপক্ষের প্রত্যেকটির বিরুদ্ধেই শিথিলপ্রতিজ্ঞ, কারণ সর্বদাই এরা উভয় প্রতিপক্ষকে দেখত হয় সমুখে না হয় পশ্চাতে। প্রথম থেকেই এরা জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায় এবং পুরানো সমাজের মুকুটধারী প্রতিনিধির সঙ্গে আপোষে উদ্‌গ্রীব কারণ এরা নিজেরাই হল পুরানো সমাজব্যবস্থার অংশ; পুরানো সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে নতুন সমাজব্যবস্থার নয়, জরাগ্রস্ত সমাজব্যবস্থার মধ্যেই পুনর্নবীভূত স্বার্থের প্রতিনিধি; বিপ্লবের কর্ণধার পদে দণ্ডায়মান, জনগণ এদের পিছনে সমবেত হয়েছিল বলে নয় — খোঁচা দিয়ে জনগণ এদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল বলে; এরা পুরোধার স্থান গ্রহণ করেছিল একটা নতুন সমাজযুগের উদ্যোগের প্রতিনিধি রূপে নয়, পুরানো সামাজিক যুগের বদ্ধমূল বিদ্বেষেরই প্রতিনিধি রূপে; এরা হল পুরানো সমাজের একটি স্তর যা নিজে থেকে উত্থিত হয়নি, একটা ভূকম্পনের ফলে নতুন সমাজের উপরিভাগে যা উৎক্ষিপ্ত; এরা নিজেদের উপর আস্থাহীন, জনগণের প্রতি আস্থাহীন; ঊর্ধ্বতনদের প্রতি অসন্তুষ্ট, অধস্তনদের সম্মুখে

কম্পমান, উভয়পক্ষের প্রতিই স্বার্থপর ও সে স্বার্থপরতা সম্বন্ধে সচেতন, রক্ষণশীলদের কাছে বিপ্লবী এবং বিপ্লবীদের কাছে রক্ষণশীল, নিজেদের আদর্শ সম্বন্ধেই অবিশ্বাসী, আদর্শের বদলে বাগাড়ম্বরপ্রিয়, বিশ্বঝঞ্ঝায় আতঙ্কিত অথচ বিশ্বঝঞ্ঝাকেই নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে তৎপর; কোনো ব্যাপারেই উদ্যোগ নেই এবং প্রতি ব্যাপারেই কুম্ভীলকবৃত্তি; মৌলিকতার অভাবে মামুলী আবার মামুলীপনার ক্ষেত্রে মৌলিক; নিজেদের আকাংক্ষার সঙ্গে দরকষাকষিতে মত্ত, উদ্যোগহীন, নিজেদের উপর আস্থাহীন, জনগণের উপর আস্থাহীন এবং বিশ্ব-ঐতিহাসিক ভূমিকাহীন; একটি বলিষ্ঠ জাতির প্রথম যৌবনের উত্তেজনাকে পরিচালিত ও স্বীয় স্থবির স্বার্থে তাকে বিচ্যুত করার দায়িত্ব-দণ্ডিত এক জঘন্য বৃদ্ধ — চক্ষুহীন, কর্ণহীন, দন্তহীন, সর্বইন্দ্রিয়হীন — এই ছিল **প্রুশীয় বুর্জোয়া শ্রেণী**, যারা মার্চ বিপ্লবের পরে প্রুশীয় রাষ্ট্রের কর্ণধারপদে নিজেদের অধিষ্ঠিত দেখতে পেল।

১৮৪৮-এর ১১ই ডিসেম্বরে
মার্কস কর্তৃক লিখিত
১৮৪৮-এর ১৫ই ডিসেম্বর
Neue Rheinische Zeitung
পত্রিকায় প্রকাশিত
স্বাক্ষরহীন

সংবাদপত্রের মূলপাঠ
অনুসারে মুদ্রিত
জার্মান থেকে অনূদিত
ইংরেজী ভাষ্যের
ভাষান্তর

কার্ল মার্কস

মজুরি-শ্রম ও পুঁজি

ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের ভূমিকা

এই রচনাটি ১৮৪৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল থেকে *Neue Rheinische Zeitung** পত্রিকাতে সম্পাদকীয় প্রবন্ধরূপে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ব্রুসেলসের 'জার্মান শ্রমিক সমিতি'তে ১৮৪৭ সালে মার্কস যে সব বক্তৃতা দেন তার ভিত্তিতে এখানা লেখা। রচনাটি যতটা ছেপে বেরয় তা অসমাপ্ত; ২৬৯ সংখ্যার শেষে 'ক্রমশ'টা অসম্পূর্ণই থেকে যায়, কারণ ঠিক সেই সময়ে ঘটনার পর ঘটনা এসে ভিড় করে: রুশদের হাঙ্গারি আক্রমণ, ড্রেসডেন, ইজেরলোহন, এলবারফেল্ড, পালাটিনেট ও বাদেনের অভ্যুত্থান, যার ফলে পত্রিকাটিই বন্ধ করে দেওয়া হয় (১৮৪৯ সালের ১৯শে মে)। পরবর্তী অংশের পাণ্ডুলিপি মার্কসের মৃত্যুর পর তাঁর কাগজপত্রাদির মধ্যে পাওয়া যায়নি।

স্বতন্ত্র পুস্তিকারূপে 'মজুরি-শ্রম ও পুঁজি'র অনেক কয়েকটি সংস্করণ বার হয়েছে — হটিঙ্গেন-জুরিখের 'সুইস সমবায় প্রেস'এর ১৮৮৪ সালের সংস্করণটিই এর শেষ সংস্করণ। এ পর্যন্ত সব সংস্করণেই মূল আক্ষরিক পাঠ অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। কিন্তু প্রচার-পুস্তিকা হিসাবে বর্তমান নতুন সংস্করণটি প্রচার করা দরকার অন্তত দশ হাজার কপিতে। কাজেই, এ প্রশ্ন আমার মনে উদয় না হয়ে পারেনি: বর্তমান অবস্থায় মূল পাঠকেই অপরিবর্তিত আকারে প্রকাশ করা মার্কস স্বয়ং মঞ্জুর করতেন কিনা।

পঞ্চম দশকে মার্কস তাঁর অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা সম্পূর্ণ করেননি। ষষ্ঠ দশকের শেষ দিকেই তা সম্ভব হয়। ফলে তাঁর 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে' *(A Contribution to the Critique of Political Economy)*(১৮৫৯) প্রথম ভাগ বার হবার আগেকার লেখার সঙ্গে ১৮৫৯ সালের পরেকার লেখার কোনো কোনো বিষয়ে

* *Neue Rheinische Zeitung* (নূতন রাইনিশ গেজেট) — এই পত্রিকাটি ১৮৪৮ সালের ১লা জুন থেকে ১৮৪৯ সালের ১৯শে মে পর্যন্ত কলোন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। কার্ল মার্কস ছিলেন এই পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। — সম্পাঃ

পার্থক্য আছে। আগের লেখায় এমন সমস্ত বাক্য ও বাক্যাংশ আছে, যাকে পরবর্তী লেখার দিক থেকে বেখাপ্পা এমন কি ভুল বলে মনে হয়। পাঠক-সমাজের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত সাধারণ সংস্করণে গ্রন্থকারের মানসিক বিকাশের একটা পর্যায় হিসাবে তাঁর পূর্ববর্তী দৃষ্টিভঙ্গিরও যে একটা স্থান আছে, এবং পূর্ববর্তী রচনার অপরিবর্তিত প্রকাশে গ্রন্থকার ও পাঠকবর্গের যে অবিসংবাদী অধিকার আছে, তা স্বতঃসিদ্ধ। সেক্ষেত্রে তার একটি শব্দ পরিবর্তনের কথা স্বপ্নেও আমি ভাবতে পারি না।

কিন্তু নতুন সংস্করণটির উদ্দেশ্য যেখানে কার্যক্ষেত্রে কেবল শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার তখন অন্য কথা। এক্ষেত্রে মার্কস নিশ্চয়ই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ১৮৪৯ সালে লেখা পুরনো রচনার সামঞ্জস্য সাধন করে নিতেন। সমস্ত মূল বিষয়ে এই সামঞ্জস্য সাধনের জন্য **এই সংস্করণে** যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু অদলবদল ও সংযোজন করে আমি ঠিক মার্কস যা করতেন তাই করেছি বলে আমার বিশ্বাস। কাজেই পাঠকদের পূর্বে থেকেই জানিয়ে রাখি: ১৮৪৯ সালে মার্কস যে পুস্তিকা লেখেন এটি তা নয়, ১৮৯১ সালে তিনি এটি লিখলে যা দাঁড়াত প্রায় তাই। তাছাড়া, মূল রচনা এত বেশী কপিতে ছড়িয়ে পড়েছে যে, ভবিষ্যতে মার্কসের একখানা সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীতে অপরিবর্তিত অবস্থায় এর পুনর্মুদ্রণ যতদিন না করতে পারছি ততদিন পর্যন্ত এটা যথেষ্ট।

আমার অদলবদল সবই একটি বিষয় নিয়ে। মূল লেখা অনুসারে মজুর মজুরির বদলে পুঁজিপতির কাছে তার **শ্রম** বিক্রয় করে, বর্তমান পুস্তক অনুসারে সে বিক্রয় করে তার **শ্রমশক্তি**। এই পরিবর্তনের জন্য আমি একটি কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। কৈফিয়ত দিতে হবে মজুরদের কাছে যাতে তারা বোঝে যে এটা একটা কথার মারপ্যাঁচ নয়, সমগ্র অর্থশাস্ত্রেরই একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। কৈফিয়ত দিতে হবে বুর্জোয়াদের কাছে যাতে তারা নিজেরা উপলব্ধি কবতে পারে, অশিক্ষিত মজুরেরা আত্মম্ভরি "শিক্ষিত লোকদের" তুলনায় কত শ্রেষ্ঠ; সবচেয়ে কঠিন অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ মজুরদের কাছে বোধগম্য করে তোলা যায় অথচ এদের কাছে সারা জীবনেও এ জটিল প্রশ্নের সমাধান হয় না।

শিল্প জগতের রেওয়াজ থেকে চিরায়ত অর্থশাস্ত্র* কারখানা-মালিকের এই চালু ধারণাটি গ্রহণ করে যে সে তার মজুরদের **শ্রম** কেনে ও তার দাম দেয়। ব্যবসায়গত প্রয়োজন, হিসাব রাখা ও দাম ধরার দিক থেকে মালিকের কাছে এই ধারণা উপযোগীই

* 'পুঁজি' গ্রন্থে মার্কস বলেন: '... চিরায়ত অর্থশাস্ত্র বলতে আমি সেই অর্থশাস্ত্রকেই বুঝি যা উইলিয়ম পেটির সময় থেকে বুর্জোয়া সমাজের বাস্তব উৎপাদন-সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করেছে। ...'

ইংলন্ডে চিরায়ত অর্থশাস্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি ছিলেন অ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো। — সম্পাঃ

ছিল। কিন্তু অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রে নির্বিচারে স্থানান্তরিত হয়ে এই ধারণা সেখানে সত্য সত্যই বিস্ময়কর ভুল ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে।

অর্থশাস্ত্র এই ঘটনাটি দেখে যে, সবরকম পণ্যেরই দাম — তার মধ্যে যে পণ্যটিকে তারা বলে 'শ্রম' তার দামও — অবিরাম বদলায়; দাম ওঠানামা করে অতি বিচিত্র সব অবস্থার ফলে যার সঙ্গে সে পণ্যের উৎপাদনের কোনো সম্বন্ধই নেই, ফলে মনে হয় যেন দাম সাধারণত নির্ধারিত হয় নিতান্ত আপতিক ঘটনাবশেই। তাই যখন অর্থশাস্ত্র বিজ্ঞানরূপে দেখা দিল* তখন তার অন্যতম প্রথম কর্তব্য হল, যে আপতিকতা পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রিত করে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তার পিছনে লুকিয়ে আছে যে-নিয়ম, যে-নিয়ম প্রকৃতপক্ষে নিজেই সেই আপতিকতাকে নিয়ন্ত্রিত করে, সেই নিয়মটিকেই আবিষ্কার করা। কখনো উপরের দিকে, কখনো নীচের দিকে অবিরামভাবে ওঠানামা করা বা দোদুল্যমান পণ্যেব দামের মধ্যে এমন একটি স্থির কেন্দ্রবিন্দু খুঁজে বার করতে চায় অর্থশাস্ত্র যাকে ঘিরে দামের এই ওঠানামা ও দোল খাওয়া অর্থাৎ পণ্যের দাম থেকে সে খুঁজতে শুরু করল তার দাম নিয়ামক বিধি স্বরূপ পণ্যের মূল্যকে, যে মূল্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে দামের সর্ব প্রকার ওঠানামা ও শেষ পর্যন্ত সমস্ত দামেরই যা কারণ।

চিরায়ত অর্থশাস্ত্র তখন দেখতে পেল যে পণ্যের মূল্য নির্ণয় হয় পণ্য উৎপাদনের জন্য আবশ্যিক যেটুকু শ্রম পণ্যের মধ্যে নিহিত আছে তা দিয়ে। এই ব্যাখ্যাতেই অর্থশাস্ত্র নিজেকে সন্তুষ্ট রাখে। আমরাও সাময়িকভাবে এখানে থামতে পারি। পাঠকগণ যাতে ভুল না বোঝেন তার জন্য শুধু তাঁদের জানিয়ে রাখতে চাই যে, এই ব্যাখ্যা এখন একেবারে অচল। মার্কস সর্বপ্রথম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শ্রমের মূল্য-সঞ্চারী গুণটির অনুসন্ধান করেন। তা করতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করেন, কোনো একটা পণ্যের উৎপাদনে আপাতভাবে এমন কি বাস্তবপক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত শ্রমই সকল অবস্থায় পণ্যে এমন পরিমাণ মূল্য যোগ করে না যেটা বিনিযুক্ত শ্রমের পরিমাণের সমান। কাজেই আজকে যদি রিকার্ডোর মতো অর্থতাত্ত্বিকদের সঙ্গে আমরাও সহজ করে বলি, কোনো পণ্যের মূল্য তার উৎপাদনে আবশ্যিক শ্রম দ্বারা নির্ণীত হয়, তাহলেও সবসময় কিন্তু তাতে মার্কসের ব্যতিরেকী শর্তগুলিও আমরা ধরে নিই। এখানে এই যথেষ্ট। মার্কসের 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে', ১৮৫৯, ও 'পুঁজি'র প্রথম খণ্ডে বাকিটা পাওয়া যাবে।

* 'সপ্তদশ শতকের শেষের প্রতিভাবান লোকেদের মস্তিষ্কে সংকীর্ণ অর্থে অর্থশাস্ত্রের উদ্ভব হলেও ফিজিওক্রাট ও অ্যাডাম স্মিথ তার যে সদর্থক সূত্র দেন তাতে তাকে মূলত অষ্টাদশ দশকের সন্তান বলেই চেনা যায়...' (এঙ্গেলস, 'অ্যান্টি ডুরিং') — সম্পাঃ

কিন্তু 'শ্রম' রূপ পণ্যের বেলায় শ্রমের মাপকাঠিতে মূল্য নিরূপণ করতে গিয়ে অর্থতাত্ত্বিকরা একের পর এক স্ববিরোধের মধ্যে পড়তে থাকেন। 'শ্রমের' মূল্য কি করে নিরূপিত হবে? তার মধ্যে নিহিত আবশ্যিক শ্রম দিয়ে। কিন্তু একজন মজুরের এক দিন, এক সপ্তাহ, এক মাস কিংবা এক বছরের শ্রমের মধ্যে কতটা শ্রম নিহিত থাকে? ঠিক এক দিন, এক সপ্তাহ, এক মাস কিংবা এক বছরের শ্রম। শ্রমই যদি সকল মূল্যের মাপকাঠি হয়, তাহলে আমরা 'শ্রমের মূল্য' ব্যক্ত করতে পারি কেবল শ্রম দিয়েই। কিন্তু একঘণ্টা শ্রমের মূল্য একঘণ্টা শ্রমের সমান, শুধু এইটুকু জানলে একঘণ্টা শ্রমের মূল্য সম্পর্কে কিছুই জানা হয় না। এতে আমরা লক্ষ্যের দিকে একচুলও এগোতে পারি না, বৃত্তাকারে ঘুরতেই থাকি।

কাজেই, চিরায়ত অর্থশাস্ত্র অন্য পথে চেষ্টা করে। সে বলে, পণ্যের মূল্য তার উৎপাদন-ব্যয়ের সমান। তাহলে শ্রমের উৎপাদন-ব্যয় কি? এই প্রশ্নের উত্তরে অর্থতাত্ত্বিকদের খানিকটা যুক্তির গোঁজামিল দিতে হয়। শ্রমের উৎপাদন-ব্যয় না খতিয়ে, দুর্ভাগ্যবশত তা স্থির করা যায় না, তাঁরা **শ্রমিকের** উৎপাদন-ব্যয়ের খোঁজ করতে যান। সেটা স্থির করা সম্ভব। কাল ও অবস্থাভেদে তা বদলায়, কিন্তু সমাজের নির্দিষ্ট অবস্থায়, নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট উৎপাদন-শাখায় তা সুনির্দিষ্ট, অন্তত তার তারতম্য অতি স্বল্পই। বর্তমানে আমরা পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রথার অধীনে, এতে হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, জীবনধারণের উপকরণ অর্থাৎ উৎপাদন-উপায়ের মালিকদের জন্য মজুরির বিনিময়ে কাজ করেই শুধু জনগণের এক বিরাট ক্রমবর্ধমান শ্রেণী বেঁচেবর্তে থাকতে পারে। এই উৎপাদন-পদ্ধতির ভিত্তিতে মজুরের উৎপাদন-ব্যয় হল তার জীবনধারণের উপকরণের পরিমাণ অথবা মুদ্রাতে ব্যক্ত তার দাম, গড় হিসাবে যা তাদের কর্মক্ষম করতে ও কর্মক্ষম রাখতে পারে, এবং তার বার্ধক্য, পীড়া বা মৃত্যুজনিত অনুপস্থিতিতে নতুন মজুরকে তার স্থলাভিষিক্ত করে অর্থাৎ প্রয়োজনীয় সংখ্যায় মজুর শ্রেণীর বংশ বৃদ্ধি করে। ধরা যাক, মজুরের জীবনধারণের উপকরণের মুদ্রাগত দাম গড়ে রোজ তিন মার্ক।

কাজেই, আমাদের মজুরটি নিয়োগকর্তা পুঁজিপতির কাছ থেকে রোজ তিন মার্ক করে মজুরি পায়। তার জন্য পুঁজিপতি তাকে খাটায়, ধরুন, রোজ বার ঘণ্টা করে। তার মোটামুটিভাবে হিসাবটা এই রকম:

ধরা যাক, আমাদের মজুরটি একজন মিস্ত্রি, মেশিনের একটা অংশ তাকে তৈরি করতে হবে। একদিনে সে সেটা শেষ করতে পারে। কাঁচামালের — প্রয়োজনীয় আকৃতিতে আধা তৈরী লোহা ও পেতলের দাম পড়ে কুড়ি মার্ক। স্টিম ইঞ্জিনের জন্য কয়লা খরচ, স্টিম ইঞ্জিন ও লেদ মেশিন ও অন্যান্য যে সব হাতিয়ারপত্র মজুরটি ব্যবহার করে তার ক্ষয়ক্ষতির দরুন মজুরটির বাবদে একদিনের খরচ এক মার্ক। একদিনের মজুরি আমরা

ধরে নিয়েছি তিন মার্ক। সুতরাং মেশিনের অংশটি তৈরি করতে সবশুদ্ধ খরচ দাঁড়াচ্ছে চব্বিশ মার্ক। অথচ পুঁজিপতিটি হিসাব করে দেখে যে তার খদ্দেরের কাছ থেকে গড়পড়তা সে পাবে সাতাশ মার্ক, অর্থাৎ সে যা খাটায় তার থেকে তিন মার্ক বেশী।

পুঁজিপতির পকেটস্থ এই তিন মার্ক আসে কোত্থেকে? চিরায়ত অর্থশাস্ত্রের মতে গড়পড়তায় পণ্য তার সমমূল্যে বিক্রয় হয়, অর্থাৎ বিক্রয় হয় যে পরিমাণ আবশ্যিক শ্রম তার মধ্যে নিহিত আছে তার সমান দামে। আমাদের মেশিনের অংশটির গড়পড়তা দাম সাতাশ মার্ক তাহলে তার মূল্যেরই সমান অর্থাৎ তার মধ্যে নিহিত শ্রমের সমান। কিন্তু এই সাতাশ মার্কের মধ্যে একুশ মার্কের মতন মূল্য মিস্ত্রি কাজ শুরু করার পূর্বে থেকেই বর্তমান ছিল। কাঁচামালে নিহিত ছিল কুড়ি মার্ক, আর এক মার্ক খরচ পড়ল কাজের সময় যে কয়লা খরচ হল তার জন্য, অথবা কার্যকালে যে সব যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার ব্যবহার করা হল এবং ব্যবহারের ফলে যার কার্যক্ষমতা ঐ অনুপাতে হ্রাস পেল। বাকি থাকে ছয় মার্ক; কাঁচামালের মূল্যের সঙ্গে তা যুক্ত হয়েছে। কিন্তু আমাদের অর্থতাত্ত্বিকদেরই মতে এই ছয় মার্ক আসতে পারে কেবল কাঁচামালে মজুরটি যে শ্রম যোগ করেছে তা থেকে। তার বারো ঘণ্টার শ্রমে এইভাবে তৈরী হয়েছে ছয় মার্ক সমান এক নতুন মূল্য। কাজেই তার বারো ঘণ্টা শ্রমের মূল্য ছয় মার্কের সমান হওয়ার কথা। তার ফলে শেষ পর্যন্ত 'শ্রমের মূল্য' কি তা আবিষ্কার করা সম্ভব।

আমাদের মিস্ত্রি চেঁচিয়ে উঠবে, 'থামুন মশাই, ছয় মার্ক? আমি যে মাত্র তিন মার্ক পেয়েছি! আমার মালিক তো পবিত্র সবকিছুর দিব্যি করে বলে, আমার বারো ঘণ্টা শ্রমের মূল্য মাত্র তিন মার্ক। ছয় মার্ক দাবি করলে মালিক আমাকে হেসে উড়িয়ে দেয়। হিসেবটা আমাকে বুঝিয়ে দিন তো!'

শ্রমের মূল্য নিয়ে আগে আমরা একটি গোলকধাঁধায় প্রবেশ করেছিলাম, এখন তো আবার একটা সমাধানের অতীত স্ববিরোধের মধ্যেই জড়িয়ে পড়ছি। শ্রমের মূল্য বের করতে গিয়ে যেটা পেলাম সেটা অনেক বেশি। মজুরের পক্ষে বারো ঘণ্টার শ্রমের মূল্য তিন মার্ক, পুঁজিপতির পক্ষে তা ছয় মার্ক — এর থেকে মজুরি হিসাবে সে মজুরকে দেয় তিন মার্ক, বাকি তিন মার্ক পকেটস্থ করে নিজের জন্য। তাই দাঁড়াচ্ছে শ্রমের একটি নয়, দুটি মূল্য, তদুপরি মূল্যদুটি আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের!

যেই আমরা মুদ্রায় ব্যক্ত মূল্যগুলোকে শ্রম সময়ে পরিণত করতে যাই অমনি স্ববিরোধটা আরো বিদঘুটে হয়ে ওঠে। বারো ঘণ্টা শ্রমে ছয় মার্কের এক নতুন মূল্য তৈরী হয়েছে। কাজেই, ছয় ঘণ্টায় তিন মার্ক — বারো ঘণ্টা শ্রমের জন্য মজুর যা পেয়ে থাকে। বারো ঘণ্টার শ্রমের সমতুল্য মূল্য হিসাবে মজুর পাচ্ছে ছয় ঘণ্টা শ্রমের ফল। কাজেই হয় শ্রমের দুরকম মূল্য আছে, যার মধ্যে একটি অপরটির আকারের দ্বিগুণ,

অন্যথায় বারো আর ছয় সমান! উভয়ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা হয়ে ওঠে খাঁটি অর্থহীন প্রলাপ।

শ্রম কেনাবেচা ও শ্রম-মূল্যের কথা ধরে থাকলে যত টানা হেঁচড়াই করি না কেন এই স্ববিরোধের হাত থেকে নিস্তার নেই। অর্থতাত্ত্বিকদের বেলায়ও তা ঘটেছিল। প্রধানত এই স্ববিরোধের সমাধান না করতে পারার জন্যই চিরায়ত অর্থশাস্ত্রের সর্বশেষ ধারক রিকার্ডোপন্থীদের ভরাডুবি হয়। চিরায়ত অর্থশাস্ত্র বদ্ধগলির মধ্যে আটকা পড়ল। এই বদ্ধগলি থেকে বেরিয়ে আসার পথ যিনি বার করেন তিনি হচ্ছেন কার্ল মার্কস।

অর্থতত্ত্ববিদেরা যাকে 'শ্রমের' উৎপাদন-ব্যয় বলে গণ্য করে এসেছেন সেটা শ্রমের উৎপাদন-ব্যয় নয়, জীবন্ত মজুরটারই উৎপাদন-ব্যয়। আর এই মজুর পুঁজিপতির কাছে যা বেচে তা তার শ্রম নয়। মার্কস বলেন, 'মজুরের শ্রম প্রকৃতপক্ষে যখনই শুরু হচ্ছে তখন থেকেই সে শ্রম আর তার হাতে থাকছে না। কাজেই, তা আর সে বেচতে পারে না।' বড় জোর সে তার **ভাবী কালের** শ্রম বেচতে পারে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণের কাজ করে দেওয়ার জন্য দায়িত্ব নিতে পারে। সেক্ষেত্রেও কিন্তু সে শ্রম (যেটা আগে সম্পাদন করতে হবে) বেচে না; শুধু সে নির্দিষ্ট অর্থের বদলে তার শ্রমশক্তিটাকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (দিন মজুরির বেলায়) বা নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের জন্য (ফুরন কাজের বেলায়) পুঁজিপতির হেফাজতে ছেড়ে দেয়: সে তার **শ্রমশক্তিটাকে** ভাড়া খাটায় বা বিক্রয় করে। কিন্তু এই শ্রমশক্তি তার দেহের সঙ্গে সংযুক্ত এবং তা থেকে অচ্ছেদ্য, কাজেই শ্রমশক্তির উৎপাদন-ব্যয় যা মজুরটির উৎপাদন-ব্যয়ও তা। অর্থতত্ত্ববিদেরা যাকে শ্রমের উৎপাদন-ব্যয় বলেন তা প্রকৃতপক্ষে মজুরের এবং সেই সঙ্গে তার শ্রমশক্তির উৎপাদন-ব্যয়। এইভাবে আমরা শ্রমশক্তির উৎপাদন-ব্যয় থেকে শ্রমশক্তির মূল্যে ফিরে যেতে পারি এবং একটা নির্দিষ্ট ধরনের শ্রমশক্তি উৎপাদনে সামাজিকভাবে আবশ্যিক শ্রমের পরিমাণ নির্ণয় করতে পারি। শ্রমশক্তি কেনাবেচা বিষয়ক অধ্যায়টিতে মার্কস তাই করেছেন ('পুঁজি', প্রথম খণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়, ৩)।

পুঁজিপতির নিকট মজুরের শ্রমশক্তি বেচে দেবার পর অর্থাৎ পূর্ব থেকেই চুক্তিবদ্ধ মজুরির বদলে — সে দিন মজুরিই হোক আর ফুরন কাজের মজুরিই হোক — পুঁজিপতির হেফাজতে শ্রমশক্তি তুলে দেবার পর কি হয়? পুঁজিপতি মজুরকে তার কর্মশালায় বা কারখানায় নিয়ে যায়। সেখানে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সব জিনিস: কাঁচামাল, আনুষঙ্গিক দ্রব্য (কয়লা, রং প্রভৃতি), হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি মজুত থাকে। মজুর এখানে খাটতে শুরু করে। তার দিন মজুরি হয়ত পূর্বোক্তমতো তিন মার্ক। এই তিন মার্ক সে দিন মজুরি হিসাবেই রোজগার করুক আর ফুরন হিসাবেই রোজগার করুক তাতে কিছু যায় আসে না। আগের মতোই ফের ধরে নেওয়া যাক, বারো ঘণ্টার

শ্রমে মজুর ব্যবহৃত কাঁচামালের সঙ্গে ছয় মার্কের একটা নতুন মূল্য যুক্ত করে। তৈরী দ্রব্যটি বেচে পুঁজিপতি এই নতুন মূল্য আদায় করে নেয়। এ থেকে সে মজুরকে তার তিন মার্ক দেয়। বাকি তিন মার্ক সে তার নিজের জন্য রেখে দেয়। তাই যদি মজুর বারো ঘণ্টায় ছয় মার্কের মতো একটা নতুন মূল্য সৃষ্টি করে তাহলে ছয় ঘণ্টায় সে তিন মার্কের একটা মূল্য সৃষ্টি করে। কাজেই ছয় ঘণ্টা কাজ করার পরেই সে পুঁজিপতিকে মজুরিতে নিহিত তিন মার্কের তুল্যমূল্য শোধ করে দেয়। ছয় ঘণ্টা শ্রমের পর উভয়েই শোধবোধ, কেউ কারো কানাকড়িও ধারে না।

পুঁজিপতি এবার চেঁচিয়ে উঠবে, বলবে, 'থামুন, গোটা দিনের জন্য — বারো ঘণ্টার জন্য মজুরকে আমি ভাড়া নিয়েছি। ছয় ঘণ্টা তো মাত্র আধা দিন। কাজেই, বাকি ছয় ঘণ্টা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে কাজ করে যেতে হবে — তখনই কেবল আমাদের শোধবোধ!' বস্তুত মজুর 'স্বেচ্ছাকৃত' চুক্তি পালনে বাধ্য। তদনুযায়ী যার দাম ছয় ঘণ্টা শ্রমের সমান তেমন একটা শ্রমফলের বদলে সে বারো ঘণ্টা কাজ করার কথা দিয়েছে।

ফুরন কাজের মজুরির বেলাতেও ঠিক তাই। ধরুন, আমাদের মজুর বারো ঘণ্টায় কোনো পণ্যের বারোটি একক তৈরী করে। কাঁচামাল আর যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি বাবদে পণ্যের প্রত্যেকটিতে দুই মার্ক করে খরচ পড়ে আর প্রত্যেকটি বেচা হয় আড়াই মার্কে। সেক্ষেত্রে পুঁজিপতি পূর্বের ধারণানুযায়ী প্রত্যেক এককের জন্য পঁচিশ ফেনিগ* মজুরকে দেবে; তাতে বারোটা এককের জন্য মেলে তিন মার্ক। এ রোজগার করতে মজুরের বারো ঘণ্টা সময় দরকার হয়। পুঁজিপতি ত্রিশ মার্ক পায় বারোটা এককের জন্য; কাঁচামাল ও ক্ষয়ক্ষতি দরুন চব্বিশ মার্ক বাদ দিলে থাকে ছয় মার্ক। তার মধ্যে সে মজুরকে দেয় তিন মার্ক আর নিজের পকেটে ফেলে তিন মার্ক। এও ঠিক আগেরই মতো। এখানেও মজুর তার নিজের জন্য অর্থাৎ মজুরি শোধের জন্য ছয় ঘণ্টা কাজ করে (বারো ঘণ্টার প্রতি ঘণ্টায় আধ ঘণ্টা করে) আর পুঁজিপতির জন্য সে কাজ করে ছয় ঘণ্টা।

'শ্রম' মূল্য থেকে শুরু করায় সেরা সেরা অর্থনীতিবিদরা যে মুশকিলে পড়েছিলেন, তা অবিলম্বেই অদৃশ্য হয় যদি তার বদলে শুরু করি 'শ্রমশক্তির' মূল্য থেকে। বর্তমানের পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমশক্তি একটি পণ্য, ঠিক অন্য যে কোনো পণ্যেরই মতো, তা সত্ত্বেও এটা একটা বিশিষ্ট রকমের পণ্য। যেমন বলা যায়, এর একটা বিশেষ গুণ এই যে এ একটা মূল্য সৃষ্টিকারী শক্তি, এ হল মূল্যের একটি উৎস এবং বস্তুত যথাযোগ্যভাবে ব্যবহৃত হলে স্বীয় মূল্যের চাইতেও বেশী মূল্য উৎপাদনের তা উৎস।

* একশ ফেনিগে এক মার্ক। — সম্পাঃ

উৎপাদনের বর্তমান অবস্থায় মানুষের শ্রমশক্তি দৈনিক তার স্বীয় মূল্য বা স্বীয় উৎপাদন-ব্যয়ের চেয়ে বেশী মূল্য উৎপাদন করে শুধু তাই নয়; প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে, প্রত্যেকটি নতুন টেকনিকাল উদ্‌ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে দৈনিক উৎপাদন-ব্যয়ের উপরে তার দৈনিক উৎপন্ন দ্রব্যের এই উদ্বৃত্তিটাও বেড়েই চলে; কাজেই, শ্রম-দিবসের যে অংশটুকুতে মজুর দিনের মজুরি শোধ দেবার জন্য মূল্য উৎপন্ন করে তার পরিমাণ কমতে থাকে; সুতরাং অপরদিকে শ্রম-দিবসের যে সময়টুকুতে বিনা প্রতিদানে মালিককে তার শ্রম **উপহার দিতে** হয় তার পরিমাণ বেড়ে চলে।

আর আমাদের বর্তমান গোটা সমাজটার অর্থনৈতিক কাঠামো হল এই: একা শ্রমিক শ্রেণীই কেবল সকল মূল্য উৎপন্ন করে। কারণ, মূল্য হল শ্রমেরই নামান্তর মাত্র যা দিয়ে আমাদের বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে কোনো বিশেষ পণ্যে কী পরিমাণ সামাজিকভাবে আবশ্যিক শ্রম নিহিত আছে তা বোঝানো হয়। মজুরের উৎপন্ন এই সব মূল্যের মালিক কিন্তু মজুরেরা নয়। এর মালিক কাঁচামাল, মেশিন, হাতিয়ার ও সংরক্ষিত তহবিলের অধিকারীরাই, এ সবের সাহায্যে এই মালিকেরা শ্রমিক শ্রেণীর শ্রমশক্তি কিনে নিতে পারে। কাজেই, শ্রমিক শ্রেণী তার উৎপন্ন সমগ্র দ্রব্যের মধ্যে একটি অংশই ফেরৎ পায় মাত্র। আর একটু আগেই দেখেছি, অপর যে অংশটি পুঁজিপতি শ্রেণী নিজের জন্য রেখে দেয় এবং বড়ো জোর ভূস্বামী শ্রেণীকে একটা ভাগ দেয়, তা প্রতিটি নব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েই চলে, আর যে অংশটি শ্রমিক শ্রেণীর ভাগে পড়ে (মাথাপিছু হিসাবে) তা বাড়লেও খুবই মন্দ গতিতে, নগণ্যভাবেই বাড়ে, হয়ত বা বাড়েই না, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কমেও যেতে পারে।

কিন্তু ক্রমবর্ধমান গতিতে পাল্লা দিয়ে ছোটা এই সব আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, দিনের পর দিন অশ্রুতপূর্ব মাত্রায় বর্ধমান মানব শ্রমের উৎপাদনশীলতা শেষ পর্যন্ত এমন একটা সংঘাতের সৃষ্টি করে যাতে বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনীতির ধ্বংস অনিবার্য। একদিকে অপরিমিত ধন ও উৎপন্নের প্রাচুর্য ঘটে, ক্রেতারা যা সামাল দিতে পারে না; অপরদিকে সমাজের অধিকাংশই প্রলেতারীয় হয়ে পড়ে, পরিণত হয় মজুরি-খাটা শ্রমিকে এবং ঠিক এই কারণেই তাদের পক্ষে উৎপন্ন দ্রব্যের এই প্রাচুর্য ভোগ সম্ভব হয় না। সমাজ দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে — অত্যধিক ধনীদের একটি ক্ষুদ্র শ্রেণী ও সম্পত্তিবিহীন মজুরি-খাটা শ্রমিকদের এক বিরাট শ্রেণী। ফলে নিজেরই প্রাচুর্য ভারে সমাজের শ্বাসরোধ হয়ে আসে, অথচ সেই সমাজেরই বেশির ভাগ লোক চরম অভাবের তাড়না থেকে সামান্যই বাঁচে, অথবা মোটেই বাঁচে না। সমাজের এই অবস্থা উত্তরোত্তর আরো উদ্ভট, আরো অনাবশ্যক হয়ে ওঠে। একে দূর করতেই **হবে,** একে দূর করা **সম্ভব**। এমন একটি নতুন সমাজ পত্তন করা যেতে পারে যেখানে আজকালকার শ্রেণী বৈষম্য থাকবে না, যেখানে সম্ভবত কিছুটা অভাব অনটন সইতে হলেও যার অন্তত নৈতিক

মূল্য বিপুল, এমন একটা সংক্ষিপ্ত উৎক্রমণমূলক পর্বের পরে সমাজের সকল সদস্যের যে বিপুল উৎপাদন-শক্তি এখনই বর্তমান তার পরিকল্পিত প্রয়োগ ও প্রসার মারফত এবং সকলের জন্য শ্রমবাধ্যতা চালু করে জীবনধারণের, জীবন উপভোগের, সমস্ত শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির পূর্ণ বিকাশ ও ব্যবহারের সমস্ত উপায় উপকরণ ক্রমবর্ধমান পরিপূর্ণতায় সর্বজনের জন্য লভ্য হবে। শ্রমিক শ্রেণী যে এই নতুন সমাজব্যবস্থা গঠনের জন্য ক্রমেই বদ্ধপরিকর হয়ে উঠছে, মহাসাগরের উভয় তীরে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে আগামীকাল ১লা মে দিবসে এবং রবিবার ৩রা মে তারিখে*।

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

লণ্ডন, ৩০শে এপ্রিল, ১৮৯১

* ইংলণ্ডের ট্রেড ইউনিয়নগুলি তখন ১লা মে'র পরবর্তী প্রথম রবিবারে 'মে দিবস' উদ্‌যাপন করত। ১৮৯১ সালে এই রবিবার পড়েছিল ৩রা মে তারিখে। — সম্পাঃ

মজুরি-শ্রম ও পুঁজি

১

যে **অর্থনৈতিক সম্পর্ক** হল এ যুগের শ্রেণী-সংগ্রাম ও জাতীয় সংগ্রামের বৈষয়িক বনিয়াদ, সে সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করিনি বলে নানা দিক থেকে আমাদের ভর্ৎসনা করা হয়েছে। রাজনৈতিক সংঘাতের মধ্যে যখন এ ধরনের সম্পর্ক প্রত্যক্ষরূপে সামনে এসে হাজির হয়েছে, শুধু তখনই এ নিয়ে ধারাবদ্ধ আলোচনা আমরা করেছি।

তখন সর্বাগ্রে প্রশ্ন ছিল দৈনন্দিন ইতিহাসে শ্রেণী-সংগ্রামটা অনুসরণ করা আর যেসব ঐতিহাসিক মালমশলা হাতে আছে বা যা নিত্যই নতুন নতুন সৃষ্টি হচ্ছে তা দিয়ে হাতে-কলমে দেখিয়ে দেওয়া, যে শ্রমিক শ্রেণী ফেব্রুয়ারি ও মার্চ* ঘটায় তারা পরাস্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে পরাভূত হয়েছে তার প্রতিদ্বন্দ্বীরাও — অর্থাৎ ফ্রান্সের বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা এবং সমগ্র ইউরোপীয় ভূখণ্ড জুড়ে সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল যে বুর্জোয়া শ্রেণী ও কৃষক শ্রেণী, তারাও; ফ্রান্সের 'সৎ প্রজাতন্ত্রের' বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ডাকে যেসব জাতি বীরত্বপূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রামে সাড়া দেয় তাদের পতন হল; পরিশেষে বিপ্লবী শ্রমিকদের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপ সাবেকি দুনো দাসত্বে, অর্থাৎ **ইঙ্গ-রুশ** দাসত্বে আবার পতিত হয়। প্যারিসের জুন সংগ্রাম, ভিয়েনার পতন, বার্লিনে ১৮৪৮ সালে নভেম্বরের বিয়োগাত্মক প্রহসন, পোল্যান্ড ইতালি হাঙ্গারির মরীয়া প্রচেষ্টা, বুভুক্ষার চাপে আয়র্ল্যান্ডকে বশীভূত করা — এই সব প্রধান ঘটনাতেই ইউরোপে বুর্জোয়া ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যকার শ্রেণী-সংগ্রাম অভিব্যক্ত হয় ও এগুলির সাহায্যেই আমরা প্রমাণ করেছিলাম, যে কোনো বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান, শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে তার লক্ষ্য যত দূরই মনে হোক না কেন, তা ব্যর্থ হবেই যতক্ষণ না বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণী জয়ী হচ্ছে, যতদিন পর্যন্ত প্রলেতারীয় বিপ্লব ও সামন্ততান্ত্রিক প্রতিবিপ্লব একটা **বিশ্বযুদ্ধে** পরস্পর তরোয়াল না হাঁকাচ্ছে,

* ১৮৪৮ সালের ২৩শে ও ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখের প্যারিসের বিপ্লব, ১৩ই মার্চ তারিখের ভিয়েনার বিপ্লব ও ১৮ই মার্চ তারিখের বার্লিনের বিপ্লবের কথা এখানে বলা হয়েছে। — সম্পাঃ

ততদিন পর্যন্ত সকল রকমের সামাজিক সংস্কার ইউটোপিয়াই থেকে যাবে। আমাদের বর্ণনায়, এবং বাস্তব ক্ষেত্রেও ইতিহাসের মহামঞ্চে **বেলজিয়াম** এবং **সুইজারল্যান্ড** ছিল সকরুণ-হাস্যকর এক মামুলী ছবির মতো, যা প্রায় ব্যঙ্গচিত্রের সামিল: এর একটা হল বুর্জোয়া রাজতন্ত্রের আদর্শ রাষ্ট্র, অন্যটি বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের আদর্শ রাষ্ট্র, উভয় রাষ্ট্রেরই ধারণা যেন তারা যেমন শ্রেণী-সংগ্রাম তেমনি ইউরোপীয় বিপ্লব থেকে মুক্ত।

১৮৪৮ সালে শ্রেণী-সংগ্রাম যে সুবিপুল রাজনৈতিক আকার ধারণ করে তা পাঠকগণ প্রত্যক্ষ করেছেন। এখন সময় এসেছে অর্থনৈতিক যে সম্পর্কের ওপর বুর্জোয়াদের অস্তিত্ব ও শ্রেণী-প্রভুত্ব এবং মজুরদের দাসত্বের প্রতিষ্ঠা সেই সম্পর্কটি নিয়েই আরো খুঁটিয়ে আলোচনা করা।

তিনটি বড় অধ্যায়ে ভাগ করে আমরা আলোচনা করব: (১) **পুঁজির সঙ্গে মজুরি-শ্রমের সম্পর্ক**, মজুরদের গোলামি, পুঁজিপতির প্রভুত্ব; (২) **বর্তমান ব্যবস্থায় মাঝারি বুর্জোয়া শ্রেণীগুলির ও তথাকথিত কৃষক-সম্প্রদায়ের অবশ্যম্ভাবী পতন**; (৩) **ইউরোপীয় নানা জাতির বুর্জোয়া শ্রেণীর উপর** জগৎ-জোড়া বাজারে স্বৈরাচারী প্রভু **ইংলন্ডের বাণিজ্যিক প্রভুত্ব ও শোষণ।**

আমাদের বক্তব্য সাধ্যমত সহজ ও সাধারণবোধ্য করে তোলার চেষ্টা করব। অর্থশাস্ত্রের অতি প্রাথমিক সব ধারণাও পাঠকের আছে বলে ধরে নেব না। মজুরেরা আমাদের কথা বুঝুক, এই আমাদের ইচ্ছা। তাছাড়া, জার্মানির সর্বত্র বর্তমান ব্যবস্থার পেটেন্ট-প্রাপ্ত সমর্থনকারী থেকে শুরু করে **সমাজতান্ত্রিক অসম্ভব-সম্ভবকারী** এবং **অখ্যাতনামা যেসব রাজনৈতিক প্রতিভাধরের** সংখ্যা খন্ড-বিখন্ড জার্মানির কর্ণধারদের চাইতেও বেশি তাদের সকলের মধ্যেই অতি সরল অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্বন্ধেও একান্ত অজ্ঞতা ও ভাব-বিভ্রান্তি বর্তমান।

তাহলে প্রথম প্রশ্নটি এখন তোলা যাক: **মজুরি কি? কি ভাবে তা নিরূপিত হয়?**

মজুরদের যদি প্রশ্ন করা হয়, 'আপনাদের মজুরি কত?' তাহলে কেউ উত্তর দেয়; 'দিনে এক মার্ক করে আমার মালিক আমায় দেয়।' কেউ বলে, 'আমি পাই দুই মার্ক,' ইত্যাদি। বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত বিভিন্ন মজুর নিজ নিজ মালিকের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজের জন্য — যেমন, এক গজ কাপড় বোনা বা বইয়ের এক ফর্মা কম্পোজ করার জন্য — ভিন্ন ভিন্ন মজুরির উল্লেখ করে তারা। নানা রকম কথা বললেও এক বিষয়ে সবাই একমত: একটা নির্দিষ্ট সময়ের শ্রমের জন্য অথবা কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ তোলার জন্য পুঁজিপতি যে অর্থ দেয় তাই মজুরি।

কাজেই, মনে হয়, পুঁজিপতি যেন টাকা দিয়ে মজুরের শ্রম ক্রয় করে, টাকার বদলে মজুরেরা তার কাছে শ্রম বিক্রয় করে। কিন্তু এ হচ্ছে শুধু বাইরে থেকে দেখা। আসলে

তারা পুঁজিপতির কাছে টাকার বদলে যা বিক্রয় করে সেটা তাদের **শ্রমশক্তি**। একদিন, একসপ্তাহ বা একমাস ইত্যাদির জন্য পুঁজিপতি তাদের এই শ্রমশক্তিটা কিনে নেয়। কেনার পর সে এ শ্রমশক্তি ব্যবহার করে চুক্তিবদ্ধ সময়টার জন্য মজুরদের খাটিয়ে। যে পরিমাণ টাকা দিয়ে, ধরুন দুই মার্ক দিয়ে, পুঁজিপতি তাদের শ্রমশক্তি কিনল, তা দিয়ে সে দু-পাউন্ড চিনি বা নির্দিষ্ট পরিমাণের অন্য যে কোনো পণ্যও কিনতে পারত। যে দুই মার্ক দিয়ে সে দু-পাউন্ড চিনি কেনে, সে টাকাটা হল এই দু-পাউন্ড চিনির **দাম**। যে দুই মার্ক দিয়ে সে বারো ঘণ্টা ব্যবহারের জন্য শ্রমশক্তি কিনেছে, তা হচ্ছে বারো ঘণ্টার শ্রমের দাম। কাজেই শ্রমশক্তি হুবহু চিনির মতোই একটা পণ্য। প্রথমটির মাপ ঘড়িতে, দ্বিতীয়টির মাপ তুলাদণ্ডে।

মজুরেরা তাদের পণ্য, শ্রমশক্তিকে বিনিময় করে পুঁজিপতির পণ্যের জন্য, টাকার জন্য, এবং এই বিনিময় হয় একটা নির্দিষ্ট হারে। এত ঘণ্টা শ্রমশক্তি ব্যবহার করার দরুন এই পরিমাণ অর্থ। বারো ঘণ্টা তাঁত চালাবার জন্য দুই মার্ক। কিন্তু এই দুই মার্ক দিয়ে অন্য যে-যে পণ্য কেনা যায়, এই দুই মার্ক কি সে-সব পণ্যের তুল্য নয়? অতএব বাস্তবিক পক্ষে, মজুর তার পণ্য, শ্রমশক্তিকে বিনিময় করেছে অন্যান্য সকল রকমের পণ্যের সঙ্গে এবং একটা নির্দিষ্ট হারে। তার দৈনিক শ্রমের বিনিময়ে দুই মার্ক দিয়ে পুঁজিপতি তাকে আসলে নির্দিষ্ট পরিমাণের মাংস, কাপড়, জ্বালানী কাঠ, আলো ইত্যাদি দিয়েছে। সুতরাং শ্রমশক্তি অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে যে হারে বিনিময় করা হয় সেই হার বা শ্রমশক্তির **বিনিময়-মূল্য** ব্যক্ত হচ্ছে এই দুই মার্কে। কোনো পণ্যের বিনিময়-মূল্যকে **টাকার** হিসেবে প্রকাশ করলে যা পাওয়া যায় তাকে বলে সেই পণ্যের **দাম**। শ্রমশক্তির দাম, সাধারণত যাকে বলা হয় **শ্রমের দাম**, তার একটা বিশেষ নামই হচ্ছে **মজুরি**, মানুষের দেহ ছাড়া এই অদ্ভুত পণ্যটির আর কোনো আশ্রয় নেই।

যে-কোনো মজুরের কথা ধরা যাক। ধরুন একজন তাঁতী। পুঁজিপতি তাকে তাঁত ও সুতো জোগায়। তাঁতী কাজে লাগে, সুতো কাপড়ে রূপান্তরিত হয়। পুঁজিপতি এই কাপড় নিয়ে, ধরুন, কুড়ি মার্কে বিক্রয় করে। তাঁতীর মজুরিটা কি এই কাপড়ের, এই কুড়ি মার্কের বা তার শ্রমফলের একটা **অংশ**? কোনো মতেই নয়। কাপড় বেচার অনেক আগে, সম্ভবত, বোনা শেষ হবার অনেক আগেই তাঁতী তার মজুরি পেয়ে গেছে। কাজেই, কাপড় বেচে যে টাকা পাওয়া যাবে তা থেকে পুঁজিপতি তার মজুরি দেয় না, বরং ইতিপূর্বে তার হাতে যে অর্থ ছিল তা থেকেই দেয়। মালিকের যোগানো তাঁত আর সুতো যেমন তাঁতীর উৎপন্ন দ্রব্য নয়, ঠিক তেমনি, তাঁতী তার নিজস্ব পণ্য অর্থাৎ শ্রমশক্তির বিনিময়ে যে পণ্য পেল, তাও তার উৎপন্ন দ্রব্য নয়। এও সম্ভব, মালিক তার কাপড়ের কোনো ক্রেতাই পেল না। হতে পারে, যা মজুরি দেওয়া হয়েছে, কাপড় বিক্রয় করে সেটুকুও উঠল না। আবার এও সম্ভব, তাঁতীর মজুরির তুলনায় বেশ লাভেই সে

তা বিক্রয় করল। তাঁতীর সঙ্গে এসবের কোনো সংস্রব নেই। পুঁজিপতি যেমন তার মজুত ধনের, তার পুঁজির একাংশ দিয়ে কাঁচামাল — সুতো এবং শ্রমের হাতিয়ার — তাঁতটি কেনে, তেমনি তার ধনের আর এক অংশ দিয়ে তাঁতীর শ্রমশক্তিও ক্রয় করে। এই সব জিনিস — কাপড়ের উৎপাদনে প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তি সমেত এইসব জিনিস কেনা-কাটার পরে পুঁজিপতি **শুধু নিজস্ব কাঁচামাল ও শ্রমের হাতিয়ার** দিয়েই উৎপাদন করছে। কেননা আমাদের তাঁতীটিও এখন ঐ শ্রমের হাতিয়ারেরই অন্যতম, উৎপন্ন দ্রব্যে বা তার দামে যেমন তাঁতের কোনো বখরা নেই, তেমনি তাঁতীরও নেই।

কাজেই, মজুরিটা মজুরের নিজের উৎপন্ন পণ্যের বখরা নয়। পূর্ব থেকে বিদ্যমান পণ্যের যে অংশ দিয়ে পুঁজিপতি নির্দিষ্ট পরিমাণের উৎপাদনশীল শ্রমশক্তি নিজের জন্য ক্রয় করে সে অংশই মজুরি।

সুতরাং শ্রমশক্তি একটি পণ্য বিশেষ, এর মালিক মজুর পুঁজির কাছে তা বিক্রয় করে। কেন বিক্রয় করে? বেঁচে থাকার জন্য।

কিন্তু শ্রমশক্তির ব্যবহার বা শ্রম হল মজুরের নিজস্ব জৈবিক ক্রিয়া, তার স্বীয় জীবনের অভিব্যক্তি। আর **জীবনধারণের** প্রয়োজনীয় **উপকরণাদি** পাবার জন্য সে তার এই **জৈবিক ক্রিয়া** অন্যের নিকট বিক্রয় করে। কাজেই জৈবিক ক্রিয়াটা তার কাছে বেঁচে থাকার একটা উপায় মাত্র। বেঁচে থাকার জন্য সে কাজ করে। শ্রমটাকে মজুর নিজের জীবনের অঙ্গ বলেও গণ্য করে না; বরং তার জীবনের জন্য তা আত্মত্যাগ। অন্যকে বেচে-দেওয়া একটি পণ্য তা। এই কারণেই তার কর্মের ফলটা তার কর্মের লক্ষ্য নয়। যে রেশমী কাপড় সে বোনে, খনি থেকে যে সোনা সে তুলে আনে, যে প্রাসাদ সে বানায়, এ সব সে তার নিজের জন্য উৎপাদন করে না। নিজের জন্য সে যা উৎপন্ন করে সেটা হল **মজুরি**, আর রেশমী কাপড়, সোনা, প্রাসাদ — সবকিছু তার কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণের জীবনধারণের উপকরণে, হয়তো বা তুলোর জামা, তামার কিছু মুদ্রা আর ভূগর্ভ কুঠরিতে মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁইয়ে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মজুর যে এই বারো ঘণ্টা কাল ধরে বোনে, সুতো কাটে, তুরপুন চালায়, কোঁদে, ইঁট গাঁথে, কোদাল চালায়, পাথর ভাঙ্গে, বোঝা বয়, আরো কত কি করে — সেই বারো ঘণ্টা কালের বুনন, সুতো-কাটা, ফোঁড়া, কোঁদা, ইঁট গাঁথা, কোদাল চালানো, পাথর ভাঙ্গা প্রভৃতি কাজকে কি মজুররা জীবনের অভিব্যক্তি বা জীবন বলে গণ্য করতে পারে? উল্টো, এ কাজ থামার পরেই তাদের জীবনের শুরু: খাবারের টেবিলে, তাড়িখানায়, বিছানায়। বস্তুত তাদের নিজেদের কাছে এই বারো ঘণ্টার বুনন, সুতো-কাটা, কুঁদন ইত্যাদির অর্থই **উপার্জন** ছাড়া কিছু নয় — যা দিয়ে সে খাবারের টেবিলে, তাড়িখানায়, বিছানায় পেঁছবে। গুটিপোকা যদি গুটি বুনত কেবল শুয়াপোকা হিসাবে বেঁচে থাকার জন্য তবে সেই হত একটি পুরো মজুরি-খাটা শ্রমিক। শ্রমশক্তি বরাবর **পণ্য** ছিল না। শ্রম বরাবর মজুরি-শ্রম অর্থাৎ **স্বাধীন শ্রম** ছিল না। ঠিক

বলদ যেমন তার কর্মশক্তি কৃষকের কাছে বেচে না, দাসমালিকের কাছে **দাসও** তেমনি নিজের শ্রমশক্তি বিক্রয় করত না। শ্রমশক্তি সমেত দাস তার মনিবের কাছে সারা জীবনের মতো বিক্রীত হত। সে ছিল পণ্য, এক মনিব থেকে অন্য মনিবে তার হস্তান্তর চলত। সে **নিজেই** একটা পণ্য, কিন্তু শ্রমশক্তিটা **তার নিজের** পণ্য নয়। **ভূমিদাস** শুধু তার আংশিক শ্রমশক্তি বিক্রয় করে। জমির মালিকের কাছ থেকে সে নিজে কোনো মজুরি **পায় না**; বরং জমির মালিকই তার কাছ থেকে একটা কর পায়।

ভূমিদাস হচ্ছে ভূমির সম্পত্তি, ভূস্বামীর হাতে সে তার উৎপন্ন দ্রব্য তুলে দেয়। অপরদিকে, **স্বাধীন মজুর** নিজেকে বিকিয়ে দেয় এবং বাস্তবিকপক্ষে বিকিয়ে দেয় নিজেকে খন্ড খন্ড করে। যে সর্বোচ্চ ডাক হাঁকে তার কাছে, কাঁচামাল, শ্রমের হাতিয়ার ও জীবনধারণের উপকরণের মালিক অর্থাৎ পুঁজিপতির কাছে মজুর দিনের পর দিন তার জীবনের আট, দশ, বারো, পনেরো ঘণ্টা সময় নিলামে বিক্রয় করে থাকে। এই মজুর কোনো প্রভুর সম্পত্তি নয়, কোনো জমির সম্পত্তি নয়, কিন্তু তার দৈনিক জীবনের এই আট, দশ, বারো, পনেরো ঘণ্টা সময়ের মালিক হল ক্রেতা। যে পুঁজিপতির কাছে মজুর নিজেকে খাটায়, খুশিমতো তাকে সে ছেড়ে যেতে পারে; পুঁজিপতিও প্রয়োজন বোধ করলে কোনো মুনাফা বা আশানুরূপ মুনাফা আর তার কাছে না পেলে তাকে বরখাস্ত করে। কিন্তু শ্রমশক্তি বিক্রয়ই মজুরের জীবিকার একমাত্র উৎস — তাই তাকে বেঁচে থাকতে হলে **সমগ্র ক্রেতা শ্রেণীকে**, অর্থাৎ **পুঁজিপতি শ্রেণীকে** সে ছেড়ে যেতে পারে না। বিশেষ কোনো পুঁজিপতির সম্পত্তি না হলেও সে **সমগ্র পুঁজিপতি শ্রেণীর** সম্পত্তি বটে; তার কাজ একজন মালিক পাওয়া অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যেই একজন ক্রেতা বেছে নেওয়া।

পুঁজি ও মজুরি-শ্রমের সম্পর্ক আরো সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করার আগে মজুরি নির্ধারণের বেলায় অতি সাধারণ যে সব সম্পর্ক বিবেচনা করা দরকার আমরা সংক্ষেপে তাব আলোচনা করব।

আমরা দেখেছি, **মজুরি** একটা বিশেষ পণ্যের, অর্থাৎ শ্রমশক্তির **দাম**। কাজেই, অন্যান্য পণ্যের দাম যে নিয়মে নির্ধারিত হয় মজুরিও নিরূপিত হবে সে নিয়মেই। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে, **পণ্যের দাম নির্ধারিত হয় কি ভাবে?**

২

কি দিয়ে পণ্যের **দাম** নির্ধারিত হয়?

ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা দিয়ে, চাহিদার সঙ্গে যোগানের, প্রয়োজনের সঙ্গে সরবরাহের সম্পর্ক দিয়ে। যে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে পণ্যের দাম নির্ধারিত হয় তা ত্রিবিধ।

একই পণ্য বেচে বিভিন্ন বিক্রেতা। তাদের মালের উৎকর্ষ একই হলে যে অতি সস্তা দামে বিক্রয় করে সে নিশ্চয়ই অন্যদের বাজার থেকে হটিয়ে দেবে এবং সব চাইতে বেশী বেচতে পারবে। কাজেই বিক্রয়ের জন্য, বাজারের জন্য বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। তাদের প্রত্যেকেরই ইচ্ছা বিক্রয় করা, যতদূর সম্ভব বেশী বিক্রয় করা, সম্ভব হলে অন্য বিক্রেতাদের তাড়িয়ে দিয়ে একচেটিয়াভাবে বিক্রয় করা। কাজেই, একজন বেচে অপরের চাইতে সস্তা দামে। সুতরাং **বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা** দেখা দেয়, তার ফলে তাদের আনা **পণ্যের** দাম **পড়ে যায়।**

ক্রেতাদের মধ্যেও আবার **প্রতিযোগিতা** আছে, তার ফলে বিক্রেয় পণ্যের দাম **চড়ে যায়।**

পরিশেষে **প্রতিযোগিতা** চলে **ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে**; ক্রেতা চায় যতদূর সম্ভব সস্তা দামে ক্রয় করতে, বিক্রেতা চায় যতদূর সম্ভব চড়া দামে বিক্রয় করতে। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যেকার এই প্রতিযোগিতার ফলাফল নির্ভর করে প্রতিযোগিতার উপরোক্ত দু-পক্ষের সম্পর্কের উপর, অর্থাৎ ক্রেতাবাহিনীর মধ্যে প্রতিযোগিতা বেশি, নাকি বিক্রেতাবাহিনীর মধ্যে প্রতিযোগিতা বেশি, তার উপর। দুই বাহিনীকে পরস্পর লড়াইয়ে নামায় শিল্প, এদের দু-বাহিনীর প্রত্যেকটির ভিতর আবার নিজেদের মধ্যে, নিজ সৈন্যদের মধ্যে অন্তর্যুদ্ধ চলে। যে বাহিনীর সেনাদের মধ্যে অন্তর্যুদ্ধ কম, বিপক্ষ দলের উপর তাদেরই জয় হয়।

ধরা যাক, বাজারে আছে ১০০ গাঁট তুলো, অথচ ক্রেতা আছে ১,০০০ গাঁটের জন্য। কাজেই, এক্ষেত্রে যোগানের চাইতে চাহিদা দশ গুণ বেশী। ক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা অত্যন্ত প্রবলভাবে দেখা দেবে, তাদের প্রত্যেকেই চাইবে একশ গাঁটের অন্তত এক গাঁট, সম্ভব হলে সব গাঁটই নিজে নিতে। দৃষ্টান্তটি মোটেই খামখেয়ালীভাবে ধরে নেওয়া নয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের ইতিহাসে আমরা দেখেছি তুলো-শস্যের অজন্মার কালে জনকয়েক পুঁজিপতি জোট বেঁধে শতেক গাঁট নয়, দুনিয়ার তামাম তুলো কেনার চেষ্টা করে। কাজেই উল্লিখিত ক্ষেত্রে, একজন ক্রেতা চাইবে অন্যের চাইতে গাঁট পিছু বেশি দাম দিয়ে অন্য ক্রেতাদের বাজার থেকে হটাতে। তুলো-বিক্রেতারা দেখে যে শত্রুবাহিনীর সেনাদলের মধ্যে তুমুল মারামারি কাটাকাটি চলেছে, তাদের মোট একশো গাঁট তুলোই যে বিক্রয় হয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই; তুলোর দাম বাড়িয়ে দেবার জন্য যখন তাদের বিপক্ষদলের পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে, সে মুহূর্তে যাতে নিজেদের মধ্যে মারামারি বাধিয়ে তুলোর দাম না কমিয়ে দেয় তার জন্য খুবই সতর্ক থাকবে তারা। ফলে, বিক্রেতাবাহিনীর মধ্যে হঠাৎ সন্ধি হয়ে যায়। একজোট হয়ে তারা ক্রেতাদের মুখোমুখি দাঁড়ায়, দার্শনিকের মতো হাত গুটিয়ে থাকে। অত্যন্ত নাছোড়বান্দা ও

উৎসুক ক্রেতার প্রস্তাবিত দামেরও একটা সুনির্দিষ্ট সীমা আছে, তা না হলে বিক্রেতাদের দাবি চড়ানোর মাত্রারও কূল-কিনারা থাকত না।

কাজেই, যদি কোনো পণ্যের যোগান তার চাহিদার চাইতে কম হয়, তাহলে বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকে খুব সামান্যই, এমন কি একেবারেই থাকে না। যে অনুপাতে বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা কমতে থাকে সে অনুপাতে ক্রেতাদের মধ্যে আবার তা বাড়তে থাকে। ফল দাঁড়ায়, পণ্যের দাম মোটের ওপর বেশ বেড়ে যায়।

সবাই জানেন, এর বিপরীত ঘটনা এবং বিপরীত ফলাফলটা ঘটে আরো হামেশা: চাহিদার চাইতে যোগান অনেক বেশী হয়ে পড়ে, বিক্রেতার মধ্যে মরীয়া প্রতিযোগিতা দেখা দেয় ক্রেতার অভাব ঘটে, মাল বিকোয় অসম্ভব সস্তায়।

কিন্তু দামের উঠতি ও পড়তি কি বোঝায়? উঁচু দাম, নিচু দাম মানেই বা কি? অণুবীক্ষণযন্ত্রযোগে দেখলে ধূলিকণাটিও প্রকাণ্ড, আর পর্বতের সঙ্গে তুলনায় মিনারও নিচু বলে মনে হবে। দাম যদি চাহিদা আর যোগানের সম্পর্কের উপর নির্ভর করে, তাহলে চাহিদা ও যোগানের সম্পর্কটা নির্ধারিত হয় কিসে?

প্রথম যে বুর্জোয়াটির সঙ্গে দেখা হয় চলুন তার কাছেই যাই। মুহূর্তেকও সে ভাববে না; গুণনের নামতা দিয়ে সে এক আলেকজাণ্ডরের মতো এই অধিবিদ্যক গ্রন্থিটিকে ছিন্ন করে দেবে। সে আমাদের বলবে, আমি যে পণ্য বিক্রয় করি তার উৎপাদন-ব্যয় যদি ১০০ মার্ক হয়, এবং ধরুন, বছরখানেকের মধ্যেই অবিশ্যি আমি যদি এইসব পণ্য বিক্রয় করে পাই ১১০ মার্ক, তাহলে সেটা হবে একটা ভদ্র, সাধু, শোভন মুনাফা। আর যদি তার বদলে পাই ১২০ মার্ক কি ১৩০ মার্ক তাহলে সেটা উঁচু মুনাফা; আর যদি ২০০ মার্কই পাই তাহলে সেটা হবে অসাধারণ, বিরাট ধরনের মুনাফা। তাহলে বুর্জোয়াটির কাছে মুনাফার **মাপকাঠিটা** কি? তা হচ্ছে তার **পণ্যোৎপাদনের ব্যয়।** তার এই পণ্যের বিনিময়ে যদি সে নির্দিষ্ট পরিমাণের এমন কোনো পণ্য পায় যার উৎপাদন-ব্যয় কম তাহলে তার ক্ষতি। তার পণ্যের বিনিময়ে সে যদি নির্দিষ্ট পরিমাণের এমন কোনো পণ্য পায় যার উৎপাদন-ব্যয় বেশী তাহলে তার মুনাফা। পণ্যের বিনিময়-মূল্যটা শূন্যমানের অর্থাৎ **উৎপাদন-ব্যয়ের** কত ডিগ্রি উপরে বা নিচে তাই দেখে সে মুনাফার উঠতি বা পড়তি হিসাব করে।

তাহলে আমরা দেখলাম, চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনশীল সম্পর্ক দামের উঠতি পড়তি ঘটায় — দাম কখনো হয় উঁচু, কখনো নিচু। অপ্রচুর যোগান অথবা চাহিদার অপরিমিত বৃদ্ধির দরুন যদি একটি পণ্যের দাম অত্যন্ত বেড়ে যায় তাহলে অন্য কোনো পণ্যের দাম সেই অনুপাতে নিশ্চয়ই পড়ে যাবে। তার কারণ পণ্যের দাম মুদ্রার হিসাবে সেই অনুপাতটাই শুধু ব্যক্ত করে যে অনুপাতে অন্যান্য পণ্য তার বিনিময়ে দেওয়া

হয়। ধরুন, এক গজ রেশমী কাপড়ের দাম যদি পাঁচ মার্ক থেকে ছয় মার্ক-এ ওঠে, তাহলে রেশমী কাপড়ের তুলনায় রুপোর দাম পড়ে গেছে। একই ভাবে, যে-সব পণ্যের দাম আগের মতো স্থির আছে, রেশমী কাপড়ের তুলনায় সে-সব পণ্যের দামও সমানভাবে পড়ে যায়। একই পরিমাণ রেশমী কাপড়ের বিনিময়ে এখন অধিকতর পরিমাণে এইসব পণ্য দিতে হবে। বিশেষ কোনো পণ্যের দাম বাড়লে কি দাঁড়ায়? শিল্পের এই উন্নতিশীল শাখায় বিপুল পুঁজি ঢালা হবে এবং যে পর্যন্ত না এই শিল্পের মুনাফা চলতি মুনাফার সমান হয়ে আসে অথবা বরং, যে পর্যন্ত না এই শিল্পজাত দ্রব্যের দাম অত্যুৎপাদনের দরুন উৎপাদন-ব্যয়ের নিচে নেমে যায় সে পর্যন্ত এই অনুকূল শিল্পটিতে পুঁজিব আমদানি চলতেই থাকবে।

উল্টোদিকে, কোনো পণ্যের দাম উৎপাদন-ব্যয়েব নিচে পড়ে গেলে এই পণ্যোৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে পুঁজি টেনে নেওয়া হবে। শিল্পের যে-সব শাখা অপ্রচলিত হওয়ার দরুন উঠে যেতে বাধ্য তেমন ক্ষেত্র ছাড়া চাহিদার অনুরূপ না হওয়া পর্যন্ত এবং সেই হেতু তার দাম উৎপাদন-ব্যয়ের সমপর্যায়ে না ওঠা পর্যন্ত, বা বলা ভালো, যোগান চাহিদার চেয়ে কমে না যাওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ দাম পুনরায় উৎপাদন-ব্যয়ের ওপরে না ওঠা পর্যন্ত, ঐ পণ্যের উৎপাদন বা যোগান ক্রমাগত পুঁজি নিঃসরণের জন্য পড়ে যেতে থাকবে, কারণ, **কোনো পণ্যের চলতি দাম সব সময়েই তার উৎপাদন-ব্যয়ের ওপরে বা নিচে থাকে।**

এক শিল্প থেকে অন্য শিল্পে পুঁজি ক্রমাগত যাতায়াত করে তা দেখা গেল। উঁচু দাম অতিমাত্রায় পুঁজি টেনে আনে, নিচু দাম তেমনি অতিমাত্রায় পুঁজি সরিয়ে দেয়।

অন্য দিক দিয়েও দেখানো যায়, কি করে শুধু যোগানই নয়, চাহিদাও উৎপাদন-ব্যয় দিয়ে নির্ধারিত হয়। কিন্তু তাতে আমাদের বক্তব্য বিষয় থেকে অনেক দূরে চলে যেতে হয়।

এই মাত্র আমরা দেখলাম যে, যোগান ও চাহিদার ওঠা-নামা পণ্যের দামকে ক্রমাগত উৎপাদন-ব্যয়ের দিকে টেনে নিয়ে আসে। **একথা ঠিক যে, কোনো পণ্যের প্রকৃত দাম সর্বদাই উৎপাদন-ব্যয়ের উপরে বা নিচে থাকবে; কিন্তু ওঠা-নামায় পরস্পর কাটাকাটি হয়ে যায়।** কাজেই নির্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যে শিল্পের জোয়ার-ভাঁটা একসঙ্গে ধরে হিসাব করলে দেখা যাবে, উৎপাদন-ব্যয় অনুযায়ী এক পণ্যের সঙ্গে অন্য পণ্যের বিনিময় চলছে। কাজেই পণ্যের দাম উৎপাদন-ব্যয় দিয়েই নির্ধারিত হয়।

উৎপাদন-ব্যয় দিয়ে এই দাম-নির্ধারণ অর্থতত্ত্ববিদদের অর্থে দেখলে চলবে না। অর্থতত্ত্ববিদরা বলেন, পণ্যের **গড়পড়তা দাম** উৎপাদন-ব্যয়ের সমান; এবং এটা হল একটা **নিয়ম**। যে বিশৃঙ্খল গতিবিধির মধ্যে পড়তি দিয়ে উঠতি এবং উঠতি দিয়ে পড়তির ক্ষতিপূরণ হয়ে যায় তাকে তাঁরা আকস্মিক ব্যাপার বলে গণ্য করেন। সমান যুক্তিতেই এই ওঠা-নামাটাকেই নিয়ম এবং উৎপাদন-ব্যয় দিয়ে দাম নিরূপণটাই বরং আকস্মিক

বলে গণ্য করা যেতে পারে, কোনো কোনো অর্থতত্ত্ববিদ তা সত্যিই করেছেন। আরো গভীরভাবে দেখতে গেলে কিন্তু একমাত্র এই যে ওঠা-নামাটা সঙ্গে নিয়ে আসে অত্যন্ত ভয়াবহ ধ্বংসলীলা, ভূমিকম্পের মতো বুর্জোয়া সমাজকে ভিতশুদ্ধ কাঁপিয়ে তোলে, আসলে একমাত্র এই ওঠা-নামার মধ্য দিয়েই উৎপাদন-ব্যয় নির্ধারিত করে দামকে। এই বিশৃংখলার সামগ্রিক গতিটাই হচ্ছে তার শৃঙ্খলা। শিল্পের এই অরাজকতার মধ্যে, চক্রাকার এই আবর্তনের মধ্যে প্রতিযোগিতা যেন একদিকের আতিশয্যের ক্ষতিপূরণ করে আর একদিকের আতিশয্য দিয়ে।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, পণ্যের দাম এমনভাবে উৎপাদন-ব্যয় দিয়ে নির্ধারিত হয়, যাতে করে দাম উৎপাদন-ব্যয়ের থেকে বেশী হচ্ছে এমন একটা পর্বের ক্ষতিপূরণ হয় আরেকটা পর্বে যখন দাম উৎপাদন-ব্যয়ের চেয়ে কম, এবং অনুরূপভাবে উৎপাদন-ব্যয়ের চেয়ে কম দামের পর্বের ক্ষতিপূরণ করে বেশি দামের পর্ব। বিশিষ্ট এক একটা শিল্পজাত দ্রব্যকে আলাদা আলাদা ভাবে নিলে অবশ্য এটা খাটে না, খাটে শিল্পের সমগ্র শাখাটি সম্পর্কে। সুতরাং বিশেষ কোনো শিল্পপতির ক্ষেত্রেও এ খাটে না, শুধু খাটে সমগ্র শিল্পপতি শ্রেণীটির ক্ষেত্রে।

উৎপাদন-ব্যয় দিয়ে দাম নির্ণয়, আর পণ্যোৎপাদনে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় দিয়ে দাম নির্ণয় — এ দুটো একই কথা। কারণ উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে থাকে: (১) কাঁচামাল ও শ্রমের হাতিয়ারের ক্ষয়ক্ষতি, অর্থাৎ এমন সব শিল্পজাত দ্রব্য যাদের উৎপাদনে নির্দিষ্ট পরিমাণে শ্রম-দিবস লেগেছে, সুতরাং তা হল একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম-সময়; এবং (২) প্রত্যক্ষ শ্রম, যারও সঠিকভাবে মাপ হয় সময় দিয়েই।

কিন্তু, যে-সব সাধারণ নিয়ম সাধারণভাবে পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করে, সে-সব নিয়মই অবশ্যই **মজুরি বা শ্রমের দামকেও** নিয়ন্ত্রণ করে।

যোগান ও চাহিদার সম্পর্ক অনুযায়ী, শ্রমশক্তির ক্রেতা পুঁজিপতি ও শ্রমশক্তির বিক্রেতা মজুর — উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার গতি অনুযায়ী মজুরি বাড়ে বা কমে। পণ্যের দামের ওঠা-নামা অনুযায়ী সাধারণভাবে মজুরি বাড়ে কমে। **এই ওঠা-নামার সীমার অভ্যন্তরে কিন্তু শ্রমের দাম উৎপাদন-ব্যয় দিয়ে, শ্রমশক্তি এই পণ্যের উৎপাদনে আবশ্যিক শ্রম-সময় দিয়ে নির্ধারিত।**

তাহলে শ্রমশক্তির উৎপাদন-ব্যয়টা কি?

মজুরকে মজুর হিসাবে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং মজুরকে মজুর হিসাবে গড়ে তোলার জন্য যে খরচ পড়ে তাই হল শ্রমশক্তির উৎপাদনের ব্যয়।

তাই বিশেষ কোনো কাজের শিক্ষানবিসীতে সময় যত অল্প লাগবে মজুর-তৈরির খরচও তত কম পড়বে, তার শ্রমের দাম, তার মজুরিও তত কম হবে। শিল্পের যে-সব শাখায় শিক্ষানবিসীর সময় বিশেষ প্রয়োজন হয় না, যেখানে মজুরের শুধু

দৈহিক সত্তাটাই যথেষ্ট, সে-সব মজুরের উৎপাদন-ব্যয় হল প্রায় তাকে বাঁচিয়ে ও শ্রমক্ষম রাখার উপযোগী পণ্যটুকু মাত্র। কাজেই, **এই মজুরের শ্রমের দাম তার জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের দাম দিয়ে** নির্ধারিত।

আরো একটা কথা কিন্তু এখানে আসে। কলওয়ালা তার উৎপাদন-ব্যয় এবং সেই অনুসারে উৎপন্ন-দ্রব্যের দাম হিসাব করার সময় শ্রমের হাতিয়ারের ক্ষয়ক্ষতি হিসাবের মধ্যে ধরে নেয়। ধরুন, একটা যন্ত্রের দাম ১,০০০ মার্ক, আর দশ বছরের মধ্যে তা ক্ষয় হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সে পণ্যের দামের মধ্যে বছরে আরো ১০০ মার্ক ধরে নেবে, যাতে সে দশ বছর বাদে জীর্ণ মেশিনের বদলে একটা নতুন মেশিন কিনতে পারবে। ঠিক এই ভাবেই সাধারণ শ্রমশক্তির উৎপাদন-ব্যয় হিসাব করার সময় তার সঙ্গে ধরতে হবে বংশবৃদ্ধির খরচ, যাতে করে মজুরের জাত বেড়ে চলে, জীর্ণ মজুরের জায়গা নতুন মজুর নিতে পারে। এইভাবে, যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতির মতো মজুরের ক্ষয়ক্ষতিও হিসাবে ধরা হয়।

সুতরাং সাধারণ শ্রমশক্তির উৎপাদন-ব্যয় হল **মজুরের জীবনধারণ ও বংশরক্ষার খরচের** সমান। এই জীবনধারণ ও বংশরক্ষার খরচার দাম হল মজুরি। এইভাবে নিরূপিত মজুরিকে **ন্যূনতম মজুরি** বলা হয়। উৎপাদন-ব্যয় দিয়ে সকল পণ্যের দাম নির্ধারণের মতো ন্যূনতম মজুরিও **ব্যক্তিবিশেষের** বেলায় খাটে না, খাটে **গোষ্ঠীর** বেলায়। ব্যক্তিগত মজুর, লাখ লাখ মজুর নিজেদের জীবনধারণ এবং বংশরক্ষার মতো যথেষ্ট টাকা পায় না; কিন্তু **সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর মজুরি** তাদের ওঠা-নামার পরিধির মধ্যে এই ন্যূনতম মজুরির সমান হয়ে দাঁড়ায়।

যে কোনো পণ্যের দামের মতো মজুরিকেও যে-সব অতি সাধারণ নিয়ম নিয়ন্ত্রণ করে তা বোঝা গেল, তাই আমরা এখন আরো খুঁটিয়ে আমাদের বিষয়টি আলোচনা করতে পারব।

৩

নতুন কাঁচামাল, নতুন শ্রমের হাতিয়ার, জীবনধারণের বিভিন্ন নতুন উপকরণ উৎপন্ন করার জন্য যত কাঁচামাল, শ্রমের হাতিয়ার এবং জীবনধারণের যত রকমের উপকরণ নিয়োজিত হয়, তার সমষ্টি হল পুঁজি। পুঁজির এই সব উপাদানই শ্রমের সৃষ্ট, শ্রমোৎপন্ন, **সঞ্চিত শ্রম**। যে সঞ্চিত শ্রম নতুন উৎপাদনের উপায় স্বরূপ তাকে পুঁজি বলে।

এই কথা বলেন অর্থতাত্ত্বিকেরা।

নিগ্রো ক্রীতদাস কাকে বলে? কৃষ্ণাঙ্গ জাতির একজন মানুষ। উভয় ব্যাখ্যাই সমান দরের।

নিগ্রো নিগ্রোই। নির্দিষ্ট এক সম্পর্কপাতেই সে ক্রীতদাস হয়ে দাঁড়ায়। সুতো-কাটার যন্ত্র একটা যন্ত্র যা দিয়ে সুতো কাটা হয়। বিশেষ একটা সম্পর্কপাতেই শুধু তা পুঁজি হয়ে ওঠে। সেই সম্পর্ক থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে সে আর তখন পুঁজি থাকে না, ঠিক যেমন সোনা নিজে থেকে কোনো মুদ্রা নয়, চিনি যেমন চিনির দাম নয়।

উৎপাদনে মানুষের ক্রিয়া শুধু প্রকৃতির ওপর নয়, পরস্পরের ওপরেও। বিশেষ ধরনে সহযোগিতা করে এবং পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া বিনিময় করে তবেই তারা উৎপাদন করে। উৎপাদনের জন্য তারা পরস্পরের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করে এবং কেবলমাত্র এই সব সামাজিক সংযোগ ও সম্পর্কের অভ্যন্তরেই ঘটে প্রকৃতির উপর তাদের ক্রিয়া, উৎপাদন।

উৎপাদকরা যে-সব পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করে, যে-সব অবস্থার মধ্যে তারা পরস্পরের কাজের বিনিময় সাধন করে এবং উৎপাদনের সমগ্র কর্মে অংশগ্রহণ করে সে-সব সামাজিক সম্পর্ক স্বভাবতই উৎপাদনের উপায়ের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন হবে। যুদ্ধের নতুন একটা হাতিয়ার আগ্নেয়াস্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যবাহিনীর সমগ্র আভ্যন্তরীণ সংগঠনের পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। যে-সব সম্পর্কপাতের অভ্যন্তরে ব্যক্তিবিশেষেরা সৈন্যবাহিনী গঠন করে ও সৈন্যবাহিনী হিসাবে কাজ করতে পারে তা পরিবর্তিত হল, বিভিন্ন সৈন্যবাহিনীর মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কেও বদল ঘটল।

এইভাবেই যে-সব সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষেরা উৎপাদন করে, **উৎপাদনের বৈষয়িক উপায়ের, উৎপাদন-শক্তির পরিবর্তন ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব সামাজিক উৎপাদন-সম্পর্কগুলি পরিবর্তিত হয়, রূপান্তরিত হয়। উৎপাদন-সম্পর্কগুলিকে সমগ্রভাবে নিলে যা হয় তাকে বলা হয় সামাজিক সম্পর্ক, সমাজ,** বিশেষ করে **ঐতিহাসিক বিকাশের একটা নির্দিষ্ট স্তরের** সমাজ, স্বকীয় বিশিষ্ট চরিত্রের একটা সমাজ। **প্রাচীন** সমাজ, **সামন্ততান্ত্রিক** সমাজ, **বুর্জোয়া** সমাজ এগুলি হল উৎপাদন-সম্পর্কগুলিরই এই ধরনের সমষ্টি, যার প্রত্যেকটিই আবার মানব ইতিহাসের বিকাশ ধারার এক একটি বিশেষ স্তর।

পুঁজিও একটি সামাজিক উৎপাদন-সম্পর্ক। এ হল **বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্ক**, বুর্জোয়া সমাজের উৎপাদন-সম্পর্ক। জীবনধারণের উপকরণ, শ্রমের হাতিয়ার, কাঁচামাল, যে-সব নিয়ে পুঁজি গঠিত, সে-সব কি নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থায়, নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে উৎপন্ন ও সঞ্চিত হয়নি? এগুলি কি নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থায়, নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে নতুন উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে না? ঠিক এই

নির্দিষ্ট সামাজিক চরিত্রের জন্যই কি যে-সব উৎপন্ন দ্রব্য নতুন উৎপাদনের কাজে লাগে তা **পুঁজিতে** পরিণত হচ্ছে না?

পুঁজি শুধু জীবনধারণের উপকরণ, শ্রমের হাতিয়ার ও কাঁচামাল, শুধু বৈষয়িক উৎপন্ন দ্রব্যই নয়; তা সেই সঙ্গে **বিনিময়-মূল্যও** বটে। যে-সব উৎপন্ন দ্রব্য পুঁজির অন্তর্ভুক্ত সে-সবই হল **পণ্য**। কাজেই পুঁজি শুধু বৈষয়িক উৎপন্ন দ্রব্যের সমষ্টিই নয়, পণ্যের সমষ্টি, বিনিময়-মূল্যের সমষ্টি, **সামাজিক পরিমাণসমূহের** (*magnitudes*) **সমষ্টি**।

পশমের বদলে তুলো, গমের বদলে চাল, রেলগাড়ির বদলে স্টিমার ধরলেও পুঁজি সেই একই থাকে, যদি পশম, গম ও রেলগাড়ির ভিতর পূর্বে যে পুঁজি নিহিত ছিল, তার সঙ্গে পুঁজির নতুন অবয়ব — এই তুলো, চাল ও স্টিমারের বিনিময়-মূল্যও, দামও এক হয়। পুঁজির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না ঘটিয়ে তার অবয়বের ক্রমাগত পরিবর্তন সাধন হতে পারে।

পুঁজিমাত্রই পণ্যের সমষ্টি অর্থাৎ বিনিময়-মূল্যের সমষ্টি হলেও পণ্যের প্রতিটি সমষ্টি বা বিনিময়-মূল্যের প্রতিটি সমষ্টিই পুঁজি নয়।

বিনিময়-মূল্যের প্রত্যেকটি সমষ্টিই এক একটি বিনিময়-মূল্য। প্রত্যেক পৃথক বিনিময়-মূল্যও আবার নানা বিনিময়-মূল্যের সমষ্টি। যেমন, ১,০০০ মার্ক দামের একখানা বাড়ির বিনিময়-মূল্য হল ১,০০০ মার্ক। এক ফেনিগ দামের একখানা কাগজ হচ্ছে একশতাংশ ফেনিগ দামের একশোটি বিনিময়-মূল্যের সমষ্টি। অন্য দ্রব্যের সঙ্গে বিনিময় যোগ্য উৎপন্ন দ্রব্যই হল **পণ্য**। যে নির্দিষ্ট হারে তাদের বিনিময় করা হয় তাই তাদের **বিনিময়-মূল্য** অথবা মুদ্রারূপে ব্যক্ত করলে তাই তাদের **দাম**। এই সব উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ যাই হোক তাতে তাদের **পণ্য** ধর্ম বা **বিনিময়-মূল্য** রূপ চরিত্র বা নির্দিষ্ট **দাম** থাকার গুণ বদলায় না। গাছ সেটা বড়ই হোক আর ছোটই হোক গাছই থেকে যায়। অন্য দ্রব্যের সঙ্গে এক মণ লোহা বা এক ছটাক লোহা যাই বিনিময় করি তাতে কি তার পণ্য চরিত্র বা বিনিময়-মূল্য রূপ চরিত্রে কোনো তারতম্য ঘটে? পরিমাণ অনুযায়ী পণ্যটির মূল্য বাড়ে বা কমে, দাম বেশী বা কম হয়।

তাহলে কি করে পণ্যের সমষ্টি, বিনিময়-মূল্যের সমষ্টি পুঁজি হয়ে দাঁড়ায়?

প্রত্যক্ষ জীবন্ত শ্রমশক্তির সঙ্গে বিনিময়ের মাধ্যমে একটা স্বাধীন সামাজিক **শক্তি** হিসাবে, অর্থাৎ **সমাজের একাংশের** শক্তিরূপে নিজেকে টিকিয়ে রেখে এবং বাড়িয়ে তুলে তা পুঁজি হয়ে দাঁড়ায়। পুঁজির অপরিহার্য পূর্বশর্ত হিসাবে এমন একটি শ্রেণী থাকা দরকার যাদের শ্রমক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই নেই।

প্রত্যক্ষ জীবন্ত শ্রমের উপর সঞ্চিত অতীত বিষয়ীভূত শ্রমের প্রভুত্বই সঞ্চিত শ্রমকে পুঁজিতে পরিণত করে।

নতুন উৎপাদনের উপায় হিসাবে সঞ্চিত শ্রম জীবন্ত শ্রমের সেবা করলে তা পুঁজি হয় না। পুঁজি হয় যদি সঞ্চিত শ্রমের বিনিময়-মূল্য সংরক্ষণ ও সংবর্ধনের উপায় হিসাবে জীবন্ত শ্রম সেবা করে সঞ্চিত শ্রমের।

পুঁজিপতি ও মজুরি-খাটা শ্রমিকের মধ্যে বিনিময়ের ক্ষেত্রে কি ঘটে?

মজুর তার শ্রমশক্তির বিনিময়ে জীবনধারণের উপকরণ পায়, আর পুঁজিপতি তার দেওয়া জীবনধারণের উপকরণের বিনিময়ে পায় শ্রম, মজুরের উৎপাদনী ক্রিয়া, সৃজন শক্তি, যা দিয়ে মজুর যেটুকু ভোগ করে শুধু তাই সে শোধ দেয় না, **সঞ্চিত শ্রমের যে মূল্য ছিল তা আরো বাড়িয়ে দেয়।** মজুর পুঁজিপতির কাছ থেকে জীবনধারণের বর্তমান উপকরণের একাংশ পায়। জীবনধারণের এই উপকরণগুলো তার কোন কাজে লাগে? প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করার কাজে। জীবনধারণের উপকরণগুলো দিয়ে আমার দেহটাকে যে সময়টা বাঁচিয়ে রাখি সে সময়টা যদি জীবনধারণের নতুন উপকরণ তৈরী না করি, জীবনধারণেব উপকরণগুলো ভোগ করাব ফলে যে মূল্য লোপ পায় তার বদলে আমার শ্রম দিয়ে যদি নতুন মূল্য তৈরী না করি তাহলে ভোগ করা মাত্র সে সব জীবনধারণের উপকরণ আমার কাছে একেবারেই ফুরিয়ে যাচ্ছে। প্রাপ্ত জীবনধারণের উপকরণগুলোর বিনিময়ে মজুর পুঁজিপতির কাছে কিন্তু এই মহৎ পুনরুৎপাদনশীল শক্তিটুকুকেই সমর্পণ করে দেয়। ফলে নিজেব দিক থেকে সে তা হারায়।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক একজন খামারমালিক তার দিন-মজুরকে দৈনিক মজুরি পাঁচ রৌপ্য গ্রশ দেয়। এই পাঁচ রুপোর গ্রশের জন্য দিন-মজুর দিনভোর খামারমালিকের মাঠে কাজ করে এবং তাতে করে মালিকের জন্য দশ গ্রশের আয় নিশ্চিত করে দেয়। দিন-মজুরকে খামারমালিক যা দিল শুধু সেই মূল্যটুকুই সে ফিরে পেল তাই নয়, তা দ্বিগুণ হয়ে উঠল। কাজেই, দিন-মজুরকে দেওয়া পাঁচ গ্রশ সে খাটিয়েছে, ভোগ করেছে ফলপ্রসূ ও উৎপাদনশীলভাবে। পাঁচ গ্রশ দিয়ে সে কিনেছে মজুরের সেই পরিমাণ শ্রম ও শক্তি যা দিয়ে সে দ্বিগুণ মূল্যের কৃষি শস্য ফলিয়েছে, পাঁচ গ্রশ থেকে তুলেছে দশ গ্রশ। অপবপক্ষে, দিন-মজুর যে উৎপাদন-শক্তির ক্রিয়া খামারমালিককে বিকিয়ে দিয়েছে তার বদলে সে পায় পাঁচ গ্রশ, যা বিনিময় করে সে কেনে জীবনধারণের উপকরণ এবং কম-বেশি দ্রুত তা ভোগ করে ফেলে। কাজেই, এই পাঁচ গ্রশ টাকাটা ব্যবহৃত হচ্ছে দুই ভাবে: পুঁজির পক্ষে **উৎপাদনশীলভাবে**, কারণ এই টাকাটা যে শ্রমশক্তির* সঙ্গে বিনিময় করা হয়েছে তা দশ গ্রশ উৎপাদন করেছে; মজুরের পক্ষে **অনুৎপাদনশীলভাবে** কারণ যে জীবনধারণের উপকরণের সঙ্গে টাকাটার বিনিময় হয়েছে তা একেবারেই অদৃশ্য হয়ে

* এখানে 'শ্রমশক্তি' শব্দটি এঙ্গেলস যোগ করেননি; *Neue Rheinische Zeitung* পত্রিকায় প্রকাশিত মার্কসের রচনাতেই তা ছিল। — সম্পাঃ

গেছে, খামারমালিকের সঙ্গে ঐ একই বিনিময়ের পুনরাবৃত্তি করেই সে কেবল তার মূল্য পুনরুদ্ধার করতে পারে। **তাই, পুঁজি বললে সেই সঙ্গে মজুরি-শ্রম, এবং মজুরি-শ্রম বললে সেই সঙ্গে পুঁজি ধরে নিতে হয়। একটি হল অপরের অস্তিত্বের হেতুস্বরূপ; উভয় উভয়কে সৃষ্টি করে চলেছে।**

সুতাকলের মজুর কি শুধুই সুতীবস্ত্র উৎপন্ন করে? না, সে পুঁজি উৎপন্ন করছে। সে যে মূল্য উৎপাদন করে তা দিয়ে ফের তার শ্রম দখল করা যায় এবং তাতে করে নতুন মূল্য তৈরী করা চলে।

শ্রমশক্তির সঙ্গে নিজেকে বিনিময় করে, মজুরি-শ্রমকে উজ্জীবিত করেই শুধু পুঁজি বাড়তে পারে। পুঁজিকে বাড়িয়ে, সে যে শক্তির গোলাম তাকে শক্তিশালী করেই কেবল মজুরের শ্রমশক্তি পুঁজির সঙ্গে নিজেকে বিনিময় করতে পারে। **কাজেই, পুঁজির বৃদ্ধি মানেই প্রলেতারিয়েতের অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর বৃদ্ধি।**

পুঁজিপতি ও তাদের অর্থতাত্ত্বিকেরা তাই বলে থাকেন, পুঁজিপতি ও মজুরদের স্বার্থ **এক ও অভিন্ন**। বাস্তবিক তাই! পুঁজি মজুরকে না খাটালে মজুরের মৃত্যু। শ্রমশক্তি শোষণ করতে না পারলে পুঁজিরও ধ্বংস, এবং শোষণ করার জন্য শ্রমশক্তিকে কিনতে হবে তাকে। যত তাড়াতাড়ি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্ত পুঁজি, উৎপাদনশীল পুঁজি বাড়ে, সুতরাং যত তাড়াতাড়ি শিল্প ফেঁপে ওঠে, যতই বুর্জোয়াদের ধনাগম হয়, কাজ কারবার তাদের যত ভাল চলতে থাকে, ততই পুঁজিপতির কাছে মজুরদের চাহিদা বাড়ে, ততই চড়া দামে মজুররা নিজেদের বিক্রয় করে।

কাজেই, মজুরের একটা চলনসই অবস্থার জন্য অনিবার্য শর্ত **হচ্ছে উৎপাদনশীল পুঁজির যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি।**

কিন্তু উৎপাদনশীল পুঁজির বৃদ্ধিটা কি বস্তু? জীবন্ত শ্রমের উপর সঞ্চিত শ্রমের ক্ষমতা বৃদ্ধি। শ্রমিক শ্রেণীর উপর বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রভুত্ব বৃদ্ধি। মজুরি-শ্রম যদি অন্যের এরূপ ধন উৎপন্ন করে যেটা তার উপরই প্রভুত্ব করে, যে শক্তি তার স্বার্থবিরোধী সেই পুঁজি উৎপন্ন করে তাহলে এই পুঁজি তাকে কর্মসংস্থান অর্থাৎ জীবনধারণের উপকরণ ফিরিয়ে দেবে এই শর্তে যে মজুরি-শ্রম নিজেকে নতুনভাবে পুঁজির অংশবিশেষ করে তুলবে, সে নিজে সেই চালকদণ্ডে পরিণত হবে যাতে পুনরায় বৃদ্ধির ত্বরান্বিত গতিতে চালু হয় পুঁজি।

পুঁজি ও মজুরের স্বার্থ এক এবং অভিন্ন একথা বলার মানে শুধু এই বলা যে, মজুরি-শ্রম আর পুঁজি একই সম্পর্কের দুটো দিক। একটি অপরটির কাছে অপরিহার্য, সুদখোর ও অপব্যয়কারী যেমন পরস্পর পরস্পরের পক্ষে অপরিহার্য।

মজুরি-খাটা শ্রমিক যতদিন মজুরি-খাটা শ্রমিক থাকে ততদিন তার ভাগ্য নির্ভর করে পুঁজির উপর। এই হল মজুর আর পুঁজিপতির বহুবিঘোষিত স্বার্থসমতা।

৪

পুঁজি বাড়লে মজুরি-শ্রমের আয়তন বৃদ্ধি পায়, মজুরি-খাটা শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ে; এককথায় বেশি লোকের উপর পুঁজির প্রভুত্ব প্রসারিত হয়। সবচেয়ে সুবিধাজনক উদাহরণই ধরা যাক: উৎপাদনশীল পুঁজি বাড়লে শ্রমের চাহিদা বেড়ে যায়, ফলে শ্রমের দাম অর্থাৎ মজুরিও চড়ে যায়।

একটা বাড়ি যত ছোট হোক আশেপাশের বাড়িগুলো যতদিন তারই মতো ছোট ততদিন বসবাসের যাবতীয় সামাজিক চাহিদা তাতেই মেটে। কিন্তু সেই ছোট বাড়িটির পাশে যদি একটি প্রাসাদ দেখা দেয় তাহলে সেই ছোট বাড়িটিকে নগণ্য কুঁড়েঘরই মনে হবে। ক্ষুদ্র বাড়িটি দেখে মনে হবে এর মালিকের কোনো দাবি নেই, থাকলেও তা সামান্য। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এবাড়িটি যত বড়োই হয়ে উঠুক না কেন, তার সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রতিবেশীর প্রাসাদও তার সমান অনুপাতে বা অপেক্ষাকৃত বেশী অনুপাতে বড়ো হয়, তাহলে ক্ষুদ্রতর বাড়িটিব বাসিন্দা ক্রমাগত চারটি দেয়ালের মধ্যে অস্বস্তি, অসন্তুষ্ট ও হীন বোধ করবে।

মজুরির উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ধরে নেয় উৎপাদনশীল পুঁজির একটা দ্রুত বৃদ্ধি। উৎপাদনশীল পুঁজির দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধনদৌলত, বিলাসব্যসন, সামাজিক চাহিদা ও সামাজিক উপভোগও সমান দ্রুতগতিতেই বেড়ে যায়। কাজেই মজুরের উপভোগ কিছুটা বাড়লেও তার থেকে সামাজিক পরিতৃপ্তি যে পরিমাণ পাওয়া যায় তা মজুরের কাছে যা দুর্লভ পুঁজিপতিদের সেই বর্ধিত উপভোগের তুলনায় আর সাধারণত গোটা সমাজের বিকাশের তুলনায় পিছিয়েই যায়। সমাজই থেকেই জাগে আমাদের চাহিদা ও উপভোগ; তাই সমাজের মাপকাঠিতেই আমরা তাদের বিচার করি, চরিতার্থতার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মাপকাঠিতে নয়। আমাদের চাহিদা ও উপভোগের চরিত্র সামাজিক তাই তারা আপেক্ষিক।

সাধারণত মজুরির বিনিময়ে যে পরিমাণ পণ্যাদি পাওয়া যায় শুধু তা দিয়েই মজুরি নিরূপিত হয় না। তার মধ্যে নানা রকমের সম্পর্ক বর্তমান থাকে।

শ্রমশক্তির বিনিময়ে মজুরেরা যা পায় তা হল প্রথমত একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ। শুধু কি এই আর্থিক দামেই মজুরি নির্ধারিত?

আমেরিকার আরো সমৃদ্ধ ও সহজক্রিয় খনি আবিষ্কারের ফলে ষোড়শ শতকে ইউরোপে সোনা ও রূপোর প্রচলন বেড়ে গেল। তাই অন্যান্য পণ্যের তুলনায় সোনা রূপোর মূল্য তখন পড়ে যায়। শ্রমশক্তির বিনিময়ে মজুরেরা কিন্তু আগেরই মতো একই পরিমাণের রৌপ্য মুদ্রা পেত। তাদের শ্রমের মুদ্রাগত দাম একই থাকলেও তখন তাদের মজুরি গেল পড়ে কারণ একই পরিমাণের রূপোর বিনিময়ে তারা তখন অন্যান্য পণ্য

কম পরিমাণে পেতে থাকল। ষোড়শ শতকে যে সমস্ত অবস্থাধীনে পুঁজি বেড়ে যায় ও বুর্জোয়া শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে এটা তার অন্যতম।

আরেকটা দৃষ্টান্ত ধরা যাক। অজন্মার ফলে ১৮৪৭ সালের শীতে শস্য, মাংস, মাখন, পনীর প্রভৃতি একান্ত অপরিহার্য জীবনধারণের উপকরণগুলোর দাম খুব চড়ে যায়। ধরুন, মজুরেরা তাদের শ্রমশক্তির বিনিময়ে তখন আগের মতো একই পরিমাণ অর্থ পাচ্ছে। কিন্তু তাদের মজুরি পড়ে যায়নি কি? নিশ্চয়ই গেছে। সেই একই পরিমাণের অর্থের বিনিময়ে তারা এখন কম পরিমাণের রুটি, মাংস ইত্যাদি পাবে। তাদের মজুরিটা পড়ে গেল রুপোর মূল্য কমে যাওয়ায় নয়, পরন্তু জীবনধারণের উপকরণের মূল্য বেড়ে যাওয়াতে।

পরিশেষে ধরা যাক, শ্রমের মুদ্রাগত দাম একই আছে অথচ নতুন যন্ত্রাদির ব্যবহার, অনুকূল ঋতু প্রভৃতির ফলে কৃষিজ ও শিল্পজ সমস্ত পণ্যের দাম পড়ে গেছে। সেই একই মুদ্রায় মজুরেরা এখন সব রকমের পণ্যই বেশী পরিমাণে কিনতে পারবে। কাজেই এক্ষেত্রে তাদের মজুরির মুদ্রাগত মূল্য অদলবদল হয়নি বলেই তাদের মজুরিটা বেড়ে গেল।

তাই শ্রমের মুদ্রাগত দাম, অর্থাৎ আর্থিক মজুরি এবং আসল মজুরি অর্থাৎ মজুরির বিনিময়ে যে পণ্যসমষ্টি প্রকৃতই পাওয়া যায় এ দুটি তাহলে এক জিনিস নয়। সুতরাং আমরা যখন মজুরির ওঠা বা নামার কথা তুলি, তখন শ্রমের শুধু মুদ্রাগত দাম, অর্থাৎ আর্থিক মজুরির কথা মনে রাখলেই চলবে না।

কিন্তু আর্থিক মজুরি, অর্থাৎ যে পরিমাণ অর্থের জন্য মজুর পুঁজিপতির কাছে নিজেকে বিক্রয় করে অথবা আসল মজুরি, অর্থাৎ যে পরিমাণ পণ্য এই অর্থ দিয়ে কেনা যায়, মজুরির মধ্যে শুধু এ দুটি সম্পর্কই বর্তমান নয়।

সবচেয়ে বড় কথা, পুঁজিপতির লাভ বা মুনাফার আপেক্ষিকেও মজুরি নির্ধারণ করা যায়। এই হিসেবে এ হল তুলনামূলক, আপেক্ষিক মজুরি।

আসল মজুরি অন্যান্য পণ্যের দামের আপেক্ষিকে শ্রমের দাম ব্যক্ত করে; অপরপক্ষে, আপেক্ষিক মজুরি ব্যক্ত করে উৎপাদিত নতুন মূল্যের যতটা অংশ সঞ্চিত শ্রম বা পুঁজিতে বর্তাল তার আপেক্ষিকে কতটা অংশ পেল প্রত্যক্ষ শ্রম।

আগে ৭৫ পৃষ্ঠায়* আমরা বলেছি, 'মজুরিটা মজুরের নিজের উৎপন্ন পণ্যের বখরা নয়। পূর্ব থেকে বিদ্যমান পণ্যের যে অংশ দিয়ে পুঁজিপতি নির্দিষ্ট পরিমাণের উৎপাদনশীল শ্রমশক্তি নিজের জন্য ক্রয় করে সে অংশই মজুরি।' কিন্তু মজুরের উৎপন্ন দ্রব্য বেচে যে দাম পুঁজিপতি পায় তা থেকে মজুরির বাবদে যে খরচা হয় তা পুঁজিপতিকে

* এই সংস্করণের পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

পূরণ করে নিতে হবে; আর এমন ভাবে পুরিয়ে নিতে হবে যাতে সাধারণত উৎপাদন-ব্যয়ের উপরেও তার একটা উদ্বৃত্ত থাকে, মুনাফা থাকে। পুঁজিপতির কাছে মজুরের উৎপন্ন পণ্যের বিক্রয় দাম তিন ভাগে বিভক্ত হয়: **প্রথমত**, কাঁচামালের বাবদ আগাম দেওয়া দাম তুলে নেওয়া, তাছাড়া সরবরাহ করা হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি এবং শ্রমের অন্যান্য উপকরণের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করা; **দ্বিতীয়ত**, আগাম দেওয়া মজুরি তুলে নেওয়া; **তৃতীয়ত**, যে উদ্বৃত্তটা বাকি থাকে অর্থাৎ যেটা পুঁজিপতির মুনাফা। প্রথম অংশটায় শুধু **পূর্ব থেকে বর্তমান মূল্য** তুলে নেওয়া হয়, তাই বেশ বোঝা যায়, মজুরি এবং পুঁজিপতির উদ্বৃত্ত মুনাফা এই দুটোই পুরোপুরি আসে কাঁচামালে সংযুক্ত **মজুরের শ্রমোৎপন্ন নতুন মূল্যে** থেকে। **এই অর্থে**, পরস্পর তুলনার জন্য আমরা মজুরি ও মুনাফা উভয়কেই মজুরের উৎপন্ন দ্রব্যের বখরা হিসাবে গণ্য করতে পারি।

আসল মজুরি একই থাকলে, এমন কি বেড়ে গেলেও আপেক্ষিক মজুরি পড়ে যেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক, জীবনধারণের সবগুলো উপকরণের দাম দুই তৃতীয়াংশ কমে গেছে, আর দৈনিক মজুরি কমে গেছে মাত্র এক তৃতীয়াংশ, ধরা যাক, তিন মার্ক থেকে দু-মার্কে। আগে তিন মার্ক দিয়ে মজুর যা পেত এখন এই দু-মার্ক দিয়ে সে তার চাইতে বেশী পরিমাণের পণ্য পেলেও পুঁজিপতির মুনাফার অনুপাতে তার মজুরি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। পুঁজিপতির (ধরা যাক কারখানামালিকের) মুনাফা এক মার্ক বেড়ে গেছে, তার মানে সে মজুরকে আগের চাইতে কম পরিমাণের বিনিময়-মূল্যের সমষ্টি দিচ্ছে কিন্তু তার বদলে মজুরকে উৎপন্ন করতে হচ্ছে আগের চেয়ে অধিক পরিমাণের বিনিময়-মূল্যের সমষ্টি। শ্রমের বখরার তুলনায় পুঁজির বখরা বেড়ে গেছে। পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে সামাজিক ধনের বণ্টন আরো অসম হয়েছে। একই পুঁজিতে পুঁজিপতি এখন বেশি পরিমাণের শ্রমের উপর প্রভুত্ব করছে। শ্রমিক শ্রেণীর উপর পুঁজিপতি শ্রেণীর ক্ষমতা বেড়েছে, মজুরের সামাজিক অবস্থান অবনত হয়েছে, পুঁজিপতির কাছ থেকে আরো এক ধাপ নিচে তাকে নামিয়ে দেওয়া হল।

তাহলে মজুরি ও মুনাফার পারস্পরিক সম্পর্কে যে পারস্পরিক হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে, তা নির্ধারিত হয় কোন সাধারণ নিয়ম অনুসারে?

পরস্পরের সঙ্গে মজুরি ও মুনাফার বিপরীত অনুপাতের সম্পর্ক। শ্রমের বখরা, দৈনিক মজুরি যে পরিমাণ কমে, পুঁজির বখরা, মুনাফা সেই অনুপাতে বেড়ে যায়; বিপরীত ক্ষেত্রেও অনুরূপ নিয়ম। মজুরি যতটা কমে, মুনাফা ততটা বাড়ে; মজুরি যতটা বাড়ে, মুনাফা ততটা কমে।

সম্ভবত এখানে আপত্তি উঠবে, কোনো নতুন বাজার উন্মুক্ত হওয়া অথবা পুরাতন বাজারের চাহিদা সাময়িকভাবে বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি যে কোনো কারণেই হোক, তার পণ্যের চাহিদা বেড়ে যাবার ফলে পুঁজিপতি অন্য কোনো পুঁজিপতির সঙ্গে সুবিধাজনক

বিনিময়ে মুনাফা অর্জন করতে পারে; কাজেই মজুরি বাড়া-কমা অর্থাৎ শ্রমশক্তির বিনিময়-মূল্যের বাড়া-কমা ছাড়াই অন্য পুঁজিপতিদের ঘাড় ভেঙে কোনো পুঁজিপতির মুনাফা বাড়তে পারে; অথবা শ্রমের হাতিয়ারের উন্নতি, প্রাকৃতিক শক্তির একটা নতুন প্রয়োগ ইত্যাদি মারফতও তার মুনাফা বাড়তে পারে।

প্রথমত, স্বীকার করতে হবে যে বিপরীতভাবে ঘটলেও ফল একই দাঁড়াচ্ছে। এখানে মজুরি কমে যাবার ফলে মুনাফা বেড়ে গেল না বটে, কিন্তু মুনাফা বেড়ে যাবার ফলেই যে মজুরিটা কমে গেল। অন্য লোকের একই পরিমাণ শ্রম দিয়ে পুঁজিপতি বেশী পরিমাণের বিনিময়-মূল্য অর্জন করেছে, এবং সেজন্য শ্রমকে বেশী মজুরি দেয়নি, তার অর্থ শ্রম থেকে পুঁজিপতির জন্য যে পরিমাণ নীট মুনাফা উঠল তার অনুপাতে শ্রম কম মজুরি পেল।

তাছাড়া মনে রাখতে হবে, পণ্যের দামে ওঠা-নামা সত্ত্বেও প্রত্যেক পণ্যের গড়পড়তা দাম, যে অনুপাতে অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে তার বিনিময় হয়, তা **তার উৎপাদন-ব্যয়** দিয়েই নির্ধারিত হয়। কাজেই, পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাবার ব্যাপারটাও অপরিহার্য রূপে কাটাকাটি করে সমতা লাভ করে। যন্ত্রপাতির উন্নতিসাধন বা উৎপাদনক্ষেত্রে প্রাকৃতিক শক্তির নতুন নিয়োগের ফলে নির্দিষ্ট সময়ে একই পরিমাণের শ্রম ও পুঁজি দিয়ে অধিকতর পরিমাণের দ্রব্য উৎপন্ন করা যায় বটে, তবে কোনো ক্রমেই অধিকতর পরিমাণের বিনিময়-মূল্য পাওয়া যায় না। সুতোকাটা কলের সাহায্যে যদি আমরা সুতো কল আবিষ্কারের আগের তুলনায় ঘণ্টায় দ্বিগুণ পরিমাণের সুতো কাটতে পারি, ধরা যাক যদি পঞ্চাশ পাউন্ডের জায়গায় একশ পাউন্ডের সুতো কাটতে পারি তাহলেও গড়ে ন্যূনাধিক দীর্ঘ একটা পর্ব ধরলে ঐ পঞ্চাশ পাউন্ডের বিনিময়ে যে পরিমাণের পণ্য পাওয়া যেত এখন এই একশ পাউন্ডের বদলে তার চাইতে বেশী পাব না। তার কারণ, উৎপাদন-ব্যয় ঠিক অর্ধেক কমে গেছে, অথবা একই খরচে এখন আমি দ্বিগুণ জিনিস উৎপন্ন করতে পারি।

শেষ কথা, এক দেশের কিংবা গোটা জগৎ জোড়া বাজারে পুঁজিপতি শ্রেণী — বুর্জোয়া শ্রেণী — নিজেদের মধ্যে যে কোনো অনুপাতেই উৎপাদনের নীট মুনাফা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিক না কেন, যে পরিমাণ প্রত্যক্ষ শ্রম দিয়ে সঞ্চিত শ্রম বর্ধিত হয়েছে তাই হল সর্বদাই এই নীট মুনাফার মোট পরিমাণ। কাজেই, এই মোট পরিমাণটা সেই অনুপাতে বেড়ে যায়, যে অনুপাতে শ্রম পুঁজিকে বাড়িয়ে তোলে, অর্থাৎ মজুরির তুলনায় মুনাফা যে অনুপাতে বেড়ে চলে।

তাহলে **পুঁজি ও মজুরি-শ্রমের সম্পর্কের মধ্যে নিজেদের** আলোচনা **সীমাবদ্ধ** রাখলেও আমরা দেখতে পাই, **পুঁজির স্বার্থ ও মজুরি-শ্রমের স্বার্থ পরস্পরের একান্ত বিপরীতে।**

পুঁজির দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি আর মুনাফার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি একই কথা। শ্রমের দাম, আপেক্ষিক মজুরি যদি দ্রুতগতিতে কমে যায় তাহলেই শুধু মুনাফা ঠিক তত দ্রুতগতিতে বাড়তে পারে। আর্থিক মজুরির সঙ্গে সঙ্গে, শ্রমের মুদ্রাগত মূল্যের সঙ্গে সঙ্গে আসল মজুরি বেড়ে গেলেও কিন্তু যদি তা মুনাফার অনুপাতে না বাড়ে তাহলে আপেক্ষিক মজুরি এই ক্ষেত্রেও পড়ে যেতে পারে। ধরুন, ব্যবসা যখন ভালো চলছে, মজুরি শতকরা পাঁচ ভাগ বাড়ল আর অপরপক্ষে মুনাফা বাড়ল শতকরা ত্রিশ ভাগ, সেক্ষেত্রে তুলনামূলক, আপেক্ষিক মজুরি **বাড়ল না, কমল।**

কাজেই, পুঁজির দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি মজুরের আয় বেড়ে যায় তবু সেই সঙ্গে পুঁজিপতি ও মজুরের সামাজিক ব্যবধান বাড়তে থাকে। শ্রমের ওপর পুঁজির প্রভুত্ব, পুঁজির ওপর শ্রমের অধীনতাও বেড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

পুঁজির দ্রুত বৃদ্ধিতে মজুরের স্বার্থ আছে বলা মানেই এই কথা বলা: মজুর অন্যের ধন যত দ্রুতগতিতে বাড়ায় তত তার ভাগ্যে কৃপাকণার পরিমাণও বাড়ে, কাজ পাবে, মজুর হবার ডাক পড়বে এমন লোকের সংখ্যা তত বেড়ে চলে, পুঁজির নিকট অধীনস্থ গোলামদের সংখ্যাও তত বাড়ানো যায়।

তাহলে আমরা দেখলাম:

শ্রমিক শ্রেণীর **সর্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থা, যতদূর সম্ভব দ্রুতগতিতে পুঁজি বৃদ্ধি** মজুরের বৈষয়িক জীবনের যতই উন্নতিসাধন করুক না কেন, তা বুর্জোয়া বা পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে তার স্বার্থের বৈরভাব লোপ করতে পারে না। **মুনাফা ও মজুরি** ঠিক আগের মতোই **পরস্পর বিপরীত অনুপাতে** থেকে যায়।

পুঁজি দ্রুতগতিতে বেড়ে চললে মজুরি বাড়তেও পারে, কিন্তু পুঁজিপতির মুনাফা বাড়ে অতুলনীয় দ্রুততর গতিতে। মজুরের বৈষয়িক জীবনের উন্নতি হয়েছে বটে, কিন্তু তার সামাজিক অবস্থানের বিনিময়ে। পুঁজিপতির সঙ্গে তার যে সামাজিক ব্যবধান সেটার পরিসর আরো বেড়ে গেছে।

পরিশেষে:

উৎপাদনশীল পুঁজির যতদূর সম্ভব দ্রুত বৃদ্ধিই মজুরি-শ্রমের পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল অবস্থা আসলে এই কথা বলা মানে: যত বেশী দ্রুত শ্রমিক শ্রেণী বর্ধিত ও প্রসারিত করবে তার বিরুদ্ধ শক্তিকে অর্থাৎ যে ধন তার নয় বরঞ্চ যা তারই উপর প্রভুত্ব করে সেই ধনকে, বুর্জোয়ার ধন বাড়িয়ে তোলার জন্য, পুঁজির ক্ষমতা প্রসারিত করার জন্য নতুন করে শ্রম করবার অনুমতি লাভের অবস্থা ততই অনুকূল হয়ে উঠবে। আর নিজেকে সে সন্তুষ্ট রাখবে সেই সোনার শেকলটি বানিয়ে চলায়, যা দিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী তাকে পিছনে টেনে নিয়ে যায়।

৫

বুর্জোয়া অর্থতত্ত্ববিদেরা যা বলেন, **উৎপাদনশীল পুঁজির বৃদ্ধি** এবং **মজুরি বৃদ্ধি** সত্যই কি তেমনি অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত? তাঁদের কথা অভ্রান্ত বলে ধরা উচিত নয়। তাঁরা যখন বলেন, পুঁজি যতই মোটা হয় তার গোলামরা ততই ভাল দানাপানি পায় — একথাটাও বিশ্বাস করা উচিত হবে না। বুর্জোয়া শ্রেণী খুবই আলোকপ্রাপ্ত, খুবই তারা হিসেবী, সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের মতো অনুচরদের জাঁকজমকে রাখার কুসংস্কার তাদের নেই। বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্বের শর্তই তাদের হিসাবী করে তোলে।

সুতরাং আরো খুঁটিয়ে আমাদের পরখ করে দেখতে হবে:

উৎপাদনশীল পুঁজির বৃদ্ধি কি ভাবে মজুরিকে প্রভাবিত করে?

বুর্জোয়া সমাজের উৎপাদনশীল পুঁজি মোটের ওপর বাড়লে শ্রম-সঞ্চয় হয় **আরো বহুবিধ**। পুঁজির সংখ্যা ও প্রসার বেড়ে যায়। পুঁজির **সংখ্যাগত বৃদ্ধি পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা** বাড়িয়ে দেয়। পুঁজির **বর্ধমান প্রসার শিল্পের সংগ্রামক্ষেত্রে বিপুলতর যুদ্ধ হাতিয়ার সহ অধিকতর শক্তিশালী মজুর-বাহিনী নিয়ে আসার** উপায় জোগায়।

বেশী সস্তা দামে বিক্রয় করেই কেবল একজন পুঁজিপতি অন্য পুঁজিপতিকে হটিয়ে তার পুঁজি করায়ত্ত করতে পারে। নিজের সর্বনাশ না করে আরো সস্তায় মাল বেচতে হলে তাকে অল্প খরচায় পণ্য উৎপন্ন করতে হবে, অর্থাৎ শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি যথাসম্ভব বাড়াতে হবে। কিন্তু শ্রমের উৎপাদিকা শক্তিকে বাড়ানো হয় সর্বাগ্রে **অধিকতর শ্রম-বিভাগ** দিয়ে, **যন্ত্রপাতির** আরো সার্বিক প্রচলন ও অবিরত উন্নতিসাধন দিয়ে। যে মজুর-বাহিনীর মধ্যে শ্রম ভাগ করে দেওয়া হয় তা যত বিশাল হয়, যত বিশালাকারের যন্ত্রপাতির প্রচলন হয়, আপেক্ষিকভাবে উৎপাদন-ব্যয় ততই কমে যেতে থাকে, শ্রম তত ফলপ্রদ হয়। কাজেই পুঁজিপতিদের মধ্যে শ্রম-বিভাগ ও যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ানোর এবং তাদের সবচাইতে বেশী মাত্রায় খাটানোর জন্য ব্যাপক প্রতিযোগিতা দেখা দেয়।

এখন, যদি কোনো পুঁজিপতি শ্রম-বিভাগ বাড়িয়ে, নতুন নতুন যন্ত্রাদি খাটিয়ে ও যন্ত্রের উন্নতিসাধন করে, প্রাকৃতিক শক্তির অধিকতর লাভজনক ও ব্যাপকতর প্রয়োগ করে একই পরিমাণের শ্রম বা সঞ্চিত শ্রমের সাহায্যে তার প্রতিযোগীদের চাইতে বেশী মাত্রায় দ্রব্য বা পণ্য উৎপন্ন করবার উপায় পেয়ে যায়, অর্থাৎ ধরা যাক, পুরো একগজ কাপড় বানাতে তার যে শ্রম-সময় লাগে তার প্রতিযোগীরা যদি সে শ্রম-সময়ে বানায় মাত্র আধগজ — তাহলে সেই পুঁজিপতি কি করবে?

আধগজ কাপড় সে পুরনো বাজার-দরেই বেচে যেতে পারে, কিন্তু তাতে তো আর প্রতিযোগীদের বাজার থেকে তাড়িয়ে তার নিজের মালের বিক্রয় বাড়ানো যায় না। কিন্তু তার উৎপাদন যে পরিমাণ বেড়েছে, বিক্রয়ের প্রয়োজনীয়তাও বেড়েছে সে পরিমাণে।

যে-সব শক্তিশালী ও ব্যয়বহুল উৎপাদনের উপায় সে সম্ভব করেছে তাতে তার পণ্য সস্তায় বিক্রয় করতে সে **সক্ষম হয়** বটে, তবে সেই সঙ্গে সে-সবই আবার তাকে **আরো বেশী পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করতে,** তার পণ্যের জন্য **আরো বড়** বাজার জয় করতে **বাধ্য করে**; সেই জন্য আমাদের পুঁজিপতিটি তার আধগজ কাপড় প্রতিযোগীদের চাইতে সস্তায় বিক্রয় করবে।

প্রতিযোগীদের আধগজ তৈরিতে যে খরচ পড়ে এই পুঁজিপতির একগজে সে খরচ পড়লেও সে কিন্তু তার পুরো একগজ প্রতিযোগীদের আধগজের দামে বিক্রয় করে না। তাহলে তো আর সে বেশী কিছু মুনাফা পায় না, বিনিময়ের ফলে উৎপাদন-ব্যয়টাই শুধু ফিরে আসে। তার সম্ভাব্য বৃহত্তর আয়টা আসবে বৃহত্তর পুঁজি খাটানোর দরুন, তার পুঁজিটাকে সে যে অন্যের চেয়ে বেশী মূল্যবান করে তুলেছে এ কারণে নয়। তাছাড়া, সে যদি তার পণ্যের দাম প্রতিযোগীদের চাইতে সামান্য শতাংশও কমিয়ে দেয় তাতেই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। **কম দামে বেচে** সে বাজার থেকে তাদের হটিয়ে দিতে পারবে বা অন্তত তাদের বিক্রয়ের খানিকটা অংশ ছিনিয়ে নেবে। পরিশেষে একথাও মনে রাখা দরকার যে, পণ্যের চলতি দাম সর্বদাই **উৎপাদন-ব্যয়ের বেশী অথবা কম হয়** এবং তা নির্ভর করে পণ্যটি শিল্পের জন্য অনুকূল অথবা প্রতিকূল কি রকম মরশুমে বিক্রি হচ্ছে। যে পুঁজিপতি নতুন ও আরো বেশী ফলপ্রসূ উৎপাদনের উপায় নিয়োগ করে, সে তার আসল উৎপাদন-ব্যয়ের যত ভাগ উপরে দাম চড়াবে, একগজ কাপড়ের বাজার-দর পূর্বেকার মামুলী উৎপাদন-ব্যয়ের কতটুকু নিচে বা উপরে তার ওপর নির্ভর করে কম-বেশি হবে।

যা হোক, আমাদের এই পুঁজিপতিটির বিশেষ **সুবিধাটি** বেশী দিনের জন্য নয়: অন্যান্য প্রতিযোগী পুঁজিপতিরাও ঠিক সমপরিমাণে কিংবা বৃহত্তর আকারে সেই একই যন্ত্রপাতি, একই শ্রম-বিভাগ প্রচলন করতে থাকবে। এই নতুন পদ্ধতি এত ব্যাপক হবে, যে কাপড়ের দাম তার **পূর্বেকার উৎপাদন-ব্যয়েরই** যে শুধু **নিচে** নামবে তা নয়, **নতুন উৎপাদন-ব্যয়েরও নিচে** নেমে যাবে।

কাজেই উৎপাদনে নতুন উপায় প্রচলনের **আগে** পুঁজিপতিদের পারস্পরিক অবস্থান যেমন ছিল, পরে আবার সেই একই রকম অবস্থা ফিরে আসে। উৎপাদনের এই সব নতুন উপায়ের সাহায্যে যদি তারা আগেকার দামে দ্বিগুণ পণ্য যোগাতে সমর্থ হয়ে থাকে, তবে **এখন** তারা আগেকার দামের চেয়েও **কমে সেই দ্বিগুণ** পণ্য বেচতে বাধ্য হবে। এই নতুন উৎপাদন-ব্যয়ের ভিত্তিতে আবার শুরু হয় সেই পুরাতন খেলা। আবার অধিকতর শ্রম-বিভাগ, আরো যন্ত্রপাতির প্রচলন, যন্ত্রপাতি ও শ্রম-বিভাগকে বর্ধিত মাত্রায় খাটানো। এই নতুন পরিণতির বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা আবার সেই একই পাল্টা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

এইভাবে দেখতে পাই কি করে উৎপাদন-পদ্ধতি এবং উৎপাদনের উপায় অনবরত রূপান্তরিত হয়, আমূল পরিবর্তিত হয়, কি করে **শ্রম-বিভাগের ফলে অপরিহার্যরূপে আসে অধিকতর শ্রম-বিভাগ, যন্ত্রের প্রয়োগের ফলে আসে আরো বেশী যন্ত্র প্রয়োগ, বৃহদায়তন উৎপাদনের ফলে আরো বৃহত্তর আকারের উৎপাদন।**

এই নিয়মই বারবার বুর্জোয়া উৎপাদনকে তার পূর্বাচরিত পথ থেকে সরিয়ে দেয়, আর পুঁজিকে বাধ্য করে শ্রমের উৎপাদন-শক্তিকে প্রবল করে তুলতে, **কারণ** তা উৎপাদন-শক্তিকে আগে প্রবল করে তুলেছে; এই নিয়ম পুঁজিকে কখনও নিশ্চেষ্ট থাকতে দেয় না, তার কানে কানে অবিরাম ফিস্ ফিস্ করে বলে, 'এগিয়ে চল! এগিয়ে চল!'

বাণিজ্যের পর্যায়িক উত্থান-পতনের মধ্যে যে নিয়ম পণ্যের দামকে অনিবার্যভাবেই তার **উৎপাদন-ব্যয়ের সমতলে নামায়** এ হল এই নিয়ম।

পুঁজিপতি যত শক্তিশালী উৎপাদনের উপায়ই প্রচলন করুক না কেন, প্রতিযোগিতা সেই উপায়কে সর্বজনীন করে তুলবে, এবং সর্বজনীন করে তোলার মুহূর্ত থেকে তার পুঁজির অধিকতর ফলপ্রসূতার পরিণাম দাঁড়ায় মাত্র এই যে তাকে **একই দামে** আগের তুলনায় দশ গুণ, বিশ গুণ, একশো গুণ পণ্য যোগাতে হবে। কিন্তু যেহেতু বেশী পরিমাণের বিক্রয় দিয়ে পড়ে যাওয়া বাজার-দর সামলে নেবার জন্য তার এখন আগের চাইতে হয়ত হাজার গুণ বেশী বিক্রয় করা চাই; যেহেতু শুধু অধিকতর মুনাফার জন্যই নয়, উৎপাদন-ব্যয় ওঠাবার জন্যও তার পক্ষে তখন বিপুল পরিমাণে বিক্রয় অপরিহার্য, — আমরা দেখেছি, উৎপাদনের হাতিয়ারটাই উত্তরোত্তর বহু ব্যয়সাধ্য হয়ে ওঠে; এবং যেহেতু এই বিপুল পরিমাণের বিক্রয় শুধু তারই নয়, তার প্রতিযোগীদেরও মরণ বাঁচনের সমস্যা হয়ে ওঠে, সুতরাং **নবাবিষ্কৃত উৎপাদনের উপায়গুলি যতই ফলপ্রদ হয়** পুরনো সংগ্রাম **হয় ততই প্রবল। কাজেই শ্রম-বিভাগ ও যন্ত্রাদির প্রয়োগ নতুন করে চলতে থাকবে অতুলনীয় বেশী একটা মাত্রায়।**

নিয়োজিত উৎপাদন-উপায়ের যত শক্তি থাক, এই শক্তির সোনার ফসল থেকে প্রতিযোগিতা পুঁজিকে বঞ্চিত করতে চেষ্টা করে পণ্যের দামকে উৎপাদন-ব্যয়ের সমপর্যায়ে ফিরিয়ে এনে, কাজেই এইভাবে উৎপাদন যতদূর সম্ভব সস্তা করা যায় অর্থাৎ একই পরিমাণ শ্রমে যত বেশি দ্রব্য উৎপাদন করা যায় তত পরিমাণে সস্তা উৎপাদনকে — একই মোট দামে ক্রমাগত বেশি দ্রব্য সরবরাহকে একটা আবশ্যকীয় আইনে পরিণত করে। কাজেই একই শ্রম-সময়ে বেশী পরিমাণের মাল যোগান দিতে বাধ্য হওয়া ছাড়া, এক কথায় **তার পুঁজির মূল্যবৃদ্ধির সর্ত আরো দুরূহ করা** ছাড়া নিজের এই প্রয়াসে পুঁজিপতি আর বেশী কিছু লাভ করতে পারে না। সুতরাং যখন প্রতিযোগিতা তার উৎপাদন-ব্যয়ের নিয়ম নিয়ে পুঁজিপতিকে অবিরত তাড়া করে এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের

বিরুদ্ধে তার তৈরি অস্ত্র সবই তার নিজের উপর আঘাত হানে, তখন অবিরামভাবে পুরনোর জায়গায় নতুন শ্রম-বিভাগ ও নতুন যন্ত্রপাতি — যার দাম বেশী বটে কিন্তু তার সাহায্যে সস্তায় উৎপাদন করা যায় — প্রবর্তন করে পুঁজিপতি প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করতে চায়, এই নতুন প্রতিযোগিতার ফলে যন্ত্রপাতি ও শ্রম-বিভাগ অচল হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করে না।

সারা দুনিয়ার বাজারে এই যে একটা অধীর যুগপৎ আলোড়ন চলছে তার একটা চিত্র যদি এখন মনের মধ্যে এঁকে নিই তাহলে বেশ বোঝা যাবে কি করে পুঁজির বৃদ্ধি, সঞ্চয় ও পুঞ্জীভবনের পরিণাম হয় শ্রমের অবিরাম বিভাগে, এবং আগে থেকেই ও ক্রমবর্ধমান বিপুলাকারে নতুন নতুন যন্ত্রপাতির প্রয়োগে ও পুরনো যন্ত্রের উন্নয়নে।

উৎপাদনশীল পুঁজির বৃদ্ধির সঙ্গে অচ্ছেদ্য এই অবস্থাগুলি তাহলে কি ভাবে মজুরি নির্ণয় প্রভাবিত করে?

শ্রম-বিভাগ যতই বেড়ে চলে ততই একজন মজুর পাঁচ, দশ, কুড়ি জনের কাজ করতে পারে; কাজেই, মজুরদের মধ্যে পাঁচ, দশ, কুড়ি গুণ প্রতিযোগিতা বেড়ে যায়। মজুর অন্যদের চাইতে নিজেকে সস্তায় বিক্রয় করেই শুধু প্রতিযোগিতা চালায় না, প্রতিযোগিতা করে **একা** পাঁচ, দশ, কুড়ি জনের কাজ করেও; পুঁজি যে **শ্রম-বিভাগের** প্রবর্তন করে এবং অবিরাম তাকে বাড়িয়ে যায় তার ফলে মজুররা এইভাবে নিজেদের মধ্যে এ ধরনের প্রতিযোগিতা করতে বাধ্য হয়।

তাছাড়া, **শ্রম-বিভাগ** যে মাত্রায় বেড়ে যায়, শ্রমটা সেই মাত্রায় **সহজসাধ্য হয়ে ওঠে।** মজুরের বিশেষ নৈপুণ্য মূল্যহীন হয়ে পড়ে। সে এক সহজ ও একঘেয়ে উৎপাদন-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, তার আর বেশী কিছু শারীরিক বা মানসিক ক্ষমতা আর দক্ষতা খাটাতে হয় না। তার শ্রম হয়ে দাঁড়ায় এমন একটা শ্রম যা সবাই করতে পারে। ফলে, প্রতিযোগীরা তার চারদিকে ভিড় করে দাঁড়ায়। তাছাড়া, আপনাদের ত মনে আছে, যে কাজ যত সহজ, যত অল্পায়াসে শেখা যায়, তা আয়ত্ত করবার উৎপাদন-ব্যয় যত কম, ততই কমে যায় মজুরি। কারণ, অন্যান্য পণ্যের দামের মতো মজুরিও উৎপাদন-ব্যয় দিয়েই নিরূপিত হয়।

কাজেই, শ্রম যতই অপ্রীতিকর ও ন্যক্কারজনক হয়ে ওঠে, ততই প্রতিযোগিতা বাড়ে, মজুরি কমে যায়। কাজ বেশী করে — তা অধিক সময় কাজ করেই হোক বা এক ঘণ্টায় বেশি পরিমাণ জিনিস উৎপন্ন করে হোক — মজুর তার মজুরির মোট পরিমাণটি বজায় রাখতে চেষ্টা করে। অভাবের তাড়নায় শ্রম-বিভাগের কুফল সে এই ভাবে আরো বাড়িয়ে তোলে। ফলে, **যত বেশী সে খাটে, ততই কম মজুরি সে পায়;** তার সহজ কারণ এই যে, মজুর যত বেশী কাজ করে তত বেশী পরিমাণেই সে সহ-শ্রমিকদের সঙ্গে তার প্রতিযোগিতা বাড়ায়, ফলে সকলকেই তার প্রতিযোগী করে তোলে, তারাও তারই

মতো সমান প্রতিকূল শর্তে নিজেদের বিকিয়ে দেয়; তাই শেষ পর্যন্ত সে **নিজেরই সঙ্গে, শ্রমিক শ্রেণীর একজন সভ্য হিসাবে তার নিজের সঙ্গেই প্রতিযোগিতা চালায়।**

অনেক বিপুল আকারে সেই একই ফল হয় **যন্ত্রপাতি** থেকে, কারণ যন্ত্রপাতি প্রচলনের ফলে নিপুণের জায়গায় অনিপুণ মজুর, পুরুষের বদলে নারী নেওয়া হয়, বয়স্কদের স্থান শিশু দিয়ে পূরণ করা হয়; কারণ যন্ত্রপাতির প্রথম আবির্ভাবের ফলে হস্তশিল্পী মজুরেরা ব্যাপকভাবে উৎখাত হয়, এবং অধিকতর বিকশিত, উন্নত, নিখুঁত হলে যন্ত্রপাতি কারখানা থেকে মজুরদের আলাদা আলাদা দলে বরখাস্ত করে। উপরে আমরা পুঁজিপতিদের পরস্পরের মধ্যে শিল্প যুদ্ধের একটা মোটামুটি চিত্র দিয়েছি; **এই যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য এই যে, মজুর-বাহিনীকে দলভুক্ত না করে বরখাস্ত করলেই বরং যুদ্ধ জয় হয় বেশী। শিল্পের সেনাদের কে কত বেশী সংখ্যক বরখাস্ত করতে পারে এই নিয়ে সেনাপতিরা অর্থাৎ পুঁজিপতিরা পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে।**

অর্থতত্ত্ববিদরা বলে থাকেন বটে, যন্ত্রপাতির প্রচলনে যে-সব মজুর নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তারা **নতুন শিল্পশাখায় কাজ পায়।**

যে-সব মজুর বরখাস্ত হয় ঠিক তারাই শ্রমের নতুন শাখায় কাজ পাবে একথা তাঁরা সরাসরি বলতে সাহস করেন না। এ মিথ্যার বিরুদ্ধে প্রকৃত ঘটনা বড়োই সরব। আসলে তাঁরা এটুকু মাত্র বলতে চান যে, **শ্রমিক শ্রেণীর অন্যান্য অঙ্গীভূত অংশ,** দৃষ্টান্তস্বরূপ, যে-সব শিল্পশাখা উঠে গেল তাতে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল শ্রমিক শ্রেণীর যে তরুণ পুরুষদের একাংশ, তাদের জন্য নতুন কাজ মিলবে। সর্বহারা মজুরদের পক্ষে তা একটা মস্ত সান্ত্বনা বই কি। টাটকা শোষণযোগ্য রক্ত মাংসের অভাব পুঁজিপতি মহোদয়গণের হবে না, যা মৃত তাকে সমাধিস্থ হতেই তারা দেবে। ধরতে গেলে এ স্তোকবাক্য পুঁজিপতিরা খোঁজে নিজেদের জন্য, মজুরদের জন্য নয়। যন্ত্রপাতির প্রচলনের দরুন মজুরি-খাটা শ্রমিকদের গোটা শ্রেণীটাই যদি উচ্ছেদ হয়ে যায় তবে যে পুঁজির পক্ষে সে এক ভারি সাংঘাতিক কথা, মজুরি-শ্রম ছাড়া পুঁজি যে আর পুঁজিই থাকে না!

যা হোক, ধরা যাক, যন্ত্রপাতি সরাসরি যাদের কর্মচ্যুত করে তারা, এবং এই সব কাজের জন্য যে তরুণ পুরুষদের একাংশ উৎসুক হয়ে ছিল তারা, **সকলেই নতুন কাজ পেল।** কেউ কি বিশ্বাস করবে, যে কাজ গেছে তাতে যত বেশি মজুরি মিলত এ কাজেও সে রকম মজুরি দেওয়া হবে? **সেটা অর্থশাস্ত্রের সমস্ত নিয়মের বিরোধী।** আমরা দেখেছি, কি ভাবে আধুনিক যন্ত্রশিল্প সর্বদাই জটিল ও উঁচু ধরনের কাজের বদলে সরল ও নিম্ন ধরনের কাজ চালু করে।

শিল্পের এক শাখা থেকে যন্ত্রপাতির দরুন কর্মচ্যুত একরাশ মজুর তাহলে কি করে অন্য শাখায় আশ্রয় পায়, যদি সে কাজ **আরো নিচু, আরো কম মজুরির** না হয়?

যন্ত্রপাতি উৎপাদনে যে-সব মজুর নিযুক্ত করা হয় তারা নাকি এর ব্যতিক্রম বলে ধরা হয়। বলা হয় যে শিল্পে মেশিনের চাহিদা ও ব্যবহার বেড়ে যাওয়া মাত্র যন্ত্রপাতির সংখ্যা অপরিহার্যভাবে বেড়েই চলবে, সুতরাং যন্ত্রপাতির উৎপাদন বেড়ে যাবে, সেই হেতু বাড়বে যন্ত্রপাতির উৎপাদনে মজুর নিয়োগ; তাছাড়া, শিল্পের এই শাখায় নিযুক্ত মজুররা সুনিপুণ, এমন কি সুশিক্ষিত।

আগে বরং এই উক্তিতে অর্ধেকটা সত্য ছিল, কিন্তু ১৮৪০ সালের পর থেকে কথাটিতে সত্যের লেশও আর নেই, কারণ যন্ত্রপাতি উৎপাদনের শাখাতে হুবহু সুতো কারখানার মতোই ক্রমাগত বহুকর্মক্ষম যন্ত্রাদি প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং মেশিন উৎপাদনে নিযুক্ত মজুরেরা অতি জটিল মেশিনের তুলনায় কেবল অতি সরল একটা মেশিনের ভূমিকাই পালন করতে পারে।

কিন্তু মেশিন প্রবর্তনের দরুন যে লোকটি বরখাস্ত হয়, তার বদলে হয়ত ফ্যাক্টরি **তিনটি** শিশু ও **একজন** নারী নিযুক্ত করে! এই তিনজন শিশু ও একজন নারীর পক্ষে পুরুষের মজুরিই কি যথেষ্ট নয়? বংশ সংরক্ষণ ও সংবর্ধন কল্পে ন্যূনতম মজুরিটাই কি যথেষ্ট নয়? তাহলে বুর্জোয়াদের এই প্রিয় বুলিটি কি প্রমাণ করল? শুধু এই প্রমাণ করল যে **একটি** মজুর পরিবারের জীবিকা সংস্থানের জন্য এখন **চারগুণ** মজুরকে জীবনপাত করতে হচ্ছে।

সংক্ষেপে দাঁড়ায়: **উৎপাদনশীল পুঁজি যতই বেড়ে যায়, শ্রম-বিভাগ এবং যন্ত্রপাতির প্রচলনও তত প্রসার পায়। আবার শ্রম-বিভাগ এবং যন্ত্রপাতির প্রচলন যতই বেড়ে চলে মজুরদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও ততই বাড়ে, মজুরিও তত কমে যায়।**

তাছাড়া, **সমাজের উচ্চতর স্তর** থেকেও শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধি হয়; ক্ষুদে শিল্পপতি এবং ক্ষুদে কুসিদজীবীরাও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে, শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে চাওয়া ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর থাকে না। এইভাবে কর্মপ্রার্থীদের বাড়ানো হাতের অরণ্য ক্রমেই ঘনীভূত হয় আর হাতগুলি কিন্তু হতে থাকে আরও কৃশ।

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্ষুদে শিল্পপতি যে টিকতে পারে না তা স্বতঃস্পষ্ট, কারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রাথমিক শর্তই হচ্ছে ক্রমবর্ধনশীল মাত্রায় উৎপাদন করা অর্থাৎ বড় শিল্পপতি হওয়া, ক্ষুদে নয়।

পুঁজির আয়তন ও সংখ্যা যে পরিমাণে বাড়ে, পুঁজি যত বাড়ে, পুঁজির সুদ সে পরিমাণে কমে যায়; কাজেই ক্ষুদে কুসিদজীবী আর তার সুদের উপর নির্ভর করতে পারে না, শিল্পের মধ্যে তাকে ঢুকে পড়তে হয়, ফলে ক্ষুদে শিল্পপতিদের সংখ্যা বাড়ায় এবং তাতে করে বাড়ায় প্রলেতারিয়েত ভুক্ত হবার প্রার্থীদের সংখ্যা। এই সমস্ত কথা আরও ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলতে হবে না নিশ্চয়ই।

পরিশেষে, উপরে বর্ণিত গতিবিধির চাপে পুঁজিপতিরা যেহেতু বাধ্য হয় পূর্ব থেকে বিদ্যমান বৃহদাকার উৎপাদনের উপায়গুলিকে ক্রমবর্ধনশীল মাত্রায় নিয়োগ করতে এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ক্রেডিটের সমস্ত উৎসকে সক্রিয় করে তুলতে — তাই সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় শিল্পজগতের ভূমিকম্প, যখন বাণিজ্য জগৎ তার কতকাংশ ধন ও উৎপন্ন দ্রব্য, এমন কি কিছুটা উৎপাদন-শক্তি পর্যন্ত পাতালপুরীর দেবতাদের কাছে উৎসর্গ করেই কেবল নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় — এক কথায় **সংকট** বৃদ্ধি পায়। ঘন ঘন তারা দেখা দেয় এবং ক্রমেই তীব্রতর হয়ে ওঠে, অন্য কথা ছেড়ে দিলেও অন্তত এই কারণে যে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ও সেই হেতু প্রসারিত বাজারের চাহিদা যত বাড়ে বিশ্ব বাজার ততই সংকুচিত হতে থাকে, শোষণযোগ্য নতুন বাজারের সংখ্যা ক্রমাগত কমে আসে, কারণ আগের প্রতিটি সংকটেই বিশ্ব বাণিজ্যের দখলে এসেছে নতুন নতুন অথবা তখনো পর্যন্ত যথাসাধ্য শোষণ না করা বাজার। কিন্তু পুঁজি শুধু শ্রমের ঘাড় ভেঙে **বাঁচে** না। অভিজাত বর্বর দাসমালিকের মতো সে কবরে ঢোকার সময় নিজের দাসদের শবদেহগুলোকে, সংকটে ধ্বংসপ্রাপ্ত শ্রমিকদের পুরো অষ্টোত্তরশত বলিদান সঙ্গে টেনে নিয়ে চলে। তাই দেখা যাচ্ছে: **পুঁজি দ্রুত বেড়ে চললে মজুরদের প্রতিযোগিতা বেড়ে যায় আরো অতুলনীয় দ্রুতগতিতে, অর্থাৎ পুঁজি যত দ্রুত বেড়ে যায় শ্রমিক শ্রেণীর উপার্জনের উৎস, জীবনধারণের উপকরণও তত বেশী কমে যেতে থাকে; তবুও মজুরি-শ্রমের পক্ষে সব চাইতে অনুকূল অবস্থা হল পুঁজির দ্রুত বৃদ্ধি।**

১৮৪৭ সালের ১৪ই থেকে ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে প্রদত্ত কার্ল মার্কসের বক্তৃতাবলী।
'Neue Rheinische Zeitung' পত্রিকার ১৮৪৯ সালের এপ্রিল মাসের ৫-৮ ও ১১ তারিখের সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত।
বার্লিনে ১৮৯১ সালে এঙ্গেলসের সম্পাদনায় এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের ভূমিকা সম্বলিত হয়ে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

কমিউনিস্ট লীগের কাছে কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি

লীগের প্রতি কেন্দ্রীয় কমিটি

ভ্রাতৃগণ! ১৮৪৮-৪৯-এর বৈপ্লবিক বৎসর দুটিতে লীগ দুভাবে তার সার্থকতা সপ্রমাণ করেছে: প্রথমত, লীগের সভ্যরা সতেজে সর্বত্র আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছেন, তাঁরা সংবাদপত্রে, ব্যারিকেডে ও সমরাঙ্গনে — সুনিশ্চিতভাবে বিপ্লবী একমাত্র যে শ্রেণী, সেই প্রলেতারিয়েতের সম্মুখ সারিতে স্থান গ্রহণ করেছেন। লীগের আরো সার্থকতা প্রমাণিত হল এই জন্য যে, আন্দোলন সম্পর্কে লীগের যে ধারণা কংগ্রেসসমূহের ও ১৮৪৭ সালের কেন্দ্রীয় কমিটির সার্কুলারগুলিতে এবং **কমিউনিস্ট ইশতেহারে**ও বিঘোষিত হয়েছে তা-ই একমাত্র সঠিক ধারণা বলে দেখা গেল; এই সব দলিলে অভিব্যক্ত প্রত্যাশাগুলি পুরোপুরি পূর্ণ হয়ে উঠল, আজকের দিনের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে যে ধারণা ইতিপূর্বে লীগ কর্তৃক শুধু গোপনেই প্রচার করা হত তা এখন সকলের মুখে মুখে উচ্চারিত এবং প্রকাশ্যভাবে হাটে বাজারেও প্রচারিত। সেই সঙ্গে আবার লীগের পূর্বতন দৃঢ় সংগঠন বহুল পরিমাণে শিথিল হয়ে গেছে। যেসব সভ্য বৈপ্লবিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের একটা বৃহৎ অংশের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, গুপ্ত সমিতির দিন চলে গেছে এবং শুধুমাত্র প্রকাশ্য কর্মপরতাই এখন যথেষ্ট। পৃথক পৃথক চক্র এবং গোষ্ঠীগুলি কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক শিথিল ও ক্রমশ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়তে দিয়েছে। ফলে, পেটি বুর্জোয়াদের পার্টি — গণতান্ত্রিক পার্টি যখন জার্মানিতে নিজেকে আরো সংগঠিত করে তুলেছে, তখন শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি হারিয়ে বসেছে তার একমাত্র দৃঢ় পদাবস্থানটি, খুব বেশী হলে পৃথক পৃথক অঞ্চলে আঞ্চলিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংগঠিত থেকেছে মাত্র, এবং এইভাবে সাধারণ আন্দোলনের ক্ষেত্রে হয়ে পড়েছে সম্পূর্ণত পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের প্রভাবাধীন এবং নেতৃত্বাধীন। এই অবস্থার অবসান ঘটাতেই

হবে, শ্রমিকদের স্বাতন্ত্র্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতেই হবে। কেন্দ্রীয় কমিটি এই প্রয়োজন উপলব্ধি করেছে এবং সেই কারণে ১৮৪৮-৪৯-এর শীতকালেই ইয়োজেফ মলকে দূতরূপে জার্মানিতে পাঠানো হয় লীগের পুনর্গঠনের জন্য। মল-এর দৌত্যে অবশ্য কোনো স্থায়ী ফল হয়নি, অংশত তার কারণ জার্মান শ্রমিকেরা তখন পর্যন্ত পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেনি, এবং অংশত, বিগত মে মাসের অভ্যুত্থানের ফলে কাজ ব্যাহত হয়। মল নিজেই অস্ত্রধারণ করে বাদেন-পালাতিনাত সেনাদলে যোগ দেন এবং মুর্গ্-এর সংঘর্ষে ১৯শে জুলাই প্রাণ হারান।* তাঁর মৃত্যুতে লীগ তার প্রাচীনতম, সর্বাধিক কর্মপর, সর্বাধিক বিশ্বাসযোগ্য কর্মীদের একজনকে হারাল, হারাল এমন কর্মীকে যিনি সকল কংগ্রেস এবং কেন্দ্রীয় কমিটিতে সক্রিয় ছিলেন এবং এর আগেও পরপর কয়েকটি দৌত্য বিপুল সাফল্যের সহিত পালন করেছিলেন। ১৮৪৯-এর জুলাই-এ জার্মানি এবং ফ্রান্সে বিপ্লবী পার্টিগুলির পরাজয়ের পর কেন্দ্রীয় কমিটির প্রায় সকল সদস্যই আবার একত্র হন লণ্ডনে এবং নূতন বিপ্লবী শক্তি দিয়ে তাঁদের সংখ্যা পূরণ করে নূতন উদ্যমে লীগের পুনর্গঠনে প্রবৃত্ত হন।

পুনর্গঠনের কাজ শুধুমাত্র কোনো দূত (emissary) দ্বারাই চালিত হতে পারে। কেন্দ্রীয় কমিটি তাই মনে করে যে যখন একটি নূতন বিপ্লব আসন্ন, যখন সেই কারণেই শ্রমিকদের পার্টিকে সর্বাধিক সংগঠিতভাবে, সর্বাধিক ঐকমত নিয়ে এবং যথাসম্ভব স্বাধীনভাবে কাজ করতে হবে যাতে তাকে আবার ১৮৪৮-এর মতো বুর্জোয়াদের কার্যসিদ্ধির ব্যাপারে ব্যবহৃত হতে এবং তার লেজুড়ে পরিণত হতে না হয় -- ঠিক এই মুহূর্তেই প্রতিনিধির রওনা হওয়া চূড়ান্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ভ্রাতৃগণ! পূর্বে, ১৮৪৮ সালেই আমরা আপনাদের বলেছিলাম যে, জার্মান উদারপন্থী বুর্জোয়ারা শীঘ্রই ক্ষমতা হাতে পাবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাদের সেই নূতন অর্জিত ক্ষমতাকে প্রয়োগ করবে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে। আপনারা দেখেছেন একথা কত সত্য হয়েছে। বস্তুত ১৮৪৮-এর মার্চ আন্দোলনের ঠিক পরেই বুর্জোয়ারাই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে ও সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাদের সংগ্রাম-সাথী শ্রমিকদের পূর্বতন নির্যাতিত অবস্থায় ঠেলে দেওয়ার জন্য। যদিও মার্চে যে সামন্ত পার্টিকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল তাদের সঙ্গেই আবার মিলিত না হয়ে, এমন কি শেষ পর্যন্ত সেই স্বৈরপন্থী সামন্ত পার্টিরই হাতে আবার ক্ষমতা সমর্পণ না করে বুর্জোয়ারা এ কাজ করতে পারেনি, তবু তারা নিজেদের জন্য এমন বন্দোবস্ত করে নিয়েছে যার ফলে, শেষ পর্যন্ত, সরকারের আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য তাদের হাতেই ক্ষমতা এসে পড়বে, তাদের সকল স্বার্থই সংরক্ষিত হবে, যদি এখন ইতিমধ্যে বিপ্লবী আন্দোলন

* ১৮৮৫ সালের সংস্করণে ভুল তারিখ দেওয়া হয়; এটি হবে ২৯শে জুলাই। — সম্পাঃ

একটা তথাকথিত শান্তিপূর্ণ বিকাশের রূপ গ্রহণ করতে পারে। নিজেদের শাসনকে নিরাপদ করার জন্য জনগণের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা নিজেদের ঘৃণিত করে তোলার দরকারও বুর্জোয়াদের হবে না, কারণ সে ধরনের বলপ্রয়োগ-ব্যবস্থা সবই সামন্ত প্রতিবিপ্লব আগেই গ্রহণ করেছে। অবশ্য ঘটনাবলীর বিকাশ ঠিক এই শান্তিপূর্ণ পথ ধরে চলবে না। বরং, সে বিকাশকে ত্বরান্বিত করবে যে 'বিপ্লব তা প্রত্যাসন্ন, তা সে ফরাসী প্রলেতারিয়েতের কোনো স্বাধীন অভ্যুত্থানের দ্বারাই উদ্দীপিত হোক বা বিপ্লবী বাবিলনের* বিরুদ্ধে পবিত্র মিতালীর আক্রমণের মধ্যে দিয়েই আসুক।

এবং এই ভূমিকা, জনগণের বিরুদ্ধে অতি বিশ্বাসঘাতকতার এই যে ভূমিকা জার্মান উদারপন্থী বুর্জোয়ারা গ্রহণ করেছিল ১৮৪৮-এ, আসন্ন বিপ্লবে তাই গ্রহণ করবে গণতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়ারা; ১৮৪৮-এর পূর্বে উদারপন্থী বুর্জোয়ারা যে স্থান অধিকার করেছিল, বিরোধীদের মধ্যে সেই একই স্থান আজ অধিকার করে আছে গণতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়ারা। এই পার্টি, এই গণতন্ত্রী পার্টি পূর্বতন উদারপন্থীদের তুলনায় শ্রমিকদের কাছে অনেক বেশী বিপজ্জনক এবং এর মধ্যে রয়েছে তিনটি উপাদান: ১। বৃহৎ বুর্জোয়াদের সর্বাধিক অগ্রসর অংশ, যারা অবিলম্বে সামন্ততন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্রকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করার লক্ষ্য অনুসরণ করে। এই অংশটির প্রতিনিধিত্ব করছে এককালের বার্লিন আপোষকারীরা, কর-প্রতিরোধকারীরা (tax-resisters)। ২। গণতন্ত্রী সংবিধানপন্থী পেটি বুর্জোয়ারা; এদের পূর্বতন আন্দোলনে প্রধান লক্ষ্য ছিল অল্পবিস্তর গণতান্ত্রিক ফেডারাল রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা, যা লাভের জন্য চেষ্টা হয়েছিল এদের প্রতিনিধি ফ্রাংকফুর্ত অ্যাসেম্বলির বামপন্থীদের দ্বারা, পরে স্তুতগার্ত পার্লামেন্টের মধ্যে, আর রাইখ সংবিধানের জন্য অভিযানে এদের নিজেদের দ্বারাই। ৩। প্রজাতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়ারা, এদের আদর্শ সুইজারল্যান্ডের ধরনের একটি জার্মান ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্র; তারা এখন নিজেদের লাল ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক বলে আখ্যা দেয়, কেননা তারা ছোট পুঁজির উপর থেকে বৃহৎ পুঁজির এবং ছোট বুর্জোয়াদের উপর থেকে বৃহৎ বুর্জোয়াদের চাপের বিলোপ সাধনের সাধু ইচ্ছা পোষণ করে। এই উপদলের প্রতিনিধিরাই হল গণতন্ত্রী কংগ্রেস এবং কমিটিসমূহের সভ্য, গণতান্ত্রিক সমিতিগুলির নেতা এবং 'গণতন্ত্রী সংবাদপত্রসমূহের সম্পাদক।

এখন নিজেদের পরাজয়ের পরে এইসব অংশই নিজেদের প্রজাতন্ত্রী বা লাল নামে অভিহিত করছে, ঠিক যেমন ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়ারা এখন নিজেদের

* বিপ্লবী বাবিলন: প্যারিস সহরের কথা বলা হচ্ছে, আঠারো শতকের শেষের ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় থেকেই প্যারিস বিপ্লবের লীলাভূমি বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে। — সম্পাঃ

সমাজতন্ত্রী বলে। ভ্যুর্তেমবের্গ, বাভেরিয়া প্রভৃতি যে সকল অঞ্চলে এরা এখনো সংবিধানসম্মত পন্থায় নিজেদের লক্ষ্য অনুসরণ করার সুবিধা পাচ্ছে সেখানে এরা এই সুযোগে এদের পুরানো বুলি বজায় রাখছে ও তারা যে কিছুমাত্র পরিবর্তিত হয়নি একথা কাজে প্রমাণ করছে। উপরন্তু এ কথাও পরিষ্কার যে তাদের পরিবর্তিত নাম শ্রমিকদের প্রতি তাদের মনোভাবের তিলমাত্র অদলবদল সূচিত করে না, শুধুমাত্র এইটুকুই প্রমাণ করে যে, বুর্জোয়ারা স্বৈরতন্ত্রীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়াতে এরা এখন তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এবং শ্রমিক শ্রেণীর সমর্থন সন্ধান করতে বাধ্য হয়েছে।

জার্মানিতে পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রী পার্টি খুবই শক্তিশালী। এই পার্টির মধ্যে শুধু যে শহরগুলির বুর্জোয়া অধিবাসীদের অধিকাংশ, শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষুদে মানুষেরা এবং গিল্ড-কর্তারাই রয়েছে তা নয়; এদের সমর্থকদের মধ্যে কৃষকদেরও এবং যে গ্রামীণ প্রলেতারিয়েত আজো শহরের স্বাধীন প্রলেতারিয়েতের সমর্থন পায়নি তাদেরও এরা গণনা করে থাকে।

পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের সঙ্গে বিপ্লবী শ্রমিক পার্টির সম্পর্ক হল এই : যে উপদলকে এ পার্টি উচ্ছেদ করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে এদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়েই পার্টি অভিযান করে, কিন্তু যে সব কাজের দ্বারা এরা নিজেদের স্বার্থে নিজেদের অবস্থান সংহত করার চেষ্টা করে, পার্টি বিরোধিতা করে এদের সেই সব কাজের।

বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের জন্য সমগ্র সমাজকে আমূল পরিবর্তনের বাসনা দূরের কথা, গণতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়ারা সমাজ পরিস্থিতিতে সেইটুকু পরিবর্তনের জন্যই সচেষ্ট যাতে বর্তমান সমাজব্যবস্থাটাই তাদের পক্ষে যথাসম্ভব সহনীয় ও আরামপ্রদ হতে পারে। তাই তারা সর্বোপরি দাবি করে আমলাতন্ত্রের ছাঁটাই করে এবং বৃহৎ ভূস্বামী ও বুর্জোয়াদের উপর প্রধান প্রধান করগুলির ভার চাপিয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের সঙ্কোচসাধন। এ ছাড়াও তারা দাবি করে সরকারী ঋণদান-সংস্থার মাধ্যমে এবং সুদখোরীর বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের দ্বারা স্বল্প পুঁজির উপর বৃহৎ পুঁজির চাপের বিলোপ; এর ফলে পুঁজিপতিদের পরিবর্তে স্বয়ং রাষ্ট্রের কাছ থেকে সুবিধাজনক শর্তে নিজেদের এবং কৃষকদের জন্য দাদন পাওয়া সম্ভব হবে; তারা সামন্ততন্ত্রের পূর্ণ বিলুপ্তি মারফত গ্রামাঞ্চলে বুর্জোয়া সম্পত্তি-সম্পর্কের প্রবর্তনও দাবি করে থাকে। এগুলি সম্পাদনের জন্য যেখানে তাদের নিজেদের এবং তাদের মিত্র কৃষকদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা থাকবে এমন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো তাদের প্রয়োজন — তা সে নিয়মতন্ত্রী হোক বা প্রজাতন্ত্রী হোক; এমন একটি গণতান্ত্রিক স্থানীয় কাঠামোও তাদের দরকার যাতে সমষ্টিগত সম্পত্তিগুলির উপর এবং আমলারা এখন যে সব কর্ম সম্পাদনের অধিকারী সেগুলির একাংশের উপর তাদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপরন্তু, অংশত উত্তরাধিকারের স্বত্বকে খর্ব করে এবং অংশত যতগুলি সম্ভব কাজকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে পুঁজির আধিপত্য এবং দ্রুত বৃদ্ধি প্রতিহত করতে হবে। আর শ্রমিকদের ব্যাপারে, তারা যে পূর্বের মতোই মজুরি-শ্রমিক থাকবে সর্বোপির একথাটা সুনিশ্চিত। গণতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়ারা শ্রমিকদের জন্য কেবল চায় বেশী মজুরি ও আরো নিরাপদ জীবন; অংশত রাষ্ট্রের অধীনে কাজের ব্যবস্থা দিয়ে ও দাতব্য ব্যবস্থার মাধ্যমে তা অর্জন করার আশা পোষণ করে তারা। সংক্ষেপে, এরা কমবেশী গোপন ভিক্ষা দিয়ে শ্রমিকদের বশীভূত করার এবং সাময়িকভাবে তাদের অবস্থা সহনীয় করে তুলে তাদের বৈপ্লবিক শক্তিকে ভেঙে দেবার আশা করে। পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের সংক্ষেপে বর্ণিত এই দাবিগুলি সব কয়টি উপদল কর্তৃক একই সময়ে উত্থাপিত হয় না, এদের খুব অল্পসংখ্যক সদস্যই এই দাবিগুলিকে সমগ্রভাবে তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য বলে মনে করে। এদের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষ বা উপদলগুলি যতই এগিয়ে যাবে, ততই তারা এই দাবিগুলির বেশীর ভাগটা নিজস্ব দাবিরূপে গ্রহণ করতে থাকবে; এবং যে অল্পসংখ্যক লোক উল্লিখিত দাবিগুলিকে নিজেদের কর্মসূচী বলেই মনে করে তাদের হয়তো বিশ্বাস যে বিপ্লবের কাছে সর্বাধিক যা প্রত্যাশা করা চলে তার সব কিছুই এর মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু প্রলেতারিয়েতের পার্টির কাছে এই সব দাবি কোনক্রমেই পর্যাপ্ত নয়। যেখানে গণতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়ারা চায় যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ও সেই সঙ্গে বড়ো জোর উপরোক্ত দাবিগুলির অর্জন, সেখানে আমাদের স্বার্থ এবং আমাদের কর্তব্য হল বিপ্লবকে নিরন্তর রাখা, — যতদিন না কমবেশী সকল সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলি তাদের আধিপত্যের আসন থেকে অপসারিত হচ্ছে; যতদিন না প্রলেতারিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করছে এবং শুধু একটি দেশে নয়, পৃথিবীর সব কয়টি প্রধান দেশে প্রলেতারীয় সংঘ এতটা এগিয়ে যাচ্ছে যে এই সব দেশের প্রলেতারীয়দের মধ্যে প্রতিযোগিতার অবসান ঘটবে আর অন্তত প্রধানতম উৎপাদন-শক্তিসমূহ প্রলেতারীয়দের হাতে কেন্দ্রীভূত হবে। আমাদের পক্ষে প্রশ্নটা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অদলবদল নয় — ব্যক্তিগত সম্পত্তিরই ধ্বংস, শ্রেণীবিরোধকে মোলায়েম করা নয় — শ্রেণীসমূহেরই বিলোপ, বর্তমান সমাজের উন্নতিসাধন নয় — নূতন সমাজের প্রতিষ্ঠা। বিপ্লবের পরবর্তী ক্রমবিকাশের মধ্যে জার্মানিতে পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্র যে কিছু কালের জন্য প্রাধান্য লাভ করবে সে বিষয়ে সন্দেহ করার কিছু নেই। সুতরাং প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, এদের সম্পর্কে শ্রমিক শ্রেণীর বিশেষ করে লীগের মনোভাব কী হবে:

১। বর্তমান যে অবস্থায় পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরাও নিপীড়িত হচ্ছে সেই অবস্থা চলতে থাকার সময়;

২। পরবর্তী যে বিপ্লবী সংগ্রামে তারা প্রধান হয়ে উঠবে সেই সময়;

৩। সে সংগ্রামের পর পর্যুদস্ত শ্রেণীগুলির উপর এবং প্রলেতারিয়েতের উপর এদের আধিপত্যের সময়ে।

১। বর্তমানে, যখন গণতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়ারা সর্বত্র নিপীড়িত, তখন তারা সাধারণভাবে প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে ঐক্যের এবং আপোষের কথা প্রচার করে, তারা প্রলেতারিয়েতের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় এবং গণতন্ত্রী পার্টির ভিতরকার সব রকমের মতের স্থান হতে পারে এমন একটি বৃহৎ বিরোধী পার্টি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, অর্থাৎ, শ্রমিকদের তারা এমন একটি পার্টি সংগঠনের মধ্যে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করে যেখানে সাধারণ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির বুলির প্রাধান্য আর তার আড়ালে লুকানো থাকে তাদের বিশেষ স্বার্থসমূহ, যেখানে পরম আদরের শান্তির খাতিরে প্রলেতারিয়েতের বিশেষ দাবিগুলি হাজির না করাই ভালো। এই ধরনের মিলন কেবল তাদেরই কাছে সুবিধাজনক আর প্রলেতারিয়েতের কাছে পুরোপুরিই অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে শ্রমিক শ্রেণী তার সমস্ত স্বাধীন ও কষ্টার্জিত অবস্থান হারাবে এবং পুনরায় সরকারী বুর্জোয়া ডেমোক্রাসির লেজুড়ে পরিণত হবার পর্যায়ে নেমে যাবে। অতএব, এ মিলনকে অবশ্যই চূড়ান্তভাবে বাতিল করা প্রয়োজন। বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের সমস্বরে স্তবগানের জন্য আনত হবার পরিবর্তে শ্রমিক শ্রেণীকে, এবং সর্বোপরি লীগকে, সরকারী গণতন্ত্রীদের পাশাপাশি শ্রমিক পার্টির একটি স্বাধীন, গোপন ও প্রকাশ্য সংগঠন গড়ার জন্য অবশ্যই আত্মনিয়োগ করতে হবে; তাদের প্রতিটি শাখাকে শ্রমিক সমিতিসমূহের কেন্দ্রস্থল এবং কোষবিন্দুতে পরিণত করতে হবে যেখানে প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্বার্থ নিয়ে আলোচনা করা হবে বুর্জোয়া প্রভাব থেকে স্বাধীনভাবে। সমান শক্তি ও সমান অধিকার নিয়ে প্রলেতারীয়রা তাদের পাশাপাশি দাঁড়াবে এমন মৈত্রী গড়ার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করা থেকে বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা যে কতদূরে, দৃষ্টান্তস্বরূপ তা দেখা যাবে ব্রেস্‌লাউ-এর গণতন্ত্রীদের ক্ষেত্রে, যারা তাদের মুখপত্র *Neue Oder-Zeitung* পত্রিকায়* স্বাধীনভাবে সংগঠিত শ্রমিকদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছে সক্রোধে, এদের তারা বলে সমাজবাদী। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ ঐক্য মিলন প্রয়োজন হয় না। তেমন কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে যখনই প্রত্যক্ষভাবে লড়াই করতে হয় তখনই দুই পার্টির স্বার্থ সেই সময়টুকুর জন্য মিলে যায়। অল্পকালের এই সম্পর্ক অতীতের মতনই ভবিষ্যতেও আপনা থেকে গড়ে উঠবে। পূর্বতন সকল সংগ্রামের মতো আসন্ন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামেও প্রধানত শ্রমিকদেরই যে সাহস, দৃঢ়সংকল্প ও আত্মত্যাগের দ্বারা বিজয় অর্জন করতে হবে — একথা স্বয়ংসিদ্ধ। অতীতের মতো এই সংগ্রামেও

* *Neue Oder-Zeitung* নতুন ওদার গেজেট: ১৮৪৯-৫৫ খৃষ্টাব্দে ব্রেস্‌লাউ-এ প্রত্যহ প্রকাশিত হত।

পেটি বুর্জোয়া জনসমষ্টি যতদিন সম্ভব দ্বিধাগ্রস্ত, অস্থিরমতি ও নিষ্ক্রিয় থাকবে এবং তারপর লড়াই নিষ্পত্তি হওয়ামাত্রই অর্জিত জয়কে আত্মসাৎ করবে আর শান্তিরক্ষার জন্য ও কাজে ফিরে যাওয়ার জন্য আহ্বান করবে শ্রমিকদের, তথাকথিত আধিক্য নিবারণের ব্যবস্থা করবে এবং অর্জিত জয়ের ফল লাভ করার ব্যাপারে প্রলেতারিয়েতের পথরোধ করে দাঁড়াবে। এ কাজ থেকে পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের নিরস্ত করা শ্রমিকদের সামর্থ্যাধীন নয়, কিন্তু সশস্ত্র প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে প্রাধান্যলাভ এদের পক্ষে কঠিন করে তোলা এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের শাসনের মধ্যে তার প্রারম্ভ থেকেই যাতে পতনের বীজ নিহিত থাকে ও পরে প্রলেতারিয়েতের শাসন মারফৎ তাদের বহিষ্কারের পথ যাতে প্রভূত পরিমাণে সুগম হয়ে পড়ে এমন শর্ত তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া শ্রমিক শ্রেণীর আয়ত্তের মধ্যে। সর্বোপরি, সংঘর্ষের সময় এবং সংগ্রামের অব্যবহিত পরে, আদৌ যতটা সম্ভব, ঝড় শান্ত করার বুর্জোয়া প্রচেষ্টাকে শ্রমিকদের প্রতিহত করতে হবে এবং গণতন্ত্রীদের বাধ্য করতে হবে বর্তমান সন্ত্রাসবাদী বচনগুলিকে কার্যকরী করে তুলতে। শ্রমিক শ্রেণীর কাজকর্ম এমন লক্ষ্যে চালাতে হবে, যাতে বিজয়লাভের অব্যবহিত পরে প্রত্যক্ষ বিপ্লবী উত্তেজনা পুনরায় অবদমিত না হয়ে পড়ে। উল্টে, যথা সম্ভব দীর্ঘকাল এ উত্তেজনা উজ্জীবিত রাখতে হবে। তথাকথিত আধিক্যের, ঘৃণিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বা জঘন্য স্মৃতিবিজড়িত সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির উপর জনগণের প্রতিহিংসার এই সব ঘটনার বিরোধিতা করা তো দূরের কথা, তাকে শুধু সহ্য করা নয় তার নেতৃত্ব দেওয়ার কাজও হাতে তুলে নিতে হবে। সংগ্রামের সময়ে এবং সংগ্রামের পরেও প্রতিটি সুযোগে বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের দাবির পাশাপাশি তুলে ধরতে হবে শ্রমিকদের নিজস্ব দাবিগুলিকে। গণতন্ত্রী বুর্জোয়ারা শাসন গ্রহণ শুরু করামাত্র নিশ্চিতির দাবি করতে হবে মজুরদের জন্য। দরকার হলে বলপ্রয়োগেই এই সব নিশ্চিতি আদায় করতে হবে এবং সাধারণভাবে দেখতে হবে যাতে নূতন শাসকরা সম্ভাব্য সকল সুবিধা এবং প্রতিশ্রুতি দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়, এই হচ্ছে তাদের বেকায়দায় ফেলার নিশ্চিততম পথ। প্রতিটি জয়যুক্ত রাস্তার লড়াই-এর পর যে বিজয়োন্মাদনা দেখা দেয় এবং নূতন ব্যবস্থার প্রতি যে উৎসাহের সঞ্চার হয়, তাকে সর্বপ্রকারে যতদূর সম্ভব সংযত রাখতে হবে পরিস্থিতির শান্ত ও নিরাসক্ত মূল্যায়নের মাধ্যমে এবং নূতন সরকারের প্রতি প্রকাশ্য অবিশ্বাস দেখিয়ে। নবগঠিত সবকারী শাসনসংস্থাগুলির *পাশাপাশি যুগপৎ তাদের নিজস্ব বিপ্লবী শ্রমিক শাসনসংস্থাসমূহ গঠন করতে হবে* — হয় পৌর কমিটি ও পৌর পরিষদের আকারে, না হয় শ্রমিক ক্লাব বা শ্রমিক কমিটির আকারে, যাতে বুর্জোয়া গণতন্ত্রী শাসনসংস্থাগুলি অবিলম্বেই শুধু শ্রমিকদের সমর্থন হারায় তা নয়, শুরু থেকেই যেন তারা দেখে যে সমগ্র শ্রমিক জনগণ কর্তৃক সমর্থিত

এক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধান ও বিপদের তারা সম্মুখীন। এক কথায়, বিজয়লাভের প্রথম মুহূর্তটি থেকে, পরাজিত প্রতিক্রিয়া-পার্টির বিরুদ্ধে আর নয়, শ্রমিক শ্রেণীর পূর্বতন সহযোগীদের বিরুদ্ধে, যে পার্টিটি সাধারণ জয়লাভের ফল একাই আত্মসাৎ করতে চায় তার বিরুদ্ধেই অবিশ্বাস চালিত করা প্রয়োজন।

২। কিন্তু বিজয়লাভের প্রথম মুহূর্ত থেকে শ্রমিকদের প্রতি এই যে পার্টিটির বিশ্বাসঘাতকতা শুরু হবে, সতেজে ও ত্রাস জাগানোর মতো করে তার বিরোধিতা করতে হলে শ্রমিকদের সশস্ত্র এবং সংগঠিত হতে হবে। রাইফেল, বন্দুক, কামান এবং গোলাবারুদ দিয়ে সমগ্র প্রলেতারিয়েতকে অস্ত্রসজ্জিত করার কাজ করতে হবে অবিলম্বে এবং শ্রমিকদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত পুরনো নাগরিক রক্ষীদলের পুনরুজ্জীবন প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। শেষোক্ত ব্যবস্থাটি যেখানে সম্ভব নয় সেখানে অবশ্যই শ্রমিকদের নিজেদের স্বাধীনভাবে প্রলেতারীয় রক্ষিবাহিনীরূপে সংগঠিত হবার চেষ্টা করতে হবে, এই বাহিনীর অধিনায়কদের তারা নিজেরা নির্বাচিত করবে, তাদেব নিজেদের পছন্দমতোই এর সেনাপতিমণ্ডলী গঠিত হবে, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধীনে নয়, শ্রমিকদেরই সৃষ্ট বিপ্লবী পৌর পরিষদগুলির অধীনে তারা থাকবে। রাষ্ট্রের ব্যয়ে যেখানে শ্রমিকরা নিযুক্ত, সেখানে শ্রমিকদের দেখতে হবে যাতে তারা সশস্ত্র ও সংগঠিত হয় নিজেদের বাছাই করা অধিনায়কদের পরিচালনাধীনে স্বতন্ত্র বাহিনীতে অথবা প্রলেতারীয় রক্ষিবাহিনীব অংশরূপে। কোনো অছিলা-অজুহাতেই অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সমর্পণ করা চলবে না এবং নিবস্ত্রীকরণের যে কোনো প্রচেষ্টাকেই ব্যর্থ করে দিতে হবে — প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগে। শ্রমিকদের উপর বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের প্রভাব ধ্বংস, অবিলম্বে শ্রমিকদের স্বাধীন ও সশস্ত্র সংগঠন, এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের অপরিহার্য ক্ষণস্থায়ী শাসনের উপর যতদূর সম্ভব কঠোর ও বিপন্নকারী শর্ত আরোপ — এই প্রধান কয়েকটি কথা আসন্ন অভ্যুত্থানের সময় এবং তারপরে প্রলেতারিয়েত তথা লীগকে খেয়াল রাখতে হবে।

৩। নূতন শাসন সংস্থাগুলি নিজেদের প্রতিষ্ঠা কিছুটা সংহত করামাত্র সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হবে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে এদের সংগ্রাম। সে অবস্থায় সতেজে গণতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়াদের প্রতিরোধে সমর্থ হতে হলে ক্লাবসমূহে শ্রমিকদের স্বাধীনভাবে সংগঠিত এবং কেন্দ্রীভূত হওয়াই সর্বোপরি প্রয়োজন। বর্তমান শাসনসংস্থাগুলি উচ্ছেদ হবার পর, যথাসত্বর সম্ভব কেন্দ্রীয় কমিটি জার্মানিতে চলে যাবে, অবিলম্বে কংগ্রেস আহ্বান করবে এবং এই কংগ্রেসে পেশ করবে আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের অধীনে শ্রমিকদের ক্লাবগুলিকে কেন্দ্রীভূত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাবগুলি। শ্রমিকদের পার্টির শক্তিবৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির অন্যতম হবে শ্রমিকদের ক্লাবদের মধ্যে কমপক্ষে প্রদেশগত সংযোগের দ্রুত সংগঠন; বর্তমান

শাসনসংস্থাসমূহের উচ্ছেদের অব্যবহিত পরিণতি হবে একটি জাতীয় প্রতিনিধি সভার নির্বাচন। এক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েতকে দেখতে হবে:

(এক) — স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সরকারী কর্তাদের কোনো অছিলায়, অথবা তাদের কোনো কূটকৌশলে শ্রমিকদের কোনো অংশকেই যেন বাদ না দেওয়া হয়।

(দুই) — যেন সর্বত্র বুর্জোয়া গণতন্ত্রী নির্বাচনপ্রার্থীর পাশাপাশি শ্রমিকদের নির্বাচনপ্রার্থী দাঁড় করানো হয়; যেন এই সব প্রার্থী যথাসম্ভব লীগেরই সভ্য হয়; এবং যেন সকল সম্ভাব্য উপায়ে তাদের নির্বাচনকর্মে সহায়তা করা হয়। এমন কি যেখানে নির্বাচিত হওয়ার মতো কোনো সম্ভাবনাই নেই সেখানেও নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য, নিজেদের শক্তির পরিমাপ করার জন্য, এবং জনসাধারণের কাছে নিজেদের বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি ও পার্টির বক্তব্য উপস্থাপিত করার জন্য শ্রমিকদের নিজস্ব প্রার্থী দাঁড় করাতে হবে। এ কাজের ফলে গণতন্ত্রী দলে বিভেদ আসবে·এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের জয়লাভের সুযোগ হবে — গণতন্ত্রীদের এই ধরনের যুক্তির দ্বারা শ্রমিকরা যেন এ বিষয়ে কিছুতেই নিজেদের পথভ্রষ্ট হতে না দেয়। এ সব বুলির চরম উদ্দেশ্য হল প্রলেতারিয়েতকে প্রতারিত করা। প্রতিনিধি-সভায় সামান্য কয়জন প্রতিক্রিয়াশীলের উপস্থিতির ফলে যে অসুবিধা হওয়া সম্ভব তার চেয়ে এই ধরনের স্বাধীন কাজের ভিতর শ্রমিক পার্টির যে অগ্রগতি ঘটতে বাধ্য তা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। শুরু থেকেই প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে গণতন্ত্র যদি দৃঢ়চিত্তে ও সন্ত্রাস চালিয়ে এগিয়ে আসে, তবে নির্বাচনে প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রভাব পূর্বাহ্নেই বিনষ্ট হবে।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা সর্বপ্রথম যে বিষয় নিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধাবে তা হল সামন্ততন্ত্রের বিলোপসাধন। প্রথম ফরাসী বিপ্লবের মতোই পেটি বুর্জোয়ারা সামন্তপ্রভুদের জমি কৃষকদের হাতে তুলে দেবে মুক্ত সম্পত্তি হিসাবে, অর্থাৎ, গ্রামীণ মজুরদের তারা জিইয়ে রেখে একটা পেটি বুর্জোয়া কৃষকশ্রেণী সৃষ্টি করতে চাইবে যারা আবর্তিত হবে ঋণ ও দারিদ্র্যের সেই চক্রে, যার মধ্য দিয়ে ফরাসী কৃষক আজও চলছে।

গ্রাম্য প্রলেতারিয়েতের স্বার্থে এবং নিজেদের স্বার্থে শ্রমিক শ্রেণীর এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধতা করা প্রয়োজন। তাদের দাবি তুলতে হবে যে, বাজেয়াপ্ত সামন্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসাবে থাকুক, এই সম্পত্তি পরিণত করা হোক শ্রমিকদের উপনিবেশে, বৃহদায়তন কৃষির সকল সুবিধাসহ সম্মিলিত গ্রাম্য প্রলেতারিয়েত দিয়ে এখানে কৃষিকর্ম চলুক; এরই ভিতর দিয়ে টলায়মান বুর্জোয়া সম্পত্তি সম্পর্কের মাঝখানে সাধারণ সম্পত্তির নীতি অবিলম্বে একটা দৃঢ় ভিত্তি পেয়ে যাবে। গণতন্ত্রীরা যেমন কৃষকদের সঙ্গে জোট বাঁধে, শ্রমিকদেরও তেমনি মিলতে হবে গ্রামীণ প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে। উপরন্তু, গণতন্ত্রীরা সরাসরি একটি ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রের জন্য চেষ্টা করবে, আর

যদি বা তারা একটি একক ও অবিভাজ্য প্রজাতন্ত্র এড়াতে না পারে তাহলে তারা অন্ততপক্ষে কমিউনিটিসমূহ* ও প্রদেশগুলির জন্য যতটা সম্ভব বেশী স্বায়ত্তশাসন ও স্বাতন্ত্র্য রেখে কেন্দ্রীয় সরকারকে পঙ্গু করে রাখতে চেষ্টা করবে। এই পরিকল্পনার বিপক্ষে শ্রমিকদের শুধু একটি একক, অবিভাজ্য জার্মান প্রজাতন্ত্রের জন্যই নয়, সে প্রজাতন্ত্রের অভ্যন্তরে রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের হাতে সমস্ত ক্ষমতা দৃঢ়তমভাবে কেন্দ্রীভূত করার জন্যও লড়াই করা দরকার। কমিউনিটিগুলির জন্য স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি গণতান্ত্রিক বুলি দিয়ে শ্রমিকদের বিভ্রান্ত হওয়া চলবে না। জার্মানির মতো একটি দেশে, যেখানে এখনও বিদ্যমান মধ্যযুগের অনেক অবশিষ্টাংশকেই নিশ্চিহ্ন করতে হবে, যেখানে এখনও এত বেশী স্থানীয় ও প্রাদেশিক গোঁড়ামি বিচূর্ণ করতে হবে, সেখানে যে-বিপ্লবী কর্মতৎপরতা একমাত্র কেন্দ্র থেকেই পূর্ণোদ্যমে চালানো সম্ভব, তার পথে প্রতিটি গ্রাম, প্রতিটি নগর ও প্রতিটি প্রদেশকে কোনো অবস্থাতেই নূতন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে দেওয়া চলে না। বর্তমান অবস্থাটা ফের মাথা চাড়া দেবে, একই অগ্রগতির জন্য প্রত্যেক শহরে এবং প্রত্যেক প্রদেশে পৃথকভাবে লড়তে হবে জার্মানদের, এ সহ্য করা চলে না। গোষ্ঠীসম্পত্তি অর্থাৎ সম্পত্তির যে রূপটা আজো আধুনিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির পিছনে পড়ে আছে এবং যা তৎপ্রসূত ধনী ও গরিব গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কলহসহ সর্বত্রই অনিবার্যরূপে ঐ ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হচ্ছে, এবং যে গোষ্ঠীগত দেওয়ানি আইন শ্রমিকদের ঠকায় ও রাষ্ট্রীয় নাগরিক আইনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রচলিত, তাদের একটা তথাকথিত মুক্ত গোষ্ঠী-সংবিধান দিয়ে চিরস্থায়ী করা হবে — এটা তো আরো বেশি বরদাস্ত করা চলে না। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ফ্রান্সের মতো আজকের জার্মানিতেও প্রকৃত বিপ্লবী পার্টির কর্তব্য হল কঠোরতম কেন্দ্রীকরণের প্রবর্তন।**

* কমিউনিটি (Community): শহরের মিউনিসিপ্যালিটি এবং গ্রাম্য-সমাজ উভয় অর্থেই এখানে শব্দটির প্রয়োগ করা হয়েছে। — সম্পাঃ

** আজ অবশ্য এ কথা মনে রাখা দরকার যে, এই অনুচ্ছেদটির মূলে ছিল ভ্রান্ত ধারণা। বোনাপার্টপন্থী ও উদারনীতিক জাল ইতিহাস-রচনাকারীদের দৌলতে সেই সময় অভ্রান্ত বলে ধরে নেওয়া হত যে ফ্রান্সের কেন্দ্রীভূত শাসনযন্ত্র মহান বিপ্লব কর্তৃক-ই প্রবর্তিত হয়েছিল, বিশেষ করে রাজতন্ত্রী ও ফেডারালপন্থী প্রতিক্রিয়া এবং বহিঃশত্রুকে পরাস্ত করার জন্য অপরিহার্য ও মোক্ষম অস্ত্র হিসাবে কনভেনশন কর্তৃক কার্যকরী করা হয়েছিল এই যন্ত্র। এখন কিন্তু একথা সুবিদিত যে, আঠারোই ব্রুমেয়ার পর্যন্ত সমগ্র ফরাসী বিপ্লব জুড়ে সমস্ত জেলা, মহকুমা ও কমিউনের শাসনসংস্থা গঠিত হত সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে, আর সাধারণ রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এই সব সংস্থা কাজ করত। আমেরিকার অনুরূপ এই প্রাদেশিক ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাই হয়ে ওঠে বিপ্লবের সর্বাধিক শক্তিশালী হাতিয়ার, এতটা শক্তিশালী যে আঠারোই ব্রুমেয়ারে শাসনযন্ত্র জবর দখলের (coup d'état) পরই নেপোলিয়ন অতি দ্রুত

গণতন্ত্রীরা কী ভাবে আগামী আন্দোলনের সময় ক্ষমতা হাতে পাবে এবং কী ভাবে .তারা অল্পবিস্তর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রস্তাব করতে বাধ্য হবে — তা দেখা গেল। প্রশ্ন উঠবে যে এর উত্তরে শ্রমিকদের কোন্ কোন্ ব্যবস্থা প্রস্তাব করা উচিত। অবশ্য, আন্দোলনের প্রারম্ভে শ্রমিকরা কোন বিশুদ্ধ কমিউনিস্ট ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করতে পারে না। কিন্তু তাদের পক্ষে সম্ভব:

(এক) — চলতি সমাজব্যবস্থার যত বেশী সম্ভব নানা ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে, তার নিয়মিত ধারাকে ব্যাহত করতে, নিজেদের বেকায়দায় ফেলতে, এবং উৎপাদন-শক্তি, যানবাহন, ফ্যাক্টরি এবং রেলপথগুলি যত বেশী সম্ভব রাষ্ট্রের অধীনে কেন্দ্রীভূত করতে গণতন্ত্রীদের বাধ্য করা;

(দুই) — গণতন্ত্রীরা কোনো অবস্থাতে বৈপ্লবিক পথে চলবে না, চলবে নিতান্ত সংস্কারবাদী পদ্ধতিতেই, তাই তাদের প্রস্তাবগুলিকে চরম পথে ঠেলে দিতে হবে ও সেগুলিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর প্রত্যক্ষ আঘাতে পরিণত করতে হবে শ্রমিকদের; যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ, পেটি বুর্জোয়ারা যদি রেলপথ ফ্যাক্টরি কিনে নেবার প্রস্তাব করে তাহলে শ্রমিকদের দাবি করা উচিত যে এই রেলপথ এবং ফ্যাক্টরি প্রতিক্রিয়াশীলদের সম্পত্তি বলে রাষ্ট্র কর্তৃক বিনা ক্ষতিপূরণে সরাসরি বাজেয়াপ্ত করে নিতে হবে। গণতন্ত্রীরা আনুপাতিক করধার্যের প্রস্তাব করলে শ্রমিকদের দাবি করতে হবে ক্রমবর্ধিত করধার্যের প্রবর্তন; যদি গণতন্ত্রীরা নিজেরাই অল্পস্বল্প ক্রমবর্ধিত করধার্যের প্রস্তাব আনে, তাহলে শ্রমিকদের এমন উঁচু হারে বেড়ে চলা করধার্যের জিদ ধরতে হবে যাতে বৃহৎ পুঁজির সর্বনাশ ঘটে; যদি গণতন্ত্রীরা রাষ্ট্রের ঋণ নিয়ন্ত্রণের দাবি তোলে তবে শ্রমিকদের দাবি করতে হবে রাষ্ট্রের দেউলিয়া অবস্থা ঘোষণার (state bankruptcy)। এই ভাবে শ্রমিকদের দাবি সর্বত্র নির্ধারিত হবে গণতন্ত্রীরা কতটা ছাড়বে ও কী ব্যবস্থা আনবে সেই অনুসারে।

জার্মান শ্রমিকরা যদি একটা দীর্ঘ বৈপ্লবিক বিকাশের মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণত না গিয়ে ক্ষমতা দখল এবং নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থসমূহ অর্জন করতে না পারে, তবে তারা এবার অন্তত এইটুকু সুনিশ্চিত বলে জানবে যে আসন্ন বৈপ্লবিক নাটকের প্রথম অঙ্কটি

এর পরিবর্তে প্রবর্তন করলেন প্রিফেক্টদের দিয়ে শাসন পরিচালনার বন্দোবস্ত। সেই ব্যবস্থা এখনও বর্তমান, আর সেইজন্যই প্রথম থেকে এটা ছিল বিশুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার হাতিয়ার। কিন্তু স্থানীয় ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন যতটুকু পরিমাণে রাজনৈতিক, জাতীয় কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধধর্মী, ঠিক ততটুকু পরিমাণেই তা সেই সংকীর্ণমনা ক্যান্টনগত বা কমিউনগত আত্মপরতার সঙ্গে অপরিহার্যভাবে জড়িত — যা সুইজারল্যান্ডের ক্ষেত্রে আমাদের কাছে এত ঘৃণ্য মনে হয়, আর দক্ষিণ জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্রীরা ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে যাকে সারা জার্মানির চলতি ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল। (১৮৮৫ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

ফ্রান্সে তাদেরই স্ব-শ্রেণীর প্রত্যক্ষ জয়লাভের সঙ্গে মিলে যাবে এবং তার দ্বারা ত্বরান্বিত হবে বিপুল পরিমাণে।

কিন্তু নিজেদের চূড়ান্ত বিজয়লাভের জন্য নিজেদেরই যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে তাদের·নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থ যে কী সে বিষয়ে আপনাদের চিন্তাকে স্বচ্ছ করে তুলে, স্বাধীন পার্টি হিসাবে যথাশীঘ্র সম্ভব নিজেদের স্থান গ্রহণ করে এবং গণতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়াদের কপটবুলিতে মুহূর্তের জন্যও বিভ্রান্ত হয়ে প্রলেতারীয় পার্টির স্বাধীন সংগঠনের কাজ থেকে বিরত না হয়ে। তাদের রণধ্বনি তুলতে হবে: নিরন্তর বিপ্লব *(The Revolution in Permanence)*।

লণ্ডন, মার্চ ১৮৫০

মার্কস এবং এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত মার্কসের 'কলোন কমিউনিস্টদের বিচার সম্পর্কে তথ্যোদ্‌ঘাটন' *(Revelations About the Cologne Communist Trial)* গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে এঙ্গেলস কর্তৃক প্রকাশিত, জুরিখ, ১৮৮৫

গ্রন্থের পাঠ অনুসারে মুদ্রিত

জার্মান থেকে অনূদিত ইংরেজী ভাষার ভাষান্তর

কার্ল মার্কস

ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০

ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের ভূমিকা*

এখানে পুনঃপ্রকাশিত এই রচনাটি মার্কসের সমসাময়িক ইতিহাসের অধ্যায় বিশেষকে তাঁর বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে, নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করার প্রথম প্রয়াস। 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার'এ ঐ তত্ত্ব সমগ্র আধুনিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে মোটের উপর রূপরেখাকারে প্রযুক্ত হয়েছিল, *Neue Rheinische Zeitung*-এ মার্কস ও আমার প্রবন্ধগুলিতে সে তত্ত্ব দৈনন্দিন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণে অনবরত ব্যবহৃত হত। অপরদিকে এক্ষেত্রে সমস্যা ছিল, কয়েক বছর ধরে গোটা ইউরোপের পক্ষে যেমন সংকট সংকুল তেমনই বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক যে বিকাশ ঘটেছিল তার

* এঙ্গেলসের এই ভূমিকাটি ঐ সময়ে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সুবিধাবাদী নেতৃত্বের হাতে বিকৃতরূপ ধারণ করে। ১৮৯৫ সালের মার্চ মাসে ভিলহেল্‌ম লিবক্নেখত পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র *Vorwärts*-এ ভূমিকাটি থেকে যথেচ্ছ নির্বাচিত কয়েকটি উদ্ধৃতি ছাপেন। ১৮৯৫ সালের ১লা এপ্রিল এঙ্গেলস এ প্রসঙ্গে কাউৎস্কিকে লেখেন... 'আজ *Vorwärts*-এ দেখলাম আমার ভূমিকা থেকে, আমায় আগে না জানিয়ে ও এমনভাবে কাটছাঁট করে একটি উদ্ধৃতি ছাপানো হয়েছে যাতে আমি *quand même* [যে কোন মূল্যে] বৈধতার শান্তিপ্রিয় পূজারী প্রতিপন্ন হয়েছি। ভূমিকার পূর্ণাঙ্গ পাঠটি তাই *Neue Zeit*-এ প্রকাশের জন্য আমি এত বেশি উদগ্রীব যাতে এই লজ্জাকর ধারণাটা মুছে যায়।' তবু না *Neue Zeit*-এ না ১৮৯৫ সালে আলাদা পুস্তিকা প্রকাশের সময়, ভূমিকাটি কোনখানেই পুরোপুরি ছাপা হয়নি। জার্মানিতে নতুন এক সমাজতন্ত্রীবিরোধী আইনের আশঙ্কা প্রসঙ্গে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতৃত্ব এঙ্গেলসকে পত্র দেন; তাঁদেরই পীড়াপীড়িতে ভূমিকা থেকে রাজনৈতিক দিক দিয়ে তীক্ষ্ণতম কয়েকটি অংশ, বাদ দিতে সম্মতি জানাতে এঙ্গেলস বাধ্য হন।

পরে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির মধ্যেকার সংশোধনবাদী ও সংস্কারবাদীরা এঙ্গেলসের ভূমিকাটির 'কাটছাঁট পাঠটিকে' বিকৃত অর্থে নিজেদের সুবিধাবাদী নীতির ভিত্তি হিসাবে ব্যবহারের চেষ্টা করতেন।

এঙ্গেলসের ভূমিকার পূর্ণাঙ্গ পাঠটি প্রথম প্রকাশিত হয় কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নে। — সম্পাঃ

গতিপথের আভ্যন্তরীণ কার্যকারণ খুলে দেখানো, অর্থাৎ লেখকের ধারণা অনুযায়ী রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে তারই পরিণাম বলে উদ্ঘাটিত করা, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে যা হল অর্থনৈতিক হেতু।

ঘটনা ও ঘটনাপ্রবাহকে সমসাময়িক ইতিহাসের নিরিখে বিচার করলে **চূড়ান্ত** অর্থনৈতিক কারণের হদিশ পাওয়া কখনও সম্ভব হবে না। আজও, সংশ্লিষ্ট বিশেষ পত্রিকাগুলিতে যখন মূল্যবান মালমশলার যোগান এত বিপুল তখনও, এমনকি ইংলণ্ডে বসেও, দুনিয়ার বাজারে শিল্প ও বাণিজ্যের গতিবিধি এবং উৎপাদন পদ্ধতির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটছে তার দৈনন্দিন হিসাব এমনভাবে রাখা অসম্ভব যাতে ঐসব বিচিত্র, জটিল ও নিত্য পরিবর্তনশীল উপাদানগুলি থেকে — এদের মধ্যে আবার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যেগুলি তারা সাধারণত বহুদিন প্রচ্ছন্নভাবে সক্রিয় থাকে, তার পরই হঠাৎ প্রচণ্ড তেজে উপরিতলে আত্মপ্রকাশ করে — যে কোন মুহূর্তে সাধারণ সিদ্ধান্ত টানা চলে। বিশেষ কোন এক পর্বের আর্থিক ইতিহাসের পরিচ্ছন্ন পর্যালোচনা কখনোও সমসাময়িক কালে সম্ভব নয়, সম্ভব একমাত্র পরবর্তীকালেই, মালমশলার যোগাড় ও বাছাই হয়ে যাবার পর। পরিসংখ্যান এক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় সহায়ক উপকরণ, আর সর্বদাই তা পিছিয়ে থাকে। এ জন্য সাম্প্রতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই প্রয়োজন হয় সব থেকে নির্ধারক এই উপাদানটিকে স্থির বলে ধরা; আলোচ্য পর্বের সূচনায় যে অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল তাকে গোটা পর্ব জুড়েই নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় মনে করা; অথবা পরিস্থিতিটার ভিতরে শুধু সেই সব পরিবর্তনকেই হিসাবের মধ্যে গণ্য করা, যেগুলি উদ্ভূত হয়েছে একান্তই সুপরিস্ফুট ঘটনাবলী থেকে, এবং তাই যেগুলি নিজেরাও সমান সুপরিস্ফুট। সুতরাং বস্তুবাদী পদ্ধতিকে এক্ষেত্রে প্রায়ই সীমাবদ্ধ থাকতে হয় অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে উদ্ভূত বর্তমানের সামাজিক শ্রেণী ও তাদের অংশগুলির মধ্যেকার স্বার্থসংঘাতের মধ্যে রাজনৈতিক সংঘাতগুলির হেতু সন্ধান করতে এবং এই কথাটাই প্রমাণ করতে যে, বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক পার্টিগুলি হল ঐ সব শ্রেণী বা শ্রেণীর অংশগুলিরই কমবেশী যথাযথ রাজনৈতিক প্রতিফলন।

বিচার্য প্রক্রিয়াগুলির সকলের প্রকৃত ভিত্তিস্বরূপ, অর্থনৈতিক অবস্থার সমকালীন পরিবর্তনগুলির এই অনিবার্য অবহেলা যে ভুলত্রুটির উৎস হতে বাধ্য একথা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু সাম্প্রতিক ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনার সকল অবস্থাতেই অনিবার্যভাবে রয়েছে ভুলের উৎস — যদিও তার জন্য কেউই ত সাম্প্রতিক ইতিহাস রচনা থেকে নিবৃত্ত হন না।

মার্কস যখন এই লেখায় হাত দেন তখন উল্লিখিত ত্রুটির উৎসটি ছিল আরোই বেশী অনতিক্রম্য। ১৮৪৮-৪৯ সালের বিপ্লবের যুগে, ঐ সময়ে যে সব অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটছিল তার অনুসরণ, এমন কি তা নজরে রাখাও একেবারে অসম্ভব ছিল।

লণ্ডনে নির্বাসনের গোড়ার কয়েকমাস, ১৮৪৯-৫০ সালের শরৎ ও শীতকালেও অবস্থা একইরকম ছিল। আর ঠিক ঐ সময়েই মার্কস এই লেখা শুরু করেন। অথচ এমন সব প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পূর্বেকার ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা ও বিপ্লবের পরবর্তীকালে সে দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস উভয় ক্ষেত্রেই নিখুঁত জ্ঞানের দরুন তাঁর পক্ষে সম্ভব হল ঘটনাবলীর আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক উদ্ঘাটিত করে এমনভাবে তাদের এক চিত্র উপস্থিত করা যার জুড়ি এর পরে আর মেলেনি এবং যা মার্কস নিজেই পরবর্তীকালে যে দুইদফা পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন তাতে চমৎকার কৃতিত্বে উত্তীর্ণ হয়েছে।

প্রথম পরীক্ষার উদ্ভব হয়েছিল এই ঘটনা থেকে যে, ১৮৫০ সালের বসন্তকালের পর মার্কস অর্থতত্ত্বচর্চার আবার একবার ফুরসৎ পেলেন আর প্রথমেই শুরু করলেন গত দশ বছরের আর্থিক ইতিহাস নিয়ে। এর ফলে অপূর্ণ মালমশলা থেকে আধা আনুমানিক পন্থায় এযাবৎ যা তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন, নিছক তথ্য থেকেই তা তাঁর কাছে এবার পূর্ণ পরিস্ফুট হয়ে উঠল — অর্থাৎ ১৮৪৭ সালের বিশ্ববাণিজ্য সংকটই হল ফেব্রুয়ারি ও মার্চ বিপ্লবের সত্যকার জন্মদাত্রী, আর ১৮৪৮ সালের মাঝামাঝি থেকে যে শিল্পসমৃদ্ধি ক্রমশ ফিরে আসছিল এবং যার পূর্ণপরিণতি ঘটেছিল ১৮৪৯ এবং ১৮৫০ সালে, তাই ছিল পুনর্বলীয়ান ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়াশীলতার পুনরুজ্জীবনী শক্তি। এইটেই হল নির্ধারক ব্যাপার। প্রাথমিক তিনটি প্রবন্ধে (*Neue Rheinische Zeitung, Politisch-ökonomische Revue,**হামবুর্গ, ১৮৫০-এর জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ সংখ্যায় এগুলি প্রকাশিত হয়েছিল) তখনও পর্যন্ত অতি শীঘ্রই বিপ্লবী শক্তির নতুন এক জোয়ারের প্রত্যাশা থাকলেও ১৮৫০ সালের শরৎকালে প্রকাশিত শেষ সংখ্যারূপী (মে থেকে অক্টোবর) যুগ্ম সংখ্যাটিতে মার্কস ও আমি যে ঐতিহাসিক পর্যালোচনা লিখি তা চিরতরে সেই বিভ্রমের অবসান ঘটায়: 'নতুন এক বিপ্লব সম্ভব শুধু নূতন কোনও সংকটের পেছু পেছু। তবে সেই সংকটের মতনই বিপ্লবও সমান সুনিশ্চিত।' একমাত্র এই মূলগত পরিবর্তনটুকুই করতে হয়েছিল। গোড়ার অধ্যায়গুলিতে ঘটনা প্রবাহের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় অথবা সেখানে যে কার্যকারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাতে পরিবর্তন করার মতো কিছুই ছিল না, তার প্রমাণ উল্লিখিত পর্যালোচনায় ১৮৫০-এর ১০ই মার্চ থেকে শরৎকাল পর্যন্ত বিবরণীর ক্রমানুবৃত্তি। এজন্যই আমি হালের এই নবসংস্করণে এই ক্রমানুবৃত্তিকে চতুর্থ প্রবন্ধ হিসাবে স্থান দিলাম।

* *Neue Rheinische Zeitung, Politisch-ökonomische Revue* ১৮৫০ সালের জানুয়ারি-অক্টোবর মাসে মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক হামবুর্গ থেকে প্রকাশিত এক পত্রিকা। — সম্পাঃ

দ্বিতীয় পরীক্ষাটি আরও কঠোর। ১৮৫১ সালে ২রা ডিসেম্বর তারিখে লুই বোনাপার্টের কুদেতা-র ঠিক পরেই মার্কস ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারি থেকে কিছুদিনের মতন বিপ্লবী পর্বের অবসানসূচক এই ঘটনাটি পর্যন্ত সময়টুকু নিয়ে ফরাসী দেশের ইতিহাস আবার নতুন করে লেখেন। ('লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার', তৃতীয় সংস্করণ, হামবুর্গ, মাইস্‌নার, ১৮৮৫।) এই পুস্তিকাতে আমাদের বর্তমান গ্রন্থে বর্ণিত পর্বটি আরও সংক্ষেপে হলেও ফের আলোচিত হয়। বৎসরাধিক পরে যে চূড়ান্ত ঘটনা ঘটেছিল তারই আলোকে রচিত এই দ্বিতীয় উপস্থাপনের সঙ্গে আমাদেরটির তুলনা করুন — দেখা যাবে লেখককে খুব সামান্যই পরিবর্তন করতে হয়েছে।

এছাড়াও আমাদের রচনাটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে এই কারণে যে, এইটিতেই সর্বপ্রথম প্রচারিত হয় সেই সূত্রটি, জগতের সকল দেশের শ্রমিক পার্টি একমত হয়ে যার মারফৎ তাদের অর্থনৈতিক রূপান্তরের দাবিটা সংক্ষেপে সংহত করেছে: উৎপাদনের উপায়গুলির উপরে সমাজের দখল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে, 'প্রাথমিক যে আনাড়ী সূত্রের মধ্যে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ পায় প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী দাবি' বলে যাকে অভিহিত করা হয়েছে সেই 'কাজের অধিকার' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: 'কিন্তু কাজের অধিকারের পিছনে আছে পুঁজির উপরে আধিপত্য; পুঁজির উপরে আধিপত্যের পিছনে আছে **উৎপাদনের উপায়গুলি** দখল করে তাদের সংঘবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীর অধীনে আনা, আর সেইহেতু মজুরি-শ্রম ও পুঁজি এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কেরও অবসান।' অতএব এইখানেই সর্বপ্রথম এই একটি সূত্র রচিত হল যার ফলে আধুনিক শ্রমিক সমাজতন্ত্র একদিকে সামন্ত, বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া প্রভৃতি সমাজতন্ত্রের নানাবিধ বিচিত্র রকমফের, এবং অপরদিকে ইউটোপীয় ও স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক কমিউনিজমের বিভ্রান্তি, সমগ্রীসমূহের উপর সাধারণ মালিকানা — উভয়ের থেকেই সমান পরিস্ফুটভাবে স্বতন্ত্র। পরে মার্কস যখন সূত্রটিকে প্রসারিত করে বিনিময়ের উপায়গুলির উপরেও দখল এর অন্তর্ভুক্ত করলেন, তখন সেই সম্প্রসারণে মূল সূত্রের একটি উপসিদ্ধান্তমাত্র প্রকাশ পেল — 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার'এর পরে এমনিতেই যা ছিল স্বতঃসিদ্ধ। ইংলন্ডে জনকয়েক পণ্ডিতমূর্খ সম্প্রতি যোগ করেছেন, 'বণ্টনের উপায়গুলি'ও সমাজের হাতে তুলে দিতে হবে। উৎপাদন ও বিনিময়ের উপায়গুলি থেকে স্বতন্ত্র এই বণ্টনের অর্থনৈতিক উপায়গুলি যে কী তা এই ভদ্রলোকদের পক্ষে বলা কঠিন হবে যদি না বণ্টনের **রাজনৈতিক** উপায়ের কথাই বোঝানো হয়ে থাকে, যেমন ট্যাক্‌স অথবা জাক্‌সেন্‌ভালদ* ও অন্যান্য দান সমেত দুঃস্থদের জন্য খয়রাতি। কিন্তু প্রথমত এগুলি

* জাক্‌সেন্‌ভালদ (Sachsenwald) — প্রথম ভিলহেল্‌ম কর্তৃক ১৮৭১ সালে বিসমার্ককে প্রদত্ত বিপুল ভূসম্পত্তি। — সম্পাঃ

ত ইতিমধ্যে এখনই গোটা সমাজের, হয় রাষ্ট্রের নয়ত বা গোষ্ঠীর, অধিকারভুক্ত বণ্টনের উপায়, আর দ্বিতীয়ত, ঠিক এগুলিরই অবসান আমরা চাই।

* * *

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব যখন শুরু হয় তখন বিপ্লবী আন্দোলনের গতি ও পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমাদের সকলকার যা কিছু ধারণা, তা ছিল পূর্বতন ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে ফ্রান্সের অভিজ্ঞতার দ্বারা আচ্ছন্ন। আসলে শেষোক্ত দেশটিই ১৭৮৯ থেকে গোটা ইউরোপীয় ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছিল; সেখান থেকেই এখন আর একবার ছড়িয়ে পড়ল সাধারণ বিপ্লবী রূপান্তরের সংকেতধ্বনি। কাজেই ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্যারিসে যে 'সামাজিক' বিপ্লব, প্রলেতারিয়েতের বিপ্লব ঘোষিত হয় তার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কিত আমাদের ধারণা যে ১৭৮৯ ও ১৮৩০ সালের প্রতিরূপগুলির স্মৃতির দ্বারা তীব্রভাবেই রঞ্জিত হবে এটাই ছিল স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য। তাছাড়া প্যারিস অভ্যুত্থানের প্রতিধ্বনি যখন শোনা গেল ভিয়েনা, মিলান ও বার্লিনের বিজয়ী সশস্ত্র অভ্যুত্থানে; একেবারে রুশ সীমান্ত পর্যন্ত গোটা ইউরোপ যখন ডুবে গেল আন্দোলনের জোয়ারে; তারপর জুন মাসে যখন প্যারিসে সংঘটিত হল প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে শক্তিদখলের জন্য প্রথম বড় লড়াই; সমস্ত দেশের বুর্জোয়ারা যখন আপন শ্রেণীর জয়লাভের ফলেই এত নাড়া খেল যে তারা আবার সদ্য-উৎখাত রাজতন্ত্রী—সামন্ত প্রতিক্রিয়াশীলতার কোলেই ফিরে গেল, তখন এ বিষয়ে তদানীন্তন পরিস্থিতিতে আমাদের আর কোন সংশয়ই থাকা সম্ভব ছিল না যে, নির্ধারক মহাসংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে, সে সংগ্রাম চালাতে হবে এক অখণ্ড, সুদীর্ঘ ও বিপদসংকুল বিপ্লবী পর্ব জুড়ে, কিন্তু যার একমাত্র পরিণতি ঘটবে প্রলেতারিয়েতের চূড়ান্ত বিজয়ে।

১৮৪৯ সালের পরাজয়গুলোর পর আমরা মোটেই *in partibus** অস্থায়ী হবু সরকারগুলির চারিদিকে সমবেত খেলো গণতন্ত্রের বিভ্রান্তিতে অংশ নিইনি। খেলো সেই গণতন্ত্রের ভরসা ছিল 'স্বৈরপ্রভুদের' উপরে 'জনসাধারণের' দ্রুত ও শেষপর্যন্ত চূড়ান্ত জয়লাভ হবে; আমরা তাকিয়েছিলাম 'স্বৈরপ্রভুদের' অপসারণের পর এই 'জনসাধারণের' মধ্যেই প্রচ্ছন্ন পরস্পরবিরোধী উপাদানের এক দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের দিকে। খেলো গণতন্ত্র যে কোন দিন আর এক দফা অভ্যুত্থানের প্রত্যাশায় রইল; আমরা ১৮৫০ সালের শরৎকালেই ঘোষণা করেছিলাম যে, বিপ্লবী পর্বের অন্তত **প্রথম** অধ্যায়

* *In partibus infidelium:* আক্ষরিক অর্থে — বিধর্মীদের দেশে, অর্থাৎ নিজ দেশের সীমানার বাইরে, নির্বাসনে। — সম্পাঃ

শেষ হয়ে গেল এবং নতুন এক দুনিয়া জোড়া অর্থনৈতিক সংকটের আবির্ভাবের আগে আর কিছুর আশা নেই। এরজন্য বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে আমাদের একঘরে করেছিল ঠিক সেইসব লোকেরাই যারা পরে প্রায় সকলেই বিসমার্কের সঙ্গে বনিবনাও করে নেয় — অবশ্য সে ঝামেলা পোয়ানোটা বিসমার্ক যতটুকু দরকার বোধ করেছিলেন ততটুকু।

ইতিহাস কিন্তু আমাদের ধারণাও ভুল প্রতিপন্ন করেছে, উদ্ঘাটিত করেছে আমাদের সেই সময়কার দৃষ্টিভঙ্গি ভ্রান্ত ছিল। ইতিহাস তার থেকেও বেশি কিছু করেছে: আমরা তখন যে ভ্রান্ত মত পোষণ করতাম শুধু তাকেই সে খণ্ডন করেনি, প্রলেতারিয়েতকে যে অবস্থায় সংগ্রাম চালাতে হবে ইতিহাস তাবও সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটিয়েছে। ১৮৪৮ সালের সংগ্রাম পদ্ধতিটা আজ সর্বদিক থেকেই অচল, আর এইটা হল এমন এক ব্যাপার বর্তমান মুহূর্তে যাব দিকে আরও ঘনিষ্ঠ নজর দেওয়া প্রয়োজন।

আজ পর্যন্ত সব বিপ্লবের ফলেই একটা বিশিষ্ট শ্রেণী শাসনকে হটিয়ে তার জায়গা জুড়েছে অন্য এক শ্রেণীব শাসন; কিন্তু শাসিত জনসাধারণের তুলনায় সকল শাসক শ্রেণী এযাবৎ হয়ে এসেছে ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু অংশমাত্র। এইভাবেই একটা সংখ্যালঘু শাসক গোষ্ঠী পর্যুদস্ত হয়েছে, তার জায়গায় আর একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠী রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব করায়ত্ত করেছে ও নিজ স্বার্থ অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানগুলিকে ঢেলে সাজিয়েছে। প্রতিক্ষেত্রেই শেষোক্তরা ছিল এমন সংখ্যালঘু দল যারা অর্থনৈতিক বিকাশের নির্দিষ্ট মাত্রা অনুসারে শাসনভার গ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত ও আহূত হয়েছে। আর ঠিক এই কারণে, একমাত্র এই কারণেই শাসিত সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হয় এদের উপকারার্থে বিপ্লবে যোগ দিয়েছিল নয়ত বা এ বিপ্লব মেনে নিয়েছিল শান্তভাবে। কিন্তু প্রতিক্ষেত্রের বাস্তব অন্তঃসারটিকে যদি আমরা উপেক্ষা করি, তাহলে এই সমস্ত বিপ্লবের সাধারণ রূপ হল এই যে, এগুলি সংখ্যালঘুদের বিপ্লব। এমন কি সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যেক্ষেত্রে যোগ দিয়েছে সেখানেও তারা জেনেশুনেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক যোগ দিয়েছে শুধু সংখ্যালঘুদের কাজে লাগার জন্য; কিন্তু তারই জন্য, অথবা এমন কি নিতান্তই সংখ্যাগরিষ্ঠদের নিষ্ক্রিয় নির্বিরোধী মনোভাবের জন্যও বোধ হয়েছে ঐ সংখ্যালঘু গোষ্ঠী বুঝি বা সমগ্র জনসাধারণের প্রতিনিধি।

সাধারণত, গোড়ার দিকের বড় রকম জয়লাভের পর বিজয়ী সংখ্যালঘুর দল ভাগাভাগি হয়ে যায়। এক অংশ যা পাওয়া গেল তাতেই তুষ্ট থেকেছে, অন্যেরা চেয়েছে আরও এগোতে আর এমন সব নতুন দাবি তুলেছে যা অন্তত আংশিকভাবে বিপুল জনসাধারণের সত্যকার অথবা আপাতস্বার্থের অনুকূল। বিশেষ কোন কোন অবস্থায় এইসব আমূলতর দাবি আসলে জোর করে কাজে পরিণত হয়েছে, কিন্তু প্রায়ই তা ক্ষণকালের জন্য; অপেক্ষাকৃত নরমপন্থী দল ফের ক্ষমতা দখল করে আর যেটুকু তখন

পাওয়া গিয়েছিল তা আবার পুরোপুরি অথবা আংশিকভাবে হারাতে হয়। পরাস্তরা তখন হৈচৈ করেছে বিশ্বাসঘাতকতার রব তুলে অথবা তাদের হারের জন্য দায়ী করেছে দুর্বিপাককে। আসলে কিন্তু মোদ্দা ব্যাপার যা ঘটল তা অনেকটা এইরকম: প্রথম জয়ের ফলে অর্জিত লাভ আরো চরমপন্থীদের দ্বিতীয় জয়ের দ্বারাই সংরক্ষিত হয়; একাজ এবং সেই সঙ্গে সে মুহূর্তে যা প্রয়োজন সেটা সম্পন্ন হবার পর চরমপন্থীগণ ও তাদের কীর্তিকলাপ রঙ্গমঞ্চ থেকে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়।

সপ্তদশ শতকের মহান ইংরাজ বিপ্লব থেকে শুরু করে বর্তমান যুগের সকল বিপ্লবেই এই বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা গেছে — সেগুলিকে মনে হয়েছিল বিপ্লবী সংগ্রামমাত্রেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রলেতারিয়েতের নিজস্ব মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রেও তাই এই বৈশিষ্ট্য প্রযোজ্য মনে হয়েছিল, আরও বেশি প্রযোজ্য এই কারণে যে, কোন পথে সে মুক্তির সন্ধান করতে হবে ঠিক সে সম্বন্ধে কোনো রকম ধারণা ১৮৪৮ সালে খুব কম লোকেরই ছিল। এমন কি প্যারিসে পর্যন্ত, প্রলেতারিয়েত জনতা নিজেরাও জয়লাভের পর কোন পথ ধরতে হবে সে সম্পর্কে তখনো ছিল পুরোপুরি অন্ধকারে। অথচ আন্দোলন চলছে, সহজাত, স্বতঃস্ফূর্ত ও অদম্য। এই কি ঠিক সেই পরিস্থিতি নয় যখন সফল হওয়ার কথা এমন একটা বিপ্লবের, যার নেতৃত্ব সংখ্যালঘুদেরই হাতে সত্য, কিন্তু এবার তা ঘটছে আর সংখ্যালঘুর স্বার্থে নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠেরই প্রকৃত স্বার্থে? দীর্ঘতর সমস্ত বিপ্লবী পর্বেই যদি ঠেলে এগিয়ে আসা সংখ্যালঘুদের পক্ষে শুধু আপাতমধুর ভুয়া বাক্যজাল বিস্তার করেই বিপুল জনসাধারণকে পক্ষে টানা অত সহজ হয়ে থাকে, তবে যে সব ভাবনা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার সত্যতম প্রতিফলন, যে সব চাহিদা তারা তখনও বুঝতে শেখেনি অথচ ভাসাভাসা ভাবে অনুভব করেছে তারই যা স্পষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য অভিব্যক্তি, তাই দিয়ে সে জনসাধারণ কেন কম প্রভাবিত হওয়ার প্রবণতা দেখাবে? একথা নিশ্চয়ই ঠিক যে,. মোহভঙ্গ ঘটা ও নৈরাশ্যসঞ্চার হওয়ামাত্র জনসাধারণের ঐ বিপ্লবী মেজাজ প্রায় সব সময়েই, সাধারণত খুবই দ্রুত অবসাদে এমন কি বীতরাগে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে ভুয়া বাক্যজালের প্রশ্ন ছিল না, বরঞ্চ ছিল বিপুল সংখ্যাধিক্যেরই একান্ত স্বার্থসিদ্ধির প্রশ্ন — যে স্বার্থবোধ অবশ্য সে সময়ে তখনকার বিপুল সংখ্যাধিক্যের কাছে মোটেই পরিস্ফুট হয়নি, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সে স্বার্থ বাস্তব রূপায়নের ভিতর দিয়ে, প্রত্যয়জনক স্পষ্টতার জোরেই তাদের কাছে যথেষ্ট প্রকট হয়ে উঠতে বাধ্য ছিল। আর যখন, মার্কস ১৮৫০ সালের বসন্তকালে তাঁর তৃতীয় প্রবন্ধে যা দেখান, ১৮৪৮-এর 'সামাজিক' বিপ্লব থেকে উদ্ভূত বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের বিকাশ প্রকৃত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করল বড় বুর্জোয়াদের হাতেই — তাও আবার যাদের টান ছিল রাজতন্ত্রের দিকে তাদেরই হাতে, এবং অপরদিকে সেই সমাজের অন্য সব শ্রেণীগুলিকে, কৃষক ও পেটি বুর্জোয়া উভয়কেই

সমবেত করল প্রলেতারিয়েতের চারিদিকে, যার ফলে সম্মিলিত জয়লাভের সময়ে ও তারপরে তারা নয়, বরঞ্চ অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক প্রলেতারিয়েতকেই দাঁড়াতে হচ্ছে নির্ধারক কারিকা হিসাবে — তখন সংখ্যালঘুর বিপ্লবকে সংখ্যাগরিষ্ঠের বিপ্লবে রূপান্তরিত করার প্রতিটি সম্ভাবনাই কি উপস্থিত ছিল না?

আমাদের, ও যাঁরা আমাদের মতন করে চিন্তা করেছিলেন তাঁদের সকলকে ইতিহাস ভুল প্রতিপন্ন করেছে। সেটা এই কথাই পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, সে সময়ে ইউরোপীয় ভূখণ্ডের অর্থনৈতিক বিকাশের অবস্থা বহুলাংশেই পুঁজিবাদী উৎপাদন পরিহারের উপযোগী হয়ে ওঠেনি; এ কথাটি প্রমাণ করল সেই অর্থনৈতিক বিপ্লব দিয়ে যা ১৮৪৮ থেকে সমগ্র ইউরোপীয় ভূখণ্ডকে কবলিত করেছে, যার ফলে ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গারি, পোল্যান্ড ও সম্প্রতি রাশিয়াতেও বৃহৎ শিল্প সত্য সত্য শিকড় গেড়ে বসেছে এবং জার্মানি নিশ্চিতভাবে পরিণত হয়েছে প্রথম শ্রেণীর এক শিল্পপ্রধান দেশে। এ সবকিছু ঘটল পুঁজিবাদী ভিত্তিতেই, সুতরাং ১৮৪৮ সালে তার প্রসারলাভের তখনও বিপুল সম্ভাবনা বাকি ছিল। কিন্তু ঠিক এই শিল্প-বিপ্লবটাই সর্বত্র আবার শ্রেণী-সম্পর্ককে পরিস্ফুট করে তুলেছে; হস্তশিল্প কারখানার যুগ থেকে ও পূর্ব ইউরোপে এমন কি গিল্‌ড্‌-হস্তশিল্পের সময় থেকে যে কতকগুলি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা চলে আসছিল তাকে অপসারিত করেছে; এক খাঁটি বুর্জোয়া ও এক খাঁটি বৃহৎ-শিল্পীয় প্রলেতারিয়েত সৃষ্টি করেছে আর তাদের টেনে এনেছে সমাজবিকাশের অগ্রভূমিতে। তাছাড়া এর ফলে এই দুই বিরাট শ্রেণীর মধ্যেকার সংগ্রামটা, যার অস্তিত্ব ইংলণ্ড বাদ দিলে ১৮৪৮ সালে শুধু প্যারিসে আর বড়জোর গুটিকয়েক বড় বড় শিল্পকেন্দ্রেই আবদ্ধ ছিল, তা আজ গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছে ও এমন তীব্রতা অর্জন করেছে যা ১৮৪৮ সালে ছিল কল্পনাতীত। তখন ছিল আপন আপন সর্বরোগহর দাওয়াই সমেত নানা গোষ্ঠীর অসংখ্য ঝাপসা সুসমাচার; আর আজ আছে **একটিমাত্র** সাধারণ স্বীকৃত স্ফটিকস্বচ্ছ মার্কসীয় তত্ত্ব, সংগ্রামের চরম লক্ষ্য যার মধ্যে তীক্ষ্ণভাবে সূত্রাকারে নিবদ্ধ। তখন ছিল অঞ্চল ও জাতি অনুসারে খণ্ডিত ও পরস্পরবিচ্ছিন্ন জনসাধারণ, একমাত্র সাধারণ দুঃখভোগের অনুভূতির দ্বারাই সংযুক্ত, অপরিণত, এবং উল্লাস থেকে হতাশার স্রোতে ইতস্তত অসহায়ভাবে নিক্ষিপ্ত; আর আজ আছে সমাজতন্ত্রীদের **একটিমাত্র** মহান আন্তর্জাতিক বাহিনী, অপ্রতিরোধ্য তার গতি, প্রতিদিনই বাড়ছে তার সংখ্যা, সংগঠন, শৃঙ্খলা, অন্তর্দৃষ্টি ও সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিতি। প্রলেতারিয়েতের এই প্রবল বাহিনীও যদি এখনো পর্যন্ত লক্ষ্যে পৌঁছে না থাকে, একটি প্রচণ্ড আঘাতে জয়লাভ দূরে থাকুক, যদি তাকে এক কঠিন দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে ধীরে ধীরে এক এক কদম করেই অগ্রসর হতে হয়, তবে তা থেকে চূড়ান্তভাবেই প্রমাণিত হবে যে, ১৮৪৮ সালে নিতান্ত এক তড়িৎ অভিযানে সমাজের রূপান্তর ঘটানো কতটা অসম্ভব ছিল।

দুই রাজবংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুটি রাজতন্ত্রী দলে বিভক্ত* বুর্জোয়া, সে বুর্জোয়ার আবার চরম কাম্য হল তার আর্থিক লেনদেনের উপযোগী শান্তি ও নিরাপত্তা, তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এক প্রলেতারিয়েত, পরাজিত সত্যি, কিন্তু তবু সর্বদাই ভয়াবহ, সে প্রলেতারিয়েতের চারিদিকে ক্রমশই দানা বাঁধছে পেটি বুর্জোয়া ও কৃষকেরা — হিংস্র অভ্যুত্থানের একটানা আশঙ্কা, যদিও তা থেকে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির কিছুমাত্র সম্ভাবনাও নেই — এই ছিল তখনকার অবস্থা; তৃতীয় এক জনের, মেকিগণতন্ত্রী দাবিদার লুই বোনাপার্টের **কুদেতার-র** জন্যই যেন বিশেষভাবে এর সৃষ্টি। ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর সৈন্যদলের সহায়তায় তিনি এই উত্তেজিত অবস্থার নিরসন ঘটালেন ও ইউরোপে আভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠা করলেন তার উপরে নূতন এক সামরিক পর্বের** আশীর্বাদ চাপিয়েই। নিচের থেকে বিপ্লবের যুগ কিছুদিনের মতো শেষ হল; শুরু হল উপর থেকে বিপ্লবের একযুগ।

তখনকার প্রলেতারিয়েতের আশা আকাঙ্ক্ষা যে কত অপরিপক্ক ছিল তারই এক নতুন প্রমাণ হাজির করল ১৮৫১ সালে সাম্রাজ্যে প্রত্যাবর্তন। অথচ এরই ফলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবার কথা যাতে তারা পরিপক্ক হয়ে উঠতে বাধ্য। আভ্যন্তরীণ শান্তি শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন তেজী ভাবটির পরিপূর্ণ বিকাশ নিশ্চিত করল; সেনাবাহিনীকে ব্যস্ত রাখা এবং বিপ্লবী ধারার মুখ ঘুরিয়ে তাকে বহির্মুখী করার তাগিদ সৃষ্টি করল যুদ্ধ, যার ভিতর দিয়ে 'জাতীয় নীতি' প্রতিষ্ঠার অজুহাতে বোনাপার্ট ফ্রান্সের জন্য রাজ্যগ্রাস করার যথা সম্ভব চেষ্টা করেন। তাঁর অনুকারী বিসমার্ক প্রাশিয়ার জন্য চালালেন সেই একই নীতি; ১৮৬৬ সালে তিনি করলেন তাঁর **কুদেতা**, উপর থেকে তাঁর বিপ্লব — সেটা জার্মান কনফেডারেশন ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যতটা, প্রাশিয়ার *Konfliktskammer*-এর*** বিরুদ্ধে তার চাইতে কম নয়। কিন্তু দুইজন বোনাপার্টের পক্ষে ইউরোপ ছিল খুবই সংকীর্ণ, আর এমনই ইতিহাসের

* দল দুইটি হল ১৭৯২ পর্যন্ত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর্যায়েও (১৮১৪-৩০) ফ্রান্সে ক্ষমতার শাসনে অধিষ্ঠিত 'বৈধ' বুরবোঁ বংশের সমর্থক, বৈধপন্থী বা **লেজিটিমিস্ট** দল, এবং ১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লবে যারা ক্ষমতা পেল ও ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে পর্যুদস্ত হল সেই অর্লিয়ান্স বংশের সমর্থক **অর্লিয়ান্সী** দল। — সম্পাঃ

** তৃতীয় নেপোলিয়নের রাজত্বকালে ফ্রান্স ক্রিমিয়া অভিযানে (১৮৫৪-৫৫) যোগ দেয়; ইতালি নিয়ে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে লড়াই চালায় (১৮৫৯); ইংলন্ডের সঙ্গে একযোগে চীনের বিরুদ্ধে লড়ে (১৮৫৬-৫৮ ও ১৮৬০); ইন্দোচীন গ্রাসের সূচনা করে; সিরিয়ায় (১৮৬০-৬১) ও মেক্সিকোতে (১৮৬২-৬৭) অভিযান চালনার ব্যবস্থা করে; এবং সর্বশেষে ১৮৭০-৭১ সালে প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে। — সম্পাঃ

*** *Konfliktskammer* অর্থাৎ তখনকার প্রাশিয়ার সরকারবিরোধী আইন পরিষদ। — সম্পাঃ

পরিহাস যে বিসমার্কই নেপোলিয়নকে গদী ছাড়া করলেন ও প্রাশিয়াধিপতি ভিলহেল্‌ম শুধু ক্ষুদে জার্মান সাম্রাজ্যেরই* নয় ভিত্তি স্থাপন করলেন ফরাসী প্রজাতন্ত্রেরও। অবশ্য সাধারণ ফলাফল দাঁড়াল এই যে, ইউরোপে পোল্যান্ড বাদে বৃহৎ জাতিগুলির স্বাধীনতা ও আভ্যন্তরীণ ঐক্য বাস্তব ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। সত্য বটে এটা ঘটল অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ চৌহদ্দির মধ্যেই, তবু তা সত্ত্বেও এতটা পরিসর জুড়ে যাতে এরপর শ্রমিক শ্রেণীর বিকাশের পথে জাতিগত জটিলতা আর একটা গুরুতর প্রতিবন্ধকতা হয়ে রইল না। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সমাধিখনকেরা হয়ে দাঁড়াল এই বিপ্লবের ইচ্ছাপত্রেরই কর্মনির্বাহক। আর তাদের পাশাপাশি ইতিমধ্যে বিভীষিকার মতো আবির্ভূত হল ১৮৪৮ সালের উত্তরাধিকারী, **আন্তর্জাতিকের** রূপ নিয়ে প্রলেতারিয়েত বাহিনী।

১৮৭০-৭১ সালের যুদ্ধের পর বোনাপার্ট অন্তর্ধান করলেন রঙ্গমঞ্চ থেকে এবং বিসমার্কের ব্রত পূর্ণ হল, যার ফলে তিনি এখন মামুলী **জাঙ্কারের** ভূমিকায় প্রত্যাবর্তন করতে পারলেন। এই পর্বের ছেদ টানল অবশ্য প্যারিস কমিউন। তিয়ের কর্তৃক গোপনে প্যারিস জাতীয় রক্ষিবাহিনীর কামান চুরির চেষ্টা উদ্রেক করল এক সার্থক অভ্যুত্থানের। আর একবার দেখা গেল যে প্যারিসে এখন প্রলেতারিয়েতের বিপ্লব ছাড়া আর কিছুই সম্ভব নয়। জয়লাভের পর ক্ষমতা, একেবারে আপনা থেকেই ও সম্পূর্ণ অবিসংবাদীভাবেই, গিয়ে পড়ল শ্রমিক শ্রেণীর মুঠোয়। এ কথাও আর একবার প্রমাণ হল যে, তখনো, আমাদের রচনায় উল্লিখিত সময়ের বিশ বছর পরেও শ্রমিক শ্রেণীর শাসন কত অসম্ভব ছিল। একদিকে ফ্রান্স প্যারিসকে পথে বসাল; ম্যাকম্যাহনের বুলেট যখন প্যারিসে রক্ত গঙ্গা বইয়ে দিল তখন দেশ রইল শুধু তাকিয়ে। অন্যদিকে ব্লাঙ্কিপন্থী (সংখ্যাগরিষ্ঠ) ও প্রুধোঁপন্থীর (সংখ্যালঘু) মধ্যে বিভক্ত কমিউন এদের মধ্যেকার নিষ্ফল বিতণ্ডায় ক্ষয়ে যেতে থাকল; দুপক্ষের কেউই জানত না কী করা প্রয়োজন। ১৮৭১ সালে যে বিজয় পাওয়া গিয়েছিল অতি সহজেই, ১৮৪৮ সালের চকিত আক্রমণের মতোই তা অসার্থক হয়ে রইল।

মনে হয়েছিল সংগ্রামী প্রলেতারিয়েতের বুঝি বা প্যারিস কমিউনের সঙ্গেই চিরসমাধি ঘটেছে। কিন্তু ঠিক তার বিপরীত — কমিউন ও ফরাসী-প্রুশীয় যুদ্ধ থেকেই শুরু হল তার সব থেকে জোরালো পুনরুজ্জীবন। এরপর থেকে শুধু লক্ষ লক্ষের হিসাবেই গণনীয় এমন সব সৈন্যবাহিনীতে অস্ত্রধারণক্ষম সমস্ত অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্তি, এবং এতদিন স্বপ্নাতীত মনে হত এমন সব শক্তিধর আগ্নেয়াস্ত্র, গোলা ও

* ১৮৭১ সালে প্রাশিয়ার অধিনায়কত্বে যে জার্মান সাম্রাজ্যের (অস্ট্রিয়া বাদে) উদ্ভব হয় তার এই নামকরণ করা হয়েছিল। — সম্পাঃ

বিস্ফোরক পদার্থের প্রবর্তন সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহের ক্ষেত্রে এক সর্বাঙ্গীণ বিপ্লবের সৃষ্টি করে। সে বিপ্লব অশ্রুতপূর্ব নির্মমতা ও একেবারে অনিশ্চিত ফলাফলের বিশ্বযুদ্ধ বাদে অন্য যে কোন যুদ্ধকে অসম্ভব করে তুলে একদিকে বোনাপার্টীয় যুদ্ধ পর্বের আকস্মিক অবসান ঘটাল আর শান্তিপূর্ণ শিল্পবিকাশ সুনিশ্চিত করল। অপর পক্ষে সে বিপ্লব গুণোত্তর প্রগতিতে সেনাবিভাগের ব্যয়বৃদ্ধি ঘটিয়ে তার ফলে অত্যধিক মাত্রায় ট্যাক্স বাড়িয়ে তুলল, আর তাতে করে জনসাধারণের ভিতরকার দরিদ্রতর শ্রেণীদের ঠেলে দিল সমাজতন্ত্রের কোলে। অস্ত্রসজ্জার ক্ষেত্রে উন্মত্ত প্রতিযোগিতার আশু কারণ, আল্‌সাস-লোরেন গ্রাসের ঘটনা ফরাসী ও জার্মান বুর্জোয়াদের উগ্রজাতিবাদে পরস্পরের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে পেরেছিল; দুই দেশের শ্রমিকদের পক্ষে সেই ঘটনাই হল নতুন এক ঐক্য বন্ধন। আর প্যারিস কমিউনের বার্ষিকী পরিণত হল সমগ্র প্রলেতারিয়েতের প্রথম সাধারণ উৎসব দিবসে।

মার্কস যা বলেছিলেন, ১৮৭০-৭১ সালের যুদ্ধ ও কমিউনের পরাভব ইউরোপীয় শ্রমিক আন্দোলনের ভারকেন্দ্রকে সাময়িকভাবে ফ্রান্স থেকে জার্মানিতে স্থানান্তরিত করে। স্বভাবতই ১৮৭১ সালে মে মাসের রক্তক্ষয়ের চোট সামলাতে ফ্রান্সের বেশ কয়েক বছর লেগেছিল। অন্যদিকে যেখানে শত শত কোটি ফরাসী মুদ্রার* আশীর্বাদে একেবারেই কৃত্রিম অনুকূল পরিবেশে সযত্নে লালিত শিল্পগুলি ক্রমশই দ্রুতহারে বেড়ে ওঠে, সেখানে আরও দ্রুত ও স্থায়ী বৃদ্ধি ঘটে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির। ১৮৬৬ সালে প্রবর্তিত সর্বজনীন ভোটাধিকার জার্মান শ্রমিকেরা বুদ্ধিমানের মতো ব্যবহার করার ফলে পার্টির আশ্চর্য প্রসার অবিসংবাদী পরিসংখ্যান মারফৎ সমগ্র বিশ্বের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে: ১৮৭১ — ১,০২,০০০; ১৮৭৪ — ৩,৫২,০০০; ১৮৭৭ — ৪,৯৩,০০০ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ভোট। তারপর উচ্চ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সমাজতন্ত্রী বিরোধী আইনের রূপে এল এই অগ্রগতির স্বীকৃতি। সাময়িকভাবে পার্টি ভেঙে চুরে গেল, ১৮৮১ সালে ভোটসংখ্যা নেমে এল ৩,১২,০০০-এ। কিন্তু অচিরেই এ অবস্থা কাটানো গেল আর তারপর জরুরী আইনের (Exceptional Law) চাপ সত্ত্বেও, বিনা সংবাদপত্রে, বিনা বৈধ সংগঠনে এবং ঐক্যবদ্ধ ও মিলিত হওয়ার অধিকার ছাড়াই শুরু হল প্রকৃত দ্রুত প্রসার: ১৮৮৪ — ৫,৫০,০০০; ১৮৮৭ — ৭,৬৩,০০০; ১৮৯০ — ১৪,২৭,০০০ ভোট। এর ফলে রাষ্ট্রের হাত পঙ্গু হয়ে যায়। সমাজতন্ত্রী বিরোধী আইন লুপ্ত হল; সমাজতন্ত্রীদের ভোট উঠল ১৭,৮৭,০০০-এ, মোট যত ভোট পড়ল তার এক-চতুর্থাংশেরও বেশি। সরকার ও শাসক শ্রেণীর সব কারসাজি ফুরিয়ে

* ১৮৭১ সালে ১০ই মে তারিখের ফ্রাঙ্কফুর্ত শান্তিচুক্তির শর্ত অনুযায়ী ফ্রান্স কর্তৃক জার্মানিকে ৫০০ কোটি ফ্রাঁক ক্ষতিপূরণ দানেরই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। — সম্পাঃ

গেল ব্যর্থতায়, নিরুদ্দেশে, অসাফল্যে। তাদের নির্বীর্যতার চাক্ষুষ প্রমাণ রাতের পাহারাওলা থেকে সম্রাটের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত সব কর্তৃপক্ষই মেনে নিতে বাধ্য হয় — তাও আবার ঘৃণিত শ্রমিকদের কাছ থেকেই — সে প্রমাণ গোণা হতে লাগল কোটির ঘরে। রাষ্ট্র পেঁৗছল তার দৌড়ের শেষ সীমায় — শ্রমিকরা তার কেবল শুরুতে।

উপরন্তু, সব থেকে শক্তিশালী, সবচেয়ে সুশৃঙ্খল ও দ্রুততম হারে বিকাশমান সমাজতন্ত্রী দল হিসাবে শুধু বর্তমান থেকেই জার্মান শ্রমিকেরা তাদের আদর্শের জন্য যে কাজ সম্পন্ন করেছিল, সেই প্রথম কাজটি বাদেও তারা আর একটি মস্ত কাজ করেছে। সর্বজনীন ভোটাধিকার কী ভাবে প্রয়োগ করতে হয় — তা দেখিয়ে দিয়ে তারা তাদের সব দেশের কমরেডদের নতুন ও সব থেকে তীক্ষ্ম একটি হাতিয়ার যোগায়।

বহুদিন থেকেই ফ্রান্সে সর্বজনীন ভোটাধিকার ছিল, কিন্তু তার বদনাম রটেছিল বোনাপার্টীয় সরকারের হাতে অপব্যবহারের দরুন। কমিউনের পর তাকে ব্যবহার করার মতন কোন শ্রমিক পার্টিও ছিল না। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে স্পেনেও এই ভোটাধিকার ছিল, কিন্তু স্পেনে সব ক'টি গুরুত্বপূর্ণ বিরোধী দলের মধ্যে নির্বাচন বর্জনই হয়েছিল বরাবরের রেওয়াজ। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ব্যাপারে সুইজারল্যান্ডের অধিবাসীদের অভিজ্ঞতাও কোন শ্রমিক পার্টির পক্ষে মোটেই উৎসাহজনক হয়নি। লাটিন দেশগুলির বিপ্লবী শ্রমিকেরা ভোটাধিকারকে একটি ফাঁদ, সরকারী কারসাজির এক হাতিয়ার হিসাবেই গণ্য করতে অভ্যস্ত ছিল। জার্মানিতে ব্যাপার দাঁড়াল স্বতন্ত্র। ইতিপূর্বেই 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' সর্বজনীন ভোটাধিকার, গণতন্ত্র অর্জনকে, সংগ্রামী প্রলেতারিয়েতের সব থেকে গোড়াকার ও গুরুতর এক কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছিল আর সেই কথাই আবার তুলে ধরেন লাসাল। বিসমার্ক জনসাধারণকে তাঁর পরিকল্পনার প্রতি আকৃষ্ট করার একমাত্র পন্থা হিসাবে যখন ঐ ভোটাধিকার চালু করতে বাধ্য হলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের শ্রমিকরা গুরুত্ব সহকারে তাকে গ্রহণ করে ও আগস্ত বেবেলকে পাঠায় প্রথম সংবিধান পরিষদ, রাইখস্টাগে। আর সেদিন থেকেই তারা এমনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে যে তার ফলে তাদের লাভ হয়েছে হাজার গুণ এবং সমস্ত দেশের শ্রমিকদের সামনে তা আদর্শের কাজ করেছে। ফরাসী মার্কসবাদী কর্মসূচীর ভাষায় ভোটাধিকারকে তারা *transformé, de moyen de duperie qu'il a été jusqu'ici, en instrument d'émancipation* — সাবেক কালের প্রতারণার যন্ত্র থেকে রূপান্তরিত করেছে মুক্তির উপায়ে*। প্রত্যেক তিনবছর অন্তর আমাদের সংখ্যা গণনার সুযোগদান; নিয়মিতভাবে প্রকাশিত অপ্রত্যাশিত দ্রুতগতিতে

* ফরাসী শ্রমিক দলের কর্মসূচীর মার্কস রচিত ভূমিকা থেকে এই বাক্যাংশটি উদ্ধৃত। ১৮৮০ সালে, পার্টির হাভর কংগ্রেসে এই কর্মসূচী গৃহীত হয়। — সম্পাঃ

আমাদের ভোট বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন শ্রমিকদের জয়লাভের নিশ্চয়তা ও বিরোধী পক্ষের দুশ্চিন্তা সমমাত্রায় বাড়িয়ে তোলা আর সেজন্যই আমাদের প্রচারের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ানো; আমাদের নিজেদের ও সমস্ত বিরোধী পার্টিগুলির শক্তিসম্পর্কে সঠিক তথ্য পরিবেশন ও তার মারফৎ যেমন অসময়োচিত ভীরুতা তেমনই অসময়োচিত দুঃসাহস থেকে রক্ষা করার উপযোগী আমাদের কার্যকলাপের মাত্রা নির্ণয়ের এক অদ্বিতীয় মাপকাঠি যোগানো — সর্বজনীন ভোটাধিকার যদি এছাড়া আর কোন সুবিধা নাও দিয়ে থাকে, এই যদি আমাদের কাছে তার একমাত্র সুবিধা হত, তবু সেটা হত যথেষ্টের চাইতেও বেশি। কিন্তু তার কীর্তি এর চাইতে অনেক বেশি। যেখানে জনসাধারণ এখন পর্যন্ত আমাদের থেকে দূরে সরে আছে, সেখানে নির্বাচনী প্রচারের মারফৎ তাদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের, এবং আমাদের আক্রমণের মুখে অন্য সব পার্টিকে সমগ্র জনসাধারণের দরবারে নিজেদের মতামত ও কার্যকলাপের ব্যাখ্যা করতে বাধ্য করার এক অদ্বিতীয় হাতিয়ার আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে এই ভোটাধিকার। আর তা ছাড়াও সে ভোটাধিকার রাইখস্টাগে আমাদের প্রতিনিধিদের এমন একটি মঞ্চ জুটিয়ে দিয়েছে যেখান থেকে তারা পরিষদের ভিতরে বিরোধীদের সঙ্গে ও বাইরে জনসাধারণের সঙ্গে কথা চালাতে পারে সংবাদপত্র বা সভাসমিতির চাইতে একেবারে ভিন্ন এক কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতা নিয়ে। সমাজতন্ত্রী বিরোধী আইন সরকার ও বুর্জোয়াদের আর কোন্ কাজে লাগতে পারল যখন অবিরাম তাতে ভাঙন ধরাল নির্বাচনী প্রচার ও রাইখস্টাগে সমাজতন্ত্রী বক্তৃতা?

সর্বজনীন ভোটাধিকারের এই সার্থক প্রয়োগের ফলে কিন্তু প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামে সম্পূর্ণ নতুন এক পদ্ধতির অবতারণা হয়েছিল আর সে পদ্ধতি দ্রুত আরও বিকাশলাভ করল। যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানগুলির ভিতরে বুর্জোয়া শাসন সুসঙ্গবদ্ধ রয়েছে, দেখা গেল সেগুলিই শ্রমিক শ্রেণীকে আরও অনেক সুযোগ এনে দেয় খাস সেই প্রতিষ্ঠানগুলিরই বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালনার। শ্রমিকেরা প্রাদেশিক আইনসভা, মিউনিসিপাল কাউন্সিল ও পেশাগত আদালতের (trades courts) নির্বাচনে যোগ দিল; যে সব পদ অধিকারের ব্যাপারে যথেষ্ট সংখ্যক প্রলেতারিয়েতের কোন হাত ছিল তার প্রত্যেকটিতেই তারা বুর্জোয়াদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে লাগল। আর তাই অবস্থাটা দাঁড়াল এই যে, বুর্জোয়ারা ও সরকার অনেক বেশি ভয় পেতে শুরু করল শ্রমিকদলের বেআইনী কাজের চাইতে আইনানুগ কার্যকলাপকে, বিদ্রোহের থেকে নির্বাচনের ফলাফলকে।

কারণ এক্ষেত্রেও সংগ্রামের শর্তের আমূল রূপান্তর ঘটেছিল। সাবেকী কেতার বিদ্রোহ, ব্যারিকেড তুলে রাস্তায় রাস্তায় লড়াই, ১৮৪৮ পর্যন্ত সর্বত্রই যাতে ফয়সালা হয়েছে, তা এখন অকেজো হয়ে পড়ল বহুলাংশেই।

এ ব্যাপারে আমাদের ভুল ধারণা প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত: রাস্তার লড়াইতে সামরিক

বাহিনীর উপরে সশস্ত্র বিদ্রোহের সত্যকার জয়লাভ, দুই সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যেমনটি ঘটে থাকে তেমন ধরনের জয়লাভ হল এক বিরলতম ব্যতিক্রম। আর বিদ্রোহীরাও এর উপরে ভরসা রাখত ঠিক ততটাই কম। তাদের কাছে এটি ছিল শুধু নৈতিক শক্তির কাছে সৈন্যদের নতিস্বীকার করানোর প্রশ্ন, দুটি যুদ্ধলিপ্ত দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যেকার সংগ্রামে যে শক্তির প্রভাব একেবারেই পড়ে না অথবা সামান্যই পড়ে। এ ব্যাপারে তারা সফল হলে সৈন্যদল আর হুকুমে সাড়া দেয় না, অথবা সেনানায়কদের মাথা ঠিক থাকে না এবং বিদ্রোহ হয় জয়যুক্ত। তারা এতে সফল না হলে সামরিক বাহিনী সংখ্যায় কম থাকলেও তখন অস্ত্রসজ্জা ও শিক্ষা, একক নেতৃত্ব, সামরিক শক্তির পরিকল্পিত প্রয়োগ এবং শৃঙ্খলাই প্রাধান্য লাভ করে। প্রকৃত রণকৌশলগত তৎপরতার ক্ষেত্রে সশস্ত্র বিদ্রোহ বড় জোর যা করতে পারে তা হল একটি ব্যারিকেড ঠিকমত বানানো ও তাকে রক্ষা করা। পারস্পরিক সহায়তা, মজুত শক্তির বিন্যাস ও প্রয়োগ, সংক্ষেপে আলাদা আলাদা বাহিনীগুলির যুগপৎ ও সুসমন্বিত কার্যকলাপ — একটা গোটা বড় শহর দূরে যাক, শহরের অঞ্চলবিশেষকে রক্ষা করার পক্ষেও যা অপরিহার্য — তা খুব স্বল্পমাত্রাতেই সম্ভব হয়, অধিকাংশ সময়ে একেবারেই হয় না। নির্ধারক ক্ষেত্রটিতে সামরিক শক্তি কেন্দ্রীভূত করার কথাটা তো এখানে আদৌ ওঠে না। সুতরাং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধটাই এ সংগ্রামের প্রধান ধরন; শুধু নিয়মের ব্যতিক্রম হিসাবেই আক্রমণ, এখানে ওখানে সাময়িক হানা বা পাশ থেকে হামলার রূপ নেয়; সাধারণত কিন্তু আক্রমণ সীমাবদ্ধ রাখতে হয় পিছু-হটা সৈন্যবাহিনীর পরিত্যক্ত অবস্থানগুলি দখলে রাখার মধ্যেই। এর উপরে, সৈন্যবাহিনীরই হাতে থাকে কামান ও সুসজ্জিত শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়রের দল — যুদ্ধের এমন সব সরঞ্জাম যা প্রায় কখনোই বিদ্রোহীদের ভাগ্যে মোটেই জোটে না। সুতরাং এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে সব থেকে নির্ভীকভাবে যেসব ব্যারিকেড লড়াই চালিত হয়েছে — প্যারিসে ১৮৪৮ সালে জুন মাসে; ভিয়েনায় ১৮৪৮-এর অক্টোবরে; দ্রেজদেন ১৮৪৯ সালের মে মাসে — সেখানেও, যখনই আক্রমণরত সৈন্যের নেতারা রাজনৈতিক বিচারের তোয়াক্কা না রেখে নিছক সামরিক দৃষ্টি নিয়েই কাজ চালাতে পেরেছে আর তাদের সৈন্যরা বিশ্বস্ত থেকেছে, তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহ হয়েছে পরাভূত।

১৮৪৮ পর্যন্ত বিদ্রোহীরা যে বহু সাফল্য অর্জন করে তার পিছনে বহুবিধ কারণ ছিল। স্পেনের অধিকাংশ রাস্তার লড়াইয়ের মতো ১৮৩০ সালের জুলাই ও ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসের প্যারিসেও নাগরিকদের এক রক্ষিদল বিদ্রোহী ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল। সেই রক্ষিদল হয় সরাসরি বিদ্রোহের পক্ষ সমর্থন করে নয়ত বা তাদের নিমরাজি দোমনা মনোভাবের দ্বারা সৈন্যবাহিনীকেও দ্বিধাগ্রস্ত করে তোলে আর তার উপরে আবার অস্ত্র যোগায় বিদ্রোহীদেরই। যেখানে নাগরিকদের এই রক্ষিদল

গোড়া থেকেই বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছে, যেমন ১৮৪৮ সালের জনে মাসে প্যারিসে, সেখানে বিদ্রোহ পযর্দস্ত হয়। ১৮৪৮ সালে বার্লিনে যে জনসাধারণ জয়যুক্ত হয়েছিল তার আংশিক কারণ মার্চ মাসের ১৯ তারিখ রাতে ও সকালে যথেষ্ট পরিমাণে নতুন সংগ্রামী শক্তির যোগদান, অংশত সৈন্যবাহিনীর অবসন্নতা ও তাদের মধ্যে খাদ্য পরিবেশনের বেবন্দোবস্ত, এবং সর্বশেষে অংশত যে বৈকল্য সৈন্যদলের নেতৃত্বকে গ্রাস করেছিল তারই দরুন। কিন্তু সব ক'টি ক্ষেত্রেই সংগ্রামে জয়লাভ ঘটেছিল, কারণ সৈন্যবাহিনী তাদের নেতৃত্বের ডাকে সাড়া দেয়নি, কারণ নেতৃস্থানীয় অফিসাররা সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা হারিয়ে বসে, অথবা তাদের কাজের স্বাধীনতা ছিল না।

রাস্তার লড়াই-এর স্বর্ণযুগেও তাই ব্যারিকেড থেকে বাস্তবের চেয়ে নৈতিক ফলাফলই দেখা গিয়েছিল বেশি। এটা ছিল সৈন্যবাহিনীর দৃঢ়তা বিচলিত করারই হাতিয়ার। সেই ফলপ্রাপ্তি পর্যন্ত যদি তা টিকে থাকতে পারত তাহলে জয়লাভ ঘটত, নইলে পরাজয়। ভবিষ্যতে সম্ভাব্য রাস্তার লড়াই-এর সাফল্যবিচারে এই মূলকথাটি মনে রাখতেই হবে।

ইতিমধ্যে ১৮৪৯ সালেই এ সম্ভাবনা ছিল বেশ ক্ষীণ। সর্বত্রই বুর্জোয়ারা সরকারের সঙ্গে আপন ভাগ্যসূত্র গ্রথিত করেছিল, বিদ্রোহের বিরুদ্ধে আগুয়ান সৈন্যবাহিনীর জন্য অভিনন্দন ও ভোজ দিয়েছিল 'সংস্কৃতি ও সম্পত্তি'। ব্যারিকেডের মোহ কেটে গেল; তার পিছনে সৈন্যরা আর 'জনসাধারণকে' নয়, দেখছিল বিদ্রোহীদের, প্ররোচকদের, লুঠেরাদের, উচ্চনীচ-সমজ্ঞানীদের, সমাজের আবর্জনাদেরই। কালক্রমে অফিসাররাও পোক্ত হয়ে উঠেছিল রাস্তার লড়াই-এর কায়দায়; এখন আর তারা হঠাৎ-তোলা প্রতিরোধব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে আড়াল না নিয়ে সোজাসুজি অগ্রসর হত না, এগিয়ে যেত বরং বাগান, চত্বর ও বাড়ির মধ্যে দিয়ে ঘোরা পথে। আর সামান্য দক্ষতায় এই কায়দা দশের মধ্যে ন'টি ক্ষেত্রেই এখন সার্থক হতে থাকে।

কিন্তু তারপর থেকে আরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে আর তার সবগুলিই আবার সৈন্যবাহিনীর অনুকূলে। বড় শহরগুলি যেমন যথেষ্ট ফেঁপে উঠেছে, তেমনই সৈন্যদল বৃদ্ধি পেয়েছে আরও অনেক বেশী। ১৮৪৮ থেকে প্যারিস ও বার্লিনের লোকসংখ্যা চারগুণের থেকে কমই বেড়েছে কিন্তু তাদের রক্ষক সৈন্য বেড়েছে তার চাইতেও বেশী। রেলপথের কল্যাণে এই সেনাদলকে আবার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দ্বিগুণেরও বেশি বাড়ানো যায়, আর আটচল্লিশ ঘণ্টায় তো তাকে পরিণত করা যায় বিশাল সৈন্যবাহিনীতে। সংখ্যার দিক থেকে বিপুলমাত্রায় স্ফীত এই সৈন্যদলের অস্ত্রসজ্জা হয়ে উঠেছে অতুলনীয় রকমের কার্যকরী। ১৮৪৮ সালে ছিল মসৃণ নলের মাজল-লোডিং পার্কাসন বন্দুক। আর আজ এসেছে ছোট ক্যালিবারের ব্রিচ্-লোডিং ম্যাগাজিন রাইফেল, প্রথমটির

চাইতে যার গুলি পৌঁছয় চারগুণ দূরে, যার লক্ষ্য দশগুণ বেশি নির্ভুল ও যা ছোঁড়া যায় দশগুণ দ্রুতহারে। সেদিন ছিল কামানের অপেক্ষাকৃত কম কার্যকর রাউণ্ডশট আর গ্রেপ-শট (grape-shot); আর আজ রয়েছে সংঘাতে বিদীর্ণ হয় এমন শেল, সব থেকে মজবুত ব্যারিকেডকেও ধ্বংস করার পক্ষে যার একটিমাত্রই যথেষ্ট। তখন অগ্নিনিরোধক প্রাচীর ভেঙে এগোবার জন্য ছিল স্যাপার-এর গাঁইতি; আর আজ সেখানে আছে ডিনামাইটের কার্তুজ।

অপরদিকে বিদ্রোহীদের তরফের হাল সব রকমেই আগের চাইতে খারাপ দাঁড়িয়েছে। জনসাধারণের সব স্তরেরই সহানুভূতি থাকবে এমন বিদ্রোহের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা আজ খুবই কম; শ্রেণী-সংগ্রামে সব ক'টি মধ্যবর্তী স্তর সম্ভবত কখনও এত একান্তভাবে প্রলেতারিয়েতের চারিদিকে দানা বাঁধবে না, যাতে তার তুলনায় বুর্জোয়ার চারিদিকে সমবেত প্রতিক্রিয়াশীলের দল প্রায় অদৃশ্য হয়ে যাবে। 'জনসাধারণ' সেইজন্য সর্বদাই বিভক্ত হয়ে যাবে, আর তাই ১৮৪৮ সালে যে শক্তিশালী হাতলটা অসামান্য ফলপ্রসূ হয়েছিল আজ তা নেই। সামরিকভাবে পোক্ত সৈনিক বেশী সংখ্যায় যদি বা বিদ্রোহীদের দলে ভিড়ে যায়, তাহলে আবার তাদের অস্ত্র যোগানোও সেই অনুপাতে কঠিন হয়ে উঠবে। বন্দুকের দোকানের শিকারোপযোগী বা সখের বন্দুককে পুলিশের হুকুমে আগে থাকতেই টিপকলের কিয়দংশ সরিয়ে রেখে যদি অকেজো করা না হয়েও থাকে, তবু সেগুলি নিকট পাল্লার লড়াইতেও কোনক্রমেই সৈন্যদের ম্যাগাজিন রাইফেলের সমকক্ষ নয়। ১৮৪৮ পর্যন্ত বারুদ ও সীসা দিয়ে প্রয়োজনীয় গোলাগুলি নিজেরাই বানিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল; আজ কিন্তু প্রতি ধাঁচের বন্দুকের জন্য আছে আলাদা ঢং-এর কার্তুজের ব্যবস্থা আর তাদের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে মিল হল শুধু একটি জায়গাতেই, অর্থাৎ সব ক'টিই হল বৃহৎ শিল্পজাত জটিল সামগ্রী, যাদের হঠাৎ বসে (ex tempore) তৈরী করা অসম্ভব — ফলে উপযোগী গোলাগুলি না পাওয়া পর্যন্ত অধিকাংশ বন্দুকই অকেজো। আর সর্বশেষে, ১৮৪৮ থেকে বড় বড় শহরগুলির সদ্য গড়ে তোলা পাড়াগুলিতে লম্বা, সোজা ও চওড়া সড়ক ফাঁদা হয়েছে, যেন নতুন ধাঁচের কামান বন্দুক চালানোর পুরোদস্তুর সুবিধার জন্যই। নেহাৎ উন্মাদ না হলে কোন বিপ্লবীই নিশ্চয় নিজ থেকে বার্লিনের উত্তর বা পূর্বের নয়া শ্রমিক অঞ্চলগুলিকে ব্যারিকেডের লড়াই-এর জন্য বেছে নেবে না।

এর মানে কি এই যে রাস্তার লড়াই-এর আর কোন ভূমিকা ভবিষ্যতে থাকবে না? নিশ্চয়ই তা নয়। এর অর্থ শুধু এই যে ১৮৪৮ থেকে অবস্থাটা বেসামরিক সংগ্রামীদের পক্ষে ঢের বেশি প্রতিকূল ও সৈন্যবাহিনীর পক্ষে অনেক বেশি অনুকূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অসুবিধাজনক অবস্থা অন্যান্য উপায়ে পরিপূরণ করতে পারলেই শুধু ভবিষ্যতে রাস্তার লড়াই জয়যুক্ত হবে। সুতরাং বিরাট কোন বিপ্লবে পরবর্তী পর্যায়ের তুলনায়

সূচনার দিকে এটা খুব কমই ঘটবে আর সে লড়াইও চালাতে হবে অনেক বেশী শক্তির সাহায্যে। অবশ্য সমগ্র মহান ফরাসী বিপ্লবে বা ১৮৭০ সালে ৪ঠা সেপ্টেম্বর ও ৩১শে অক্টোবর তারিখের* মতন তারা সে ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় ব্যারিকেড কৌশলের চাইতে সরাসরি আক্রমণটাই বেশি পছন্দ করবেই।

পাঠক কি এখন ধরতে পারছেন কেন কর্তৃপক্ষ আমাদের নিশ্চিতভাবেই সেখানে ঠেলে দিতে চান যেখানে গুলি চলছে\ও তলোয়ার ঘুরছে? যেখানে আগে থেকেই পরাজয় অবধারিত বলে আমরা জানি সেই রাস্তার লড়াই-এ বিনা বাক্যব্যয়ে নেমে পড়ছি না বলে কেন তাঁরা আমাদের কাপুরুষতার অপবাদ রটান? আমরা যাতে একবারটি কামানের খোরাকের ভূমিকা গ্রহণ করি তার জন্য উৎসাহভরে কেন তাঁরা অত পীড়াপীড়ি করেন?

ভদ্রলোকরা খামোখাই, বেমালুম খামোখাই মিনতি করছেন, দ্বন্দ্বাহ্বান জানাচ্ছেন। আমরা অত নির্বোধ নই। আগামী যুদ্ধে তাঁদের শত্রুপক্ষের কাছেও তাহলে এ দাবি তাঁরা জানাতে পারেন যে, শত্রুকে ফ্রিৎস** বুড়োর মতো লাইনে লাইনে বাহিনী সাজানোর নক্সা অনুসারে অথবা ভাগ্রাম ও ওয়াটারলুর*** মতন গোটাগুটি এক একটা ডিবিসন সারি বেঁধে লড়াই চালাতে হবে — আর তাও আবার চকমকি বন্দুক হাতে। জাতিতে জাতিতে যুদ্ধের ক্ষেত্রে যদি অবস্থান্তর ঘটে থাকে তবে শ্রেণী-সংগ্রামের ব্যাপারেও তা কম সত্য নয়। চকিত আক্রমণের, অচেতন জনতার শীর্ষে সচেতন একটা ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবের দিন শেষ হয়ে গেছে। সমাজ সংগঠনের পরিপূর্ণ রূপান্তরই যেখানে প্রশ্ন সেখানে জনসাধারণকে নিজেদেরই তার মধ্যে সামিল হতে হবে, আগেই তাদের উপলব্ধি করে নিতে হবে প্রশ্নটা কী, কায়মনোবাক্যে কিসের জন্য তারা নামছে। গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে। কিন্তু জনসাধারণ যাতে যথাকর্তব্য বুঝতে পারে তার জন্য দীর্ঘদিন ধরে অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ করা দরকার আর ঠিক সেই কাজই আমরা এখন চালাচ্ছি, এতটা সার্থকভাবেই চালাচ্ছি যে তার ফলে শত্রুপক্ষ হতাশ হয়ে উঠছে।

পুরানো রণকৌশল যে পাল্টাতেই হবে — একথা লাটিন দেশগুলিতেও ক্রমশই উপলব্ধি করা হচ্ছে। সর্বত্রই ভোটাধিকারের সুযোগ গ্রহণের, আমাদের কাছে উন্মুক্ত

* ১৮৭০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর লুই বোনাপার্টের সরকার উচ্ছেদ ও প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয় আর এই বছরের ৩১শে অক্টোবর 'জাতীয় প্রতিরক্ষার' সরকারের বিরুদ্ধে ব্লাঙ্কিপন্থীরা সশস্ত্র বিদ্রোহের একটা ব্যর্থ চেষ্টা করে। — সম্পাঃ

** প্রাশিয়ার রাজা, দ্বিতীয় ফ্রিদরিখ (১৭৪০-৮৬)। — সম্পাঃ

*** ভাগ্রাম (১৮০৯) আর ওয়াটারলু (১৮১৫) — নেপোলিয়নীয় যুদ্ধবিগ্রহের দুটি বৃহত্তম যুদ্ধ। — সম্পাঃ

সব ক'টি পদ দখলের জার্মান দৃষ্টান্তটি অনুসৃত হয়েছে; সর্বত্রই অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণ চালনার ব্যাপারটা পিছু হটে গেছে। ফ্রান্স, যেখানে একশ বছরেরও বেশিদিন ধরে বিপ্লবের পর বিপ্লবের ফলে জমি নড়বড়ে হয়েছে, যেখানে এমন কোন পার্টি নেই যে চক্রান্ত ও সশস্ত্র অভ্যুত্থান এবং অন্যান্য সমস্ত রকম বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের অংশীদার হয়নি; ফ্রান্স, যেখানে এ সবের ফলে সরকার মোটেই সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে নিশ্চিন্ত নয় ও সাধারণভাবে জার্মানির তুলনায় যেখানে অভ্যুত্থানী কুদেমেন-এর অবস্থা অনেক বেশী অনুকূল — এমন কি সেই ফ্রান্সেও সমাজতন্ত্রীরা উত্তরোত্তর এ কথা উপলব্ধি করছে যে যতদিন পর্যন্ত না তারা আগে বিপুল জনসাধারণকে অর্থাৎ এক্ষেত্রে কৃষকদের দলে টানতে পারছে ততদিন তাদের পক্ষে স্থায়ী জয়লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। ধীরেসুস্থে প্রচারকার্য ও পার্লামেন্টের মধ্যে কাজকর্ম সেখানেও পার্টির আশু কর্তব্য হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করেছে। সাফল্যের অভাব ঘটেনি। শুধু যে বহুসংখ্যক পৌর পরিষদেই জয়লাভ করা গেছে তাই নয়, শাসন পরিষদের কক্ষে (Chambers) পঞ্চাশ জন সমাজতন্ত্রী আসনলাভ করেছে, আর ইতিমধ্যেই তারা পতন ঘটিয়েছে তিন তিনটি মন্ত্রিসভা ও একজন রাষ্ট্রপতির। বেলজিয়মে শ্রমিক শ্রেণী গত বছর জোর করে ভোটাধিকারের স্বীকৃতি আদায় করে এবং নির্বাচক এলাকাগুলির এক-চতুর্থাংশে তারা জয়লাভ করেছে। সুইজারল্যান্ড, ইতালি, ডেনমার্ক — এমন কি বুলগেরিয়া ও রুমানিয়াতেও পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করছে সমাজতন্ত্রীরা। অস্ট্রিয়াতে সব পার্টিই স্বীকার করে যে, রাইখস্রাট (Reichsrat) আমাদের প্রবেশ আর ঠেকানো যাবে না। প্রবেশ যে আমরা করব এটা সুনিশ্চিত, যা নিয়ে এখনো কথা উঠতে পারে সেই প্রশ্নটি হল শুধু — কোন দরজা দিয়ে? রাশিয়াতে পর্যন্ত, তরুণ নিকোলাস যে জাতীয় পরিষদকে রুখবার বৃথা চেষ্টা করছেন সেই বিখ্যাত জেমস্কি সবর-এর (Zemsky Sobor) অধিবেশন যখন হবে তখন সেখানেও যে আমাদের প্রতিনিধিরা থাকবে, এ ভরসা আমরা নিঃসন্দেহ করতে পারি।

অবশ্য এর ফলে আমাদের বিদেশী কমরেডরা মোটেই তাঁদের বিপ্লবের অধিকারটা ছেড়ে দিচ্ছেন না। শেষ পর্যন্ত, বিপ্লবের অধিকারই হল একমাত্র **প্রকৃত** 'ঐতিহাসিক অধিকার', যে একটিমাত্র অধিকারের উপরেই বিনা ব্যতিক্রমে সব ক'টি আধুনিক রাষ্ট্র খাড়া হয়ে রয়েছে — এমন কি মেক্‌লেনবুর্গ পর্যন্ত, যেখানকার অভিজাত বিপ্লব ১৭৫৫ সালে সমাপ্ত হয়েছিল সামন্ততন্ত্রের যে গৌরবোজ্জ্বল সনদ আজও কার্যকর সেই 'পুরুষানুক্রমিক বন্দোবস্ত' ('Erbvergleich') দিয়ে। সাধারণ চেতনায় বিপ্লবের অধিকার এতই অসংশয়িতরূপে স্বীকৃত যে জেনারেল ফন বগুস্লাভস্কি তাঁর কাইজারের জন্য যে **কুদেতার** অধিকার দাবি করেন সেটাও এই জনপ্রিয় অধিকার থেকেই উদ্ভূত।

তবু অন্য দেশে যাই হোক না কেন জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির একটা বিশিষ্ট অবস্থান আছে ও সেইসঙ্গে অন্তত আশু ভবিষ্যতে তার বিশেষ কর্তব্যও রয়েছে। যে বিশ লক্ষ ভোটদাতাকে পার্টি ভোটবাক্সের কাছে আনে, আর তারই সঙ্গে ভোটাদাতা নয় এমন যেসব তরুণদল ও নারীরা তাদের পিছনে দাঁড়ায় — এরাই হল আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েত বাহিনীর সব থেকে সংখ্যাধিক, সব চাইতে সংহত জনসমষ্টি, তার চূড়ান্ত 'সংঘাতশক্তি' (shock force)। এই জনসমষ্টি ইতিমধ্যেই মোট যে ভোট পড়ে তার এক-চতুর্থাংশের বেশী যোগাচ্ছে আর রাইখস্টাগের উপনির্বাচন, বিভিন্ন রাজ্যে রাষ্ট্র পরিষদ নির্বাচন, পৌর পরিষদ ও পেশাগত আদালত নির্বাচনগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এ জনসমষ্টি ক্রমাগত বেড়েই চলছে। এর ক্রমবৃদ্ধি ঘটছে নৈসর্গিক প্রক্রিয়ার মতোই স্বতঃস্ফূর্ত, অবিচল, দুর্নিবার ও সেইসঙ্গে তেমনি প্রশান্তভাবে। তার বিরুদ্ধে সমস্ত সরকারী হস্তক্ষেপ শক্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে। এমন কি আজই আমরা সাড়ে বাইশ লক্ষ ভোটদাতার ভরসা করতে পারি। এইভাবে যদি চলে তবে এই শতকের শেষাশেষি আমরা সমাজের মধ্যস্তরের অধিকাংশকেই, পেটি বুর্জোয়া ও ক্ষুদে কৃষকদের আমাদের পক্ষে টেনে আনব এবং দেশের এমন নির্ধারক শক্তি হয়ে দাঁড়াব যার সামনে অন্য সব শক্তিকেই, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, নতিস্বীকার করতে হবে। এই ক্রমবৃদ্ধির ধারাকে অব্যাহত রাখা যতক্ষণ পর্যন্ত না তা আপন তাগিদেই চলতি সরকারী ব্যবস্থার আয়ত্তাতীত হয়ে পড়ছে, দিনের পর দিন ক্রমবর্ধমান এই সংঘাতশক্তিকে আগুবাড় সংঘাতে ক্ষয় না করা, বরঞ্চ চূড়ান্ত দিনটা পর্যন্ত তাকে অক্ষুণ্ণ রাখা — এই হল আমাদের প্রধান কর্তব্য। আর জার্মানিতে সমাজতন্ত্রী সংগ্রামী শক্তির অবিচল অগ্রগতি সাময়িকভাবে রোধ করার, এমন কি কিছুদিনের মতন তাকে পশ্চাদপসরণ করানোর শুধু একটিমাত্র পথ আছে — সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষ, ১৮৭১ সালের প্যারিসের মতন রক্তপাত। শেষ পর্যন্ত তাও কাটিয়ে ওঠা যায়। লক্ষ লক্ষ মানুষের পার্টিকে গুলি চালিয়ে নিঃশেষ করা ইউরোপ ও আমেরিকার সমস্ত ম্যাগাজিন রাইফেলের পক্ষেও সাধ্যাতীত। তবে তাতে স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হবে, হয়ত সংকট মুহূর্তে সংঘাতশক্তির হদিশ মিলবে না, চূড়ান্ত সংগ্রাম পিছিয়ে যাবে, দীর্ঘস্থায়ী হয়ে দাঁড়াবে, এবং গুরুতর আত্মদানে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে।

বিশ্ব ইতিহাসের পরিহাসে সবকিছুরই ওলটপালট হয়ে যায়। 'বিপ্লবী' ও 'উচ্ছেদকারী' আমরা বেআইনী কর্মপদ্ধতি ও উচ্ছেদ প্রচেষ্টার চাইতে অনেক বেশি বাড়ছি বৈধ পন্থায়। যারা নিজেদের শৃঙ্খলার পার্টি বলে অভিহিত করে তারা মারা পড়ছে স্বরচিত বৈধ অবস্থাতেই। অদিলোঁ বারো-র সঙ্গে সুর মিলিয়ে তারা নৈরাশ্যে চেঁচাচ্ছে: *la légalité nous tue* — বৈধতাই আমাদের মরণ; অথচ সেই বৈধতার আমলেই আমাদের মাংসপেশী শক্ত হয়ে উঠছে, কপোল রঙিন হচ্ছে, দেখাচ্ছে যেন আমরা

অনন্তজীবনের অধিকারী। আর **আমরা** যদি ওদের খুসি করার জন্য রাস্তার লড়াই-এ জড়িয়ে পড়ার মতন পাগলামি না করি, তবে শেষ পর্যন্ত ওদের পক্ষে এই মারাত্মক বৈধতাটাকে নিজের থেকেই ভেঙে ফেলা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

ইতিমধ্যে ওরা উচ্ছেদ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে নয়া কানুন বানাচ্ছে। আবার ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে সবকিছুই। আজকের দিনের এই উৎকট উচ্ছেদ-বিরোধীরা, এরা নিজেরাই কি গতদিনের উচ্ছেদকারী নয়? ১৮৬৬ সালের গৃহযুদ্ধ বুঝি **আমরাই** বাধিয়েছিলাম? **আমরাই** কি হানোভারের রাজা, হেসের ইলেক্টর ও নাসাউ-এর ডিউককে তাঁদের বংশানুক্রমিক বৈধ রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দখল করেছিলাম উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এ সব রাজ্যকে? আর ঈশ্বরের কৃপায় যারা জার্মান কনফেডারেশন ও তিন তিনটি রাজমুকুটের উচ্ছেদ ঘটাল তারাই আজ নালিশ জানাচ্ছে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে! *Quis tulerit Gracchos de seditione querentes?** উচ্ছেদের বিরুদ্ধে বিসমার্কভক্তদের তর্জন কে সইবে?

তবু, ওরা উচ্ছেদবিরোধী আইনই পাশ করুক, আরও জঘন্য করে তুলুক সে কানুনকে, সমস্ত দণ্ডবিধিটাকেই না হয় রবারে পরিণত করুক, তবু এত করেও আপন অক্ষমতার নতুন প্রমাণ ছাড়া আর কিছুই ওদের কপালে জুটবে না। যদি সোশ্যাল-ডেমোক্রাসিকে ওরা মোক্ষম ঘা দিতে চায়, তবে এ ছাড়াও ওদের একেবারে অন্য ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক দলের উচ্ছেদ অভিযান ঠিক এই মুহূর্তে আইন মেনে চলেই বেশ ভালো আছে, এ উচ্ছেদের ওরা সামাল দিতে পারে শুধু শৃঙ্খলা পার্টিদের তরফ থেকে উচ্ছেদ চালিয়েই, আইন না ভেঙে সে উচ্ছেদ অবশ্য সম্ভব না। প্রাশিয়ার আমলাতান্ত্রিক হের রোসলার ও প্রাশিয়ার জেনারেল হের ফন বগুস্লাভস্কিই ওদের নিশানা দিচ্ছেন একটিমাত্র সম্ভাব্য পথের যার মারফৎ এখনও নাগাল পাওয়া যায় শ্রমিকদের, যারা সোজাসুজি অস্বীকার করছে রাস্তার লড়াই-এ প্রলুব্ধ হতে। সংবিধানভঙ্গ, একনায়কত্ব, স্বৈরতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন, *regis voluntas suprema lex!*** সুতরাং মহাশয়গণ, সাহসে ভর করুন; আধাআধি ব্যবস্থায় এখানে কুলবে না; পুরো পথই এখানে পাড়ি দিতে হবে!

কিন্তু এও ভুলবেন না যে, সব ছোট রাষ্ট্র ও সাধারণভাবে সমস্ত আধুনিক রাষ্ট্রের মতোই জার্মান সাম্রাজ্যও **এক চুক্তির ফল,** প্রথমত রাজাদের পরস্পরের ভিতরে চুক্তি ও দ্বিতীয়ত রাজাদের সঙ্গে জনসাধারণের চুক্তি। এক পক্ষ যদি চুক্তি ভাঙে তবে গোটা চুক্তিই খতম হয়ে যায়; অন্য পক্ষেরও তখন আর বাধ্যবাধকতা থাকে না — ১৮৬৬ সালে

* গ্রাকাস-রা রাষ্ট্রদ্রোহ সম্পর্কে নালিশ জানাবে — এ কার সহ্য হবে? — সম্পাঃ

** রাজাভিলাষই চূড়ান্ত আইন! — সম্পাঃ

অমন চমৎকারভাবে তা আমাদের দেখিয়েছিলেন বিসমার্ক। সুতরাং আপনারা যদি রাইখ-এর সংবিধান ভাঙেন তবে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির পথও খোলা, সেও যা খুশী করতে পারবে আপনাদের সম্পর্কে। অবশ্য সে তখন কী করবে নিশ্চয় আজই তা ফস করে বলে ফেলবে না।

আজ প্রায় ঠিক ষোল শতাব্দী হতে চলল রোমান সাম্রাজ্যেও এক বিপজ্জনক উচ্ছেদপন্থী দল এইরকম তৎপর হয়ে উঠেছিল। ধর্ম ও রাষ্ট্রের সমস্ত বনিয়াদকেই তা নড়বড়ে করে দিয়েছিল; সম্রাটের ইচ্ছাই যে চূড়ান্ত আইন এ কথা সে সোজাসুজি অস্বীকার করে। তার পিতৃভূমি ছিল না, সে ছিল আন্তর্জাতিক; গল থেকে এশিয়া পর্যন্ত সাম্রাজ্যের সমস্ত দেশে, এবং সাম্রাজ্যের সীমানার বাইরেও প্রসার লাভ করে এই দল। বহুকাল ধরে সংগোপনে প্রচ্ছন্নভাবে সে রাজদ্রোহকর কার্যকলাপ চালায়; অবশেষে বেশ কিছুদিন ধরে খোলাখুলি আত্মপ্রকাশ করার মতন শক্তিও সে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করল। এই যে উচ্ছেদপন্থী দলটি খৃষ্টান নামে পরিচিত ছিল, তার জোরাল প্রতিনিধিত্ব দেখা গেল সৈন্যবাহিনীর ভিতরেও — গোটাগুটি এক একটা বাহিনীই ছিল খৃষ্টান। পৌত্তলিকতাবাদী প্রতিষ্ঠিত ধর্মালয়ের প্রতি সম্মান জানানোর জন্য যখন তাদের বলিদান অনুষ্ঠানে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন সেই অন্তর্দ্রোহী সৈন্যরা প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে শিরস্ত্রাণে বিশেষ এক প্রতীক চিহ্ন ক্রুশ ধারণ করার স্পর্ধা দেখায়। এমন কি তাদের সেনানায়কদের অভ্যস্ত পল্টনী জবরদস্তিও নিষ্ফল হয়। সম্রাট ডায়োক্লিশিয়ানের সৈন্যবাহিনীতে বিধিবদ্ধতা, আজ্ঞানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার হানি চলতে থাকবে এ তিনি আর নীরব দর্শকের মতন দেখে যেতে পারলেন না। সময় থাকতেই তিনি প্রবল হস্তক্ষেপ করলেন। তিনি চালু করলেন এক সমাজতন্ত্রীবিরোধী — মাপ করবেন আমি বলতে চেয়েছিলাম এক খৃষ্টানবিরোধী — কানুন। উচ্ছেদপন্থীদের বৈঠক নিষিদ্ধ হল; তাদের সভাকক্ষ হল বন্ধ অথবা এমন কি চূর্ণবিচূর্ণ; সাক্সনিতে লাল রুমালের মতো বেআইনী হয়ে গেল ক্রুশ প্রভৃতি খৃষ্টান প্রতীক চিহ্ন। সরকারী পদ গ্রহণের পক্ষে খৃষ্টানরা অযোগ্য ঘোষিত হল, এমন কি সৈন্যদলে নিচু অফিসার (corporals) পর্যন্ত তাদের হতে দেওয়া হল না। হের ফন ক্যেলারের উচ্ছেদবিরোধী বিলে* 'ব্যক্তির মর্যাদা' বিষয়ে সুশিক্ষিত যে ধরনের বিচারকদের অস্তিত্ব ধরে নেওয়া হয়েছে, ঐ সময়ে তেমন বিচারক না থাকাতে খৃষ্টানদের পক্ষে আদালতে বিচার প্রার্থনা সরাসরি নিষিদ্ধ হয়ে গেল। এমন জরুরী আইনও কিন্তু নিষ্ফল হয়। খৃষ্টানেরা ঘৃণাভরে দেওয়াল থেকে তার ঘোষণা ছিঁড়ে ফেলে দেয়, এমন কি তারা

* ১৮৯৪ সালের ৫ই ডিসেম্বর রাইখস্টাগে উপস্থাপিত ও ১৮৯৫ সালে ১১ই মে প্রত্যাখ্যাত সমাজতন্ত্রবিরোধী এক নতুন আইনের খসড়া। — সম্পাঃ

নাইকোমিডিয়ায় সম্রাটের পরোয়া না করেই তাঁর প্রাসাদটি পুড়িয়ে ফেলেছিল বলে মনে করা হয়। সম্রাট তখন আমাদের অব্দের ৩০৩ সালে খৃষ্টানদের উপর প্রবল নির্যাতন চালিয়ে এর প্রতিশোধ নিলেন। এ ধরনের ঘটনার সেই শেষ। আর এটা এতই ফলপ্রসূ হয়েছিল যে সতেরো বছর পরে গোটা সৈন্যবাহিনীর বিপুল অধিকাংশই হয়ে দাঁড়াল খৃষ্টান আর গোটা রোমান সাম্রাজ্যের পরবর্তী স্বৈরশাসক কনস্টানটাইন — পুরোহিতরা যাঁকে মহান নাম দেন — তিনি খৃষ্টধর্মকেই ঘোষণা করলেন রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে।

লন্ডন, ৬ই মার্চ, ১৮৯৫

এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত

মার্কসের **ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম, ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০** বইয়ের ১৮৯৫ সালে বার্লিনের এক স্বতন্ত্র সংস্করণে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত

এঙ্গেলসের মূল রচনার যে মুদ্রণ ফলকগুলি পাওয়া যায় তদনুযায়ী প্রকাশিত

জার্মান থেকে অনূদিত ইংরেজীর ভাষান্তর

ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০

কয়েকটিমাত্র অধ্যায় বাদে, ১৮৪৮ থেকে ১৮৪৯ পর্যন্ত বিপ্লবের ইতিহাসের প্রতিটি গুরুতর অংশের শিরোনামা হচ্ছে **বিপ্লবের পরাজয়!**

এইসব পরাজয়ে যার পতন হল তা কিন্তু বিপ্লব নয়। পতন হয়েছিল প্রাকবিপ্লবী চিরাচরিত লেজুড়গুলির, যাদের উদ্ভব সেই সামাজিক সম্পর্কাদি থেকে যা তখনও পর্যন্ত তীব্র শ্রেণীসংঘাতের পর্যায়ে এসে পৌঁছয়নি — ব্যক্তি, বিভ্রম, প্রত্যয়, পরিকল্পনা, যে সবের হাত থেকে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত বিপ্লবী দল মুক্ত ছিল না, যাব থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব **ফেব্রুয়ারির বিজয়ের** ফলে নয়, একমাত্র উপর্যুপরি কয়েকটি **পরাজয়ের** মারফৎই।

এক কথায় বিপ্লবের অগ্রগতি হল, বিপ্লব এগিয়ে গেল তার আশু বিয়োগাত্মক প্রহসনের কীর্তি দিয়ে নয়, বরঞ্চ এক শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ প্রতিবিপ্লব সৃষ্টির ফলে, এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্ভব ঘটিয়ে, একমাত্র যার সঙ্গে সংগ্রাম করেই উচ্ছেদব্রতী দল সুপরিণত হল প্রকৃত বিপ্লবী পার্টিতে।

এ কথা প্রমাণ করাই হবে পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলির কাজ।

১

জুন, ১৮৪৮-এর* পরাজয়

জুলাই বিপ্লবের পর উদারপন্থী ব্যাঙ্কমালিক লাফিৎ যখন তাঁর সঙ্গী ডিউক অফ অর্লিয়ান্সকে** এগিয়ে দিয়েছিলেন বিজয়োল্লাসে *Hôtel de Ville*-এ*** তখন তাঁর

* প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনামা মার্কস স্বয়ং ১৮৫০ সালে বর্তমান গ্রন্থের যে মূল পাঠ প্রকাশ করেছিলেন তদনুযায়ী দেওয়া হল। এঙ্গেলস কর্তৃক সম্পাদিত ১৮৯৫ সালের সংস্করণে অধ্যায়ের শিরোনামাগুলি পরিবর্তিত হয়। — সম্পাঃ

** ডিউক অফ অর্লিয়ান্স: লুই ফিলিপ, যিনি ফ্রান্সের রাজা হন। — সম্পাঃ

*** *Hôtel de Ville:* টাউন হল, অস্থায়ী সরকারের পীঠ। — সম্পাঃ

মুখ থেকে বেরিয়ে আসে এই কথাগুলি: '**এখন থেকে শুরু হবে ব্যাঙ্কমালিকদের রাজত্ব**'। লাফিৎ বিপ্লবের গুপ্ত রহস্যটাই উদ্ঘাটিত করে দেন।

লুই ফিলিপের রাজত্বে ফরাসী বুর্জোয়ারা শাসন চালায়নি, চালিয়েছিল তাদের **একটি** শাখা — ব্যাঙ্কের কর্তা, ফাটকাবাজারের রাজারাজড়া, রেলপথের রাঘব বোয়াল, কয়লা আর লোহার খনি ও বনজঙ্গলের মালিক, আর তাদের সঙ্গে জড়িত ভূস্বামীদের একটি অংশ অর্থাৎ তথাকথিত **ফিনান্স অভিজাতবর্গ**। এরাই সিংহাসন দখল করেছিল, প্রতিনিধি পরিষদে এরাই আইনের হুকুমজারি করত, আর মন্ত্রিসভার দপ্তর থেকে তামাক অফিসের চাকুরিটা পর্যন্ত সরকারী পদের ভাগবাঁটোয়ারাও করত এরাই।

খাঁটি **শিল্প বুর্জোয়ারা** সরকারীভাবে বিরোধী পক্ষেরই অঙ্গ হয়ে রইল, অর্থাৎ প্রতিনিধি পরিষদে তাদের প্রতিনিধিত্ব ছিল শুধু সংখ্যালঘু দল হিসাবেই। ফিনান্স অভিজাতবর্গের স্বেচ্ছাচার একদিকে যতই নিরঙ্কুশ হয়ে ওঠে, এবং অন্যদিকে রক্তগঙ্গায় নিমজ্জিত ১৮৩২, ১৮৩৪ ও ১৮৩৯ সালের বিদ্রোহগুলির পরে এরা শ্রমিক শ্রেণীর উপরে নিজস্ব আধিপত্য যতই সুপ্রতিষ্ঠিত বলে কল্পনা করতে থাকে, ততই এদের সরকার বিরোধিতা আরও জোরালোভাবে পরিস্ফুট হতে লাগল। রুয়েঁ-র কারখানা মালিক এবং সংবিধান সভা (Constituent Assembly) ও জাতীয় বিধান সভা (Legislative National Assembly) উভয়তঃই বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়ার সবচেয়ে উদগ্র বাহন, **গ্রাঁদাঁ** ছিলেন প্রতিনিধি পরিষদে (Chamber of Deputeis) গিজোর সব থেকে প্রচণ্ড বিরোধী। পরবর্তীকালে ফরাসী প্রতিবিপ্লবের গিজো হিসাবে খ্যাতিলাভের ব্যর্থ প্রয়াসের জন্য সুপরিচিত **লেওঁ** ফশে লুই ফিলিপের অন্তিমপর্বে শিল্পের তরফ থেকে ফাটকাবাজি ও তার অনুগামী সরকারের বিরুদ্ধেই মসীযুদ্ধ চালান। বোর্দো শহর ও সমগ্র মদ্যোৎপাদক ফ্রান্সের নামে শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালান **বাস্তিয়া**।

সব স্তরের **পেটি বুর্জোয়া** আর **কৃষকেরাও** অবশ্য রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত থেকে গেল। সর্বশেষে, বিধিসম্মত বিরোধী পক্ষে, অথবা *pays légal*'দের* একেবারে বাইরে থাকল উপরোক্ত শ্রেণীগুলির **মতাদর্শগত** প্রতিনিধি ও মুখপাত্ররা, তাদের পণ্ডিত, আইনবিশারদ, চিকিৎসক প্রভৃতি, এককথায় তাদের তথাকথিত **গুণী ব্যক্তিরা**।

জুলাই রাজতন্ত্র তার আর্থিক অনটনের দরুন প্রথম থেকেই বড় বুর্জোয়াদের উপরে নির্ভরশীল ছিল, আর বড় বুর্জোয়া মুখাপেক্ষিতাই হল তার ক্রমবর্ধমান আর্থিক অনটনের অফুরন্ত উৎস। রাষ্ট্রশাসন-ব্যবস্থাকে জাতীয় উৎপাদন স্বার্থের অনুবর্তী করে

* ভোটাধিকারী। — সম্পাঃ

তোলা বাজেটের সমতারক্ষা ছাড়া, রাষ্ট্রের ব্যয় ও তার আয়ের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা ছাড়া অসম্ভব ছিল। কিন্তু সেই সমতারক্ষা কী করে সম্ভব হবে রাষ্ট্রের খরচ সীমাবদ্ধ না করে, অর্থাৎ যে সব স্বার্থ ছিল শাসন-ব্যবস্থার পক্ষে খুঁটির মতন তাদের এখতিয়ারে হাত না দিয়ে, এবং কর-ব্যবস্থার পুনর্বণ্টন না করে, অর্থাৎ ট্যাক্সের বোঝার একটা বড়ো অংশ বড় বুর্জোয়াদেরই কাঁধে না চাপিয়ে?

অপরপক্ষে বুর্জোয়াদের যে অংশটি পরিষদ দুটি মারফৎ শাসন চালাত ও আইন প্রণয়ন করত তার **প্রত্যক্ষ স্বার্থ** ছিল **রাষ্ট্রের ঋণগ্রস্ততায়। সরকারী ঘাটতিই** ছিল তার ফাটকাবাজির প্রধান ক্ষেত্র ও সমৃদ্ধিসাধনের মূল উৎস। বৎসরান্তে নতুন এক ঘাটতি। চার পাঁচ বছর পর পর নতুন এক ঋণ। আর নতুন ঋণমাত্রই ফিনান্স অভিজাতদের অভিনব সুযোগ যোগাত রাষ্ট্রকে ঠকাবার, এ রাষ্ট্রকে কৃত্রিম পন্থায় ঠেলে রাখা হত দেউলিয়াপনার সীমানায়, সব থেকে প্রতিকূল অবস্থাতেই একে ফয়সালা করতে হত ব্যাঙ্কমালিকদের সঙ্গে। প্রতিটি নয়া ঋণই এনে দিত আরো একটা সুযোগ, যে সাধারণ লোকেরা সরকারী কাগজে তাদের পুঁজি নিয়োগ করত, ফাটকাবাজারী কারচুপি মারফৎ তাদেরও লুণ্ঠনের সুযোগ, সে সব কারচুপির রহস্যের ভিতরে প্রবেশাধিকার ছিল সরকার ও পরিষদের সংখ্যাধিক দলের। সাধারণভাবে, সরকারী ক্রেডিটের অস্থির চরিত্রের দরুন এবং সরকারী গোপন তথ্যাদি আয়ত্তে রাখার ফলে ব্যাঙ্কমালিক আর পরিষদদুটি ও রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত তাদের সহযোগীদের পক্ষে সরকারী সিকিউরিটির দর হঠাৎ অস্বাভাবিক ওঠানো নামানো সম্ভব ছিল সব সময়েই; এর অবধারিত পরিণতি দাঁড়াত বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রতম পুঁজিপতির সর্বনাশ ও বড় বড় জুয়াড়ীদের অবিশ্বাস্য দ্রুত ধনবৃদ্ধি। সরকারী ঘাটতির সঙ্গে বুর্জোয়াদের শাসক অংশটির প্রত্যক্ষ স্বার্থ জড়িত ছিল বলেই লুই ফিলিপের রাজত্বের শেষ ক'বছরের **জরুরী** সরকারী খরচ কেন যে নেপোলিয়নের সময়কার জরুরী সরকারী খরচের দ্বিগুণের মাত্রাও অনেকখানি ছাপিয়ে গিয়েছিল তা স্পষ্ট বোঝা যায়, ফ্রান্সের মোট গড়পড়তা বাৎসরিক রপ্তানী যেখানে কদাচিৎ ৭৫ কোটি ফ্রাঁ-র কোঠায় উঠত, সেখানে ঐ খরচ পৌঁছাল বাস্তবিক পক্ষে বছরে প্রায় ৪০ কোটি ফ্রাঁ-তে। তার উপরে, এইভাবে যে বিপুল টাকা সরকারের হাত দিয়ে যেত, তাতে মাল সরবরাহের জুয়াচুরি কণ্ট্রাক্টের, ঘুষ, তহবিল তছরুপ ও সবরকমের অপকর্মের সুযোগ হত। ঋণের ব্যাপারে রাষ্ট্রকে প্রতারণা করা হত পাইকারীভাবে, আবার পূর্তবিভাগের কাজে সে প্রতারণারই পুনরাবৃত্তি চলত খুচরো খুচরো দফায়। পরিষদ ও সরকারের ভিতরকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে যা ঘটত, প্রতিটি সরকারী দপ্তর ও ব্যক্তিগত **শিল্পোদ্যোগীদের** সম্পর্কের বেলাতেও তাই পল্লবিত হয়ে উঠত।

সাধারণভাবে সরকারী খরচ ও সরকারী ঋণের বেলাতেও শাসক শ্রেণী যেমন

শুষত তেমনই শোষণ করত **রেলপথ নির্মাণের** ব্যাপারেও। পরিষদ আসল বোঝাটা চাপাত রাষ্ট্রের কাঁধে, আর ফাটকাবাজ ফিনান্স অভিজাতদের জন্য ব্যবস্থা করে দিত সোনালী ফসলের। মনে পড়ে প্রতিনিধি পরিষদের সেই কেলেঙ্কারির কথাটা, যখন দৈবক্রমে জানাজানি হয়ে গেল যে জনকয়েক মন্ত্রীসমেত সংখ্যাধিক দলের সব ক'জন সদস্যই শেয়ার-মালিক হিসাবে ঠিক সেই রেলপথ নির্মাণের ব্যাপারেই স্বার্থসম্পন্ন যেটা আইনপ্রণেতা হিসাবে পরে তারা সম্পন্ন করিয়ে নেয় সরকারী খরচে।

অপরপক্ষে রাজকোষসংক্রান্ত তুচ্ছতম সংস্কারও বানচাল হয়ে যেত ব্যাংকমালিকদের প্রভাবের চাপে। যেমন ধরা যাক **ডাকবিভাগের সংস্কার**। আপত্তি জানালেন রথসচাইল্ড। যে রাজস্ব থেকে ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রঋণের সুদ গুণতে হবে, রাষ্ট্রকে কি তার সংস্থান খর্ব করতে দেওয়া চলতে পারে?

জুলাই রাজতন্ত্র ফ্রান্সের জাতীয় সম্পদ শোষণের এক জয়েণ্ট স্টক কোম্পানি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তার লভ্যাংশ ভাগাভাগি হত মন্ত্রীবর্গ, পরিষদ সদস্য, ২,৪০,০০০ ভোটদাতা ও তাদের লেজুড়দের মধ্যে। লুই ফিলিপ ছিলেন ঐ কোম্পানির পরিচালক, সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রবের মাকের।* এই ব্যবস্থায় ব্যবসা, শিল্প, কৃষি, জাহাজ চলাচল, শিল্প বুর্জোয়াদের স্বার্থ ক্রমাগত বিপন্ন ও বিড়ম্বিত হতে বাধ্য ছিল। জুলাই দিনগুলিতে নিজেদের পতাকায় শিল্প বুর্জোয়ারা যে বাণী লিখে নিয়েছিল সে হল সস্তায় রাজ্যশাসন *gouvernement à bon marché*।

যেহেতু ফিনান্স অভিজাতরাই বানাত আইন, রাষ্ট্রশাসনের নায়কতা করত, প্রভুত্ব খাটাত সব ক'টি সংগঠিত সরকারী কর্তৃপক্ষের উপরে, বাস্তব পরিস্থিতির মাধ্যমে ও সংবাদপত্র মারফৎ জনমতের উপরে করত আধিপত্য, তাই রাজ দরবার থেকে শুরু করে *Café Borgne*** পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রেই পুনরাবৃত্তি চলেছিল একইরকমের বেশ্যাবৃত্তির, একই নির্লজ্জ জুয়াচুরির, বড়লোক হওয়ার সেই একই বাতিকের, — বড়লোক হওয়া উৎপাদনের ভিতর দিয়ে নয়, অন্যদের বর্তমান সম্পদ পকেটস্থ করে। প্রতি মুহূর্তে এমন কি বুর্জোয়া আইনেরই সঙ্গে সংঘাত ঘটিয়ে অস্বাস্থ্যকর ও অসংযত প্রবৃত্তির এক নিরংকুশ উদ্দামতা প্রকট হয়ে উঠছিল, বিশেষ করে বুর্জোয়া সমাজের শীর্ষস্থানে— এমন সব ভোগব্যসন যার ভিতরে জুয়ায় জেতা সম্পদ স্বতঃই পরিতৃপ্তি খোঁজে, যেখানে আনন্দ পরিণত হয় ব্যভিচারে, যার মধ্যে এসে মিলে যায় টাকা এবং নোংরামি ও

* রবের মাকের ছিল এক ধরনের ধূর্ত জুয়াচোরের প্রতীক, বিখ্যাত ফরাসী অভিনেতা ফ্রেদেরিক লেমেত্রের সৃষ্ট ও অনোরে দমিয়ের ব্যঙ্গচিত্রে চিরস্মরণীয়কৃত এক চরিত্র। জুলাই রাজতন্ত্রের আমলে ফিনান্স অভিজাতদের আধিপত্য বিষয়ে এক তীব্র শ্লেষ হল এই রবের মাকেরের চরিত্র। — সম্পাঃ

** *Café Borgne:* ফ্রান্সে সন্দেহজনক চরিত্রের কাফেগুলির এই নাম দেওয়া হত। — সম্পাঃ

রক্তপাত। যেমন ধন আহরণে তেমনই ভোগবিলাসে ফিনান্স অভিজাত্য আসলে বুর্জোয়া সমাজের শীর্ষে লুম্পেনপ্রলেতারিয়েতের পুনর্জন্ম ছাড়া আর কিছুই নয়।

ফরাসী বুর্জোয়াদের যে চক্রগুলি শাসক গোষ্ঠীর বাইরে ছিল তারা সোরগোল তুলল: '**দুর্নীতি**'! ১৮৪৭ সালে বুর্জোয়া সমাজের প্রধানতম রঙ্গমঞ্চে যখন সেইসব দৃশ্যই প্রকাশ্যে অভিনীত হতে লাগল যা **লুম্পেনপ্রলেতারিয়েতদের** নিয়মিত ঠেলে দেয় বেশ্যালয়ে, নিঃস্বনিবাস ও উন্মাদাগারে, বিচারকের দরবারে, কারাকক্ষ ও ফাঁসিকাঠে, তখন জনসাধারণও রব তুলল: *à bas les grands voleurs! à bas les assassins!** শিল্প বুর্জোয়ারা দেখল তাদের স্বার্থ বিপন্ন; পেটি বুর্জোয়ারা নৈতিক ক্রোধে আবিষ্ট হল; অপমানিত হল জনসাধারণের কল্পনা; প্যারিস শহর ছেয়ে গেল 'রথসচাইল্ড রাজবংশ', 'মহাজনরা এই যুগের রাজা' প্রভৃতি নানা পুস্তিকায় যার মাধ্যমে ফিনান্স অভিজাতদের শাসন ধিক্কৃত ও নিন্দিত হতে লাগল কমবেশি রসিকতার সাহায্যে।

*Rien pour la gloire!*** গৌরব ধুয়ে মুনাফা মেলে না! *La paix partout et toujours!**** যুদ্ধ শতকরা তিন, চার পার্সেন্টের কাগজের দর নামিয়ে দেয়' ব্যুর্জ**** ঠিকেদারদের ফ্রান্স তার পতাকায় খোদিত করেছিল এইসব নীতি। ফ্রান্সেব পররাষ্ট্রনীতি তাই এখন নিঃশেষ হল পরপর ফরাসী জাতীয় অভিমানে ঘা দিয়ে। অস্ট্রিয়ার ভিতরে ক্রাকোভ অন্তর্ভুক্তির ফলে যখন পোল্যান্ড ধর্ষণ সমাপ্ত হয় এবং সুইজারল্যান্ডে **সন্ডারবুন্ড*)** যুদ্ধে গিজো যখন সক্রিয়ভাবে পবিত্র মিতালির পক্ষে দাঁড়ান, তখন সে অভিমানের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেল আরও তীব্রভাবে। এই নকল লড়াইতে সুইস উদারপন্থীদের জয়লাভে ফ্রান্সের বুর্জোয়া বিরোধীপক্ষের আত্মমর্যাদা বেড়ে গেল; পালের্মোয় রক্তাক্ত গণঅভ্যুত্থান অবসাদগ্রস্ত জনসাধারণের উপরে কাজ করল তড়িতাঘাতের মতন এবং জাগিয়ে তুলল তাদের মহান বিপ্লবী স্মৃতি ও আবেগ**)।

* চোরের সর্দারেরা নিপাত যাক, ধ্বংস হোক অততায়ীরা! — সম্পাঃ

** গৌরবেব জন্য কানাকড়িও নয়। — সম্পাঃ

*** সর্বত্র ও সর্বদাই শান্তি। — সম্পাঃ

**** ফ্রান্সের ফাটকাবাজারের নাম ব্যুর্জ। — সম্পাঃ

*) সন্ডারবুন্ড — অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাদপদ সাতটি ক্যাথলিক সুইস ক্যান্টন নিয়ে একটি পৃথক সংঘ। গঠিত হয় ১৮৪৩ সালে সুইজারল্যান্ডে প্রগতিশীল বুর্জোযা সংস্কারাদির বিরোধিতা এবং গির্জা ও জেশুইটদের বিশেষ অধিকাব রক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে। — সম্পাঃ

**) ১৮৪৬ সালের ১১ই নভেম্বর রাশিয়া ও প্রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবস্থা করে অস্ট্রিয়া কর্তৃক ক্রাকোভ আত্মসাৎ। সুইস সন্ডারবুন্ড যুদ্ধ: ১৮৪৭ সালের ৪ঠা থেকে ২৮শে নভেম্বর; পালের্মোতে ১৮৪৮ সালের ১২ই জানুয়ারির অভ্যুত্থান; জানুয়ারি মাসের শেষে নেপল্‌স্‌বাসীগণ কর্তৃক এই শহরের উপরে গোলাবর্ষণ। (১৮৯৫ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

সাধারণ অসন্তোষের বিস্ফোরণ অবশেষে ত্বরান্বিত হল এবং বিদ্রোহের মনোভাব পেকে উঠল **দু'টি অর্থনৈতিক আন্তর্জাতিক ঘটনায়।**

১৮৪৫ ও ১৮৪৬ সালের **আলুমড়ক ও ফসলের অজন্মা** জনসাধারণের ভিতরে সাধারণ আলোড়ন বাড়িয়ে তোলে। ১৮৪৭ সালের আকাল ফ্রান্স তথা ইউরোপীয় ভূখণ্ডের অন্যত্রও রক্তাক্ত সংঘর্ষের উদ্রেক করে। ফিনান্স অভিজাতদের নির্লজ্জ বিলাসব্যসনের উল্টোপিঠে জীবনধারণের মৌলিক প্রয়োজনের দাবিতে জনতার সংগ্রাম! বুজাঁসে *(Buzançais)* বুভুক্ষু হাঙ্গামাকারীদের প্রাণদণ্ড; প্যারিসে বিচারশালার হাত থেকে রাজপরিবার কর্তৃক ভূরিভোজী **জুয়াচোরদের** *(escrocs)* উদ্ধার!

দ্বিতীয় যে মস্ত অর্থনৈতিক ঘটনা বিপ্লবের বিস্ফোরণকে ত্বরান্বিত করে সেটি হল ইংলণ্ডে এক **সাধারণ বাণিজ্য ও শিল্পগত সংকট।** ১৮৪৫ সালের শরৎকালেই রেলওয়ে শেয়ারের ফাটকাবাজদের পাইকারী বিপর্যয়ে ইতিমধ্যে যার সূচনা, শস্য শুল্কের আসন্ন বিলোপের মতো কয়েকটি ঘটনার ফলে ১৮৪৬ সালে যা ঠেকা দেওয়া হয়েছিল, অবশেষে ১৮৪৭-এর শরৎকালে সেই সংকটের বিস্ফোরণ ঘটল লণ্ডনে পাইকারী মুদিদের দেউলিয়াপনায়, যার পিছনে পিছনেই এল ভূমিব্যাংকগুলির দেউলিয়াপনা ও ইংলণ্ডের শিল্পপ্রধান জেলাগুলিতে কারখানা বন্ধের পালা। ইউরোপীয় মহাদেশের উপরে এই সংকটের প্রতিক্রিয়া নিঃশেষ হতে না হতেই শুরু হল ফেব্রুয়ারি বিপ্লব।

অর্থনৈতিক মহামারীজনিত শিল্পব্যবসাগত বিপর্যয় আরও অসহ্য করে তুলল ফিনান্স অভিজাতদের স্বৈরাচারকে। গোটা ফরাসী দেশ জুড়ে বুর্জোয়া বিরোধীপক্ষ **ভোজসভাগুলিতে** *(banquets)* **আন্দোলন** চালাতে লাগল **নির্বাচন সংস্কারের,** যার ফলে তারা পরিষদে সংখ্যাধিক্য লাভ করবে ও উৎখাত হবে ব্যুর্জ মন্ত্রিসভা। এর উপরে আবার প্যারিসে শিল্পসংকটের বিশেষ এক ফল দাঁড়াল এই যে, বহু কারখানা মালিক ও বড় ব্যবসায়ী তখনকার অবস্থায় বিদেশী বাজারে কারবার চালাতে অপারগ হয়ে আভ্যন্তরীণ বাজারেই আশ্রয় নিল। তারা পত্তন করল বড় বড় প্রতিষ্ঠানের যাদের প্রতিযোগিতা **ঢালাওভাবেই** সর্বস্বান্ত করল ক্ষুদে মুদি *(épiciers)* **ও দোকানীদের** *(boutiquiers)*। তারই ফলে প্যারিসে বুর্জোয়াদের এই অংশের মধ্যে অসংখ্য লোক দেউলিয়া হয়ে গেল, সেজন্যই ফেব্রুয়ারি মাসে এদের বিপ্লবী তৎপরতা। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে গিজো ও পরিষদ কী ভাবে সংস্কার প্রস্তাবের জবাব দিলেন; কী ভাবে লুই ফিলিপ বারোর নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের সিদ্ধান্ত নিলেন বড় বেশি দেরি করে; অবস্থা কেমন করে জনসাধারণ ও সৈন্যদলের মধ্যে হাতাহাতি সংগ্রামের পর্যায়ে পর্যন্ত পৌঁছল; জাতীয় রক্ষিবাহিনীর (National Guard) নিষ্ক্রিয় আচরণের ফলে সৈন্যবাহিনী কী ভাবে শক্তিহীন হয়ে পড়ল; জুলাই

রাজতন্ত্রকে কী ভাবে এক অস্থায়ী সরকারের সামনে পথ ছেড়ে দিতে হল—এসবই সুবিদিত।

ফেব্রুয়ারি মাসের ব্যারিকেড থেকে যে **অস্থায়ী সরকার** উদ্ভূত হয় স্বভাবতই তার সংবিন্যাসের ভিতরে প্রতিফলিত হল বিভিন্ন সেইসব দল যাদের অংশ ছিল জয়লাভে। জুলাই সিংহাসনকে যারা একযোগে উল্টে ফেলে অথচ যাদের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী এমন **সব বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আপোষরফা ছাড়া** তার পক্ষে অন্য কিছু হয়ে ওঠার উপায় ছিল না। তার সদস্যদের মধ্যে **বিপুল সংখ্যাধিক্য** ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিবৃন্দের। প্রজাতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি রইলেন লেদ্রু-রলাঁ ও ফ্লকোঁ; প্রজাতন্ত্রী বুর্জোয়াদের পক্ষ থেকে থাকলেন *National*-এর* লোকেরা; রাজবংশভক্ত বিরোধীপক্ষের প্রতিনিধি হলেন ক্রেমিও, দ্যুপোঁ দ্য ল'এর প্রভৃতিরা। শ্রমিক শ্রেণীর ছিলেন দুজন মাত্র প্রতিনিধি, লুই ব্লাঁ ও আলবের। সর্বশেষে অস্থায়ী সরকারের মধ্যে লামার্তিন — তা কোন বাস্তব স্বার্থ নয়, কোন বিশিষ্ট শ্রেণী নয়; তা যেন নিছক ফেব্রুয়ারি বিপ্লব: তার মায়াজাল, তার কবিতা, তার স্বপ্নময় আধেয় ও তার বাগভঙ্গি সমেত যৌথ অভ্যুত্থান। এ ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের এই মুখপাত্রটি অবস্থিতি ও মতামতে ছিলেন **বুর্জোয়াদেরই** একজন।

রাজনৈতিক কেন্দ্রিকতার দরুন প্যারিস যেমন ফ্রান্সে আধিপত্য করে থাকে তেমনই বিপ্লবী ভূমিকম্পের মুহূর্তে প্যারিসে আধিপত্য করে শ্রমিকেরা। অস্থায়ী সরকারের জীবনের প্রথম কাজ হল উন্মত্ত প্যারিস থেকে সুস্থির ফ্রান্সের কাছে এক আবেদন মারফৎ এই সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা। লামার্তিন ব্যারিকেড সংগ্রামীদের প্রজাতন্ত্র ঘোষণার অধিকারে আপত্তি জানালেন এই যুক্তিতে যে, ফরাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই শুধু এমন সিদ্ধান্তের অধিকারী; তাদের ভোটের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, প্যারিসের প্রলেতারিয়েত যেন জবরদখল মারফৎ তাদের বিজয়কে কলঙ্কিত না করে। প্রলেতারিয়েতের একটি মাত্র জবরদখল বুর্জোয়ারা মেনে নিতে প্রস্তুত — লড়বার জবরদস্তি।

২৫শে ফেব্রুয়ারির মধ্যাহ্ন পর্যন্ত প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হল না; অথচ মন্ত্রিদপ্তরগুলি সবই ভাগবাঁটোয়ারা হয়ে গেল অস্থায়ী সরকারের বুর্জোয়া মহলে এবং *National*-এর সেনাপতি, ব্যাংকমালিক ও উকীলবাবুদের মধ্যে। কিন্তু ১৮৩০ সালের জুলাই-এর মতন ধাপ্পাবাজি আর সহ্য না করতে এবার শ্রমিকেরা ছিল কৃতসংকল্প। ফের লড়াই শুরু করে অস্ত্রের জোরে প্রজাতন্ত্র আদায়ের জন্য প্রস্তুত ছিল তারা। এই বাণী নিয়ে

* *Le National:* ১৮৩০-৫১ সালে প্যারিসে প্রকাশিত এক পত্রিকা; এটা ছিল বুর্জোয়া-প্রজাতন্ত্রী দলের মুখপত্র। — সম্পাঃ

রাস্পাই গেলেন *Hôtel de Ville*-এ। প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের নামে তিনি অস্থায়ী সরকারকে **হুকুম জানালেন** প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করবার জন্য; জনসাধারণের এই নির্দেশ দুই ঘণ্টার মধ্যে প্রতিপালিত না হলে তিনি ফিরে আসবেন দুই লক্ষ মানুষের অগ্রভাগে। নিহতদের দেহ তখনও শীতল হয়ে যায়নি, ব্যারিকেড হয়নি অপসারিত, শ্রমিকেরা তখনও অস্ত্রত্যাগ করেনি, আর তাদের বিরুদ্ধে একমাত্র যে শক্তি তখন প্রয়োগ করা যেত তা হল জাতীয় রক্ষিবাহিনী। এহেন অবস্থায় অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রনৈতিক বিবেচনা প্রসূত সংশয় ও বিবেকের আইনগত কুণ্ঠা অকস্মাৎ দূরীভূত হল। দুই ঘণ্টার মেয়াদ তখনও অতিক্রান্ত হয়নি এমন সময় প্যারিসের সমস্ত প্রাচীর ঝলমল করে উঠল অতিকায় ঐতিহাসিক কথায়:

République française! Liberté, Egalité, Fraternité! *

যে সীমাবদ্ধ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুর্জোয়াদের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে ঠেলে দিয়েছিল তার স্মৃতি পর্যন্ত মুছে গেল সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণায়। গুটিকয়েক মাত্র বুর্জোয়া গোষ্ঠীর বদলে ফরাসী সমাজের সব ক'টি শ্রেণীই হঠাৎ রাজনৈতিক ক্ষমতার আবর্তে নিক্ষিপ্ত হল, বক্স স্টল গ্যালারি ছেড়ে তারা নিজেরাই অবতীর্ণ হতে বাধ্য হল বিপ্লবের রঙ্গমঞ্চে! নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গেই দূর হল বুর্জোয়া সমাজের মুখোমুখি নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য নিয়ে উপস্থিত এক রাষ্ট্রশক্তির রূপমূর্তি এবং সেই রূপমূর্তি যেসব গৌণ সংগ্রামগুলির অবতারণা করেছিল তার সমগ্র ধারাটিও!

অস্থায়ী সরকারকে ও অস্থায়ী সরকার মারফৎ গোটা ফ্রান্সকে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য করে প্রলেতারিয়েত তৎক্ষণাৎ এক স্বাধীন পার্টি হিসাবে পুরোভূমিতে আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু সেই সঙ্গে তার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বানও সে জানায় সমস্ত বুর্জোয়া ফ্রান্সকে। সে যা জিতে আনল তা মোটেই তার মুক্তি নয়, তার বৈপ্লবিক মুক্তির জন্য লড়বার জায়গাটা।

ফেব্রুয়ারি প্রজাতন্ত্রকে প্রথম যে কাজ করতে হয় তা হল ফিনান্স অভিজাতবর্গের পাশাপাশি **সব ক'টি সম্পত্তিবান শ্রেণীকে** রাষ্ট্রক্ষমতার এলাকায় প্রবেশাধিকার দিয়ে **বুর্জোয়া শাসনকেই পূর্ণ করে তোলা।** জুলাই রাজতন্ত্র বৃহৎ জমিদারদের বিপুল অংশ, লেজিটিমিস্টদের যে রাজনৈতিক শূন্যতায় দণ্ডিত রেখেছিল তা থেকে তারা

* ফরাসী প্রজাতন্ত্র! মুক্তি, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব! — সম্পাঃ

উদ্ধাব পেল। বিবোধী পক্ষেব পত্রিকাগুলিব সঙ্গে একযোগে *Gazette de France** খমখাই প্রচাব আন্দোলন চালায়নি, ২৪শে ফেব্রুযারি প্রতিনিধি পরিষদের অধিবেশনে লা বশজাকলা শুধু শুধুই বিপ্লবেব পক্ষ সমর্থন কবেননি। নামেমাত্র সম্পত্তি মালিকেব দল, ফবাসী জনসমষ্টিব যাবা বিপুল সংখ্যাগবিষ্ঠ অংশ, সেই **কৃষকেরা সর্বজনীন** ভোটাধিকাবেব ফলে উন্নীত হল ফ্রান্সেব ভাগ্যনিয়ন্তার আসনে। যে রাজমুকুটেব আড়ালে পুঁজি এতদিন নিজেকে প্রচ্ছন্ন বেখেছিল তাকে উডিয়ে দিয়ে ফেব্রুয়াবি প্রজাতন্ত্র অবশেষে স্পষ্ট দৃষ্টিগোচব কবে তুলল বুর্জোয়া শাসনকে।

জুলাই এব দিনগুলিতে শ্রমিকেরা যেমন লডে পেয়েছিল **বুর্জোয়া রাজতন্ত্র,** তেমনই ফেব্রুয়াবিব দিনগুলিতে তাবা লডে পেল **বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র**। জুলাই রাজতন্ত্রকে তখন নিজেকে ঘোষণা কবতে হযেছিল **প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান পরিবেষ্টিত রাজতন্ত্র** হিসাবে, ফেব্রুযাবি প্রজাতন্ত্রকেও তেমনই বাধ্য হযে নিজেকে ঘোষণা কবতে হল সামাজিক **প্রতিষ্ঠান পরিবেষ্টিত প্রজাতন্ত্র রূপে**। এই সুবিধাটাও **জোর করে আদায় কবেছিল** প্যাবিসেব প্রলেতাবিযেত।

মার্শ নামে জনৈক শ্রমিক এক ফবমানেব হুকুম দিলেন যাব মাবফৎ সদ্যগঠিত অস্থাযী সবকাব মেহনৎ কবে শ্রমিকদেব জীবিকা অর্জনেব সুযোগ, সমস্ত নাগবিকদেব কর্মসংস্থান, প্রভৃতিব প্রতিশ্রুতি জানাল। আব দিনকয়েক বাদে সরকার প্রতিশ্রুতিব কথা যখন ভুলে গেল ও প্রলেতাবিযেত যেন তাদেব চোখেই পডছিল না, তখন ২০০০০ শ্রমিকেব এক জনতা *Hôtel de Ville*-এ অভিযান কবল এই ধ্বনি নিযে **শ্রম সংগঠিত কর! বিশেষ শ্রম দপ্তর গড়!** অনিচ্ছুকভাবে ও দীর্ঘ আলোচনান্তে অস্থাযী সবকাব এক স্থাযী বিশেষ কমিশন মনোনীত কবে, তার উপব দাযিত্ব পড়ল শ্রমিক শ্রেণীব অবস্থা উন্নযনেব উপায় **অনুসন্ধানের**। এই কমিশন গঠিত হল প্যাবিসেব কাবিগব সংঘগুলিব প্রতিনিধিদেব নিয়ে ও এব সভাপতিত্ব করতেন লুই ব্লাঁ ও আলবেব। এব বৈঠকেব স্থান নির্দিষ্ট হয লুকসেমবুর্গ প্রাসাদ। এইভাবে শ্রমিক শ্রেণীব প্রতিনিধিবৃন্দ নির্বাসিত হলেন অস্থায়ী সরকারেব পীঠ থেকে, সরকারেব বুর্জোযা অংশটা প্রকৃত বাষ্ট্রশক্তি ও শাসনভাব একচ্ছত্রভাবেই বেখে দিল নিজেবই কুঠোয, অর্থ ও ব্যবসাবাণিজ্য আব পূর্ত মন্ত্রিদপ্তবেব **পাশাপাশি,** ব্যাংক ও বুর্জের্ব **পাশাপাশি** দেখা দিল এক **সমাজতান্ত্রিক মন্দিরের,** যার চাঁই মোহান্ত লুই ব্লাঁ ও আলবেবেব কাজ হল প্রতিশ্রুত দেশটিব অনুসন্ধান, নতুন সুসমাচার প্রচাব, এবং প্যাবিসেব শ্রমিকদেব কাজ যোগানো। **ইহলৌকিক** কোন রাষ্ট্রশক্তিব মতন তাঁদের

---

* *Gazette de France* (ফ্রান্সেব সংবাদপত্র) — প্রাচীনতম একটি ফবাসী সংবাদপত্র প্যাবিসে প্রকাশিত হয সতেরো শতক থেকে, এর দৃষ্টিভঙ্গি রাজতন্ত্রী। — সম্পাঃ

হেফাজতে না ছিল কোনো বাজেট, না কোন কর্মনির্বাহী কর্তৃত্ব। ধরে নেওয়া হল যে বুর্জোয়া সমাজের স্তম্ভগুলিকে তাঁরা নিজেদের মাথা ঠুকেই চুরমার করবেন। লুকসেমবুর্গে যখন পরশপাথরের তল্লাস চলছিল তখন *Hôtel de Ville*-তে অপরপক্ষ বানিয়ে চলল নগদ টাকা।

অথচ বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রকে ছাড়িয়ে যাবার দিক থেকে প্যারিস প্রলেতারিয়েতের দাবির পক্ষে লুকসেমবুর্গের নীহারিকাবস্থা ছাড়া অন্য কোনো অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

বুর্জোয়াদের সঙ্গে একযোগে শ্রমিকেরা ফেব্রুয়ারি বিপ্লব সম্পন্ন করেছিল, এবং বুর্জোয়াদের **পাশাপাশি** তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টাও করে, ঠিক যেমন তারা অস্থায়ী সরকারের ভিতরে বুর্জোয়া সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে একজন শ্রমিককেও ঢোকায়। **শ্রম সংগঠিত কর!** কিন্তু মজুরি-শ্রম, সে হল শ্রমের বর্তমান, বুর্জোয়া সংগঠন। তাকে বাদ দিলে না পুঁজি, না বুর্জোয়া, না বুর্জোয়া সমাজ কিছুই থাকে না। **বিশেষ শ্রমদপ্তর!** কিন্তু অর্থ, ব্যবসাবাণিজ্য, পূর্ত দপ্তর এগুলি কি শ্রমের **বুর্জোয়া** মন্ত্রিদপ্তর নয়? আর এ সবের **পাশাপাশি প্রলেতারীয়** শ্রমদপ্তর তো অক্ষমতার মন্ত্রিদপ্তর ফাঁকা সদিচ্ছার মন্ত্রিদপ্তর, এক লুকসেমবুর্গ কমিশন না হয়েই পারে না। শ্রমিকেরা যেমন ভেবেছিল যে বুর্জোয়াদের পাশাপাশি নিজেদের মুক্তি অর্জন করতে পারবে, ঠিক তেমনই তারা মনে করল যে, ফ্রান্সের জাতীয় সীমানার মধ্যে, বাকি সব বুর্জোয়া জাতিদের পাশাপাশি তারা সম্পূর্ণ করে ফেলবে এক প্রলেতারীয় বিপ্লব। কিন্তু ফরাসী উৎপাদন-সম্পর্কাদি ফ্রান্সের বহির্বাণিজ্য, দুনিয়ার বাজারে তার স্থান ও উদ্ভূত নিয়ম দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, দুনিয়ার বাজারের স্বৈরাধীশ্বর ইংলন্ডকে আঘাত হানবে এমন এক ইউরোপীয় বিপ্লবী যুদ্ধ ছাড়া ফ্রান্স সে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারবে কী করে?

সমাজের বৈপ্লবিক স্বার্থ যে শ্রেণীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত সে শ্রেণী যখন মাথা তুলে দাঁড়ায় তখন আপন পরিস্থিতির ভিতরেই সে সরাসরি খুঁজে পায় তার বিপ্লবী কার্যক্রমের সারবস্তু ও উপকরণ: শত্রুকে পর্যুদস্ত করতে হয়, সংগ্রামের চাহিদা মাফিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়, তার আপন কর্মফলই তাকে ঠেলে নিয়ে চলে সামনের দিকে। আপন কর্তব্য সম্পর্কে তত্ত্বগত কোন সন্ধান সে চালায় না। ফরাসী শ্রমিক শ্রেণী কিন্তু এই পর্যায়ে পেঁছিতে পারেনি; স্বীয় বিপ্লব সাধনে সে তখনো অক্ষম।

শিল্প প্রলেতারিয়েতের বিকাশ সাধারণত শিল্প বুর্জোয়ার বিকাশের উপরেই নির্ভরশীল। একমাত্র তাদের শাসনে প্রলেতারিয়েত এমন ব্যাপক জাতীয় সত্তা লাভ করে যা তার বিপ্লবকে উন্নীত করতে পারে জাতীয় স্তরে, সে নিজেই সৃষ্টি করে আধুনিক উৎপাদনের উপায় যা সেই সঙ্গে হয়ে দাঁড়ায় তার বৈপ্লবিক মুক্তিলাভেরই উপায়।

একমাত্র তাদের শাসনই ফিউডাল সমাজের বৈষয়িক মূল পর্যন্ত উৎপাটিত করে এমন ভাবে মাটি সমান করে দেয় যার উপরেই শুধু সম্ভব প্রলেতারিয়েতের বিপ্লব। ইউরোপ মহাদেশের বাকি অংশের তুলনায় ফরাসী শিল্প উন্নততর এবং সেখানকার বুর্জোয়াদের চাইতে ফরাসী বুর্জোয়ারাও বেশি বিপ্লবী। কিন্তু ফেব্রুয়ারি বিপ্লব কি সরাসরি ফিনান্স অভিজাতদের বিরুদ্ধেই উদ্যত হয়নি? তার থেকে এইটেই প্রমাণ হয় যে, শিল্প বুর্জোয়ারা ফ্রান্স শাসন করত না। শিল্প বুর্জোয়ারা শাসক হতে পারে শুধু সেখানেই, যেখানে আধুনিক শিল্প তার নিজস্ব সুবিধা অনুযায়ী সমস্ত সম্পত্তি-সম্পর্কগুলিকে ঢেলে সাজিয়েছে; তেমন শক্তি আবার শিল্প অর্জন করতে পারে শুধু সেখানেই যেখানে সে দুনিয়ার বাজার জয় করেছে, কারণ জাতীয় চৌহদ্দি তার বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট নয়। অথচ ফরাসী শিল্প এমন কি জাতীয় বাজারের উপরেও তার দখল বহুলাংশে রেখেছিল কমবেশি মাত্রায় সংশোধিত সংরক্ষণী শুল্ক ব্যবস্থা মারফতেই। বিপ্লব মুহূর্তে তাই ফরাসী প্রলেতারিয়েত যদি বা প্যারিসে এমন প্রকৃত ক্ষমতা ও প্রভাবের অধিকারী হয়ে থাকে যা তাকে তার সাধ্যের বাইরে ধাবিত করায়, তবু বাদবাকি ফ্রান্সে সে ছিল স্বতন্ত্র বিক্ষিপ্ত শিল্পকেন্দ্রগুলিতে পুঞ্জীভূত, কৃষক ও পেটি বুর্জোয়া সংখ্যাধিক্যের অতলে প্রায় নিমজ্জিত। পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরিণত আধুনিক রূপ, সে সংগ্রামের নির্ধারক দিক, শিল্প বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে শিল্পের মজুরি শ্রমিকদের লড়াই ফ্রান্সের ক্ষেত্রে একটা আংশিক ব্যাপার। ফেব্রুয়ারির দিনগুলির পরে তার পক্ষে তাই আরো বেশি অসম্ভব ছিল বিপ্লবের জাতিগত অন্তর্বস্তুটুকু যোগানো, কেননা পুঁজির গৌণ শোষণপদ্ধতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সুদখোরি ও বন্ধকীর বিরুদ্ধে কৃষকদের, এবং পাইকার বা ব্যাংকপতি ও কারখানামালিকদের বিরুদ্ধে পেটি বুর্জোয়ার লড়াই, এক কথায় দেউলিয়া অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই তখনও পর্যন্ত প্রচ্ছন্ন ছিল ফিনান্স অভিজাত্যের বিরুদ্ধে সাধারণ অভ্যুত্থানের অন্তরালে। সুতরাং প্যারিস প্রলেতারিয়েত যে তার আপন স্বার্থটাকেই সমাজের বৈপ্লবিক স্বার্থরূপে জোর করে হাসিল না করে বুর্জোয়ার স্বার্থসাধনের **পাশাপাশি** তার নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করেছিল, **লাল** ঝাণ্ডাকে রাখতে দিয়েছিল **তেরঙ্গা** ঝাণ্ডার* নিচে, এর চাইতে সহজবোধ্য ব্যাপার আর কিছুই নেই। বিপ্লবের গতিপ্রবাহ প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যবর্তী জাতির অধিকাংশ জনসমষ্টিকে, কৃষক ও পেটি বুর্জোয়াকে যতদিন পর্যন্ত ঐ সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে, পুঁজির আধিপত্যের বিরুদ্ধে না উত্থিত করে তুলছে এবং তাদের মুখপাত্রস্বরূপ প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে তাদের সংযুক্ত হতে বাধ্য না করছে, ততদিন ফরাসী শ্রমিকেরা এক পাও অগ্রসর

* *তেরঙ্গা ঝাণ্ডা — (নীল, শাদা, লাল) ফরাসী প্রজাতন্ত্রের পতাকা।* — *সম্পাঃ*

হতে পারে না, বুর্জোয়া ব্যবস্থার কেশ স্পর্শ করতে পারে না। জুন মাসের প্রচণ্ড পরাজয়ের মূল্যেই শুধু শ্রমিকেরা অর্জন করতে পারে সেই বিজয়।

প্যারিস শ্রমিকদের সৃষ্টি এই লুকসেমবুর্গ কমিশন যে ইউরোপব্যাপী এক উচ্চমঞ্চ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিপ্লবের মূলকথা: **প্রলেতারিয়েতের মুক্তির** কথা উদ্ঘাটিত করেছিল, সে কৃতিত্ব তাকে দিতেই হবে। যে 'উন্মত্ত প্রলাপ' তখন পর্যন্ত সমাজতন্ত্রীদের অনির্ভরযোগ্য পুঁথিপত্রেই তলিয়ে ছিল, মাঝে মাঝে শুধু বুর্জোয়াদের কানে পেঁছিত দূরবর্তী আধা-ভয়াবহ আধা-হাস্যকর রূপকথা হিসাবে, তাকেই সরকারীভাবে প্রচার করতে বাধ্য হয়ে *Moniteur** পত্রিকা লাল হয়ে উঠল। বুর্জোয়া তন্দ্রা থেকে সচকিত হয়ে জেগে উঠল ইউরোপ। সুতরাং যে শ্রমিকেরা ফিনান্স অভিজাতবর্গকে গুলিয়ে ফেলেছিল গোটা বুর্জোয়ার সঙ্গে তাদের মনে; সাচ্চা সেকেলে যে প্রজাতন্ত্রীরা শ্রেণীর অস্তিত্বটুকুও স্বীকার করে না, অথবা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের ফলেই শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে বড়জোর এই কথা মানে তাদের কল্পনায়; এযাবৎ ক্ষমতার আসনে ঠাঁই পায়নি যেসব বুর্জোয়া গোষ্ঠী তাদের কপট বুলিতে — প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যেন বিলুপ্ত হল **বুর্জোয়া শাসন**। সব রাজতন্ত্রীই যেন তখন প্রজাতন্ত্রীতে এবং প্যারিসের সব লক্ষপতিরাই যেন শ্রমিকে রূপান্তরিত হেয়ে গেল। যে বাণীর সঙ্গে শ্রেণী-সম্পর্কের এই কাল্পনিক বিলুপ্তির মিল ছিল সেটি হল *fraternité* — সার্বজনীন মৈত্রীসাধনা ও সৌভ্রাত্র। শ্রেণীদ্বন্দ্ব থেকে এই প্রীতিকর অপসারণ, পরস্পরবিরোধী শ্রেণী-স্বার্থের এই ভাবপ্রবণ আপোষ, শ্রেণী-সংগ্রামের ঊর্ধ্বে এই কাল্পনিক অধিরোহণ, এই *fraternité* হল ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রকৃত ধ্বনি। নিছক ভুল বোঝাবুঝির দরুনই নাকি সমাজ শ্রেণীগুলিতে বিভক্ত, তাই ২৪শে ফেব্রুয়ারি লামার্তিন অস্থায়ী সরকারকে নামকরণ করলেন এই বলে 'un gouvernement qui suspende *ce malentendu terrible qui existe entre les defférentes classes*।'** মৈত্রীর এই উদার উন্মত্ততায় মাতল প্যারিসের প্রলেতারিয়েত।

একবার প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করতে বাধ্য হয়ে অস্থায়ী সরকার তার দিক থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি করল না প্রজাতন্ত্রকে বুর্জোয়াদের ও প্রদেশগুলির কাছে গ্রহণযোগ্য করে নিতে। রাজনৈতিক অপরাধে মৃত্যুদণ্ড রহিত করে প্রথম ফরাসী প্রজাতন্ত্রের রক্তাক্ত বিভীষিকাকে অস্বীকার করা হল; সংবাদপত্র উন্মুক্ত হল সব মতামতের কাছে; সামান্য কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে সেনাবাহিনী, বিচারালয় ও শাসন-ব্যবস্থা রইল সাবেকী মহামহিমদের মুঠোর মধ্যে; জুলাই রাজতন্ত্রের বাঘা বাঘা অপরাধীদের একজনকেও

* *Moniteur Universel* (সর্বজনীন সংবাদপত্র) — ফরাসী গভর্ণমেন্টের সরকারী মুখপত্র। — সম্পাঃ

** '**বিভিন্ন শ্রেণীর ভিতরকার এই ভীষণ ভুল বোঝাবুঝি** দূর করবার সরকার।' — সম্পাঃ

বিচারের জন্য হাজির করা হল না। *National*-এর বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা রাজতন্ত্রী নাম ও পোষাকের বদলে পুরানো প্রজাতন্ত্রী নামে ও পোষাকে সেজে আমোদ পেল। তাদের কাছে প্রজাতন্ত্র হল পুরানো বুর্জোয়া সমাজেরই একটা নতুন বল-নাচের পোষাক। নবীন প্রজাতন্ত্র ত্রাস জাগিয়ে নয় বরং নিজেই সর্বদা সন্ত্রস্ত হয়ে, এবং নিজ সত্তাকে মৃদুভাবে মেনে নিয়ে ও প্রতিরোধ না করে অস্তিত্ব বজায় রাখা ও প্রতিরোধকে নিরস্ত্র করার ভিতরে তার প্রধান কৃতিত্ব খুঁজল। দেশের বিশেষ অধিকারভোগী শ্রেণীদের কাছে, বিদেশে স্বেচ্ছাচারী শক্তিগুলির নিকটে উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হল যে প্রজাতন্ত্রটি শান্তিবাচক। তার ঘোষিত মন্ত্র হল — বাঁচো ও বাঁচতে দাও। এর উপরে জার্মান, পোল. অস্ট্রিয়ান, হাঙ্গারিয়ান ও ইতালিয়ানরা — প্রত্যেকটি জাতি নিজের তখনকার পরিস্থিতি অনুযায়ী — বিদ্রোহ করল ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের অল্প কিছুদিন পরেই। রাশিয়া ও ইংলন্ড অবশ্য প্রস্তুত ছিল না — শেষোক্তটি নিজেই তখন আলোড়িত, প্রথমটি ভয়ভীত। প্রজাতন্ত্রের তাই এমন কোনো **জাতীয়** শত্রু ছিল না, যার মুখোমুখি দাঁড়ানো দরকার। ফলে এমন কোন বিরাট বৈদেশিক জটিলতাও ছিল না যা কর্মতৎপরতাকে উদ্দীপ্ত. বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারত, অস্থায়ী সরকারকে বাধ্য করতে পারত এগিয়ে যেতে কিম্বা উচ্ছেদ হতে। প্রজাতন্ত্রকে আপন সৃষ্টি মনে করে স্বভাবতই প্যারিসের প্রলেতারিয়েত অস্থায়ী সরকারের এমন প্রত্যেকটি কাজকেই অভিনন্দিত করল যা বুর্জোয়া সমাজে সরকারের পাকা আসন প্রতিষ্ঠাতেই সহায়তা করছিল। প্যারিসে সম্পত্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় তারা কসিদিয়েরের নির্দেশে পুলিশের কাজে নিজেদের নিযুক্ত করতে রাজী হল, ঠিক যেমন লুই ব্লাঁ-কে তারা দিল শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে মজুরি সংক্রান্ত বিরোধের সালিশী করতে। ইউরোপের চোখে প্রজাতন্ত্রের বুর্জোয়া মর্যাদাটাকে নিষ্কলঙ্ক রাখা যেন তারা আপন সম্মানের ব্যাপার *(point d'honneur)* করে তুলল।

দেশে বা বিদেশে প্রজাতন্ত্রকে কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়নি। এটা তাকে নিরস্ত্র করে ফেলল। এখন আর দুনিয়ার বিপ্লবী রূপান্তর নয়, বুর্জোয়া সমাজের সম্পর্কগুলির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানোই হল তার কাজ। যে মত্ততায় অস্থায়ী সরকার এই কাজে হাত দেয় তার সব থেকে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য মেলে এর **আর্থিক ব্যবস্থায়।**

স্বভাবতই ঘা খেয়েছিল **সরকারী** ও **ব্যক্তিগত ক্রেডিট। সরকারী ক্রেডিট** নির্ভর করে এই আস্থার উপরে যে রাষ্ট্র নিজেকে ফিনান্স জগতের শ্বাপদদের দ্বারা শোষিত হতে দেবে। কিন্তু সাবেকী রাষ্ট্র অদৃশ্য, আর বিপ্লবও সর্বোপরি চালিত হয়েছিল ফিনান্স আভিজাত্যের বিরুদ্ধেই। বিগত ইউরোপীয় বাণিজ্যিক সংকটের আলোড়ন তখনও স্তব্ধ হয়নি। তখনও একের পর এক চলেছে দেউলিয়াপনা।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব শুরু হওয়ার আগে তাই **ব্যক্তিগত ক্রেডিট** পঙ্গু, পণ্য সঞ্চালন সংকুচিত ও উৎপাদন অচল হয়েছিল। বিপ্লবী সংকট ঘনীভূত করল বাণিজ্য সংকটকে। আর ব্যক্তিগত ক্রেডিট যদি নির্ভরশীল হয় এই বিশ্বাসের উপরে যে, তার সম্পর্কাদির সমগ্র পরিধির ভিতরে বুর্জোয়া উৎপাদনের, বুর্জোয়া ব্যবস্থার গায়ে হাত পড়বে না, তা অলঙ্ঘনীয়ই থাকবে, তাহলে যে বিপ্লব বুর্জোয়া উৎপাদনের ভিত্তি সম্পর্কেই, প্রলেতারিয়েতের আর্থিক দাসত্ব সম্পর্কেই প্রশ্ন তোলে, ব্যুর্জের বিরুদ্ধে খাড়া করে লুকসেমবুর্গের নরসিংহীকে, তার ফল কী দাঁড়াবে? প্রলেতারিয়েতের অভ্যুত্থানের অর্থই হচ্ছে বুর্জোয়া ক্রেডিটের অবসান; কারণ এটা হল বুর্জোয়া উৎপাদন ও তার বিধি ব্যবস্থার অবসান। সরকারী ও বেসরকারী ক্রেডিট হল সেই আর্থিক তাপমানযন্ত্র যার সাহায্যে নির্ণয় করা যায় বিপ্লবের তীব্রতা। **যতই তারা নিচের দিকে নামে বিপ্লবের উদ্দীপনা ও সৃজনীশক্তি ততই উপরে ওঠে।**

অস্থায়ী সরকার চাইল প্রজাতন্ত্রের বুর্জোয়াবিরোধী চেহারা ঘোচাতে। আর তাই তাকে সবচাইতে বেশী চেষ্টা করতে হয়েছিল এই নয়া ঢং-এর রাষ্ট্রটির **বিনিময় মূল্যকে,** ব্যুর্জে ঘোষিত তার **হাঁকাদরকে** বেঁধে রাখার জন্য। বেসরকারী ক্রেডিট কাজেই আবার চড়তে লাগল ব্যুর্জে প্রজাতন্ত্রের চলতি দর হাঁকার সঙ্গে সঙ্গে।

রাজতন্ত্র যেসব বাধ্যবাধকতা মেনে নিয়েছিল অস্থায়ী সরকার তার দায় গ্রহণ করবে না অথবা গ্রহণ করতে পারবে না, এমন **সন্দেহমাত্রেরও** নিরসন ঘটাবার জন্য ও প্রজাতন্ত্রের বুর্জোয়া নীতিজ্ঞান ও পরিশোধ ক্ষমতায় আস্থা গড়ে তোলার জন্য সরকার যে আস্ফালনের আশ্রয় নিল, তা যেমন খেলো তেমনই বালকসুলভ। রাষ্ট্রের পাওনাদারদের শতকরা ৫, ৪½ ও ৪ হারের বন্ডের উপরে সে সুদ দিয়ে দিল আইনগত পরিশোধ তারিখের **আগেই।** বুর্জোয়া নিশ্চিন্ততা, পুঁজিপতিদের আত্মপ্রত্যয় হঠাৎ জেগে উঠল যখন তারা দেখল কী ব্যগ্র দ্রুততায় তাদের আস্থা ক্রয়ের চেষ্টা চলেছে।

এই যে নাটকীয় কান্ডটায় অস্থায়ী সরকারের নগদ টাকার তহবিল শূন্য হল, তাতে স্বভাবতই তার আর্থিক বিভ্রাট হ্রাস পায়নি। টাকার টানাটানিটা আর গোপন রাখা গেল না, এবং রাষ্ট্রের পাওনাদারদের প্রীতিকর চমক দেওয়ার যে আয়োজন হয়েছিল তার মূল্য দিতে হল **পেটি বুর্জোয়া, বাড়ির চাকর ও শ্রমিকদের।**

ঘোষণা করা হল **সেভিংস ব্যাঙ্কের খাতা** থেকে একশ ফ্রাঁ-র বেশী পরিমাণ টাকা তোলা যাবে না। সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল ও এক ফর্মান মারফৎ রূপান্তরিত হল অশোধনীয় সরকারী ঋণে! পূর্ব থেকেই চাপগ্রস্ত **পেটি বুর্জোয়া** এর ফলে প্রজাতন্ত্রের উপর বিরূপ হয়ে ওঠে। সেভিংস ব্যাঙ্কের খাতার বদলে যেহেতু সে পেল সরকারী ঋণের সার্টিফিকেট, তাই তাকে বাধ্য হয়ে ব্যুর্জে যেতে হল সেগুলি

বেচার জন্য; তাতে করে নিজেকে সঁপে দিতে হল বুর্জোর সেই ফাটকাবাজদের হাতেই যাদের বিরুদ্ধে সে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ঘটিয়েছিল।

জুলাই রাজতন্ত্রের আমলে যে ফিনান্স অভিজাতের শাসন চলেছিল তাদের দেবালয় ছিল **ব্যাঙ্ক**। *সরকারী ক্রেডিটের ওপর যেমন বুর্জোর শাসন,* **বাণিজ্য ক্রেডিটের** ওপরেও তেমনি ব্যাঙ্কের শাসন।

ব্যাঙ্কের শুধু শাসন নয়, তার অস্তিত্ব পর্যন্ত ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফলে বিপন্ন হওয়ায় গোড়া থেকেই তার চেষ্টা ছিল ক্রেডিটের অভাবকে সর্বব্যাপী করে প্রজাতন্ত্রকে খেলো করে তোলা। হঠাৎ সে বন্ধ করে দেয় ব্যাঙ্কমালিক, কারখানামালিক ও ব্যবসায়ীদের ক্রেডিট। এতে তৎক্ষণাৎ প্রতিবিপ্লবের উদ্রেক না হওয়ায় এই কারসাজির উল্টো ফল ফলেছিল ব্যাঙ্কের উপরেই। ব্যাঙ্কের কোষাগারে যে টাকা পুঁজিপতিরা জমা রেখেছিল তা তারা তুলে নিল। ব্যাঙ্কনোটের মালিকেরা টাকা তোলার দপ্তরে ছুটল নোট ভাঙিয়ে সোনা রুপা পাবার জন্য।

অস্থায়ী সরকার জবরদস্তি হস্তক্ষেপ না করেও আইনসম্মতভাবে ব্যাঙ্ককে **দেউলিয়া** হতে বাধ্য করতে পারত; শুধু দরকার হত চুপচাপ থাকা ও ব্যাঙ্ককে তার কপালে যা আছে তার উপরে ছেড়ে দেওয়া। **ব্যাঙ্কের দেউলিয়া অবস্থাই** হত এমন এক প্লাবন যা নিমেষের মধ্যে ফরাসী দেশের মাটি থেকে ভাসিয়ে নিয়ে যেত প্রজাতন্ত্রের সব থেকে শক্তিশালী ও মারাত্মক শত্রু, জুলাই রাজতন্ত্রের স্বর্ণপাদপীঠ ফিনান্স আভিজাত্যকে। আর ব্যাঙ্ক একবার দেউলিয়া হলে সরকার যদি জাতীয় ব্যাঙ্ক গড়ত ও জাতীয় ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণের ভার দিত জাতিরই হাতে, তাহলে স্বয়ং বুর্জোয়ারাই এই ব্যবস্থাকে বিপদত্রাণের এক শেষ মরিয়া চেষ্টা বলেই গণ্য করতে বাধ্য হত।

অস্থায়ী সরকার কিন্তু উল্টে ব্যাঙ্কনোটের এক **বাধ্যতামূলক দর** নির্দিষ্ট করে দিল। উপরন্তু সে আরও কিছু করল। সমস্ত প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলিকে সে রূপান্তরিত করল ব্যাঙ্ক দ্য ফ্রান্সের *(Banque de France)* শাখায় এবং অনুমতি দিল গোটা ফ্রান্সে ঐ ব্যাঙ্কের জাল বিস্তার করার। পরে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে এক ঋণ যোগাড়ের জামিন হিসাবে সে ব্যাঙ্কের কাছে **সরকারী জঙ্গলগুলি** বাঁধা দেয়। এইভাবে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব কর্তৃক যে ব্যাঙ্কতন্ত্রের উচ্ছেদ করার কথা ছিল তাকেই সে প্রত্যক্ষভাবে করে তুলল শক্তিশালী ও বর্ধিত।

ইতিমধ্যে অস্থায়ী সরকার ক্রমবর্ধমান ঘাটতির পীড়নে কাতরাতে আরম্ভ করে। বৃথাই সে মিনতি জানাল দেশপ্রেমী আত্মত্যাগের জন্য। তাকে তাদের অন্নমুষ্টি ছুঁড়ে দিল শুধু শ্রমিকেরাই। প্রয়োজন হল বীরোচিত এক ব্যবস্থা অবলম্বনের, **নূতন কর** চাপানোর। কিন্তু কার উপরে চাপানো যায় সেই ট্যাক্স? বুর্জোর নেকড়েদের উপরে, ব্যাঙ্কের অধিপতি, সরকারের মহাজন, **লভ্যাংশজীবী** *(rentiers)* বা **শিল্পপতিদের**

উপরে? প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে বুর্জোয়াদের মিলনের পথ তো তা নয়। তার অর্থ হত একদিকে সরকারী ও ব্যবসাগত ক্রেডিটকে বিপন্ন করা, যখন অন্যদিকে চেষ্টা চলছিল এত বিরাট আত্মত্যাগ ও লাঞ্ছনার মূল্যে তাদের কিনে নেওয়ার। কিন্তু কড়ি তো যোগাতে হবে কাউকে। বুর্জোয়া ক্রেডিটের স্বার্থে বলি দেওয়া হল কাকে? *Jacques le bonhomme,** **কৃষককে।**

অস্থায়ী সরকার চারটি প্রত্যক্ষ করের উপরে ফ্রাঁ পিছু ৪৫ সাঁতিম *(centime)* অতিরিক্ত ট্যাক্স চাপাল। সরকারী খবরের কাগজগুলি চাটুবাক্যে প্যারিস শ্রমিকদের এই বিশ্বাস করাল যে, এই করের বোঝা প্রধানত পড়বে নাকি বড় বড় জমির মালিক, পুনঃপ্রতিষ্ঠা (Restoration)** যে একশ কোটি ফ্রাঁ মঞ্জুর করেছিল তার অধিকারীদের উপরেই। আসলে কিন্তু এর আঘাতটা সব থেকে বেশী পড়ল **কৃষক শ্রেণীর** উপর, অর্থাৎ ফরাসী জাতির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের উপরেই। **ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ব্যয় বহন করতে হল এদেরই**; এদের মধ্যেই প্রতিবিপ্লব পেল তার প্রধান উপাদান। ফরাসী কৃষকের পক্ষে ৪৫ সাঁতিমের ট্যাক্সটা জীবনমরণ সমস্যা; প্রজাতন্ত্রের পক্ষেও সে এটাকে জীবনমরণ সমস্যা করে তুলল। সেই মুহূর্ত থেকে ফরাসী কৃষকের কাছে **প্রজাতন্ত্রের** অর্থ হল **৪৫ সাঁতিমের ট্যাক্স,** প্যারিস প্রলেতারিয়েত তার চোখে প্রতিভাত হল এমন এক উচ্ছৃংখল বলে যে তার ঘাড় ভেঙে নিজেরটা গুছিয়ে নিচ্ছে।

১৭৮৯ সালে বিপ্লব যেখানে শুরু করেছিল কৃষকদের ঘাড় থেকে সামন্ত বোঝা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, সেখানে ১৮৪৮-এর বিপ্লব গ্রামীণ জনতার কাছে আত্মঘোষণা জানাল নয়া এক ট্যাক্স বসিয়ে, এইজন্য যাতে পুঁজি বিপন্ন না হয় এবং তার রাষ্ট্রযন্ত্র যাতে চালু থাকতে পারে।

একটিমাত্র উপায়ে অস্থায়ী সরকার এত সব ঝামেলা দূর করতে ও এক ধাক্কায় রাষ্ট্রকে ঠেলে তুলতে পারত পুরনো খানা থেকে — **রাষ্ট্রের দেউলিয়া অবস্থা ঘোষণা** মারফৎ। সকলেরই মনে আছে, বুর্জের শ্বাপদ, বর্তমানে ফরাসী অর্থসচিব ফুল্দের এই ধৃষ্টতাপূর্ণ প্রস্তাব লেদ্রু-রলাঁ যে কত নৈতিক রোষ সহকারে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তা তিনি পরবর্তী কালে আবৃত্তি করেন জাতীয় পরিষদে। এদিকে জ্ঞানবৃক্ষের ফলটি তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন ফুল্দ।

* *Jacques le bonhomme* — সাদাসিধে মানুষ জাক: ফরাসী ভূস্বামীরা অবজ্ঞাভরে কৃষকদের এই নাম দেয়। — সম্পাঃ

** আঠারো শতকের শেষে বুর্জোয়া বিপ্লবে যে সব সম্ভ্রান্তবংশীয়দের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল, ১৮২৫ সালে তার ক্ষতিপূরণ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা। — সম্পাঃ

সাবেকী বুর্জোয়া সমাজ রাষ্ট্রের কাছে যে হুণ্ডি পেশ করেছিল তাকে মান্য করে অস্থায়ী সরকার নতিস্বীকার করল সেই সমাজেরই কাছে। বহু বছরের বৈপ্লবিক ঋণ যাকে আদায় করতে হবে এমন এক পীড়ক উত্তমর্ণ হিসেবে বুর্জোয়া সমাজের মুখোমুখি না দাঁড়িয়ে অস্থায়ী সরকার সে সমাজেরই এক পীড়িত অধমর্ণ হয়ে দাঁড়াল। নড়বড়ে বুর্জোয়া সম্পর্কগুলি তাকে সংহত করতে হল এমন সব বাধ্যবাধকতার দায় মেটানোর জন্য যা পূরণ করা সম্ভব শুধু সে সম্পর্কের চৌহদ্দির মধ্যেই। ক্রেডিট হয়ে দাঁড়াল তার জীবনধারণের শর্ত আর প্রলেতারিয়েতকে যেসব সুবিধা দিতে হয়েছিল, যেসব প্রতিশ্রুতি জানানো হয়েছিল, সেগুলি এখন পরিণত হল **শৃংখলে** যা না খসালেই **নয়**। এমন কি একটা **কথার কথা** হিসাবেও শ্রমিকদের মুক্তি নতুন প্রজাতন্ত্রের পক্ষে হয়ে উঠল অসহ্যরকমের মারাত্মক, কারণ চালু আর্থিক শ্রেণী-সম্পর্কের অবিচল ও নির্বিঘ্ন স্বীকৃতির উপরে যার নির্ভর, সেই ক্রেডিট ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে এ দাবি হল এক স্থায়ী প্রতিবাদ। অতএব প্রয়োজন হয়ে পড়ল **শ্রমিকদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকাবার**।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব সেনাবাহিনীকে প্যারিস ছাড়া করেছিল। একমাত্র শক্তি ছিল জাতীয় রক্ষিবাহিনী অর্থাৎ নানা স্তরের বুর্জোয়া। তবু একা একা সে নিজেকে প্রলেতারিয়েতের সমকক্ষ মনে করেনি। তা ছাড়া প্রবল বিরুদ্ধতা ও হাজারো বিচিত্র প্রতিবন্ধকতা খাড়া করা সত্ত্বেও সে বাধ্য হয় ক্রমশ একে একে তার বাহিনীর দ্বার উন্মুক্ত করতে ও সেখানে সশস্ত্র শ্রমিকদের প্রবেশাধিকার দিতে। ফলে একটিমাত্র পথ বাকি রইল: **প্রলেতারিয়েতের এক অংশকে অপর অংশের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা**।

এই উদ্দেশ্যে অস্থায়ী সরকার প্রত্যেকটিতে এক হাজার করে ১৫ থেকে ২০ বছরের যুবকদের নিয়ে ২৪টি ব্যাটালিয়নের এক **সচল রক্ষিবাহিনী** *(Mobile Guards)* গঠন করল। এদের অধিকাংশই ছিল **লুম্পেনপ্রলেতারিয়েত,** সব বড় শহরেই যারা শিল্পরত প্রলেতারিয়েত থেকে সুস্পষ্টভাবেই স্বতন্ত্র এক জনতা, চোর ও সবরকমের অপরাধীদের যোগান আসে যাদের মধ্যে থেকে; সমাজের উচ্ছিষ্টজীবী এমন সব লোক যাদের নির্দিষ্ট কোন বৃত্তি নেই; যারা ভবঘুরে, চাল নেই, চুলোও নেই *(gens sans feu et sans aveu);* যে জাতির তারা অন্তর্ভুক্ত তার সভ্যতার মাত্রা অনুযায়ী যাদের ভিতরে ইতরবিশেষ থাকলেও যারা কিছুতেই তাদের লাজারোনি *(lazzaroni)** চরিত্র হারায় না। একেবারে নমনীয়, এমন কাঁচা বয়সে অস্থায়ী সরকার এদের বাহিনীভুক্ত করেছিল যে নির্ভীকতম কার্যকলাপ ও চরমতম আত্মত্যাগও যেমন, তেমনই আবার জঘন্যতম

* লাজারোনি — ইতালিতে জনসংখ্যার ভিতরে শ্রেণীচ্যুত, লুম্পেনপ্রলেতারীয় লোক। স্বেচ্ছাচারী সরকারেরা প্রতিবিপ্লবী উদ্দেশ্যে তাদের বারবার ব্যবহার করেছে। — সম্পাঃ

গ‌ুন্ডামি ও নিকৃষ্টতম দ‌ুর্নীতি -- সবই এদের পক্ষে ছিল সম্ভব। অস্থায়ী সরকার এদের প্রতিদিন ১ ফ্রাঁ ৫০ সাঁতিম করে দিত, অর্থাৎ এদের কিনে নেওয়া হল। এদের প‌ৃথক একটা বিশিষ্ট উর্দিও সরকার দিল, অর্থাৎ ঢিলেজামা (blouse) পরা শ্রমিকদের থেকে এদের বাহ্যত প‌ৃথক করে রাখা হল। এদের নায়কত্ব করার জন্য কিছ‌ু কিছ‌ু অফিসার সরকার নিয়ে এল স্থায়ী সৈন্যবাহিনী থেকে; কিছ‌ুটা আবার এরাই এমন সব তর‌ুণ ব‌ুর্জোয়া সন্তানদের নিজেরাই অফিসার নির্বাচন করে নিল, যাদের পিতৃভূমির জন্য ম‌ৃত্যুবরণ ও প্রজাতন্ত্রের প্রতি আন‌ুগত্য সম্পর্কিত লম্বাই চওড়াই ব‌ুলিতে এরা একেবারে ম‌ুগ্ধ হয়ে পড়ে।

কাজেই প্যারিস প্রলেতারিয়েতের ম‌ুখোম‌ুখি এসে দাঁড়াল তাদেরই ভিতর থেকে যোগাড় করা ২৪,০০০ তর‌ুণ জোয়ান ও বেপরোয়া মান‌ুষের এক সেনাবাহিনী। প্যারিসের ভিতর দিয়ে এরা মার্চ করে যাওয়ার সময়ে প্রলেতারিয়েতও জয়ধ্বনি দিত সচল রক্ষিবাহিনীর। তারা এদের স্বীকার করে নিল আপনাদের অগ্রণী ব্যারিকেড যোদ্ধা হিসাবে। ব‌ুর্জোয়া জাতীয় রক্ষিবাহিনীর বিপরীতে তারা একে মনে করল **প্রলেতারীয়** রক্ষিবাহিনী। তাদের ভ্রান্তি ক্ষমার যোগ্য।

সচল রক্ষিবাহিনী ছাড়াও সরকার স্থির করল তার চারিদিকে শিল্প শ্রমিকদের এক বাহিনীর সমাবেশ করবে। সংকট ও বিপ্লবের ফলে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে এমন একলক্ষ শ্রমিককে মন্ত্রী মারি তথাকথিত জাতীয় কারখানায় *(ateliers)* নাম লেখায়। এই জাঁকালো নামের আড়ালে ২৩ স‌ু *(sou)* মজ‌ুরিতে ক্লান্তিকর একঘেয়ে অন‌ুৎপাদনশীল **মাটি কাটার কাজে** শ্রমিকদের লাগানো ছাড়া আর কিছ‌ুই ছিল না। **খোলা আকাশের নীচে ইংরেজী শ্রমনিবাস*** — এই হল জাতীয় কারখানা। অস্থায়ী সরকার ভাবল এরই মধ্য দিয়ে সে **শ্রমিকদেরই বির‌ুদ্ধে দ্বিতীয় এক প্রলেতারিয়েত বাহিনী** গড়েছে। ব‌ুর্জোয়ারা এখানে জাতীয় কারখানার ব্যাপারে ভুল করল, ঠিক যেমন শ্রমিকেরা ভুল করেছিল সচল রক্ষিবাহিনীর ক্ষেত্রে। ওরা স‌ৃষ্টি করে দিল **বিদ্রোহের এক বাহিনী।**

একটি উদ্দেশ্য তব‌ু সফল হয়।

ল‌ুই ব্লাঁ ল‌ুকসেমব‌ুর্গ প্রাসাদ থেকে যে জন কারখানার কথা প্রচার করেছিলেন তার নাম ছিল জাতীয় কারখানা। ল‌ুকসেমব‌ুর্গের প্রত্যক্ষ **বিরোধিতাকল্পে** উদ্ভাবিত মারি-র **কারখানা** একই নামকরণের কল্যাণে এমন এক প্রমাদ-নাট্যের উপলক্ষ যোগাল

* ১৮৩৪ সালে ইংলণ্ডে গ‌ৃহীত দরিদ্র আইনে (Poor Law) টাকা বা জিনিষপত্রে 'সাহায্য দানের' বদলে নিঃস্বদের জন্য শ্রমনিবাস পত্তনের ব্যবস্থা ছিল। এই শ্রমনিবাসগ‌ুলিকে 'দরিদ্রের বাস্তিল' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের কাছে ওগ‌ুলি ছিল বিভীষিকা বিশেষ। — সম্পাঃ

যা স্পেনীয় ভৃত্য-সংক্রান্ত ভুলের প্রহসনের উপযোগী। অস্থায়ী সরকার নিজেই গোপনে গোপনে এই খবর ছড়াল যে, এই জাতীয় কারখানাগুলি লুই ব্লাঁ-এরই আবিষ্কার; এটা আরও বেশী সম্ভব মনে হল এই জন্য যে জাতীয় কারখানার প্রচারক লুই ব্লাঁ ছিলেন অস্থায়ী সরকারেরই একজন সদস্য। আর প্যারিস বুর্জোয়াদের আধা-সরলমতি, আধা-ইচ্ছাকৃত বিভ্রমের নিকটে, ফ্রান্সের তথা ইউরোপের কৃত্রিমভাবে সংগঠিত মতামতের কাছে এই শ্রমনিবাসগুলিই মনে হল সমাজতন্ত্রের প্রথম রূপায়ণ, যে সমাজতন্ত্রকে তাতে করে তোলা হল নিন্দাবাদের পাত্র।

অন্তর্বস্তুর দিক দিয়ে না হলেও, নামকরণের দিক দিয়ে **জাতীয় কারখানা** ছিল বুর্জোয়া শিল্প, বুর্জোয়া ক্রেডিট ও বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের মূর্ত প্রতিবাদ। বুর্জোয়াদের সমস্ত ঘৃণাও তাই উদ্যত হল এগুলির উপরে। এদের মধ্যেই তারা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেল সেই লক্ষ্য যার বিরুদ্ধে, ফেব্রুয়ারির মায়াজাল ছিঁড়ে খোলাখুলি বেরিয়ে আসার মতো শক্তিসঞ্চয় করা মাত্র তারা শুরু করতে পারে আক্রমণ। **পেটি বুর্জোয়ারও** সমস্ত অসন্তোষ, সকল বিরাগ এই জাতীয় কারখানারূপী সাধারণ লক্ষ্যের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হল। সত্যকার ক্রোধ নিয়ে তারা হিসাব করতে বসল শ্রমিক নিষ্কর্মারা কী পরিমাণ গ্রাস করছে, যখন তাদের নিজেদের অবস্থা দিনের পর দিন দাঁড়াচ্ছে অসহ্য। মনে মনে তারা গজরাতে লাগল — ভুয়ো মেহনতের জন্য সরকারী পেনশন — এই হল তাহলে সমাজতন্ত্র! নিজেদের দুর্গতির কারণ তারা খুঁজল জাতীয় কারখানার ভিতরে, লুকসেমবুর্গের গলাবাজির মধ্যে, প্যারিসের মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের মিছিলে। আর তথাকথিত কমিউনিস্ট কারসাজি নিয়ে পেটি বুর্জোয়ার মতন কেউই অত উদগ্র ছিল না — দেউলিয়ার প্রান্তসীমায় অসহায়ভাবে হাবুডুবু খাচ্ছিল এরা।

এইভাবে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের আসন্ন সংগ্রামে *(mêlée)* সকল সুযোগ সুবিধা, সমস্ত নির্ধারক অবস্থান, সমাজের সব কটি মধ্যবর্তী স্তর এল বুর্জোয়াদের হাতে, যখন একই সময়ে সমগ্র ইউরোপ মহাদেশের উপর দিয়ে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল উত্তাল; প্রত্যেকটি নতুন ডাক বিপ্লবের নয়া খবর আনছিল কখনও ইতালি থেকে, কখনও জার্মানি থেকে, কখনও বা দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের সুদূরতম প্রান্ত থেকে, যে বিজয় ইতিমধ্যেই হাতছাড়া হয়ে গেছে অবিরাম তারই সাক্ষ্য তাদের কাছে বহন করে এনে অব্যাহত রাখছিল জনসাধারণের ব্যাপক উচ্ছ্বাস।

বুর্জোয়া গণতন্ত্র তার পক্ষপুটে যে বিরাট শ্রেণী-সংগ্রাম প্রচ্ছন্ন করে রেখেছিল তার প্রথম খণ্ডযুদ্ধ দেখা গেল **১৭ই মার্চ** এবং **১৬ই এপ্রিল** তারিখে।

১৭ই মার্চ প্রলেতারিয়েতের সেই দ্বিমুখী অবস্থাটাকে প্রকট করে তোলে, যার ফলে কোন চূড়ান্ত কার্যক্রম সম্ভব হয়নি। সেদিনের মিছিলের গোড়ায় উদ্দেশ্য ছিল অস্থায়ী

সরকারকে পুনরায় বিপ্লবের পথে ঠেলে আনা, অবস্থা অনুযায়ী সরকারের বুর্জোয়া সদস্যদের বহিষ্কার করা, এবং জাতীয় পরিষদ ও জাতীয় রক্ষিবাহিনীর নির্বাচনের দিন পিছিয়ে দেওয়া। কিন্তু ১৬ই মার্চ জাতীয় রক্ষিবাহিনীর বুর্জোয়া প্রতিনিধিরা অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে এক বিরোধী মিছিলের আয়োজন করেছিল। লেদ্রু-রলাঁ নিপাত যাক! এই ধ্বনি তুলে তারা চড়াও হয়েছিল *Hôtel de Ville*-এ। তাই জনতা ১৭ই মার্চ বাধ্য হল রব তুলতে লেদ্রু-রলাঁ দীর্ঘজীবী হোন! অস্থায়ী সরকার জিন্দাবাদ! তাদের মনে হয়েছিল বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র বিপন্ন, সে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সমর্থনে বুর্জোয়াদের **বিরুদ্ধাচরণ** করতে বাধ্য হয় তারা। অস্থায়ী সরকারকে নিজেদের আয়ত্তাধীন করার বদলে তাকে তারা মজবুত করে দিল। ১৭ই মার্চ অতিবাহিত হল অতিনাটকীয় ভাবে, প্যারিস প্রলেতারিয়েত সেদিন তার অতিকায় আয়তন আবার দেখিয়ে দিলেও অস্থায়ী সরকারের ভিতরকার ও বাইরের বুর্জোয়ারা শ্রমিক শ্রেণীকে ধ্বংস কবতে হল আরও বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

১৬ই এপ্রিলে হল একটি **ভুলবোঝাবুঝি** যা অস্থায়ী সরকার ঘটায় বুর্জোয়ার সঙ্গে যোগসাজশে। মার্স প্রান্তর ও হিপোড্রোমে শ্রমিকেরা বিপুল সংখ্যায় সমবেত হয়েছিল জাতীয় রক্ষিবাহিনীর সেনাপতিমণ্ডলী নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্য। হঠাৎ সারা প্যারিসময়, এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুৎগতিতে এক গুজব রটে গেল যে লুই ব্লাঁ, ব্লাঙ্কি, কাবে ও রাস্পাই-এর নেতৃত্বে শ্রমিকেরা মার্স প্রান্তরে সমবেত হয়েছে অস্ত্রহাতে, সেখান থেকে *Hôtel de Ville* অভিযান, অস্থায়ী সরকারের উচ্ছেদ ও এক কমিউনিস্ট সরকার ঘোষণার উদ্দেশ্যে। সাধারণ বিপদ সংকেতের ঘণ্টা বাজানো হল — লেদ্রু-রলাঁ, মারাস্ত ও লামার্তিন পরে এটি সূচনা করার সম্মান নিয়ে লড়ালড়ি করেন — আর এক ঘণ্টার মধ্যে অস্ত্রসজ্জিত হল ১,০০,০০০ লোক। *Hôtel de Ville*-র সব কটি ঘাঁটি দখল করে বসল জাতীয় রক্ষিবাহিনী; সারা প্যারিস জুড়ে বজ্রনির্ঘোষ শোনা গেল: কমিউনিস্টরা নিপাত যাক! লুই ব্লাঁ, ব্লাঙ্কি, রাস্পাই ও কাবে নিপাত যাক! অসংখ্য প্রতিনিধিদল অস্থায়ী সরকারের প্রতি বশ্যতা জানাল, সবাই প্রস্তুত পিতৃভূমি ও সমাজকে রক্ষার জন্য। শ্রমিকেরা অবশেষে যখন *Hôtel de Ville* পৌঁছল, মার্স প্রান্তরে তারা যে দেশপ্রেমিক চাঁদা তুলেছিল অস্থায়ী সরকারের হাতে তা-ই তুলে দিতে, তখন পরম বিস্ময়ে তারা জানল যে, বুর্জোয়া প্যারিস এক সযত্ন পরিকল্পিত নকল লড়াই-এ তাদের ছায়াকে পরাস্ত করে ফেলেছে। ১৬ই এপ্রিলের ভয়াবহ প্রচেষ্টা **প্যারিসে সৈন্য-বাহিনী ফিরিয়ে আনার** ছুতো যোগাল — অতি স্থূলভাবে অভিনীত প্রহসনের এটাই ছিল আসল মতলব, — ছুতো যোগাল প্রদেশে প্রদেশে প্রতিক্রিয়াশীল ফেডেরালিস্ট মিছিলেরও।

৪ঠা মে **প্রত্যক্ষ সাধারণ নির্বাচনের** ফল হিসাবে **জাতীয় সভার** অধিবেশন হল।

সাবেকী ঢং-এর প্রজাতন্ত্রীরা সর্বজনীন ভোটাধিকারের উপরে যে ঐন্দ্রজালিক শক্তি আরোপ করত সে শক্তি বস্তুত তার ছিল না। তারা গোটা ফ্রান্সে, অন্তত ফরাসী জনসাধারণের অধিকাংশের মধ্যে দেখত সমস্বার্থসম্পন্ন, সমভাবী ইত্যাদি নাগরিকদের *(citoyens)*। এই ছিল তাদের **জনতাপূজা**। তাদের **কাল্পনিক** মানুষের বদলে নির্বাচন গোচরে আনল **প্রকৃত** জনসাধারণকে, অর্থাৎ যেসব নানা শ্রেণীতে জনসাধারণ বিভক্ত তাদের প্রতিনিধিদেরই। আমরা দেখেছি কেন কৃষক ও পেটি বুর্জোয়াকে ভোট দিতে হল সংগ্রামের জন্য ব্যাকুল বুর্জোয়া ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য অধীর বৃহৎ ভূস্বামীদের নেতৃত্বে। তবে প্রজাতন্ত্রী মাতব্বরেরা সর্বজনীন ভোটাধিকারকে যা ভেবেছিল তা সেরকম অলৌকিক যাদুদণ্ড না হলেও অন্য একটা অতুলনীয় উচ্চতর গুণ তার ছিল — শ্রেণী-সংগ্রামকে শৃংখলমুক্ত করা, বুর্জোয়া সমাজের নানা মধ্যবর্তী স্তরগুলির দ্রুত মোহমুক্তি ঘটানো ও নৈরাশ্য কাটিয়ে তোলা, এক ধাক্কায় শোষক শ্রেণীর সব কটি অংশকে রাষ্ট্রের শীর্ষে তুলে দেওয়া ও তাতে করে তাদের বিভ্রান্তিজনক মুখোসটা কেড়ে নেওয়া, যে-ক্ষেত্রে রাজতন্ত্র তার সম্পত্তিগত ভোটাধিকার বলে বুর্জোয়াদের বিশেষ কয়েকটি গোষ্ঠীকেই শুধু বদনামের ভাগী হতে দেয়, অন্যদের লুকিয়ে থাকতে দেয় পর্দার আড়ালে, তাদের সাধারণ সবকার বিরোধিতার গৌরবে মণ্ডিতও রাখে।

৪ঠা মে যে জাতীয় সংবিধান সভার অধিবেশন হল তাতে প্রাধান্য ছিল **বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের,** *National*-এর প্রজাতন্ত্রীদের। গোড়ায় গোড়ায় লেজিটিমিস্ট এবং অর্লিয়ান্সীরা পর্যন্ত বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রবাদের মুখোস পরেই শুধু মুখ দেখাবার সাহস পেত। প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো তখন সম্ভব ছিল শুধু প্রজাতন্ত্রের দোহাই পেড়েই।

প্রজাতন্ত্রের সূচনা ৪ঠা মে তারিখ থেকে, ২৫শে ফেব্রুয়ারি থেকে নয় অর্থাৎ সেই প্রজাতন্ত্রের যাকে স্বীকার করেছিল ফরাসী জনসাধারণ। প্যারিস প্রলেতারিয়েত অস্থায়ী সরকারের উপরে যে প্রজাতন্ত্র চাপিয়ে দিয়েছিল, সামাজিক প্রতিষ্ঠান সহ প্রজাতন্ত্র, ব্যারিকেড সংগ্রামীদের দৃষ্টিতে ছিল যে ধ্যানমূর্তি — এ সেই প্রজাতন্ত্র নয়। জাতীয় পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত একমাত্র বৈধ প্রজাতন্ত্রটি হল এমন এক প্রজাতন্ত্র যা বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরোধী কোন বিপ্লবী হাতিয়ার নয়, বরঞ্চ সেই ব্যবস্থারই রাজনৈতিক পুনর্গঠন, বুর্জোয়া সমাজের রাজনৈতিক পুনর্সংহতি, এক কথায় **একটি বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র**। জাতীয় সভার মঞ্চ থেকে ধ্বনিত হল এই কথাটাই এবং সমস্ত প্রজাতন্ত্রী ও প্রজাতন্ত্রীবিরোধী বুর্জোয়া সংবাদপত্রে শোনা গেল তারই প্রতিধ্বনি।

আর ফেব্রুয়ারি প্রজাতন্ত্রের কেন আসলে **বুর্জোয়া** প্রজাতন্ত্র হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না তাও আমরা দেখেছি। দেখেছি তা সত্ত্বেও কী ভাবে অস্থায়ী সরকার প্রলেতারিয়েতের প্রত্যক্ষ তাড়নায় বাধ্য হয়েছিল তাকে **সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্বলিত**

প্রজাতন্ত্র রূপে ঘোষণা করতে। প্যারিস প্রলেতারিয়েত কী ভাবে তার **স্বপ্নে,** তার **কল্পনায়** ছাড়া তখনও বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের সীমা অতিক্রম করতে অপারগ ছিল; সত্যসত্যই কাজের সময় এলে কেমন করে তারা সর্বক্ষেত্রে তার সেবা করেছে; তাদের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি কী ভাবে নতুন প্রজাতন্ত্রের পক্ষে অসহনীয় বিপদের কারণ হয়ে উঠল; সাময়িক সরকারের সমগ্র জীবনধারাই কী করে হয়ে দাঁড়াল প্রলেতারিয়েতের দাবিদাওয়ার বিরুদ্ধে এক অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম — এ সবই আমরা দেখেছি।

জাতীয় সভায় গোটা ফ্রান্স বিচার করতে বসেছিল প্যারিস প্রলেতারিয়েতের। সভা কালক্ষেপ না করে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সামাজিক মোহজাল অপসারিত করল; স্পষ্ট ঘোষণা জানাল **বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের,** নিছক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের। সভা যে কার্যনির্বাহক কমিশন নিয়োগ করে তার থেকে প্রলেতারিয়েতের প্রতিনিধি লুই ব্লাঁ ও আলবেরকে সরাসরি বাদ দেওয়া হল। বিশেষ এক শ্রমমন্ত্রিদপ্তরের প্রস্তাব সভা নাকচ করল এবং 'প্রশ্ন এখন শুধু **শ্রমকে আবার তার পুরোনো অবস্থায় ফিরিয়ে আনা'** মন্ত্রী ত্রেলার এই বিবৃতিকে গ্রহণ করল সোল্লাসে।

এতেও কিন্তু যথেষ্ট হল না। শ্রমিকেরা ফেব্রুয়ারি প্রজাতন্ত্র অর্জন করেছিল বুর্জোয়ার নিষ্ক্রিয় সহযোগিতায়। সঠিকভাবেই প্রলেতারীয়রা নিজেদের ভেবেছিল ফেব্রুয়ারি বিজয়ী এবং বিজয়ীসুলভ উদ্ধত দাবিও তারা তুলেছিল। তাই দরকার পড়ল তাদের রাস্তার লড়াই-এ পরাস্ত করার, তাদের দেখিয়ে দেওয়া যে বুর্জোয়াদের **সঙ্গে** একযোগে লড়াই-এর বদলে বুর্জোয়াদের **বিরুদ্ধে** লড়তে গেলেই তাদের হার মানতে হবে। ঠিক যেমন সমাজতান্ত্রিক সুযোগসুবিধা সম্বলিত ফেব্রুয়ারি প্রজাতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম, তেমনই প্রজাতন্ত্রকে সমাজতন্ত্রী সুযোগসুবিধা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে, **বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের** প্রাধান্য সরকারীভাবে কার্যকরী করতে প্রয়োজন ছিল দ্বিতীয় এক সংগ্রামের। প্রলেতারিয়েতের দাবি নাকচ করার জন্য বুর্জোয়া শ্রেণীকে অস্ত্র ধরতে হল। **ফেব্রুয়ারির বিজয় নয়, জুনের পরাভবই** হল বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের প্রকৃত উদ্ভব ক্ষেত্র।

প্রলেতারিয়েত সমাধানটা ত্বরান্বিত করল যখন্ ১৫ই মে তারা চড়াও হয় জাতীয় সভায়, ব্যর্থ চেষ্টা করে তাদের বিপ্লবী প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে, এবং তাতে করে তাদের সব থেকে উদ্যোগী নেতাদেরই শুধু তুলে দেয় বুর্জোয়াদের কারারক্ষকদের হাতে।* *Il faut en finir!* এ অবস্থার অবসান ঘটাতেই হবে! — এই ধ্বনি তুলে জাতীয় সভা প্রলেতারিয়েতকে এক চূড়ান্ত সংগ্রামে লিপ্ত হতে বাধ্য করার সংকল্প প্রকাশ করল। কার্যনির্বাহক কমিশন জনসাধারণের সমাবেশ নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি

* ১৮৪৮ সালের ১৫ই মে তারিখের ঘটনাসূত্রে বার্বে, আলবের, রাস্পাই, সোব্রিয়ে ও কয়েকদিনের মধ্যে ব্লাঙ্কি গ্রেপ্তার হয়ে ভাঁসেন কারাগারে প্রেরিত হয়। — সম্পাঃ

কতগুলি প্ররোচনামূলক ডিক্রি জারী করল একের পর এক। জাতীয় সংবিধান সভার মঞ্চ থেকে সরাসরি শ্রমিকদের উস্কানী দেওয়া হল, তাদের উপরে বর্ষিত হতে লাগল অপমান ও বিদ্রূপ। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, আক্রমণের প্রকৃত লক্ষ্য ছিল **জাতীয় কারখানাগুলি**। চড়া সুরে সংবিধান সভা এগুলির প্রতি কার্যনির্বাহক কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। কমিশন অবশ্য শুধু জাতীয় সভার অনুজ্ঞার ভিতরে তার নিজস্ব পরিকল্পনারই ঘোষণা শোনারই অপেক্ষায় ছিল।

কার্যনির্বাহক কমিশন শুরু করল জাতীয় কারখানায় প্রবেশ কঠিনতর করে তুলে, দিনমজুরিকে ফুরন মজুরিতে রূপান্তর করে, এবং প্যারিসে জন্ম নয় এমন সব শ্রমিকদের মাটি কাটার অছিলায় সলোনে নির্বাসন দিয়ে। মাটি কাটার কাজটি যে তাদের নির্বাসনের উপরে প্রলেপ দেওয়ার এক আলঙ্কারিক ধুয়ামাত্র, মোহমুক্ত শ্রমিকেরা ফিরে এসে তাদের সহকর্মীদের তা জানায়। সর্বশেষে, ২১শে জুন *Moniteur* পত্রিকায় এক ফরমান জারী হল যাতে জাতীয় কারখানা থেকে সমস্ত অবিবাহিত মজুরদের জবরদস্তি বহিষ্করণ অথবা তাদের সৈন্যদলভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

গত্যন্তর রইল না শ্রমিকদের; হয় তাদের অনশন করতে হবে নয়ত লড়তে হবে। ২২শে জুন তারা প্রচণ্ড এক সশস্ত্র অভ্যুত্থান করে এর জবাব দিল, যার ভিতরে বর্তমান সমাজ যে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত তাদের মধ্যেকার প্রথম বৃহৎ লড়াই সংঘটিত হয়। এ লড়াই **বুর্জোয়া** ব্যবস্থার হয় সংরক্ষণ অথবা তার উচ্ছেদের জন্য। প্রজাতন্ত্র যার দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে গেল সেই আবরণ।

বিনা নেতৃত্বে, সাধারণ কোন পরিকল্পনা বাদে, রসদ ছাড়া ও অধিকাংশ সময়ে হাতিয়ারের অভাবের মধ্যেও শ্রমিকেরা অতুলনীয় নির্ভীকতা ও উদ্ভাবনশক্তির জোরে কী ভাবে পাঁচ দিন ধরে সৈন্যবাহিনী, সচল রক্ষিবাহিনী, প্যারিসের ভিতরকার ও প্রদেশ থেকে স্রোতের মতো আগত জাতীয় রক্ষিবাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখে তা সকলেই জানে। এও সুপরিচিত কী ভাবে বুর্জোয়ারা তাদের প্রাণান্তিক ত্রাসভোগের শোধ তোলে অশ্রুতপূর্ব নৃশংসতা চালিয়ে, ৩,০০০-এরও বেশী বন্দী হত্যা করে।

ফরাসী গণতন্ত্রের সরকারী প্রতিনিধিরা প্রজাতন্ত্রী মতাদর্শে এতদূর আচ্ছন্ন ছিল যে কয়েক সপ্তাহ কাটলে পরে তবেই তারা জুন সংগ্রামের তাৎপর্য সম্পর্কে কিছুটা আভাস পেতে শুরু করে। তারা বিহ্বল হয়ে ছিল বারুদের ধোঁয়ায় যার মধ্যে মিলিয়ে যায় তাদের কল্পনার প্রজাতন্ত্র।

জুন পরাভবের খবর আমাদের উপরে যে ছাপ ফেলেছিল পাঠকদের অনুমতি নিয়ে আমরা তার বর্ণনা দেব *Neue Rheinische Zeitung*-এর ভাষায়:

'ঘটনাবলীর গুরুত্বের মুখে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের শেষ সরকারী অবশেষ, কার্যনির্বাহক কমিশন শূন্যে বিলীন হয়েছে ছায়ামূর্তির মতো। লামার্তিনের

আতসবাজি রূপান্তরিত হয়েছে কাভেনিয়াকের সামরিক হাউই-এ। ভ্রাতৃত্ব, পরস্পরবিরোধী শ্রেণী যার ভিতরে একে অন্যের উপরে শোষণ চালায় এমন ভ্রাতৃত্ব ঘোষিত হয়েছিল ফেব্রুয়ারিতে প্যারিসের ললাটে, প্রত্যেক কারাগারে, প্রত্যেকটি ব্যারাকে লেখা হয়েছিল বড় হরফে। সে ভ্রাতৃত্বের সত্যকার, নিখাদ, সাদামাটা রূপ হল **গৃহযুদ্ধ**, সব থেকে ভয়ঙ্কর রকমের গৃহযুদ্ধ, শ্রম ও পুঁজির যুদ্ধ। ২৫শে জুন সন্ধ্যায় প্যারিসের সমস্ত জানলার সম্মুখে এই ভ্রাতৃত্বই প্রজ্বলিত হয়ে উঠল যখন বুর্জোয়াদের প্যারিসে চলল দীপালি উৎসব; আর অগ্নিশিখায়, রক্তক্ষয়ে, আর্তস্বরে মৃত্যুমুখে ঢলে পড়ল প্রলেতারিয়েতের প্যারিস। ভ্রাতৃত্ব টিঁকে ছিল ঠিক ততক্ষণ পর্যন্তই, যতক্ষণ বুর্জোয়াদের স্বার্থের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব ছিল প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের।

'১৭৯৩ সালের পুরানো বিপ্লবী ঐতিহ্যের বিদ্যা-দিগ্‌গজেরা; সমাজতন্ত্রী অনুপানদাতারা, যারা জনসাধারণের হয়ে ভিক্ষা চেয়েছে বুর্জোয়াদের দ্বারে দ্বারে, এবং প্রলেতারীয় সিংহকে যতদিন ঘুম পাড়িয়ে রাখার প্রয়োজন ছিল ততদিন পর্যন্ত যাদের অনুমতি দেওয়া হত লম্বা-চওড়া বাণী প্রচারের ও নিজেদের খেলো প্রতিপন্ন করার; মুকুটপরা মাথাটি বাদে পুরানো বুর্জোয়া ব্যবস্থার সবটুকু দাবি করত যে প্রজাতন্ত্রীরা; বিরোধীদের ভিতরে রাজবংশের অনুগামীবৃন্দ, ঘটনাচক্রে যাদের ঘাড়ে এসে পড়ে মন্ত্রীপরিবর্তনের বদলে রাজবংশের উচ্ছেদ; লেজিটিমিস্ট সম্প্রদায় যারা উর্দি ছাড়তে চায়নি, চেয়েছিল শুধু তার ছাঁদ পাল্টাতে — এমন সব সহযোগীদের নিয়েই জনসাধারণ ঘটিয়েছিল তাদের ফেব্রুয়ারি। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ছিল **মনোরম** বিপ্লব, সর্বজনীন সহানুভূতির বিপ্লব। কারণ তাদের মধ্যে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে বিরোধিতা জ্বলে উঠেছিল তা ছিল **অপরিণত** অবস্থায় সুপ্ত, পাশাপাশি অবস্থানে সুসমঞ্জস, কারণ যে সামাজিক সংগ্রাম ছিল তার পটভূমি সেটা শুধু এক বায়বীয় অস্তিত্ব, বুলি ও কথার অস্তিত্বই অর্জন করেছিল। **জুন বিপ্লব** হল **কুৎসিৎ** বিপ্লব, জঘন্য বিপ্লব, কারণ কথার বদলে কাজ এসে দাঁড়িয়েছে, কারণ যে মুকুট রাক্ষসের মাথাকে রক্ষা ও আড়াল করে রেখেছিল তাকে ঘা মেরে সরিয়ে দিয়ে প্রজাতন্ত্র সেই মাথাটাই অনাবৃত করে দিল। গিজো-র রণধ্বনি ছিল **শৃঙ্খলা!** ওয়ারস যখন রুশ কবলে পড়ল তখন গিজো-র শিষ্য সেবাস্তিয়ানি রব তুলেছিলেন — **শৃঙ্খলা!** ফরাসী জাতীয় সভা ও প্রজাতন্ত্রী বুর্জোয়াদের নৃশংস প্রতিধ্বনি তুলে কাভেনিয়াক-ও হাঁক পাড়ছেন — **শৃঙ্খলা!** শ্রমিকদের দেহ বিদীর্ণ করার সময়ে তাঁর গ্রেপ-শটের বজ্রনির্ঘোষেও শোনা গেল — **শৃঙ্খলা!** ১৭৮৯ সালের পর থেকে ফরাসী বুর্জোয়াদের বহু বিপ্লবের কোনটিই **শৃঙ্খলার** উপরে আক্রমণ করেনি; কারণ তারা শ্রেণী-শাসন চলতে দেয়, শ্রমিকদের দাসত্ব চলতে দেয়, বেঁচে থাকতে দেয় **বুর্জোয়া** শৃঙ্খলাকে — সেই শাসন ও সে দাসত্বের

রাজনৈতিক ধাঁচ যতবারই বদলাক না কেন। এই শৃঙ্খলাকেই লংঘন করেছে জুন। হতভাগা জুন!' (*Neue Rheinische Zeitung*, ২৯শে জুন, ১৮৪৮।)

হতভাগা জুন! প্রতিধ্বনি করছে ইউরোপ।

বুর্জোয়ারা প্যারিস প্রলেতারিয়েতকে জুনের অভ্যুত্থান ঘটাতে **বাধ্য করেছিল**। তার পতনের পক্ষে এই ছিল যথেষ্ট। নিজেদের আশু ঘোষিত দাবিদাওয়ার তাড়নায় প্রলেতারিয়েত বুর্জোয়াদের বলপূর্বক উচ্ছেদের সংগ্রামে নামেনি; এর উপযুক্ত শক্তিও তার ছিল না। *Moniteur* পত্রিকাকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানাতে হয়েছিল যে, প্রলেতারিয়েতের মায়ার কাছে মাথা নুইয়ে তটস্থ হবার কাল প্রজাতন্ত্রের গত হয়েছে। শুধু পরাজয়েই প্রলেতারিয়েতের মনে এই সত্য সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মাল যে, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের **ভিতরে** তার অবস্থার সামান্যতম উন্নতিও হচ্ছে **আকাশকুসুম,** এ আকাশকুসুম বাস্তব হয়ে ওঠার উপক্রম করলেই পরিণত হয় অপরাধে। রূপের দিক থেকে উচ্ছল কিন্তু সারবত্তার মাপকাঠিতে তুচ্ছ, এমন কি তখনো বুর্জোয়া গণ্ডিভুক্ত সব দাবিদাওয়ার জায়গায়, যে সব দাবিদাওয়ার মঞ্জুরি সে চেয়েছিল ফেব্রুয়ারি প্রজাতন্ত্রের কাছ থেকে আদায় করতে, তাদের জায়গায় এবার দেখা দিল বিপ্লবী সংগ্রামের নির্ভীক বাণী: **বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ! শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব!**

প্রলেতারিয়েত তার কবরকে **বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের** জন্মস্থানে পরিণত করে সেই প্রজাতন্ত্রকে বাধ্য করল তার বিশুদ্ধ রূপে এমন এক রাষ্ট্র হিসাবে অবিলম্বে স্বপ্রকাশ হতে পুঁজির শাসন ও শ্রমের দাসত্ব কায়েম রাখা যার স্বীকৃত লক্ষ্য। চোখের সামনে নিরন্তর ক্ষতচিহ্নিত, আপোষহীন, অপরাজেয় এক শত্রুর উপস্থিতির ফলে, — অপরাজেয়, কেননা তার অস্তিত্ব বুর্জোয়ার আপন জীবনধারণেরই শর্ত — নিরঙ্কুশ বুর্জোয়া শাসন অবিলম্বে **বুর্জোয়া সন্ত্রাসে** পরিণত হতে বাধ্য ছিল। আসর থেকে সাময়িকভাবে প্রলেতারিয়েতের অপসারণ ও আনুষ্ঠানিকভাবে বুর্জোয়া একনায়কত্বের স্বীকৃতিলাভের ফলে বুর্জোয়া সমাজের মধ্যবর্তী স্তর, পেটি বুর্জোয়া ও কৃষক শ্রেণীকে উত্তরোত্তর ঘনিষ্ঠ হতে হল প্রলেতারিয়েতেরই সঙ্গে, কারণ তাদের অবস্থা হতে থাকল আরও অসহনীয় এবং বুর্জোয়ার সঙ্গে তাদের বৈরবিরোধ হতে থাকল তীব্রতর। ঠিক যেমন আগে তারা তাদের দুর্গতির কারণ খুঁজে পেত প্রলেতারিয়েতের অভ্যুত্থানের ভিতরে, এখন তেমনই তারা তার সন্ধান পেল প্রলেতারিয়েতের পরাজয়ের মধ্যে।

জুনের সশস্ত্র অভ্যুত্থান যদি সমগ্র ইউরোপীয় ভূখণ্ডে বুর্জোয়াদের আত্মপ্রত্যয় বাড়িয়ে দিয়ে থাকে, জনসাধারণের বিপক্ষে তাদের সামন্ত রাজতন্ত্রের সঙ্গে প্রকাশ্যে হাত মিলাতে প্রণোদিত করে থাকে, তবে সেই জোট বাঁধার প্রথম বলি হল কারা? ইউরোপীয় বুর্জোয়ারা নিজেরাই। তাদের শাসন সংহত করা, এবং আধা-তুষ্ট আধা-ক্ষুব্ধ

জনসাধারণকে বুর্জোয়া বিপ্লবের সব থেকে নিচের ধাপে থামিয়ে রাখার ব্যাপারে বাদ সাধল জুনের পরাজয়।

সর্বশেষে জুনের পরাভব ইউরোপের স্বৈরাচারী শক্তিদের কাছে এই গুপ্ততথ্য উদ্ঘাটিত করে দিল যে, দেশে গৃহযুদ্ধ চালাতে হলে ফ্রান্সকে অন্য দেশের সঙ্গে যে কোন মূল্যে শান্তিরক্ষা করতেই হবে। কাজেই যে সব জাতি তাদের জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করেছিল তাদের সঁপে দেওয়া হল রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার বিপুলতর শক্তির কাছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে এইসব জাতীয় বিপ্লবগুলির ভাগ্যকে প্রলেতারীয় বিপ্লবের ভাগ্যাধীন হতে হল; তাদের বাহ্য আত্মকর্তৃত্ব, মহান সমাজ-বিপ্লব থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য খোয়া গেল। শ্রমিকের দাসত্ব যতদিন না ঘুচবে ততদিন না হাঙ্গারিয়ান, না পোল, না ইতালিয়ান, কেউই মুক্তি পাবে না!

শেষ পর্যন্ত পবিত্র মিতালির জয়লাভের ফলে ইউরোপের চেহারা এমন দাঁড়িয়েছে যে ফ্রান্সে প্রত্যেকটি নতুন প্রলেতারীয় অভ্যুত্থানকে সরাসরি এক **বিশ্বযুদ্ধের** সঙ্গে মিলতে হবে। নতুন ফরাসী বিপ্লব বাধ্য হবে অবিলম্বে তার জাতীয় এলাকা ছাড়িয়ে গিয়ে **ইউরোপীয় ভূখণ্ড দখল করতে**। একমাত্র এইখানেই সমাধা হতে পারবে উনিশ শতকের সমাজ-বিপ্লব।

সুতরাং শুধু জুনের পরাভবই এমন সব অবস্থার সৃষ্টি করেছে যাতে ফ্রান্স ইউরোপীয় বিপ্লব সাধনের **উদ্যোগ** গ্রহণ করতে পারে। **জুন বিদ্রোহীদের** রক্তে রঞ্জিত হয়েই শুধু তেরঙ্গা নিশান পরিণত হল ইউরোপীয় বিপ্লবের পতাকায় – **লাল ঝাণ্ডায়!**

আর আমরা বলি: **বিপ্লব মৃত — দীর্ঘজীবী হোক বিপ্লব!**

২

১৩ই জুন, ১৮৪৯

১৮৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখটি ফ্রান্সকে এনে দেয় **প্রজাতন্ত্র**, ২৫শে জুন তার উপরে চাপাল **বিপ্লব**। আর জুনের পর বিপ্লবের অর্থ হল: **বুর্জোয়া সমাজের উচ্ছেদ** যেখানে ফেব্রুয়ারির আগে তার অর্থ ছিল: **সরকারী রূপের উৎসাদন**।

জুন সংগ্রামের নেতৃত্ব করেছিল বুর্জোয়াদের **প্রজাতন্ত্রী** গোষ্ঠী; জয়লাভের ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতা অনিবার্যভাবেই গিয়ে পড়ল তাদের ভাগে। জরুরী অবস্থার দরুন কণ্ঠরুদ্ধ প্যারিস বিনা প্রতিরোধে পড়ে রইল তাদের পায়ের কাছে। আর প্রদেশগুলিতে চালু হল এক নৈতিক জরুরী অবস্থা, জয়ের ফলে বুর্জোয়াদের ভীতিজনক নৃশংস ঔদ্ধত্য ও কৃষকদের সম্পত্তিসংশ্লিষ্ট অবাধ উন্দামতা। অতএব **তলার** দিক থেকে আশঙ্কা রইল না কোন বিপদের!

শ্রমিকদের বিপ্লবী শক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়ল **গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রীদের** অর্থাৎ **পেটি বুর্জোয়া** অর্থে যারা প্রজাতন্ত্রী তাদের রাজনৈতিক প্রভাব; এদের প্রতিনিধিত্ব করতেন কার্যনির্বাহক কমিশনে লেদ্রু-রলাঁ, জাতীয় সংবিধান সভায় পর্বতের দল, এবং সংবাদপত্র জগতে *Réforme* পত্রিকা। ১৬ই এপ্রিল বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের সঙ্গে এরা প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, জুনের দিনগুলিতে তাদেরই সঙ্গে জুটে এরা লড়াই করেছিল প্রলেতারিয়েতের বিপক্ষে। এইভাবে এরা নিজেরাই সেই পটভূমিকা দীর্ণবিদীর্ণ করল যার উপরে এদের পার্টি দাঁড়িয়েছিল একটি শক্তি হিসাবে, কারণ বুর্জোয়াদের প্রতি পেটি বুর্জোয়ারা বিপ্লবী মনোভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে ততক্ষণই, যতক্ষণ তাদের পিছনে থাকে প্রলেতারিয়েত। এদের এখন তাড়ানো হল। অস্থায়ী সরকার ও কার্যনির্বাহক কমিশনের যুগে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ও অভিসন্ধি সহকারে এদের সঙ্গে যে ভুয়া মৈত্রী রচিত হয়, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা প্রকাশ্যেই তা চুরমার করে দিল। মিত্র হিসাবে অবহেলিত ও পরিত্যক্ত হয়ে এরা তেরঙ্গা-ঝান্ডাওয়ালাদের দালালের পর্যায়ে নেমে গেল। তাদের কাছ থেকে কোন সুযোগসুবিধাই এরা আদায় করতে পারত না, অথচ যেই প্রজাতন্ত্রবিরোধী বুর্জোয়া গোষ্ঠীগুলির হাতে সে আধিপত্য ও তার সঙ্গে সঙ্গে প্রজাতন্ত্র পর্যন্ত বিপন্ন বলে মনে হত তখনই সে আধিপত্য এদের সমর্থন করতে হত। শেষত, এই গোষ্ঠীগুলি, অর্থাৎ অর্লিয়ান্সী ও লেজিটিমিস্ট দল একেবারে গোড়ার থেকেই সংখ্যালঘু ছিল জাতীয় সংবিধান সভায়। জুন দিবসের আগে তারা বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিকতার মুখোসের আড়ালেই শুধু কাজকর্ম করার ভরসা পেত; জুন বিজয় ক্ষণিকের জন্য গোটা বুর্জোয়া ফ্রান্সকে অনুমতি দেয় কাভেনিয়াককে তাদের মুক্তিদাতা হিসাবে অভিনন্দন জানাতে; আর জুন দিবসগুলির অল্প কিছুদিন পরে যখন প্রজাতন্ত্রবিরোধী পার্টি পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করে তখন সামরিক একনায়কত্ব ও প্যারিসের জরুরী অবস্থায় সে দল খুব সন্ত্রস্ত ও সতর্কভাবেই শুঁড় বাড়াতে পারত।

১৮৩০ সাল থেকে **বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী** গোষ্ঠীটি, তার লেখক, তার মুখপাত্র, তার প্রতিভাধর ও উচ্চাশাপোষকেরা, তার প্রতিনিধি, সেনাপতি, ব্যাঙ্কমালিক ও উকীলদের মারফত সবাই *National* নামে এক প্যারিসীয় পত্রিকার চারিদিকে জড়ো হয়। এই পত্রিকার শাখা কাগজ চলত প্রদেশে প্রদেশে। *National*-এর এই চক্রই ছিল **তেরঙ্গা প্রজাতন্ত্রের রাজবংশ**। সে চক্র রাষ্ট্রের সমস্ত পদ — মন্ত্রিদপ্তরের আসন, পুলিশ দপ্তর, ডাকঘরের পরিচালক আপিস, শাসনকর্তা ও যেসব সেনাবাহিনীর উচ্চতর অফিসারের পদ এখন খালি পড়েছিল তৎক্ষণাৎ তা দখল করে বসল। কার্যনির্বাহক ক্ষমতার শীর্ষে রইলেন তারই জেনারেল **কাভেনিয়াক**; পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মারাস্ত স্থায়ী সভাপতি হলেন জাতীয় সংবিধান সভার। সেই সঙ্গে অনুষ্ঠানকর্তা হিসাবে তিনি তাঁর অভ্যর্থনাকক্ষে শিষ্টাচার জানাতে লাগলেন সম্মানীয় প্রজাতন্ত্রের তরফে।

বিপ্লবী ফরাসী লেখকেরা পর্যন্ত প্রজাতন্ত্রী ঐতিহ্যে অভিভূত হয়েই যেন এই ভুয়া বিশ্বাসকে জোরদার করেছেন যে, জাতীয় সংবিধান সভায় আধিপত্য করত রাজতন্ত্রীরা। বরং উল্টোদিকে, জুন দিবসের পরে জাতীয় সংবিধান সভা **পুরোপুরি বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিকতারই প্রতিনিধি** হয়ে রইল এবং তেরঙ্গা প্রজাতন্ত্রীদের প্রভাব সভার বাইরে যতই বিধ্বস্ত হতে থাকে ততই দৃঢ়ভাবে এই দিকটির উপরে জোর দিয়ে যায় সেই সভা। বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের **রূপ** বজায় রাখাটাই যদি প্রশ্ন হয় তাহলে সভার হাতে ছিল গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রীদের ভোট; কিন্তু যদি প্রশ্ন হয় **সারবস্তুর**, তাহলে কথাবার্তায় পর্যন্ত আর রাজতন্ত্রী বুর্জোয়া গোষ্ঠীদের থেকে তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রইল না। কারণ বুর্জোয়াদের স্বার্থ, তাদের শ্রেণী-শাসন ও শ্রেণী-শোষণের বৈষয়িক অবস্থাই হচ্ছে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের সারবস্তু।

তাই রাজতান্ত্রিকতা নয়, বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিকতাই এই সংবিধান সভার জীবন ও কার্যকলাপের মধ্যে রূপ লাভ করেছিল। শেষ পর্যন্ত এই সভা মরেনি, মারাও পড়েনি, শুধু ক্ষয়ে যায়।

তার সমগ্র শাসনকাল জুড়ে, যতদিন রঙ্গমঞ্চের পুরোভাগে জমকালো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদি চলে, ততদিন পিছনের দিকে সম্পন্ন হচ্ছিল এক অবিশ্রান্ত বলিদান পর্ব — সামরিক বিচারালয়ে ধৃত জুন বিদ্রোহীদের অবিরাম দণ্ডদান অথবা বিনাবিচারে তাদের নির্বাসন। সংবিধান সভার স্বীকার করতে বাধেনি যে, জুন বিদ্রোহীদের ব্যাপারে তারা অপরাধীদের বিচার নয়, শত্রুনিধনই করছিল।

জাতীয় সংবিধান সভার প্রথম কাজ হল জুন মাস ও ১৫ই মে-র ঘটনাবলী এবং সে সময়ে সমাজতন্ত্রী ও গণতান্ত্রিক পার্টির নেতাদের ভূমিকা সম্পর্কে এক **তদন্ত কমিশন** বসানো। এই তদন্তের সরাসরি লক্ষ্য হলেন লুই ব্লাঁ, লেদ্রু-রলাঁ ও কসিদিয়ের। বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা এইসব প্রতিদ্বন্দ্বীদের অপসারণের জন্য অধীর হয়ে ওঠে। তাদের ঝাল ঝাড়ার পক্ষে রাজবংশপন্থী বিরোধীদলের প্রাক্তন নেতা, উদারনীতির প্রতিমূর্তি, অন্তঃসারশূন্য গাম্ভীর্যের প্রতীক, শ্রীযুক্ত **অদিলোঁ বারো-র** চাইতে যোগ্যতর ব্যক্তি তাদের আর জুটত না। এই নিতান্ত ফাঁপা লোকটির রাজবংশের হয়ে প্রতিহিংসা সাধনই শুধু নয়, নিজের প্রধান মন্ত্রিত্ব বানচাল করার জন্যও বিপ্লবীদের সঙ্গে একটা ফয়সালা করার কথা। তাঁর নির্মমতার এ এক নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। সেই বারো তাই তদন্ত কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হলেন এবং ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের বিরুদ্ধে তিনি খাড়া করলেন এক পুরোদস্তুর আইনমাফিক মামলা, যাকে সংক্ষেপে এইভাবে বলা চলে: ১৭ই মার্চ — **মিছিল**; ১৬ই এপ্রিল — **ষড়যন্ত্র**; ১৫ই মে — **প্রচেষ্টা**; ২৩শে জুন — **গৃহযুদ্ধ!** তিনি তাঁর বিদগ্ধ অপরাধবিজ্ঞানীর গবেষণাজাল একেবারে ২৪শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

টানলেন না কেন? *Journal des Débats** জবাব দিল: ২৪শে ফেব্রুয়ারি, সে তো হল **রোম প্রতিষ্ঠার** দিন। রাষ্ট্রের উদ্ভব বৃত্তান্ত পুরা-কাহিনীতে চাপা, যা বিশ্বাস্য, কিন্তু আলোচ্য নয়। লুই ব্লাঁ ও কসিদিয়েরকে আদালতের হাতে সঁপে দেওয়া হল। জাতীয় সভা ১৫ই মে যে আত্মশোধন শুরু করেছিল তার ঘটল সমাপ্তি।

বন্ধকী কর হিসাবে পুঁজির উপরে ট্যাক্স বসানোর যে পরিকল্পনা অস্থায়ী সরকার ফেঁদেছিল এবং গুদশো যার পুনরায়োজন করেছিলেন তাকে নাকচ করল সংবিধান সভা; যে আইন শ্রমকালকে দশ ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ করেছিল তা বাতিল হয়ে গেল; ঋণের জন্য পুনঃপ্রবর্তিত হল কারাদণ্ড; ফরাসী জনসাধারণের যে বিপুল অংশ লিখতে পড়তে পারে না, তারা বঞ্চিত হল জুরির দায়িত্ব থেকে। ভোটাধিকার থেকেই বা নয় কেন? পত্রিকাগুলিকে আবার জামানত রাখতে হল; সীমাবদ্ধ হল সংগঠনের অধিকার।

পুরাতন বুর্জোয়া সম্পর্কাদিতে আগের নিশ্চিতি এনে দেওয়া ও বিপ্লবী তরঙ্গের রেখে-যাওয়া প্রতিটি চিহ্ন মুছে ফেলার তাড়াহুড়োয় বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা কিন্তু এমন এক প্রতিরোধ পেল যা তাদের এক অপ্রত্যাশিত বিপদের সম্মুখীন করে দিল।

সম্পত্তি রক্ষা ও ক্রেডিট পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জুন দিবসগুলিতে প্যারিসের পেটি বুর্জোয়াদের মতন কেউই অত মরিয়া হয়ে লড়েনি — কাফে ও রেস্তোরাঁ-মালিক, মদ বিক্রেতা, ক্ষুদে ব্যবসায়ী, দোকানী, কারিগর প্রভৃতিরা। রাস্তাঘাট থেকে দোকান অবধি গমনাগমন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য দোকানীরা সেদিন জড়তা ঝেড়ে ফেলে ব্যারিকেডের বিপক্ষে ধাওয়া করেছিল। কিন্তু ব্যারিকেডের পিছনে ছিল খরিদ্দার ও দেনাদার; তার সামনে ছিল দোকানের পাওনাদারেরা। তাই ব্যারিকেড যখন ধুলোয় মিশল, পর্যুদস্ত হল শ্রমিকেরা আর বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত দোকানীরা ফিরে গেল তাদের নিজ নিজ দোকানে, তখন তারা দেখল যে, তাদের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছে এক সম্পত্তিরক্ষক, ক্রেডিট ব্যবস্থারই এক সরকারী প্রতিনিধি, যে তাদের উপরে জারি করল নানা হুঁশিয়ারী নোটিস: মেয়াদ পেরনো প্রমিসরি নোট বাবদ পাওনা! বাড়িভাড়া বাবদ পাওনা! বণ্ড বাবদ পাওনা! দোকানের সর্বনাশ! দোকানীর সর্বনাশ!

সম্পত্তিরক্ষা! তবে যে বাড়িতে তাদের বাস সেটা তাদের সম্পত্তি নয়; যে দোকান তারা চালায় সেটাও তাদের সম্পত্তি নয়; যে পণ্য নিয়ে তাদের কারবার তাও তাদের সম্পত্তি নয়। তাদের ব্যবসাপত্র, তাদের খাবার থালাটা, তাদের শোবার বিছানাটারও আর তারা মালিক নয়। তাদের হাত থেকেই **এই সম্পত্তিকে রক্ষা করতে হবে** যে বাড়িওয়ালা বাড়ি ভাড়া দিয়েছে, যে ব্যাঙ্কার প্রমিসরি নোট গ্রহণ করেছে, যে পুঁজিপতি নগদ টাকা আগাম

* *Journal des Débats* (বিতর্কের সংবাদপত্র) — রক্ষণশীল দৈনিক পত্রিকা, ১৭৮৯ সালে এটি আত্মপ্রকাশ করে প্যারিসে। — সম্পাঃ

দিয়েছে, যে কারখানা মালিক তার পণ্য বিক্রয়ের ভার দিয়েছে খুচরো বিক্রেতাদের, যে পাইকারী ব্যবসায়ী এইসব কারিগরদের কাঁচামাল যুগিয়েছে — তাদের জন্য। **ক্রেডিটের পুনঃপ্রতিষ্ঠা!** ক্রেডিট কিন্তু স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েই এক পরাক্রান্ত ও জেদী দেবতা রূপে নিজেকে জাহির করল, দেনদার টাকা শুধতে না পারলে সে তাকে স্ত্রীপুত্রসমেত ঘরছাড়া করল, তার ভুয়া সম্পত্তি সঁপে দিল পুঁজির হাতে আর লোকটাকে ঠেলে দিল দেনদারদের জেলখানায় — জুন বিদ্রোহীদের শবদেহের উপরে আবার যে জেলখানা মাথা তুলেছিল বিভীষিকার মতো।

সভয়ে পেটি বুর্জোয়ারা লক্ষ্য করল যে, শ্রমিকদের খতম করে তারা বিনা প্রতিরোধে নিজেদের তুলে দিয়েছে পাওনাদারদের হাতে। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে তাদের যে দেউলিয়াপনা একটানাভাবে চলছিল ও বাহ্যত উপেক্ষিত হচ্ছিল, জুনের পর তা ঘোষিত হল প্রকাশ্যেই।

সম্পত্তির নামে যতক্ষণ এদের রণক্ষেত্রে চালিত করার প্রয়োজন ছিল ততদিন তাদের **নামমাত্র সম্পত্তিতে** হাত দেওয়া হয়নি। এখন যখন প্রলেতারিয়েত নিয়ে গুরুতর ব্যাপারটারই সুরাহা হয়ে গেল, তখন পরের পালায় দোকানদারী-সংক্রান্ত ক্ষুদে সমস্যার সমাধান হতে বাধা থাকল না। প্যারিসে তমসুকী কাগজের বকেয়া পাওনা দাঁড়িয়েছিল ২,১০,০০,০০০ ফ্রাঁ-র বেশি, প্রদেশগুলিতে তার পরিমাণ ১,১০,০০,০০০ ফ্রাঁ-র বেশি। প্যারিসে ৭,০০০-এর বেশী ফার্ম মালিক ফেব্রুয়ারির পর থেকে ঘরভাড়া দেয়নি।

জাতীয় সভা ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে শুরু করে **রাজনৈতিক অপরাধ** সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা করেছিল, পেটি বুর্জোয়ারা সেখানে তাদের দিক থেকে এখন দাবি তুলল ২৪শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সমস্ত **দেওয়ানী ঋণের** ব্যাপারে তদন্তের। দলে দলে তারা বুর্জ হলে জড় হল। বিপ্লবজনিত অচলাবস্থার দরুনই শুধু সর্বস্বান্ত হয়েছে ও ২৪শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ব্যবসা ভালোই চলেছিল এ কথা প্রমাণ করতে সক্ষম প্রত্যেকটি ব্যবসায়ীর তরফ থেকে ভয় দেখিয়ে তারা দাবি করল যে, একটা বাণিজ্য আদালতের ফর্মান জারী করে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে হবে, এবং পরিমিত অনুপাতে পরিশোধ করতে পারলেই আবশ্যিকভাবে পাওনাদারের দাবি দাওয়া চুকে যাবে। বিধানিক প্রস্তাবরূপে এই প্রশ্ন জাতীয় সভায় আলোচিত হল আপোষে মিটমাট *(Concordats à l'amiable)* হিসাবে। সভা ইতস্তত করতে লাগল। হঠাৎ জানা গেল যে এই সময়েই বিদ্রোহীদের হাজার হাজার স্ত্রীপুত্র পোর্ট সাঁ দেনি-তে মার্জনা প্রার্থনার এক দরখাস্ত তৈরি করেছে।

জুনের পুনরুজ্জীবিত বিভীষিকার সামনে কেঁপে উঠল পেটি বুর্জোয়ারা এবং জাতীয় সভা ফিরে পেল তার অনমনীয় মনোভাব। দেনাদার-পাওনাদারের মধ্যে আপোষে মিটমাট প্রস্তাবের সব থেকে জরুরী অংশগুলিই নাকচ হয়ে গেল।

এইভাবে, জাতীয় সভার ভিতরে পেটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিরা বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী প্রতিনিধিবৃন্দ কর্তৃক প্রতিহত হওয়ার অনেক পরে এই আইনসভাগত বিচ্ছেদটি তার বুর্জোয়া, তার প্রকৃত অর্থনৈতিক তাৎপর্য লাভ করল দেনদাররূপী পেটি বুর্জোয়াকে পাওনাদাররূপী বুর্জোয়ার হাতে সঁপে দিয়ে। প্রথমোক্তদের বিপুল এক অংশ একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল আর বাকিদের ব্যবসা চালাতে দেওয়া হল এমন শর্তে যার ফলে তারা হয়ে দাঁড়াল পুঁজির ষোলো আনা গোলাম। ১৮৪৮ সালের ২২শে আগস্ট জাতীয় সভা আপোষে মিটমাটের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিল। ১৮৪৮ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর জরুরী অবস্থার মধ্যেই প্যারিসের প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন প্রিন্স লুই বোনাপার্ট ও ভাঁসেন-এর বন্দী, কমিউনিস্ট রাস্পাই। বুর্জোয়ারা অবশ্য নির্বাচিত করল সুদখোর, টাকার কারবারী ও অর্লিয়ান্সী ফুল্দ্‌কে। সবদিক থেকেই তাই একযোগে যুদ্ধ ঘোষণা ধ্বনিত হল জাতীয় সংবিধান সভার বিরুদ্ধে, বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে, কাভেনিয়াকের বিরুদ্ধে।

প্যারিস পেটি বুর্জোয়ার ভিতরে ব্যাপক দেউলিয়া অবস্থার ফলাফল যে সে অবস্থার যারা অব্যবহিত শিকার তাদের গণ্ডি বহুদূর ছাড়িয়ে যেতই, আর জুন বিদ্রোহের ব্যয়ভারে সরকারী ঘাটতি যখন আবার নতুন করে ফেঁপে উঠেছিল অথচ ব্যাহত উৎপাদন, সংকুচিত পরিভোগ ও পড়তি আমদানির দরুন রাজস্ব ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছিল ঠিক তখন যে তা বুর্জোয়া বাণিজ্যকে আর একবার তোলপাড় করতই, একথা বোঝাবার জন্য কোন যুক্তি অবতারণার প্রয়োজন নেই। নতুন এক ঋণের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া কাভেনিয়াক ও জাতীয় সভার আর কোন গতি রইল না, সে ঋণ তাঁদের বাধ্য করল আরো বেশি মাত্রায় আর্থিক আভিজাত্যের খপ্পরে গিয়ে পড়তে।

জুন বিজয়ের ফলস্বরূপ যখন পেটি বুর্জোয়াদের কপালে জুটেছিল দেউলিয়াপনা ও কারবার গোটানোর আদালতী ডিক্রি, কাভেনিয়াকের বর্গী বাহিনী, সচল রক্ষিবাহিনী তখন পুরস্কার লাভ করছিল বারবিলাসিনীদের কোমল বাহুপাশে আর 'সমাজের নবীন পরিত্রাতা' হিসাবে তারা সবরকম সমাদরই পাচ্ছিল তেরঙ্গা ঝাণ্ডার নাইট *(gentilhomme)* মারাস্ত-এর অভ্যর্থনা কক্ষে, যিনি সেই সঙ্গেই মহিম্ন প্রজাতন্ত্রের বদান্য পৃষ্ঠপোষক ও চারণ। ইতিমধ্যে এই ধরনের সামাজিক পক্ষপাতিত্ব এবং সচল রক্ষিবাহিনীর বেমানান মাত্রার উচ্চ বেতন ক্ষুব্ধ করে তুলল **সেনাবাহিনীকে** আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিকতা তার পত্রিকা *National*-এর মারফৎ যে জাতীয়তার মোহজাল বিস্তার করে লুই ফিলিপ আমলের সেনাবাহিনী ও কৃষক শ্রেণীর এক অংশের আনুগত্য জয় করেছিল, সে সমস্তই দূর হয়ে যায়। **উত্তর ইতালিতে** কাভেনিয়াক ও জাতীয় সভা সালিশের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, ইংলণ্ডের সঙ্গে জুটে বিশ্বাসঘাতকতা করে সে অঞ্চল অস্ট্রিয়ার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য, — ফলে তার একদিনের রাজত্বেই

নষ্ট হয়ে গেল *National*-এর আঠারো বছরের বিরোধী ভূমিকা। *National*-এর সরকারের চাইতে কম জাতীয় ভাবাপন্ন সরকার দেখা যায় না; তার চাইতে ইংলণ্ডের উপরে বেশী নির্ভরশীল সরকার আর কখনও হয়নি, যদিও লুই ফিলিপের আমলে এই *National*-ই প্রতিদিন কেটোর বচন — *Carthaginem esse delendam,** এই মন্ত্রের নতুন ভাষ্য আবৃত্তি করে টিঁকে ছিল। এই সরকারের চাইতে পবিত্র মিতালির বেশি পদলেহী কেউ ছিল না, যদিও গিজো-র কাছে *National*-এর দাবি ছিল ভিয়েনা চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলতে হবে। ইতিহাসের পরিহাসে *National*-এর বৈদেশিক বিভাগের প্রাক্তন সম্পাদক বাস্তিদ হয়ে দাঁড়ালেন ফ্রান্সের পররাষ্ট্র সচিব যাতে তিনি তাঁর প্রতিটি নির্দেশপত্রে নিজেরই প্রত্যেকটি প্রবন্ধকে খণ্ডন করতে পারেন।

ক্ষণিকের জন্য সৈন্যবাহিনী ও কৃষক শ্রেণীর মনে বিশ্বাস জন্মেছিল যে, সামরিক একনায়কত্বের সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক যুদ্ধ ও গৌরবও বুঝি এবার ফ্রান্সে রেওয়াজ হয়ে উঠল। কিন্তু বুর্জোয়ার উপরে তলোয়ারের একনায়কত্বের প্রতিভূ ছিলেন না কাভেনিয়াক; তিনি ছিলেন তলোয়ারের সাহায্যে বুর্জোয়া একনায়কত্বেরই প্রতীক। সৈনিকের মধ্যে তারা এখন চাইল কেবল সশস্ত্র পুলিশকে। সাবেকী-প্রজাতান্ত্রিক আনুগত্যের গুরুগম্ভীর চেহারার আড়ালে কাভেনিয়াক গোপন রেখেছিলেন বুর্জোয়া পদাধিকারের অপমানজনক শর্তের কাছে নিছক বশ্যতা। *L'argent n'a pas de maitre!* অর্থের কোন উপরিওয়ালা নেই! তিনি ও সাধারণভাবে সংবিধান সভা সমাজের তৃতীয় মণ্ডলীর *(tiers état)* সেই পুরানো নির্বাচনী বুলিটিকে আদর্শায়িত করেন এই রাজনৈতিক বক্তৃতায় অনুবাদ করে: বুর্জোয়ার কোন রাজা নেই; তার শাসনের প্রকৃত রূপ হল প্রজাতন্ত্র।

আর জাতীয় সংবিধান সভার 'বিরাট মৌলিক কাজ' হল এই **রূপেরই** পরিস্ফুটন, এক প্রজাতন্ত্রী **সংবিধান** রচনা। এই সংবিধান বুর্জোয়া সমাজে যে পরিবর্তন ঘটাল বা ঘটাবে মনে করা হল, — খৃষ্টীয় পঞ্জিকার প্রজাতন্ত্রী পঞ্জিকা হিসাবে, সাধু বার্থলমিউ-এর সাধু রবেস্‌পিয়েরে হিসাবে নতুন নামকরণ আবহাওয়ার ক্ষেত্রে তার চাইতে বেশি তারতম্য ঘটায়নি। **সাজবদলের** গণ্ডির বাইরে এই সংবিধান যা গেছে তাতে শুধু **চালু** ঘটনাটাকেই বিধিবদ্ধ করা হয়। এইভাবেই সংবিধান গম্ভীরভাবে লিপিবদ্ধ করল প্রজাতন্ত্রের ঘটনা, সর্বজনীন ভোটাধিকারের ঘটনা, এবং দুইটি সীমাবদ্ধ নিয়মতান্ত্রিক কক্ষের বদলে একটি সার্বভৌম জাতীয় সভার ঘটনা। এইভাবেই স্থানু দায়িত্বহীন বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের জায়গায় চলিষ্ণু দায়িত্বশীল নির্বাচিত রাজতন্ত্র, অর্থাৎ এক চতুর্বার্ষিক রাষ্ট্রপতিত্বের ব্যবস্থা দিয়ে সংবিধান বিধিবদ্ধ ও নিয়মিত করল

* কার্থেজ ধ্বংস করতে হবেই। — সম্পাঃ

কাভেনিয়াকের একনায়কত্বের ঘটনাকে। এইভাবেই ১৫ই মে ও ২৫শে জুনের বিভীষিকার পর জাতীয় সভা নিজস্ব নিরাপত্তার স্বার্থে তার সভাপতিকে রক্ষাকবচ হিসাবে যে অসামান্য ক্ষমতায় ভূষিত করেছিল, সেই ঘটনাকেও সংবিধান একেবারে মৌলিক আইনের পর্যায়ে তুলতে ছাড়ল না। সংবিধানের বাকি অংশ হল পরিভাষার খেলা। পুরানো রাজতন্ত্রের ঠাট থেকে রাজকীয় নামচিহ্ন ছিঁড়ে ফেলে সেখানে এ'টে দেওয়া হল প্রজাতন্ত্রী লেবেল। *National*-এর প্রাক্তন প্রধান সম্পাদক, বর্তমানে সংবিধানের প্রধান সম্পাদক মারাস্ত এই পণ্ডিতী কাজে প্রতিভার পরিচয়ই দিলেন।

সংবিধান সভা ছিল চিলি দেশের সেই কর্মচারীটির জুড়ি, যিনি এক জরিপের ব্যবস্থা করে ভূসম্পত্তির সম্পর্কাদি আরো দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন সেই মুহূর্তে যখন ভূগর্ভের গুরুগুরু গর্জন ইতিমধ্যেই এমন অগ্ন্যুৎপাতের ঘোষণা জানিয়েছে যা তোলপাড় করে দেবে তাঁর পায়ের তলার মাটি পর্যন্ত। বুর্জোয়া শাসন যে রূপের মধ্যে প্রজাতন্ত্রী পরিভাষা পরিগ্রহ করে তাকে সংবিধান সভা তত্ত্বের দিক থেকে নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করলেও, আসলে সে শাসন বজায় রইল শুধু সমস্ত সূত্রের বিলোপ ঘটিয়ে, নিছক জবরদস্তি করে, **জরুরী অবস্থা** চালিয়ে। সংবিধানের কাজে হাত দেবার দু-দিন আগে সভা জরুরী অবস্থার মেয়াদ বাড়িয়ে দিল। এতদিন পর্যন্ত সংবিধান রচিত ও গৃহীত হয়েছে বিপ্লবের সামাজিক প্রক্রিয়া স্থিতিলাভ করা মাত্র; সদ্যগঠিত শ্রেণী-সম্পর্কাদি প্রতিষ্ঠা পাওয়া মাত্র এবং শাসক-শ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বী অংশগুলি নিজেদের মধ্যে লড়াই চালান যায় অথচ সঙ্গে সঙ্গে তার থেকে অবসন্ন জনসাধারণকে দূরে রাখা চলে এমন এক আপোষ নিষ্পত্তিতে পৌঁছন মাত্র। এই সংবিধান কিন্তু কোন সমাজবিপ্লবকে মঞ্জুর করল না; মঞ্জুর করল বিপ্লবের উপরে পুরানো সমাজের সাময়িক জয়লাভটাই।

জুন দিবসের আগে রচিত সংবিধানের পয়লা খসড়ায় তখনও পর্যন্ত ছিল *droit au travail,* কাজের অধিকারের কথা, প্রাথমিক যে আনাড়ি সূত্রের মধ্যে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ পায় প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী দাবি। তাকে এখন রূপান্তরিত করা হল *droit à l'assistence,* সরকারী সাহায্যপ্রাপ্তির অধিকারে অথচ কোন না কোন উপায়ে কোন আধুনিক রাষ্ট্রই না তার সর্বস্বান্তদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে? বুর্জোয়া অর্থে কাজের অধিকার হচ্ছে একটা অবাস্তবতা, শোচনীয় এক সদিচ্ছামাত্র। কিন্তু কাজের অধিকারের পিছনে রয়েছে পুঁজির উপরে আধিপত্য; পুঁজির উপরে আধিপত্যের পিছনে আছে উৎপাদনের উপায়গুলি দখল করে তাদের সংঘবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীর অধীনে আনা, আর সেই হেতু মজুরিপ্রথার অবসান, পুঁজির অবসান, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের অবসান। **'কাজের অধিকারের'** পিছনে ছিল জুনের সশস্ত্র অভ্যুত্থান। যে সংবিধান সভা বস্তুত বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতকে *hors la loi,* বেআইনী করে তুলেছিল তাকে নীতিগত

ভাবেই প্রলেতারীয় সূত্রটাকে বিধানের বিধান, সংবিধান থেকে ছুঁড়ে ফেলতে হল, অভিসম্পাত বর্ষাতে হল 'কাজের অধিকারের' উপরে। কিন্তু সেখানেও তার ক্ষান্তি হল না। প্লেটো যেমন তাঁর প্রজাতন্ত্র থেকে কবিদের নির্বাসিত করেছিলেন তেমনই সভা প্রজাতন্ত্র থেকে চিরতরে নির্বাসন দিল **ক্রমবর্ধিষ্ণু ট্যাক্সকে**। অথচ ক্রমবর্ধিষ্ণু ট্যাক্স শুধু যে এক বুর্জোয়া ব্যবস্থা যা কমবেশী মাত্রায় চালু উৎপাদন-সম্পর্কের আওতাতেই কার্যকরী করা যায়, তাই নয়; এটি ছিল বুর্জোয়া সমাজের মধ্যস্তরকে 'শিষ্ট' প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে বেঁধে রাখার, সরকারী ঋণহ্রাসের, বুর্জোয়াদের ভিতরে প্রজাতন্ত্রবিরোধী সংখ্যাগরিষ্ঠকে সামলে রাখার একমাত্র হাতিয়ার।

আপোষে মিটমাটের ব্যাপারে তেরঙ্গা প্রজাতন্ত্রীরা আসলে বড় বুর্জোয়াদের খাতিরে পেটি বুর্জোয়াদের বলি দিয়েছিল। এই বিচ্ছিন্ন ঘটনাটিকে তারা নীতির পর্যায়ে উন্নীত করল বর্ধিষ্ণু ট্যাক্স বেআইনী করে দিয়ে। বুর্জোয়া সংস্কারটাকে তারা প্রলেতারীয় বিপ্লবের সমপর্যায়ভুক্ত করল। এর পরে কিন্তু কোন্ শ্রেণী থাকল তাদের প্রজাতন্ত্রের মূল খুঁটি হিসাবে? বড় বুর্জোয়ারাই। এদের অধিকাংশই কিন্তু ছিল প্রজাতন্ত্রবিরোধী। অর্থনৈতিক জীবনের পুরানো সম্পর্ক পুনঃসংহত করার জন্য *National*-এর প্রজাতন্ত্রীদের ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে এরা অন্যাদিকে পুনঃসংহত সমাজ-সম্পর্ককে আশ্রয় করে তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রাষ্ট্রিক কাঠামো পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথাই ভাবছিল। ইতিমধ্যে অক্টোবরের গোড়াতেই কাভেনিয়াক তাঁর আপন পার্টির নির্বোধ নীতিবাগীশদের চেঁচামেচি, ধমকাধমকি সত্ত্বেও বাধ্য হয়েছিলেন লুই ফিলিপের প্রাক্তন মন্ত্রী, দ্যুফোর ও ভিভিয়েঁকে প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রী হিসাবে বরণ করতে।

তেরঙ্গা সংবিধান পেটি বুর্জোয়াদের সঙ্গে আপোষরফামাত্রকেই প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং নতুন ধরনের সরকারের প্রতি সমাজের কোন নূতন অংশেরই আনুগত্য জয় করতে পারল না। অথচ সংবিধান এমন এক সংস্থার হাতে তার সনাতনী অলঙ্ঘনীয়তা ফিরিয়ে দিতে ব্যগ্র হয়ে উঠল, যা ছিল সাবেকী রাষ্ট্রের সব থেকে একরোখা ও উগ্র সমর্থক। অস্থায়ী সরকার **বিচারকদের অনপসরণীয়তা** সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিল, সংবিধান কিন্তু তাকেই মৌলিক আইনের পর্যায়ে তুলল। এক রাজাকে সে বর্জন করেছিল, অনপসারণীয় এই আইন অভিশংসকদের মূর্তিতে তা উঠে দাঁড়াল গণ্ডায় গণ্ডায়।

শ্রীযুক্ত মারাস্তের সংবিধানের অসঙ্গতি ফরাসী সংবাদপত্রগুলি নানাদিক থেকে বিশ্লেষণ করেছে, যেমন জাতীয় সভা ও রাষ্ট্রপতি, এই দুই সার্বভৌম কর্তৃত্বের সহ-অবস্থান প্রভৃতি।

অবশ্য এই সংবিধানের প্রধানতম স্ববিরোধ হল এইখানে: প্রলেতারিয়েত, কৃষক, পেটি বুর্জোয়া — এই যে শ্রেণীগুলির সামাজিক দাসত্ব সংবিধানে কায়েম রাখার কথা, সর্বজনীন ভোটাধিকার মারফৎ সংবিধান তাদেরই রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী

করেছে। আর যে বুর্জোয়া শ্রেণীর সাবেকী সামাজিক শক্তি এতে মঞ্জুর করা হয়েছে তার কাছ থেকে সে ক্ষমতার রাজনৈতিক নিশ্চিতি সংবিধান প্রত্যাহার করছে। বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক শাসনকে তা বাধ্য করছে গণতান্ত্রিক শর্তে, যা প্রতিমুহূর্তে বিরুদ্ধ শ্রেণীগুলিকে সহায়তা করবে জয়লাভে এবং বুর্জোয়া সমাজের মূল পর্যন্ত বিপন্ন করে দেবে। একপক্ষের কাছে সংবিধান দাবি জানাল যে তারা যেন রাজনৈতিক থেকে সামাজিক মুক্তির দিকে না এগোয়; অন্যপক্ষের কাছে তার দাবি তারা যেন সামাজিক থেকে রাজনৈতিক পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিকে না পিছোয়।

এ সব স্ববিরোধ বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের উদ্বেগ ঘটাল যৎসামান্যই। বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে পুরানো সমাজের মাতব্বর হিসাবেই শুধু তারা অপরিহার্য ছিল, তাদের এ **অপরিহার্যতা** যে পরিমাণ ফুরিয়ে গেল সেই পরিমাণেই, জয়লাভের কয়েক সপ্তাহ পরে তাদের অবস্থা **পার্টি** থেকে নেমে এল **গোষ্ঠীর** স্তরে। সংবিধানটাকে তারা প্রকাণ্ড একটা **কারসাজি** হিসাবে দেখল। এর ভিতর দিয়ে বিধিবদ্ধ করতে হবে সর্বোপরি এই গোষ্ঠীর শাসনকেই। রাষ্ট্রপতি হবেন প্রলম্বিত কাভেনিয়াক; বিধান সভা হবে প্রলম্বিত সংবিধান সভা। তারা আশা করেছিল জনসাধারণের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে তারা পর্যবসিত করবে ক্ষমতার আভাসে এবং সেই ভুয়ো ক্ষমতাটাকে নিয়েই এমন ভাবে খেলাবে যাতে অধিকাংশ বুর্জোয়াদের উপরে অবিশ্রাম ঝুলে থাকে জুন দিবসের দোটানার খাঁড়া: *National*-**এর রাজত্ব না নৈরাজ্যের আমল**।

সংবিধান বচনার কাজ ৪ঠা সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে শেষ হল ২৩শে অক্টোবর। ২রা সেপ্টেম্বর সংবিধান সভা স্থিব করেছিল যে তাকে ভেঙে দেওয়া হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সংবিধানের পরিপূরক মৌলিক আইনগুলি বিধিবদ্ধ হচ্ছে। তবু সে স্থির করল যে তার অতি স্বকীয় সৃষ্টি, রাষ্ট্রপতি পদে প্রাণসঞ্চার করতে হবে ১০ই ডিসেম্বর তারিখেই, তার আপন ক্রিয়াকলাপ শেষ হবার অনেক আগেই। সভা ভারি নিশ্চিন্ত ছিল যে সংবিধানের হমুংকুলাস-এর* মধ্যেই সে মায়ের ছেলেকে অভিনন্দন জানাতে পারবে। সতর্কতার জন্য ব্যবস্থা রইল যে, যদি কোন প্রার্থীই বিশ লক্ষ ভোট না পান তাহলে নির্বাচন জাতির হাত থেকে সংবিধান সভার হাতে চলে আসবে।

ব্যর্থ সতর্কতা! সংবিধান কার্যকর করার প্রথম দিনটিই হল সংবিধান সভার শাসনের শেষ দিন। ভোটবাক্সের অতলেই ছিল তার মৃত্যুদণ্ড। সে চেয়েছিল 'মায়ের ছেলেকে' আর পেল 'খুড়োর ভাইপোকে'। কাভেনিয়াকরূপী সল পেলেন দশ লক্ষ

* হমুংকুলাস (Homunculus) — নরাকার একটা জীব — মধ্য যুগের আলকিমীয়দের ধারণা ছিল কৃত্রিম উপায়ে তা সৃষ্টি করা যায়। — সম্পাঃ

ভোট কিন্তু ডেভিড নেপোলিয়ন পেলেন ষাট লক্ষ। ছয় গুণ হার হল সল কাভেনিয়াকের।*

১৮৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর হল **কৃষক অভ্যুত্থানের** দিন। কেবল এই তারিখ থেকেই শুরু হল ফরাসী কৃষকদের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবী আন্দোলনে তাদের প্রবেশ সূচিত করল যে প্রতীক — সেই স্থূল ধূর্ত, পাষণ্ড-বাতুল, মূঢ়মহীয়ান, এক সুচিন্তিত কুসংস্কার, এক করুণ প্রহসন, সুচতুর নির্বোধ এক কালব্যতিক্রম, এক বিশ্ব ঐতিহাসিক ভাঁড়ামি, এবং সভ্যমানুষের পক্ষে দুর্বোধ্য পাঠোদ্ধারের অতীত এক সাংকেতিক লিপি — সেই প্রতীকের চেহারায় সংশয়াতীত ছাপ ছিল সেই শ্রেণীর, সভ্যতার অভ্যন্তরে যে শ্রেণী বর্বরতার প্রতিনিধি। প্রজাতন্ত্র এই শ্রেণীর কাছে আত্মজ্ঞাপন করেছিল **ট্যাক্স সংগ্রাহক** পাঠিয়ে; প্রজাতন্ত্রের কাছে এ শ্রেণী নিজের জানান দিল **সম্রাট** মারফৎ। নেপোলিয়নই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি ১৭৮৯ সালে নবোদ্ভূত কৃষক শ্রেণীর স্বার্থ ও কল্পনার সর্বাঙ্গীণ প্রতিনিধিত্ব করেছেন। প্রজাতন্ত্রের প্রচ্ছদপত্রে তাঁরই নাম লিখে এ শ্রেণী বিদেশে যুদ্ধ ও স্বদেশে নিজ শ্রেণী স্বার্থ সবলে সিদ্ধির সংকল্প ঘোষণা করল। কৃষকদের কাছে নেপোলিয়ন কোন ব্যক্তি নন, তিনি হলেন এক কর্মসূচি। ঝাণ্ডা উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে ও তূর্য নিনাদ করতে করতে তারা ভোটকেন্দ্রের দিকে অভিযান করল এই ধ্বনি সমেত: *plus d'impôts, à bas les riches, à bas la république, vive l'Empereur!*— আর ট্যাক্স নয়, বড় লোকেরা নিপাত যাক, নিপাত যাক প্রজাতন্ত্র, দীর্ঘজীবী হোন সম্রাট! সম্রাটের পিছনে প্রচ্ছন্ন ছিল কৃষক সংগ্রাম। যে প্রজাতন্ত্রকে তারা ভোট দিয়ে হটাল সে ছিল **বড়লোকদের প্রজাতন্ত্র**।

১০ই ডিসেম্বর হল কৃষকদের কুদেতা, তার ফলে উচ্ছেদ হল চালু সরকার। আর যখন তারা ফ্রান্সে এক সরকার সরিয়ে আর এক সরকারকে বসাল, সেই দিন থেকেই তাদের অবিচল দৃষ্টি রইল প্যারিসের উপরে। ক্ষণিকের তরে বিপ্লবী নাটকের সক্রিয় নায়ক হওয়ামাত্র তাদের আর কোরাস দলের নিষ্ক্রিয় ও নির্বীর্য ভূমিকায় ঠেলে রাখা অসম্ভব।

অন্য শ্রেণীরাও সহায়তা করেছিল কৃষকদের নির্বাচনী জয়লাভ সম্পূর্ণ করতে। **প্রলেতারিয়েতের** কাছে নেপোলিয়নের নির্বাচনের অর্থ কাভেনিয়াকের পদচ্যুতি, সংবিধান সভার উচ্ছেদ, বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিকতার অপসারণ, জুন বিপ্লবের খণ্ডন। **পেটি বুর্জোয়ার** কাছে নেপোলিয়নের অর্থ উত্তমর্ণের উপরে অধমর্ণের আধিপত্য। **বড়**

* বাইবেলের কাহিনী অনুসারে ফিলিস্টিনদের সঙ্গে যুদ্ধে ইহুদীদের প্রথম রাজা সল একসহস্র শত্রু নিধন করেন এবং তাঁর অস্ত্রবাহক ডেভিড নিহত করেন দশসহস্র। ডেভিডকে আনুকূল্য করতেন সল, সলের মৃত্যুর পর ডেভিড ইহুদী রাজ্যের রাজা হন। — সম্পাঃ

বুর্জোয়াদের অধিকাংশের কাছে নেপোলিয়নের তাৎপর্য হল, সাময়িকভাবে বিপ্লবের বিরুদ্ধে যে গোষ্ঠীকে ব্যবহার করতে হয়েছে অথচ যাদের সাময়িক অবস্থিতিকে এক সাংবিধানিক সংহতি দিতে চাওয়া মাত্রই যে গোষ্ঠী তাদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল — তারই সঙ্গে প্রকাশ্য বিচ্ছেদ। এই অধিকাংশের কাছে কাভেনিয়াকের বদলে নেপোলিয়নের অর্থ প্রজাতন্ত্রের স্থানে রাজতন্ত্র, রাজকীয়তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার সূত্রপাত, অর্লিয়ান্সের প্রতি সলজ্জ এক ইঙ্গিত, ভায়োলেট ফুলের আড়ালে প্রচ্ছন্ন লিলি ফুল।* সর্বশেষে, **সৈন্যবাহিনী** নেপোলিয়নকে ভোট দিল সচল রক্ষিবাহিনীর বিরুদ্ধে, শান্তি কাব্যের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের স্বপক্ষে।

Neue Rheinische Zeitung যা বলেছিল, এইভাবে দাঁড়াল যে ফ্রান্সের সব থেকে সরলমতি লোকটাই সব থেকে বিচিত্র তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠল। সে কিছুই নয় বলেই নিজের ছাড়া সবকিছুরই দ্যোতক হতে পারে সে। ইতিমধ্যে, নেপোলিয়নের নামের ব্যঞ্জনা বিভিন্ন শ্রেণীর কাছে বিচিত্রধরনের হলেও এই নাম নিয়েই সবাই তার ভোটের উপরে লিখল: *National*-এর পার্টি নিপাত যাক, কাভেনিয়াক নিপাত যাক, সংবিধান সভা নিপাত যাক, নিপাত যাক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র। মন্ত্রী দ্যুফোর সংবিধান সভায় প্রকাশ্যেই ঘোষণা করলেন: ১০ই ডিসেম্বর হচ্ছে দ্বিতীয় ২৪শে ফেব্রুয়ারি।

প্রলেতারিয়েত ও পেটি বুর্জোয়ারা *en bloc*** নেপোলিয়নকে ভোট দিয়েছিল কাভেনিয়াকের **বিরুদ্ধে** ভোট দেবার জন্য এবং তাদের ভোট একত্র করে সংবিধান সভার কাছ থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে। দুই শ্রেণীরই অগ্রণী অংশেরা অবশ্য তাদের নিজেদের প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিল। বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ সমস্ত দলের **সাধারণ নাম** ছিল নেপোলিয়ন; আর **লেদ্রু-রলাঁ ও রাস্পাই হল ব্যক্তিবাচক নাম**, প্রথম জন গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়ার, শেষোক্ত বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের। প্রলেতারিয়েত ও তাদের সমাজতন্ত্রী মুখপাত্ররা সরবেই ঘোষণা করেছিল — রাস্পাই-এর পক্ষের ভোট হল শুধু বিক্ষোভজ্ঞাপক, যে কোন রাষ্ট্রপতিত্বের বিরুদ্ধে অর্থাৎ সংবিধানেরই বিরুদ্ধে অতগুলি প্রতিবাদ, এতগুলি ভোট লেদ্রু-রলাঁর বিরুদ্ধে — স্বাধীন রাজনৈতিক পার্টি হিসাবে প্রলেতারিয়েতের এই হল প্রথম কাজ যার দ্বারা তারা গণতান্ত্রিক পার্টি থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করল। অন্যদিকে ওই পার্টিটা, গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়া ও তার পার্লিয়ামেণ্টারী প্রতিনিধি 'পর্বত' দল, লেদ্রু-রলাঁর প্রার্থিত্বের উপরে সমস্ত গুরুত্বই আরোপ করেছিল — যা দিয়ে সগাম্ভীর্যে

* লিলি: বুরবোঁ রাজবংশের প্রতীক, ভায়োলেট ফুল বোনাপার্টভক্তদের সংকেত। — সম্পাঃ
** দল বেঁধে। — সম্পাঃ

আত্মপ্রবঞ্চনা করাই তার অভ্যাস। তাছাড়া প্রলেতারিয়েতের বিপক্ষে নিজেকে এক স্বতন্ত্র পার্টি হিসাবে খাড়া করার এই তার শেষ চেষ্টা। শুধু প্রজাতন্ত্রী বুর্জোয়া পার্টি নয়, গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়া ও তার 'পর্বত' দলও পরাস্ত হয়েছিল ১০ই ডিসেম্বরে।

'পর্বতের' পাশাপাশি ফ্রান্সের এখন এক **নেপোলিয়নও** জুটল। এই উভয়েই যে বিরাট বাস্তবতার নাম বহন করছিল, সেটাই প্রমাণ করে যে তারা তার নিষ্প্রাণ ব্যঙ্গচিত্রমাত্র। সম্রাটের টুপী ও ঈগল পাখির প্রতীক সমেত লুই নেপোলিয়ন যেমন সাবেকী নেপোলিয়নের একটা করুণ প্যারোডি, এই 'পর্বত' দলও তেমনি ১৭৯৩-এর বুলি ধার করে বাগাড়ম্বরী ঢঙে পুরানো 'পর্বতের' কম করুণ প্যারোডি নয়। এইভাবে ঐতিহ্যগত ১৭৯৩ সালের সংস্কারও ছিন্ন হল ঐতিহ্যমণ্ডিত নেপোলিয়ন সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গেই। বিপ্লব তার **স্বকীয়**, তার **মূলগত** নাম অর্জন করেই প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল, আর এটা সম্ভব হয়েছিল শুধু তখনই যখন আধুনিক বিপ্লবী শ্রেণী, শ্রম-শিল্পের প্রলেতারিয়েত পুরোভাগে প্রবলরূপে এসে দাঁড়ায়। বলা যেতে পারে ১০ই ডিসেম্বর 'পর্বতকে' হতচকিত ও বিভ্রান্ত করে দিল আর কিছু না হলেও অন্তত এই কারণেই যে, ঐ দিনটি সহাস্যে একটা বাঁকা চাষাড়ে রসিকতা করে পুরানো বিপ্লব নিয়ে চিরায়ত তুলনা থামিয়ে দেয়।

কাভেনিয়াক ২০শে ডিসেম্বর তাঁর দপ্তর ছাড়লেন এবং সংবিধান সভা প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করল লুই নেপোলিয়নকে। সভা তার একচ্ছত্র রাজত্বের শেষদিন. ১৯শে ডিসেম্বরে জুন বিদ্রোহীদের মার্জনা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ২৭শে জুনের যে ফরমানের জোরে বিচার বিভাগীয় দণ্ডাজ্ঞা **ছাড়াই** পরিষদ ১৫,০০০ বিদ্রোহীকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিল, সে ফরমান প্রত্যাহারের অর্থ কি জুন সংগ্রামকেই নাকচ করা নয়।

লুই ফিলিপের শেষ মন্ত্রী অদিলোঁ বারো হলেন লুই নেপোলিয়নের প্রথম মন্ত্রী। লুই নেপোলিয়ন যেমন তাঁর শাসনের তারিখ ধরতেন ১০ই ডিসেম্বর থেকে নয়, ১৮০৪ সালের সেনেটের* এক ফরমান থেকে, তেমনই তিনি প্রধান মন্ত্রীও যোগাড় করলেন এমন একজনকে যিনি তাঁর মন্ত্রিত্ব শুরুর তারিখ ধরতেন ২০শে ডিসেম্বর থেকে নয়, ২৪শে ফেব্রুয়ারির এক রাজকীয় নির্দেশ থেকেই। লুই ফিলিপের বৈধ উত্তরাধিকারী হিসাবে লুই নেপোলিয়ন সরকার বদলের কাজটা নরম করে আনলেন সাবেকী মন্ত্রিত্বকে বজায় রেখে; তাছাড়া সে মন্ত্রিত্ব ভোঁতা হওয়ার সময়ই পায়নি কারণ তার জীবন শুরু করারই ফুরসৎ মেলেনি।

* ১৮০৪ সালের ১৮ই এপ্রিল সেনেটের ফরমানে প্রথম নেপোলিয়নকে ফরাসী জনগণের বংশানুক্রমিক সম্রাট খেতাব দেওয়া হয়েছিল। — সম্পাঃ

রাজতন্ত্রী বুর্জোয়া গোষ্ঠীগুলির নেতারা তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিল এই বাছাই-এর ব্যাপারে। পুরাতন রাজবংশপন্থী বিরোধীপক্ষের নেতা, অজ্ঞাতসারে যিনি *National*-এর প্রজাতন্ত্রীদের উৎক্রমণস্বরূপ হয়েছিলেন, পরিপূর্ণ জ্ঞাতসারেই তিনি বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র থেকে রাজতন্ত্রে উৎক্রমণস্বরূপ হওয়ার পক্ষে আরো বেশি যোগ্য।

অদিলোঁ বারো ছিলেন এমন এক পুরানো বিরোধী পার্টির নেতা যা মন্ত্রিত্বের দপ্তর লাভের জন্য সর্বদাই নিষ্ফলভাবে সচেষ্ট হলেও তখনও পর্যন্ত রিক্ত হয়ে যাবার সময় পাননি। বিপ্লব দ্রুত পরম্পরায় সব কটি পুরানো বিরোধী দলকে রাষ্ট্রের চূড়োয় ঠেলে দিয়েছিল যাতে তারা তাদের আগেকার বুলি অস্বীকার করতে, খণ্ডন করতে বাধ্য হয় — শুধু কাজে নয়, এমন কি কথার মধ্যেও, — এবং শেষ পর্যন্ত জনগণ যাতে সবাইকেই এক জঘন্য তালগোল পাকিয়ে ইতিহাসের আবর্জনাস্তূপে নিক্ষিপ্ত করতে পারে। আর কোন ডিগবাজিই বাদ দেননি এই বারো, বুর্জোয়া উদারনীতির এই প্রতিমূর্তি, আঠারো বছর ধরে যিনি তাঁর মনের শয়তানী অন্তঃসারশূন্যতা ঢেকে রেখেছিলেন তাঁর দেহের গাম্ভীর্যপূর্ণ চালচলনের আড়ালে। যদি কোন কোন মুহূর্তে হাল আমলের কাঁটা ও সাবেক-কালের জয়মালার অতি প্রকট বৈপরীত্য ঐ মানুষটিকেও সচকিত করে থাকে, তবে আয়নার দিকে একবার তাকালেই তিনি ফিরে পেতেন তাঁর মন্ত্রিশোভন আত্মসংবরণ ও মানবশোভন আত্মশ্লাঘা। আয়নায় যে মুখ তাঁর দিকে ঝলমলিয়ে উঠত সে মুখ গিজো-র, যাঁকে তিনি সর্বদাই হিংসা করতেন, যিনি সর্বদাই তাঁকে দাবিয়ে রেখেছিলেন, সেই স্বয়ং গিজোই, তবে অদিলোঁ অলিম্পীয় ললাটসমেত গিজো। যা তাঁর নজর এড়িয়ে যেত তা হল মিডাসের* কান দুটি।

২৪শে ফেব্রুয়ারির বারো প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন ২০শে ডিসেম্বরের বারো-র মধ্যে। অর্লিয়ান্সী ও ভল্টেয়ারপন্থী বারো-র সহযোগী হলেন ধর্মমন্ত্রী হিসাবে লেজিটিমিস্ট ও জেসুইট ফালু।

কয়েকদিন পরে আভ্যন্তরীণ মন্ত্রিত্বের ভার দেওয়া হল ম্যালথাসপন্থী লেওঁ ফশে-কে। আইন, ধর্ম ও অর্থশাস্ত্র! বারো-র মন্ত্রিসভায় এসব তো রইলই, তার উপরে আবার থাকল লেজিটিমিস্ট ও অর্লিয়ান্সীদের সমাহার। অভাব ছিল শুধু বোনাপার্টপন্থীর। বোনাপার্ট তখনও পর্যন্ত তাঁর নেপোলিয়নী সখ গোপনে রেখেছিলেন, কারণ **সুলুক** তখনও পর্যন্ত তুসাঁ-লুভের্ত্যুর ভূমিকায় নামেননি।

National-এর পার্টি যে সব বড় বড় পদে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল অবিলম্বে

* মিডাস — পুরাকথা অনুসারে এক ফ্রীজীয় রাজা। অ্যাপলো ও প্যান এই দুই দেবের মধ্যে সঙ্গীতের প্রতিযোগিতায় মিডাস প্যানকে শ্রেষ্ঠ বলেন। তার জন্য অ্যাপলোর শাপে তাঁর গাধার কান হয়, তাই থেকে 'মিডাসের কান' কথাটার সৃষ্টি। — সম্পাঃ

তাদের সেখান থেকে সরানো হল। পুলিস দপ্তর, ডাক পরিচালকের দপ্তর, প্রধান সরকারী উকিলের অফিস, প্যারিসের মেয়র দপ্তর — সবই পূর্ণ করা হল রাজতন্ত্রের সেকেলে জীবদের দিয়ে। লেজিটিমিস্ট শাঙ্গার্নিয়ে সেন জেলার জাতীয় রক্ষিবাহিনী, সচল রক্ষিবাহিনী ও প্রথম সামরিক ডিভিসনের সৈন্যদের ঐক্যবদ্ধ সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব লাভ করলেন; অর্লিয়ান্সী ব্যুজো নিযুক্ত হলেন আলপাইন সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি। বারো সরকারের আমলে এই কর্মাধ্যক্ষ পরিবর্তন অব্যাহতভাবে চলতে থাকল। তাঁর মন্ত্রিত্বের প্রথম কাজ ছিল পুরানো রাজতন্ত্রী প্রশাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। চকিতের মধ্যে সরকারী রঙ্গমঞ্চ রূপান্তরিত হয়ে গেল — দৃশ্যপট, সাজসজ্জা, বাচন, অভিনেতা, বাড়তি চরিত্র, মূক অভিনেতৃবর্গ, প্রম্পটার, বিভিন্ন পক্ষের অবস্থিতি, নাটকের বিষয়বস্তু, সংঘাতের সারবস্তু, সমগ্র পরিস্থিতিটাই বদলে গেল। একমাত্র প্রাগৈতিহাসিক সংবিধান সভাই তখনও রয়ে গেল নিজের জায়গায়। কিন্তু জাতীয় সভা বোনাপার্টকে, বোনাপার্ট বারো ও বারো শাঙ্গার্নিয়েকে গদিতে বসানোর সময় থেকেই ফ্রান্স প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর্ব থেকে প্রবেশ করল প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রের পর্বে। আর প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রে সংবিধান সভার স্থান কোথায়? পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার পর স্বর্গে পালানো ছাড়া সৃষ্টিকর্তার আর কোন কাজই ছিল না। সংবিধান সভা পণ করল তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা হবে না; বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী পার্টির শেষ আশ্রয়ই ছিল জাতীয় সভা। কার্যনির্বাহী ক্ষমতার সব কলকাঠি তার হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হলেও তার সাংবিধানিক সর্বশক্তিমত্তা কি তারই হাতে রয়ে গেল না? তার প্রথম চিন্তা হল, যে সার্বভৌমত্ব তার আয়ত্তে ছিল তা যে কোন অবস্থাতেই আঁকড়ে থাকা ও সেইখান থেকেই হারানো জমি পুনর্দখল করা। একবার বারো মন্ত্রিত্বের জায়গায় *National*-এর মন্ত্রিত্ব বসাতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে রাজতন্ত্রী কর্মচারিবৃন্দকে শাসন ব্যবস্থার ঘাঁটি ছাড়তেই হবে আর বিজয়গর্বে আবার সেখানে ঢুকবে তেরঙ্গা আমলার দল। জাতীয় সভা স্থির করল মন্ত্রিসভাকে উচ্ছেদ করতে হবে এবং মন্ত্রিসভা নিজেই আক্রমণের এমন একটা সুযোগ যোগাল যার চাইতে ভালো সুযোগ সংবিধান সভা উদ্ভাবন করতেই পারত না।

মনে রাখতে হবে, কৃষকদের কাছে লুই বোনাপার্টের তাৎপর্য ছিল ট্যাক্স বরবাদ! রাষ্ট্রপতির আসনে তিনি বসলেন ছ-দিন, এবং সাতদিনের দিন, ২৭শে ডিসেম্বর তাঁর মন্ত্রিসভা **লবণ কর চালু রাখার** প্রস্তাব করল যে কর বাতিল করার সিদ্ধান্ত করেছিল অস্থায়ী সরকার। পুরানো ফরাসী আর্থিক ব্যবস্থার যত দোষ নন্দ ঘোষে বর্তানোর দিক থেকে লবণ কর ছিল মদ্য করের জুড়ি, বিশেষ করে গ্রামের মানুষের কাছে। **লবণ কর ফের চালু!** — কৃষকদের নির্বাচিত মানুষটির মুখে নির্বাচকদের প্রতি এর চেয়ে তীব্রতর শ্লেষ বারো মন্ত্রিসভা আর কিছুই বসাতে পারত না। নিমক করের সঙ্গে বোনাপার্ট হারালেন তাঁর বিপ্লবী নিমক — কৃষক অভ্যুত্থানের নেপোলিয়ন প্রেতের

মতো শূন্যে মিলিয়ে গেলেন এবং কিছুই রইল না রাজতন্ত্রী বুর্জোয়া চক্রান্তের মধ্যস্থিত বিরাট অজানা ব্যক্তিটি ছাড়া। আর, বারো মন্ত্রিসভা যে অসতর্কিত রূঢ় এই মোহমুক্তির কাজটাকেই রাষ্ট্রপতির প্রথম সরকারী কাজ করে তুলল, সেটা বিনা অভিসন্ধিতে নয়।

সংবিধান সভাও তার দিক থেকে মন্ত্রিসভা উচ্ছেদকল্পে এবং কৃষকদের নির্বাচিত প্রতিভূর বিরুদ্ধে নিজেকে কৃষক স্বার্থের প্রতিনিধি হিসাবে খাড়া করার দুনো সুযোগ সাগ্রহে আঁকড়ে ধরল। সভা অর্থসচিবের প্রস্তাব নাকচ করল, আগে লবণ করের পরিমাণ যা ছিল তার একতৃতীয়াংশে ঐ করকে নামাল যার ফলে ছাপান্ন কোটি অঙ্কের সরকারী ঘাটতির উপরে আরো চাপল ছ-কোটি, এবং এই **অনাস্থা ভোটের** পরে শান্তভাবে প্রতীক্ষা করতে থাকল মন্ত্রিসভার পদত্যাগের। তার চারদিকের নতুন দুনিয়া ও নিজের পরিবর্তিত অবস্থা বিষয়ে কত কম তার জ্ঞান। মন্ত্রিসভার পিছনে ছিলেন রাষ্ট্রপতি আর রাষ্ট্রপতির পিছনে ছিল ষাট লক্ষ মানুষ যারা ভোটের বাক্সে ফেলেছিল সংবিধান সভার বিরুদ্ধেই ঠিক অতগুলো অনাস্থার ভোট। সংবিধান সভা জাতিকে ফিরিয়ে দিল তার অনাস্থার ভোট। আজগুবি লেনদেন! সভার খেয়াল হয়নি যে এখন আর তার ভোট বাজারে কাটবে না। লবণ কর প্রত্যাখ্যান শুধু ঘনিয়ে তুলল বোনাপার্ট ও তাঁর মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্ত যে সংবিধান সভাকে **'খতম করতে হবে'**। শুরু হল সেই সুদীর্ঘ সংঘাত যা চলল সংবিধান সভার জীবনের সমগ্র শেষার্ধ জুড়ে। **২৯শে জানুয়ারি**, ২১শে মার্চ ও ৮ই মে হচ্ছে এই সংকটের *journées*, চরম দিনগুলি, **১৩ই জুনের** অগ্রদূত এরা।

ফরাসীরা, যেমন লুই ব্লাঁ, ২৯শে জানুয়ারিকে ধরেছেন এক সাংবিধানিক বিরোধ উদ্ভবের দিন হিসাবে — সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রসূত সার্বভৌম যে জাতীয় সভাকে ভেঙে দেওয়া চলে না তার সঙ্গে রাষ্ট্রপতির বিরোধ — যে রাষ্ট্রপতি সংজ্ঞা ধরলে, সভার কাছে দায়ী বটে কিন্তু বাস্তবতা ধরলে যিনি শুধু তারই মতন সর্বজনীন ভোটে সমর্থিত তাই নয়, তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে জাতীয় সভায় সদস্যদের মধ্যে যত ভোট শত শত টুকরো হয়ে বিক্ষিপ্ত ছিল সেই সমস্ত ভোট একা তাঁর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ এবং তদুপরি কার্যনির্বাহের সমস্ত ক্ষমতাটাও পুরোপুরি তাঁর মুঠোয়, যার উপরে জাতীয় সভা ভাসমান কেবলমাত্র এক নৈতিক শক্তি হিসাবেই। ২৯শে জানুয়ারির এই ব্যাখ্যায় বক্তৃতা মঞ্চে, সংবাদপত্রে ও ক্লাবগুলিতে ব্যবহৃত সংগ্রামের ভাষার সঙ্গে তার প্রকৃত স্বরূপকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। জাতীয় সংবিধান সভার বিরুদ্ধে লুই বোনাপার্ট — এটা একপক্ষের সাংবিধানিক শক্তির বিরুদ্ধে আর একপক্ষের সাংবিধানিক শক্তি নয়; বিধানিক শক্তির বিপক্ষে কার্যনির্বাহক শক্তি নয়; এ হল বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের নির্মাণ যন্ত্রের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়াদের যে বিপ্লবী অংশ সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল

ও এখন বিস্ময়ভরে লক্ষ্য করছে যে তাদের গড়া প্রজাতন্ত্রের চেহারা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের মতনই এবং সেইজন্য স্বীয় শর্ত, বিভ্রম, ভাষা ও ব্যক্তিবর্গ সহ তার সংবিধান পর্বটাকে জোর করে প্রলম্বিত করতে, সুপরিণত বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রটির পরিপূর্ণ ও বিশিষ্ট রূপের অভ্যুদয় আটকাতে ইচ্ছুক -- বুর্জোয়াদের সেই বিপ্লবী অংশের উচ্চাভিলাষী চক্রান্ত ও মতাদর্শগত দাবি দাওয়ার বিরুদ্ধে এ হল খোদ প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রটাই। জাতীয় সংবিধান সভা যেমন ছিল কাভেনিয়াকের প্রতিনিধি যিনি তার মধ্যেই গিয়ে পড়েছিলেন, তেমনই বোনাপার্ট হলেন সেই জাতীয় বিধান সভার প্রতিনিধি যা এখনও পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সভার।

বোনাপার্টের নির্বাচনের একমাত্র ব্যাখ্যা মেলে একটি নামের জায়গায় তার বিচিত্র ব্যঞ্জনাকে বসালে, নতুন জাতীয় সভা নির্বাচনে সে নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি দিয়েই। ১০ই ডিসেম্বর পুরানো সভার হুকুমনামা নাকচ করে দেয়। সুতরাং ২৯শে জানুয়ারি **একই** প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় সভা মুখোমুখি দাঁড়ায়নি - দাঁড়িয়েছিল উদ্ভবকালীন প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সভা ও উদ্ভূত প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি, প্রজাতন্ত্রের জীবনধারার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুই পর্বের প্রতিমূর্তি দুই শক্তি। একদিকে, বুর্জোয়াদের সেই ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রী গোষ্ঠী, একমাত্র যারাই সক্ষম প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করতে, রাস্তার লড়াই ও সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিতে এবং সংবিধানের ভিতরে লিখে রাখতে তারই আদর্শ মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে; অন্যদিকে, সমস্ত রাজতন্ত্রী বুর্জোয়া সাধারণ, একমাত্র যারাই এই প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রে শাসন চালাতে, সংবিধানের মতাদর্শগত ঝালরগুলিকে ছেঁটে দিতে, এবং নিজস্ব বিধানিক ও প্রশাসন ব্যবস্থা দিয়ে প্রলেতারিয়েতকে দমনে রাখবার অপরিহার্য শর্তগুলিকে কার্যকরী করতে সক্ষম।

যে ঝঞ্ঝার বিস্ফোরণ হল ২৯শে জানুয়ারি তার শক্তি সঞ্চয় চলছিল সারা জানুয়ারি মাস ধরেই। সংবিধান সভা বারো মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগে ঠেলে দিতে চেয়েছিল অনাস্থা ভোট দিয়ে। অপর পক্ষে বারো মন্ত্রিসভা সংবিধান সভার কাছে প্রস্তাব করল যে সভাকেই নিজের উপরে চূড়ান্ত অনাস্থা ভোট জানাতে হবে, আত্মহত্যার জন্য মনস্থির করতে হবে, ও নির্দেশ দিতে হবে **নিজেকে ভাঙবার**। ৬ই জানুয়ারি সভার জনৈক অখ্যাততম প্রতিনিধি রাতো মন্ত্রিসভার নির্দেশে সেই সংবিধান সভার সামনেই এই প্রস্তাব উপস্থিত করলেন যে সভা গত আগস্ট মাসেই স্থির করেছিল সংবিধানের পরিপূরক পুরো একরাশ মৌলিক আইন যতদিন না তারই হাতে পাশ হচ্ছে ততদিন নিজেকে ভেঙে দেবে না। মন্ত্রিসভার সমর্থক ফুল্দ্ স্পষ্টই সভাকে জানালেন যে **'বিপর্যস্ত ক্রেডিট পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য'** তাকে ভেঙে দেওয়া দরকার।

আর অস্থায়ী অবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী করে, এবং বারো-র সঙ্গে সঙ্গে আবার বোনাপার্ট সম্পর্কে ও বোনাপার্টের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্র সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলে সভা কি ক্রেডিট বিপর্যস্ত করেনি? দেবতুল্য বারো, প্রজাতন্ত্রীরা একদা এক দশক অর্থাৎ দশমাস ধরে যে প্রধান মন্ত্রিত্ব থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেছিল, শেষ পর্যন্ত পকেটস্থ সেই পদ সবেমাত্র দু-হপ্তা ভোগের পরই আবার তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার সম্ভাবনা দেখে উন্মত্ত রোল্যাণ্ড* হয়ে উঠলেন। হতভাগ্য সভার সম্মুখীন হয়ে বারো স্বৈরাচারে ছাড়িয়ে গেলেন খোদ স্বৈরাচারীকেই। তাঁর সব থেকে নরম বুলি হল 'এর কোন ভবিষ্যৎ নেই'। আর বাস্তবিকই সভা ছিল শুধু অতীতেরই প্রতীক। শ্লেষভরে তিনি বললেন, 'প্রজাতন্ত্রের সংহতির জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানাদি যোগাতে এই সভা অসমর্থ'। অসমর্থই বটে! প্রলেতারিয়েতের প্রতি ঐকান্তিক বিরুদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে তার বুর্জোয়া উদ্যোগ ভেঙে পড়ে, আর রাজতন্ত্রীদের প্রতি বিরুদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে নবজন্ম লাভ করেছিল তার প্রজাতন্ত্রী উচ্ছ্বাস। সুতরাং দু-দিক দিয়েই সভা উপযোগী প্রতিষ্ঠান দিয়ে সংহত করতে অসমর্থ ছিল সেই বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রকে, যাকে সে আর বুঝে উঠতে পারছিল না।

রাতো-র প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গেই মন্ত্রিসভা সারা দেশজুড়ে **দরখাস্তের এক ঝড়** বইয়ে দেয়, এবং ফ্রান্সের সব কোণ থেকেই প্রত্যহ সংবিধান সভার মাথা লক্ষ্য করে ধেয়ে আসতে থাকে গোছা গোছা *billets doux*** যাতে মোটের উপর স্পষ্ট করেই সভাকে অনুরোধ জানানো হল নিজেকে **ভেঙে দিতে** ও নিজের অন্তিম ইচ্ছাপত্র সম্পন্ন করতে। সংবিধান সভা তার দিক থেকে পাল্টা দরখাস্তের ব্যবস্থা করল, যাতে সে নিজেকে অনুরোধ জানানোর ব্যবস্থা করল যেন সে বেঁচে থাকে। বোনাপার্ট ও কাভেনিয়াকের নির্বাচনী লড়াইয়ের পুনরাবৃত্তি হল জাতীয় সভা ভাঙার পক্ষে বা বিপক্ষের দরখাস্ত সংগ্রামের মধ্যে। দরখাস্তগুলিকে হয়ে দাঁড়াতে হল ১০ই ডিসেম্বর সম্পর্কে বিলম্বিত মন্তব্য। এই আন্দোলন চলল গোটা জানুয়ারি মাস জুড়ে।

সংবিধান সভা ও রাষ্ট্রপতির সংঘাতে সংবিধান সভা তার উদ্ভব হিসাবে সাধারণ নির্বাচনের নজির টানতে পারেনি, কারণ আবেদন উঠেছিল সভার বিরুদ্ধে সর্বজনীন ভোটাধিকারের নামেই। কোন যথাযথভাবে বিধিবদ্ধ শক্তির উপরে সে দাঁড়াতে পারল না কারণ আইনসম্মত শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামই ছিল প্রশ্ন। অনাস্থা প্রস্তাব দিয়ে সভা মন্ত্রিসভাকে উচ্ছেদ করতে পারল না — সে চেষ্টা করা হয়েছিল আবার ৬ই ও ২৬শে জানুয়ারি, — কারণ মন্ত্রিসভা তার আস্থার প্রত্যাশী ছিল না। একটিমাত্র পথ তার

* ইতালীয় কবি আরিওস্তো-এর 'উন্মত্ত রোল্যাণ্ড' কবিতার এক নায়ক। — সম্পাঃ

** প্রেমপত্র। — সম্পাঃ

বাকি রইল, **অভ্যুত্থানের পথ**। অভ্যুত্থানের সংগ্রামী শক্তি ছিল **জাতীয় রক্ষিবাহিনীর প্রজাতন্ত্রী অংশ, সচল রক্ষিবাহিনী**, এবং বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের ঘাঁটি, **ক্লাবগুলি**। ডিসেম্বর মাসে বুর্জোয়াদের প্রজাতন্ত্রী অংশের সংগঠিত সংগ্রামী শক্তি ছিল সচল রক্ষিবাহিনী জুন দিবসের সেই বীরেরা, ঠিক যেমন জুনের আগে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের সংগঠিত সংগ্রামী শক্তি ছিল **জাতীয় কারখানাগুলি**। সংবিধান সভার কার্যনির্বাহক কমিশন যেমন জাতীয় কারখানাগুলির উপরেই তার নৃশংস অভিযান পরিচালিত করেছিল যখন তাকে খতম করতে হয়েছিল প্রলেতারিয়েতের অসহ্য হয়ে ওঠা দাবি দাওয়া, তেমনই যখন খতম করতে হল বুর্জোয়াদের প্রজাতন্ত্রী অংশের অসহ্য হয়ে ওঠা দাবি দাওয়া তখন বোনাপার্টের মন্ত্রিসভা আক্রমণ চালাল সচল রক্ষিবাহিনীর উপরে। মন্ত্রিসভা নির্দেশ দিল **সচল রক্ষিবাহিনীকে ভেঙে দিতে হবে**। সচল রক্ষিবাহিনীর অর্ধেককে ছাঁটাই করে রাস্তায় বের করে দেওয়া হল, বাকি অর্ধেককে নূতনভাবে সংগঠিত করা হল গণতান্ত্রিক কেতার বদলে রাজতন্ত্রী কায়দায়, এবং তাদের মাইনে কমিয়ে সৈন্যবাহিনীর সাধারণ বেতনের সমান করা হল। সচল রক্ষিবাহিনী দেখতে পেল তাদের হাল দাঁড়িয়েছে জুন বিদ্রোহীদের মতন; আর প্রতিদিন সংবাদপত্রে প্রকাশ হতে লাগল **প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি** যাতে তারা জুনের ঘটনার জন্য নিজ অপরাধ স্বীকার করে প্রলেতারিয়েতকে ক্ষমার জন্য অনুনয় জানাতে লাগল।

আর **ক্লাবগুলি?** যে মুহূর্তে সংবিধান সভা বারো মারফৎ রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে, আর রাষ্ট্রপতি মারফৎ বিধিবদ্ধ বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র সম্বন্ধে, এবং বিধিবদ্ধ বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের মারফৎ সাধারণভাবে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র সম্পর্কেই প্রশ্ন তুলল, তৎক্ষণাৎ ফেব্রুয়ারি প্রজাতন্ত্র গড়ার সমস্ত উপাদানগুলি অনিবার্যভাবে এসে তার চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াল — এল সেই সমস্ত পার্টি যারা চাইছিল বর্তমান প্রজাতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং হিংস্র এক পশ্চাদ্‌গতি প্রক্রিয়ায় তাদের শ্রেণী-স্বার্থ ও নীতির ধারক এক প্রজাতন্ত্রে তার রূপান্তর। ওমলেট ফের ডিম হয়ে উঠল; বিপ্লবী আন্দোলনের দানাবাঁধা বিভিন্ন রূপ পুনরায় হয়ে উঠল তরল। যার জন্য লড়াই, সেটা আবার সেই ফেব্রুয়ারি দিবসের অনির্দিষ্ট প্রজাতন্ত্র হয়ে দাঁড়াল, যাকে সুনির্দিষ্ট করার ভার প্রত্যেক পার্টি রাখল নিজের নিজের হাতেই। মুহূর্তের জন্য পার্টিগুলি ফের ফেব্রুয়ারির দিনের সেই পুরানো অবস্থানে গিয়ে দাঁড়াল, ফেব্রুয়ারির বিভ্রান্তির অংশীদার না হয়ে। *National*-এর তেরঙ্গা প্রজাতন্ত্রীরা আবার *Réforme*-এর গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রীদের উপরে ভর করল, ও প্রবক্তা হিসাবে তাদের ঠেলে দিল পার্লামেণ্টারি সংগ্রামের পুরোভাগে। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রীরা আবার ভর করল সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রীদের উপরে — ২৭শে জানুয়ারি এক প্রকাশ্য ইশতেহারে ঘোষিত হল তাদের পুনর্মিলন ও ঐক্য — এবং ক্লাবে ক্লাবে চালাল তাদের অভ্যুত্থানী পৃষ্ঠপটের প্রস্তুতি। মন্ত্রিসভা-সমর্থক সংবাদপত্রজগত সঠিকভাবেই

National-এর তেরঙ্গা প্রজাতন্ত্রীদের গণ্য করল পুনরুজ্জীবিত জুনে বিদ্রোহী হিসাবেই। বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের শীর্ষে নিজেদের স্থান বজায় রাখার জন্য তারা প্রশ্ন তুলল খোদ বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র সম্পর্কেই। ২৬শে জানুয়ারি মন্ত্রী ফশে সংগঠনের অধিকার সম্পর্কে এক আইনের প্রস্তাব করলেন যার প্রথম অনুচ্ছেদেই লেখা হল **'ক্লাবগুলি নিষিদ্ধ হল'**। তিনি আর্জি জানালেন যে জরুরী ব্যবস্থা হিসাবে এই বিল অবিলম্বে আলোচিত হোক। সংবিধান সভা জরুরীত্বের প্রস্তাব নাকচ করল এবং ২৭শে জানুয়ারি লেদ্রু-রলাঁ ২৩০টি স্বাক্ষর যোগে এক প্রস্তাব আনলেন সংবিধান লংঘনের জন্য মন্ত্রিসভাকে অভিযুক্ত করার উদ্দেশ্যে। মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অভিযোগ এমন সময়ে যখন তা বিচারকের, অর্থাৎ সভাস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠের অক্ষমতাই আনাড়ির মতো উন্মোচিত করে দেবে, অথবা সেই সংখ্যাগরিষ্ঠেরই বিরুদ্ধে অভিযোগকারীদের নিষ্ফল প্রতিবাদ মাত্রে পর্যবসিত হবে, — পরবর্তী 'পর্বত' দল এখন থেকে সংকটের প্রতিটি চরম মুহূর্তে এই মস্ত বিপ্লবী চালই চালতে লাগল। নিজ নামের ভারেই মারা পড়ল বেচারা 'পর্বত'!

১৫ই মে ব্লাঙ্কি, বার্বে, রাস্পাই প্রভৃতিরা সংবিধান সভা ভেঙে দেবার চেষ্টা করেছিলেন প্যারিস প্রলেতারিয়েতের পুরোভাগে তার অধিবেশন প্রকোষ্ঠে জবরদস্তি প্রবেশ করে। সেই সভার জন্যই বারো এক নৈতিক ১৫ই মে-র বন্দোবস্ত করলেন যখন তিনি তার আত্মলোপের নির্দেশ ও দরজায় তালা দিতে চাইলেন। এই সভাই বারো-কে নির্দেশ দিয়েছিল মে মাসের আসামীদের সম্পর্কে সরকারী তদন্ত চালাতে। আজ যখন তিনি সভার সামনে হাজির হলেন এক রাজতন্ত্রী ব্লাঙ্কি হিসাবে, যখন বারো-র বিরুদ্ধে সভা সহায় খুঁজছিল ক্লাবের ভিতরে, বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের মধ্যে, ব্লাঙ্কির পার্টিতেই, সেই মুহূর্তে নির্মম বারো কিনা তাকে জ্বালাতন করলেন এই প্রস্তাব নিয়ে যাতে মে বন্দীদের জুরীর সুযোগ সম্বলিত দায়রা আদালত থেকে সরিয়ে নিয়ে হাই কোর্টের, *National*-এর পার্টি কতৃক উদ্ভাবিত হাই কোর্টের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আশ্চর্য! মন্ত্রিত্বের গদি হারাবার আতঙ্কে বারো-র মাথা থেকে এমন প্যাঁচ বেরল যা বমার্শে-এরই যোগ্য! বহু টালবাহানার পর জাতীয় সভা মেনে নিল তাঁর প্রস্তাব। মে প্রয়াসের স্রষ্টাদের বিরুদ্ধে সভা ফিরে গেল তার স্বাভাবিক চরিত্রে।

রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে জাতীয় সভা যেমন বাধ্য হচ্ছিল সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিকে এগোতে, জাতীয় সভার বিরুদ্ধে তেমনই রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীরাও বাধ্য হলেন কুদেতা-র দিকে এগুতে, কেননা সভাকে ভেঙে দেবার কোন আইনসম্মত পন্থা তাঁদের হাতে ছিল না। কিন্তু সংবিধান সভা হল সংবিধানের জননী আর সংবিধান জন্মদাত্রী রাষ্ট্রপতির। কুদেতা-র সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপতি টুকরো টুকরো করেন সংবিধানটাকে, ঘুচিয়ে

দেন তাঁর প্রজাতন্ত্রী বৈধ দলিল। তখন তিনি বাধ্য হন তাঁর বাদশাহী বৈধ দলিল টেনে বার করতে, কিন্তু সে দলিল খ‍ুঁচিয়ে জাগায় অর্লিয়ান্সী বৈধ দলিলকে, আবার এই দুইই নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে লেজিটিমিস্ট বৈধ দলিলের কাছে। বৈধ প্রজাতন্ত্রের পতনে উপরে ঠেলে ওঠা সম্ভব শুধু তার চরম বিপরীতের, লেজিটিমিস্ট রাজতন্ত্রেরই, এমন এক মুহূর্তে যখন অর্লিয়ান্সী পার্টি ছিল শুধু ফেব্রুয়ারির বিজিত পক্ষ আর বোনাপার্ট ছিলেন কেবলমাত্র ১০ই ডিসেম্বরের বিজয়ী, উভয়েই যখন প্রজাতন্ত্রী ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে পেশ করতে পারতেন শুধু নিজেদের একই ভাবে জবরদখল করা রাজতন্ত্রী দলিল। লেজিটিমিস্টরা এই শুভলগ্ন সম্পর্কে সজাগ ছিল, তারা চক্রান্ত চালাল প্রকাশ্যেই। জেনারেল শাঙ্গার্নিয়েকে তাঁরা তাঁদের **মঙ্ক*** হিসাবে পাওয়ার আশা করতে পারতেন। **শ্বেত রাজতন্ত্রের** আসন্নতার কথা তাঁদের ক্লাবে ঠিক তেমনই প্রকাশ্যে ঘোষিত হল যেমন প্রলেতারীয় ক্লাবগুলিতে হল **লাল প্রজাতন্ত্রের** কথা।

একটা অভ্যুত্থান দমন করবার সৌভাগ্য জুটলে মন্ত্রিসভা সমস্ত অসুবিধার অবসান ঘটাতে পারত। অদিলোঁ বারো তাই আর্তনাদ করেছিলেন 'বৈধতাই আমাদের মরণ।' অভ্যুত্থান মন্ত্রিসভাকে সুযোগ দিত জনকল্যাণের *(salut public)* অজুহাতে সংবিধান সভা ভেঙে দিতে, সংবিধানের স্বার্থেই সংবিধান লংঘন করতে। জাতীয় সভায় অদিলোঁ বারো-র নৃশংস আচরণ, ক্লাব ভেঙে দেওয়ার প্রস্তাব, হৈ-হুল্লোড় করে ৫০ জন তেরঙ্গা জেলা-কর্তার *(prefects)* অপসারণ ও তাদের জায়গায় রাজতন্ত্রীদের বসানো, সচল রক্ষিবাহিনী ভেঙে দেওয়া, তাদের নেতাদের প্রতি শাঙ্গার্নিয়ের দুর্ব্যবহার, এমন কি গিজো-র আমলেও যে অধ্যাপককে অসহ্য মনে করা হত সেই লের্মিনিয়ের পুনর্নিয়োগ, লেজিটিমিস্টদের লম্বাচওড়া বুলি সহ্য করা — এ সবই হল শুধু বিদ্রোহেরই প্ররোচনা। কিন্তু নির্বাক রইল বিদ্রোহ। মন্ত্রিসভার কাছ থেকে নয়, সংবিধান সভার তরফ থেকেই সে অপেক্ষা করছিল তার সংকেতের।

শেষ পর্যন্ত এল ২৯শে জানুয়ারি। রাতোর প্রস্তাব বিনাশর্তে নাকচের জন্য মাতিয়ে (দ্য লা দ্রম) কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাব সম্পর্কে সে দিন সিদ্ধান্ত নেবার কথা। লেজিটিমিস্ট, অর্লিয়ান্সী, বোনাপার্টপন্থী, সচল রক্ষিবাহিনী, 'পর্বত,' ক্লাব এদিনে সবাই চক্রান্ত করল আপাতদৃষ্ট শত্রুর বিরুদ্ধে যতটা, আপাতদৃষ্ট মিত্রের বিপেক্ষও ততটাই। ঘোড়ায় চড়ে বোনাপার্ট সৈন্যবাহিনীর একাংশকে জড়ো করলেন প্লাস দ্য লা কনকোর্দ-এ; শাঙ্গার্নিয়ে রণকৌশলের খেল দেখিয়ে অভিনয় করলেন। সংবিধান সভা দেখল অর বাড়িটি সামরিক বাহিনীর দখলে। সমস্ত পরস্পরবিরোধী আশা, আশঙ্কা, প্রত্যাশা, বিক্ষোভ, উত্তেজনা ও চক্রান্তের কেন্দ্র এই সিংহবিক্রম সভা বিশ্বচৈতন্যের

* **জর্জ মঙ্ক — ১৬৬০ সালে যে ইংরেজ সেনাপতি স্টুয়ার্ট রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর অধীনস্থ সৈন্যদের নিয়োগ করেছিলেন তাঁর সম্পর্কেই এই উল্লেখ। — সম্পাঃ**

(Weltgeist) সবচেয়ে নিকটে পেঁাছে মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা করল না। তার অবস্থা হল সেই যোদ্ধার মতো যিনি তাঁর নিজের অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করতে শঙ্কিত শুধু তাই নয়, উপরন্তু শত্রুর অস্ত্রশস্ত্র যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার ব্যবস্থা করাও কর্তব্যজ্ঞান করেন। মৃত্যুকে তুচ্ছ করে সভা স্বাক্ষর দিল তার মৃত্যু পরোয়ানায় এবং নাকচ করল রাতোর বিনা শর্তে নাকচের প্রস্তাব। নিজেই এখন অবরুদ্ধ হয়ে সভা সেই সাংবিধানিক ক্রিয়াকলাপের সীমা নির্দেশ করে দিল যার প্রয়োজনীয় কাঠামোই ছিল প্যারিসের অবরোধ (জরুরী) অবস্থা। উপযুক্ত প্রতিহিংসাই সভা গ্রহণ করল যখন পরের দিন সে ২৯শে জানুয়ারি মন্ত্রিসভা তাকে যে ত্রাস ভোগ করিয়েছিল সে সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা করে। 'পর্বত' তার বিপ্লবী উদ্যম ও রাজনৈতিক বোধের দৈন্যই প্রকাশ করল এই বিরাট চক্রান্তের প্রহসনে, *National*-এর পার্টির হাতে নিজেকে সেই প্রতিযোগিতার ঘোষক হিসাবে ব্যবহৃত হতে দিয়ে। বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের উন্মেষকালে যে একচ্ছত্র শাসন তার আয়ত্তে ছিল, প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রে সেই ক্ষমতা বজায় রাখার শেষ চেষ্টা করল *National*-এর পার্টি। ভরাডুবি হল তার।

জানুয়ারি সংকটে যেখানে প্রশ্ন ছিল সংবিধান সভার অস্তিত্ব সম্পর্কে, ২১শে মার্চ সেখানে প্রশ্ন উঠল সংবিধানেরই অস্তিত্ব নিয়ে—প্রথম ক্ষেত্রে প্রশ্ন *National*-এর পার্টির ব্যক্তিবর্গ নিয়ে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তার আদর্শ সম্পর্কেই। বলাই বাহুল্য যে মান্যগণ্য প্রজাতন্ত্রীরা তাঁদের আদর্শের উচ্ছ্বাস অনেক শস্তায় ছেড়ে দিলেন সরকারী ক্ষমতার পার্থিব সম্ভোগের তুলনায়।

২১শে মার্চ জাতীয় সভার প্রধান আলোচ্য হল সংগঠনের অধিকারের বিরুদ্ধে ফশে-র প্রস্তাব: **ক্লাব দমন**। সংবিধানের ৮ম ধারা সকল ফরাসীকে সংগঠনের অধিকার দিয়েছিল। সুতরাং ক্লাবগুলির নিষিদ্ধকরণ হল সংবিধানের পরিষ্কার লঙ্ঘন আর সংবিধান সভাকেই অনুমোদন করতে হবে তার দেবতার এই লাঞ্ছনা। কিন্তু ক্লাবগুলি তো বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের সমাবেশ কেন্দ্র, তাদের চক্রান্তের ঘাঁটি। জাতীয় সভাই তো স্বয়ং নিষিদ্ধ করেছিল বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের জোট। আর ক্লাবগুলি সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর জোট ছাড়া, বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এক শ্রমিক রাষ্ট্র গঠন ছাড়া আর কী? ওগুলি কি প্রলেতারিয়েতের অতগুলি সংবিধান সভা মাত্র নয়, লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত অতগুলি বিদ্রোহী সামরিক বাহিনী নয়? সংবিধানকে সর্বোপরি যা বিধিবদ্ধ করতে হবে সেটা বুর্জোয়া শাসন। সংগঠনের অধিকার দ্বারা সংবিধান তাই স্পষ্টতই বোঝাতে চেয়েছিল শুধু এমন সংগঠন, যা বুর্জোয়া আধিপত্যের সঙ্গে অর্থাৎ বুর্জোয়া ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তত্ত্বগত শোভনতার খাতিরে যদি বা কথাটা ঢালাও ভাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে, বিশেষ কোন ক্ষেত্রে তার অর্থ করা ও প্রয়োগের জন্য সরকার ও জাতীয় সভা কি নেই? আর প্রজাতন্ত্রের

আদি শৈশবের পর্বে ক্লাবগুলি যদি প্রকৃতপক্ষে নিষিদ্ধ হয়ে থাকে জরুরী অবস্থার দরুন, তবে সুশৃঙ্খল সুসংবদ্ধ প্রজাতন্ত্রে কি তাদের নিষিদ্ধ করতে হবে না আইনের সাহায্যেই? তেরঙ্গা প্রজাতন্ত্রীরা সংবিধানের এই গদ্যময় ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে আর কিছুই খাড়া করতে পারল না সংবিধানের বাগাড়ম্বরী বুলিগুলি বাদে। পানিয়ের, দ্যুক্লের প্রভৃতি তাদেরই এক গোষ্ঠী মন্ত্রিসভার পক্ষে ভোট দিল ও তার দ্বারা তাকে সংখ্যাগরিষ্ঠতাও যোগাল। অন্যেরা দেবদূত কাভেনিয়াক ও ধর্মগুরু মারাস্তের নেতৃত্বে ক্লাব নিষিদ্ধ করার ধারাটি গৃহীত হবার পর লেদ্রু-রলাঁ ও 'পর্বতের' সঙ্গে একযোগে এক বিশেষ কমিটি কক্ষে সরে পড়ল 'এবং সলাপরামর্শ চালাল'। অচল হয়ে পড়ল জাতীয় সভা: তার আর কোরাম রইল না। যথাসময়ে কমিটি কক্ষে শ্রীযুক্ত ক্রেমিও-র মনে পড়ল যে সেখান থেকে পথটা সরাসরি রাস্তার দিকে আর এটা এখন আর ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি নয়, ১৮৪৯ সালের মার্চ মাস। সহসা দৃষ্টিলাভ করে *National*-এর পার্টি জাতীয় সভার অধিবেশন কক্ষে প্রত্যাবর্তন করল, পিছু পিছু এল পুনঃপ্রতারিত 'পর্বত'। এই শেষোক্তরা যেমন অবিশ্রাম বিপ্লবী কামনাপীড়িত, ঠিক তেমনই অবিশ্রাম সাংবিধানিক সম্ভাবনাগুলিকে আঁকড়ে ধরার জন্য চেষ্টিত এবং তখনও বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের পুরোভাগে থাকার চাইতে অনেক বেশী স্বচ্ছন্দ বোধ করছিল বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের পেছনে থাকতে। এইভাবেই অভিনীত হল প্রহসনটি। আর সংবিধান সভা নিজেই তো বিধান দেয় যে সংবিধানের ভাষা লংঘনেই তার মর্মের একমাত্র সিদ্ধি।

একটিমাত্র ব্যাপার নিষ্পত্তি করা বাকি রইল, ইউরোপীয় বিপ্লবের সঙ্গে বিধিবদ্ধ প্রজাতন্ত্রের সম্পর্ক, তার **বৈদেশিক নীতি**। যার আয়ুষ্কাল কয়েক দিনের মধ্যে শেষ হবার কথা সেই সংবিধান সভায় অভূতপূর্ব উত্তেজনার সঞ্চার হল ১৮৪৯ সালের ৮ই মে। ফরাসী বাহিনীর রোম আক্রমণ, রোমানদের হাতে তার পরাজয়, তার রাজনৈতিক কলঙ্ক ও সামরিক অপযশ, ফরাসী প্রজাতন্ত্র কর্তৃক রোমান প্রজাতন্ত্রের নৃশংস হত্যাকাণ্ড, দ্বিতীয় বোনাপার্টের প্রথম ইতালি অভিযান—এই হল দিনের কর্মসূচি। 'পর্বত' আবার একবার ছাড়ল তার মস্ত তুরুপের তাস; রাষ্ট্রপতির সামনে লেদ্রু-রলাঁ সংবিধান লংঘনের জন্য মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অবশ্যম্ভাবী অভিযোগপ্রস্তাব আনলেন, আর এবার সেটা বোনাপার্টের বিরুদ্ধেও।

৮ই মে-র সংকল্পের পুনরাবৃত্তি হয়েছিল পরে ১৩ই জুনের সংকল্প হিসাবে। এখন রোম অভিযান সম্পর্কে কথাটা পরিষ্কার করা যাক।

ইতিপূর্বেই ১৮৪৮ সালের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি কাভেনিয়াক চিভিতাভেকিয়ায় এক নৌবাহিনী পাঠিয়েছিলেন পোপকে রক্ষা করার জন্য এবং তাঁকে জাহাজে তুলে ফ্রান্সে নিয়ে আসার জন্য। কথা ছিল পোপ শিষ্ট প্রজাতন্ত্রকে মন্ত্রপূত

এবং কাভেনিয়াকের রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচন নিশ্চিত করবেন। পোপকে নিয়ে কাভেনিয়াক চেয়েছিলেন পাদ্রীদের, পাদ্রীদের নিয়ে কৃষকদের, এবং কৃষকদের নিয়ে রাষ্ট্রপতিত্ব হাত করতে। কাভেনিয়াকের অভিযানের আশু লক্ষ্য নির্বাচনী বিজ্ঞাপন হলেও সঙ্গে সঙ্গেই ওটি ছিল রোমান বিপ্লবের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ ও ভীতিপ্রদর্শন। ভ্রূণাকারে তার মধ্যে ছিল পোপের স্বপক্ষে ফ্রান্সের হস্তক্ষেপ।

অস্ট্রিয়া ও নেপ্‌ল্‌সের সহযোগিতায় রোমান প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে পোপের হয়ে এই হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত হয় ২৩শে ডিসেম্বর, বোনাপার্টের মন্ত্রিসভার প্রথম অধিবেশনে। মন্ত্রিসভায় ফালুর অবস্থান ছিল রোমে পোপ থাকার এবং পোপেরই রোমে পোপ থাকার সামিল। কৃষকদের রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য বোনাপার্টের এখন আর পোপের প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু পোপের সংরক্ষণ তাঁর দরকার ছিল রাষ্ট্রপতির হাতে কৃষকদের সংরক্ষণের জন্যই। তাদের আস্থাপ্রবণতাই তাঁকে রাষ্ট্রপতি করেছিল। ধর্মবিশ্বাস গেলে তারা আস্থাপ্রবণতা হারাবে আর পোপ গেলে হারাবে ধর্মবিশ্বাস। আর ছিল অর্লিয়ান্সীদের ও লেজিটিমিস্টদের জোট, যারা শাসন চালাচ্ছিল বোনাপার্টের নামে! রাজা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে প্রয়োজন ছিল যে শক্তি রাজার অভিষেক করে তারই পুনঃপ্রতিষ্ঠা। তাদের রাজানুগত্যের কথা ছেড়ে দিলেও — পোপের লৌকিক শাসনাধীন পুরানো রোম না থাকলে পোপ থাকে না; পোপ না থাকলে ক্যাথলিক ধর্ম থাকে না; ক্যাথলিক ধর্ম ছাড়া ফরাসী ধর্ম থাকে না; আর ধর্মই বাদ দিলে কী গতি হবে পুরানো ফরাসী সমাজের? স্বর্গীয় সম্পত্তির উপরে কৃষকদের যে বন্ধকী খত আছে, সেটাই যে কৃষকদের সম্পত্তির উপরে বুর্জোয়াদের বন্ধকী খতকে সুনিশ্চিত করে। রোমান বিপ্লব তাই ছিল সম্পত্তির উপরে, বুর্জোয়া ব্যবস্থার উপরে এক হামলা, জুন বিপ্লবের মতোই ভয়ংকর। ফ্রান্সে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া শাসনের পক্ষে প্রয়োজন ছিল রোমে পোপের শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সর্বোপরি রোমান বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে আঘাত ফরাসী বিপ্লবীদের মিত্রবর্গের বিরুদ্ধে আঘাত; প্রতিষ্ঠিত ফরাসী প্রজাতন্ত্রের অভ্যন্তরে প্রতিবিপ্লবী শ্রেণীগুলির মৈত্রীকে স্বাভাবিকভাবেই পরিপূরণ করা হয়েছিল পবিত্র মিতালীর সঙ্গে, নেপ্‌ল্‌স ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের মৈত্রী দিয়ে। মন্ত্রিসভার ২৩শে ডিসেম্বরের সিদ্ধান্ত সংবিধান সভার পক্ষে কিছু গোপন ব্যাপার ছিল না। ৮ই জানুয়ারিতেই লেদ্রু-রলাঁ মন্ত্রিসভাকে প্রশ্ন করেছিলেন এ প্রসঙ্গে; মন্ত্রিসভা কথাটা অস্বীকার করে আর জাতীয় সভা দিনের কর্মসূচি ধরে কাজ চালিয়ে যায়। মন্ত্রিসভার কথা কি বিশ্বাস করেছিল সভা? আমরা জানি সারা জানুয়ারি মাস সে কাটিয়েছিল মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক ভোট জানাতেই। কিন্তু মিথ্যাভাষণ যদি মন্ত্রিসভার ভূমিকার অঙ্গ হয়ে থাকে, তবে জাতীয়

সভার ভূমিকার অঙ্গ ছিল সে মিথ্যায় বিশ্বাসের ভাণ করা এবং এই উপায়ে প্রজাতন্ত্রী ঠাট *(dėhors)* বজায় রাখা।

ইতিমধ্যে পিয়েমোঁ পরাস্ত হল, চার্লস-আলবার্ট গদি ছাড়লেন এবং অস্ট্রীয় সৈন্যবাহিনী করাঘাত করল ফ্রান্সের দরজায়। লেদ্রু-রলাঁ প্রশ্নবাণ বর্ষণ করলেন ভীমবেগে। মন্ত্রিসভা প্রমাণ করল যে তারা উত্তর ইতালিতে শুধু কাভেনিয়াকেরই নীতি চালিয়ে গেছে আর কাভেনিয়াক চালিয়েছিলেন কেবল অস্থায়ী সরকারের অর্থাৎ লেদ্রু-রলাঁরই নীতি। এবারে মন্ত্রিসভা এমন কি আস্থাসূচক ভোটই যোগাড় করে ফেলল জাতীয় সভার কাছ থেকে। তাকে ক্ষমতা দেওয়া হল উত্তর ইতালিতে সাময়িকভাবে কোন উপযুক্ত স্থান দখল করার, যাতে সার্ডিনিয়া অঞ্চলের অখন্ডতা ও রোম সম্পর্কিত প্রশ্নের ক্ষেত্রে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আপোষ মীমাংসায় সাহায্য হয়। ইতালির ভাগ্য যে উত্তর ইতালির যুদ্ধক্ষেত্রেই নির্ধারিত হয়ে থাকে এ কথা সবাই জানে। সুতরাং লম্বার্ডি ও পিয়েমোঁ-র সঙ্গে রোমেরও পতন হবে, নয় তো ফ্রান্সকে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয় অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ও তার ফলে ইউরোপীয় প্রতিবিপ্লবেরই বিপক্ষে। জাতীয় সভা কি হঠাৎ বারো-র মন্ত্রিসভাকে পুরানো জননিরাপত্তা কমিটি ঠাওরাল? অথবা নিজেকে মনে করল কনভেনশন? নইলে উত্তর ইতালির স্থানবিশেষের সামরিক দখল কেন? আসলে এই স্বচ্ছ আবরণে ঢাকা রইল রোমের বিরুদ্ধে অভিযান।

১৪ই এপ্রিল ·উদিনো-র নেতৃত্বে ১৪,০০০ সৈন্য সমুদ্রযাত্রা করল চিভিতাভেকিয়ার উদ্দেশ্যে; ১৬ই এপ্রিল জাতীয় সভা মন্ত্রিসভাকে ১২,০০,০০০ ফ্রাঁ মঞ্জুর করল ভূমধ্যসাগরে তিন মাসের জন্য এক হস্তক্ষেপের নৌবাহিনী রাখার জন্য। এইভাবে সভা মন্ত্রিসভাকে রোমের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের সবরকম হাতিয়ার যোগাল, যদিও এই ভড়ং করে রইল যেন অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধেই তাকে হস্তক্ষেপ করতে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। সভা দেখল না মন্ত্রিসভা কী করছে, শুধু শুনে গেল মন্ত্রিসভা কী বলছে। ইস্রায়েলেও অমন বিশ্বাস মেলেনি; প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্র কী করবে তা জানার সাহস নেই, এমনি এক অবস্থায় পেঁছেছিল সংবিধান সভা।

অবশেষে ৮ই মে প্রহসনের শেষ দৃশ্য অভিনীত হল; জাতীয় সভা মন্ত্রিসভাকে সনির্বন্ধ তাগাদা জানাল ইতালি অভিযানকে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। সেই সন্ধ্যায়ই বোনাপার্ট *Moniteur* পত্রিকায় একটি চিঠি প্রকাশ করলেন যাতে তিনি বিপুল প্রশংসা বর্ষণ করেন উদিনো-র উপরে। ১১ই মে জাতীয় সভা বোনাপার্ট ও তাঁর মন্ত্রিসভাকে অভিযুক্ত করার প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করল। আর 'পর্বত' যে এই ছলনা জাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করার বদলে পার্লামেণ্টারী প্রহসনকে মর্মান্তিকভাবেই গ্রহণ করল যাতে তার মধ্যে সে ফুকিয়ে-তেঁভিলের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, সে কি কনভেনশনের ধার-করা

সিংহচর্মের তলায় তার স্বভাবজাত পেটি বুর্জোয়া গোবৎস চর্মটাই প্রকাশ করে ফেলেনি?

সংবিধান সভার জীবনের শেষার্ধ এইভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা যায়: ২৯শে জানুয়ারি সভা স্বীকার করে যে তার সংবদ্ধ প্রজাতন্ত্রে রাজতন্ত্রী বুর্জোয়া গোষ্ঠীরাই হল স্বাভাবিক কর্তা; ২১শে মার্চ সভা মেনে নিল যে সংবিধান লংঘনই হচ্ছে তার রূপায়ণ; এবং ১১ই মে সভা মত দিল যে সংগ্রামী জাতিগুলির সঙ্গে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সাড়ম্বরে ঘোষিত নিষ্ক্রিয় মৈত্রীর অর্থ ইউরোপীয় প্রতিবিপ্লবের সঙ্গে তার সক্রিয় মৈত্রী।

এই শোচনীয় সভা রঙ্গমঞ্চ ছাড়ল তার ৪ঠা মে তারিখের জন্ম বার্ষিকীর দু-দিন আগে জুন বিদ্রোহীদের মার্জনার প্রস্তাব নাকচ করে আনন্দ লাভের পর। বিধ্বস্ত তার শক্তি, জনসাধারণের প্রচণ্ড ঘৃণার পাত্র, যে বুর্জোয়ার সে হাতিয়ার তার দ্বারাই প্রতিহত, দুর্ব্যবহার পীড়িত ও ঘৃণাভরে দূরে নিক্ষিপ্ত, তার জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে প্রথমার্ধকে অস্বীকার করতে বাধ্য, তার প্রজাতন্ত্রী স্বপ্নজালরিক্ত, অতীতে মহৎ কিছু সৃষ্টির অনধিকারী, ভবিষ্যতের আশাবিহীন, ক্রমে ক্রমে মুমূর্ষু তার জীবন্ত দেহের প্রতি অঙ্গ — এই সভা তার শবদেহে প্রাণসঞ্চার করতে পেরেছিল শুধু বারবার জুন বিজয়ের কথা স্মরণ করিয়ে ও স্মরণ করে, অভিশপ্তের উপরেই বারবার অভিশাপ হেনে নিজের জানান দিয়ে। জুন বিদ্রোহীদের রক্তশোষক পিশাচ!

সভা পিছনে রেখে গেল এক সরকারী ঘাটতি যার অংক স্ফীত করেছিল জুন বিদ্রোহের খরচ, লবণ কর সংশ্লিষ্ট ক্ষতি, নিগ্রো দাসত্ব রদের দরুন বাগিচা মালিকদের ক্ষতিপূরণ, রোম অভিযানের ব্যয়, মদ্য কর সংশ্লিষ্ট লোকসান — এ আইন বাতিলের সিদ্ধান্ত যখন সে নিল তখন তার শেষ অবস্থা; বিদ্বেষপরায়ণ এক বৃদ্ধ সে, হাস্যমুখ উত্তরাধিকারীর উপরে মানরক্ষার এক ঝঞ্চাটে ঋণ চাপিয়ে যে খুশী।

মার্চের শুরু থেকে **জাতীয় বিধান সভার** নির্বাচনী প্রচার শুরু হয়। পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়াল দুটি প্রধান দল — **শৃংখলা পার্টি** আর **গণতান্ত্রিক** সমাজতন্ত্রী বা **লাল পার্টি**। এ দুইয়ের মধ্যে দাঁড়াল **সংবিধান সুহৃদেরা,** যে নামে *National*-এর তেরঙ্গা প্রজাতন্ত্রীরা একটা দল খাড়া করার চেষ্টা করল। **শৃংখলা পার্টি** গঠিত হয় ঠিক জুন দিবসের পরেই; ১০ই ডিসেম্বরে *National*-এর গোষ্ঠী, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের গোষ্ঠীটা ঝেড়ে ফেলার সুযোগ পাবার পরেই শুধু তার অস্তিত্বের গোপন রহস্যটুকু — **অর্লিয়ান্সী ও লেজিটিমিস্টদের এক পার্টিতে** জোট বাঁধার এই কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়ে। বুর্জোয়া শ্রেণী ভাগ হয়ে গিয়েছিল দুটি বড় বড় গোষ্ঠীতে যারা একের পর এক একচ্ছত্র ক্ষমতা ভোগ করেছিল — **বৃহৎ ভূস্বামীরা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত**

রাজতন্ত্রের আমলে এবং **ফিনান্স অভিজাতবর্গ** ও **শিল্প বুর্জোয়ারা জুলাই রাজতন্ত্রের** সময়ে। একটা গোষ্ঠীর স্বার্থপ্রাধান্যের রাজকীয় নাম ছিল **বুরবোঁ,** অপর গোষ্ঠীর স্বার্থপ্রাধান্যের রাজকীয় নাম **অর্লিয়ান্স। প্রজাতন্ত্রের নামহীন জগৎটাই** হল একমাত্র স্থান যেখানে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বর্জন না করেই দুই গোষ্ঠীই সমভাবে তাদের সাধারণ শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করতে পারত। বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের পক্ষে যদি সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীর পূর্ণাঙ্গ ও সুপ্রকট শাসন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর না থাকে, তবে লেজিটিমিস্টদের সহযোগে অর্লিয়ান্সী শাসন এবং অর্লিয়ান্সীদের সহযোগে লেজিটিমিস্টদের শাসন ছাড়া, **পুনঃপ্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্র ও জুলাই রাজতন্ত্রের সমন্বয়** ছাড়া আর কিছু কি সে হতে পারত? *National*-এর বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা তাদের শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক ভিত্তিশীল বৃহৎ কোন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করত না। রাজতন্ত্রের আমলে, দুই বুর্জোয়া গোষ্ঠী যেখানে শুধু তাদের নিজস্ব **রাজত্ববিশেষকেই** বুঝত সেখানে তাদের উল্টোদিকে বুর্জোয়া শ্রেণীর সাধারণ রাজত্বের উপরে, **প্রজাতন্ত্রের নামহীন জগতের** উপরে জোর দেওয়ার গুরুত্ব ও ঐতিহাসিক দাবিই শুধু তাদের ছিল — এ নির্বিশেষ জগৎকে তারা আদর্শায়িত ও সেকেলে অলঙ্করণে সজ্জিত করেছিল, কিন্তু তার ভিতবেও সবার আগে তারা অভিনন্দিত করেছিল তাদের স্বমণ্ডলীর শাসন। *National*-এর পার্টি তাদের প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রের শীর্ষে মৈত্রীবদ্ধ রাজতন্ত্রীদের দেখে যদি মনে মনে বিভ্রান্ত বোধ করে থাকে, তবে রাজতন্ত্রীরাও কম আত্মপ্রতারণা করেনি তাদের ঐক্যবদ্ধ শাসনের ব্যাপারে। তারা বোঝেনি যে তাদের দুই গোষ্ঠীর প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্র করে, বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে তারা উভয়ে রাজতন্ত্রী হলেও তাদের রাসায়নিক সংমিশ্রণের ফলাফলটা অনিবার্যভাবেই হবে **প্রজাতান্ত্রিক;** শ্বেত ও নীল রাজতন্ত্র পরস্পরকে সামাল দেবে তেরঙ্গা প্রজাতন্ত্রেই। বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত এবং তাকে কেন্দ্র করে মাঝামাঝি শ্রেণীগুলির যে ক্রমবর্ধমান ভিড় জমছিল তার প্রতি বিরুদ্ধতার চাপে বাধ্য হয়ে শৃঙ্খলা পার্টির দুই গোষ্ঠীর প্রত্যেকটিই, উভয়ের মিলিত শক্তির উদ্বোধন ও সেই মিলিত শক্তিজাত সংগঠনকে রক্ষার জন্যই, অপর পক্ষের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আগ্রহ ও সাড়ম্বর ঔদ্ধত্যের পাল্টা হিসাবে তাদের যুক্ত শাসন অর্থাৎ বুর্জোয়া শাসনের **প্রজাতন্ত্রী রূপটাকেই** জোর করে তুলে ধরতে বাধ্য হয়। আমরা তাই দেখি যে এই রাজতন্ত্রীরা গোড়ায় গোড়ায় ছিল রাজতন্ত্রের আশু পুনরাবির্ভাবে বিশ্বাসী, পরে প্রচণ্ড রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ও প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাংঘাতিক গালিগালাজ করতে করতে তারা প্রজাতন্ত্রী কাঠামোটাই বজায় রাখছে, আর শেষ পর্যন্ত তারা স্বীকার করছে যে পরস্পরকে তারা সইতে পারবে শুধু প্রজাতন্ত্রের মধ্যেই এবং রাজতান্ত্রিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা অনির্দিষ্টভাবে পিছিয়ে দিচ্ছে। মিলিত শাসন ব্যাপারটা দুটি গোষ্ঠীকেই শক্তিশালী করল, এবং অপর পক্ষের কাছে এ নতিস্বীকার অর্থাৎ

রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে উভয়কেই আরও বেশি অপারগ ও অনিচ্ছুক করে তুলল।

শৃঙ্খলা পার্টি তার নির্বাচনী কর্মসূচিতে সরাসরি ঘোষণা করল বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসনের কথা, অর্থাৎ তার শাসনের অস্তিত্বের শর্ত: **সম্পত্তি, পরিবার, ধর্ম, শৃঙ্খলা** সংরক্ষণের কথা! স্বভাবতই সে তার শ্রেণী-শাসন ও সেই শ্রেণী-শাসনের শর্তগুলিকে তুলে ধরল সভ্যতারই শাসন হিসাবে এবং বৈষয়িক উৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী ও সেই সঙ্গে তার থেকে উদ্ভূত সামাজিক লেনদেন সম্পর্কেরও আবশ্যিক শর্ত হিসাবে। শৃঙ্খলা পার্টির হাতে ছিল অজস্র টাকার সংস্থান; সারা ফ্রান্স জুড়ে তার শাখা সংগঠিত হল। সাবেকী সমাজের সমস্ত মতাদর্শীরা ছিলেন তার বেতনভুক; চালু সরকারী যন্ত্রের প্রভাব ছিল তারই হেফাজতে; সমগ্র পেটি বুর্জোয়া জনতা ও কৃষকদের মধ্যে এক অবৈতনিক অনুচরবাহিনী ছিল তার আয়ত্তে, যারা তখনও পর্যন্ত বিপ্লবী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকাতে সম্পত্তির মালিক উচ্চ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যেই তাদের তুচ্ছ সম্পত্তি ও তার তুচ্ছ সংস্কারের স্বাভাবিক প্রতিনিধিদের সন্ধান পেত। সারা দেশ জুড়ে অসংখ্য ক্ষুদে রাজা ছিল যার প্রতিনিধি, সেই পার্টি দলীয় প্রার্থীদের প্রত্যাখানকে সশস্ত্র অভ্যুত্থান হিসাবে দন্ড দিতে পারত, কর্মচ্যুত করতে পারত বিদ্রোহী শ্রমিকদের, অবাধ্য ক্ষেতমজুরকে, ভৃত্য, রেলকর্মচারী, কেরাণী, বেসামরিক ক্ষেত্রে অধীনস্থ সমস্ত কর্মচারীকেই। সর্বোপরি এখানে ওখানে সে এই বিভ্রান্তিও বজায় রাখতে পারত যেন প্রজাতন্ত্রী সংবিধান সভাই ১০ই ডিসেম্বরের বোনাপার্টকে বাধা দিয়েছে তাঁর আশ্চর্য ফলপ্রদ শক্তির প্রকাশে। শৃঙ্খলা পার্টি প্রসঙ্গে আমরা বোনাপার্টপন্থীদের উল্লেখ করিনি। তারা বুর্জোয়া শ্রেণীর কোন গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী ছিল না; তারা ছিল বরং সেকেলে কুসংস্করাচ্ছন্ন পঙ্গুদের এবং তরুণ অবিশ্বাসী ভাগ্যান্বেষীদের এক সমাবেশ মাত্র। নির্বাচনে জয়ী হল শৃঙ্খলা পার্টি; আইন সভায় তারা পাঠাল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধি।

সম্মিলিত প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে পেটি বুর্জোয়া ও কৃষক শ্রেণীর যে অংশ ইতিমধ্যে বিপ্লবীভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল তাদের স্বভাবতই নিজেদের যুক্ত করতে হল বিপ্লবী স্বার্থের শ্রেষ্ঠ পুরোহিত, বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে। আমরা দেখেছি পার্লামেণ্টে পেটি বুর্জোয়ার গণতান্ত্রিক মুখপাত্র, অর্থাৎ 'পর্বত', তাদের পার্লামেণ্টে পরাজয়ের ফলে কী ভাবে বাধ্য হয়ে প্রলেতারিয়েতের সমাজতন্ত্রী মুখপাত্রদের দিকে ভেড়ে, এবং কী ভাবে পার্লামেণ্টের বাইরেকার আসল পেটি বুর্জোয়ারা আপোষে মিটমাটের ঠেলায়, বুর্জোয়া স্বার্থের পাশব জবরদস্তি ও দেউলিয়া ঘোষণার চাপে আসল প্রলেতারীয়দের দিকে ভেড়ে। ২৭শে জানুয়ারি 'পর্বত' ও

সমাজতন্ত্রীরা তাদের সমঝোতার উৎসব অনুষ্ঠিত করেছিল, ১৮৪৯ সালের ফেব্রুয়ারির বিরাট ভোজসভায় তারা পুনর্ঘোষিত করল তাদের মৈত্রী। সমাজতন্ত্রী ও গণতান্ত্রিক পার্টির, শ্রমিক ও পেটি বুর্জোয়ার পার্টির মিলনে গঠিত হল **সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি** অথবা **লাল** পার্টি।

জুন দিবসের পরবর্তী যন্ত্রণায় সাময়িকভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হবার পর ফরাসী প্রজাতন্ত্র, জরুরী অবস্থার অবসানের পর থেকে, ১৯শে অক্টোবর থেকে অবিশ্রাম এক একটা প্রবল উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে আসছিল। প্রথমে রাষ্ট্রপতিত্ব নিয়ে সংগ্রাম, তারপর রাষ্ট্রপতি ও সংবিধান সভার লড়াই; ক্লাবের জন্য লড়াই; বুর্জে-র* বিচার পর্ব যা রাষ্ট্রপতি, সম্মিলিত রাজতন্ত্রী, গণ্যমান্য প্রজাতন্ত্রী, গণতান্ত্রিক 'পর্বত' ও প্রলেতারিয়েতের সমাজতন্ত্রী তত্ত্ববাগীশদের খর্বাকৃতি মূর্তির তুলনায় প্রলেতারিয়েতের প্রকৃত বিপ্লবীদের প্রতিপন্ন করল এমন সব আদিম অতিকায় প্রাণী বলে, যা একমাত্র প্রলয়ের পরেই সমাজদেহে থেকে যায় অথবা সামাজিক প্রলয়ের পূর্বাহ্নেই কেবল দেখা দিতে পারে; নির্বাচনী প্রচার আন্দোলন; ব্রেয়া হত্যাকারীদের** মৃত্যুদণ্ড; সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে অবিরাম মামলা; ভোজসভাগুলির উপর পুলিশের হামলার সাহায্যে সরকারের হিংস্র হস্তক্ষেপ; উদ্ধত রাজতন্ত্রী প্ররোচনা; লাঞ্ছনা-মঞ্চে লুই ব্লাঁ ও কসিদিয়েরের ছবি প্রদর্শন; সংস্থাপিত প্রজাতন্ত্র ও সংবিধান সভার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সংঘাত প্রতিমুহূর্তেই যা বিপ্লবকে ঠেলে আনছিল তার উৎসমুখে, দণ্ডে দণ্ডে যা বিজেতাকে বিজিত ও বিজিতকে বিজেতায় রূপান্তরিত করছিল ও পলকের মধ্যে পার্টি ও শ্রেণীর অবস্থান, তাদের বিচ্ছেদ ও মিলনের পরিবর্তন ঘটাচ্ছিল; ইউরোপীয় প্রতিবিপ্লবের দ্রুত অভিযান; গৌরবোজ্জ্বল হাঙ্গারীয় সংগ্রাম; জার্মানির সশস্ত্র অভ্যুত্থানসমূহ; রোম অভিযান; রোমের কাছে ফরাসী বাহিনীর কলঙ্কজনক পরাজয় — গতির এই ঘূর্ণাবর্তে, ঐতিহাসিক চাঞ্চল্যের এই তাণ্ডবে, বিপ্লবী আবেগ ও আশা নিরাশার এই নাটকীয় জোয়ার ভাঁটায় ফরাসী সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে তাদের বিকাশ পর্বের হিসাব কষতে হচ্ছিল সপ্তাহের মাপে, আগে যেখানে ব্যবহৃত হয়েছে অর্ধশতাব্দীর মাপ। কৃষক ও

* সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগে ১৮৪৮ সালের ১৫ মে-র ঘটনায় যোগদানকারীদের বিচার। বুর্জে শহরে অনুষ্ঠিত এই বিচারের সময় আদালতের সামনে হাজির করা হয় প্রলেতারিয়েতের নেতাদের (ব্লাঙ্কি, বার্বে), ও 'পর্বত' দলের একটি অংশকে। ব্লাঙ্কির হল দশ বছর নির্জন কারাদণ্ড; বি. ফ্লুট, সোব্রিয়ে ও রাস্পাই-এর বিভিন্ন বছর মেয়াদের কারাদণ্ড হয়; বার্বে, আলবের, লুই ব্লাঁ, কসিদিয়ের, লাভিরো ও হুবার নির্বাসিত হলেন। — সম্পাঃ

** প্যারিস প্রলেতারিয়েতের জুন অভ্যুত্থান দমনকারী বাহিনীর একাংশের সেনানায়ক জেনারেল ব্রেয়া ক'তেনব্লো-র ফটকের সামনে ১৮৪৮ সালের ২৫শে জুন বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন। এই ব্যাপারে বিদ্রোহে যোগদানকারী দুই ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড হয়। — সম্পাঃ

প্রদেশগুলির মধ্যে অনেকখানি বিপ্লবী রূপান্তর ঘটেছিল। নেপোলিয়নের ব্যাপারেই শুধু যে তারা নিরাশ হয়েছিল তাই নয়; পরন্তু লাল পার্টি তাদের দিতে চাইল নামের বদলে সারবস্তু, ট্যাক্সের হাত থেকে ভুয়া মুক্তির বদলে লেজিটিমিস্টদের হাতে তুলে দেওয়া দশ লক্ষ মুদ্রার পুনঃশোধ, বন্ধকগুলির বন্দোবস্ত এবং সুদখোরির অবসান।

খাস সৈন্যবাহিনীতেও বিপ্লবী উদ্দীপনা সংক্রামিত হয়। বোনাপার্টকে ভোটের মারফৎ তারা জয়ের জন্য ভোট দিয়েছিল আর তিনি তাদের দিলেন পরাজয়। তাঁর মারফৎ তারা ভোট দিয়েছিল ক্ষুদে কর্পোরালকে*, যার পিছনে প্রচ্ছন্ন থাকে বৃহৎ বিপ্লবী সেনানায়ক; আর তিনি ফের আবার তাদের দিলেন বৃহৎ সেনানায়কদের যাদের আড়ালে আশ্রয় নিলেন পোষাকী কর্পোরাল। সংশয় রইল না যে লাল পার্টি অর্থাৎ সম্মিলিত গণতান্ত্রিক পার্টি চূড়ান্ত বিজয় না হলেও অন্তত বড় সাফল্য অর্জন করবেই, প্যারিস ও সৈন্যবাহিনী এবং অনেকগুলি প্রদেশ ভোট দেবে তাকেই। 'পর্বতের' নেতা **লেদ্রু-রলাঁ** পাঁচ পাঁচটি প্রদেশের দ্বারা নির্বাচিত হলেন; শৃঙ্খলা পার্টির কোন নেতা এ ধরনের জয়লাভ করতে পারেননি, খাঁটি প্রলেতারীয় পার্টির কোন প্রার্থীও পারেনি। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী পার্টির রহস্য আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত করে এই নির্বাচন। একদিকে গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়ার পার্লামেণ্টীয় প্রবক্তা 'পর্বত' যেমন বাধ্য হয়েছিল প্রলেতারিয়েতের সমাজতন্ত্রী তত্ত্ববাগীশদের সঙ্গে হাত মেলাতে, তেমনি জুনের ভয়ানক বাস্তব পরাজয়ের ফলে বুদ্ধিবৃত্তিক জয়লাভের সাহায্যে ফের উত্থানের চেষ্টা করতে বাধ্য হয়ে, এবং অন্যান্য শ্রেণীর বিকাশের মারফৎ তখনও পর্যন্ত বিপ্লবী একনায়কতন্ত্র অর্জন করতে না পেরে প্রলেতারিয়েতকে তার মুক্তির তত্ত্ববাগীশদের, সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠীগুলির প্রতিষ্ঠাতাদের কোলে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। অন্যদিকে বিপ্লবী কৃষক, সেনাবাহিনী ও প্রদেশগুলি ভিড়ল 'পর্বতের' পিছনে, যে 'পর্বত' তাই হয়ে দাঁড়াল বিপ্লবী সেনাশিবিরের একাধিপতি প্রভু, সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে বোঝাপড়ার দরুন বিপ্লবী পার্টির ভিতরে সকল বিরুদ্ধতার অবসান ঘটিয়েছিল তারা। সংবিধান সভার জীবনের শেষার্ধে 'পর্বতই' সভার প্রজাতন্ত্রী উদ্দীপনার প্রতিনিধিত্ব করত; এতে করে অস্থায়ী সরকার, কার্যনির্বাহক কমিশন ও জুন দিবসের সময়কার তার পাপ বিস্মৃতির গর্ভে বিসর্জন করিয়ে নেয়। *National*-এর পার্টি তার দোটানা প্রকৃতির দরুন যে পরিমাণে রাজতন্ত্রী মন্ত্রিসভার দ্বারা নিজেকে অবদমিত হতে দিল, *National*-এর একচ্ছত্রতার যুগে যাকে একপাশে হটিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই 'পর্বত' দল ততই উঠে দাঁড়াল ও আত্মপ্রকাশ করল বিপ্লবের পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধি হিসাবে। প্রকৃতপক্ষে, অন্য সব, অর্থাৎ রাজতন্ত্রী গোষ্ঠীদের বিরুদ্ধে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিবর্গ ও আদর্শবাদী গলাবাজি

* ক্ষুদে কর্পোরাল — প্রথম নেপলিয়নের এই ডাক নাম দিয়েছিল ফরাসী সৈন্যরা। — সম্পাঃ

ছাড়া *National*-এর পার্টির কিছুই দাঁড় করাবার ছিল না। অপরপক্ষে 'পর্বতের' পার্টি বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে দোদুল্যমান এক জনতার প্রতিনিধিত্ব করত, এমন এক জনতা যাদের বৈষয়িক স্বার্থ দাবি জানাচ্ছিল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের। কাভেনিয়াক ও মারাস্তদের তুলনায় লেদ্রু-রলাঁ ও 'পর্বতই' তাই প্রকৃত বিপ্লবের প্রতিনিধি ছিলেন আর এই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার সচেতনতায় তাঁরা ততই সাহসী হয়ে উঠেছিলেন, যতই বিপ্লবী উদ্দীপনার প্রকাশ সীমাবদ্ধ থাকছিল পার্লামেণ্টী আক্রমণ, অভিযোগ প্রস্তাব আনয়ন, ভীতি প্রদর্শন, উচ্চকণ্ঠ, বজ্রনির্ঘোষময় বক্তৃতা ও শুধু চরম কথাবার্তার মধ্যেই। কৃষকদের অবস্থা ছিল প্রায় পেটি বুর্জোয়ারই মতো; তারা যে সামাজিক দাবি তুলছিল তাও ছিল মোটের উপর একই। তাই সমাজের সমস্ত মধ্যবর্তী স্তরই বিপ্লবী আন্দোলনের ভিতরে যতখানি এসে পড়েছিল ততখানি পর্যন্ত তারা লেদ্রু-রলাঁ-র ভিতরেই দেখতে পেল তাদের নায়ককে। লেদ্রু-রলাঁই হলেন গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়ার প্রধান মানুষ। শৃঙ্খলা পার্টির বিরুদ্ধে সর্বপ্রথমে এ শৃঙ্খলার আধা রক্ষণশীল, আধা বিপ্লবী ও পুরোদস্তুর ইউটোপীয় সংস্কারকদের পুরোভাগে ঠেলে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল।

National-এর পার্টি, 'সংবিধানেরই প্রকৃত সুহৃদ', খাঁটি প্রজাতন্ত্রীগণ নির্বাচনে সম্পূর্ণ পরাস্ত হল। বিধান সভায় তাদের ক্ষুদ্র এক সংখ্যাল্প দল ঢুকল; তাদের সব থেকে নামজাদা নেতারা এমন কি প্রধান সম্পাদক ও সম্মানীয় প্রজাতন্ত্রের অর্ফিয়ুস, মারাস্ত পর্যন্ত রঙ্গমঞ্চ থেকে অন্তর্ধান করলেন।

২৮শে মে* বিধান সভার অধিবেশন শুরু হয়। ১১ই জুন ৮ই মে-র সংঘাতের পুনরভিনয় ঘটল এবং 'পর্বতের' নামে লেদ্রু-রলাঁ রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে এক অভিযোগ প্রস্তাব আনলেন সংবিধান লংঘনের জন্য, রোমের উপর গোলাবর্ষণের জন্য। ১১ই মে সংবিধান সভা যেমন নাকচ করেছিল, ১১ই জুন বিধান সভাও তেমনি নাকচ করল অভিযোগ প্রস্তাব। কিন্তু প্রলেতারিয়েত এবার 'পর্বতকে' বাধ্য করল রাস্তায় নামতে, অবশ্য রাস্তার লড়াই-এ নয়, শুধু এক রাস্তার মিছিলে। এ আন্দোলনের শীর্ষে ছিল 'পর্বত', এইটুকু বললেই বোঝা যাবে যে আন্দোলন পরাস্ত হয়েছিল এবং ১৮৪৯-এর জুন হয়ে দাঁড়িয়েছিল ১৮৪৮-এর জুনের যেমন হাস্যকর তেমনই জঘন্য এক প্রহসন। ১৩ই জুনের বিরাট পশ্চাদপসরণকে শুধু ছাপিয়ে গেল শৃঙ্খলা পার্টি কর্তৃক উদ্ভাবিত মহাপুরুষ শাঙ্গার্নিয়ের বিপুলতর যুদ্ধ রিপোর্ট। হেলভেশিয়াস যা বলেছেন — সামাজিক প্রত্যেক যুগেরই প্রয়োজন পড়ে নিজস্ব মহাপুরুষের, সে মহাপুরুষ না থাকলে তাকে উদ্ভাবন করে নেয়।

* 'ফ্রান্সে শ্রেণী সংগ্রাম' এবং 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার' গ্রন্থ দুটির প্রথম ও সব কটি পরবর্তী সংস্করণে তারিখ দেওয়া ছিল ২৯শে মে। আসলে বিধান সভার উদ্বোধন হয়েছিল ১৮৪৯ সালের ২৮শে মে। — সম্পাঃ

২০শে ডিসেম্বর সংবদ্ধ বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের আধখানার মাত্র অস্তিত্ব ছিল — **রাষ্ট্রপতির**; ২৮শে মে সেটি সম্পূর্ণ হল অন্য আধখানা অর্থাৎ **বিধান সভার** দ্বারা। ১৮৪৮ সালের জুন মাসে সংবিধায়ক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে এক অকথ্য সংগ্রাম মারফৎ এবং ১৮৪৯ সালের জুন মাসে সংবিধিবদ্ধ বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র পেটি বুর্জোয়ার সঙ্গে এক অনুচ্চারণীয় প্রহসন মারফৎ তাদের নাম গ্রথিত করল ইতিহাসের জন্মপঞ্জিতে। ১৮৪৯-এর জুন হল ১৮৪৮ সালের জুনের নেমেসিস*, ১৮৪৯ সালের জুন মাসে শ্রমিকেরা পরাস্ত হয়নি, পতিত হল শ্রমিক ও বিপ্লবের মধ্যে দণ্ডায়মান পেটি বুর্জোয়া। ১৮৪৯-এর জুন মজুরি ও পুঁজির মধ্যে একটা রক্তাক্ত ট্র্যাজেডি নয়, বরঞ্চ দেনাদার পাওনাদারদের জেলভর্তি করা শোচনীয় এক নাটক। জয়যুক্ত হল শৃঙ্খলা পার্টি, সে হল সর্বশক্তিমান; এখন তার স্বরূপ দেখানোর পালা।

৩

১৩ই জুন, ১৮৪৯-এর ফলাফল

২০শে ডিসেম্বরে **নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের** জেনাস-মাথার** শুধু একটি মুখই দেখা গিয়েছিল তখন পর্যন্ত, তার লুই বোনাপার্টের আবছায়া, সাদামাটা আদলসহ কার্যনির্বাহক মুখ। ১৮৪৯ সালের ২৮শে মে তার দ্বিতীয় মুখ দেখা গেল, পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও জুলাই রাজতন্ত্রের উচ্ছৃংখলতা যে ক্ষতচিহ্ন রেখে গিয়েছিল তার দ্বারা কলঙ্কিত তার **বিধানিক** মুখটি। জাতীয় বিধান সভার সঙ্গে সঙ্গে **নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র** ব্যাপারটি সম্পূর্ণ হল, সম্পন্ন হল সরকারের সেই প্রজাতন্ত্রীরূপ, যার ভিতরে বিধিবদ্ধ হয়েছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন, সুতরাং যে দুটি বৃহৎ রাজতন্ত্রী গোষ্ঠী নিয়ে ফরাসী বুর্জোয়া গঠিত তাদের উভয়েরই শাসন, মিলিত লেজিটিমিস্ট ও অর্লিয়ান্সীদের, **শৃঙ্খলা পার্টির** শাসন। ফরাসী প্রজাতন্ত্র এইভাবে যেমন রাজতন্ত্রী পার্টিদের এক জোটের সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াল, প্রতিবিপ্লবী শক্তিপুঞ্জের ইউরোপীয় জোটও তেমনই সঙ্গে সঙ্গে মার্চ বিপ্লবের শেষ আশ্রয়স্থানগুলির বিরুদ্ধে এক সাধারণ জেহাদ শুরু করল। রাশিয়া হাঙ্গেরি আক্রমণ করল; যে বাহিনী রাইখ সংবিধান রক্ষা করছিল তার বিরুদ্ধে অভিযান চালাল প্রাশিয়া, আর রোমের উপরে গোলাবর্ষণ করলেন উদিনো। ইউরোপীয় সংকট স্পষ্টতই পৌঁছচ্ছিল এক নির্ধারক সন্ধিক্ষণে; গোটা ইউরোপের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল প্যারিসে আর সমস্ত প্যারিসের চোখ ছিল **বিধান সভার** উপরে।

* নেমেসিস — প্রাচীন গ্রীসের পুরাকথায় প্রতিশোধের দেবী। — সম্পাঃ

** প্রাচীন রোমান দেবতা জেনাসের (Janus) বিপরীত দিকে ফেরানো দুইটি মুখ কল্পনা করা হত। — সম্পাঃ

১১ই জুন সভার বক্তৃতা মঞ্চে উঠলেন লেদ্রু-রলাঁ। তিনি কোন বক্তৃতা করলেন না; মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে তিনি শাস্তিবিধানের এক দাবি জানালেন — অনাবৃত, অমার্জিত তথ্যনিষ্ঠ, সংহত ও জোরালো এক দাবি।

রোম. আক্রমণ হচ্ছে সংবিধানের উপরেই আক্রমণ; রোমান প্রজাতন্ত্রের উপরে হামলা ফরাসী প্রজাতন্ত্রের উপরেই হামলা। সংবিধানের পঞ্চম ধারায় আছে: 'ফরাসী প্রজাতন্ত্র কখনও কোন জাতির স্বাধীনতার বিরুদ্ধে তার শক্তিপ্রয়োগ করবে না', অথচ রোমান স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সৈন্য নিয়োগ করছেন রাষ্ট্রপতি। সংবিধানের চুয়ান্ন ধারা জাতীয় সভার বিনা অনুমতিতে কার্যনির্বাহক শক্তির তরফ থেকে যে কোন যুদ্ধ ঘোষণা নিষিদ্ধ করেছে। সংবিধান সভার ৮ই মে-র সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে মন্ত্রীদের নির্দেশ দিয়েছে যথাসম্ভব রোম অভিযানকে তার প্রাথমিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে আনতে হবে; সুতরাং সমান স্পষ্টভাবেই সে নির্দেশে রোমের উপরে হামলা নিষিদ্ধ; অথচ রোমের উপরে গোলা ফেলছেন উদিনো। লেদ্রু-রলাঁ এইভাবে বোনাপার্ট ও তাঁর মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষী মানলেন খোদ সংবিধানকেই। জাতীয় সভার রাজতন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রতি সংবিধানের মুখপাত্র হিসাবে তিনি এই সতর্কবাণী হানলেন: 'সংবিধানকে মান্য করতে শিখিয়ে দেবে প্রজাতন্ত্রীরা সবরকম পন্থায়, এমন কি অস্ত্রের জোরেও!' **'অস্ত্রের জোরে!'** 'পর্বতের' শতগুণ প্রতিধ্বনিতে পুনরাবৃত্তি হল এই ধ্বনির। সংখ্যাগুরু পক্ষ এর জবাব দিল প্রচণ্ড হট্টগোল তুলে; জাতীয় সভার সভাপতি লেদ্রু-রলাঁকে শৃঙ্খলা মেনে চলতে বললেন। লেদ্রু-রলাঁ পুনরাবৃত্তি করলেন তাঁর সংগ্রামী ঘোষণার ও শেষ পর্যন্ত সভাপতির টেবিলে রাখলেন বোনাপার্ট ও তাঁর মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অভিশংসন প্রস্তাব। ৩৬১-২০৩ ভোটে জাতীয় সভা সাব্যস্ত করল রোমের উপরে গোলাবর্ষণ প্রসঙ্গ থেকে আলোচ্য সূচীর পরবর্তী দফায় যাওয়া হবে।

লেদ্রু-রলাঁ কি বিশ্বাস করতেন যে তিনি সংবিধানের সাহায্যে জাতীয় সভাকে ও জাতীয় সভার সাহায্যে রাষ্ট্রপতিকে হারাতে পারবেন?

একথা ঠিক যে সংবিধানে বিদেশী জাতিগুলির স্বাধীনতার উপরে আক্রমণ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, কিন্তু ফরাসী বাহিনী রোমে যার উপরে আক্রমণ চালাচ্ছিল, মন্ত্রিসভার মতে তা *'স্বাধীনতা'* নয় বরঞ্চ *'নৈরাজ্যের স্বেচ্ছাচার'*। সংবিধান সভার সমস্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও 'পর্বত' কি তখনও পর্যন্ত এ কথা বোঝেনি যে সংবিধানের ব্যাখ্যাকার তার স্রষ্টারা নয়, শুধু তারাই যারা সংবিধানকে গ্রহণ করে নিয়েছে? সংবিধানের কথাগুলিকে বুঝতে হবে তার সজীব অর্থে, এবং বুর্জোয়া ব্যাখ্যাই হল তার একমাত্র সজীব অর্থ? বোনাপার্ট ও জাতীয় সভার রাজতন্ত্রী সংখ্যাগুরু অংশই হল সংবিধানের প্রামাণ্য ব্যাখ্যাকার, যেমন পাদ্রী হচ্ছেন বাইবেলের প্রামাণ্য ব্যাখ্যাকার এবং বিচারক আইনের? সাধারণ নির্বাচন থেকে সদ্যোদ্ভূত জাতীয় সভার কি উচিত মৃত সংবিধান সভার

অন্তিমপত্রের শর্ত মানতে বাধ্য বোধ করা, যখন জীবিত অবস্থাতেই তার ইচ্ছা লঙ্ঘন করে গেছেন এক আদিলোঁ বারো? লেদ্রু-রলাঁ যখন সংবিধান সভার ৮ই মে প্রস্তাবের নজির দেখাচ্ছিলেন তখন কি তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে সেই সংবিধান সভাই ১১ই মে তারিখে বোনাপার্ট ও মন্ত্রীদের অভিযুক্ত করার তাঁর প্রথম প্রস্তাবটি নাকচ করেছিল, রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীদের অব্যাহতি দিয়েছিল, রোমের উপরে আক্রমণও তাই 'সংবিধানসঙ্গত' বলেই মঞ্জুর করেছিল? তিনি কি ভুলে গিয়েছিলেন যে ইতিমধ্যে যে-রায় দেওয়া হয়ে গেছে তার বিরুদ্ধে তিনি একটি আপিল করেছেন মাত্র, আর শেষ কথা তাঁর সে আপিল হচ্ছে প্রজাতন্ত্রী সংবিধান সভার কাছ থেকে রাজতন্ত্রী বিধান সভার কাছেই? সংবিধানই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সাহায্য নেবার ব্যবস্থা করেছিল বিশেষ একটি ধারায় সমস্ত নাগরিকদের সংবিধান রক্ষার জন্য আহ্বান জানিয়ে। লেদ্রু-রলাঁ এই ধারার উপরেই ভিত্তি করেছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সরকারী কর্তৃপক্ষগুলিও কি সংবিধান রক্ষার জন্যই সংগঠিত নয়, আর সংবিধান লঙ্ঘন কি শুধু সেই মুহূর্তে থেকে শুরু হয় না, যখন একটি বৈধ সরকারী কর্তৃপক্ষ আর একটি বৈধ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে? অথচ প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি, প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রীবর্গ ও প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সভার মধ্যে সব থেকে সঙ্গতিপূর্ণ মতৈক্যই তো বর্তমান।

১১ই জুন 'পর্বত' যা করতে চেয়েছিল সেটা **'বিশুদ্ধ যুক্তির চৌহদ্দির মধ্যে অভ্যুত্থান ঘটানো'** অর্থাৎ একটি নিছক **পার্লামেণ্টারী অভ্যুত্থান**। সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ জনসাধারণের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সম্ভাবনায় সন্ত্রস্ত হয়ে যেন বোনাপার্ট ও মন্ত্রীদের মারফৎ তার আপন শক্তি ও তার নিজস্ব নির্বাচনের তাৎপর্য বিনষ্ট করবে। বারো-ফালু মন্ত্রিসভার পদচ্যুতির জন্য অতি নাছোড়বান্দা জেদ করার সময়ে সংবিধান সভা কি অনুরূপভাবে বোনাপার্টের নির্বাচনটাই নাকচ করার চেষ্টা করেনি?

কনভেনশনের সময় থেকে এমন পার্লামেণ্টারী অভ্যুত্থানের নজিরেরও অভাব হয়নি যা অকস্মাৎ সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়, আর প্রাক্তন 'পর্বত' যেখানে সফল হয়েছিল সেখানে নবীন 'পর্বত' কি ব্যর্থ হতে পারে? সে সময়ের সম্পর্কাদিও এরূপ প্রচেষ্টার প্রতিকূল মনে হয়নি। প্যারিসে জনসাধারণের বিক্ষোভ আশঙ্কাজনকভাবে এক উচ্চ পর্যায়ে উঠেছিল; নির্বাচনের ভোট দেখে মনে হয়েছিল সৈন্যবাহিনী সরকারের প্রতি প্রসন্ন নয়; বিধান সভার সংখ্যাগুরু অংশও সুসংহত হওয়ার পক্ষে তখনও পর্যন্ত অতি অপরিণত, তার উপরে তারা হল প্রবীণ ভদ্রলোকের দল। 'পর্বত' যদি পার্লামেণ্টারী অভ্যুত্থানে সফল হয় তবে রাষ্ট্রের হাল সরাসরি এসে পড়বে তাদেরই মুঠোয়। বরাবরের মতোই গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়া তার দিক থেকে শূন্যে, তার মাথার উপরে পার্লামেণ্টের গতায়ু ছায়া-মূর্তিদের মধ্যে লড়াই চলুক — এর চেয়ে তীব্রভাবে আর কিছুরই কামনা করেনি। সর্বোপরি,

পার্লামেন্টারী অভ্যুত্থান মারফৎ গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়া ও তার প্রতিনিধি 'পর্বত' উভয়েই প্রলেতারিয়েতকে লাগাম না ছেড়ে বা পরিপ্রেক্ষিত হিসাবে ছাড়া তাকে হাজির হতে না দিয়ে বুর্জোয়া শক্তি চূর্ণ করার মহান লক্ষ্য সাধন করবে; প্রলেতারিয়েতকে ব্যবহার করা হবে অথচ সে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে না।

জাতীয় সভার ১১ই জুনের ভোটের পরে 'পর্বতের' কিছু সদস্য ও গুপ্ত শ্রমিক সমিতিগুলির প্রতিনিধিদের মধ্যে এক সম্মেলন হয়। শেষোক্তরা তাগিদ দিল সে সন্ধ্যাতেই আক্রমণ শুরু হোক। 'পর্বত' এ পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে নাকচ করল। কোনক্রমেই সে তার মুঠো থেকে নেতৃত্ব ফস্কে যেতে দিতে রাজী ছিল না; শত্রুদের মতো মিত্রাও তার কাছে সমান সন্দেহভাজন ছিল, এবং তা ঠিকই। ১৮৪৮ সালের জুন মাসের স্মৃতি আগের চেয়ে প্রবলতরভাবেই তরঙ্গায়িত হচ্ছিল প্যারিস প্রলেতারিয়েত মহলে। তবুও সে শৃঙ্খলিত ছিল 'পর্বতের' সঙ্গে মৈত্রিবন্ধনে। জেলার অধিকাংশের প্রতিনিধিত্ব করত 'পর্বত' দল; সৈন্যবাহিনীতে সে তার প্রভাবটুকু বাড়িয়ে দেখত; জাতীয় রক্ষিবাহিনীর গণতান্ত্রিক অংশ ছিল তার হাতে; দোকানীদের নৈতিক শক্তিও ছিল তার পিছনে। 'পর্বতের' ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তার উপরে আবার কলেরায় ক্ষতিগ্রস্ত ও বেকারির ফলে যথেষ্ট সংখ্যায় প্যারিস থেকে বিতাড়িত হয়ে প্রলেতারিয়েতের পক্ষে এই মুহূর্তে বিপ্লব শুরু করার অর্থ হত ১৮৪৮-এর জুন দিবসের অর্থহীন পুনরাবৃত্তি, সেই মরীয়া লড়াই বাধ্য হয়ে যে পরিস্থিতিতে চালাতে হয়েছিল তা বাদেই। শ্রমিক প্রতিনিধিরা একমাত্র যুক্তিযুক্ত কাজটাই করল। 'পর্বতকে' তারা **বেকায়দায় পড়তে,** অর্থাৎ তার অভিযোগ প্রস্তাব বাতিল হলে পার্লামেন্টারী সংগ্রামের চৌহদ্দি থেকে তাকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করল। গোটা ১৩ই জুন ধরে তারা এই সংশয়পূর্ণ সজাগ দৃষ্টি বজায় রাখে আর গণতান্ত্রিক জাতীয় রক্ষিবাহিনী ও সৈন্যদলের মধ্যে গুরুতর আপোষহীন *mêlée** প্রতীক্ষা করে যাতে তখন তারা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে ও বিপ্লবকে ঠেলে এগিয়ে নিতে পারে তার পেটি বুর্জোয়া-নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাপিয়ে। জয়লাভের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই এক প্রলেতারীয় কমিউন তৈরী হয়ে ছিল যা স্থান নেবে বৈধ সরকারের পাশেই। জুন, ১৮৪৮-এর রক্তাক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষা নিয়েছিল প্যারিসের শ্রমিক।

১২ই জুন স্বয়ং মন্ত্রী লাক্রস বিধান সভায় প্রস্তাব হাজির করলেন অবিলম্বেই অভিযোগ প্রস্তাবের আলোচনা শুরু হোক। রাত্রিতেই সরকার প্রতিরোধ ও আক্রমণের সবরকম ব্যবস্থা করে রেখেছিল; জাতীয় সভার সংখ্যাগুরু অংশ বিদ্রোহী সংখ্যালঘুদের ঠেলে রাস্তায় নামাবার জন্য কৃতসংকল্প ছিল; সংখ্যালঘুরাও আর পিছু হটার যো

* হাঙ্গামা। — সম্পাঃ

ছিল না; পাশার দান ফেলা হয়ে গিয়েছিল। অভিযোগ প্রস্তাব নাকচ হল ৩৭৭—৮ ভোটে। ভোটদানে বিরত 'পর্বত' দল ক্ষুব্ধচিত্তে দ্রুত বেরিয়ে পড়ল 'শান্তিপ্রিয় গণতন্ত্রের' প্রচার প্রকোষ্ঠে, *Démocratie pacifigue** সংবাদপত্রের দপ্তরে।

পার্লামেণ্ট ভবন থেকে নিষ্ক্রমণ তার শক্তি নাশ করে দিল, ঠিক যেমন মৃত্তিকা থেকে বিচ্ছেদের ফলেই মৃত্তিকার অতিকায় সন্তান, আণ্টিয়সের শক্তি নষ্ট হয়েছিল। বিধান সভার এলাকার মধ্যে স্যামসন হলেও 'শান্তিপ্রিয় গণতন্ত্রের' এলাকায় এরা ছিল কূপমণ্ডূক মাত্র। শুরু হল এক সুদীর্ঘ, কোলাহলপূর্ণ এলোমেলো বিতর্ক। 'পর্বত' সংকল্প করেছিল সর্ববিধ উপায়ে সংবিধানের মর্যাদা রাখতে সে সবাইকে বাধ্য করবে **'শুধু অস্ত্রের জোরে ছাড়া'**। এই সিদ্ধান্তে তাকে সমর্থন করল 'সংবিধান সুহৃদদের' এক ইশতেহার ও তাদের প্রেরিত প্রতিনিধিদল। *National* গোষ্ঠীর, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী পার্টির ধ্বংসাবশেষই নিজের নামকরণ করেছিল 'সংবিধান সুহৃদ'। তার বাকি পার্লামেণ্টী প্রতিনিধিদের মধ্যে মাত্র ছ-জন যেখানে অভিযুক্তদের বিচার প্রস্তাব নাকচ করার **বিরুদ্ধে** ভোট দেয়, অন্যেরা দল বেঁধে ভোট দেয় প্রস্তাব নাকচ করার **পক্ষেই, কাভেনিয়াক** যেখানে শৃংখলা পার্টির হাতে তুলে দেন তাঁর তলোয়ার, সেখানে গোষ্ঠীর বৃহত্তর, পার্লামেণ্ট বহির্ভূত অংশ তাদের রাজনৈতিক ভাগাড়ের অবস্থা থেকে নির্গত হওয়ার ও গণতান্ত্রিক পার্টির ঝাঁকে ভিড়ে পড়ার সুযোগ আঁকড়ে ধরল লুব্ধচিত্তেই। যে পার্টি আত্মগোপন করেছে তাদেরই ঢালের পিছনে, তাদেরই **নীতির** আড়ালে, **সংবিধানের** অন্তরালে, এমন পার্টির স্বাভাবিক ঢাল-বরদার বলে তারাই কি প্রতিভাত হবে না?

ভোর অবধি গর্ভযন্ত্রণা চলল 'পর্বতের'। ফলে জন্ম হল **'জনসাধারণের উদ্দেশে ঘোষণার'**, যেটি ১৩ই জুন সকালে দুটি সমাজতন্ত্রী পত্রিকায় ন্যূনাধিক সলজ্জ একটা স্থান পেল। তাতে রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রীবর্গ ও বিধান সভার অধিকাংশকে **'সংবিধান বহির্ভূত'** *(hors la Constitution)* ঘোষণা করা হয় এবং জাতীয় রক্ষিবাহিনী, সৈন্যদল ও সর্বশেষে জনসাধারণকে আহ্বান জানান হয় 'উঠে দাঁড়াবার'। **'দীর্ঘজীবী হোক সংবিধান!'** এই ধ্বনিই সে তুলল, যে ধ্বনির তাৎপর্য **'বিপ্লব চুলোয় যাক!'** ছাড়া আর কিছুই নয়।

'পর্বত' দলের সাংবিধানিক ঘোষণা অনুসারে ১৩ই জুন পেটি বুর্জোয়ার একটি তথাকথিত **শান্ত মিছিল** বের হল; অর্থাৎ প্রধানত নিরস্ত্র জাতীয় রক্ষিবাহিনী ও তার সঙ্গে গুপ্ত শ্রমিক সংস্থাগুলির কিছু সদস্যের সংমিশ্রণ, ৩০,০০০ লোকের এই রাস্তার মিছিল **'সংবিধান দীর্ঘজীবী হোক!'** ধ্বনি নিয়ে শাতো দ'ও থেকে বুলভারগুলো

* *Démocratie pacifique:* **ফুরিয়েপন্থীদের মুখপত্র, ১৮৪৩-৫১ সালে কঁসিদেরাঁ কর্তৃক প্যারিসে প্রকাশিত। — সম্পাঃ**

দিয়ে এগোল। শোভাযাত্রার লোকেরাই সে ধ্বনি উচ্চারণ করছিল যান্ত্রিক ও নিরুত্তাপভাবে, কলুষিত বিবেক নিয়ে; উত্তাল বজ্রনির্ঘোষে পরিণত না হয়ে সে আওয়াজ পাশের হাঁটাপথে ভিড় করে আসা জনতার প্রতিধ্বনিতে ফেরৎ আসছিল শ্লেষভরে। বহুকণ্ঠের সঙ্গীতে অভাব ঘটেছিল জলদ গম্ভীর স্বরগুলির। আর মিছিল যখন 'সংবিধান সুহৃদদের' সভাকক্ষের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এবং ছাতের উপরে দেখা গেল সংবিধানের জনৈক ভাড়াটে দূত, তার ক্ল্যাকার টুপি প্রবলবেগে আকাশে ঘোরাতে ঘোরাতে প্রচণ্ড কলিজার জোরে **'সংবিধান দীর্ঘজীবী হোক!'** এই ধরতাই ধ্বনি যেন তীর্থযাত্রীদের মাথায় শিলাবর্ষণের মতো বর্ষিত হতে দিল, তখন পরিস্থিতির হাস্যকরতা উপলব্ধি করে মিছিলের লোকেরাই যেন সাময়িকভাবে অভিভূত হয়ে পড়ল। মিছিল দে লা পে' রাস্তার কাছে পেঁছিলে শাঙ্গার্নিয়ের ঘোড়সওয়ারেরা কী ভাবে বুলভারগুলোয় একেবারেই অপার্লামেণ্টী কেতায় তার অভ্যর্থনা করল, কী ভাবে পলকের মধ্যে মিছিল চতুর্দিকে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল ও যাবার সময় পিছন পানে বারকয়েক 'অস্ত্র ধর' হাঁক দিয়ে গেল শুধু যাতে ১১ই জুনের পার্লামেণ্টারী অস্ত্রধারণের আহ্বানটুকু পূর্ণ হতে পারে — এসব কথা সকলেই জানে।

রুয়ে দ'আজার-এ সমবেত 'পর্বতের' অধিকাংশ সদস্য ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেন যখন শান্তিপূর্ণ মিছিলের এই হিংস্র বিতাড়ন, বুলভারগুলোয় নিরস্ত্র নাগরিক হত্যার চাপা গুজব আর রাস্তায় ক্রমবর্ধমান সোরগোল আসন্ন অভ্যুত্থানেরই যেন ইঙ্গিত জানাচ্ছিল। সভা-প্রতিনিধিদের ছোট একটি দলের নেতৃত্বে **লেদ্রু-রলাঁ** রাখলেন 'পর্বত'দলের সম্মান। জাতীয় প্রাসাদে সমবেত প্যারিস গোলন্দাজ বাহিনীর আশ্রয়ে তাঁরা বৃত্তি ও ব্যবসার মিউজিয়মে গিয়ে উঠলেন, সেখানে জাতীয় রক্ষিবাহিনীর পঞ্চম ও ষষ্ঠ বাহিনীর আসার কথা। কিন্তু 'পর্বতের' সদস্যরা বৃথাই প্রতীক্ষা করল পঞ্চম ও ষষ্ঠবাহিনীর; হিসাবী এই জাতীয় রক্ষী সৈন্যরা পথে বসাল তাদের প্রতিনিধিদের; প্যারিস গোলন্দাজ বাহিনীই আবার জনসাধারণের ব্যারিকেড গড়ায় বাধা দিল; অরাজক বিশৃঙ্খলায় কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হল না; সঙ্গীন বাগিয়ে লাইনের সৈন্যরা এগোতে লাগল; কিছু প্রতিনিধি বন্দী হল আর অন্যেরা গেল পালিয়ে। ১৩ই জুনের সমাপ্তি ঘটেছিল এইভাবে।

১৮৪৮ সালের ২৩শে জুন যদি হয়ে থাকে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের সশস্ত্র অভ্যুত্থান, তবে ১৮৪৯ সালের ১৩ই জুন ঘটল গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়ার সশস্ত্র অভ্যুত্থান। যে যে শ্রেণী এই দুই অভ্যুত্থানের বাহন, তাদের **চিরায়ত বিশুদ্ধ** অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছিল এগুলির প্রত্যেকটিতে।

একমাত্র লিয়োঁ শহরে তা একরোখা রক্তাক্ত সংঘাতে পেঁছয়। এইখানে, শিল্প বুর্জোয়া ও শিল্প প্রলেতারিয়েত যেখানে সরাসরি পরস্পরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান,

যেখানে প্যারিসের মতো শ্রমিকের আন্দোলন সাধারণ আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত ও তার দ্বারাই নির্ধারিত নয়, এইখানেই ১৩ই জুনের প্রতিক্রিয়ায় তার আদি চরিত্র খোয়া যায়। প্রদেশগুলিতে অন্য যেখানেই অভ্যুত্থান হয় তা আগুন জ্বালায়নি, **নিরুত্তাপ বিদ্যুতের ঝিলিক** দেয় মাত্র।

১৮৪৯ সালের ২৮শে মে তারিখে বিধান সভার প্রথম বৈঠক থেকে যার স্বাভাবিক অস্তিত্ব শুরু, সেই **নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জীবনের প্রথম পর্বে** ছেদ টানল ১৩ই জুন। ভূমিকার এই গোটা পর্বটি পরিপূর্ণ ছিল শৃঙ্খলা পার্টি ও 'পবর্তে'র' কোলাহলময় সংগ্রামে, বড় বুর্জোয়ার সঙ্গে পেটি বুর্জোয়ার সংগ্রামে, — এ পেটি বুর্জোয়া বৃথাই লড়ে সেই বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের সংহতির বিরুদ্ধে যার জন্য সে নিজেই অস্থায়ী সরকার ও কার্যনির্বাহক কমিশনে অবিশ্রাম চক্রান্ত করেছিল, যার জন্য জুন দিবসে উন্মত্তের মতো লড়েছিল প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে। ১৩ই জুন চূর্ণ করল তার সেই প্রতিরোধ এবং সম্মিলিত রাজতন্ত্রীদের **বিধানিক একনায়কত্বকে** নিষ্পন্ন ব্যাপারে *(fait accompli)* পরিণত করল। এই মুহূর্ত থেকে জাতীয় সভা হয়ে পড়ল **শৃঙ্খলা পার্টির জননিরাপত্তা কমিটি** মাত্র।

রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রীবর্গ ও জাতীয় সভার সংখ্যাধিক অংশকে প্যারিস **'অভিযুক্তের অবস্থায়'** দাঁড় করাল; তারা প্যারিসকে ফেলল **'জরুরী অবস্থায়'**। বিধান সভার সংখ্যাধিকদের 'পর্বত'দল **'সংবিধান বহির্ভূত'** ঘোষণা করেছিল; সংখ্যাধিকেরা 'পর্বতকে' সংবিধান লংঘনের জন্য হাই কোর্টের হাতে তুলে দিল এবং তার মধ্যে তখনও যেটুকু সজীব ছিল তা সব নিষিদ্ধ করল। মুণ্ডহীন হৃদয়হীন এক কবন্ধে পরিণত হল সে। সংখ্যালঘুরা **পার্লামেণ্টারী অভ্যুত্থানের** স্পর্ধা করে; সংখ্যাগুরুরা তাদের **পার্লামেণ্টারী স্বেচ্ছাচারকে** তুলে দিল আইনের পর্যায়ে। তারা জারী করল **নূতন বিধি**; তার ফলে খতম হয়ে গেল জনপ্রতিনিধির স্বাধীনতা ও জাতীয় সভার সভাপতিকে অধিকার দেওয়া হল বিধিলংঘনের জন্য প্রতিনিধিদের নিন্দা, জরিমানা, বেতনবন্ধ, সভ্যপদ মুলতুবি, কারাদণ্ড ইত্যাদি শাস্তিবিধানের। 'পর্বত' দলের কবন্ধাংশের উপরে তারা তলোয়ার নয়, বেত্র ঝুলিয়ে রাখল। মর্যাদার খাতিরে 'পর্বত' দলের বাকি সদস্যদের উচিত ছিল সকলে মিলে বেরিয়ে আসা। তাহলে ত্বরান্বিত হত শৃঙ্খলা পার্টির বিলুপ্তি। তাকে ঐক্যবদ্ধ রাখার মতো বিরোধিতার আভাসমাত্র না থাকলে সে পার্টি এক মুহূর্তে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ত তার মৌলিক উপাদানগুলিতে।

পার্লামেণ্টারী শক্তির সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়ার **সশস্ত্র** শক্তিও হরণ করা হল প্যারিস গোলন্দাজ বাহিনী ও জাতীয় রক্ষিবাহিনীর ৮ম, ৯ম ও ১২শ বাহিনী ভেঙে দিয়ে। অপরপক্ষে বড় টাকাওয়ালাদের যে বাহিনী ১৩ই জুন বুলে ও রু-এর ছাপাখানাগুলিতে হামলা করে, মুদ্রণযন্ত্র ভাঙে, প্রজাতন্ত্রী পত্রিকার দপ্তরগুলি

তচনচ করে ও খেয়াল খুশিমতো গ্রেপ্তার করে সম্পাদক, কম্পোজিটর, মুদ্রক, চালান-কেরাণী ও পিয়নদের, তাকে উৎসাহব্যঞ্জক সমর্থন জানানো হল জাতীয় সভার মঞ্চ থেকে। প্রজাতান্ত্রিক মনোভাবের সন্দেহে জাতীয় রক্ষিবাহিনী ছত্রভঙ্গ করার ব্যাপারটার পুনরাবৃত্তি ঘটল সারা ফ্রান্স জুড়ে।

নূতন **মুদ্রণ আইন; সংগঠন সংক্রান্ত** নয়া **কানুন; জরুরী ব্যবস্থার** নতুন **আইন;** প্যারিস বন্দীশালা ভরপুর; রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের বিতাড়ন; *National*-এর সীমানা অতিক্রমকারী প্রত্যেকটি পত্রিকা বন্ধ; লিয়োঁ ও তার চতুর্দিকের পাঁচটি জেলাকে সামরিক যথেচ্ছাচারের নৃশংস পীড়নের হাতে সমর্পণ; আদালতের সর্বব্যাপকতা এবং বহুবার পরিশুদ্ধ কর্মচারী বাহিনীর আর একবার পরিশুদ্ধি — জয়যুক্ত প্রতিক্রিয়ার তরফে এ হল অনিবার্য, অবিরাম সংঘটিত **মামুলীব্যাপার,** জুন হত্যাকাণ্ড ও নির্বাসনের পরে এর উল্লেখ প্রয়োজন শুধু এজন্যই যে এবার আঘাত পড়ল শুধু প্যারিসের উপরে নয়, জেলাগুলির উপরেও, শুধু প্রলেতারিয়েতের উপরে নয় বরং সব থেকে বেশি করে মধ্য শ্রেণীগুলির উপরেই।

জুন, জুলাই ও আগস্ট মাসে জাতীয় সভার সমস্ত আইন প্রণয়নের তৎপরতা ব্যয়িত হল দমন বিধি রচনায়, যার দ্বারা জরুরী অবস্থা ঘোষণার অধিকার ছেড়ে দেওয়া হল সরকারী মর্জির উপরে, সংবাদপত্রের আরো কঠোর কণ্ঠরোধ ঘটল এবং নিঃশেষ হয়ে গেল সংগঠনের অধিকার।

তবু এই পর্বের বৈশিষ্ট্য **বাস্তবে** নয়, **নীতির দিক থেকে** জয়লাভের ব্যবহারে; জাতীয় সভার সিদ্ধান্তে নয়, সে সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি অবতারণায়; কাজে নয়, কথায়; কথায় নয়, কথা যাতে জীবন্ত হয়ে ওঠে সেই বাচনভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গিতে। অসঙ্কোচে নির্লজ্জ **রাজতন্ত্রী মনোভাব** প্রকাশ; প্রজাতন্ত্রের প্রতি অবজ্ঞাসূচক অভিজাতশোভন অপমানবর্ষণ; রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার লক্ষ্য সম্পর্কে লীলা-চপল প্রগলভতা; এক কথায় **প্রজাতন্ত্রী শিষ্টাচারের** সদম্ভ লঙ্ঘন যুগিয়েছিল এ পর্বের বিশিষ্ট আমেজ ও রঙ। সংবিধান দীর্ঘজীবী হোক! ১৩ই জুনের **বিজিত পক্ষের** এই ছিল রণধ্বনি। বিজয়ীদের তাই সংবিধানিক, অর্থাৎ প্রজাতান্ত্রিক বাগবিস্তারের কপটতার দায় রইল না। প্রতিবিপ্লব পদানত করেছিল হাঙ্গারি, ইতালি ও জার্মানিকে; তাদের বিশ্বাস যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা ইতিমধ্যেই ফ্রান্সের দোরগোড়ায় এসে গেছে। শৃঙ্খলার উপদল দুটির নাটের গুরুদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল *Moniteur* পত্রিকায় দলিলরূপে তাঁদের রাজতান্ত্রিকতার প্রমাণ দাখিল এবং রাজতন্ত্রের আমলে যদি দৈবক্রমে কোন উদারনৈতিক পাপ স্পর্শে থাকে তার জন্য ঈশ্বর ও মানুষের কাছে পাপস্বীকার, অনুতাপ ও মার্জনা ভিক্ষার এক খাঁটি প্রতিযোগিতা। এমন একদিনও গেল না যেদিন জাতীয় সভার মঞ্চ থেকে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবকে জাতীয় অভিশাপ বলে ঘোষণা করা হল না; লেজিটিমিস্ট

কোন প্রাদেশিক নগণ্য জমিদার যেদিন গম্ভীরভাবে বললেন না যে তিনি কোনদিনই প্রজাতন্ত্রকে স্বীকার করেননি; যেদিন জ্বলাই রাজতন্ত্রের কোন কাপ্রুষ দলত্যাগী ও বিশ্বাসঘাতকদের মধ্যে কেউ না কেউ বীরোচিত কাজকর্মের বিলম্বিত ফিরিস্তি দেয়নি, যার সম্পাদন থেকে তাকে নাকি নিরস্ত রেখেছিল শ্বধ্ব ল্বই ফিলিপের বদান্যতা অথবা অন্য কোন ভুল বোঝাবুঝি। ফেব্রুয়ারি দিনগ্বলিতে যা তারিফ করার মতো তা বিজয়ী জনসাধারণের ঔদার্য নয়, রাজতন্ত্রীদেরই আত্মত্যাগ ও সংযম, তারা জনসাধারণকে বিজয়ী হতে দিয়েছিল। জনসাধারণের একজন প্রতিনিধি প্রস্তাব করলেন যে ফেব্রুয়ারিতে আহতদের জন্য সাহায্যদানের টাকার কিয়দংশ **পৌর রক্ষীদের** জন্য খরচের খাতে চালান করা হোক, পিতৃভূমির কাছ থেকে ভালো আচরণ পাবার যোগ্যতা সে সময় কেবল এরাই দেখিয়েছিল। আর একজন চাইলেন প্লাস দ্য ফ্যার্মেল-এ ডিউক অফ অর্লিয়ান্সের একটি অশ্বারোহী মূর্তির ব্যবস্থা হোক। তিয়েরে সংবিধানকে আখ্যা দিলেন নোংরা কাগজের টুকরো বলে। বক্তৃতামঞ্চে একের পর এক দেখা গেল অর্লিয়ান্সীদের যাঁরা আত্মধিক্কার দিলেন বৈধ (লেজিটিমিস্ট) রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে চক্রান্তের জন্য; দেখা গেল লেজিটিমিস্টদের, যারা অবৈধ রাজতন্ত্রের প্রতিরোধ মারফৎ সাধারণভাবে রাজতন্ত্র উচ্ছেদকেই ত্বরান্বিত করেছে বলে আত্মসমালোচনা করল; দেখা গেল তিয়েরকে যিনি মলে-র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালানোর জন্য অনুতাপ করলেন; মলে-কে, যিনি গিজো-র বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার জন্য আক্ষেপ জানালেন; বারো-কে, যিনি খেদ করলেন তিনজনের বিরুদ্ধেই চক্রান্ত করেছিলেন বলে। 'সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক!' এই ধ্বনিকে সংবিধান বিরোধী বলে ঘোষণা করা হয়েছিল: 'প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক!' এই ধ্বনির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক অপবাদের। ওয়াটার্লু যুদ্ধের বার্ষিকী দিবসে একজন প্রতিনিধি ঘোষণা করলেন: 'ফ্রান্সে বিপ্লবী আশ্রয়প্রার্থীদের প্রবেশের থেকে আমি কম ভয় পাই প্রুশীয় আক্রমণকে।' লিয়োঁ ও প্রতিবেশী জেলাগুলিতে যে সন্ত্রাস সংগঠিত করা হয়েছিল তার সম্পর্কে অভিযোগের উত্তরে বারাগে দ'ইলিয়ে জবাব দেন, 'লাল সন্ত্রাসের চাইতে আমি পছন্দ করি শ্বেত সন্ত্রাস।' *(l'aime mieux la terreur blanche que la terreur rouge.)* আর যখনই কোন বক্তার মুখ থেকে শ্লেষোক্তি নির্গত হল প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে, বিপ্লবের বিরুদ্ধে, সংবিধানের বিরুদ্ধে, রাজতন্ত্র বা পবিত্র মিতালির স্বপক্ষে, অমনি সভা উন্মত্তের মতো সাধুবাদ জানাল প্রতিবারেই। নেহাৎ খুঁটিনাটি প্রজাতন্ত্রী আনুষ্ঠানিকতার প্রতিটি লঙ্ঘনেই, যেমন প্রতিনিধিদের নাগরিক নামে সম্বোধন লঙ্ঘনে উৎসাহে ভরে উঠত শৃঙ্খলা দলের যোদ্ধারা।

জরুরী অবস্থার অধীনে ও প্রলেতারিয়েতের বড় একটা অংশের ভোটদানে বিরতির মধ্যে প্যারিসে ৮ই জুলাইয়ের উপনির্বাচন, ফরাসী বাহিনী কর্তৃক রোম দখল; রোমে

রক্তাম্বর মহিমাময়দের প্রবেশ ও তাদের পিছু পিছু ইঙ্কিউজিশন ও পাদ্রীমার্কা সন্ত্রাসের আবির্ভাব, এই সবে জুন বিজয়ের সঙ্গে নতুন নতুন বিজয় যোগ হল এবং উন্মাদনা আরো বাড়িয়ে দিল শৃঙ্খলা পার্টির।

অবশেষে, আগস্ট মাসের মাঝামাঝি, অর্ধেকটা সদ্য সংগঠিত জেলা কাউন্সিলগুলিতে যোগদানের উদ্দেশ্যে ও অর্ধেকটা বহুমাস ব্যাপী অভিসন্ধি-পরায়ণ হুল্লোড়ের অবসাদের দরুন রাজতন্ত্রীরা সিদ্ধান্ত নিল দু-মাসের জন্য জাতীয় সভার অধিবেশন স্থগিত রাখার। অকপট পরিহাসের সঙ্গে তারা লেজিটিমিস্ট ও অর্লিয়ান্সীদের সেরা লোকজন, যেমন মলে ও শাঙ্গার্নিয়ে ইত্যাদিকে নিয়ে পঁচিশজন প্রতিনিধির এক কমিশন রেখে গেল জাতীয় সভার বিকল্প ও **প্রজাতন্ত্রের রক্ষক** হিসাবে। তারা যা ভেবেছিল তার থেকে পরিহাসটা দাঁড়াল আরও গুরুতর। যে রাজতন্ত্রকে এরা ভালোবাসত, ইতিহাস কর্তৃক তারই উচ্ছেদে সহায়তা করার শাস্তি প্রাপ্ত হয়ে ইতিহাসের দ্বারাই আবার এরা নির্দিষ্ট হল সেই প্রজাতন্ত্র সংরক্ষণের জন্য, যার প্রতি তারা পোষণ করত বিদ্বেষ।

নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জীবনের দ্বিতীয় পর্ব, তার দুরন্তপনার রাজতন্ত্রী পর্ব শেষ হল বিধান সভা **স্থগিত রাখার** সঙ্গে সঙ্গে।

আবার ঘুচল প্যারিসে জরুরী অবস্থা, আবার চালু হল সংবাদপত্রের কাজকর্ম। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পত্রিকা বন্ধের সময়ে, দমন আইন ও রাজতন্ত্রী তর্জন গর্জনের যুগে, **রাজতন্ত্রী সংবিধানপন্থী পেটি বুর্জোয়ার** পুরানো সাহিত্যিক প্রতিনিধি *Siècle* নিজেকে **প্রজাতন্ত্রী করে নিল; বুর্জোয়া সংস্কারপন্থীদের** পুরানো সাহিত্যিক মুখপত্র *Presse* নিজেকে আরো **গণতন্ত্রী করে নিল;*** আর **প্রজাতন্ত্রী বুর্জোয়ার** পুরানো চিরায়ত মুখপত্র *National* নিজেকে **করে নিল সমাজতন্ত্রী।**

প্রকাশ্য ক্লাব যে পরিমাণে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল, পরিসরে ও তীব্রতার দিক থেকে ঠিক সেই মাত্রায় বাড়তে লাগল **গুপ্ত সমিতিগুলি।** নিছক ব্যবসায়ী সমিতি হিসাবে যাদের সহ্য করা হত সেই **শ্রমিকদের** শিল্প **সমবায়গুলি** অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কোন কাজের না হলেও, রাজনৈতিক দিক দিয়ে প্রলেতারিয়েতকে ঐক্যবদ্ধ করার বাহন হয়ে দাঁড়াল। ১৩ই জুন বিভিন্ন আধা-বিপ্লবী পার্টির সরকারী মাথাগুলি খসে যায়; সাধারণ যে লোক বাকি রয়ে গেল তারা নিজস্ব মাথা জোগাড় করল। লাল প্রজাতন্ত্রের সন্ত্রাস সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে শৃঙ্খলার বীরপুঙ্গবেরা ভয় দেখাত; হাঙ্গারি, বাদেন ও রোমে বিজয়ী প্রতিবিপ্লবের জঘন্য অমিতাচার ও অস্বাভাবিক নৃশংসতা **'লাল প্রজাতন্ত্রকে'** ধুয়ে শাদা করে তুলল। আর ফরাসী সমাজের অতৃপ্ত মধ্য শ্রেণীগুলি সম্ভাব্য সন্ত্রাস সমেত লাল প্রজাতন্ত্রের প্রতিশ্রুতিকেই পছন্দ করতে শুরু করল বাস্তব

*** *Siècle* (যুগ) ও *Presse* হল দৈনিক সংবাদপত্র, ১৮৩৬ সালে প্যারিস থেকে এগুলি প্রকাশ আরম্ভ করে। — সম্পাঃ**

নৈরাশ্য সমেত লাল রাজতন্ত্রের সন্ত্রাসের চাইতে। ফ্রান্সে কোন সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী প্রচার বেশি চালায়নি হাইনাউ-এর চেয়ে। *A chague capacité selon ses oeuvres!**

ইতিমধ্যে লুই বোনাপার্ট জাতীয় সভার বিরতির সুযোগ নিয়ে রাজোচিত পরিভ্রমণ করলেন প্রদেশগুলিতে; সব থেকে উগ্র লেজিটিমিস্টরা তীর্থযাত্রা করল এমস-এ, সাধু লুই-এর** পৌত্রের কাছে; এবং শৃঙ্খলার পক্ষের অধিকাংশ জনপ্রতিনিধিরা ঘোঁট করতে থাকল সদ্য সমবেত জেলা কাউন্সিলগুলিতে। প্রয়োজন ছিল তাদের দিয়ে বলানো সেই কথা যা তখনও পর্যন্ত জাতীয় সভার সংখ্যাগুরুও উচ্চারণ করতে ভরসা পায়নি — **সংবিধানের আশু সংশোধনের জন্য জরুরী প্রস্তাবের কথা**। সংবিধান অনুসারে ১৮৫২ সালের আগে সংবিধান সংশোধন করা চলে না, আর তাও সে কাজ করতে পারে শুধু সেই উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়ার জন্য আহূত এক জাতীয় সভাই। কিন্তু অধিকাংশ জেলা কাউন্সিল যদি এই মর্মে ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে জাতীয় সভা কি বাধ্য নয় ফ্রান্সের কণ্ঠস্বরের কাছে সংবিধানের সতীত্ব বলি দিতে? এই জেলা কাউন্সিলগুলি সম্পর্কে জাতীয় সভা সেই ধরনেরই আশা পোষণ করছিল যা ভল্টেয়ারের *Henriade* সন্ন্যাসিনীরা করেছিল সৈনিকদের (pandurs) সম্বন্ধে। কিন্তু কিছু ব্যতিক্রম বাদে জাতীয় সভার পটিফারদের মোকাবেলা করতে হল প্রদেশের অতগুলি জোসেফের সঙ্গে। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ধরতেই চাইল না এই একান্ত একরোখা ইঙ্গিত। সংবিধান সংশোধন আটকে গেল ঠিক সেই হাতিয়ারের ফলেই যার সহায়তায় তা সংঘটনের কথা, অর্থাৎ জেলা কাউন্সিলের ভোটে। ফ্রান্সের কণ্ঠ, বাস্তবিক পক্ষে বুর্জোয়া ফ্রান্সেরই কণ্ঠ ধ্বনিত হল, ধ্বনিত হল সংশোধনের বিরুদ্ধেই।

অক্টোবরের গোড়ায় জাতীয় বিধান সভা আর একবার বসল — *tantum mutatus ab illo!**** সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল তার চেহারা। জেলা কাউন্সিলের তরফে অপ্রত্যাশিত সংশোধন প্রত্যাখ্যান তাকে আবার সংবিধানের চৌহদ্দির মধ্যেই ঠেলে দিল এবং সূচিত করল তার আয়ুষ্কালের সীমানা। অর্লিয়ান্সীরা লেজিটিমিস্টদের এমস-এ তীর্থযাত্রার ফলে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল; লেজিটিমিস্টরা আবার সন্দিগ্ধ হয়েছিল লণ্ডনের**** সঙ্গে অর্লিয়ান্সীদের আলাপ আলোচনার দরুন; দুই

* প্রতিভাসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তির পাওনা হবে তার কর্ম অনুসারে। — সম্পাঃ

** ফরাসী সিংহাসনের বুরবোঁ দাবীদার, কাউন্ট শাঁবর — পরে পঞ্চম হেনরি, এর উল্লেখ করা হয়েছে এখানে। — সম্পাঃ

*** কী পরিবর্তনই না ঘটে গেছে ইতিমধ্যে! — সম্পাঃ

**** ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর লুই ফিলিপ ইংলণ্ডে পালিয়ে গিয়ে বাস করতে থাকেন লণ্ডনের উপকণ্ঠে। — সম্পাঃ

গোষ্ঠীর পত্রিকাগুলি আগুনে ইন্ধন যোগাল আর দাবিদারদের পারস্পরিক দাবি দাওয়ার মাপ করতে বসল। অর্লিয়ান্সী ও লেজিটিমিস্ট উভয় গোষ্ঠী একযোগে বিক্ষোভ জানাল বোনাপার্টপন্থীদের কারসাজিতে, যার প্রকাশ দেখা গেল রাষ্ট্রপতির রাজোচিত পরিভ্রমণে, তাঁর প্রায় স্বচ্ছ মুক্তি প্রয়াসে, বোনাপার্টপন্থী পত্রিকাগুলির উদ্ধত ভাষায়; লুই বোনাপার্ট বিক্ষোভ জানালেন জাতীয় সভা সম্পর্কে, যা শুধু লেজিটিমিস্ট-অর্লিয়ান্সী চক্রান্তকেই বৈধজ্ঞান করত; আর মন্ত্রিসভা সম্পর্কেও, যারা কৃতঘ্নের মতো বারবার তাঁকে সঁপে দিচ্ছিল সেই জাতীয় সভার কাছেই। শেষত মন্ত্রিসভা নিজেও বিভক্ত ছিল রোম সম্পর্কিত নীতি ও মন্ত্রী পাসি কর্তৃক প্রস্তাবিত **আয়করের** ব্যাপারে, যেটিকে রক্ষণশীলেরা নিন্দা করল সমাজতন্ত্রী বলে।

পুনঃসমবেত বিধান সভায় বারো মন্ত্রিসভার প্রথম কয়েকটি প্রস্তাবের মধ্যে একটি হল **ডাচেস অফ অর্লিয়ান্সকে** বৈধব্য ভাতা দানের জন্য ৩,০০,০০০ ফ্রাঁ ক্রেডিটের দাবি। জাতীয় সভা এটি মঞ্জুর করল এবং ফরাসী জাতির ঋণের তালিকায় যোগ করল সত্তর লক্ষ ফ্রাঁ। এই ভাবে লুই ফিলিপ যখন সার্থকভাবে *pauvre honteux* — সলজ্জ ভিক্ষুকের অভিনয় চালাতে লাগলেন, তখন মন্ত্রিসভাও ভরসা পেল না বোনাপার্টের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করতে এবং সভাকেও বোধ হল না সে প্রস্তাবে মঞ্জুরী দিতে ইচ্ছুক। আর বরাবরের মতো লুই বোনাপার্ট দোল খেতে থাকলেন দোটানায়: *Aut Caesar aut Clichy!**

মন্ত্রিসভার দ্বিতীয় ক্রেডিটের দাবি, **রোম অভিযানের ব্যয়** নির্বাহের জন্য নব্বই লক্ষ ফ্রাঁ একদিকে বোনাপার্ট, অন্যদিকে মন্ত্রিসভা ও জাতীয় সভার মধ্যে মন কষাকষি বাড়িয়ে তুলল। লুই বোনাপার্ট তাঁর সামরিক সহকারী, এদগার নে-র কাছে লেখা একটি চিঠি *Moniteur* পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করান যাতে তিনি সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতিতে সর্তবদ্ধ করলেন পোপ সরকারকে। পোপ তাঁর নিজের দিক থেকে এক ঘোষণা *motu proprio*** প্রকাশ করলেন যাতে তিনি অগ্রাহ্য করলেন তাঁর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত শাসনে কোন সীমার আরোপ। বোনাপার্টের চিঠি, স্বেচ্ছাকৃত অবিবেচনার সাহায্যে তুলে ধরল তাঁর মন্ত্রিসভার আবরণী, যাতে দর্শকদের চোখে তিনি প্রতিপন্ন হতে পারেন সদিচ্ছাপ্রবণ প্রতিভা হিসাবে, যাঁকে নাকি ভুল বোঝা ও আটক রাখা হচ্ছিল তাঁর আপন ঘরেই। 'মুক্ত আত্মার গোপন বিহার'*** নিয়ে তাঁর লীলা খেলা এই প্রথম

* হয় সিজার নয় ক্লিচি। ক্লিচি — দেউলিয়া দেনদারদের জন্য প্যারিসের জেলখানা। — সম্পাঃ

** নিজের অনুমতি দিয়ে। — সম্পাঃ

*** জার্মান কবি হেরভেগ-এর 'পাহাড় থেকে' কবিতার লাইন। — সম্পাঃ

নয়। কমিশনের বক্তা **তিয়ের** পুরোপুরি উপেক্ষা করলেন বোনাপার্টের এই বিহার এবং পোপের ভাষণ ফরাসীতে তর্জমা করেই তুষ্ট করলেন নিজেকে। মন্ত্রিসভা নয়, ভিক্তর হুগোই রাষ্ট্রপতিকে বাঁচাবার চেষ্টা করলেন দৈনিক কর্মসূচিতে একটি প্রস্তাব তুলে, যাতে জাতীয় সভাকে মতৈক্য ঘোষণা করতে হয় নেপোলিয়নের চিঠির সঙ্গে। *Allons donc! Allons donc!** অপমানকর এই চপল চিৎকারে সংখ্যাগুরুরা ডুবিয়ে দিল হুগোর প্রস্তাব। রাষ্ট্রপতির নীতি? রাষ্ট্রপতির চিঠি? রাষ্ট্রপতি স্বয়ং? *Allons donc! Allons donc!* শ্রীযুক্ত বোনাপার্টের উপরে গুরুত্ব আরোপ করে কোন হতভাগা? শ্রীযুক্ত ভিক্তর হুগো, আপনি কি বিশ্বাস করেন যে আমরা বিশ্বাস করি যে আপনি বিশ্বাস করেন রাষ্ট্রপতিকে? *Allons donc! Allons donc!*

শেষ পর্যন্ত বোনাপার্ট ও জাতীয় সভার মধ্যেকার বিচ্ছেদ আরও ত্বরান্বিত হল **অর্লিয়ান্সী ও বুরবোঁদের দেশে ফিরিয়ে আনা** সম্পর্কে আলোচনার ফলে। মন্ত্রিসভার অনুপস্থিতিতে, রাষ্ট্রপতির জ্ঞাতি ভাই, ভেস্তফালিয়ার প্রাক্তন রাজার পুত্র এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন যার আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না লেজিটিমিস্ট ও অর্লিয়ান্সী দাবিদারদের বোনাপার্টপন্থী দাবিদারের সঙ্গে একস্তরে নামানো ছাড়া, অথবা বোনাপার্টীয় দাবিদারের **নিচে** তাদের টেনে আনা ছাড়া—তিনি বাস্তবক্ষেত্রে অন্তত রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানে।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অশিষ্টতা এতদূর গেল যে **বিতাড়িত রাজতন্ত্রী পরিবারগুলির প্রত্যাগমন ও জুন বিদ্রোহীদের মার্জনা** তিনি একই প্রস্তাবের অঙ্গীভূত করলেন। সভার সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্রোধ তাঁকে তৎক্ষণাৎ পূত ও অপবিত্র, রাজার জাত ও প্রলেতারীয় সন্তানপাল, সমাজের ধ্রুবনক্ষত্র ও তার জলাজমির আলেয়াকে এইরকম ধর্মদ্বেষী ভাবে একত্র গ্রথিত করার জন্য ক্ষমা চাইতে এবং দুই প্রস্তাবকে তাদের যথাযথ স্থান নির্দিষ্ট করতে বাধ্য করল। সংখ্যাধিকেরা সোৎসাহে রাজবংশীয়দের ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল এবং লেজিটিমিস্টদের ডেমস্থিনিস, **বেরিয়ে** এই ভোটের তাৎপর্য সম্পর্কে কোন সংশয়ের অবকাশ রাখলেন না। সিংহাসনের দাবিদারদের সাধারণ নাগরিকদের স্তরে নামিয়ে আনা — প্রস্তাবটার লক্ষ্য হল এই! তাঁদের জ্যোতি, যে অন্তিম মহিমা তখনও তাঁদের অবশিষ্ট ছিল সেই **নির্বাসনের মহিমা** হরণ করাই হচ্ছে এর অভিপ্রায়। বেরিয়ে গর্জন করলেন, সিংহাসনের দাবিদারদের মধ্যে যিনি তাঁর মহৎ কুলগর্ব ভুলে এখানে সাধারণ ব্যক্তি হিসাবে বসবাস করতে ফিরে আসবেন, কী ভাবা হবে তাঁর সম্পর্কে? এর থেকে স্পষ্ট করে লুই বোনাপার্টকে আর জানানো যেত না যে তিনি তাঁর উপস্থিতির ফলে কিছুই জেতেননি; রাজতন্ত্রীদের জোটের কাছে তাঁর প্রয়োজন এখানে, ফ্রান্সে, রাষ্ট্রপতির গদিতে আসীন **নিরপেক্ষ লোক** হিসাবে, আর

* সরে পড়ুন! সরে পড়ুন! — সম্পাঃ

সিংহাসনের গুরুত্বপূর্ণ দাবিদারদের রাখতে হবে অপবিত্র দৃষ্টি থেকে দূরে নির্বাসনের কুয়াশার আড়ালে।

১লা নভেম্বর লুই বোনাপার্ট বিধান সভার জবাব দিলেন এক বাণী পাঠিয়ে, যাতে বেশ রূঢ়ভাবেই ঘোষণা করা হল বারো মন্ত্রিসভার পদচ্যুতি ও নতুন এক মন্ত্রিসভা গঠনের কথা। বারো-ফালু মন্ত্রিসভা ছিল রাজতন্ত্রী জোটের মন্ত্রিত্ব; দ'অপুল মন্ত্রিসভা হল বোনাপার্টের মন্ত্রিসভা, বিধান সভার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির এক হাতিয়ার, **কেরাণীদের মন্ত্রিসভা।**

বোনাপার্ট আর এখন ১৮৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বরের নিতান্ত নিরপেক্ষ মানুষটি নন। কার্যনির্বাহের ক্ষমতা আয়ত্তে থাকায় বেশ কিছু স্বার্থ তাঁর চারিদিকে ভিড় করেছিল; অরাজকতার সঙ্গে সংগ্রামের জন্য শৃঙ্খলা পার্টিই বাধ্য হয়েছিল তাঁর প্রভাব বাড়াতে; আর তিনি যদিবা এখন আর জনগণের প্রিয় না থেকেও থাকেন, তবে শৃঙ্খলা পার্টিই ছিল জনগণের বিরাগভাজন। তিনি কি আশা করতে পারতেন না যে অর্লিয়ান্সী ও লেজিটিমিস্টদের বাধ্য করতে পারবেন তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা মারফৎ এবং কোন না কোন ধরনের রাজতান্ত্রিক পুনঃপ্রতিষ্ঠার আবশ্যিকতার দরুন **নিরপেক্ষ দাবিদারকেই** স্বীকার করে নিতে।

১৮৪৯ সালের ১লা নভেম্বর থেকে শুরু হল নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জীবনের তৃতীয় পর্ব, যে পর্ব শেষ হয় ১৮৫০ সালের ১০ই মার্চে। নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ম বাঁধা খেলা, যার অত ভক্ত ছিলেন গিজো, কার্যনির্বাহক ও আইন প্রণয়ন শক্তির সেই লড়াই এবার শুরু হল। তার চাইতেও বেশি। ঐক্যবদ্ধ অর্লিয়ান্সী ও লেজিটিমিস্টদের পুনঃপ্রতিষ্ঠালোলুপতার বিরুদ্ধে বোনাপার্ট রক্ষা করছেন তাঁর বাস্তব ক্ষমতার স্বত্ব প্রজাতন্ত্রকে; বোনাপার্টের পুনঃপ্রতিষ্ঠালোলুপতার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা পার্টি রক্ষা করছে তার সাধারণ শাসনের স্বত্ব সেই প্রজাতন্ত্রকে; অর্লিয়ান্সীদের বিরুদ্ধে লেজিটিমিস্টরা, এবং লেজিটিমিস্টদের বিরুদ্ধে অর্লিয়ান্সীরা রক্ষা করছে *status quo** অর্থাৎ প্রজাতন্ত্রকে। শৃঙ্খলা পার্টির এইসব উপদল, যাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব রাজা ও নিজস্ব *in p-etto*** লালিত পুনঃপ্রতিষ্ঠা কামনা রয়েছে, তারা প্রতিদ্বন্দ্বীদের ক্ষমতাদখল ও বিদ্রোহের লালসার বিরুদ্ধে পারস্পরিকভাবে বহাল করল বুর্জোয়ার সাধারণ শাসন ব্যবস্থা **প্রজাতন্ত্রকেই**, যার কাঠামোর মধ্যে বিশেষ দাবিগুলি নিরপেক্ষকৃত ও সংরক্ষিত হয়ে থাকতে পারে।

ক্যাণ্ট যেমন প্রজাতন্ত্রকে, এই রাজতন্ত্রীরা তেমনই **রাজতন্ত্রকেই** রাষ্ট্রের একমাত্র

* স্থিতাবস্থা। — সম্পাঃ

** গোপনে। — সম্পাঃ

যুক্তিযুক্ত রূপ হিসাবে, ব্যবহারিক বিচারের এমন এক প্রকল্প হিসাবে দাঁড় করাল, যার বাস্তব রূপায়ণে কখনও পেঁাছানো যাবে না অথচ সর্বদাই তা অর্জনের জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে ও মনে মনে তাকে মেনে চলতে হবে লক্ষ্য বলে।

এইভাবে নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের হাতে একটা ফাঁকা মতাদর্শগত সূত্র থেকে মৈত্রীবদ্ধ রাজতন্ত্রীদের হাতে হয়ে দাঁড়ায় সারগর্ভ ও প্রাণবান একটা রূপ। তাই তিয়ের যখন বললেন, 'আমরা, রাজতন্ত্রীরাই হলাম নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রকৃত স্তম্ভস্বরূপ', তখন তিনি যা আঁচ করেছিলেন তার থেকে অনেক বেশী সত্য কথাই বলেছিলেন।

মৈত্রীবদ্ধ মন্ত্রিসভার উচ্ছেদ ও কেরাণীদের মন্ত্রিসভার অভ্যুদয়ের দ্বিতীয় আরও একটা তাৎপর্য রয়েছে। এর অর্থসচিব ছিলেন ফুল্দ। অর্থসচিব হিসাবে ফুল্দ থাকার অর্থ সরকারীভাবে ফ্রান্সের জাতীয় সম্পদ ব্যুর্জের কাছে সঁপে দেওয়া, ব্যুর্জ কর্তৃক ও ব্যুর্জের স্বার্থে রাষ্ট্র সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা। ফুল্দকে মনোনীত করার সঙ্গে সঙ্গে ফিনান্স অভিজাতবর্গ *Moniteur* পত্রিকায় তাঁদের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই ঘোষণা করলেন। এই পুনঃপ্রতিষ্ঠা স্বভাবতই অন্যান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠাকেই পরিপূরণ করল, যেগুলি হল নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের শিকলের অতগুলি কড়ামাত্র।

লুই ফিলিপ কখনও কোন খাঁটি ফাটকাবাজারী হাঙরকে *(loup-cervier)* অর্থসচিব করার ভরসা পাননি। ঠিক যেমন তাঁর রাজতন্ত্র ছিল বৃহৎ বুর্জোয়া শাসনের আদর্শ নাম, তেমনই তাঁর মন্ত্রিসভায় বিশেষ অধিকারভোগী স্বার্থদের ধারণ করতে হত মতাদর্শগতভাবে স্বার্থহীন নাম। বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র সেইসব ব্যাপারকে সর্বক্ষেত্রে সামনে টেনে আনল, লেজিটিমিস্ট ও অর্লিয়ান্সী উভয় রাজতন্ত্রই যা পিছনে রেখেছিল সংগোপনে। ওরা যাকে স্বর্গীয় করে রেখেছিল, প্রজাতন্ত্র তাকে করে তুলল পার্থিব। সাধুদের নামের জায়গায় সে বসাল শাসক শ্রেণীস্বার্থের বুর্জোয়া ব্যক্তিবাচক নামগুলিকে।

আমাদের সমগ্র বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় প্রজাতন্ত্র কী ভাবে তার জন্মের প্রথম দিন থেকে ফিনান্স আভিজাত্যকে উচ্ছেদ নয়, তাকে সংহতই করছিল। কিন্তু যে সব সুযোগসুবিধা এযাবৎ তাকে দিতে হয়েছিল, সেগুলি ছিল নিয়তির বিধান যার কাছে নতিস্বীকার করতে হয় ইচ্ছা না থাকলেও। ফুল্দের সঙ্গে সঙ্গে সরকারের উদ্যোগ ফিরে এল ফিনান্স অভিজাতবর্গের হাতে।

প্রশ্ন করা হবে ঐক্যবদ্ধ বুর্জোয়ারা কী করে মেনে নিল বা সহ্য করল ফিনান্সের শাসন, লুই ফিলিপের আমলে যে শাসন নির্ভর করেছিল অন্যান্য বুর্জোয়া গোষ্ঠীদের বহিষ্করণ বা অধীনস্থ-করণের উপরেই?

এর সহজ উত্তর রয়েছে।

প্রথমত ফিনান্স আভিজাত্য নিজেই হচ্ছে সেই রাজতন্ত্রী জোটেরই এক গুরুত্বপূর্ণ কর্তৃপক্ষীয় অংশ যার সাধারণ সরকারী শক্তির নাম প্রজাতন্ত্র। অর্লিয়ান্সীদের মুখপাত্র ও মাতব্বরেরা কি ফিনান্স অভিজাতবর্গের পুরানো সহচর ও দুষ্কর্মসঙ্গী নয়? ফিনান্স অভিজাতেরাই কি অর্লিয়ান্সপন্থার স্বর্ণ বাহিনী নয়? আর লেজিটিমিস্টরা তো ইতিপূর্বে লুই ফিলিপের আমলেই ব্যুর্জ, খনি ও রেলের শেয়ারের ফাটকার সমস্ত ফুর্তিতে কার্যত অংশীদার ছিল। সাধারণভাবে, বৃহৎ ভূসম্পত্তি ও উচ্চ ফিনান্সের যোগাযোগ তো **স্বাভাবিক** ঘটনা। প্রমাণ **ইংলন্ড,** প্রমাণ এমন কি **অস্ট্রিয়াও।**

ফ্রান্সের মতো যে দেশে জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ জাতীয় ঋণের অঙ্কের অনুপাতে বিসদৃশ ধরনের নিচু মাত্রায়, যেখানে সরকারী বন্ডই হল ফাটকার সব থেকে প্রকৃষ্ট বিষয়, আর অনুৎপাদক উপায়ে যে পুঁজি কার্যকরী হতে চায় তা লগ্নী করার প্রধান বাজারই যেখানে ব্যুর্জ, সেরকম দেশে সব বুর্জোয়া বা আধা-বুর্জোয়া শ্রেণীগুলির অসংখ্য মানুষের স্বার্থ থাকবেই সরকারী ঋণে, ব্যুর্জের জুয়ায়, ফিনান্সে। এইসব স্বার্থবদ্ধ ছোটোবাবুরা কি তাদের স্বাভাবিক খুঁটি বা সর্দার খুঁজে পায় না সেই গোষ্ঠীর মধ্যেই যে এই স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে তার ব্যাপকতম রূপরেখায়, তার সমগ্রতায়?

রাষ্ট্র সম্পত্তি উচ্চ ফিনান্সে গিয়ে বর্তানোর কারণ কী? রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান দেনা। আর রাষ্ট্রের দেনার কারণ? রাষ্ট্রের আয় থেকে ব্যয়ের নিয়মিত আধিক্য, — যে বৈষম্য একই সঙ্গে রাষ্ট্র ঋণ ব্যবস্থার কারণ ও ফল।

এই ঋণগ্রস্ততা থেকে মুক্তি পেতে হলে হয় রাষ্ট্রকে তার ব্যয়সংকোচ ঘটাতে হবে, অর্থাৎ সরকারী যন্ত্রের সরলতাসাধন ও সংকোচন করতে হবে, তাকে যত কম সম্ভব শাসন চালাতে, যত কম সম্ভব লোক নিয়োগ করতে ও বুর্জোয়া সমাজের সঙ্গে যত কম সম্ভব সম্পর্ক গড়তে হবে। শৃঙ্খলা পার্টির পক্ষে এই পন্থা গ্রহণ অসম্ভব, যার দমন ব্যবস্থা, রাষ্ট্রের নামে সরকারী হস্তক্ষেপ ও রাষ্ট্র-যন্ত্রের মারফৎ সর্বব্যাপকতা সেই পরিমাণেই বৃদ্ধি পেতে বাধ্য, যে পরিমাণে তার শাসন ও তার শ্রেণী অস্তিত্বের শর্তগুলিকে বিপন্ন করার মতো মহলের সংখ্যা বেড়ে চলবে। ব্যক্তি ও সম্পত্তির উপরে হামলা বৃদ্ধির সঙ্গে সমান তালে সশস্ত্র পুলিশের *(gendarmerie)* সংখ্যা হ্রাস করা চলে না।

অথবা রাষ্ট্রকে ঋণের দায় এড়ানোর চেষ্টা করতে হবে ও তার বাজেটের একটা আশু যদিও সাময়িক সঙ্গতিসাধন করতে হবে সব থেকে বিত্তশালী শ্রেণীগুলির উপরে **জরুরী ট্যাক্স** চাপিয়ে। কিন্তু ব্যুর্জ কর্তৃক জাতীয় সম্পদের শোষণ বন্ধ করার জন্য

পিতৃভূমির বেদী-তলে শৃংখলা পার্টি কি উৎসর্গ করবে তার নিজের সম্পদ? *Pas si bête!**

সুতরাং ফরাসী রাষ্ট্রে পুরোপুরি বিপ্লব না ঘটলে ফরাসী রাষ্ট্রীয় বাজেটের বিপ্লব সম্ভব নয়। এই রাষ্ট্রীয় বাজেটের সঙ্গে স্বভাবতই জড়িত রাষ্ট্রীয় ঋণ, আর রাষ্ট্রীয় ঋণের সঙ্গে অবশ্যই চলে রাষ্ট্রীয় ঋণ নিয়ে কারবারের প্রভুত্ব, সরকারের পাওনাদার, ব্যাঙ্কার, টাকার কারবারী ও বুর্জের নেকড়ের প্রভুত্ব। শৃংখলা পার্টির একটিমাত্র গোষ্ঠীর, শিল্প-মালিকদের প্রত্যক্ষ আগ্রহ ছিল ফিনান্স আভিজাত্যের উচ্ছেদে — আমরা মাঝারিদের, শিল্পে নিযুক্ত ছোটখাটোদের কথা বলছি না, আমরা বলছি শিল্প স্বার্থের অধিপতি রাজাদের কথা, লুই ফিলিপের আমলে রাজবংশগত বিরোধিতার যারা ছিল ব্যাপক ভিত্তি। নিঃসন্দেহে তাদের স্বার্থ উৎপাদনের ব্যয় হ্রাসে, আর তাই উৎপাদনের মধ্যে যা প্রবেশ করে সেই ট্যাক্স হ্রাসে, আর তাই যে ঋণের সুদ ট্যাক্সের মধ্যে ঢোকে সেই সরকারী ঋণ হ্রাসে, সুতরাং ফিনান্স আভিজাত্যের উচ্ছেদে।

ইংলন্ডে, আর সব থেকে বড় বড় ফরাসী শিল্পপতিরা তাদের ইংরাজ প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় হচ্ছে মাত্র পেটি বুর্জোয়া, সেখানে আমরা সত্যই দেখতে পাই যে শিল্পপতিরা, একজন কবডেন, একজন ব্রাইট ব্যাঙ্ক ও ফাটকাবাজারের অভিজাতবর্গের বিরুদ্ধে জেহাদের নায়কতা করছে। ফ্রান্সে নয় কেন? ইংলন্ডে শিল্পই প্রধান, ফ্রান্সে প্রাধান্য কৃষির। ইংলন্ডে শিল্পের প্রয়োজন অবাধ বাণিজ্যের; ফ্রান্সে প্রয়োজন রক্ষণশুল্কের, অন্যান্য একচেটিয়ার পাশাপাশি জাতীয় একচেটিয়ার। ফরাসী উৎপাদনে ফরাসী শিল্পের প্রাধান্য নেই; কাজেই ফরাসী শিল্পপতিরাও ফরাসী বুর্জোয়াদের ভিতরে প্রধান নয়। অন্যান্য বুর্জোয়া গোষ্ঠীদের বিপক্ষে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইংরাজদের মতো তারা আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ এবং সেই সঙ্গেই আপন স্বার্থকে সামনে আনতে পারে না; তাদের চলতে হয় বিপ্লবের পিছু পিছু এবং এমন সব স্বার্থের সেবা করতে হয় যা তাদের শ্রেণীর যৌথ স্বার্থের বিরোধী। ফেব্রুয়ারি মাসে তাদের অবস্থান তারা ভুল বুঝেছিল; ফেব্রুয়ারি তাদের বুদ্ধিকে পাকিয়ে তুলল। আর নিয়োগকর্তা, শিল্প পুঁজিপতিদের চাইতে আর কে বেশি শ্রমিকদের দ্বারা সরাসরি বিপন্ন? সুতরাং স্বভাবতই ফ্রান্সে শিল্প-মালিকেরা হল শৃংখলা পার্টির সব থেকে উগ্র সদস্য। ফিনান্সের হাতে তার মুনাফা হ্রাস, প্রলেতারিয়েতের হাতে মুনাফানাশের তুলনায় সেটা আর এমন কী?

শিল্প বুর্জোয়ার স্বভাবত যা করার কথা, ফ্রান্সে তা করে পেটি বুর্জোয়া; পেটি বুর্জোয়ার যা স্বাভাবিক কর্তব্য সেটা করে শ্রমিকেরা; আর শ্রমিকদের কাজ, সেটা কে করে? কেউ না। ফ্রান্সে সে কাজ করা হয় না, তার ঘোষণা মাত্র হয়। জাতীয় চৌহদ্দির

* অত বোকা সে নয়। — সম্পাঃ

অভ্যন্তরে কোথাও সে কাজ সম্পন্ন হয় না; ফরাসী সমাজের ভিতরকার শ্রেণী-সংগ্রাম পরিণত হয় বিশ্বযুদ্ধে যাতে মুখোমুখি দাঁড়ায় বিভিন্ন জাতি। কাজ সম্পাদন শুরু হয় সেই মুহূর্তে, যখন বিশ্বযুদ্ধ মারফৎ প্রলেতারিয়েতকে ঠেলে দেওয়া হয় দুনিয়ার বাজারের মাতব্বর, ইংলণ্ডের পুরোভাগে। এক্ষেত্রে যে বিপ্লবের সমাপ্তি নয়, সাংগঠনিক শুরুটা লক্ষ্য করা যায় তা স্বল্পস্থায়ী বিপ্লব নয়। বর্তমান পুরুষেরা হচ্ছে ইহুদীদের মতো, মুসা যাদের নিয়ে গিয়েছিলেন মরুভূমির মধ্যে দিয়ে। একে শুধু যে এক নতুন দুনিয়া জয় করতে হবে তাই নয়, এদের পথ ছেড়ে দিতে হবে তাদের জন্য যারা সামাল দিতে পারবে নতুন দুনিয়ার।

ফুল্দ প্রসঙ্গে আবার ফেরা যাক।

১৮৪৯ সালের ১৪ই নভেম্বর ফুল্দ জাতীয় সভার মঞ্চে উঠলেন ও ব্যাখ্যা করলেন তাঁর আর্থিক নীতির, যা পুরানো ট্যাক্স ব্যবস্থারই সাফাই! মদ্যকর বজায় রাখা! পাসির আয়কর বর্জন!

পাসিও কিছু বিপ্লবী ছিলেন না; তিনি ছিলেন লুই ফিলিপের পুরানো মন্ত্রী। দ্যুফোর মার্কা গোঁড়াপন্থী এবং জুলাই রাজতন্ত্রের যিনি যত দোষ নন্দঘোষ, সেই তেস্ত-এর* সব থেকে অন্তরঙ্গ বিশ্বস্ত বর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তিনি। পাসিও পুরানো ট্যাক্স ব্যবস্থার তারিফ করেছিলেন ও মদ্যকর বজায় রাখার সুপারিশ জানিয়েছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গেই তিনি পর্দা খসিয়ে দিয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় ঘাটতির। রাষ্ট্রের দেউলিয়া অবস্থা এড়াতে হলে নতুন এক ট্যাক্স, আয়করের প্রয়োজন, এই তিনি ঘোষণা করেছিলেন। ফুল্দ, যিনি লেদ্রু-রলাঁর কাছে সুপারিশ করেছিলেন সরকারী দেউলিয়াপনার, তিনি বিধান সভার কাছে সুপারিশ জানালেন রাষ্ট্রীয় ঘাটতির। তিনি ব্যয় সঙ্কোচের প্রতিশ্রুতি দিলেন যার রহস্য পরে এই ধরনের ব্যাপারে উদ্ঘাটিত হল যেমন, খরচ কমল ছ-কোটি আর চালু ঋণ বাড়ল বিশ কোটি — সংখ্যা বিন্যাসের, হিসাব সাজানোর হাতসাফাই, শেষ পর্যন্ত যে সবেরই পরিণতি নতুন ঋণে।

অন্য ঈর্ষাপরায়ণ বুর্জোয়া গোষ্ঠীগুলির পাশাপাশি ফিনান্স অভিজাতবর্গ স্বভাবতই ফুল্দের আমলে, লুই ফিলিপের রাজত্বকালের মতো অত নির্লজ্জ দুর্নীতিগ্রস্তভাবে কাজ চালায়নি। কিন্তু তার অস্তিত্ব বহাল থাকায় ব্যবস্থাটাও একই রকম থেকে গেল: ক্রমাগত ঋণবৃদ্ধি ও ঘাটতি গোপন। আর যথাকালে, ব্যুর্জের পুরানো

* ১৮৪৭ সালের ৮ই জুলাই প্যারিসে সম্ভ্রান্ত সংসদের (Chamber of Peers) সামনে লবণ গোলার সুযোগসুবিধা পাওয়ার উদ্দেশ্যে রাজপুরুষদের ঘুষ দেবার জন্য পার্মাঁতিয়ে ও জেনারেল ক্যুবিয়েরের এবং ঐ ঘুষ খাওয়ার জন্য তদানীন্তন পূর্তমন্ত্রী তেস্ত-এর বিচার শুরু হয়। বিচারের সময় শেষোক্ত ব্যক্তি আত্মহত্যার চেষ্টা করে। সকলেরই মোটা জরিমানা হয়, তেস্ত-এর উপরে হয় আরো তিন বছর কারাদণ্ড। (১৮৯৫-এর সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

জুয়াচুরিও আরো প্রকাশ্যে দেখা দিল। প্রমাণ আভিনোঁ রেলপথ সম্পর্কিত আইন, সরকারী সিকিউরিটির রহস্যজনক দর ওঠা পড়া, সামান্য কিছুদিনের জন্য যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্যারিসের প্রধান আলোচ্য বিষয়; সর্বশেষে ১০ই মার্চের নির্বাচন ব্যাপারে ফুল্দ ও বোনাপার্টের হতভাগ্য দুরকল্পনা *(speculations)*।

ফিনান্স আভিজাত্যের সরকারী পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী জনসাধারণকে আবার একবার সম্মুখীন হতে হল এক ২৪শে ফেব্রুয়ারির।

সংবিধান সভা তার উত্তরাধিকারীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষের ঝোঁকে প্রভু যিশুর ১৮৫০ সালে মদ্যকর উঠিয়ে দিয়েছিল। পুরানো ট্যাক্স তুলে দিয়ে নতুন ঋণ পরিশোধ করা যায় না। শৃঙ্খলা পার্টির এক নির্বোধ ক্রেতোঁ বিধান সভার অধিবেশন বিরতির আগেই মদ্যকর বজায় রাখার প্রস্তাব করেছিলেন। বোনাপার্টপন্থী মন্ত্রিসভার নামে ফুল্দ সেই প্রস্তাব হাজির করলেন এবং বোনাপার্টকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণার বার্ষিকীতে, ১৮৪৯ সালের ২০শে ডিসেম্বর জাতীয় সভা **মদ্যকর পুনঃপ্রবর্তনের** বিধান দিল।

এই পুনঃপ্রবর্তনের প্রস্তাবক কোন ফিনান্সপতি নয়, তিনি হলেন জেসুইট নেতা, মঁতালাঁবের। তাঁর যুক্তি আশ্চর্যরকম সরল: ট্যাক্স ব্যবস্থা হচ্ছে মায়ের বুক যার স্তন্যপান করে সরকার। সরকার হচ্ছে পীড়নযন্ত্র, কর্তৃত্বের সংস্থা, সৈন্যবাহিনী, পুলিশ; সরকার হল রাজপুরুষ, বিচারক, মন্ত্রী আর পাদ্রী। ট্যাক্স ব্যবস্থার উপরে আক্রমণ হচ্ছে প্রলেতারীয় বর্বরদের অনুপ্রবেশ থেকে বুর্জোয়া সমাজের বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক ফসল রক্ষার জন্য যারা পাহারা দেয়, শৃঙ্খলার সেই প্রহরীদের উপরে নৈরাজ্যবাদীদের আক্রমণ। সম্পত্তি, পরিবার, শৃঙ্খলা ও ধর্মের পাশাপাশি পঞ্চম দেবতা হচ্ছে ট্যাক্স ব্যবস্থা। আর মদ্যকর অবিংসবাদীভাবেই ট্যাক্স আর তার উপরে মামুলী নয়, ঐতিহ্যসম্মত, রাজতন্ত্র ঘেঁষা, ভদ্র ট্যাক্স। ***Vive l'impôt des boissons!**** বারবার তিনবারের পরেও আরো একবার জয়ধ্বনি!

ফরাসী কৃষকেরা যখন শয়তানের ছবি আঁকে, তখন তাকে আঁকা হয় ট্যাক্স সংগ্রাহকের বেশে। মঁতালাঁবের যেই ট্যাক্স ব্যবস্থাকে ঈশ্বরের পর্যায়ে তুললেন, অমনি কৃষক নিরীশ্বর নাস্তিক হয়ে দাঁড়াল এবং ঝাঁপ দিল শয়তানের কোলে **সমাজতন্ত্রের** কোলে। শৃঙ্খলার ধর্ম তাকে হারাল, জেসুইটরা তাকে হারাল, তাকে হারালেন বোনাপার্ট। ১৮৪৯-এর ২০শে ডিসেম্বর অপরিবর্তনীয়ভাবে খেলো করে দিল ১৮৪৮-এর ২০শে ডিসেম্বরকে। 'খুড়োর ভাইপোই' তাঁর পরিবারের প্রথম লোক নন মদ্যকর যাঁকে পরাস্ত করল, সেই ট্যাক্স মঁতালাঁবের ভাষায় যা নাকি বিপ্লবী ঝঞ্ঝার আহ্বায়ক। সেন্ট হেলেন-এ আসল মহান নেপোলিয়ন ঘোষণা করেছিলেন যে, মদ্যকরের পুনঃপ্রবর্তনই তাঁর পতনে সব থেকে

* মদ্যকর দীর্ঘজীবী হোক! — সম্পাঃ

বেশি সাহায্য করেছে কারণ তার ফলেই দক্ষিণ ফ্রান্সের কৃষকেরা বিমুখ হয়ে যায় তাঁর প্রতি। চতুর্দশ লুই-এর আমলেই জনগণের ঘৃণার প্রধান পাত্র (বুয়াগিইবের ও ভবাঁ-এর লেখা দ্রষ্টব্য) ও প্রথম বিপ্লবের ফলে বাতিল এই করটিকে নেপোলিয়ন ১৮০৮ সালে সংশোধিত আকারে পুনঃপ্রবর্তিত করেন। পুনঃপ্রতিষ্ঠা যখন ফ্রান্সে প্রবেশ করে তখন তার সামনে শুধু কসাকদের নাচন নয়, নাচছিল মদ্যকর বাতিলের প্রতিশ্রুতিও। বড়ঘরের মানুষদের *(gentil hommerie)* স্বভাবতই দায় পড়ে না, খেয়াল খুশিমতো যে লোকের ঘাড়ে ট্যাক্স চাপানো যায় *(gent taillable à merci et miséricorde)* তার কাছে প্রতিশ্রুতি রাখার। ১৮৩০ সাল প্রতিশ্রুতি দিল মদ্যকর বাতিলের। যা বলত তাই করা বা যা করত তাই বলা অবশ্য তার ধাতে ছিল না। ১৮৪৮ সাল মদ্যকর বাতিলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ঠিক যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সব কিছুরই। সর্বশেষে যে সংবিধান সভা কোন কিছুরই প্রতিশ্রুতি দেয়নি, সে অন্তিম উইলে ব্যবস্থা করে যায় যাতে ১৮৫০ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে মদ্যকর উঠে যায়। আর ১৮৫০-এর ১লা জানুয়ারি তারিখের ঠিক দশ দিন আগে বিধান সভা তার পুনঃপ্রবর্তন ঘটাল। ফরাসী জনসাধারণ তাই ক্রমাগত এর পিছনে তাড়া করে করে যখন দরজা দিয়ে তাকে বার করে দিল, তখন দেখা গেল যে ওটা আবার ফিরে এসেছে জানলা দিয়ে।

মদ্যকরের বিরুদ্ধে জনবিরাগের কারণ হল এই যে ফরাসী ট্যাক্স ব্যবস্থার সমস্ত জঘন্যতা মিলিত হয়েছিল এর মধ্যে। তার সংগ্রহ পদ্ধতি জঘন্য, তার বণ্টন পদ্ধতি অভিজাত, কারণ সবচেয়ে মামুলী আর সবচেয়ে দামী মদ উভয়ের উপরেই ট্যাক্সের হার ছিল একই; কাজেই এ ট্যাক্সের গুণোত্তর বৃদ্ধি ঘটত মদ্যপায়ীর আয় হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে, এটা ছিল যেন উল্টো ধরনের ক্রমোন্নত একটি ট্যাক্স। তদনুসারে ভেজাল ও নকল মদের আনুকূল্য করে এই ট্যাক্স মেহনতী শ্রেণীগুলির উপরে সরাসরি বিষপ্রয়োগে প্ররোচনা যোগাত। পণ্যের ব্যবহার এর ফলে কমে যেত, কারণ ৪,০০০-এর বেশি অধিবাসী সমেত শহরগুলির ফটকের সামনে তা বসায় *octrois**; ফলে তেমন প্রত্যেকটি শহরকে রূপান্তরিত করে যেন ফরাসী মদের বিরুদ্ধে রক্ষণশুল্ক বসিয়েছে এমন সব বিদেশে। বড় মদ্য ব্যবসায়ী, তার থেকেও বেশী ক্ষুদে ব্যবসায়ীরা *(marchands de vins)*, মদ বিক্রয়কেন্দ্রের মালিকরা, মদবিক্রয়ের উপর যাদের জীবিকা প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল, এরা সবাই মদ্যকরের উপরে খড়্গহস্ত। সর্বোপরি, মদের ব্যবহার হ্রাস করে এই ট্যাক্স সংকোচন ঘটায় উৎপাদকের বাজারের। শহুরে শ্রমিকদের এই ট্যাক্স যেমন মদের দাম দিতে অপারগ করে তোলে, তেমনই মদের জন্য যারা আঙুরের চাষ করে তারাও এর দরুন মদ বিক্রয় করে উঠতে পারে না। অথচ ফ্রান্সে আঙুর চাষীর জনসংখ্যা হচ্ছে প্রায়

* স্থানীয় শুল্ক সংগ্রহের দপ্তর। — সম্পাঃ

এককোটি বিশ লক্ষ। সাধারণভাবে এ ব্যাপারে মানুষের বিদ্বেষ তাই বোঝা যায়, বিশেষ করে বোঝা যায় মদ্যকরের বিরুদ্ধে কৃষকদের উগ্রতা। এর উপরে তারা এই কর পুনঃপ্রবর্তনের ভিতরে কোন বিচ্ছিন্ন, মোটের উপরে আকস্মিক ঘটনামাত্র দেখেনি। কৃষকদের এক ধরনের স্বকীয় ঐতিহাসিক ঐতিহ্য রয়েছে যার ধারা পিতা থেকে পুত্রে প্রবহমান; আর সেই ঐতিহাসিক বিদ্যালয়ে শোনা যায় যে যখনই কোন সরকার কৃষকদের ঠকাতে চায় তখনই সে মদ্যকর উচ্ছেদের প্রতিশ্রুতি দেয়, এবং যখনই কৃষকদের প্রতারণা সম্পন্ন হয়ে যায় তখনই সে কর বজায় রাখে বা পুনঃপ্রবর্তিত করে। মদ্যকরের মধ্যে কৃষকেরা শুঁকে দেখে সরকারের গন্ধ, তার ঝোঁক। ২০শে ডিসেম্বর মদ্যকরের পুনঃপ্রবর্তনের অর্থ দাঁড়াল **লুই বোনাপার্ট ও অন্যদের সামিল**। কিন্তু তিনি তো অন্যদের মতো ছিলেন না; তিনি **কৃষকদেরই এক আবিষ্কার**। আর মদ্যকরের বিপক্ষে লক্ষ লক্ষ স্বাক্ষরের দরখাস্ত মারফৎ তারা যেন ফিরিয়ে নিল সেই ভোট, এক বছর আগে যা তারা দিয়েছিল 'খুড়োর ভাইপোকে'।

মোট ফরাসী জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি যে গ্রামের মানুষ তাদের অধিকাংশই হচ্ছে তথাকথিত স্বাধীন **জমি-মালিক**। ১৭৮৯-এর বিপ্লবের ফলে সামন্ততান্ত্রিক বোঝা থেকে বিনা খরচে মুক্তি লাভ করায় এদের প্রথম পুরুষ জমির জন্য কোন দাম দেয়নি। কিন্তু তাদের আধা ভূমিদাস পূর্বপুরুষদের যা দিতে হত খাজনা, আবওয়াব, বেগারখাটা *(corvée)* প্রভৃতি খাতে, উত্তরপুরুষদের তাই দিতে হতে লাগল **জমির দাম** হিসাবে। একদিকে জনসংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেল ও অন্যদিকে জমির বিভাজন যেমন বাড়তে থাকল, টুকরো ভাগগুলির দরও তেমন চড়তে লাগল, কারণ যতই টুকরো ছোট হল ততই তাদের চাহিদাও বেড়ে গেল। কিন্তু জমির টুকরোটার জন্য কৃষকের দেওয়া দাম যে অনুপাতে বাড়ল, তা সে জমি সে সরাসরিই কিনুক বা তার সহ-উত্তরাধিকারীদের কাছে তা পুঁজি হিসাবে গণ্য করিয়েই নিক, **কৃষকদের ঋণগ্রস্ততা** অর্থাৎ **মর্গেজও** বাধ্য হয়ে তত বাড়তে লাগল। জমির উপর দায় চাপিয়ে যে ঋণের দাবি তাকেই বলে **মর্গেজ**, জমির ক্ষেত্রে বন্ধকী খত। মধ্যযুগীয় ভূসম্পত্তির উপরে যেভাবে **বিশেষ অধিকারগুলি** জমে উঠে, তেমনই **মর্গেজ** জমতে থাকে আধুনিক ক্ষুদে জোতগুলির উপরে। অপরপক্ষে জমি বিভাজন ব্যবস্থায় জমি হল তার মালিকের নিছক এক **উৎপাদন হাতিয়ার**। জমির ফলপ্রসূতা আবার জমি বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে একই মাত্রায় হ্রাস পায়। জমিতে যন্ত্রের প্রয়োগ, শ্রমবিভাগ, জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও সেচ প্রণালী প্রভৃতি জমির উন্নতিবিধায়ক প্রধান ব্যবস্থাগুলি আরও বেশি পরিমাণে অসম্ভব হয়ে পড়ে, আর উৎপাদনের হাতিয়ারটারই বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষির **অনুৎপাদক খরচও** বেড়ে চলে সেই অনুপাতে। এ সবই ঘটে ক্ষুদে জোতের মালিকের হাতে পুঁজি থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু যতই ভাগাভাগি বেড়ে যায়, ততই একান্ত শোচনীয়

সাজসরঞ্জাম সমেত জমির টুকরোটাই হয়ে দাঁড়ায় ক্ষুদে জোতের কৃষকদের সমগ্র পুঁজি; ততই জমিতে পুঁজি প্রয়োগ কমতে থাকে; ততই কৃষিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ নেওয়ার মতো জমি, টাকা ও শিক্ষার অভাব ঘটে কুটিরবাসী কৃষকের, আর সঙ্গে সঙ্গে অবনতি ঘটতে থাকে ভূমিকর্ষণের। শেষ পর্যন্ত **মোট ভোগ** যেমন বাড়ে, সেই অনুপাতে কমতে থাকে **নিট উৎপন্ন**, কেননা কৃষকের সমগ্র পরিবার তার জোতের টানে অন্য পেশা গ্রহণে নিবৃত্ত থাকে অথচ তার থেকে তাদের জীবনধারণের উপায় কুলিয়ে ওঠে না।

সুতরাং যে পরিমাণে জনসংখ্যা ও তার সঙ্গে সঙ্গেই ভূমি বিভাজন বৃদ্ধি পায়, সেই পরিমাণেই **উৎপাদনের হাতিয়ার**, জমিও **দুর্মূল্য হতে থাকে ও তার উর্বরতা** হ্রাস পায়, **কৃষির অবনতি ঘটে এবং কৃষকের ঘাড়ে ঋণের বোঝা চাপে**। আর যা ছিল ফল তাই ঘুরে আবার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রত্যেক পুরুষ রেখে যায় পরবর্তী পুরুষকে আরও ঋণের অতলে; **প্রত্যেক নতুন পুরুষ শুরু** করে আরও প্রতিকূল, আরও খারাপ অবস্থা থেকে, মর্গেজ থেকে আরো মর্গেজের উদ্ভব হয়; আর কৃষকের পক্ষে যখন **নতুন ঋণ** পাওয়ার জন্য তার ক্ষুদে জোত বাঁধা রাখা, অর্থাৎ তার ওপর নতুন মর্গেজ চাপানো অসম্ভব হয়ে ওঠে, তখন সে সরাসরি শিকার হয়ে পড়ে **সুদখোরির** আর **সুদখোরী কুসীদের হারও** ততই অপরিমিত হয়ে দাঁড়ায়।

তাই অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে ফরাসী কৃষক জমি বন্ধক রাখা **মর্গেজের সুদ**, এবং **বিনা বন্ধকে সুদখোরেরা যে টাকা কর্জ দেয়** তার সুদ হিসাবে পুঁজিপতির হাতে তুলে দিচ্ছে শুধু ভূমিখাজনা নয়, শুধু শিল্পগত মুনাফা নয়, এক কথায় কেবলমাত্র **সমগ্র নিট মুনাফা** নয়, তুলে দিচ্ছে **মজুরির একাংশ** পর্যন্ত, তাই এইভাবে সে নেমে গেছে **আইরিশ প্রজাচাষীর** সমপর্যায়ে আর সমস্ত ব্যাপারটা ঘটছে **ব্যক্তিগত সম্পত্তিমালিক** হওয়ার অছিলায়।

ফ্রান্সে এই প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়েছে ক্রমবর্ধমান **ট্যাক্সের বোঝায় ও আদালতের খরচায়**, যার কিছুটা দরকার পড়ে ফরাসী আইনকানুন ভূমিস্বত্বকে যে আনুষ্ঠানিকতায় জড়িয়েছে সরাসরি তারই দরুন; কিছুটা ভূমিখণ্ডগুলি সর্বত্রই পরস্পরকে ঘিরে থাকা ও কাটাকাটি করার ফলে যে অসংখ্য বিরোধ ঘটে তার জন্য; এবং কিছুটা কৃষকদের মামলাবাজির ফলে — এ কৃষকদের সম্পত্তিভোগ সীমাবদ্ধ তাদের কাল্পনিক সম্পত্তির পাট্টা, তাদের **স্বত্বাধিকার** প্রতিষ্ঠার ক্ষেপামিতে।

১৮৪০ সালের এক পরিসংখ্যানী বিবৃতি অনুসারে ফরাসী কৃষির মোট উৎপাদন ছিল ৫,২৩,৭১,৭৮,০০০ **ফ্রাঁ পরিমাণ। এর মধ্যে যারা খাটছে তাদের ভোগের পরিমাণ ধরে কৃষির খরচ দাঁড়ায়** ৩,৫৫,২০,০০,০০০ **ফ্রাঁ**। বাকি থাকে ১,৬৮,৫১,৭৮,০০০ **ফ্রাঁ পরিমাণের নিট উৎপন্ন যার থেকে** ৫৫,০০,০০,০০০ বাদ দিতে হবে মর্গেজের সুদ বাবদ, ১০,০০,০০,০০০ **ফ্রাঁ** আদালত কর্মচারীদের পাওনা বাবদ, ৩৫.০০,০০,০০০ **ফ্রাঁ**

ট্যাক্স বাবদ, এবং ১০,৭০,০০,০০০ ফ্রাঁ রেজিস্ট্রি খরচ, স্ট্যাম্প শুল্ক, মর্গেজ ফি প্রভৃতি বাবদ। বাকি থাকে নিট উৎপন্নের এক তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ ৫৩,৮০,০০,০০০ ফ্রাঁ। জনসাধারণের মধ্যে ভাগ করে দিলে মাথাপিছু ২৫ ফ্রাঁ নিট উৎপন্নও পড়ে না।* স্বভাবতই মর্গেজ বাদে সুদখোরি বা উকিলের পাওনা প্রভৃতি এই হিসাবে ধরা হয়নি।

প্রজাতন্ত্র পুরানোর উপরে নতুন বোঝা চাপিয়ে দেবার দরুন ফরাসী কৃষকদের হাল কী দাঁড়াল বুঝতেই পারা যায়। দেখা যায় যে, তাদের শোষণ শুধু **রূপের** দিক দিয়েই শিল্প শ্রমিকদের শোষণের থেকে ভিন্ন ধরনের। শোষক একই: **পুঁজি**। ব্যক্তি পুঁজিপতিরা ব্যক্তি কৃষকদের শোষণ করে **মর্গেজ ও সুদখোরি** মারফৎ; গোটা পুঁজিপতি শ্রেণী কৃষক শ্রেণীকে শোষণ করে **সরকারী ট্যাক্স** মারফৎ। কৃষকের স্বত্বাধিকারই হল সেই কবচ যার দ্বারা পুঁজি এযাবৎ তাকে যাদু করে এসেছে, সেই অছিলা যা তাকে লাগিয়েছে শিল্প শ্রমিকদের বিপক্ষে। একমাত্র পুঁজির পতনেই কৃষকের উন্নতিবিধান সম্ভব; পুঁজিপতি বিরোধী এক প্রলেতারীয় সরকারই শুধু অবসান ঘটাতে পারে তার আর্থিক দুর্গতির, তার সামাজিক অবনতির। **নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র** হল তার ঐক্যবদ্ধ শোষকদের একনায়কত্ব, **সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক, লাল** প্রজাতন্ত্র হচ্ছে তার মিত্রদের একনায়কত্ব। পাল্লা ওঠে পড়ে আবার ভোটের বাক্সে ফেলা কৃষকের ভোটের সঙ্গে সঙ্গে। তার ভাগ্য স্থির করতে হবে স্বয়ং তাকেই। সমাজতন্ত্রীরা এ কথাই বলছিল পুস্তিকা, বার্ষিকী, দিনপঞ্জী ও নানা ইশতেহার মারফৎ। এই ভাষা তার কাছে আরও বোধগম্য হল শৃঙ্খলা পার্টির পাল্টা লেখালেখির ফলে; সে পার্টিও কৃষকের দিকে মুখ ফিরিয়েছিল এবং স্থূল অত্যুক্তি আর সমাজতন্ত্রীদের অভিপ্রায় ও আদর্শ সম্পর্কে তার ক্রূর ধারণা ও বর্ণনার দ্বারা খাঁটি কৃষকের মনের তারে ঘা দিয়েছিল, নিষিদ্ধ ফলের প্রতি আরও উদ্দীপিত করে তুলেছিল তার তীব্র আকর্ষণ। কিন্তু সব থেকে বোধগম্য ছিল বাস্তব অভিজ্ঞতার ভাষা, যে অভিজ্ঞতা কৃষকেরা সঞ্চয় করেছিল ভোটাধিকার ব্যবহারের ফলে; সবচাইতে বোধগম্য ছিল মোহভঙ্গগুলো যা তাকে অভিভূত করে ফেলছিল বিপ্লবী গতিতে, আঘাতের পর আঘাতে। **বিপ্লবই হচ্ছে ইতিহাসের লোকোমোটিভ।**

কৃষকদের ক্রমিক বিপ্লবী রূপান্তর নানা লক্ষণের ভিতর দিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছিল। বিধান সভা নির্বাচনে ইতিপূর্বেই তার প্রকাশ দেখা গিয়েছিল, দেখা গেল লিয়োঁ-র প্রান্তবর্তী পাঁচটি জেলার জরুরী অবস্থার মধ্যে, দেখা গেল ১৩ই জুনের মাস কয়েক

* মার্কস যে সংখ্যাগুলি দিয়েছেন তা যোগে মেলে না। সম্ভবত ছাপার ভুলে মূল পাঠে ৫৩,৮০,০০,০০০-র বদলে রয়েছে ৫৭,৮০,০০,০০০। কিন্তু ভুল ছাপার দরুন মার্কসের সাধারণ সিদ্ধান্তের নড়চড় হয় না কারণ দু-ক্ষেত্রেই নিট মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় ২৫ ফ্রাঁ-র কম। — সম্পাঃ

পরে জিরোঁদ জেলা কর্তৃক অবিশ্বাস্য পরিষদের* *(Chambre introuvable)* প্রাক্তন সভাপতির জায়গায় 'পর্বত' দলীয় লোকের নির্বাচনে; দেখা গেল মৃত লেজিটিমিস্ট প্রতিনিধির জায়গায় ১৮৪৯ সালের ২০শে ডিসেম্বর সেই দ্যু গার *(du Gard)* জেলায় এক লাল প্রার্থীর নির্বাচনে, যে এলাকা ছিল লেজিটিমিস্টদের কল্পরাজ্য, ১৭৯৪ ও ১৭৯৫ সালে যা ছিল প্রজাতন্ত্রীদের উপরে ভীষণতম উৎপীড়নের রঙ্গমঞ্চ, এবং ১৮১৫ সালে যা ছিল শ্বেত সন্ত্রাসের কেন্দ্র, যেখানে উদারপন্থী ও প্রটেস্টাণ্টদের হত্যা করা হয়েছিল প্রকাশ্যে। সব থেকে স্থাণু শ্রেণীর এই বিপ্লবী রূপান্তর সব থেকে স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে মদ্যকর পুনঃপ্রবর্তনের পর থেকে। সরকারী ব্যবস্থাদি এবং ১৮৫০ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসের আইনগুলি প্রায় একান্তভাবেই প্রযুক্ত হয়েছিল **জেলাগুলি ও কৃষকদের** বিরুদ্ধে। এইটাই তাদের অগ্রগতির সব থেকে পরিষ্কার প্রমাণ।

দ'অপুল বিজ্ঞপ্তি, যার দ্বারা সশস্ত্র পুলিশকে প্রিফেক্ট, সাব-প্রিফেক্ট ও সর্বোপরি মেয়রের ইঙ্কিউজিটর নিয়োগ এবং সুদূরতম গ্রামের গোপন আনাচে-কানাচেও গোয়েন্দাগিরির ব্যবস্থা হল; **স্কুল শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আইন,** যার দ্বারা কৃষক শ্রেণীর গুণীজন, মুখপাত্র, গুরু ও ব্যাখ্যাকারেরা হল প্রিফেক্টের স্বৈরাচারী ক্ষমতাধীন, যাতে শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেকার এই প্রলেতারিয়েতরা এক স্থানীয় গোষ্ঠী থেকে অন্যত্র বিতাড়িত জন্তুর মতো তাড়া খেয়ে ফিরল; **মেয়র-বিরোধী আইন,** যার দ্বারা পদচ্যুতির আশঙ্কারূপী দ্যামোক্লিসের খড়্গ এদের মাথার উপরে ঝোলানো রইল আর কৃষক গোষ্ঠীগুলির এই সভাপতিরা প্রতি মুহূর্তেই প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ও শৃঙ্খলা পার্টির বিপক্ষে দাঁড়াতে বাধ্য হচ্ছিল; সেই **অর্ডিনান্স,** যাতে সতেরোটি সামরিক জেলাকে রূপান্তরিত করা হল চারটি pashalic এলাকায়** এবং ফরাসীদের উপরে সৈন্য ব্যারাক আর শিবির চাপিয়ে দিল জাতীয় **আড্ডা বৈঠক** হিসাবে; **শিক্ষা আইন,** যার দ্বারা শৃঙ্খলা পার্টি সর্বজনীন ভোটাধিকারের আমলে ফ্রান্সের জীবনধারণের শর্তরূপে যেন ঘোষণা করল তার অচেতনতা ও জবরদস্তি বিমূঢ়তাকেই; এইসব আইন ও ব্যবস্থাদির প্রকৃতিটা

---

* ১৮১৫ সালে নেপোলিয়নের দ্বিতীয় পতনের ঠিক পরেই যে অত্যুগ্র রাজতন্ত্রী ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিনিধি পরিষদ নির্বাচিত হয় ইতিহাসে তার এই নামকরণ হয়েছিল। (১৮৯৫ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

** বিধান সভার ১৮৫০ সালের ১০ই মার্চ যে উপনির্বাচনের কথা ছিল তাতে নির্বাচকদের ওপর চাপ দেবার জন্য সরকার গোটা ফ্রান্সকে পাঁচটি বড়ো বড়ো সামরিক এলাকায় ভাগ করেন, তার ফলে প্যারিস ও তার সন্নিহিত জেলাগুলি বাকি চারটি এলাকা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে। এগুলির শীর্ষে বসান হয় চরম প্রতিক্রিয়াশীলদের। এই সব প্রতিক্রিয়াশীল জেনারেলের অবাধ ক্ষমতার সঙ্গে তুর্কী পাশাদের স্বৈরাচারী ক্ষমতার তুলনা টেনে প্রজাতন্ত্রী সংবাদপত্র এই এলাকাগুলির নাম দেয় পাশালিক। — সম্পাঃ

কী? শৃঙ্খলা পার্টির তরফে জেলাগুলিকে ও জেলার কৃষকদের পুনরায় জয় করারই মরিয়া চেষ্টা মাত্র।

পীড়ন হিসাবে এগুলি ছিল নিকৃষ্ট পদ্ধতি যা গলা টিপে মারল তার নিজের উদ্দেশ্যকেই। মদ্যকর, অথবা ৪৫ সাঁতিম ট্যাক্স বজায় রাখা, শতকোটি ফ্রাঁ ফেরৎ দেবার জন্য কৃষক আবেদনগুলির অবজ্ঞাসূচক প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি বড় বড় ব্যবস্থা, এইসব আইনী বজ্রাঘাত কেন্দ্র থেকে পাইকারীভাবে একবারই পড়েছিল কৃষক শ্রেণীর উপরে; যে সব আইন ও ব্যবস্থাদির দৃষ্টান্ত দেওয়া হল তা আক্রমণ ও প্রতিরোধকে **সাধারণ** ও প্রতিটি কুটিরের প্রতিদিনের আলোচ্য বিষয় করে তুলল। প্রতিটি গ্রামে তা বিপ্লবের টিকা দিয়ে দিল; **বিপ্লবকে করে তুলল স্থানীয়ভূত ও কৃষকীভূত**।

পক্ষান্তরে, বোনাপার্টের এই সকল প্রস্তাব ও জাতীয় সভা কর্তৃক তাদের গ্রহণ কি অরাজকতা দমন অর্থাৎ বুর্জোয়া একনায়কত্বের বিরুদ্ধে যে সমস্ত শ্রেণী দাঁড়ায় তাঁদের দমনের ব্যাপারে নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের দুই শক্তির ঐক্যই প্রমাণ করে না? **সুলুক** তাঁর অশিষ্ট বক্তব্যের* ঠিক পরেই কি বিধান সভাকে তাঁর *dévouement*** সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করেননি তার অব্যবহিত পরবর্তী **কার্লিয়ের** বক্তব্য মারফৎ, যে কার্লিয়ে ছিলেন ফুশে-র নোংরা ও নীচ এক ব্যঙ্গমূর্তি, যেমন লুই বোনাপার্ট নিজেই ছিলেন নেপোলিয়নের শূন্যগর্ভ ব্যঙ্গমূর্তি।

শিক্ষা আইন আমাদের দেখাল তরুণ ক্যাথলিকদের সঙ্গে প্রবীণ ভল্টেয়ারভক্তদের মৈত্রীর দৃশ্য। ঐক্যবদ্ধ বুর্জোয়া শাসন কি জেসুইট সমর্থক পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও লোক দেখানো স্বাধীন চিন্তার জুলাই রাজতন্ত্রের সম্মিলিত স্বৈরাচার ছাড়া আর কিছু হতে পারত? প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য পারস্পরিক সংগ্রামের সময়ে এক বুর্জোয়া উপদল অন্য উপদলের বিরুদ্ধে যে হাতিয়ার ছাড়িয়ে ছিল জনসাধারণের ভিতরে, তা কি সেই জনসাধারণের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে না যখন শেষোক্তরা তাদের ঐক্যবদ্ধ একনায়কত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে? জেসুইটবাদের এই লাস্যময়ী প্রদর্শনীর *(étalage)* চাইতে বেশি করে, প্যারিস দোকানীদের আর কিছুই ক্ষুব্ধ করেনি এমন কি আপোষে মিটমাটের *(concordats à l'amiable)* প্রত্যাখ্যানও নয়।

ইতিমধ্যে শৃঙ্খলা পার্টির বিভিন্ন উপদলের ভিতরে এবং জাতীয় সভা ও বোনাপার্টের মধ্যে সংঘাত চলতেই থাকল। জাতীয় সভা মোটেই খুশি হয়নি যে বোনাপার্ট তাঁর হঠাৎ কুদেতার ঠিক পরেই, তাঁর নিজস্ব বোনাপার্টপন্থী মন্ত্রিসভা

* তৃতীয় নেপোলিয়ন জাতীয় সভার কাছে প্রেরিত যে বাণীতে জানিয়েছিলেন যে তিনি বারো মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করেছেন ও আর এক মন্ত্রিসভা গঠন করলেন তারই উল্লেখ করা হয়েছে এখানে। — সম্পাঃ

** শৃঙ্খলানুগত্য। — সম্পাঃ

নিয়োগের পর, রাজতন্ত্রের অথর্বদের, সদ্যনিযুক্ত প্রিফেক্টদের তাঁর কাছে ডেকে পাঠালেন এবং রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁর পুনঃনির্বাচনের জন্য তাদের তরফ থেকে সংবিধানবিরোধী আন্দোলনকেই তাদের চাকরির শর্ত করলেন; সভা খুশি হয়নি যে কার্লিয়ে তাঁর অভিষেক উদযাপন করলেন একটি লেজিটিমিস্ট ক্লাব বন্ধ করে দিয়ে অথবা বোনাপার্ট তাঁর নিজস্ব এক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করলেন *Le Napoleon* নামে, যার মধ্যে জনসাধারণের নিকটে প্রকট হতে থাকল রাষ্ট্রপতির গোপন কামনা অথচ বিধান সভার মঞ্চ থেকে তাঁর মন্ত্রীদের সেকথা অস্বীকার করতে হচ্ছিল। সভা মোটেই খুশি হয়নি যে বহু অনাস্থাভোট সত্ত্বেও তাচ্ছিল্যভরে মন্ত্রিসভা বজায় রাখা হল; প্রতিদিন চার সু বেশী মাইনে দিয়ে নিম্নস্তরের অফিসারদের অথবা এজেন স্যু-র 'রহস্য'* মেরে দিয়ে মানরক্ষার ঋণ ব্যাঙ্ক যুগিয়ে প্রলেতারিয়েতকে নিজের পক্ষে টানার চেষ্টাতেও খুশি হয়নি সভা। সর্বোপরি সভা মোটেই খুশি হয়নি সেই ঔদ্ধত্যে, যার মারফৎ মন্ত্রীদের বাধ্য করা হল বাকি জুন বিদ্রোহীদের আলজিয়ার্সে নির্বাসনে পাঠানোর প্রস্তাব করতে, যাতে বিধান সভার উপরে *en gros*** জনসাধারণেব বিরাগ চাপানো যায়, অথচ বাষ্ট্রপতি ব্যক্তি বিশেষে মার্জনা বিতরণ করে *en détail**** জনপ্রিয়তা মজুত রাখলেন নিজের জন্য। **তিয়ের-এর** মুখে কুদেতা ও হঠকারী কার্যকলাপের *(coups de tête)* সশঙ্ক কথা শোনা গেল, আর বিধান সভা বোনাপার্টের উপরে প্রতিশোধ নিল তাঁর নিজের সুবিধার জন্য তিনি যেসব আইনের প্রস্তাব করছিলেন তার প্রত্যেকটিকেই নাকচ করে এবং সাধারণ স্বার্থে যখনই তিনি প্রস্তাব পেশ করলেন তার প্রত্যেকটিতে সরব সংশয়ে এই নিয়ে তদন্ত করে যে কার্যনির্বাহক ক্ষমতাবৃদ্ধির ভিতর দিয়ে বোনাপার্ট নিজের ব্যক্তিগত ক্ষমতা বাড়াতে চাইছেন কিনা। এক কথায় সভা **প্রতিশোধ নিচ্ছিল এক অবজ্ঞার চক্রান্ত করে।**

লেজিটিমিস্ট দল তার দিক থেকে বিরক্তির সঙ্গে লক্ষ্য করল যে অধিকতর দক্ষ অর্লিয়ান্সীরা আবার প্রায় সব পদ দখল করে ফেলেছে, এবং তারা যেখানে তাদের **মুক্তির সন্ধান** করছিল প্রধানত **বিকেন্দ্রীকরণে** সেখানে বেড়েই চলেছে **কেন্দ্রীকরণ।** আর ঘটেও ছিল তাই। প্রতিবিপ্লব **কেন্দ্রীকরণ** চালিয়েছিল **বলপ্রয়োগের সাহায্যে** অর্থাৎ সে **প্রস্তুত** করছিল বিপ্লবেরই **যন্ত্রব্যবস্থা।** প্যারিস ব্যাঙ্কে সে ফ্রান্সের সোনারূপাও **কেন্দ্রীভূত করেছিল** ব্যাংকনোটের বাধ্যতামূলক দর বেঁধে, আর এভাবে সৃষ্টি করেছিল বিপ্লবের জন্য এক **তৈরী যুদ্ধ-তহবিল।**

সর্বশেষে অর্লিয়ান্সীরা বিরক্তির সঙ্গে লক্ষ্য করল তাদের জারজ নীতির সঙ্গে প্রতিতুলনা টানা হচ্ছে উদীয়মান লেজিটিমিস্ট নীতির, আর নিজেরা তারা প্রতিমুহূর্তে

---

* বইটির পুরো ইংরাজি নাম হল 'প্যারিস রহস্য'। — সম্পাঃ

** পাইকারীভাবে। — সম্পাঃ

*** খুচরাভাবে। — সম্পাঃ

অভিজাত স্বামীর হীনকুল বুর্জোয়া স্ত্রী হিসাবে লাঞ্ছনা ও দুর্ব্যবহার সইছে।

কিছু কিছু করে দেখা গেল কী করে কৃষক, পেটি বুর্জোয়া, সাধারণভাবে মধ্য শ্রেণীগুলি প্রলেতারিয়েতের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছিল, বাধ্য হচ্ছিল সরকারী প্রজাতন্ত্রের প্রকাশ্য বিরোধিতায়, সে প্রজাতন্ত্র কর্তৃক গণ্য হচ্ছিল তার বিরোধী হিসাবে। **বুর্জোয়া একনায়কত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সমাজ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা, নিজেদের আন্দোলনের সংস্থা হিসাবে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি আনুগত্য, নির্ধারক বিপ্লবী শক্তি হিসাবে প্রলেতারিয়েতের চারিদিকে দানাবাঁধা,** এসবই হল **তথাকথিত সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির পার্টি, লাল প্রজাতন্ত্রের পার্টির** সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই যে **নৈরাজ্যের পার্টি**, বিরুদ্ধপক্ষ তার এই নামকরণই করেছিল, তাও ছিল **শৃঙ্খলা পার্টির** মতোই বিচিত্র স্বার্থের জোট। পুরানো সামাজিক বিশৃঙ্খলার তুচ্ছতম সংস্কার থেকে প্রাক্তন সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ, বুর্জোয়া উদারনীতি থেকে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ, 'নৈরাজ্য' পার্টির শুরু ও শেষের প্রান্তগুলির এই ছিল ব্যবধান।

রক্ষণশুল্কের অবসান — সমাজতন্ত্র! কারণ শৃঙ্খলা পার্টির **শিল্প** গোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকারের উপরে এতে আঘাত পড়ে। সরকারী বাজেট নিয়ন্ত্রণ — সমাজতন্ত্র! কারণ এতে ঘা পড়ে শৃঙ্খলা পার্টির ফিনান্স গোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকারে। বিদেশ থেকে মাংস ও শস্যের অবাধ আমদানী — সমাজতন্ত্র! কারণ তার চোট পড়ে শৃঙ্খলা পার্টির তৃতীয় গোষ্ঠী, **বৃহৎ ভূসম্পত্তি-মালিকদের** একচেটিয়া অধিকারের উপরে। অবাধ বাণিজ্য পার্টির অর্থাৎ ইংলণ্ডের সব থেকে অগ্রণী বুর্জোয়া পার্টির দাবিগুলিকে ফ্রান্সে মনে হত কতকগুলি সমাজতন্ত্রী দাবি। ভল্টেয়ারবাদ — সমাজতন্ত্র! কারণ শৃঙ্খলা পার্টির চতুর্থ গোষ্ঠী, **ক্যাথলিকেরা** এতে আহত হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সংগঠনের অধিকার, সর্বজনীন সাধারণ শিক্ষা — সমাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র! তাদের আঘাত পড়ে শৃঙ্খলা পার্টির সাধারণ একচেটিয়ার উপরেই।

বিপ্লবের অগ্রগতি এত দ্রুত অবস্থাকে পরিণত করে তুলল যে সব ধাঁচের সংস্কার-বান্ধবেরা, মধ্য শ্রেণীদের সব থেকে নরম দাবিগুলিও বাধ্য হল বিপ্লবের সব থেকে চরমপন্থী পার্টির পতাকা, **লাল ঝাণ্ডার** চারিদিকে জোট বাঁধতে।

তবু, আপন আপন শ্রেণীর অথবা শ্রেনীভুক্ত গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থা ও তারই থেকে উদ্ভূত সমগ্র বিপ্লবী চাহিদা অনুসারে নৈরাজ্য পার্টির বিভিন্ন বড় বড় অংশগুলির **সমাজতন্ত্র** বিচিত্র ঢং-এর হলেও **একটি** ব্যাপারে তার মধ্যে মিল ছিল: নিজেকে **প্রলেতারিয়েতের মুক্তিসাধনের উপায়** বলে, এবং শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তিকেই **লক্ষ্য** হিসাবে ঘোষণা করার ক্ষেত্রে। কারও পক্ষ থেকে স্বেচ্ছাকৃত প্রতারণা; আপন চাহিদা অনুযায়ী রূপান্তরিত দুনিয়াকে যারা সকলের পক্ষেই সর্বশ্রেষ্ঠ, সব বিপ্লবী

দাবির সার্থক রূপায়ণ ও সব বিপ্লবী সংঘাতের অবসান বলে চালিয়ে থাকে, এমন ধরনের অন্যান্যদের পক্ষে এটা হল আত্মপ্রতারণা।

শুনতে যা একরকমই ঠেকে, **'নৈরাজ্য পার্টির' সাধারণ** সমাজতান্ত্রিক সেই সব বুলির পিছনে লুকানো রইল *'National'*, *'Press'* এবং *'Siècle'*এর **সমাজতন্ত্র**, মোটামুটি স্থিরভাবে যার লক্ষ্য ছিল ফিনান্স অভিজাতবর্গের শাসনের উচ্ছেদ এবং শিল্প-বাণিজ্য এযাবৎ যে শৃঙ্খলে বাঁধা রয়েছে তা থেকে তাদের মুক্তিসাধন। এ হল শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির সমাজতন্ত্র, শৃঙ্খলা পার্টির ভিতরে যাদের মাতব্বরেরা এ স্বার্থগুলিকে অস্বীকার করে যেই তাদের ব্যক্তিগত একচেটিয়া অধিকারের সঙ্গে আর ওগুলির মিল থাকে না। আসল সমাজতন্ত্র, **পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র**, *par excellence** সমাজতন্ত্র, তা হল এই **বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র** থেকে স্বতন্ত্র, যার কাছে, যেমন যে কোন ঢং-এর সমাজতন্ত্রেরই কাছে, শ্রমিক ও পেটি বুর্জোয়াদের একটি অংশ স্বভাবতই গিয়ে জোটে। এই শ্রেণীর ওপর পুঁজি হানা দেয় প্রধানত তার **পাওনাদার** হিসাবে; তাই সে চায় **ক্রেডিট প্রতিষ্ঠান**। পুঁজি তাকে দমন করে **প্রতিযোগিতায়**; তাই সে চায় রাষ্ট্রসমর্থিত **সংঘবদ্ধ সমিতি**। পুঁজি তাকে অভিভূত করে **কেন্দ্রীকরণে**; তাই তার দাবি হল **ক্রমোন্নত ট্যাক্স**, উত্তরাধিকারের সীমাবদ্ধকরণ, রাষ্ট্র কর্তৃক বৃহৎ নির্মাণ প্রকল্পগুলি গ্রহণ, এবং **জোর করে পুঁজির বৃদ্ধি প্রতিরোধের** অন্যান্য ব্যবস্থাদি। যেহেতু এই সমাজতন্ত্র স্বপ্ন দেখে শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্র লাভের — স্বল্পস্থায়ী এক আধদিনের দ্বিতীয় এক ফেব্রুয়ারি বিপ্লব না হয় মেনে নিয়ে — সেইজন্য আগামী দিনের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটা তার কাছে স্বভাবতঃই **ব্যবস্থাছকের** (*systems*) প্রয়োগ বলেই মনে হয়, যে ব্যবস্থা সমাজের চিন্তাবিদেরা, দল বেঁধেই হোক বা একক উদ্ভাবক হিসাবেই হোক, উদ্ভাবন করছেন বা করেছেন। এইভাবে এঁরা চালু সমাজতন্ত্রী **ব্যবস্থাছকগুলির, মতসর্বস্ব সেই সমাজতন্ত্রের** পাঁচমিশালী সংগ্রাহক বা ওস্তাদ হয়ে দাঁড়ায়, যা প্রলেতারিয়েতের তত্ত্বগত অভিব্যক্তি ছিল শুধু ততদিনই যতদিন পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণী নিজস্ব এক স্বাধীন ঐতিহাসিক আন্দোলনের মধ্যে বিকাশলাভ করতে পারেনি।

এই **ইউটোপিয়া**, এই **মতসর্বস্ব সমাজতন্ত্র** যখন সমগ্র আন্দোলনকে খাটো করে রাখে তারই এক মুহূর্তের কাছে, সাধারণ সামাজিক উৎপাদনের জায়গায় বিশেষ বিশেষ বিদ্যাবাগীশের মস্তিষ্ক-কর্মকেই স্থান দেয়, এবং সর্বোপরি কল্পনায় শ্রেণীগুলির বিপ্লবী সংগ্রাম ও তার চাহিদাকে উড়িয়ে দেয় তুচ্ছ ভেলকিবাজিতে নয়ত বিপুল ভাবালুতায়; এই মতসর্বস্ব সমাজতন্ত্র যখন আসলে চালু সমাজকে আদর্শায়িত করে, তার ছবি আঁকে ছায়া বাদ দিয়ে, ও বর্তমান সমাজের বাস্তবতার বিপরীতেই অর্জন করতে চায় নিজের আদর্শ; এই সমাজতন্ত্রকে যখন প্রলেতারিয়েত ছেড়ে দেয় পেটি

* প্রধানত। — সম্পাঃ

বুর্জোয়ার হাতে; বিভিন্ন সমাজতন্ত্রী নেতাদের নিজেদের ভিতরকার সংগ্রাম যখন এর প্রত্যেকটি তথাকথিত ব্যবস্থাছককে অন্যের বিপক্ষে সমাজ বিপ্লবে উৎক্রমণের কোন এক ঘাঁটির প্রতি সাড়ম্বর আনুগত্য হিসাবে তুলে ধরে — **প্রলেতারিয়েত** তখন ক্রমশ সমবেত হতে থাকে **বিপ্লবী সমাজতন্ত্রের** চারিদিকে, **কমিউনিজমের** চারিদিকে, বুর্জোয়ারাই যাকে **ব্লাঙ্কি-র** নামাঙ্কিত করেছে। **সাধারণভাবে শ্রেণী বৈষম্য উচ্ছেদের,** যে সব উৎপাদন-সম্পর্কের উপরে তার প্রতিষ্ঠা তার উচ্ছেদের, সেই উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক উচ্ছেদের, সে সমাজ-সম্পর্ক থেকে যে সব ধ্যানধারণার উদ্ভব তার বিপ্লবী রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় উৎক্রমণ-স্থান হিসাবে **বিপ্লবের নিরন্তরতা** এবং প্রলেতারিয়েতের **শ্রেণী একনায়কত্বের ঘোষণাই** হল এই সমাজতন্ত্র।

এ বিষয়ের আরও বিস্তৃত আলোচনা এই রচনার চৌহদ্দির মধ্যে সম্ভব নয়।

আমরা দেখেছি **শৃঙ্খলা** পার্টিতে যেমন **ফিনান্স আভিজাত্য** অনিবার্যভাবেই নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল, **'নৈরাজ্য'** পার্টিতে সে কাজ করল **প্রলেতারিয়েত**। এক বিপ্লবী সংঘে ঐক্যবদ্ধ বিভিন্ন শ্রেণী যখন প্রলেতারিয়েতের চারিদিকে সমবেত হতে থাকল, জেলা একালাগুলি যখন ক্রমেই আরো অনির্ভরযোগ্য হয়ে উঠতে লাগল, এবং বিধান সভাও ক্রমেই যখন আরো বিষণ্ন হতে থাকল ফরাসী সুলুকের দাবিতে, তখন ১৩ই জুনের পর বিতাড়িত 'পর্বত' দলভুক্তদের স্থানে বহুবার স্থগিত ও বহুবিলম্বিত বিকল্প সদস্য উপনির্বাচনের দিন নিকটে এল।

শত্রুদের দ্বারা ঘৃণিত, তথাকথিত বন্ধুদের কাছে দুর্ব্যবহারপীড়িত ও দিনের পর দিন লাঞ্ছিত সরকার এই প্রতিকূল ও অসহ্য অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একটিমাত্র পথ দেখতে পেল — **বিদ্রোহ**। প্যারিসে কোনও বিদ্রোহ ঘটলে প্যারিসে ও জেলাগুলিতে জরুরী অবস্থা ঘোষণার আর সেই সঙ্গে নির্বাচন নিয়ন্ত্রণের সুযোগ হবে। উপরন্তু, নৈরাজ্যের উপরে জয়লাভ করেছে এমন এক সরকারের সামনে শৃঙ্খলার বন্ধুরাও সুযোগসুবিধা ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে, যদি না তারা নিজেরাই নৈরাজ্যবাদী প্রতিপন্ন হতে চায়।

কাজ শুরু করল সরকার। ১৮৫০ সালের ফেব্রুয়ারির গোড়ায় মুক্তি বৃক্ষগুলি* কেটে ফেলে জনগণকে প্ররোচিত করা হল। ব্যর্থ প্রয়াস। মুক্তিবৃক্ষ যদি বা স্থানচ্যুত হল, দিশেহারা হয়ে পড়ল সরকার নিজেই এবং নিজের প্ররোচনাতে নিজেই ঘাবড়ে গিয়ে পিছু হটল। জাতীয় সভা অবশ্য বোনাপার্টের তরফের এই স্থূল বন্ধনছেদের

* মুক্তি বৃক্ষগুলি প্যারিসের রাস্তায় রোপিত হয় ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের বিজয়ের পরে। প্রধানত ওক ও পপলার বৃক্ষ রোপণ আঠারো শতকের শেষের বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় থেকেই ফরাসী দেশে একটা ঐতিহ্যে হয়ে দাঁড়ায় ও যথাকালে কনভেনশনের সিদ্ধান্তে তা প্রথাবদ্ধ হয়। — সম্পাঃ

প্রয়াসকে হিমশীতল অবিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে। জ্বলাই স্তম্ভ থেকে ইম্‌মর্টেল ফুলের মাল্য* অপসারণও এর থেকে বেশি সফল হল না। সৈন্যবাহিনীর এক অংশকে এ ঘটনা সুযোগ দেয় বিপ্লবী বিক্ষোভ প্রদর্শনের; আর জাতীয় সভা এতে উপলক্ষ পায় মন্ত্রিসভার প্রতি কমবেশি প্রচ্ছন্ন এক অনাস্থা ভোটজ্ঞাপনের। বৃথাই সরকারী খবরের কাগজগুলি ভয় দেখাল সর্বজনীন ভোটাধিকার নাকচের ও কসাক আক্রমণের। ব্যর্থ হল খাস বিধান সভায় বামপন্থীদের উদ্দেশে ঘোষিত দ'অপুলের প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বের এই আহ্বান — যেন তারা রাস্তায় নেমে দেখে, আর তাঁর এই ঘোষণা যে তাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত রয়েছে সরকার। দ'অপুল সভাপতির কাছ থেকে শৃঙ্খলা রক্ষার নির্দেশ বাদে আর কিছু লাভ করলেন না এবং নীরব বিদ্বেষপূর্ণ আনন্দের সঙ্গে শৃঙ্খলা পার্টি বামপন্থীদেরই একজন সদস্যকে বোনাপার্টের জবরদস্তি গদি দখলের লোলুপতাকে বিদ্রূপ করতে দিল। সর্বশেষে ব্যর্থ হল **২৪শে ফেব্রুয়ারি** তারিখে নূতন বিপ্লব সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী। জনসাধারণ যাতে ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখটিকে উপেক্ষা করে তা সরকারই ঘটিয়ে দিল।

প্রলেতারিয়েত নিজেকে **বিদ্রোহে** প্ররোচিত হতে দেয়নি কারণ সে তখন **বিপ্লব** করার মুখে।

যে সরকারী প্ররোচনা চলতি অবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক উত্যক্ত মনোভাবকেই আরও তীব্র করে তুলেছিল তার ফাঁদে পা না দিয়ে পুরোপুরি শ্রমিকদের প্রভাবাধীন নির্বাচন কমিটি প্যারিসের তরফ থেকে তিনজন প্রার্থী দাঁড় করাল: **দ্য ফ্লত, ভিদাল ও কার্নো।** দ্য ফ্লত ছিলেন জুন মাসে নির্বাসিত এক ব্যক্তি, বোনাপার্টের জনপ্রিয়তা অর্জনের নানা চালের একটির দরুন যাঁর দণ্ডাজ্ঞা মকুব হয়ে যায়; তিনি ছিলেন ব্লাঙ্কির বন্ধু এবং ১৫ই মে-র প্রচেষ্টায় তিনি যোগ দিয়েছিলেন। 'সম্পদ বণ্টন প্রসঙ্গে' নামক তাঁর গ্রন্থের মারফৎ কমিউনিস্ট লেখক হিসাবে পরিচিত ভিদাল ছিলেন লুক্সেমবুর্গ কমিশনে লুই ব্লাঁর প্রাক্তন সচিব। কনভেনশনের যে লোকটি জয়লাভ সংগঠিত করেছিলেন তাঁর পুত্র, *National*-এর পার্টির সব থেকে কম কলঙ্কলিপ্ত সদস্য, অস্থায়ী সরকার ও কার্যনির্বাহক কমিশনের শিক্ষামন্ত্রী কার্নো তাঁর গণতান্ত্রিক জনশিক্ষা প্রস্তাবের দরুন জেসুইট শিক্ষা আইনের জীবন্ত প্রতিবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এই তিন প্রার্থী প্রতিনিধিত্ব করতেন তিনটি মিত্র শ্রেণীর: নেতৃত্বে রইল জুন বিদ্রোহী, বিপ্লবী প্রলেতাতিয়েতের প্রতিনিধি; তাঁর পরে মতসর্বস্ব সমাজতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়ার প্রতিনিধি; সর্বশেষে তৃতীয় জন ছিলেন প্রজাতন্ত্রী বুর্জোয়া পার্টির

* **জুলাই স্তম্ভ — স্থাপিত হয় প্যারিসে ১৮৪০ সালে, ১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাইয়ের বাস্তিল দুর্গ পতনের স্মৃতিতে; ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর থেকে ও স্তম্ভ ইম্‌মর্টেল ফুলের মাল্য দিয়ে সাজানো হত।— সম্পাঃ**

প্রতিনিধি, যে পার্টির গণতান্ত্রিক সূত্রগুলি শৃঙ্খলা পার্টির মুখোমুখি এসে অর্জন করেছিল এক সমাজতন্ত্রী তাৎপর্য এবং বহুদিন তার নিজস্ব তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেছিল। **ফেব্রুয়ারির মতোই** এটা ছিল **বুর্জোয়া ও সরকারের বিরুদ্ধে এক সাধারণ জোট**। তবে এবার **প্রলেতারিয়েতই ছিল বিপ্লবী জোটের নেতৃত্বে।**

সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও জয়ী হলেন সমাজতন্ত্রী প্রার্থীরা। সৈন্যবাহিনী নিজেই জুন. বিদ্রোহীকে ভোট দিল তার আপন যুদ্ধ মন্ত্রী লা ইত-এর বিপক্ষে। হতভম্ব হয়ে গেল শৃঙ্খলা পার্টি। জেলায় জেলায় নির্বাচনও তাদের সান্ত্বনা দিল না, তারা সংখ্যাধিক্য যোগাল 'পর্বত' দলভুক্তদেরই।

১৮৫০ সালের ১০ই মার্চের নির্বাচন! এটা হল যেন ১৮৪৮ সালের জুনকে বাতিল করার সামিল। জুন বিদ্রোহীদের ঘাতক ও নির্বাসনদাতারা ফিরে এল জাতীয় সভায়, কিন্তু ফিরল ঘাড় হেঁট করে, নির্বাসিতদের পিছু পিছু ও তাদেরই নীতি আওড়াতে আওড়াতে। **এ হল ১৮৪৯-এর ১৩ই জুনেরও খণ্ডন**: জাতীয় সভা কর্তৃক বিতাড়িত 'পর্বত' ফিরে এল জাতীয় সভায়, কিন্তু ফিরল আর বিপ্লবের নায়ক হিসাবে নয়, তার আগুয়ান বাজনদার রূপে। **এটা ১০ই ডিসেম্বরেরও নাকচ**: মন্ত্রী লা ইতের পরাজয় মারফত পরাস্ত হলেন নেপোলিয়ন। ফ্রান্সের পার্লামেণ্টারী ইতিহাসে এর একটিমাত্র তুলনার কথা জানা আছে: ১৮৩০ সালে দশম চার্লসের মন্ত্রী, দ'অসে-র পরাভব। শেষকথা, ১৮৫০ সালের ১০ই মার্চের নির্বাচন নাকচ করল ১৩ই মে-র নির্বাচনকে, যে নির্বাচন শৃঙ্খলা পার্টিকে সংখ্যাধিক্য দিয়েছিল। ১০ই মার্চের নির্বাচন প্রতিবাদ জানাল ১৩ই মে-র সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরুদ্ধে। ১০ই মার্চ ছিল এক বিপ্লব। ভোটের কাগজের পিছনে ছিল রাস্তার ইঁটপাথর।

'১০ই মার্চের ভোটের অর্থ যুদ্ধ,' হুঙ্কার ছাড়লেন শৃঙ্খলা পার্টির সবচেয়ে অগ্রণী সদস্যদের অন্যতম, সেগ্যুর দ'আগেসো।

১৮৫০-এর ১০ই মার্চের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রবেশ করল নতুন এক পর্বে, **তার ক্ষয়প্রাপ্তির পর্বে**। সংখ্যাধিকদের বিভিন্ন গোষ্ঠী আবার নিজেদের মধ্যে ও বোনাপার্টের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হল; আবার তারা দাঁড়াল শৃঙ্খলার রক্ষকরূপে; নেপোলিয়ন আবার হলেন তাদের **নিরপেক্ষ মানুষ**। তাঁরা যে রাজতন্ত্রী একথা যদি তাদের মনে হয়ে থাকে, তবে তা বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের সম্ভাবনা সম্পর্কে তাদের নৈরাশ্য থেকেই; নেপোলিয়নের যদি মনে হয়ে থাকে যে তিনি দাবিদার, তবে তার কারণ শুধু রাষ্ট্রপতিত্ব বজায় রাখা সম্পর্কে তাঁর হতাশা।

শৃঙ্খলা পার্টির হুকুমে বোনাপার্ট জুন বিদ্রোহী, দ্য ফ্লতের নির্বাচনের জবাব দেন **বারোশকে** আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের মন্ত্রী নিয়োগ করে — ব্লাঙ্কি, বার্বে, লেদ্রু-রলাঁ ও গিনার-এর বিরুদ্ধে অভিযোগকারী বারোশকে। বিধান সভা কার্নোর নির্বাচনের জবাব

দিল শিক্ষা আইন পাশ করে ও ভিদালের নির্বাচনের জবাব দিল সমাজতন্ত্রী সংবাদপত্র দমন করে। শৃঙ্খলা পার্টি নিজের ভয় তাড়াতে চাইল তার সংবাদপত্রগুলির দুন্দুভি নিনাদে। তার একটি মুখপত্র চেঁচিয়ে উঠল, 'তলোয়ারই পবিত্র!' আর একটি চেঁচাল, 'শৃঙ্খলার রক্ষকদের আক্রমণ চালাতে হবে লাল পার্টির বিপক্ষে!' শৃঙ্খলা পার্টির তিন নম্বর মোরগ ডাক ছাড়ল, 'সমাজতন্ত্র ও সমাজের মধ্যে চলেছে আমৃত্যু দ্বন্দ্বযুদ্ধ; এ দ্বন্দ্বে বিরতি নেই, অনুকম্পাও নেই; এই মরিয়া লড়াই-এ কোন না কোন পক্ষকে পর্যুদস্ত হতে হবেই; সমাজ যদি সমাজতন্ত্রকে না খতম করে, তবে সমাজতন্ত্র খতম করবে সমাজকেই।' খাড়া কর শৃঙ্খলার ব্যারিকেড, ধর্মের ব্যারিকেড, পরিবারের ব্যারিকেড! নিঃশেষ করতেই হবে প্যারিসের ১,২৭,০০০ ভোটদাতাকে! সমাজতন্ত্রীদের জন্য ব্যবস্থা হোক এক বার্থেলমিউ রাত্রির*! আর মুহূর্তের জন্য শৃঙ্খলা পার্টি আশ্বস্ত হয়ে উঠল তার বিজয়ের নিশ্চিত সম্ভাবনায়।

পত্রিকাগুলি সব থেকে উগ্র বিষোদ্গার করে 'প্যারিসের দোকানীদের' *(boutiquiers of Paris)* বিরুদ্ধে। প্যারিসের জুন বিদ্রোহী নির্বাচিত হল প্যারিসের দোকানীদের দ্বারা তাদেরই প্রতিনিধি হিসাবে! তার মানে দ্বিতীয় ১৮৪৮-এর জুন আর সম্ভব নয়; তার মানে দ্বিতীয় ১৮৪৯-এর ১৩ই জুনও অসম্ভব; এর অর্থ পুঁজির নৈতিক প্রভাব আজ চূর্ণ; এর অর্থ বুর্জোয়া সভা এখন শুধু বুর্জোয়াদেরই প্রতিনিধি; তার তাৎপর্য হল বৃহৎ সম্পত্তির দফারফা, কেননা তার বশংবদ ক্ষুদে সম্পত্তি নিজের মুক্তির সন্ধান করছে সম্পত্তিহীনদের শিবিরে।

শৃঙ্খলা পার্টি স্বভাবতই ফিরে গেল তার অনিবার্য **মামুলিত্বে**। হাঁক দিল, **'আরও পীড়ন চাই, দশগুণ পীড়ন!'** কিন্তু তার পীড়নের ক্ষমতা যে কমে গেছে দশগুণ, যেখানে প্রতিরোধ বেড়ে গেছে শতগুণ। দমনের মুখ্য হাতিয়ার সৈন্যবাহিনী, তাকেই কি দমন করা দরকার নয়? তাই তার শেষ কথা বলে ফেলল শৃঙ্খলা পার্টি, 'শ্বাসরোধী বৈধতার লৌহনিগড় ভাঙতেই হবে। **নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র অসম্ভব**। আমাদের লড়তে হবে নিজেদের আসল হাতিয়ার নিয়ে; ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আমরা বিপ্লবের সঙ্গে লড়েছি **তারই** অস্ত্র নিয়ে ও **তারই** জমির উপরে; আমরা গ্রহণ করেছি **তারই** প্রতিষ্ঠানগুলিকে; সংবিধান হল এমন এক দুর্গ যা রক্ষা করে শুধু অবরোধকারীদেরই, অবরুদ্ধদের নয়। ট্রোজান ঘোড়ার পেটের মধ্যে আমরা ঢুকে গোপনে পবিত্র ইলিয়নে

* বার্থেলমিউ রাত্রি — ফরাসী রাজদরবারের নির্দেশ ও ক্যাথলিক ধর্মগুরুদের প্ররোচনায় ১৫৭২ সালের ২৪শে আগস্ট রাত্রে (সেন্ট বার্থেলমিউ উৎসবের আগে) ক্যাথলিকদের দ্বারা প্রটেস্ট্যান্ট হুগেনটদের গণহত্যা। এটা চলে তিন দিন ধরে, তাতে নিহত হয় কয়েক হাজার মানুষ। হুগেনতদের বিরুদ্ধে এই ধরনের দাঙ্গা চালানো হয় গোটা ফ্রান্স জুড়ে। — সম্পাঃ

প্রবেশ করেছি, কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষ গ্রীকদের* মতো আমরা বিরোধী শহরকে জয় না করে, নিজেদেরই বন্দী করে ফেলেছি।'

সংবিধানের ভিত্তি কিন্তু **সর্বজনীন ভোটাধিকার। সর্বজনীন ভোটাধিকার সংহার** — এই হল শৃংখলা পার্টির, বুর্জোয়া একনায়কত্বের শেষ কথা।

১৮৪৮-এর ৪ঠা মে, ১৮৪৮-এর ২০শে ডিসেম্বর, ১৮৪৯-এর ১৩ই মে, ও ১৮৪৯-এর ৮ই জুলাই তারিখে সর্বজনীন ভোটাধিকার মেনেছিল যে তারাই ঠিক। ১৮৫০-এর ১০ই মার্চ সর্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকার করল যে সর্বজনীন ভোটাধিকারটাই ভুল। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ফলাফল হিসাবে বুর্জোয়া শাসন, জনসাধারণের সার্বভৌম ইচ্ছার সুস্পষ্ট প্রকাশ হিসাবে বুর্জোয়া শাসন — বুর্জোয়া সংবিধানের অর্থ ত এই-ই। কিন্তু যে মুহূর্তে বুর্জোয়া শাসন আর সেই ভোটাধিকারের, সেই সার্বভৌম ইচ্ছার সারবস্তু থাকে না, তখন থেকে সংবিধানের কি আর কোন অর্থ থাকে? বুর্জোয়ার কর্তব্য কি এমন ভাবে ভোটাধিকারের নিয়ন্ত্রণ নয় যাতে সে যুক্তিযুক্তটার, তারই শাসনের অভিপ্রায় জানায়? বারবার চলতি রাষ্ট্রশক্তির অবসান ঘটিয়ে এবং নিজের ভিতর থেকেই নতুন করে সে শক্তির সৃষ্টি করে সর্বজনীন ভোটাধিকার কি সমস্ত স্থায়িত্বকে খতম করে দিচ্ছে না, প্রতিমুহূর্তেই কি এই অধিকার সমস্ত ক্ষমতাধর সম্পর্কেই প্রশ্ন তুলছে না, ধ্বংস করছে না কর্তৃত্ব, নৈরাজ্যকেই কর্তৃত্বের আসনে তোলার ভয় দেখাচ্ছে না? ১৮৫০ সালের ১০ই মার্চের পর কে আর সন্দেহ পোষণ করবে এ সম্পর্কে?

যে সর্বজনীন ভোটাধিকার সে নামাবলী করেছিল ও যার থেকে সে শুষে পেয়েছিল নিজের সার্বভৌমত্ব, তাকে প্রত্যাখ্যান করে বুর্জোয়া শ্রেণী প্রকাশ্যেই স্বীকার করল, **'আমাদের একনায়কত্ব এ পর্যন্ত চালু ছিল জনসাধারণের ইচ্ছার জোরে, এখন তাকে সুসংহত করতে হবে জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই।'** আর তদনুসারেই সে আর **ফ্রান্সের** ভিতরেই তার খুঁটি খুঁজে বেড়াবে না, বরং খুঁজবে বাইরে, বিদেশে, **বিদেশ থেকে অভিযানের** মধ্যেই।

অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের মধ্যেই আসনপ্রাপ্ত এই দোসরা নম্বর কবলেনৎস**, নিজের বিরুদ্ধে জাগ্রত করে তুলবে সমস্ত জাতীয় আবেগ। সর্বজনীন ভোটাধিকারের উপরে আক্রমণের দ্বারা সে নতুন এক বিপ্লবের **সাধারণ অছিলা** যোগাবে, আর বিপ্লবের

* গ্রীক — এখানে কথার খেলা আছে: এক অর্থ গ্রীকেরা, অপর অর্থ — ঠক ব্যবসায়ীরা। (১৮৯৫ সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

** কবলেনৎস — জার্মানির এই শহর আঠারো শতকের শেষদিকের ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়ে ফরাসী প্রতিবিপ্লবী দেশত্যাগী সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভবদের কেন্দ্র ছিল। — সম্পাঃ

প্রয়োজন তেমন এক অছিলার। প্রতিটি **বিশেষ** অজুহাতই বিপ্লবী জোটের গোষ্ঠীগুলিকে বিভক্ত করে দেবে, এবং প্রকট করে তুলবে তাদের মতানৈক্যকেই। **সাধারণ** অজুহাত বিহ্বল করে দেয় আধা-বিপ্লবী শ্রেণীদের, আসন্ন বিপ্লবের **সুনিশ্চিত চরিত্র** সম্পর্কে, নিজেদের কাজকর্মের **ফলাফল সম্পর্কে** তাদের আত্মপ্রতারণা করার অবকাশ এনে দেয়। প্রত্যেক বিপ্লবেরই প্রয়োজন এক ভোজসভার সওয়ালের। নতুন বিপ্লবের সেই সওয়াল হল সর্বজনীন ভোটাধিকার।

জোটবদ্ধ বুর্জোয়া গোষ্ঠীগুলি কিন্তু দণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যেই, কারণ তারা তাদের **ঐক্যবদ্ধ** শক্তির একমাত্র সম্ভাব্য রূপ, তাদের **শ্রেণী-শাসনের** সব থেকে কার্যকরী ও সম্পূর্ণ রূপ **নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র** থেকে পালায় **রাজতন্ত্রের** অপকৃষ্ট, অসম্পূর্ণ ও দুর্বলতর রূপেরই দিকে। তাদের হাল এখন সেই বৃদ্ধের মতো যে তারুণ্যশক্তি পুনরার্জন করার জন্য নিজের বাল্যকালের জামা কাপড় খুঁজে বের করে তার মধ্যে আপন শীর্ণ দেহ ঢোকাবার চেষ্টায় নাজেহাল হয়। তাদের প্রজাতন্ত্রের একমাত্র গুণ ছিল **বিপ্লবের জননকক্ষ হওয়া।**

১৮৫০-এর ১০ই মার্চের গায়ে মুদ্রিত ছিল এই লিপি:

Après moi le déluge! **আমার পরেই প্রলয়!**

৪

১৮৫০ সালে সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিলোপসাধন

(আগের তিনটি অধ্যায়ের পরিপূরক লেখাটি *Neue Rheinische Zeitung* পত্রিকার শেষ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ যুগ্ম সংখ্যায় প্রকাশিত *Revue*-তে পাওয়া যায়। এখানে, ১৮৪৭ সালে ইংলণ্ডে যে বিরাট বাণিজ্য সংকটের উদ্ভব হয় প্রথমে তার বর্ণনা দেওয়া হয় এবং ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ বিপ্লবের ভিতরে ইউরোপীয় ভূখণ্ডে রাজনৈতিক জটিলতার চরমে ওঠার ব্যাপারটিকে এই সংকটের প্রতিক্রিয়ার ফল হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়, তারপর দেখানো হয়েছিল ১৮৪৮-এর ঘটনাপ্রবাহের সময়ে ব্যবসা ও শিল্পের ক্ষেত্রে যে সমৃদ্ধির আবার সূত্রপাত হল, এবং যা আরো বৃদ্ধি পেল ১৮৪৯ সালে, সেই সমৃদ্ধি কী ভাবে বিপ্লবী জোয়ারকে পঙ্গু করে দেয় ও সম্ভব করে তোলে প্রতিক্রিয়ার যুগপৎ জয়লাভ। বিশেষ করে ফ্রান্স প্রসঙ্গে তারপরে বলা হয়:)*

১৮৪৯ সাল থেকে, বিশেষ করে ১৮৫০-এর গোড়ার থেকে এই একই লক্ষণ দেখা

* ১৮৯৫ সালের সংস্করণের জন্য এঙ্গেলস ভূমিকা হিসাবে এই অনুচ্ছেদটি লেখেন। — সম্পাঃ

দিয়েছে **ফ্রান্সে**। প্যারিসের শিল্পগুলি পূর্ণ গতিতে কাজ করেছে, এবং রুয়েঁ ও মুলহাউজেন-এর কাপড়কলগুলিও বেশ দু-পয়সা কামাচ্ছে, যদিও ইংলণ্ডের মতো এখানেও কাঁচামালের চড়া দরের ফলে একটা মন্দীভবনের প্রভাব আছে। এ ছাড়াও ফ্রান্সে সমৃদ্ধির বিকাশ বিশেষ করেই উদ্দীপিত হয়েছে স্পেনের সর্বাঙ্গীণ শুল্ক সংস্কার ও মেক্সিকোয় বিভিন্ন বিলাস দ্রব্যের উপরকার শুল্ক হ্রাসের ফলে; দুই বাজারেই ফরাসী পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধি পেয়েছে যথেষ্ট পরিমাণেই। ফ্রান্সে পুঁজি ফেঁপে ওঠায় পরের পর কতগুলি ফাটকাবাজি দেখা গেছে যার ছুতো হিসাবে কাজ করেছে ক্যালিফোর্নিয়া স্বর্ণখনির ব্যাপক উপযোগ। ঝাঁকে ঝাঁকে কোম্পানি গজিয়ে উঠেছে, যাদের স্বল্পমূল্যে শেয়ার এবং সমাজতন্ত্রী ঢং-এর অনুষ্ঠানপত্র পেটি বুর্জোয়া ও শ্রমিকদের তহবিলের কাছে সরাসরি আবেদন জানায়, অথচ যার সবগুলিরই পরিণতি ঘটে সেই ধরনের একটা নিছক জুয়াচুরিতে, যা শুধু ফরাসী ও চীনাদেরই বৈশিষ্ট্য। এমন কি এদের মধ্যে একটি কোম্পানির প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা করছে স্বয়ং সরকার। ১৮৪৮ সালের প্রথম নয় মাসে ফ্রান্সে আমদানি শুল্কের পরিমাণ ছিল ৬,৩০,০০,০০০ ফ্রাঁ, ১৮৪৯-এ -- ৯,৫০,০০,০০০ ফ্রাঁ ও ১৮৫০ সালে ৯,৩০,০০,০০০ ফ্রাঁ এর উপরে ১৮৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমদানি শুল্কের পরিমাণ ১৮৪৯ সালের ঐ মাসের তুলনায় আবার বেড়ে গেল দশ লক্ষেরও বেশি। রপ্তানিও বাড়ল ১৮৪৯ সালে এবং আরও বেশী মাত্রায় ১৮৫০-এ।

পুনরুজ্জীবিত সমৃদ্ধির সব থেকে চমকপ্রদ প্রমাণ হচ্ছে ১৮৫০ সালের ৬ই আগস্টের আইনে ব্যাঙ্কেব তরফে ধাতুমুদ্রায় পাওনা পরিশোধ ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন। ১৮৪৮-এর ১৫ই মার্চ ব্যাঙ্ককে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল তেমন পরিশোধ স্থগিত রাখার। সে সময়ে প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক সমেত তার চালু নোটের পরিমাণ ছিল ৩৭,৩০,০০,০০০ ফ্রাঁ (১,৪৯,২০,০০০ পাউন্ড)। ১৮৪৯-এর ২রা নভেম্বর চালু নোটের পরিমাণ দাঁড়াল ৪৮,২০,০০,০০০ ফ্রাঁ বা ১.৯২,৮০,০০০ পাউন্ড, অর্থাৎ বেড়ে গেল ৪৩.৬০.০০০ পাউন্ড; আবার ১৮৫০-এর ২রা সেপ্টেম্বরে পরিমাণ দাঁড়াল ৪৯,৬০,০০,০০০ ফ্রাঁ বা ১,৯৮,৪০,০০০ পাউন্ড, অর্থাৎ বাড়ল প্রায় ৫০,০০,০০০ পাউন্ড। এর আনুষঙ্গিক হিসাবে কিন্তু নোটের মূল্যহ্রাস ঘটল না, পক্ষান্তরে চালু নোটের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চলল ব্যাঙ্কের কুঠুরিতে মজুত সোনারুপারও স্থিরগতি বৃদ্ধি, যার ফলে ১৮৫০ সালের গ্রীষ্মকালে ব্যাঙ্কের সোনারুপার মজুতের পরিমাণ দাঁড়াল প্রায় ১,৪০,০০,০০০ পাউন্ড, ফ্রান্সের পক্ষে এক অভূতপূর্ব পরিমাণ। এর ফলে ব্যাঙ্ক যে এমন অবস্থায় পেশছল যার ফলে তার পক্ষে চলতি নোট ও সেই সঙ্গে তার সক্রিয় পুঁজির পরিমাণ ১২,৩০,০০,০০০ ফ্রাঁ বা ৫০,০০,০০০ পাউন্ড বাড়ানো সম্ভব হল — এই ঘটনাটা আমাদের পত্রিকার আগেকার এক সংখ্যায় প্রকাশিত এই স্পষ্ট অভিমতের যাথার্থ্য

চমকপ্রদভাবেই প্রমাণ করে যে ফিনান্স আভিজাত্য বিপ্লবের ফলে উৎখাত ত হয়ইনি বরঞ্চ তার শক্তিবৃদ্ধি পর্যন্ত ঘটেছে। এই ফলাফল আরও বেশি পরিষ্কার হয় গত কয়েক বছরের ফরাসী ব্যাংক সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের নিম্নলিখিত পর্যালোচনা থেকে। ১৮৪৭-এর ১০ই জুন ব্যাংককে ক্ষমতা দেওয়া হল ২০০ ফ্রাঁ নোট ছাড়ার — এযাবৎ ক্ষুদ্রতম রাশিটি ছিল ৫০০ ফ্রাঁ। ১৮৪৮-এর ১৫ই মার্চের এক ফরমান ব্যাংক অফ ফ্রান্সের নোটকে বিহিত অর্থ *(legal tender)* ঘোষণা করল এবং ধাতু মুদ্রায় তার দায় খালাসের দায়িত্ব থেকে তাকে অব্যাহতি দিল। তার নোট ছাড়ার সীমানা নির্দিষ্ট হল ৩৫,০০,০০,০০০ ফ্রাঁ। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ক্ষমতা দেওয়া হল ১০০ ফ্রাঁ-র নোট ছাড়বার। ২৭শে এপ্রিলের ফরমান ব্যাংক অফ ফ্রান্সের ভিতরে জেলা ব্যাংকগুলির অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করল; ১৮৪৮-এর ২রা মে-র আর এক ফরমান তার নোট ছাড়ার সীমা বাড়িয়ে তুলল ৪৪,২০,০০,০০০ ফ্রাঁ-তে। ১৮৪৯-এর ২২শে ডিসেম্বরের এক ফরমান নোট ছাড়ার চরম সীমা ওঠাল ৫২,৫০,০০,০০০ ফ্রাঁ-তে। সর্বশেষে ১৮৫০-এর ৬ই আগস্টের আইন নোটের বদলে ধাতুমুদ্রায় লেনদেনের ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত করে। নোট ছাড়ার ক্রমিক বৃদ্ধি; ব্যাংকের হাতে সমগ্র ফরাসী ক্রেডিটের কেন্দ্রীকরণ, ও ব্যাংকের কুঠুরিতে ফ্রান্সের সমস্ত সোনারুপা মজুত — এই তথ্যগুলি শ্রীযুক্ত প্রুধোঁ-কে এই সিদ্ধান্তে ঠেলে নিয়ে যায় যে ব্যাংককে এখন তার পুরানো খোলস ছাড়তে হবেই এবং নিজেকে রূপান্তরিত করতে হবে প্রুধোঁমার্কা গণব্যাংকে। ১৭৯৭ থেকে ১৮১৯* পর্যন্ত ইংরাজী ব্যাংক নিয়ন্ত্রণের ইতিহাস পর্যন্ত তাঁর জানার দরকার হত না; তিনি শুধু যদি একবার দৃষ্টি ফেরাতেন চ্যানেল-এর ওপারে তাহলে তিনি দেখতে পেতেন যে তাঁর পক্ষে বুর্জোয়া সমাজের ইতিহাসে অভূতপূর্ব এই ঘটনা একটা মামুলি বুর্জোয়া ব্যাপার বই আর কিছুই নয় — কেবল ফ্রান্সে এখন এটা ঘটল সর্বপ্রথম। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বিপ্লবী বলে অভিহিত যে তাত্ত্বিকরা অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠার পর প্যারিসে আসর গরম করেছিলেন, তাঁরা সেই সরকারের ভদ্রলোকদের মতনই গৃহীত ব্যবস্থাদির প্রকৃতি ও ফলাফল সম্পর্কে সমান অজ্ঞ ছিলেন।

শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ফ্রান্স সাময়িকভাবে যে সমৃদ্ধি ভোগ করছে তা সত্ত্বেও কিন্তু বিপুল জনসাধারণকে, আড়াই কোটি কৃষককে সইতে হচ্ছে বিরাট এক মন্দার দুর্গতি। গত কয়েক বছরের ভালো ফসল শস্যের দর নামিয়ে দিয়েছে ইংলন্ডেরও নিচে আর সে অবস্থায় ঋণগ্রস্ত, সুদখোরির শোষণে জর্জর ও ট্যাক্সের চাপে বিধ্বস্ত কৃষকদের

* দেউলিয়া অবস্থার হাত থেকে ব্যাংক অফ ইংলন্ডকে বাঁচাবার জন্য ১৭৯৭ সালে সরকার বিশেষ এক আইন পাশ করে, যাতে ব্যাংক নোটকে বিহিত অর্থ করা হল এবং ব্যাংককে ক্ষমতা দেওয়া হল তার ব্যাংক নোটের বদলে সোনা দেওয়া স্থগিত রাখার। সোনা দেওয়া আবার শুরু হয় ১৮১৯ সালের এক আইন করে। — সম্পাঃ

হাল মোটেই সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি। গত তিন বছরের ইতিহাস অবশ্য যথেষ্ট প্রমাণ যুগিয়েছিল যে জনসংখ্যার ভিতরে এই শ্রেণী কোন বিপ্লবী উদ্যোগ গ্রহণে সম্পূর্ণ অপারগ।

ইংলণ্ডের তুলনায় ইউরোপীয় মূল ভূখণ্ডে যেমন সংকটের পর্ব বিলম্বে দেখা দেয়, সমৃদ্ধির বেলায়ও তাই ঘটে থাকে। আদি প্রক্রিয়াটা সবসময়েই ঘটে ইংলণ্ডে; বুর্জোয়া ব্রহ্মাণ্ডের এই হল আদ্যাশক্তি। চক্রের যে বিভিন্ন পর্যায়ের ভিতর দিয়ে বুর্জোয়া সমাজ ক্রমাগত নতুন করে ধাবমান, ইউরোপীয় ভূখণ্ডে তা ঘটে থাকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফার রূপে। প্রথমত, ইউরোপীয় ভূখণ্ড যে কোন দেশের চাইতে ইংলণ্ডেই রপ্তানি করে বেশী। ইংলণ্ডে এই রপ্তানি আবার কিন্তু নির্ভর করে ইংলণ্ডের অবস্থা, বিশেষ করে সমুদ্রপারের বাজার-সংশ্লিষ্ট অবস্থার উপরে। তারপর, ইংলণ্ড সমুদ্রপারের দেশগুলিতে রপ্তানি করে সমগ্র ইউরোপীয় ভূখণ্ডের চাইতে বহুল পরিমাণে বেশি, যার ফলে এই ভূখণ্ড থেকে সেসব দেশে রপ্তানির পরিমাণ সবসময়েই বিদেশে ইংলণ্ডের রপ্তানির উপরে নির্ভরশীল। সুতরাং সংকট ইউরোপীয় ভূখণ্ডে প্রথমে বিপ্লব ঘটালেও তার ভিত্তি সবসময়েই গাঁথা হয় ইংলণ্ডেই। স্বভাবতঃই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ বুর্জোয়া দেহের প্রান্তসীমাতে ঘটবে তার হৃৎপিণ্ডের বদলে, কারণ প্রথমের চাইতে শেষের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিধানের সম্ভাবনা বেশি। অপর পক্ষে ইউরোপীয় ভূখণ্ডের বিপ্লব কতটা ঘা দিচ্ছে ইংলণ্ডকে সেটাই সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে এক পরিমাপযন্ত্র, যাতে হদিশ মেলে সে বিপ্লব সত্যসত্যই বুর্জোয়া জীবনের শর্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কতখানি অথবা কতটুকু আঘাত করেছে শুধু তার রাজনৈতিক রূপায়ণগুলিকে।

এই যে সাধারণ সমৃদ্ধির মধ্যে বুর্জোয়া সমাজের উৎপাদন-শক্তিগুলি বুর্জোয়া সম্পর্কাদির চৌহদ্দির ভিতরে যথাসম্ভব সতেজভাবেই বিকশিত হচ্ছে, তার ফলে সত্যকার বিপ্লবের কথা আর ওঠে না। তেমন বিপ্লব শুধু সে পর্বেই সম্ভব, যখন **আধুনিক** উৎপাদন-**শক্তি ও বুর্জোয়া উৎপাদন-কাঠামো,** এই **উভয় উপাদানের** মধ্যেই পারস্পরিক **সংঘাত** উপস্থিত হয়। ইউরোপীয় ভূখণ্ডের শৃঙ্খলা পার্টির এক এক উপদলের প্রতিনিধিরা বর্তমানে যে সব ঝগড়াঝাঁটিতে মাতছে ও নিজেদের খেলো করে তুলছে, সেগুলি নতুন বিপ্লবের উপলক্ষ মোটেই যোগাচ্ছে না, পক্ষান্তরে তা সম্ভব হচ্ছে সম্পর্কাদির বনিয়াদটা সাময়িকভাবে অতি মজবুত, আর প্রতিক্রিয়া যা জানে না, অতিশয় **বুর্জোয়া** বলেই। বুর্জোয়া বিকাশ ব্যাহত করার জন্য প্রতিক্রিয়ার সমস্ত প্রচেষ্টা ওর গায়ে লেগে ঠিক ততখানি নিশ্চিতভাবেই ঠিকরে ফিরে আসবে, যেমন ফিরে আসবে গণতন্ত্রীদের সমস্ত নৈতিক ক্রোধ ও সোৎসাহ সকল ঘোষণা। **নতুন এক বিপ্লব সম্ভব শুধু নতুন এক সংকটের ফলেই। আর এ সংকটের মতোই সে বিপ্লবও সুনিশ্চিত।**

এবার **ফ্রান্সের** দিকে ফেরা যাক।

পেটি বুর্জোয়ার সহযোগে জনসাধারণ ১০ই মার্চের নির্বাচনে যে জয়লাভ করেছিল তা সে নিজেই বাতিল করল যখন সে প্ররোচিত করল ২৮শে এপ্রিলের নতুন নির্বাচনকে। শুধু প্যারিসে নয়, ভিদাল নির্বাচিত হলেন নিম্ন রাইনেও। 'পর্বত' ও পেটি বুর্জোয়াদের জোরালো প্রতিনিধিত্ব ছিল যে প্যারিস কমিটিতে, সেই কমিটি তাঁকে রাজি করাল নিম্ন রাইনের আসন গ্রহণ করতে। ১০ই মার্চের বিজয় আর নির্ধারক হয়ে রইল না; সিদ্ধান্তের তারিখ আর একবার পিছানো হল; জনসাধারণের উত্তেজনা হয়ে এল প্রশমিত; তারা অভ্যস্ত হল বিপ্লবের নয়, আইনগত জয়লাভেই। ১০ই মার্চের বিপ্লবী তাৎপর্য — জুন বিদ্রোহের প্রতিষ্ঠা শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেল উচ্ছ্বাসপ্রবণ পেটি বুর্জোয়া সামাজিক ছিটগ্রস্ত এজেন স্যু-কে প্রার্থী হিসাবে স্থির করাতে — প্রলেতারিয়েত যে ব্যাপারকে বড়জোর মেনে নিতে পারত রসিকাবিনোদনের উপযোগী রসিকতা হিসাবেই। বিপক্ষদলের দোদুল্যমান নীতিতে সাহস পেয়ে শৃঙ্খলা পার্টি এই ভালোমানুষী প্রার্থীর বিরুদ্ধে এমন এক প্রার্থী দাঁড় করাল যিনি জুন **বিজয়ের** প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। হাস্যোদ্দীপক সেই প্রার্থী হলেন স্পার্টান ধরনের *pater familias** লেক্লের, যাঁর দেহের বীরকবচটুকু ছিন্নভিন্ন করে ফেলল সংবাদপত্রগুলি এবং যিনি নির্বাচনে এক জমকালো ধরনের পরাজয় লাভ করলেন। ২৮শে এপ্রিলের নির্বাচনী বিজয় 'পর্বত' ও পেটি বুর্জোয়াদের খুবই উৎফুল্ল করেছিল। ইতিমধ্যেই তারা উল্লসিত হয়েছিল এই ভেবে যে বিশুদ্ধ আইনসম্মত পন্থায় ও নতুন এক বিপ্লব মারফৎ প্রলেতারিয়েতকে আবার পুরোভাগে ঠেলে না দিয়েও তাদের বাঞ্ছিত লক্ষ্যে তারা পৌঁছতে পারবে; তারা নিশ্চিতভাবে ধরে নিচ্ছিল যে ১৮৫২ সালের নয়া নির্বাচনে সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে লেদ্রু-রলাঁকে বসানো যাবে রাষ্ট্রপতি পদে এবং সভায় প্রতিষ্ঠিত হবে 'পর্বত' দলের সংখ্যাধিক্য। ভাবী নির্বাচন, স্যু-র প্রার্থীপদলাভ এবং 'পর্বত' ও পেটি বুর্জোয়াদের মেজাজ লক্ষ্য করে শৃঙ্খলা পার্টি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হল যে যাই ঘটুক না কেন, শেষোক্তরা শান্ত থাকতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং দুই নির্বাচনী বিজয়ের জবাব দিল এক **নির্বাচনী আইন** দিয়ে, যাতে বিলোপ করা হল সর্বজনীন ভোটাধিকার।

সরকার যথেষ্ট সতর্ক হয়েই তার নিজ দায়িত্বে এই আইনের প্রস্তাব আনল না। আপাতদৃষ্টিতে সংখ্যাধিকদেব কাছে যেন নতিস্বীকার করে নিয়ে সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ পক্ষের মানী ব্যক্তিবর্গ সতেরোজন বুর্গ্রেভ**-এর হাতে প্রস্তাব কার্যকর করার দায়িত্ব

* পরিবার কর্তা। — সম্পাঃ

** বুর্গ্রেভ — বিধান সভায় শৃঙ্খলা দলের প্রতিনিধিদের ব্যুরোর উল্লেখ করা হয়েছে এখানে। রাজতন্ত্রীদের অক্ষম ক্ষমতালোলুপতা ও ফিউডাল উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে ইঙ্গিত করার জন্যই এই ব্যুরোর সদস্যদের ঘৃণাভরে এই নাম দেওয়া হয়েছিল। ভিক্তর হুগোর এই নামেরই নাটক থেকে নামটি নেওয়া হয়েছে। — সম্পাঃ

তুলে দিল। কাজেই সরকার সভার সামনে প্রস্তাব তোলেনি সর্বজনীন ভোটাধিকার বাতিলের জন্য; সভার সংখ্যাগুরুরাই সে প্রস্তাব আনল নিজেদের কাছেই।

৮ই মে প্রস্তাবটি তোলা হল সভায়। সমস্ত সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সংবাদপত্র এক হয়ে জনসাধারণকে *calme majestueux**, নিষ্ক্রিয়তা ও তাদের প্রতিনিধিদের উপরে আস্থা রাখার জন্য প্রচার চালাল। সে সব পত্রিকার প্রতিটি প্রবন্ধই হল এই স্বীকারোক্তি যে বিপ্লব সবার আগে খতম করবে তথাকথিত এই বিপ্লবী সংবাদপত্রগুলিকেই, আর তাই তখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে তার আত্মরক্ষার। বিপ্লবী নামে অভিহিত সংবাদপত্র উম্ঘাটিত করে দিল তার সমস্ত রহস্য। তার আপন মৃত্যু পরোয়ানায় সে স্বাক্ষর দিল।

২১শে মে 'পর্বত' দল প্রাথমিক আলোচনায় প্রশ্ন তুলল এবং সংবিধান-বিরোধী বলে গোটা পরিকল্পনাটি নাকচের প্রস্তাব আনল। শৃঙ্খলা পার্টি জবাব দিল যে প্রয়োজন হলে সংবিধান লঙ্ঘন করতে হবে; তবে বর্তমানে তার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ সংবিধানের সবরকম ব্যাখ্যাই সম্ভব এবং সঠিক ব্যাখ্যা নির্ধারণের অধিকারী একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠরাই। তিয়ের ও মঁতালাঁবের-এর অসংযত, বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে 'পর্বত' খাড়া করল ভদ্র ও শালীন মানবতা। সে দাঁড়াল আইনের জমিতে, আর শৃঙ্খলা পার্টি তাকে দেখিয়ে দিল সেই জমি যাতে আইন জন্মায়, অর্থাৎ বুর্জোয়া সম্পত্তি। 'পর্বত' কান্নার সুরে বলল, তবে কি তারা সত্যসত্যই বলপ্রয়োগ মারফৎ বিপ্লব ডেকে আনতে চায়? শৃঙ্খলা পার্টি উত্তর দিল, বেশ দেখা যাবে।

২২শে মে প্রাথমিক প্রশ্নের নিষ্পত্তি হল ৪৬২--২২৭ ভোটে। যে ব্যক্তিরা অতি সুগম্ভীর প্রগাঢ়তায় প্রমাণ করেছিল যে জাতীয় সভা ও ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক সদস্য কর্তৃক ম্যান্ডেট লঙ্ঘন করা হবে যদি তারা ম্যান্ডেটদাতা, জনসাধারণকেই অগ্রাহ্য করে, তারাই এখন গদি আঁকড়ে রইল এবং নিজেরা কাজে না নেমে হঠাৎ দেশকেই কাজে নামাতে চাইল — তা-ও আবার দরখাস্ত মারফতেই; আর ৩১শে মে যখন ঘটা করে আইন পাশ হয়ে গেল তখনও তারা বসে থাকল অবিচলভাবে। তারা শোধ তুলতে চাইল এক প্রতিবাদ পত্রে, যাতে তারা সংবিধান ধর্ষণের ব্যাপারে নিজেদের নির্দোষিতা লিপিবদ্ধ করে রাখল এবং সে প্রতিবাদও তারা প্রকাশ্যে পেশ করল না, পিছন থেকে গুঁজে দিল সভাপতির পকেটে।

প্যারিসে ১,৫০,০০০ সংখ্যক সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতি; বহুদিন সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা; সংবাদপত্রের তোষণের মনোভাব; 'পর্বত' ও নবনির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দের কাপুরুষতা; পেটি বুর্জোয়ার সুগম্ভীর প্রশান্তি; কিন্তু সর্বোপরি বাণিজ্য ও শিল্পগত সমৃদ্ধি প্রলেতারিয়েতের দিক থেকে যে-কোনো বিপ্লবপ্রচেষ্টার গতিরোধ করল।

* শান্ত গাম্ভীর্য। — সম্পাঃ

উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গিয়েছিল সর্বজনীন ভোটাধিকারের। অধিকাংশ মানুষ বিকাশের বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এসেছিল — বিপ্লবী পর্বে শুধু এই কাজটুকু করাই সর্বজনীন ভোটাধিকারের পক্ষে সম্ভব। তার অপসারণ ঘটতেই হত বিপ্লবের ফলে অথবা প্রতিক্রিয়ার চাপে।

অল্প কিছুদিন পরে আর একটি উপলক্ষ দেখা দিলে 'পর্বত' দল এর চেয়েও বিপুলতর উদ্যোগের পরিচয় প্রদর্শন করে। বক্তৃতামঞ্চ থেকে যুদ্ধমন্ত্রী দ'অপুল ফেব্রুয়ারি বিপ্লবকে আখ্যা দেন মারাত্মক সর্বনাশ বলে। 'পর্বতের' যে বক্তারা বরাবরের মতো নৈতিক রোষের তর্জনগর্জনে নিজেদের বিশিষ্ট করে তুলেছিল, সভাপতি দ্যুপাঁ তাদের বলতেই দিলেন না। জিরার্দাঁ তৎক্ষণাৎ দল বেঁধে বেরিয়ে যাবার জন্য 'পর্বতের' কাছে প্রস্তাব আনলেন। তার ফল হল এই যে 'পর্বত' বসেই রইল, কিন্তু দলের মধ্যে থেকে জিরার্দাঁ বিতাড়িত হলেন অযোগ্য বলে।

নির্বাচনী আইনকে সম্পূর্ণ করে তোলার জন্য তখনও একটি জিনিসের দরকার ছিল — একটি নতুন **সংবাদপত্র আইন**। সেটি আসতেও বেশী দিন লাগল না। শৃঙ্খলা পার্টির সংশোধনগুলোর ফলে আরো উগ্র করে তোলা এক সরকারী প্রস্তাব জামানত বৃদ্ধি করল; হাল্কা ব্যঙ্গ উপন্যাস প্রকাশের উপরে এক বাড়তি টিকিট চাপাল (এজেন স্যু-র নির্বাচনের জবাব হল এটি); নির্দিষ্ট সংখ্যা পর্যন্ত পাতা সমেত সাপ্তাহিক ও মাসিক সমস্ত পত্রিকার উপরে ট্যাক্স বসাল; এবং সর্বশেষে ব্যবস্থা করল যে পত্রিকার প্রত্যেকটি প্রবন্ধে রচয়িতার স্বাক্ষর থাকা চাই। জামানতের ব্যবস্থায় মারা পড়ল তথাকথিত বিপ্লবী সংবাদপত্রগুলি; জনসাধারণ এদের বিলুপ্তিকে সর্বজনীন ভোটাধিকার বিলোপের ঋণ পরিশোধ হিসাবে দেখল। তবে নয়া কানুনের ঝোঁক বা ফলাফল সংবাদপত্র জগতের শুধু এই অংশটি পর্যন্তই গেল না। যতদিন পর্যন্ত সংবাদপত্রে রচনা বেনামী ছিল, ততদিন সংখ্যাহীন ও নামহীন জনমতের মুখপাত্র হিসাবেই ঘটত তার প্রকাশ; সে ছিল রাষ্ট্রের তৃতীয় শক্তি। প্রত্যেক প্রবন্ধে স্বাক্ষর থাকার ব্যবস্থার ফলে পত্রিকাগুলি ন্যূনাধিক পরিচিত ব্যক্তিদের সাহিত্যিক রচনার সমষ্টিমাত্র হয়ে দাঁড়াল। প্রত্যেকটি প্রবন্ধ নেমে গেল বিজ্ঞাপনের স্তরে। এযাবৎ খবরের কাগজগুলি প্রচারিত হত জনমতের কাগুজে নোট হিসাবে; এখন তারা পরিণত হল কমবেশি কাঁচা কতকগুলি ব্যক্তিগত হুণ্ডিতে, যার মূল্য বা সঞ্চালন নির্ভর করে শুধু সে হুণ্ডি যে কাটে তার উপরেই নয়, যে তাকে অনুমোদন করে তার উপরেও। শৃঙ্খলা পার্টির পত্রিকাগুলি শুধু সর্বজনীন ভোটাধিকার বাতিলের জন্যই নয়, বাজে কাগজের বিরুদ্ধে সব থেকে চরম ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও প্ররোচনা দিয়েছিল। কিন্তু আশঙ্কাজনক বেনামীত্বের জন্য এমন কি ভালো কাগজও শৃঙ্খলা পার্টির কাছে বিরক্তিকর বোধ হত, আরও বেশী হত সে পার্টির বিভিন্ন প্রাদেশিক প্রতিনিধিদের কাছে। নিজের তরফ থেকে তার দাবি ছিল শুধু ভাড়াটে

লেখকের, যাদের নাম, ঠিকানা ও চেহারা জানা আছে। বৃথাই ভালো কাগজগুলি আক্ষেপ করতে থাকল তাদের সেবার পুরস্কার হিসাবে এই অকৃতজ্ঞতায়। আইন পাশ হয়ে গেল; নাম প্রকাশ সম্পর্কিত ব্যবস্থা তাকেই সব থেকে বেশি আঘাত হানল। প্রজাতন্ত্রী সাংবাদিকদের নাম অবশ্য যথেষ্ট সুপরিচিত ছিল, কিন্তু *Journal des Débats, Assemblée Nationale**, *Constitutionnel*** প্রভৃতি গণ্যমান্য প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় প্রজ্ঞার লম্বাচওড়া গলাবাজি খুবই কাহিল দেখাল, যখন তাদের রহস্যজনক মণ্ডলী হঠাৎ ভেঙ্গেচুড়ে পর্যবসিত হল গ্রানিয়ে দ্য কাসানিয়াকের মতো বহুদিনের লাইন পিছু এক পেনির ভাড়াটে লেখকে, টাকার লোভে যারা সম্ভাব্য যে কোনো ব্যাপারকেই সমর্থন জানিয়ে এসেছে; কিম্বা কাফিগের মতো বুড়ো খোকায়, যারা নিজেদের রাষ্ট্রনায়ক বলে অভিহিত করে; অথবা *Débats*-এর শ্রীযুক্ত লেমুয়ান-এর মতো রসিক কার্তিকে।

সংবাদপত্র আইনের ওপর বিতর্কের সময়েই 'পর্বত' দল নৈতিক অধঃপতনের এমন স্তরে নেমে গিয়েছিল যে লুই ফিলিপের আমলের বৃদ্ধ যশস্বী শ্রীযুক্ত ভিক্তর হুগোর দীপ্ত শ্লেষবাণে হাততালি দেওয়ার ভিতরেই সে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে।

নির্বাচনী ও সংবাদপত্র আইনের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক পার্টি প্রস্থান করল সরকারী মঞ্চ থেকে। অধিবেশন শেষ হওয়ার অল্প কিছুদিন পর তাদের গৃহে প্রত্যাবর্তনের আগে 'পর্বতের' দুই উপদল সোশ্যাল-ডেমোক্রাট ও ডেমোক্রাটিক সোশ্যালিস্ট দুটি ইশতেহার, দুটি *testimonia paupertatis**** প্রকাশ করে, যাতে তারা প্রমাণ করল যে শক্তি ও সাফল্য কখনও তাদের হাতে না এলেও তারা কিন্তু সর্বদাই ছিল চিরন্তন ন্যায় তথা অন্যান্য সব চিরন্তন সত্যের স্বপক্ষে।

এবার আমরা শৃঙ্খলা পার্টির কথা একটু বিবেচনা করে দেখি। *Neue Rheinische Zeitung* বলেছিল (৩য় সংখ্যা, ১৬ পৃষ্ঠা), 'ঐক্যবদ্ধ অর্লিয়ান্সী ও লেজিটিমিস্টদের পুনঃপ্রতিষ্ঠালোলুপতার বিরুদ্ধে বোনাপার্ট রক্ষা করছেন তাঁর বাস্তব ক্ষমতা স্বত্ব — প্রজাতন্ত্রকে; বোনাপার্টের পুনঃপ্রতিষ্ঠালোলুপতার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা পার্টি রক্ষা করছে তার সাধারণ শাসনের স্বত্ব — সেই প্রজাতন্ত্রকে। অর্লিয়ান্সীদের বিরুদ্ধে লেজিটিমিস্টেরা এবং লেজিটিমিস্টদের বিরুদ্ধে অর্লিয়ান্সীরা রক্ষা করছে স্থিতাবস্থা — প্রজাতন্ত্রকে। শৃঙ্খলা পার্টির এইসব উপদল, যাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব রাজা ও

* *Assemblée Nationale* (জাতীয় সভা) — রাজতন্ত্রী মনোভাবের দৈনিক পত্রিকা, ১৮৪৮ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়। — সম্পাঃ

** *Constitutionnel* (সংবিধানপন্থী) — নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রীদের দৈনিক মুখপত্র, ১৮১৫ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় প্যারিস থেকে। — সম্পাঃ

*** দৈন্যের দলিল। — সম্পাঃ

মনে মনে *(in petto)* লালিত নিজস্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার কামনা রয়েছে, তারা প্রতিদ্বন্দ্বীদের ক্ষমতা-দখল ও বিদ্রোহ-কামনার বিরুদ্ধে পারস্পরিকভাবে বহাল করছে বুর্জোয়ার সাধারণ শাসন-ব্যবস্থা — সেই একই প্রজাতন্ত্রকে, যার কাঠামোর মধ্যে বিশেষ দাবিগুলি নিরপেক্ষকৃত ও সংরক্ষিত হয়ে থাকতে পারে... তাই তিয়ের যখন বলেন, "আমরা, রাজতন্ত্রীরাই হলাম নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রকৃত স্তম্ভস্বরূপ," তখন তিনি যা আঁচ করেছিলেন তার থেকে অনেক বেশী সত্য কথাই বলেছিলেন।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও যারা প্রজাতন্ত্রী *(républicains malgré eux)* তাদের এই প্রহসন; স্থিতাবস্থার প্রতি বিরাগ অথচ অবিশ্রাম তারই সংহতিসাধন; বোনাপার্ট ও জাতীয় সভার মধ্যেকার নিরন্তর সংঘাত; শৃঙ্খলা পার্টির বিভিন্ন উপাদানগত অংশে ভাগ হয়ে যাবার ক্রমাগত নতুন আশঙ্কা, এবং উপদলগুলির ক্রমাগত সংগঠিত পুনর্মিলন; প্রত্যেক উপদলের দিক থেকে সাধারণ শত্রুর উপরে জয়লাভকে তার সাময়িক মিত্রদের পরাজয়ে রূপান্তরিত করার চেষ্টা; পারস্পরিক তুচ্ছ ঈর্ষা, ফন্দীফিকির, জ্বালাতন, অবিশ্রাম তরবারি উন্মোচন যা বারবার শেষ হয় লামুরেৎ-মার্কা সৌভ্রাত্রসূচক চুম্বনে* — অশ্রদ্ধেয় এই গোটা প্রমাদ প্রহসনটা গত ছয় মাসে যেমন নিখুঁতভাবে পেকে উঠেছিল তেমন আর কখনো হয়নি।

শৃঙ্খলা পার্টি নির্বাচনী আইনকে একইসঙ্গে বোনাপার্টের উপরে জয়লাভ মনে করল। সরকার তার আপন প্রস্তাবের সম্পাদনার ভার ও দায়িত্ব সতেরো জনের কমিশনের হাতে সঁপে দিয়ে কি ক্ষমতা ছেড়ে দেয়নি? আর সভার বিরুদ্ধে বোনাপার্টের প্রধান শক্তি কি এই জন্য নয় যে তিনি ছিলেন ষাট লক্ষ লোকের মনোনীত মানুষ? তাঁর দিক থেকে বোনাপার্ট নির্বাচনী আইনকে দেখেছিলেন সভার প্রতি কিছু সুবিধা দান হিসাবে যা দিয়ে তিনি আইন প্রণয়ন ও কার্যনির্বাহক শক্তির ভিতরে সঙ্গতি ক্রয় করতে পেরেছেন বলে দাবি করেন। পুরস্কার হিসাবে এই ইতর ভাগ্যান্বেষী দাবি জানালেন যে তাঁর ব্যক্তিগত ভাতা ত্রিশ লক্ষ পরিমাণ বাড়ানো হোক। ফরাসী জনসাধারণের বিপুল সংখ্যাধিক অংশকে যে মুহূর্তে জাতীয় সভা অপাংক্তেয় করল, তখনই কি আর সাহস করে সে দ্বন্দ্বে নামবে কার্যনির্বাহক শক্তির সঙ্গে? ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল সভা; চরমে যাবার ভাব করল সে; তার কমিশন প্রস্তাব অগ্রাহ্য করল; বোনাপার্টপন্থী কাগজগুলি ভয় দেখাল ও উল্লেখ করল ভোটাধিকার বঞ্চিত, সত্বহারা জনসাধারণের;

* লামুরেৎ *(Lamourette)* — আঠারো শতকের শেষে ফরাসী বিপ্লবের সময়ে বিধান সভায় জনৈক প্রতিনিধি। ১৭৯২-এর ৭ই জুলাই সমস্ত পার্টি বিসংবাদ এক সৌভ্রাত্রসূচক চুম্বনে শেষ করার প্রস্তাবের জন্য তিনি বিখ্যাত। তাঁর প্রস্তাবের প্রেরণায় বিরোধী দলের প্রতিনিধিরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। কিন্তু, যেটা অপ্রত্যাশিত নয়, পরদিনই তাদের কপট 'সৌভ্রাত্রচুম্বন' সবাই ভুলে গেল। — সম্পাঃ

সোরগোল তুলে বহু চেষ্টা চলল একটা ব্যবস্থা করার এবং শেষ পর্যন্ত সভা কার্যত মাথা নোয়াল, কিন্তু শোধ নিল নীতির দিক থেকে। নীতিগতভাবে বছরে ত্রিশ লক্ষ পরিমাণ ভাতা না বাড়িয়ে সভা তাঁর জন্য ২১,৬০,০০০ ফ্রাঁ-র এক বরাদ্দ মঞ্জুর করল। এতেও তুষ্ট না হয়ে সভা এই সুবিধা দিল শুধু তখনই, যখন শৃঙ্খলা পার্টির সেনাপতি ও বোনাপার্টের উপরে চাপানো রক্ষাকর্তা শাঙ্গার্নিয়ে তা সমর্থন করলেন। সুতরাং সভা বিশ লক্ষ মঞ্জুর করল বোনাপার্টকে নয়, শাঙ্গার্নিয়েকেই।

দাক্ষিণ্য বিবর্জিত *(de mauvaise grâce)* এই উৎকোচ বোনাপার্ট গ্রহণ করলেন দাতার মনোভাব নিয়েই। বোনাপার্টপন্থী কাগজগুলি নতুন করে তর্জনগর্জন চালাল জাতীয় সভার বিপক্ষে। এবার যখন সংবাদপত্র আইন সম্পর্কিত আলোচনায় নামস্বাক্ষরের ব্যাপারে সংশোধন প্রস্তাব আনা হল, যার অবশ্য বিশেষ লক্ষ্য ছিল গৌণ কাগজগুলি, বোনাপার্টের ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতিনিধি, তখন প্রধান বোনাপার্টপন্থী পত্রিকা, *Pouvoir* এক খোলাখুলি ও প্রচণ্ড আক্রমণ প্রকাশ করল জাতীয় সভার বিরুদ্ধে। সভার সামনে মন্ত্রীরা বাধ্য হলেন পত্রিকার দায়িত্ব অস্বীকার করতে; পত্রিকাটির ভারপ্রাপ্ত পরিচালককে *(gérant)* তলব করা হল জাতীয় সভার দরবারে এবং তাকে সর্বোচ্চ অর্থদণ্ড, ৫,০০০ ফ্রাঁ জরিমানায় দণ্ডিত করা হল। পরদিন *Pouvoir* আরও বেশি উদ্ধত এক প্রবন্ধ প্রকাশ করল সভার বিপক্ষে এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকারী প্রতিহিংসা হিসাবে সরকারী উকিল সংবিধানলংঘনের জন্য অভিযুক্ত করলেন গোটাকয়েক লেজিটিমিস্ট পত্রিকাকে।

শেষ পর্যন্ত এল সভা স্থগিত রাখার প্রশ্ন। বোনাপার্ট এটা চেয়েছিলেন সভার বাধা এড়িয়ে কাজ করার জন্য। শৃঙ্খলা পার্টি এটা চাইল কিছুটা তার উপদলীয় চক্রান্ত চালানোর জন্য, কিছুটা সদস্যদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। উভয়েরই এর প্রয়োজন ছিল প্রদেশগুলিতে প্রতিক্রিয়ার জয়লাভ আরো সংহত ও প্রসারিত করার জন্য। সভা তাই স্থগিত রইল ১১ই আগস্ট থেকে ১১ই নভেম্বর অবধি। কিন্তু যেহেতু বোনাপার্ট মোটেই গোপন রাখেননি যে তাঁর একমাত্র ভাবনা হল জাতীয় সভার বিরক্তিকর খবরদারি থেকে মুক্তিলাভ, তাই সভা তার আস্থাজ্ঞাপক ভোটের উপরই এঁকে দিল রাষ্ট্রপতির প্রতি অনাস্থার ছাপ। আটাশ জন সদস্যের যে স্থায়ী কমিশন বিরতিকালের জন্য প্রজাতন্ত্রের ধর্ম রক্ষার অভিভাবক হিসেবে রইল, তা থেকে সমস্ত বোনাপার্টপন্থীদের দূরে রাখা হল। তাদের বদলে *Siècle* ও *National*-এর কিছু কিছু প্রজাতন্ত্রীদের পর্যন্ত কমিশনে নির্বাচিত করা হল নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতি সংখ্যাগুরুর আনুগত্য রাষ্ট্রপতির কাছে প্রমাণ করে দেবার জন্য।

সভা স্থগিত রাখার অল্পদিন আগে ও বিশেষ করে তার ঠিক পরেই বোধ হল শৃঙ্খলা পার্টির বড় দুটি উপদল, অর্লিয়ান্সী ও লেজিটিমিস্টেরা আবার রফা করতে

চাইছে আর তা চাইছে যে দুটি রাজবংশের পতাকার তলে তারা লড়াই করছিল তাদের পুনর্মিলনের দ্বারাই। কাগজগুলি ভরে উঠল মীমাংসা প্রস্তাবের খবরে যা নাকি আলোচিত হয়েছিল সেণ্ট লেনার্ড্‌সে, লুই ফিলিপের রোগশয্যায়। এমন সময় লুই ফিলিপের মৃত্যু সহসা অবস্থা সরল করে দিল। লুই ফিলিপ ছিলেন সিংহাসনের অবৈধ দখলদার; পঞ্চম হেনরি সিংহাসন থেকে বিতাড়িত; পঞ্চম হেনরি অপুত্রক হওয়ায় অপর পক্ষে কাউণ্ট অফ প্যারিস হলেন তাঁর সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী। দুই রাজবংশীয় স্বার্থের মিলনে আপত্তি তোলার প্রত্যেকটি ছুতা এবার অপসারিত হল। কিন্তু ঠিক এই সময়েই বুর্জোয়াদের দুই উপদল প্রথম আবিষ্কার করল যে কোন রাজবংশবিশেষের জন্য আগ্রহই তাদের পৃথক করে রাখেনি বরঞ্চ তাদের পৃথক শ্রেণী-স্বার্থই ব্যবধান ঘটিয়েছিল দুই রাজবংশের ভিতরে। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা যেমন সেণ্ট লেনার্ড্‌সে তীর্থযাত্রায় গিয়েছিল তেমনই লেজিটিমিস্টগণ ভিসবাদেন-এ পঞ্চম হেনরির আবাসে গিয়ে শুনল লুই ফিলিপের মৃত্যুর খবর। সঙ্গে সঙ্গে তারা *in partibus infidelium* এক মন্ত্রিসভা গঠন করল যার ভিতরে অধিকাংশই হলেন প্রজাতন্ত্রের ধর্মরক্ষক অভিভাবক সেই কমিশনের সদস্য, এবং পার্টির মধ্যে এক বিসংবাদ উপলক্ষে এই মন্ত্রিসভা ঈশ্বরের কৃপালব্ধ অধিকার সম্পর্কে সম্পূর্ণ খোলাখুলি এক ঘোষণা দিয়ে বসল। এই ঘোষণায় খবরের কাগজে যে কলঙ্কের ঢিঢি পড়ে গেল তাতে উল্লসিত হল অর্লিয়ান্সীরা; তারা এক মুহূর্তের জন্যও তাদের শত্রুতা গোপন করেনি লেজিটিমিস্টদের প্রতি।

জাতীয় সভা স্থগিত থাকার সময়ে জেলা কাউন্সিলগুলির অধিবেশন হয়। এদের অধিকাংশই কমবেশি সীমাবদ্ধভাবে সংবিধান সংশোধনের পক্ষে মত ঘোষণা করে অর্থাৎ অতি সুনির্দিষ্ট নয় এরূপ এক রাজতন্ত্রী পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে, এক **'সমাধানের'** পক্ষে মত জানায়, আবার সেই সঙ্গে স্বীকারও করে যে সে সমাধান সন্ধানের পক্ষে তারা বড়ই অকর্মণ্য ও কাপুরুষ। বোনাপার্টপন্থী উপদল তৎক্ষণাৎ এই সংশোধন কামনাকে বুঝে নিল বোনাপার্টের রাষ্ট্রপতিত্ব দীর্ঘায়িত করার অর্থে।

১৮৫২ সালের মে মাসে বোনাপার্টের অবসর গ্রহণ, দেশের সমস্ত ভোটদাতা কর্তৃক সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, নতুন রাষ্ট্রপতিত্বের আমলে গোড়ার কয়েক মাসের ভিতরেই একটি সংশোধন পরিষদ কর্তৃক সংবিধান সংশোধন — এই নিয়মতান্ত্রিক সমাধান অবশ্য শাসক শ্রেণীর কাছে একেবারেই অগ্রাহ্য হল। নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দিন যে লেজিটিমিস্ট, অর্লিয়ান্সী, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী, বিপ্লবী — সব কটি পরস্পরবিরোধী দলের জমায়েতের দিন হবে। বিভিন্ন উপদলের মধ্যে সেক্ষেত্রে একটি হিংস্র সমাধানে পৌঁছতে হবে বলপ্রয়োগে। রাজবংশগুলির বাইরে কোন নিরপেক্ষ মানুষের প্রার্থিত্বের চারিদিকে যদি বা শৃঙ্খলা পার্টি ঐক্যবদ্ধ হতে সফল হয়, তবু সে লোকেরও

বিরুদ্ধতা আসবে বোনাপার্টের তরফ থেকে। জনসাধারণের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে শৃংখলা পার্টিকে বাধ্য হয়ে অনবরত শক্তিবৃদ্ধি করতে হয় কার্যনির্বাহকের। কার্যনির্বাহকের প্রতিটি দফা শক্তিবৃদ্ধিই আবার তার বাহক বোনাপার্টেরই শক্তি বৃদ্ধি করে। সুতরাং যে পরিমাণে শৃংখলা পার্টি তার যৌথ শক্তিকে বাড়িয়ে যাবে সেই অনুপাতে তাকে বোনাপার্টের রাজবংশগত দাবি দাওয়ার সংগ্রামী সঙ্গতি বাড়াতে হয়, বাড়াতে হয় চূড়ান্ত দিনে তৎকর্তৃক বলপ্রয়োগে নিয়মতান্ত্রিক সমাধান ভণ্ডুল করার সম্ভাবনা। সেদিন শৃংখলা পার্টির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সংবিধানের এক স্তম্ভের ব্যাপারে তাঁর তার চেয়ে বেশী কুণ্ঠা থাকবে না যতটা সে পার্টির ছিল জনসাধারণের বিপক্ষে সংগ্রামে, নির্বাচনী আইন সংশ্লিষ্ট অন্য স্তম্ভটির বেলায়। এমন কি বাহ্যত সভার বিরুদ্ধেও তিনি আবেদন করতে পারবেন সর্বজনীন ভোটাধিকারের কাছে। এক কথায় নিয়মতান্ত্রিক সমাধান প্রশ্ন ওঠাচ্ছে সমগ্র রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা সম্পর্কেই, আর স্থিতাবস্থার বিপর্যয়ের পিছনে বুর্জোয়া দেখে বিশৃংখলা, নৈরাজ্য, গৃহযুদ্ধ। সে দেখে ১৮৫২ সালের মে মাসের প্রথম রবিবারেই তার কেনাবেচা, তার হুণ্ডি, তার বিবাহ, নোটারির কাছে যথাযথভাবে মঞ্জুরীকৃত তার চুক্তিপত্র, তার মর্গেজ, তার ভূমি খাজনা, বাড়ি ভাড়া, মুনাফা, তার সমস্ত ঠিকা ও আয়ের উৎস নিয়েই প্রশ্ন উঠবে এবং সে ঝুঁকি সে নিতে পারে না কোনমতেই। রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার বিপর্যয়ের পিছনে রয়েছে সমগ্র বুর্জোয়া সমাজ ধসে পড়ার আশংকা। বুর্জোয়া অর্থে একমাত্র সম্ভব সমাধান হল সমাধান মুলতুবি রাখা। নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে সে রক্ষা করতে পারে শুধু সংবিধান লঙ্ঘন করে, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার মেয়াদ বাড়িয়েই। সাধারণ কাউন্সিলগুলির অধিবেশনের পরে শৃংখলার পত্রিকা জগত 'সমাধান' সম্পর্কে যে দীর্ঘস্থায়ী ও গভীর বিতর্কে মেতেছিল তারও শেষ কথা এই। হোমরাচোমরা শৃংখলা পার্টি তাই লজ্জার সঙ্গেই লক্ষ্য করল যে তাকে বাধ্য হয়ে গুরুত্ব আরোপ করতে হচ্ছে হাস্যকর, একান্ত মামুলী এবং তার কাছে ঘৃণ্য নকল-বোনাপার্টের ব্যক্তিত্বের উপরেই।

যে সব কারণ ক্রমশই এই নীচ ব্যক্তিটিকেও অপরিহার্য ব্যক্তির চরিত্রে মণ্ডিত করে তুলছিল তার সম্পর্কে তিনিও সমান আত্মপ্রতারণা করেছিলেন। বোনাপার্টের ক্রমবর্ধিষ্ণু গুরুত্ব যে অবস্থাগতিকেই ঘটছে এ কথা বোঝার মতো অন্তর্দৃষ্টি তাঁর পার্টির ছিল, তিনি সেখানে বিশ্বাস করতেন যে সে গুরুত্বের একমাত্র কারণ তাঁর নামের যাদু এবং তাঁর ক্রমাগত নেপোলিয়নের হাস্যকর অনুকরণ। দিন দিন আরও বেশী উদ্যোগী হয়ে উঠলেন তিনি। সেণ্ট লেনার্ড্স ও ভিসবাদেনের তীর্থযাত্রার শোধ নেবার জন্য তিনি ঘুরে ঘুরে ভ্রমণ শুরু করলেন সারা ফ্রান্স জুড়ে। তাঁর ব্যক্তিত্বের ঐন্দ্রজালিক প্রভাব সম্পর্কে বোনাপার্টপন্থীদের এতই কম আস্থা ছিল যে তারা সর্বত্রই তাঁর সঙ্গে দলে দলে রেলগাড়ি ও যাত্রীবাহী শকট ভর্তি করে পাঠাতে লাগল ক্লাকেরদের (ভাড়াটে ধামাধরা

হিসাবে), প্যারিসের **লুম্পেন-প্রলেতারিয়েতদের** সেই সংগঠন ১০ই ডিসেম্বর সমিতির লোকেদের*। তারা তাদের এই পুতুলটির মুখে বক্তৃতা বসিয়ে দিতে লাগল, যা বিভিন্ন শহরে অভ্যর্থনার ধরন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির নীতির মূলমন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করতে থাকল প্রজাতন্ত্রী নতি অথবা চিরস্থায়ী দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। সবরকম কারসাজি সত্ত্বেও এই ভ্রমণগুলিকে মোটেই দিগ্বিজয় যাত্রা বলা চলে না।

বোনাপার্ট যখন ভাবলেন যে এইভাবে তিনি জনসাধারণকে উৎসাহিত করেছেন, তখন তিনি শুরু করলেন সৈন্যবাহিনীকে জয় করাতে। ভার্সাই-এর কাছে, সাতোরির সমতলভূমিতে তিনি বিরাট সৈন্যবাহিনী পরিদর্শনের ব্যবস্থা করালেন, যেখানে তিনি সৈন্যদের কেনবার চেষ্টা করলেন রসুন-সসেজ, স্যাম্পেন ও চুরুট বিলিয়ে। আসল নেপোলিয়ন যেখানে তাঁর বিজয় অভিযানের দুঃখ দুর্দশার মধ্যেও পিতৃতান্ত্রিক অন্তরঙ্গতার উচ্ছ্বাসে ক্লান্ত সৈন্যদের কেমন করে উদ্দীপ্ত করতে হয় তা জানতেন, সেখানে নকল-নেপোলিয়ন বিশ্বাস করলেন যে সৈন্যরা বুঝি কৃতজ্ঞতার জন্যই জয়ধ্বনি দিচ্ছে, 'নেপোলিয়ন দীর্ঘজীবী হোন! সসেজ দীর্ঘজীবী হোক!' অর্থাৎ 'সসেজের *(Wurst)* জয়, আর সঙের *(Hanswurst)* জয়!'

এই সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন একদিকে বোনাপার্ট ও তাঁর যুদ্ধমন্ত্রী দ'অপুল ও অন্যদিকে শাঙ্গার্নিয়ের বহুদিন ধরে চাপা বিরোধের বিস্ফোরণ ঘটাল। শাঙ্গার্নিয়ের মধ্যেই শৃঙ্খলা পার্টি তার প্রকৃত নিরপেক্ষ মানুষের হদিশ পেয়েছিল, তাঁর ক্ষেত্রে নিজস্ব রাজবংশগত দাবির কোন প্রশ্নই উঠত না। এই পার্টি এ'কে মনোনীত করেছিল বোনাপার্টের উত্তরাধিকারী হিসাবে। তাছাড়া শাঙ্গার্নিয়ে ১৮৪৯ সালের ২৯শে জানুয়ারি ও ১৩ই জুনে তাঁর আচরণের মধ্য দিয়ে শৃঙ্খলা পার্টির মহান সেনাপতি, ভীরু বুর্জোয়ার দৃষ্টিতে আধুনিককালের এক আলেকজান্ডর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, যাঁর নৃশংস হস্তক্ষেপেই কর্তিত হয় বিপ্লবরূপী গর্ডিয়ন জট**। আসলে বোনাপার্টের মতোই হাস্যাস্পদ এই শাঙ্গার্নিয়ে কিন্তু এইভাবে খুবই সস্তায় একটি শক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন এবং জাতীয় সভা কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপরে নজর রাখার ভার পেয়েছিলেন। তিনি নিজেই, যেমন ভাতামঞ্জুরীর ব্যাপারে, বোনাপার্টকে রক্ষা করার অছিলায় কিছুটা

* বর্তমান সংস্করণের ২৮৮—২৯১ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

** গর্ডিয়ন জট — অতিশয় জটিল ও গোলমেলে একটা জট। প্রাচীন গ্রীক উপকথা অনুসারে ফ্রিজিয়ার রাজা গর্ডিয়ান তাঁর রথদণ্ডের সঙ্গে জোয়াল বেঁধেছিলেন এই জট দিয়ে। এই রকম একটা বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, জট যে খুলতে পারবে সে গোটা এশিয়াকে পদানত করবে। মেসিডনের রাজা আলেকজান্ডর জট খোলার চেষ্টা না করে তরোয়ালের কোপ দিয়ে তা কেটে দেন। এই থেকেই 'গর্ডিয়ন জট ছিন্ন করার' কথাটা চালু হয়, অর্থাৎ গোলমেলে প্রশ্ন, জটিল ব্যাপারের দ্রুত, সরাসরি ও আমূল সমাধান। — সম্পাঃ

খেপিয়ে নিয়েছিলেন এবং বোনাপার্ট ও মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ক্রমশই খাড়া হয়ে উঠছিলেন এক দুর্বার শক্তি হিসাবে। নির্বাচনী আইন উপলক্ষে যখন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আশংকা করা হচ্ছিল, তখন যুদ্ধমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে কোনরকম হুকুম নিতে তিনি তাঁর অফিসারদের নিষেধ করেন। সংবাদপত্রও শাঙ্গার্নিয়ের ব্যক্তিত্বকে বিরাট করে তোলার ব্যাপারে দায়ী ছিল। বিরাট ব্যক্তিত্বের একান্ত অভাবের দরুন শৃংখলা পার্টি স্বভাবতই বাধ্য হয়েছিল একটি ব্যক্তির উপরেই সেই শক্তি আরোপ করতে যার অভাব ছিল তাব সমগ্র শ্রেণীর মধ্যে; তাই সে ব্যক্তিকে ফাঁপিয়ে অসাধারণ করে তোলা ছাড়া তারও উপায় ছিল না। এভাবেই সৃষ্টি হল 'সমাজের রক্ষাপ্রাচীর' শাঙ্গার্নিয়ে সংক্রান্ত কিম্বদন্তী। যে দাম্ভিক হাতুড়েপনা, সম্ভ্রমের যে রহস্যময় জাঁক দেখিয়ে শাঙ্গার্নিয়ে যেন কৃপা করে দুনিয়ার দায়িত্ব বহন করতেন, তা সাতোরি পরিদর্শনের সময়কার ও তার পরের ঘটনাবলীর সঙ্গে অতি হাস্যকর এক বৈপরীত্য রচনা করে — খণ্ডনাতীতভাবে তা থেকে প্রমাণ হল যে বুর্জোয়া ভয়ের এই কিম্ভূত সন্তান, অতিকায় শাঙ্গার্নিয়েকে তার মাঝারি পরিমাপে ফিরিয়ে আনতে এবং সমাজের এই নির্ভীক রক্ষাকর্তাকে অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলে রূপান্তরিত করতে প্রয়োজন ছিল তুচ্ছাতিতুচ্ছ বোনাপার্টের কলমের শুধু একটি খোঁচার।

কিছুদিন থেকে বোনাপার্ট শাঙ্গার্নিয়ের উপরে শোধ তুলছিলেন এই বিরক্তিকর রক্ষাকর্তার সঙ্গে শৃংখলার ব্যাপারে খিটিমিটি বাধাতে যুদ্ধমন্ত্রীকে উসকে দিয়ে। সাতোরির শেষ সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন পুরানো শত্রুতাকে শেষ পর্যন্ত চরমে তুলল। শাঙ্গার্নিয়ের সাংবিধানিক কোপানল প্রজ্বলিত হয়ে উঠল যখন তিনি দেখলেন অশ্বারোহী বাহিনী বোনাপার্টের পাশ দিয়ে কুচকাওয়াজ করতে করতে যাচ্ছে, 'সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন!' এই অসাংবিধানিক ধ্বনি তুলে। সভার আসন্ন অধিবেশনে এই ধ্বনি সম্পর্কে কোন অপ্রীতিকর বিতর্কের পথ আগে থাকতেই রোধ করার জন্য বোনাপার্ট যুদ্ধমন্ত্রী দ'অপুল-কে সরিয়ে দিলেন তাঁকে আলজিয়ার্সের গভর্ণর নিযুক্ত করে। তাঁর জায়গায় তিনি আনলেন সাম্রাজ্যের সময়কার এক বিশ্বস্ত বৃদ্ধ জেনারেলকে, নৃশংসতার দিক থেকে যিনি শাঙ্গার্নিয়ের পুরোদস্তুর জুড়ি ছিলেন। কিন্তু দ'অপুলের অপসারণ যাতে শাঙ্গার্নিয়ের প্রতি খানিকটা সুবিধাদান বলে মনে না হয়, তার জন্য তিনি সঙ্গে সঙ্গে মহান সমাজত্রাতার দক্ষিণহস্ত, জেনারেল নেইমেয়ার-কে বদলি করলেন প্যারিস থেকে নান্তে শহরে। এই নেইমেয়ার শেষ সামরিক পরিদর্শনের সময়ে সমগ্র পদাতিক বাহিনীকে নেপোলিয়নের উত্তরাধিকারীর পাশ দিয়ে হিমশীতল নীরবতায় কুচকাওয়াজ করতে প্ররোচিত করেছিলেন। নেইমেয়ার মারফৎ শাঙ্গার্নিয়ে স্বয়ং আঘাত খেয়ে প্রতিবাদ জানালেন ও ভয় দেখালেন। কিন্তু বৃথাই। দু-দিন আলাপ আলোচনার পর নেইমেয়ার-এর

বদলির নির্দেশ প্রকাশিত হল *Moniteur* পত্রিকায়, এবং শৃঙ্খলার বীরনেতার পক্ষে শৃঙ্খলা মানা বা পদত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না।

শাঙ্গার্নিয়ের সঙ্গে বোনাপার্টের সংঘর্ষ শৃঙ্খলা পার্টির সঙ্গে তাঁর সংগ্রামেরই পূর্বানুবৃত্তি। ১১ই নভেম্বব জাতীয় সভার পুনরুদ্বোধন তাই আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঘটবে। চায়ের পেয়ালায় তুফানের সামিল হবে সে ব্যাপারটি। আসলে চলতেই থাকবে পুরানো খেলা। ইতিমধ্যে শৃঙ্খলা পার্টির সংখ্যাধিক অংশ, তার বিভিন্ন উপদলের নীতিবাগীশদের হৈচৈ সত্ত্বেও বাধ্য হবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে। তেমনই ইতিমধ্যে অর্থাভাবে নরম হয়ে আসা বোনাপার্টও সমস্ত প্রাথমিক প্রতিবাদাদি সত্ত্বেও জাতীয় সভার কাছ থেকে এই ক্ষমতার মেয়াদ বৃদ্ধিকে স্বীকার করে নেবেন মাত্র একটা অর্পিত মোক্তারনামা হিসাবে। এইভাবে সমাধান পিছিয়ে যাবে; স্থিতাবস্থা চলতে থাকবে; শৃঙ্খলা পার্টির এক উপদল অপর উপদলের দ্বারা কলঙ্কিত, হৃতশক্তি ও অসহ্য প্রতিপন্ন হতে থাকবে; সাধারণ শত্রু, জাতির জনগণের উপর পীড়ন প্রসারিত ও নিঃশেষিত হতে থাকবে যতদিন না অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলিই আবার বিকাশের এমন এক স্তরে পৌঁছচ্ছে যখন নতুন এক বিস্ফোরণ সমস্ত বিবদমান পার্টিগুলিকেই উড়িয়ে দেবে তাদের সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্র সমেত।

বুর্জোয়াদের মানসিক সান্ত্বনার জন্য এ কথা অবশ্য বলা দরকার যে বোনাপার্ট ও শৃঙ্খলা পার্টির মধ্যেকার কেলেঙ্কারির ফল হল ব্যুর্জে বহু ক্ষুদে পুঁজিপতির সর্বনাশ ও ব্যুর্জের রাঘববোয়ালদের কবলে তাদের ধনসম্পত্তির স্থানান্তর।

মার্কস কর্তৃক ১৮৫০ সালে লিখিত, *Neue Rheinische Zeitung, Politisch-ökonomische Revue* পত্রিকার ১৮৫০ সালের ১,২,৩,৫-৬ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত

১৮৯৫ সালে বার্লিনে, এঙ্গেলস দ্বারা সম্পাদিত ও তাঁর ভূমিকা সম্বলিত স্বতন্ত্র পুস্তিকা হিসাবে প্রকাশিত

১৮৯৫ সালেব সংস্করণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা পত্রিকার পাঠ অনুযায়ী মুদ্রিত

জার্মান থেকে ইংরাজী অনুবাদের ভাষান্তর

কার্ল মার্ক্স

লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার

দ্বিতীয় সংস্করণে লেখকের মুখবন্ধ

এত অকালে যাঁর মৃত্যু ঘটল, সেই বন্ধুবর ইয়োজেফ ভেইদেমেয়ার* ১৮৫২ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে নিউ ইয়র্কে একটি সাপ্তাহিক রাজনৈতিক পত্রিকা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। কুদেতার একটি ইতিহাস এই সাপ্তাহিকের জন্য দিতে তিনি আমাকে আহ্বান জানান। সেইমতো ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি অবধি আমি সপ্তাহে একটি করে প্রবন্ধ তাঁর জন্য লিখেছিলাম 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার' শিরোনামায়। ইতিমধ্যে ভেইদেমেয়ারের আদি পরিকল্পনা ব্যর্থ হল। তাব পরিবর্তে ১৮৫২ সালের বসন্তকালে তিনি *Die Revolution* নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন, তার তার প্রথম সংখ্যা জুড়ে রইল আমার 'আঠারোই ব্রুমেয়ার'। সেই সময়ে এর কয়েকশত কপি জার্মানির ভিতরে পৌঁছে যায়, যদিও আসল বইয়ের বাজারে তার স্থান হয়নি। উগ্র প্রগতিবাদের ভান করে থাকেন এমন একজন জার্মান প্রকাশকের কাছে আমি আমার বইখানি বিক্রয়ের প্রস্তাব করেছিলাম, কিন্তু 'যুগবিরুদ্ধ' এহেন 'ঔদ্ধত্য' দেখে তিনি ঘোর নীতিবাদীর মতোই স্তম্ভিত হয়ে যান।

উপরের তথ্যগুলি থেকেই বোঝা যাবে যে তৎকালীন ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ চাপেই বর্তমান রচনাটি রূপ নেয়, এবং এর ঐতিহাসিক মালমশলাতে ১৮৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পরবর্তী কিছু নেই। বর্তমানে এর পুনর্মুদ্রণের জন্য দায়ী অংশত বইয়ের বাজারের চাহিদা আর কিছু পরিমাণে জার্মানির ভিতরে আমার বন্ধুদের সনির্বন্ধ অনুরোধ।

* আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়ে সেণ্ট লুই অঞ্চলের সামরিক অধ্যক্ষ। (মার্ক্সের টীকা।)

এই বিষয়ে এবং মোটামুটি **এই একই সময়ে** লেখা আর দুটি মাত্র উল্লেখযোগ্য রচনা আছে — ভিক্তর হুগোর 'ক্ষুদে নেপোলিয়ন' এবং প্রুধোঁ-র 'কুদেতা'।

ভিক্তর হুগো কুদেতার দায়িত্বসম্পন্ন প্রকাশকের বিরুদ্ধে তিক্ত ও শ্লেষাত্মক কটূক্তি করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। তাঁর রচনায় ঘটনাটা দেখা দিয়েছে বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো। ব্যক্তিবিশেষের হিংসাত্মক কাজমাত্র তিনি এর মধ্যে দেখেছেন। লক্ষ্য করেননি যে তার ফলে সেই লোকটির ক্ষুদ্রতা নয়, তার মহত্ত্বই তিনি প্রচার করলেন, কারণ যে কর্মোদ্যোগ একটি ব্যক্তিগত গুণ হিসাবে তার প্রতি তিনি আরোপ করেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা হয় না। অপর পক্ষে প্রুধোঁ অবশ্য এই কুদেতাকে পূর্বতন ঐতিহাসিক বিকাশের পরিণাম রূপে দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু কুদেতা সম্পর্কে তাঁর অংকিত ইতিহাসের ছবিটুকু অলক্ষিতে হয়ে দাঁড়িয়েছে এর নায়কের ইতিহাস-সম্মত পক্ষসমর্থন মাত্র। এতে করে আমাদের তথাকথিত বিষয়নিষ্ঠ *(objective)* ঐতিহাসিকদের ভুলটা তিনিও করে বসেছেন। পক্ষান্তরে আমি দেখিয়েছি কী ভাবে ফ্রান্সে **শ্রেণী-সংগ্রাম** এমন অবস্থা ও সম্পর্ক সৃষ্টি করল যার ফলে একটি সামান্যবুদ্ধি হাস্যকর জীবের পক্ষেও নায়কের ভূমিকা গ্রহণ সম্ভব হয়।

এই রচনার সংস্কারসাধন করতে গেলে এর বিশিষ্ট রসটি নষ্ট হয়ে যেত। তাই আমি কেবল মুদ্রাকর প্রমাদগুলি সংশোধন করে এবং আজকের দিনে দুর্বোধ্য কয়েকটি প্রসঙ্গ বাদ দিয়েই নিবৃত্ত হয়েছি।

'কিন্তু অবশেষে যেদিন সম্রাটের রাজবেশে লুই বোনাপার্ট আচ্ছাদিত হবেন, সেদিন ভাঁদোম স্তম্ভের উপর থেকে নেপোলিয়নের ব্রোঞ্জের মূর্তিটা মাটিতে আছড়ে পড়বে,' আমার রচনার এই শেষ কথাগুলি ইতিমধ্যেই যথার্থ প্রমাণ হয়েছে।

১৮১৫ সালের অভিযান সম্পর্কে তাঁর লেখাতে কর্ণেল শারাস নেপোলিয়নপূজার বিরুদ্ধে আক্রমণের সূত্রপাত করলেন। তারপরে এবং বিশেষত বিগত কয়েক বৎসরে ফরাসী সাহিত্য ঐতিহাসিক গবেষণা, সমালোচনা ও ব্যঙ্গবিদ্রূপের হাতিয়ার চালিয়ে নেপোলিয়ন কিংবদন্তীটা শেষ করে দিয়েছে। চিরাচরিত জনপ্রিয় ধারণার এই প্রচণ্ড প্রত্যাখ্যান, এই বিরাট মানসিক বিপ্লব কিন্তু ফ্রান্সের বাইরে দৃষ্টি আকর্ষণ কমই করেছে এবং বোধগম্য হয়েছে আরও কম।

পরিশেষে আমার আশা আছে যে তথাকথিত **সীজারবাদের** যে পুঁথিগত বুলি বিশেষত জার্মানিতে এখন খুব চলছে, তার মূলোৎপাটনে আমার এই রচনা কিছু সাহায্য করতে পারবে। অগভীর এই ঐতিহাসিক উপমার ব্যবহারে মূলকথাটাই মনে রাখা হয় না যে, প্রাচীন রোমে তখন বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত সংখ্যালঘু জনসংখ্যার ভিতরেই, অর্থাৎ স্বাধীন বিত্তবান ও স্বাধীন দরিদ্রের মধ্যেই শ্রেণী-সংগ্রাম চলেছিল, আর উৎপাদনরত বিশাল জনসমষ্টি অর্থাৎ দাসবৃন্দ ছিল এই যোদ্ধাদের পাদমূলে নিষ্ক্রিয় ভিত্তিপ্রস্তর

মাত্র। **সিসমন্দির** এই অর্থপূর্ণ কথাটি লোকে মনে রাখে না: রোমে প্রলেতারিয়েতের ভারবহন করত সমাজ, আর আধুনিক সমাজের ভারবহন করছে প্রলেতারিয়েত। প্রাচীন ও আধুনিক শ্রেণী-সংগ্রামের বৈষয়িক অর্থনৈতিক অবস্থার এত পরিপূর্ণ প্রভেদ থাকার দরুন স্বভাবতই তারা যে রাজনৈতিক চরিত্রসমূহের সৃষ্টি করেছে, পরস্পরের সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য পুরোহিত-প্রধান স্যামুয়েলের সঙ্গে ক্যাণ্টারবেরির আর্চবিশপের সাদৃশ্যের চেয়ে বেশী হতে পারে না।

কার্ল মার্কস

লণ্ডন, ২৩শে জুন, ১৮৬৯

'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য মার্কস কর্তৃক লিখিত, হামবুর্গ, ১৮৬৯

দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ অনুসারে মুদ্রিত জার্মান থেকে ইংরাজী অনুবাদের ভাষান্তর

তৃতীয় জার্মান সংস্করণে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের ভূমিকা

প্রথম প্রকাশের তেত্রিশ বৎসর পরেও যে 'আঠারোই ব্রুমেয়ার'এর নূতন সংস্করণের প্রয়োজন হল, এর থেকেই প্রমাণ হয় যে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটির মূল্য আজও বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি।

লেখাটি বাস্তবিকই প্রতিভার পরিচায়ক। সমগ্র রাজনৈতিক জগতের উপরে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো যে ঘটনাটি এসে পড়ে, যে ঘটনাকে কিছু লোক বা নৈতিক ক্রোধের সরব চিৎকারে নিন্দা করল, আবার অনেকে মেনে নিল বিপ্লবের হাত থেকে পরিত্রাণ ও তার সমস্ত ভুলের দণ্ড হিসাবে, অথচ যে ঘটনা সকলকেই চমৎকৃত করল এবং কারও বোধগম্য হল না সেই ঘটনার অব্যবহিত পরেই এমন একটি সংক্ষিপ্ত ক্ষুরধার ব্যাখ্যা মার্কস উপস্থিত করলেন যে, ফেব্রুয়ারির সেই দিনগুলির পর থেকে ফরাসী ইতিহাসের সমগ্র ধারাটি, তার অন্তর্নিহিত যোগসূত্রগুলি সর্বসমক্ষে উদ্ঘাটিত হয়ে ২রা ডিসেম্বর তারিখের অলৌকিক কাণ্ডটি এইসব অন্তর্নিহিত যোগসূত্রের স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হিসাবেই দেখা দিল, এবং তাতে করে কুদেতার নায়ককে পর্যন্ত তার প্রাপ্য যথোচিত অবজ্ঞার দৃষ্টিতে ছাড়া অন্যভাবে দেখার কোনো প্রয়োজনই থাকল না। তাছাড়া এমন নিপুণ হাতে এই চিত্র আঁকা হল যে পরবর্তী কালে প্রতিটি নতুন তথ্যের প্রকাশ ছবিটির বাস্তবানুগত্যই নতুন করে প্রমাণ করেছে। বর্তমানের জীবন্ত ইতিহাসের এমন অপূর্ব উপলব্ধি, প্রতিটি ঘটনার ঠিক সেই মুহূর্তেই এমন স্বচ্ছদৃষ্টি বিচার সত্যসত্যই তুলনাহীন।

কিন্তু এই কাজের জন্য ফ্রান্সের ইতিহাস সম্বন্ধে মার্কসের মতো নিশ্ছিদ্র জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল। অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় ফ্রান্সেই ঐতিহাসিক শ্রেণী-সংগ্রাম প্রতিবারে একটা নির্ধারক সিদ্ধান্তে এসেছে, আর সেইজন্য যে পরিবর্তনশীল, রাজনৈতিক রূপের ভিতরে এই সংগ্রাম চলেছে এবং যার মধ্যে এর ফলাফলের সারাংশ নিহিত হয়েছে, সেই রূপ স্পষ্টতম রেখায় ক্ষোদিত হয়ে উঠেছে। মধ্যযুগে সামন্ত ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র এবং রেনেসাঁসের পরে বিভিন্ন সামাজিক মণ্ডলীর উপরে প্রতিষ্ঠিত ঐক্যবদ্ধ রাজতন্ত্রের আদর্শ দেশ এই ফ্রান্স তার মহান বিপ্লবে সামন্ত বিধিব্যবস্থা চূর্ণ করে অবিমিশ্র বুর্জোয়া শাসন যে চিরায়ত বিশুদ্ধতায় প্রতিষ্ঠা করেছিল, ইউরোপের অন্যত্র তার তুলনা মেলে না। আবার এখানে বুর্জোয়া শাসকদের বিরুদ্ধে উত্থানশীল প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম যে তীব্রতায় দেখা দেয় তা অন্যত্র অজানা। এইজন্যই মার্কস বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে শুধু ফ্রান্সের অতীত ইতিহাসই অধ্যয়ন করেননি, চলতি ইতিহাসের প্রতিটি খুঁটিনাটির খোঁজ তিনি রাখতেন ও ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য মালমশলা সংগ্রহ করে যেতেন। তাই ঘটনাবলী তাঁকে কখনো হতচকিত করে দিতে পারেনি।

এছাড়া আরও একটি কথা আছে। মার্কসই প্রথম ইতিহাসের গতির এই প্রধান নিয়মটি আবিষ্কার করেন যে রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, অথবা ভাবাদর্শের অন্য যে কোনো ক্ষেত্রেই চলুক না কেন, সমস্ত ঐতিহাসিক সংগ্রামই হল প্রকৃতপক্ষে সামাজিক শ্রেণী-সংগ্রামের অল্পবিস্তর স্পষ্ট অভিব্যক্তি; এবং এই সব শ্রেণীর অস্তিত্ব তথা সংঘর্ষকেও আবার নিয়ন্ত্রিত করছে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার বিকাশের মাত্রা, তাদের উৎপাদন-পদ্ধতি ও তার দ্বারা নির্ধারিত বিনিময় প্রথা। প্রকৃতি বিজ্ঞানের রাজ্যে তেজের রূপান্তরের নিয়ম যেমন, ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই নিয়মটিও তেমনই গুরুত্বপূর্ণ, এবং দ্বিতীয় ফরাসী প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসকে বোঝার চাবিকাঠি তিনি এই নিয়মের মধ্যেই পেয়েছিলেন। সেই ঐতিহাসিক ঘটনার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর নিয়মটিকে যাচাই করে দেখেছিলেন, এবং তেত্রিশ বৎসর পরেও আজও আমরা বলতে বাধ্য যে এ পরীক্ষায় সে নিয়ম চমৎকার উত্তীর্ণ হয়েছে।

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

মার্কসের 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের জন্য এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত, হামবুর্গ, ১৮৮৫।

তৃতীয় সংস্করণের পাঠ অনুসারে মুদ্রিত। জার্মান থেকে ইংরাজী অনুবাদের ভাষান্তর।

লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার

১

হেগেল একস্থানে মন্তব্য করেছেন যে, বিশ্ব ইতিহাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনা ও ব্যক্তিরা যেন দুবার হাজির হয়। সেইসঙ্গে একথাটা বলতে তাঁর ভুল হয়েছিল: প্রথমবার আসে বিয়োগান্ত নাটকের রূপে, দ্বিতীয়বারে প্রহসন হিসাবে। দাঁতোঁ-র পরিবর্তে কসিদিয়ের: রবেস্‌পিয়েরের বদলে লুই ব্লাঁ; ১৭৯৩ — ১৭৯৫ সালের 'পর্বতের' জায়গায় ১৮৪৮ — ১৮৫১ সালের 'পর্বত'; খুড়োর বদলে ভাইপো। আঠারোই ব্রুমেয়ারের দ্বিতীয় সংস্করণটিকে ঘিরে যে সব ঘটনার সমাবেশ হল সেখানেও এই একই ব্যঙ্গমূর্তি দেখা যায়!

স্বীয় ইতিহাস মানুষই রচনা করে বটে, কিন্তু ঠিক আপন খুশিমতো নয়, নিজেদের নির্বাচিত পরিস্থিতিতে নয়, প্রত্যক্ষবর্তী, অতীত থেকে প্রদত্ত ও আগত পরিস্থিতির মধ্যে। মৃত পূর্বপুরুষদের সমস্ত ঐতিহ্য জীবিত লোকের মাথায় দুঃস্বপ্নের মতো চেপে বসে থাকে। এমন কি যখন মনে হয় তারা নিজেদের মধ্যে ও বস্তুজগতে বিপ্লবসাধনে, তথা অভূতপূর্ব কোনো সৃষ্টির কাজে প্রবৃত্ত হয়েছে, বৈপ্লবিক সংকটের ঠিক সেই পর্বগুলিতেই তারা অতীতের ভূত নামিয়ে এনে নিজেদের কাজে লাগাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে এবং তাদের নাম, রণধ্বনি ও সাজসজ্জা ধার নিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসপটে নূতন দৃশ্যটিকে কালপূজ্য ছদ্মবেশ ও ধার করা ভাষায় উপস্থিত করতে চায়। এইভাবেই লুথার আদিপ্রচারক পল-এর মুখাবরণ ধারণ করলেন; ১৭৮৯ থেকে ১৮১৪ সাল অবধি বিপ্লব কখনও রোম প্রজাতন্ত্র, আবার কখনও বা রোম সাম্রাজ্যের বেশে সজ্জিত হয়ে দাঁড়াল: এবং ১৮৪৮ সালের বিপ্লব কখনো ১৭৮৯-এর, কখনো বা ১৭৯৩ — ১৭৯৫ সালের বিপ্লবী ঐতিহ্যের অনুকরণ ছাড়া বেশী কিছু জানত না। এই ভাবেই কোনো নতুন ভাষা শিক্ষাব সময়ে শিক্ষানবিশ প্রথমদিকে সর্বদাই সে ভাষাকে মাতৃভাষায় অনুবাদ করে নেয়। যখন কোনও লোক মাতৃভাষা স্মরণ না করেও নূতন ভাষার রাজ্যে বিচরণ করতে পারে, নূতন ভাষা প্রয়োগের সময় আপন ভাষা ভুলে থাকতে পারে, শুধু

তখনই বলা চলে যে সে নূতন ভাষার মর্মস্থলে প্রবেশ করেছে, তার মাধ্যমে অবাধে মনোভাব প্রকাশ করার ক্ষমতা অর্জন করেছে।

বিশ্ব ইতিহাসে মৃতদের এই পুনরাবির্ভাবের কথা চিন্তা করলে কিন্তু একটি মৌলিক প্রভেদ চোখে পড়বে। কামিল দেমুলাঁ, দাঁতোঁ, রবেস্পিয়ের, সাঁ-জুস্ত, নেপোলিয়ন, আদি ফরাসী বিপ্লবের নায়ক তথা পার্টি ও জনগণ সকলেই রোমক বেশে ও রোমক ভাষায় তাঁদের যুগোচিত কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন; সেই কর্তব্য হল আধুনিক **বুর্জোয়া** সমাজের শৃঙ্খল মোচন ও প্রতিষ্ঠা। প্রথমোক্ত ব্যক্তিরা সামন্ত বনিয়াদ চূর্ণ বিচূর্ণ করে সেই জমিতে গজিয়ে ওঠা সামন্ত মাথাগুলি নির্মূল করে দিলেন। অন্যজন ফ্রান্সের অভ্যন্তরে সেই অবস্থার সৃষ্টি করলেন, একমাত্র যে অবস্থাতেই স্বাধীন প্রতিযোগিতার বিকাশ, টুকরা টুকরা করা ভূসম্পত্তির শোষণ এবং সমগ্র জাতির অবারিত শিল্পোৎপাদন শক্তির বিনিয়োগ সম্ভব ছিল; ফ্রান্সের সীমাও পার হয়ে তিনি আবার সর্বত্র সামন্ত বিধিব্যবস্থা ঝেঁটিয়ে বিদায় করলেন, অবশ্য ইউরোপ মহাদেশে ফরাসী বুর্জোয়া সমাজের পক্ষে একটা আধুনিক পরিবেশের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ছিল সেই অনুপাতে। নতুন সমাজ ব্যবস্থা একবার প্রতিষ্ঠা হবার পরই কিন্তু প্রলয়-পূর্বের অতিকায়েরা অদৃশ্য হলেন এবং তাঁদের সঙ্গে গেল পুনরুজ্জীবিত রোমকবৃত্তি — ব্রুটাস, গ্রাকাস ভ্রাতৃদ্বয়, পুবলিকোলার গোষ্ঠী, ট্রিবিউন এবং সেনেটের সদস্যরা, এমন কি সিজার স্বয়ং। স্থিরবুদ্ধি বাস্তবতার বুর্জোয়া সমাজ তার প্রকৃত ব্যাখ্যাকার ও মুখপাত্রদের জন্ম দিল সে, কুজাঁ, রুআয়ে-কলার, বেঞ্জামিন কঁস্তাঁ এবং গিজো-দের মূর্তিতে। তার আসল সমরনায়কেরা গিয়ে বসলেন অফিসের কামরায়, আর মাথামোটা অষ্টাদশ লুই হলেন তার রাজনৈতিক নেতা। ধনোৎপাদন ও শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার সংগ্রামে সম্পূর্ণ নিমগ্ন এ সমাজ আর উপলব্ধি করল না যে রোমান যুগের প্রেতাত্মারা তার শৈশব শয্যার পাশে পাহারা দিয়েছিল। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজ যতই হীনবীর্য হোক, তাকে জন্মদান করতে প্রয়োজন হয়েছিল বীর্য, আত্মত্যাগ, সন্ত্রাস, গৃহযুদ্ধ ও গণসংগ্রামের। রোম প্রজাতন্ত্রের ক্লাসিক কঠোর ঐতিহ্যের মধ্যে এই সমাজের মল্লযোদ্ধারা তাদের আদর্শ, তাদের শিল্প রূপ খুঁজে পেয়েছিল; পেয়েছিল সেই আত্মপ্রবঞ্চনাগুলি যা নিজেদের সংগ্রামের সীমাবদ্ধ বুর্জোয়া অন্তর্বস্তুটুকু নিজেদের কাছেই গোপন রাখতে ও সুমহান ঐতিহাসিক নাট্যের চড়া তারে নিজেদের উৎসাহকে বেঁধে নেবার জন্য তাদের কাছে প্রয়োজন। ঠিক এইভাবেই এর শতাব্দীকাল পূর্বে, বিকাশের অন্য এক পর্যায়ে, ক্রমওয়েল ও ইংরাজ জাতি তাদের বুর্জোয়া বিপ্লবের জন্য ওল্ড টেস্টামেণ্টের ভাষা, ভাবাবেগ আর মায়ামোহ ধার করে। আর যখন আসল লক্ষ্য সিদ্ধ হল, ইংরাজ সমাজের বুর্জোয়া রূপান্তর সম্পন্ন হল, তখন হাবাকুকের স্থান নিলেন লোক।

অতএব এইসব বিপ্লবের সময়ে মৃতদের পুনরুজ্জীবনের কাজ ছিল নূতন সংগ্রামের মহিমাকীর্তন, পুরাতনের ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণ নয়; নির্দিষ্ট কর্তব্যটিকে কল্পনায় বড়ো করে তোলা, বাস্তবে তার সমাধান থেকে পলায়ন নয়; আর একবার বিপ্লবের মর্ম গ্রহণ, তার প্রেতাত্মার বিহার নয়।

১৮৪৮ থেকে ১৮৫১ সাল পর্যন্ত পুরনো বিপ্লবের প্রেতাত্মাই শুধু ঘুরে বেড়াল পুরনো বায়ি-র ছদ্মবেশধারী *républicain en gants jaunes** মারাস্ত থেকে নেপোলিয়নের লৌহ মৃত্যু-মুখোসের অন্তরালে যে একটি ঘৃণ্য মামুলী মুখাবয়ব লুকিয়ে রেখেছে, সেই ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তিটি পর্যন্ত। সমগ্র একটি জাতি ধরে নিয়েছিল যে তারা বিপ্লব করে এক ত্বরান্বিত গতিশক্তি অর্জন করে নিয়েছে, কিন্তু হঠাৎ তারা দেখল তাদের ফিরে যেতে হয়েছে অধুনালুপ্ত এক যুগে আর এই প্রত্যাবর্তনে যাতে সন্দেহ না থাকে, তার জন্যই যেন সেই বিগত যুগের সন তারিখ পর্যন্ত ফিরে এল; ফিরে এল পুরানো ইতিবৃত্ত, পুরানো নাম, পুরানো, সব আইনকানুন, যা বহু আগেই প্রত্নতাত্ত্বিক বিদ্যাবত্তার বিষয়মাত্র হয়েছিল, যে সব পাইকপেয়াদা বহুপূর্বেই ক্ষয়প্রাপ্ত বলে মনে হয়েছিল, তারা। জাতির মনের ভাবটা দাঁড়াল উন্মাদাশ্রমের সেই ইংরাজটির মতো, যার ধারণা সে প্রাচীন মিশরীয় ফ্যারোদের রাজত্বে বাস করছে, এবং যার প্রাত্যহিক বিলাপ ছিল এই যে ইথিওপীয় স্বর্ণখনির ভূগর্ভস্থ কয়েদখানাতে তাকে সোনা খুঁড়তে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হচ্ছে, তার মাথায় বাঁধা স্তিমিতপ্রায় দীপ, পিছনে লম্বা চাবুক হাতে দাসশ্রমিকদের সর্দার, ফটকে বর্বর ভাড়াটে সৈন্যের দল, সর্ববোধ্য কোনো ভাষার অভাবে যারা পরস্পরের কথা পর্যন্ত বোঝে না, বাধ্যতামূলক শ্রমরত খনিশ্রমিকদের কথা তো নয়ই। উন্মাদ ইংরাজটি দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, 'আমি একজন স্বাধীন ব্রিটিশ নাগরিক আর আমার কাছে এইসব কাজ দাবি করা হচ্ছে কিনা প্রাচীন ফ্যারোদের সোনা তৈরীর জন্য।' ফরাসী জাতি আজ দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, 'বোনাপার্ট পরিবারের ঋণশোধের জন্য।' ইংরাজটি যতদিন সুস্থমস্তিষ্কে ছিল ততদিন সে সোনা তৈরী করার বদ্ধমূল ধারণাটা ছাড়তে পারেনি। ফরাসী জাতি যতদিন বিপ্লব করছে, ততদিন নেপোলিয়নের স্মৃতি ভুলতে পারেনি, তার প্রমাণ ১০ই ডিসেম্বরের নির্বাচন। বিপ্লবের বিপদ-আপদ থেকে মিশরের মাংসের হাঁড়িতে** প্রত্যাবর্তনের জন্য তারা লোলুপ হয়ে উঠেছিল, ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর আনল তার প্রত্যুত্তর। আদি নেপোলিয়নের

* হলুদ দস্তানা পরিহিত প্রজাতন্ত্রী। — সম্পাঃ

** বাইবেলের কাহিনী অনুসারে মিশরের রাজ্য থেকে ইহুদীদের পলায়নের সময় তাদের মধ্যে ক্ষীণপ্রাণ কেউকেই পথের কষ্ট ও ক্ষুধায় অতীতের অন্তত খেতে পাওয়া দিনগুলোর জন্য আফশোস করতে শুরু করে — তাই থেকে 'মিশরের মাংসের হাঁড়ির জন্য আফশোস' কথাটা চালু হয়। — সম্পাঃ

ব্যঙ্গচিত্রমাত্র নয়, আদি নেপোলিয়নকেই যেন তারা ফিরে পেল, যদিও উনিশ শতকের মধ্যভাগে যার চেহারাটা ব্যঙ্গচিত্রের মতোই দেখাতে বাধ্য।

উনিশ শতকের সমাজ বিপ্লবের কাব্য-প্রেরণা আর অতীত থেকে নয়, আসতে পারে একমাত্র ভবিষ্যৎ থেকে। অতীত সম্পর্কে সমস্ত কুসংস্কার মোচন না করে তার নিজের কাজ আরম্ভ করাই সম্ভব নয়। আগেকার বিপ্লবের পক্ষে বিশ্বের অতীত ইতিহাস স্মরণ করার প্রয়োজন ছিল নিজেদের সারবস্তু সম্পর্কে নিজেদের প্রতারণা করার জন্য। নিজের সারবস্তুতে পেঁছনোর জন্য উনিশ শতকের বিপ্লবকে মৃতদের সমাধিস্থই রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে ভাষা সারবস্তুকে ছাপিয়ে উঠত, এ ক্ষেত্রে সারবস্তু ভাষাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ছিল অতর্কিত আক্রমণ, পুরাতন সমাজকে **অপ্রস্তুত অবস্থায় দখল** এবং লোকে এই অপ্রত্যাশিত **আঘাতটাকেই** বিশ্ব-গুরুত্বের এক কীর্তি, নতুন যুগপ্রবর্তক ঘটনা বলে ঘোষণা করল। ২রা ডিসেম্বর তারিখে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব মিলিয়ে গেল এক বুজরুকের তাসের চালে; যার উচ্ছেদ হল বলে মনে হয়েছিল সেটা আর রাজতন্ত্র নয়, বহু শতাব্দীর সংগ্রামে রাজতন্ত্রের হাত থেকেই ছিনিয়ে-আনা সমস্ত উদারনৈতিক সুযোগ সুবিধারই উচ্ছেদ। **সমাজ** কর্তৃক নতুন সারবস্তু লাভের বদলে **রাষ্ট্র** যেন ফিরে গেল তার আদিমতম রূপে, অর্থাৎ তরবারি ও পাদ্রীর নির্লজ্জ রকমের সরল শাসনে। এইভাবে ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারির অভাবিত আঘাতের ***(coup de maine)*** উত্তর দিল ১৮৫১ সালের ডিসেম্বরের হঠকারিতা ***(coup de tête)***। সহজে এল, সহজেই গেল। মাঝের সময়টুকু কিন্তু বৃথায় যায়নি। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবকে মৃদু বায়ু হিল্লোলের বেশী কিছু হতে গেলে নিয়মিত, বলা যেতে পারে কেতাবী কায়দার, বিবর্তনের যেসব পাঠ বা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আগেই যেতে হত, ১৮৪৮ থেকে ১৮৫১ সালের ভিতরে ফরাসী সমাজ সেগুলিকেই আয়ত্ত করেছে একটি সংক্ষেপিত, কারণ বৈপ্লবিক, প্রণালীর মাধ্যমে। যেখানে যাত্রার সূচনা হয়েছিল সমাজ যেন তার থেকেও এখন পিছিয়ে পড়েছে; আসলে তাকে এখন প্রথমে তৈরী করে নিতে হচ্ছে বিপ্লবের সূত্রপাতের অবস্থাটা, অর্থাৎ যে পরিস্থিতি, সম্পর্ক ও শর্তের মধ্যেই কেবল আজকের দিনে বিপ্লবের কোন গুরুত্ব থাকতে পারে সেই অবস্থা।

বুর্জোয়া বিপ্লব, আঠারো শতকের বিপ্লবগুলির মতন, ঝড়ের বেগে সাফল্য থেকে সাফল্যের দিকে ছুটে চলে, তার নাটকীয় চমক পরের পর উজ্জ্বল হয়ে পাল্লা দিয়ে চলে; ব্যক্তি ও বিষয় যেন তখন উজ্জ্বল রত্নে খচিত হয়ে ওঠে; প্রতি দিনেই উল্লাস; কিন্তু তারা স্বল্পায়ু, অচিরেই শীর্ষবিন্দুতে উঠে যায় এবং তারপরে ঝঞ্ঝা পর্বের ফলাফলটুকু ঠাণ্ডা মাথায় আত্মসাৎ করতে শেখার আগে পর্যন্ত সমাজ যেন এক সুদীর্ঘ গুরুপাকজনিত অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকে। পক্ষান্তরে প্রলেতারীয় বিপ্লব, উনিশ

শতকের বিপ্লবগুলির মতন, অবিরাম আত্মসমালোচনা করে চলে; আপন গতিপথে বারবার থমকে দাঁড়ায়; আপাতসমাপ্ত কাজ আবার গোড়া থেকে শুরু করার জন্য ফিরে আসে; নিজেদের প্রথম প্রচেষ্টার অসম্পূর্ণতা, দুর্বলতা, অকিঞ্চিৎকরতাকে উপহাস করে নির্মম গভীরতায়; শত্রুকে ধরাশায়ী করে যেন একমাত্র এই উদ্দেশ্যে যাতে পরক্ষণেই সে আবার মাটি থেকে নবশক্তি সঞ্চয় করে প্রবলতর রূপে তাদের সম্মুখীন হতে পারে; আপন লক্ষ্যের অনির্দিষ্ট বিশালত্বে নিজেরাই যেন বারবার পিছিয়ে আসে যতক্ষণ না এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়, যার থেকে যে-কোনো পশ্চাদপসারণ অসম্ভব এবং যে পরিস্থিতি যেন চীৎকার করে ডাক দেয়:

*Hic Rhodus, hic salta!**

এই তো গোলাপ ফুল, এখানে নৃত্য কর!

উপরন্তু, ফ্রান্সের ঘটনাক্রম প্রতিপদে অনুধাবন না করে থাকলেও, বিপ্লবের ভাগ্যে অভাবনীয় এক বিপর্যয়ের অশুভ পূর্বাভাস মোটামুটি দক্ষ পর্যবেক্ষক মাত্রেরই উপলব্ধি করার কথা। ১৮৫২ সালের মে মাসে দ্বিতীয় রবিবারের** সুফল প্রত্যাশায় গণতন্ত্রী ভদ্রলোকেরা যেভাবে পরস্পরকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন, তাঁদের আত্মসন্তুষ্ট সেই জয়হুঙ্কার কানে শোনাই যথেষ্ট ছিল। তাঁদের মনে ১৮৫২ সালের মে মাসের ঐ দ্বিতীয় রবিবারটি একটি বদ্ধমূল ধারণা, একটি অন্ধ বিশ্বাসে দাঁড়িয়েছিল, চিলিয়াস্টদের*** কল্পিত সেই তারিখটির মতো যেদিন খৃষ্টের দ্বিতীয় পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের **(millennium)** প্রতিষ্ঠা হবে। বরাবরের মতো দুর্বলতা আশ্রয় নিয়েছিল অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিশ্বাসে; শুধু কল্পনায় শত্রুকে উড়িয়ে দিয়ে ধরে নেওয়া হল শত্রু বিজিত হয়েছে; এবং ভবিষ্যত জীবনে চিত্তের

* 'এই তো রোড্স্, এখানে লাফ দাও।' এই বাক্যটি ঈশপের একটি কথিকা থেকে গৃহীত। আত্মশ্লাঘায় মত্ত এক ব্যক্তি একদা রোড্স্-এ এক অসাধারণ লম্ফপ্রদানে তার কৃতিত্বের প্রমাণস্বরূপ সাক্ষী ডাকার কথা তুললে তাকে বলা হয়, সত্যকথার জন্য সাক্ষী কেন? এই তো রোড্স্, এখানেই লাফ দাও! অর্থাৎ তুমি কী পার তা এইখানেই হাতেকলমে দেখিয়ে দাও। — সম্পাঃ

** এই তারিখে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির কার্যকাল সমাপ্ত হবার কথা ছিল; এবং সংবিধান অনুসারে এক ব্যক্তির দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন ছিল নিষিদ্ধ। — সম্পাঃ

*** চিলিয়াজম (গ্রীক শব্দ হিলিয়াস বা 'সহস্র' থেকে কথাটা উৎপত্তি) — খৃষ্টের দ্বিতীয় আবির্ভাব ও ন্যায়, সাম্য ও সমৃদ্ধির সহস্র বছরের রাজত্ব বিষয়ে ধার্মিক-অতিন্দ্রীয় এক মতবাদ। চিলিয়াস্ট ধর্মবিশ্বাস দেখা দেয় মেহনতীদের অবর্ণনীয় পীড়ন ও যন্ত্রণার ভিত্তিতে দাস ব্যবস্থার ভাঙনের যুগে, এরা মুক্তির সন্ধান করত কল্পনার রাজ্যে। এ বিশ্বাস আদি খৃষ্ট ধর্মের সময়ে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে ও মধ্যযুগের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মতবাদে অনবরত নতুন করে জেগে ওঠে। — সম্পাঃ

গহনে *(in petto)* যে সব কীর্তি বিরাজ করছে, যদিও এখনই তা কার্যকরী করে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে না এই মাত্র, সেই সবের নিষ্ক্রিয় প্রশস্তি করতে বসে বর্তমানকে বোঝার শক্তি হারিয়ে গেল। যে বীরের দল নিজেদের প্রমাণিত অক্ষমতা অস্বীকারের চেষ্টায় পরস্পরকে সহানুভূতি জানিয়ে একত্রে ভিড় জমান, তাঁরা পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে, জয়মাল্যগুলি আগেভাগে সংগ্রহ করে ঠিক সেই সময়ে ব্যস্ত ছিলেন ফাটকাবাজারে কল্পিত *(in partibus)* প্রজারাষ্ট্রগুলির দর কষাকষি করতে; সুবিবেচকের মতো তাঁদের বিনয়ী স্বভাবের উপযুক্ত প্রশান্তির সঙ্গেই আগে থাকতে তাঁরা সেখানকার সরকারী কর্মচারী পর্যন্ত ঠিক করে বেখেছিলেন। নির্মেঘ আকাশ থেকে বজ্রপাতের মতো ২রা ডিসেম্বর তাঁদের আঘাত করল, এবং যে সব জাতি কাপুরুষোচিত হতাশার দিনে সর্বাধিক সরব ব্যক্তিদের চীৎকারে অন্তরের ভয়-ভাবনা ডুবিয়ে দিয়ে খুশী থাকে, তারা সম্ভবত উপলব্ধি করল যে হাঁসের ডাকে ক্যাপিটোল রক্ষার দিন আর নেই।*

সংবিধান, জাতীয় সভা, রাজবংশ-সমর্থক পার্টিগুলি, নীল ও লাল রং-এর প্রজাতন্ত্রী, আফ্রিকার বীরের দল**, বক্তৃতামঞ্চের বজ্রনির্ঘোষ, দৈনিক পত্রিকার বিজলীঝলক, সমগ্র সাহিত্য, রাজনৈতিক নামডাক ও বুদ্ধিজীবী খ্যাতি, দেওয়ানী আইন ও ফৌজদারী দণ্ডবিধি, মুক্তি, সাম্য, মৈত্রী এবং ১৮৫২ সালের মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার — কুহকের মতো সব মিলিয়ে গেল এমন এক ব্যক্তির মায়ামন্ত্রে যাকে শত্রুপক্ষ পর্যন্ত যাদুকর বলবে না। সর্বজনীন ভোটাধিকার যেন ক্ষণকাল মাত্র বেঁচে থাকল যাতে নিজের অন্তিম ইচ্ছাপত্র সর্বসমক্ষে স্বহস্তে রচনা করে জনগণের নামেই ঘোষণা করে যেতে পারে: জীবন যার আছে, মরণও তার প্রাপ্য।***

ফরাসীদের মতো এইটুকু বললেই হবে না যে জাতির অপ্রস্তুত অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। যে অসতর্ক মুহূর্তটিতে যে কোনো দুর্বৃত্ত এসে শ্লীলতাহানি করে যেতে পারে, তার জন্য কোনো জাতি বা কোনো নারী মার্জনা পায় না। এই ধরনের কথার মারপ্যাঁচে ধাঁধার সমাধান মেলে না, তাকে অন্য ভাষায় উপস্থিত করা হয় মাত্র। তিন কোটি ষাট লক্ষ লোকের জাতিকে কেমন করে তিনজন জুয়াচোর অতর্কিতে বিনা প্রতিরোধে বন্দী করে ফেলতে পারে তার ব্যাখ্যা দরকার।

* ক্যাপিটোল ত্রাণ — কিংবদন্তী অনুসারে গলরা রোম অধিকার করে নগর দুর্গ কাপিটোল অবরোধ করে। এক দিন রাতে তারা নিঃশব্দে দুর্গপ্রাচীর আরোহণের চেষ্টা করে কিন্তু ঠিক সেই সময় জুনোর পবিত্র হাঁসেরা ডেকে উঠে রোমকদের জাগিয়ে তোলে। — সম্পাঃ

** উনিশ শতকের ৩০ ও ৪০-এর দশকে আলজেরিয়া বিজয়ের জেনারেলদের কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

*** গ্যেটের 'ফাউস্ট'এ মেফিস্টোফিলিসের উক্তি। — সম্পাঃ

১৮৪৮ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮৫১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ফরাসী বিপ্লব যে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে গেছে, সাধারণ রূপরেখায় তার পুনরুল্লেখ করা যাক:

তিনটি প্রধান পর্ব নিঃসন্দেহে চোখে পড়ে: **ফেব্রুয়ারি পর্ব**; ১৮৪৮-এর ৪ঠা মে থেকে ১৮৪৯-এর ২৮শে মে — **প্রজাতন্ত্র গঠনের** অথবা **জাতীয় সংবিধান সভার পর্ব**; ১৮৪৯-এর ২৮শে মে থেকে ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর — **নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র** অথবা **জাতীয় বিধান সভার পর্ব**।

১৮৪৮ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখ বা লুই ফিলিপের পতন থেকে ৪ঠা মে তারিখে সংবিধান সভার অধিবেশন পর্যন্ত এই প্রথম পর্ব, প্রকৃত **ফেব্রুয়ারি পর্বকে** বলা চলে বিপ্লবের **প্রস্তাবনা**। এই যুগে যে সরকারের হঠাৎ উদ্ভাবন করা হল সে যে নিজেকে **অস্থায়ী** বলে ঘোষণা করল তাতেই সরকারী ভাবে ব্যক্ত হল এ যুগের চরিত্র এবং এই পর্বের সমস্ত প্রস্তাব, প্রচেষ্টা ও ব্যাখ্যান সেই সরকারের মতোই **অস্থায়ী** বলে নিজেদের জাহির করল। কারো ও কিছুরই অস্তিত্বের এবং সত্যকার কর্মের অধিকার দাবি করার সাহস ছিল না। বিপ্লবের প্রস্তুতি অথবা সংঘটন করেছিল যে সব উপাদান, যথা রাজবংশ বিরোধী পক্ষ, প্রজাতান্ত্রিক বুর্জোয়া শ্রেণী, গণতন্ত্রী-প্রজাতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়ারা, এবং সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক শ্রেণী, সকলেই অস্থায়ীভাবে ফেব্রুয়ারি মাসের **সরকারের** ভিতরে স্থান পায়।

অন্য কিছু তখন সম্ভবও ছিল না। ফেব্রুয়ারির দিনগুলিতে প্রথম সংকল্প ছিল নির্বাচন প্রথার এমন সংস্কার-সাধন মাত্র, যার ফলে মালিক-শ্রেণীর ভিতরে রাজনৈতিক সুবিধাপ্রাপ্তদের গোষ্ঠীটা সম্প্রসারিত হবে এবং ফিনান্স অভিজাতবর্গ যে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করছিল তার অবসান ঘটবে। কিন্তু বাস্তব সংঘাতে সময় যখন এল, যখন জনসাধারণ ব্যারিকেডের পিছনে স্থান নিল, জাতীয় রক্ষিদল নির্লিপ্তভাব অবলম্বন করল, সৈন্যবাহিনী প্রতিরোধের কোনো গুরুতর চেষ্টা করল না এবং রাজতন্ত্র পলায়ন করল, তখন প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই হয়ে পড়ল স্বাভাবিক। প্রতিটি পার্টি তখন এর ব্যাখ্যা করল নিজেদের মতো করে। অস্ত্রহাতে প্রজাতন্ত্র অর্জন করে নিয়ে শ্রমিক শ্রেণী তার উপরে নিজেদের ছাপ মেরে **সামাজিক প্রজাতন্ত্র** বলে তাকে ঘোষণা করল। আধুনিক বিপ্লবের সাধারণ প্রকৃতিটাই এইভাবে সূচিত হল, তবু লভ্য উপকরণ, জনগণের শিক্ষার স্তর এবং নির্দিষ্ট পরিস্থিতি ও সম্পর্কপাত বিচার করলে ঠিক সেইক্ষণে বাস্তবে যতটুকু সম্ভব ছিল, তার সবকিছুর সঙ্গে এ প্রকৃতির একান্ত সুস্পষ্ট বৈপরীত্য। পক্ষান্তরে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে যোগদানকারীদের অবশিষ্ট অংশকে সরকারী ক্ষমতা বণ্টনের সময়ে বৃহত্তম ভাগ দিয়ে তাদের দাবিও মেনে নেওয়া হয়েছিল। সাড়ম্বর বাক্যজালের

সঙ্গে সঙ্গে কার্যক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা, আনাড়ীপনা, নতুনত্বের উৎসাহী আকাংক্ষার পাশাপাশি পুরাতন বাঁধিগতের দৃঢ়মূল আধিপত্য, সমগ্র সমাজের আপাত সামঞ্জস্যের সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে গভীর বিরোধের এমন বিশৃংখল সংমিশ্রণ আর কোনো পর্বে এবং চেয়ে বেশী চোখে পড়ে না। প্যারিসের প্রলেতারিয়েত যখন উন্মোচিত ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতের স্বপ্নে তখনো মত্ত এবং সামাজিক সমস্যাবলীর আলোচনায় গুরুত্ব সহকারে নিমগ্ন, ততক্ষণে সমাজের পুরাতন শক্তিগুলি নিজেদের সংগঠিত ও দলবদ্ধ করেছে, ভেবে দেখেছে, এবং জাতির অধিকাংশের কাছে অপ্রত্যাশিত সমর্থনও পেয়েছে — সমর্থন পেয়েছে কৃষক ও পেটিবুর্জোয়াদের, যারা জুলাই রাজতন্ত্রের প্রতিরোধের প্রাচীর ধূলিসাৎ হতেই হঠাৎ রাজনৈতিক রঙ্গভূমিতে ঝড়ের মতন প্রবেশ করেছিল।

১৮৪৮-এর ৪ঠা মে তারিখ থেকে ১৮৪৯ সালের মে মাসের শেষ পর্যন্ত **দ্বিতীয় পর্ব** হল **বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র গঠনের, ভিত্তি স্থাপনের পর্ব**। ফেব্রুয়ারির দিনগুলির ঠিক পরেই কেবল যে প্রজাতন্ত্রীরা রাজবংশানুগ বিরোধী দলকে, এবং সমাজতন্ত্রীরা প্রজাতন্ত্রীদের চমকে দিল তাই নয়, সারা ফ্রান্সকে সচকিত করল প্যারিস নগরী। ১৮৪৮-এর ৪ঠা মে তারিখে জাতীয় সভার অধিবেশন আরম্ভ হয়, এই সভা জাতীয় নির্বাচনে গঠিত হয়ে জাতির প্রতিনিধি হিসাবে দেখা দিল। ফেব্রুয়ারি দিনগুলোর দাবি দাওয়ার জীবন্ত প্রতিবাদরূপী এই সভাকে বুর্জোয়া মাপ অনুযায়ী সঙ্কুচিত করে আনতে হবে বিপ্লবের ফলাফল। প্যারিসের প্রলেতারিয়েত অবিলম্বে এই জাতীয় সভার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরে তার উদ্বোধনের অল্পদিন পরেই ১৫ই মে তারিখে বৃথাই চেষ্টা করল বলপ্রয়োগে তার অস্তিত্বনাকচের, তাকে বিলোপের, যে জৈব রূপের মাধ্যমে জাতির প্রতিক্রিয়া প্রেরণায় প্রলেতারিয়েত বিপন্ন হয়ে উঠেছিল, তাকে খণ্ডন করে ফের আলাদা আলাদা উপাদানে ভেঙে আনার। সকলেই জানে ১৫ই মে-র একমাত্র পরিণাম হল ব্লাঙ্কি ও তাঁর সঙ্গীদের অর্থাৎ প্রলেতারীয় পার্টির সত্যকার নেতাদের আলোচ্য পর্বের সমগ্র সময়ের জন্য প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চ থেকে অপসারণ।

লুই ফিলিপের **বুর্জোয়া রাজতন্ত্রের** অনুগমন করতে পারে একমাত্র **বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র**, অর্থাৎ যেখানে রাজার নাম করে বুর্জোয়া শ্রেণীর একটি ছোট অংশমাত্র শাসন করছিল, সেখানে এখন জনগণের নামে প্রতিষ্ঠিত হবে সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন। প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের দাবিগুলি ইউটোপীয় প্রলাপ, তার অবসান ঘটাতে হবে। জাতীয় সংবিধান সভার এই ঘোষণার প্রত্যুত্তর প্যারিসের প্রলেতারিয়েত দিল **জুন অভ্যুত্থানে** — এই অভ্যুত্থান ইউরোপে গৃহযুদ্ধের সমগ্র ইতিহাসে বৃহত্তম ঘটনা। জয় হল বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের। তার স্বপক্ষে ছিল ফিনান্স অভিজাতবর্গ, শিল্প বুর্জোয়া, মধ্য শ্রেণী, পেটি বুর্জোয়া, সৈন্যদল, সচল রক্ষিবাহিনী হিসাবে সংগঠিত লুম্পেন-

প্রলেতারিয়েত, দীপ্তিমান বিদগ্ধজন, যাজকবৃন্দ এবং গ্রামীণ জনসমষ্টি। প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের পক্ষে স্বয়ং তারা ছাড়া আর কেউ রইল না। জয়লাভের পরে তিন হাজারের অধিক বিদ্রোহীকে জবাই করা হয়, আর পনের হাজার নির্বাসিত হয় বিনা বিচারে। এই পরাজয়ের পরে প্রলেতারিয়েত বিপ্লবের রঙ্গমঞ্চের একেবারে **পশ্চাদ্‌ভূমিতে** গিয়ে পড়ল। এরপরে যখনই আন্দোলন নূতন করে শুরু হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তখনই তারা আবার অগ্রসর হতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে তার শক্তি প্রয়োগ, এবং সর্বদাই ফলাফল হয়েছে আরো নগণ্য। যখনই ঊর্ধ্বতন কোনো সামাজিক স্তরে বৈপ্লবিক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে তখনই শ্রমিক শ্রেণী তার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেছে; এবং সেইজন্য তাকে হতে হয়েছে ক্রমান্বয়ে প্রত্যেক দলের পরাজয়ের অংশীদার। কিন্তু পরবর্তীকালের এই সকল আঘাত সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্র জুড়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়াতে সেই অনুপাতে তার তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে। সভার এবং সংবাদপত্রের জগতে প্রলেতারিয়েতের প্রধান নেতারা একে একে বিচারশালার বলি হওয়াতে নেতৃত্বে এসেছে ক্রমশ অধিকতর সন্দেহজনক ব্যক্তিরা। আংশিকভাবে প্রলেতারিয়েত **বিনিময়-ব্যাঙ্ক ও শ্রমিক-সংঘ** স্বরূপ **মতসর্বস্ব পরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করে, সেই হেতু আত্মনিয়োগ করে এমন এক আন্দোলনে যাতে তারা প্রাচীন পৃথিবীরই বিপুল সম্মিলিত সামর্থ্যের সাহায্যে তার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পথ বর্জন করে, সমাজের অগোচরে গোপনে নিজেদের সীমায়িত জীবনাবস্থার ভিতরে কোনোরকমে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করে, আর তার অনিবার্য ফল হিসাবেই তাদের ভরাডুবি হয়।** জুন মাসে যাদের সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের লড়াই হয় সেই **সবকটা শ্রেণী** তার পাশাপাশি ধূলিশয্যা গ্রহণের আগে পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণী যেন নিজের মধ্যে বিপ্লবী মহত্ত্বের পুনরাবিষ্কারে, অথবা নবস্থাপিত কোনো সম্পর্ক থেকে নূতন উদ্যম লাভে অসমর্থ বলে মনে হয়। কিন্তু এই কথা অন্তত বলা চলে যে সেই সুমহান, বিশ্ব-ঐতিহাসিক সংগ্রামের সম্মান নিয়েই তারা পরাজয়বরণ করেছিল; জুন মাসের ভূকম্পনে কেবল ফ্রান্স নয়, সারা ইউরোপ কম্পিত হয়েছিল। অথচ উচ্চতর শ্রেণীগুলির পরবর্তী সমস্ত পরাজয় এত কম দামে কেনা গেছে যে এগুলি আদৌ ঘটনা বলে প্রতিপন্ন হবার জন্যই বিজয়ীদের নির্লজ্জ অতিভাষণের প্রয়োজন হয়েছে এবং পর্যুদস্ত পার্টিটি প্রলেতারীয় পার্টি থেকে যতদূরে অবস্থিত তার অগৌরবও ঠিক সেই পরিমাণেই বৃহত্তর।

জুন মাসের বিদ্রোহীদের পরাজয় অবশ্য জমি সমান করে, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন ও তার নির্মাণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, কিন্তু সেইসঙ্গে তাতে দেখা গেল যে, 'প্রজাতন্ত্র না রাজতন্ত্র' এই প্রশ্নের বাইরে অন্যান্য সমস্যাই হল ইউরোপের পক্ষে প্রধান বিতর্কের ব্যাপার। তা দেখিয়ে দিল যে এখানে **বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের** তাৎপর্য হল অন্য শ্রেণীদের উপর এক শ্রেণীর অবাধ স্বৈরাচার। প্রমাণ করল যে প্রাচীন সভ্যতাবিশিষ্ট

দেশগুলিতে, যেখানে শ্রেণী-বিন্যাস সুপরিণত, আধুনিক উৎপাদন-প্রথা প্রচলিত এবং যেখানে মানসিক চেতনায় বহু শতাব্দীর কাজের ফলে সমস্ত সনাতন ধারণা লুপ্ত, এমন সব দেশে **প্রজাতন্ত্র** সাধারণত, **বুর্জোয়া সমাজের বিপ্লবের রাজনৈতিক রূপ মাত্র,** উদাহরণস্বরূপ উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মতো বুর্জোয়া সমাজের **রক্ষণশীল জীবনযাত্রার** অভিব্যক্তি নয়, — সেখানে ইতিমধ্যে শ্রেণী বর্তমান থাকলেও সুনির্দিষ্ট রূপধারণ করেনি, এবং অবিরাম আলোড়নের টানে তাদের মূল উপাদানগুলি ক্রমাগত অদলবদল হয়ে চলছে, আধুনিক উৎপাদনের উপায়গুলি অচল উদ্বৃত্ত জনসমষ্টির সঙ্গে সহগ না হয়ে বরং মস্তিষ্ক ও দেহের আপেক্ষিক অভাবটাই পূর্ণ করছে, এবং শেষত, সে-দেশে বৈষয়িক উৎপাদনের উদ্দাম যৌবনচঞ্চল গতিবেগ নতুন দুনিয়াকে আত্মসাৎ করার ব্যস্ততায়, প্রাচীন প্রেত জগতকে বিলোপসাধনের সময়ও রাখেনি, সুযোগও রাখেনি।

জুনের সেই দিনগুলিতে সমস্ত শ্রেণী ও পার্টি **শৃঙ্খলা পার্টিতে** সম্মিলিত হয়ে প্রলেতারীয়দের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ **নৈরাজ্যের পার্টি**, সমাজতন্ত্রের, কমিউনিজমের পার্টির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছিল। **'সমাজের শত্রুদের'** কবল থেকে তারা সমাজের 'পরিত্রাণ' ঘটাল। পুরাতন সমাজের মূলমন্ত্র — **'সম্পত্তি, পরিবার, ধর্ম, শৃঙ্খলা'** — তাদের সৈন্যবাহিনীর সাঙ্কেতিক শব্দে পরিণত করে তারা প্রতিবিপ্লবী ধর্মযোদ্ধাদের কাছে যেন ঘোষণা করল, 'এই প্রতীকই তোমাদের জয় এনে দেবে।' সেই মুহূর্ত থেকে জুন বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে এই প্রতীকের ছায়াতলে সমবেত অসংখ্য পার্টিগুলির যে-কোনো একটি পার্টি যখনই নিজের শ্রেণী-স্বার্থে বিপ্লবের রণাঙ্গন অধিকার করে থাকতে চেয়েছে, তখনই এই 'সম্পত্তি, পরিবার, ধর্ম, শৃঙ্খলা!' ধ্বনিতেই তার পতন ঘটেছে। শাসক গোষ্ঠীর পরিধি যতবার সঙ্কুচিত হয়েছে, যতবার বৃহত্তর স্বার্থের বিরুদ্ধে অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ কোন স্বার্থ রক্ষিত হয়েছে, ঠিক ততবার করেই সমাজের পরিত্রাণ ঘটেছে। সরলতম বুর্জোয়া আর্থিক সংস্কারের দাবি, অতি মামুলী উদারনীতি, অতি আনুষ্ঠানিক প্রজাতান্ত্রিকতা, অতি ভাসাভাসা গণতন্ত্রের প্রতিটি দাবিই একযোগে 'সমাজের বিরুদ্ধে অপচেষ্টা' হিসাবে ধিক্‌কৃত এবং 'সমাজতন্ত্রের' অভিযোগে নিন্দিত হয়। শেষ পর্যন্ত 'শৃঙ্খলাধর্মের' প্রধান পূজারীদেরই পদাঘাতে তাদের পিথীয় ত্রিশূলাসন (Pythian tripods)* থেকে বিতাড়িত করে, রাত্রির অন্ধকারে শয্যা থেকে টেনে তুলে, পুলিশের

* পিথীয় ত্রিশূলাসন — দেলফায় প্রাচীন গ্রীসের অ্যাপলো দেবের মন্দিরের পুরোহিত ও ভবিষ্যৎবাদিনী পিথিয়া মন্দিরের কাছে একটা খাদের ওপর বসানো তেপায়ার ওপর বসে থাকত; খাদের ভেতর থেকে উঠত মাথা ঝিমঝিম করা বাষ্প। তার প্রভাবে অসংলগ্ন সব কথা বেরত পিথিয়ার মুখ দিয়ে, ভবিষ্যৎ উক্তি হিসাবে এগুলির মানে করতেন পুরোহিতেরা। — সম্পাঃ

গাড়িতে উঠিয়ে ভূগর্ভস্থ কয়েদখানাতে অথবা দ্বীপান্তরে প্রেরণ করা হয়; তাদের দেবদেউল ধূলিসাৎ করে, তাদের মুখ বেঁধে, কলম ভেঙ্গে তাদের আইনকানুন ছিঁড়ে ফেলা হয় ধর্মের নামে সম্পত্তির নামে, পরিবারের নামে, শৃঙ্খলার নামে। শৃঙ্খলার গোঁড়া সমর্থক বুর্জোয়াদের তাদেরই বারান্দার উপরে গুলি করে হত্যা করে মাতাল সৈন্যের জনতা, তাদেরই গৃহাশ্রম হল কলুষিত, আমোদ করার জন্য তাদের গৃহের উপর চলল গোলাবর্ষণ – সম্পত্তির নামে, পরিবারের নামে, ধর্মের নামে, শৃঙ্খলার নামে। অবশেষে বুর্জোয়া সমাজের ঘৃণ্যতম জীবদের নিয়েই গঠিত হল **শৃঙ্খলার পবিত্র বাহিনী** এবং **'সমাজের ত্রাণকর্তা'** রূপে টুইলেরিসে সুপ্রতিষ্ঠ হয় বীর ক্রাপ্যুলিন্‌স্কি।*

২

ঘটনাধারার সূত্র ধরে আবার চলা যাক।

জুন মাসের পরবর্তীকালে **জাতীয় সংবিধান সভার** ইতিহাস হল **বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রজাতন্ত্রবাদী উপদলের প্রাধান্য ও ভাঙনের ইতিহাস** — সেই উপদল যারা ত্রিবর্ণ প্রজাতন্ত্রী, বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রী, রাজনৈতিক প্রজাতন্ত্রী, আনুষ্ঠানিক প্রজাতন্ত্রী ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত।

লুই ফিলিপের বুর্জোয়া রাজতন্ত্রের আমলে এরা ছিল **সরকারীভাবে** স্বীকৃত প্রজাতন্ত্রবাদী **বিরোধী দল,** অর্থাৎ সমসাময়িক রাজনৈতিক জগতের একটি সর্বস্বীকৃত অঙ্গবিশেষ। এদের প্রতিনিধিরা ছিল বিধান সভার কক্ষদ্বয়ে, রীতিমত প্রভাব ছিল সংবাদপত্রের জগতে। প্যারিসে প্রকাশিত এদের *National* পত্রিকা তার নিজস্ব ক্ষেত্রে *Journal des Débats*-এর মতো সম্মানিত বলে গণ্য হত। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের যুগে এদের এই প্রতিষ্ঠার উপযোগীই ছিল এদের চরিত্র। এরা বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত এমন উপদল নয়, যাদের কোনো বৃহৎ সাধারণ স্বার্থ ঐক্যবদ্ধ করেছে এবং উৎপাদনের বিশিষ্ট অবস্থায় যারা স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। এরা হল প্রজাতন্ত্রকামী বুর্জোয়া, লেখক, আইনজীবী, সামরিক অফিসার ও রাজকর্মচারীদের দ্বারা গঠিত এমন একটি চক্র, যাদের প্রতিপত্তির কারণ হল লুই ফিলিপের প্রতি দেশের ব্যক্তিগত আক্রোশ, অতীত তন্ত্রের স্মৃতি, কিছু উৎসাহী লোকের প্রজাতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাস এবং সর্বোপরি

* ক্রাপ্যুলিন্‌স্কি — হাইনের 'দুই নাইট' কবিতার নায়ক। এই চরিত্র-সৃষ্টিতে হাইনে অপব্যয়ী পোলীয় অভিজাতবর্গকে বিদ্রূপ করেছেন। 'ক্রাপ্যুলিন্‌স্কি' নামটি ফরাসী ক্রাপ্যুল (crapule) শব্দ-উদ্ভূত, অর্থ হল নীচাশয় দুর্বৃত্ত। মার্কস এখানে লুই বোনাপার্টের কথা বলছেন। — সম্পাঃ

ফরাসী জাতীয়তাবাদ, ভিয়েনা চুক্তিসমূহের এবং ইংলণ্ডের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের প্রতি এ জাতীয়তাবাদের বিদ্বেষে এরা অবিরাম ইন্ধন জুগিয়ে এসেছে! লুই ফিলিপের রাজত্বকালে যারা *National* পত্রিকার অনুগামী ছিল তাদের বৃহদংশ এসেছিল এই প্রচ্ছন্ন সাম্রাজ্যবাদের জন্য, এবং সেইজন্যই পরে প্রজাতন্ত্রের যুগে এই সাম্রাজ্যবাদই লুই বোনাপার্টরূপী মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বীকে তার সম্মুখে হাজির করতে পারে। ফিনান্স অভিজাতবর্গের বিরুদ্ধে অন্যান্য বুর্জোয়া বিরোধী দলের মতো এরাও লড়াই করেছিল। ফ্রান্সে ফিনান্স অভিজাতদের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল বাজেটকে কেন্দ্র করে তর্কযুদ্ধ, যে তর্কযুদ্ধ থেকে এত সুলভে জনপ্রিয়তা এবং গোঁড়া নীতিবাদী সম্পাদকীয় প্রবন্ধের এত প্রচুর মালমশলা পাওয়া যেত যে তার সদ্ব্যবহার না করা অসম্ভব। শিল্প বুর্জোয়ারা ফরাসী সংরক্ষণ নীতির দাসোচিত সমর্থনের জন্য এদের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল, যদিও এদের সেই নীতি গ্রহণ যতটা জাতীয়তাবাদের যুক্তি থেকে, ততটা জাতীয় অর্থনীতির যুক্তিতে নয়, আর গোটা বুর্জোয়া শ্রেণী এদের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গারণের জন্য। এছাড়া, অন্য সব দিক থেকে *National* পার্টি ছিল **বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রবাদী**, অর্থাৎ এরা চেয়েছিল বুর্জোয়া শাসনের রাজতান্ত্রিক রূপের বদলে প্রজাতান্ত্রিক রূপ এবং সর্বোপরি এ শাসন-ক্ষমতার বৃহত্তম বখরা। এই রূপান্তরের অবস্থা সম্পর্কে কোনো রকম স্বচ্ছ ধারণা কিন্তু এদের ছিল না। পক্ষান্তরে, যে কথাটা এদের কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এবং লুই ফিলিপের রাজত্ব শেষে সংস্কারের ভোজসভাগুলিতে প্রকাশ্যে স্বীকার করা হত, সে কথা এই যে, গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়াদের এবং বিশেষত বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের কাছে এরা অপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রীরা, আসলে বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রীদের যা রীতি সেইভাবেই প্রথমটা অর্লিয়ান্সের ডাচেসকে রাজার প্রতিনিধিরূপে স্বীকার করে তুষ্ট থাকার উপক্রম করছিল, এমন সময় সহসা এল ফেব্রুয়ারি বিপ্লব এবং এদের সর্বাধিক সুপরিচিত প্রতিনিধিদের স্থান নির্দিষ্ট করল অস্থায়ী সরকারের ভিতরে। প্রথম থেকে স্বাভাবিক কারণেই এরা বুর্জোয়া শ্রেণীর আস্থাভাজন ছিল এবং জাতীয় সংবিধান সভায় সংখ্যাধিক্য লাভ করল। জাতীয় সভার উদ্বোধনে গঠিত কার্যনির্বাহক কমিশন থেকে অস্থায়ী সরকারের **সমাজতন্ত্রী** সদস্যদের সরাসরি বিদায় দেওয়া হল, তারপর জুন-বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে *National* পার্টি **কার্যনির্বাহক কমিশনকেও** বাতিল করল ও এই উপায়ে তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীদের, অর্থাৎ **পেটি বুর্জোয়া** বা **গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রীদের** (লেদ্রু-রলাঁ প্রভৃতি) অপসারণের অবকাশ পেল। জুনের হত্যাকাণ্ডের নায়ক, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী পার্টির জেনারেল কাভেনিয়াক একধরনের একনায়কত্বমূলক ক্ষমতা নিয়েই কার্যনির্বাহক কমিশনের স্থান গ্রহণ করলেন। *National*-এর প্রাক্তন প্রধান সম্পাদক মারাস্ত জাতীয়

সংবিধান সভার স্থায়ী সভাপতি হয়ে বসলেন এবং মন্ত্রিত্ব ও অন্যান্য সব উচ্চপদও গেল বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রীদের ভাগে।

প্রজাতন্ত্রী বুর্জোয়া যে উপদলটি বহুদিন যাবৎ নিজেদের জুলাই রাজতন্ত্রের বৈধ উত্তরাধিকারী মনে করে এসেছে, তারা এইভাবে দেখল তাদের উচ্চতম আশাকে পর্যন্ত ছাড়িয়ে যাওয়া গেছে। তারা কিন্তু লুই ফিলিপের আমলে রাজসিংহাসনের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের যে উদারপন্থী বিদ্রোহের স্বপ্ন দেখত, তার মারফত ক্ষমতা পেল না, পেল পুঁজির বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের অভ্যুত্থান মারফত, যে অভ্যুত্থানকে দমন করা হয় গ্রেপ-শট চালিয়ে। তারা যাকে **সর্বাপেক্ষা বৈপ্লবিক** ঘটনারূপে কল্পনা করত, কার্যক্ষেত্রে তাই হয়ে দাঁড়াল **সর্বাপেক্ষা প্রতিবিপ্লবী** ঘটনা। ফলটি তাদের হাতে এসে পড়ল বটে, কিন্তু সে হল জ্ঞানবৃক্ষের ফল, জীবন-বৃক্ষের নয়।

বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের একচ্ছত্র শাসন ১৮৪৮ সালের ২৪শে জুন থেকে মাত্র ১০ই ডিসেম্বর পর্যন্ত টিঁকেছিল। এর মোট কথা হল **প্রজাতন্ত্রী সংবিধানের একটি খসড়া-রচনা** এবং প্যারিসে জরুরী ব্যবস্থা।

নূতন **সংবিধান** মূলত ছিল ১৮৩০ সালের নিয়মতান্ত্রিক সনদের একটি প্রজাতান্ত্রিক সংস্করণ মাত্র। জুলাই রাজতন্ত্রের অধীনে যে সংকীর্ণ ভোটাধিকার বুর্জোয়া শ্রেণীরও একটি বৃহৎ অংশকে রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করেছিল, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্বের সঙ্গে তা খাপ খায় না। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব এর পরিবর্তে প্রথমেই প্রত্যক্ষ ও সর্বজনীন ভোটাধিকার ঘোষণা করেছিল। সে ব্যবস্থাকে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা আর বাতিল করে দিতে পারল না। নির্বাচনী এলাকাটিতে ছয় মাস বাসের একটি সংকোচনী শর্ত এর সঙ্গে যোগ করেই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। শাসন-ব্যবস্থা, পৌরপ্রতিষ্ঠান, বিচার-ব্যবস্থা, সৈন্যবাহিনী প্রভৃতির পূর্বপ্রতিষ্ঠিত সংগঠন অক্ষুণ্ণ রইল; অথবা যেখানে সংবিধান এসবের কিছু পরিবর্তন আনল সেখানেও পরিবর্তনটুকু হল সূচিপত্রে, পাঠ্যাংশে নয় — নামে পরিবর্তন, বিষয়বস্তুতে নয়।

১৮৪৮ সালের অধিকারগুলির মধ্যে যেগুলি অপরিহার্য রূপেই মুখ্যস্থানীয়, অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাধীনতা, মুদ্রণের স্বাধীনতা, বাক্‌স্বাধীনতা, সংগঠন ও সমাবেশের স্বাধীনতা, শিক্ষা এবং ধর্মমতের স্বাধীনতা প্রভৃতি, তারা এখন যেন একটি সাংবিধানিক উর্দি পেয়ে অলঙ্ঘনীয় হল। কারণ এই সমস্ত স্বাধীনতার প্রত্যেকটিকেই ফরাসী **নাগরিকের পরম** অধিকার বলে ঘোষণা করা হল, কিন্তু সর্বত্রই এই পার্শ্বটীকা রইল যে অধিকার সেই পরিমাণে অবাধ যে-পরিমাণে তা **'অপরের সমান অধিকার** এবং **জন-নিরাপত্তা'** কিংবা এমন কোনও 'আইন' যার উদ্দেশ্যই হল ঠিক এই স্বতন্ত্র অধিকারগুলি পরস্পরের মধ্যে আর জন-নিরাপত্তার সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষা, তার দ্বারা সীমাবদ্ধ হচ্ছে না। যথা: 'সংগঠনের, শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র সমাবেশের, দরখাস্ত প্রেরণের এবং

সংবাদপত্রে কিংবা অন্যভাবে মত প্রকাশের অধিকার নাগরিকদের আছে। **অপরের সমান অধিকার এবং সর্বসাধারণের নিরাপত্তা ব্যতীত অন্য কোনো শর্ত দ্বারা এই সকল অধিকার উপভোগ সীমাবদ্ধ নহে।**' (ফরাসী সংবিধানের ২য় পরিচ্ছেদের ৮ম ধারা)।—'শিক্ষা হইবে স্বাধীন। আইন দ্বারা নির্ধারিত শর্তে এবং সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে শিক্ষার স্বাধীনতা **উপভোগ** করা যাইবে।' (ঐ, ৯ ধারা।) 'আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে **ছাড়া** সকল নাগরিকের গৃহ অলঙ্ঘনীয়।' (২য় পরিচ্ছেদের ৩য় ধারা।) ইত্যাদি ইত্যাদি। -- অতএব সংবিধান প্রতিপদেই ভবিষ্যতের **মূল** আইনসমূহের উল্লেখ করছে, যা এই পার্শ্বটীকাগুলিকে কার্যকরী করবে এবং এই সব অবাধ অধিকারের উপভোগ এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করবে যাতে পরস্পরের মধ্যে অথবা সর্বসাধারণের নিরাপত্তার সঙ্গে তাদের কোন সংঘাত না বাধে। পরবর্তীকালে শৃঙ্খলার বান্ধবেরা এইসব মূল আইন রচনা করল এবং এই সব স্বাধীনতা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হল, যাতে তার উপভোগে বুর্জোয়া শ্রেণীকে অন্য কোনও শ্রেণীর সমান অধিকার দ্বারা ব্যাহত হতে না হয়। যেসব ক্ষেত্রে এই সব স্বাধীনতা 'অপরের' কাছে একেবারে নিষিদ্ধ হল, অথবা পুলিশের ফাঁদের মতো কয়েকটি শর্তাধীনেই কেবল তার উপভোগ মঞ্জুর করা হল, তেমন সবকটি ক্ষেত্রেই তা করা হল সংবিধান অনুযায়ী, কেবল **'জন-নিরাপত্তা'** অর্থাৎ বুর্জোয়াদের নিরাপত্তার স্বার্থে। শেষ পর্যন্ত তাই উভয় পক্ষই সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গতভাবেই সংবিধানের নিকট আবেদন করেছে: শৃঙ্খলার যে বান্ধবেরা এই সব স্বাধীনতার উচ্ছেদসাধন করল এবং যে গণতন্ত্রীরা এর প্রত্যেকটি অধিকারই দাবি করেছিল উভয়েই। কারণ সংবিধানের প্রতিটি ধারায় রয়েছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত বক্তব্য, রয়েছে তার উর্ধ্বতন ও নিম্নতন কক্ষ, অর্থাৎ সাধারণ ভাষায় স্বাধীনতা ও পার্শ্বটীকায় তা বর্জন। সুতরাং যতদিন স্বাধীনতার **নামটা** শ্রদ্ধেয়, শুধু তার বাস্তব রূপায়ণটা ব্যাহত রইল,—অবশ্য বৈধ উপায়ে — ততদিন **বাস্তব জীবনে** স্বাধীনতার অস্তিত্বে যত মারাত্মক আঘাতই পড়ুক স্বাধীনতার সাংবিধানিক অস্তিত্বটা রইল অক্ষুণ্ণ ও অলঙ্ঘ্য।

সংবিধানটিকে এত সুদক্ষ কৌশলে অলঙ্ঘ্য করে তোলা সত্ত্বেও আকিলিসের* মতো এরও একটি কাঁচা জায়গা থেকে যায় — গোড়ালিতে নয়, মাথায়, বরং বলা চলে দুটো মাথায় যাতে সে গুটিয়ে এসেছিল — একদিকে **বিধান সভা** ও অন্যদিকে **রাষ্ট্রপতি।** সংবিধানের পৃষ্ঠা উল্টে দেখলেই বোঝা যাবে একমাত্র সেই অনুচ্ছেদগুলিই চূড়ান্ত,

* আকিলিস — প্রাচীন গ্রীক কাব্য 'ইলিয়াড'এর একজন অতি সাহসী বীর। পুরাকথা অনুসারে আকিলিসের মা সাগরের দেবী ফেতিডা পুত্রকে অমর করার জন্য তাকে স্তিক্সের পবিত্র জলে ডোবায় তার গোড়ালি ধরে। তাই তার ভঙ্গুর অঙ্গ থেকে যায় কেবল গোড়ালিতে। পারিস আকিলিসকে নিহত করেন গোড়ালিতে বান বিদ্ধ করে। — সম্পাঃ

ইতিবাচক, বিরোধাতীত ও বিকৃতির সম্ভাবনাবিহীন, যেখানে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বিধান সভার সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়েছে। কারণ এখানে প্রশ্ন ছিল বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদেরই আত্ম-নিরাপত্তা। সংবিধানের ৪৫-৭০ ধারার ভাষা এমন যে জাতীয় সভা রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে পারে সংবিধানসম্মত উপায়ে, অথচ রাষ্ট্রপতি জাতীয় সভাকে অপসারণ করতে পারে কেবল অসাংবিধানিক উপায়েই, কেবল সংবিধানটাকেই একপাশে ঠেলে রেখে। অতএব সংবিধান এখানে তার বলপ্রয়োগে উচ্ছেদেরই আহ্বান জানিয়েছে। ১৮৩০ সালের সনদের মতো ক্ষমতা বিভাগের অনুমোদন মাত্র নয়, এই প্রভেদকে বাড়িয়ে এক অসহনীয় বৈপরীত্যে পরিণত করা হয়েছে এতে। গিজো যাকে **সাংবিধানিক শক্তির খেলা** বলেছিলেন, বিধানিক ও কার্যনির্বাহক শক্তির মধ্যে সেই পার্লামেণ্টারী বিবাদ ১৮৪৮-এর সংবিধানে অনবরত খেলা হয় *va-banque**। একদিকে রইল সর্বজনীন ভোটাধিকারে নির্বাচিত পুনঃনির্বাচনযোগ্য সাতশত পঞ্চাশ জন গণপ্রতিনিধি; তারা গঠিত করে একটি নিয়ন্ত্রণাতীত অনপসরণীয় অবিভাজ্য জাতীয় সভা; সেই জাতীয় সভা আইন প্রণয়নের অবাধ ক্ষমতা ধরে, যুদ্ধ ও শান্তি এবং বাণিজ্যিক চুক্তির শেষ কথা বলার অধিকারী, অপরাধীদের মার্জনা দানের অধিকার একমাত্র তারই, স্থায়িত্বগুণে রঙ্গমঞ্চের সম্মুখস্থ অংশ বরাবর তারই দখলে। অন্যদিকে রইলেন রাষ্ট্রপতি, রাজক্ষমতার সর্বপ্রকার উপাদানসম্পন্ন এক ব্যক্তি, জাতীয় সভার বিনা অনুমতিতেই তিনি মন্ত্রীদের নিয়োগ ও অপসারণ করতে পারেন; কার্যনির্বাহক শক্তির সমস্ত উৎস তাঁর হস্তগত; সমস্ত পদে নিয়োগের অধিকারী এবং তার ফলে তিনি ফ্রান্সের অন্তত পনের লক্ষ লোকের জীবিকা নির্ধারণ করছেন, যেহেতু এতগুলি লোক সর্বস্তরের পাঁচ লক্ষ রাজকর্মচারী ও সামরিক পদের অফিসারের উপরে নির্ভরশীল। তাঁর পিছনে আছে সমগ্র সামরিক বাহিনী। অপরাধী ব্যক্তিবিশেষকে মার্জনা, জাতীয় রক্ষিবাহিনীদের সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা, রাষ্ট্রীয় পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষ নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত সাধারণ পরিষদ, ক্যাণ্টনের পরিষদ, অথবা মিউনিসিপাল কাউন্সিলকে বরখাস্ত করার অধিকারী তিনি। বৈদেশিক সমস্ত চুক্তির ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ ও নির্দেশ দানের ক্ষমতা তাঁরই এক্তিয়ারে। জাতীয় সভা যখন রঙ্গভূমিতে অবিরাম অভিনয় করে চলছে এবং প্রত্যহ জন সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছে, তিনি ততক্ষণ এলিজিতে নির্জনবাস করছেন, অথচ তাঁর চোখের সামনে এবং বুকের ভিতরে সংবিধানের ৪৫ ধারা প্রত্যহ তাঁকে শোনাচ্ছে, *'Frère, il faut mourir!'*** তোমার নির্বাচনের

* সর্বস্ব পণ করে। — সম্পাঃ

** ভ্রাতঃ, মরণের জন্য প্রস্তুত হয়! — ত্রাপিস্ট মতের ক্যাথলিক সন্ন্যাসীদলের সভ্যরা পরস্পর দেখা হলে এই বলে সম্বোধন করে। ত্রাপিস্ট দল দেখা দেয় ১৬৬৪ সালে, এদের সভ্যদের বৈশিষ্ট্য হল সুকঠোর নিয়ম ও ব্রহ্মচারীসুলভ জীবন যাত্রা। — সম্পাঃ

পর্বের চতুর্থ বৎসরে রমণীয় মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারেই তোমার ক্ষমতার অবসান ঘটবে! তখন তোমার গৌরবের শেষ, এক সুর দ্বিতীয়বার বাজবে না, আর যদি ঋণ করে থাক তবে সংবিধান-প্রদত্ত ছয় লক্ষ ফ্রাঁ দিয়ে সময় থাকতে সেই ঋণ শোধ কর — অবশ্য যদি না রমণীয় মে মাসের দ্বিতীয় সোমবারেই ক্লিশি* যাত্রা তোমার মনঃপূত হয়! সুতরাং সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে বাস্তব ক্ষমতা দিয়ে থাকলেও নৈতিক ক্ষমতা জাতীয় সভার জন্য সংরক্ষণের চেষ্টা করেছে। কিন্তু আইনের ধারা দিয়ে নৈতিক ক্ষমতার সৃষ্টি একেই অসম্ভব, উপরন্তু, সমগ্র ফরাসী জাতি কর্তৃক রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করে সংবিধান আর একবার আত্মবিলোপ করল। জাতীয় সভার সাতশত পঞ্চাশ জন সদস্যের মধ্যে ফরাসীদের সমস্ত ভোট ভাগ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এখানে তা উল্টে কেন্দ্রীভূত হয়েছে একজনের সমর্থনে। এক একজন জনপ্রতিনিধি যেখানে এক একটা পার্টির, বা এক একটা শহরের, এক একটা সেতুমুখের, এমন কি মাত্র এই প্রয়োজনটুকুর প্রতিনিধি যে সাতশত পঞ্চাশের একজনকে নির্বাচন করতে হবে, যে অবস্থায় উদ্দেশ্য বা ব্যক্তি বিশেষ কাউকে খুঁটিয়ে দেখা হয়নি, সেক্ষেত্রে কিন্তু **রাষ্ট্রপতি** হলেন সমগ্র জাতিটারই নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং তাঁর নির্বাচন ব্যাপারটাই হল সার্বভৌম জনগণের হাতে প্রতি চার বৎসরে একবার খেলার মতো তুরুপের তাস। জাতির সঙ্গে নির্বাচিত জাতীয় সভার সম্পর্ক হল আধ্যাত্মিক, কিন্তু নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির সঙ্গে জাতির সম্পর্ক ব্যক্তিগত সম্পর্ক। বিভিন্ন প্রতিনিধির মাধ্যমে জাতীয় সভা অবশ্য জাতির মনোভাবের বিভিন্ন দিক তুলে ধরছে, কিন্তু রাষ্ট্রপতির মধ্যে জাতির আত্মাটাই যে মূর্ত হয়ে উঠছে। জাতীয় সভার তুলনায় তাঁর রয়েছে এক ধরনের দৈবস্বত্ব; তিনি রাষ্ট্রপতি হয়েছেন জনগণের আশীর্বাদে।

সমুদ্রের দেবী থেটিস আকিলিসের উদ্দেশ্যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে মুকুলিত যৌবনেই তাঁর মৃত্যু ঘটবে। আকিলিসের মতো দুর্বল প্রত্যঙ্গ-সমন্বিত সংবিধানের ছিল আকিলিসের মতোই অকালমৃত্যুর চেতনা। সংবিধানস্রষ্টা বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রীরা তাদের আদর্শ প্রজাতন্ত্রের স্বর্গশিখর থেকে অপবিত্র পৃথিবীর দিকে তাকালেই উপলব্ধি করতে পারত যে, তাদের বিধানিক শিল্পসৃষ্টি যতই পূর্ণতার দিকে চলেছে, ততই প্রতিদিন রাজতন্ত্রী, বোনাপার্টপন্থী, গণতন্ত্রী এবং কমিউনিস্টদের ঔদ্ধত্য বাড়ছে, আর বাড়ছে তাদের নিজেদের অমর্যাদা, তাই গুপ্তকথা তাদের জানাবার জন্য সমুদ্রশয্যা ত্যাগ করে থেটিসকে উঠে আসতে হত না। তারা ভাগ্যকে বঞ্চনা করতে চাইল সংবিধানের ১১১ নং অনুচ্ছেদরূপী একটি কৌশলের সাহায্যে, যাতে **সংবিধান সংশোধনের** কোন প্রস্তাবের পক্ষে অন্ততপক্ষে তিন-চতুর্থাংশ ভোটের সমর্থন প্রয়োজন এবং এ ভোট পড়া

* প্যারিসে দেনদারদের কারাগার। — সম্পাঃ

চাই পর পর তিনটি বিতর্কেই এবং তার মধ্যে সময় ব্যবধান থাকতে হবে এক মাস। অধিকন্তু আরও একটি শর্ত রাখা হল এই যে জাতীয় সভার অন্তত পাঁচশত সদস্যের এই প্রসঙ্গে ভোটদান আবশ্যিক। ভবিষ্যদ্দ্রষ্টার মতো যা তারা মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছিল সেরকম একটা পার্লামেন্টী সংখ্যালঘু হয়ে পড়লে যে ক্ষমতাটা বর্তমানে পার্লামেন্টে সংখ্যাধিক্য ও সরকারী কর্তৃত্বের সমস্ত সম্পদের দখল সত্ত্বেও তাদের দুর্বল হাত থেকে দিন দিন ক্রমেই খসে পড়ছে, সে ক্ষমতাটা যাতে তখনো ব্যবহার করতে পারে তারই একটা অক্ষম প্রচেষ্টাই করা হল এতে।

পরিশেষে এই সংবিধান একটি অতি নাটকীয় অনুচ্ছেদে 'সমগ্র ফরাসী জাতি এবং প্রত্যেক ফরাসীর সতর্কতা ও দেশপ্রেমের নিকট' নিজের ভার সঁপে দেয়, যদিও আগেই একটি অনুচ্ছেদে 'সতর্কদের'ও 'দেশপ্রেমিকদের' ভার সে তুলে দিয়ে রেখেছে তার নিজস্ব সৃষ্ট এবং এই উদ্দেশ্যেই গঠিত 'উচ্চ আদালতের' *('haute cour')* সস্নেহ ও অতি সযত্ন তদারকে।

এই হল ১৮৪৮ সালের সংবিধান — ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর যার ধরাশায়ী হবার পিছনে কোনো মনুষ্যমস্তক ছিল না, ছিল সামান্য একটি টুপির ছোঁওয়া; অবশ্য সেটা ছিল নেপোলিয়ন-মার্কা ত্রিকোণ টুপি।

সভার অভ্যন্তরে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা যতক্ষণ এই সংবিধান রচনা, আলোচনা ও সেই সম্পর্কে ভোট গ্রহণে ব্যস্ত ছিল, সভাগৃহের বাইরে সেই সময়ে **কাভেনিয়াক প্যারিসে জরুরী ব্যবস্থা** চালিয়ে গেলেন। সংবিধান সভার প্রজাতান্ত্রিক প্রসববেদনায় প্যারিসে জরুরী ব্যবস্থা ধাত্রীর কাজ করেছিল। পরবর্তীকালে যদিবা সঙ্গীনের খোঁচায় সংবিধানের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে থাকে, তবে এই কথা বিস্মৃত হওয়া চলবে না যে এই সঙ্গীনেরই সাহায্যে, উপরন্তু জনগণের বিরুদ্ধে তা চালিয়েই, তাকে মাতৃগর্ভে রক্ষা করা হয়েছিল এবং সঙ্গীনের সাহায্যেই তা ভূমিষ্ঠ হয়। 'গণ্যমান্য প্রজাতন্ত্রীদের' পূর্বপুরুষরা তাদের প্রতীক, ত্রিবর্ণ পতাকাকে ইউরোপ ভ্রমণে পাঠিয়েছিল। এখন এরা নিজেরাও উদ্ভাবন করল এমন এক বস্তু, যা নিজে থেকেই সারা মহাদেশে ঘুরে বেড়িয়ে সর্বদাই আবার নব অনুরাগে ফ্রান্সে ফিরে এসে এতদিনে ফ্রান্সের অর্ধেক জেলাতে স্থিতি লাভ করেছে — বস্তুটি হল **জরুরী ব্যবস্থা**। অপূর্ব আবিষ্কার, ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসে প্রতিটি সংকটের মুহূর্তে এর বারবার ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু সেনাদলের ব্যারাক ও ছাউনি, থেকে থেকে যা এইভাবে ফরাসী সমাজের কপালে জলপট্টির মতো চাপিয়ে মাথা ঠাণ্ডা ও চুপ করিয়ে রাখা হত; তরবারি ও বন্দুক, থেকে থেকে যাদের বিচারক ও শাসক, অভিভাবক ও সেন্সর, পুলিশ ও রাত-চৌকির কাজ করতে হত; গোঁফ ও উর্দি, থেকে থেকে যাকে সমাজের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও আচার্য বলে তূর্যনিনাদ করা হত — সেই সেনাদলের ব্যারাক ও ছাউনি, সেই তরবারি ও বন্দুক, সেই গোঁফ

ও উর্দির মস্তিষ্কে অবশেষে এই ধারণার উদয় কি অবশ্যম্ভাবী ছিল না যে, স্বীয় ক্ষমতাকে সর্বোচ্চ শাসন বলে ঘোষণা করে, স্বশাসনের হাঙ্গামা থেকে সমাজকে সম্পূর্ণ রেহাই দিয়ে একেবারেই বরাবরের মতন সমাজকে বাঁচিয়ে দেওয়া ভালো? সেনাদলের ব্যারাক ও ছাউনি, তরবারি ও বন্দুক, গোঁফ ও উর্দির পক্ষে এই ধারণার উদয় অবশ্যম্ভাবী ছিল আরও এই কারণে যে, সে ক্ষেত্রে এই অপেক্ষাকৃত গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য আরও বেশী নগদ মূল্য তারা আশা করতে পারে, অথচ বিভিন্ন বুর্জোয়া উপদলের নির্দেশক্রমে মাঝে মাঝে জরুরী ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সমাজের ক্ষণস্থায়ী পরিত্রাণ থেকে জন কয়েক হতাহত এবং কিছুটা সপ্রশংস বুর্জোয়া মুখভঙ্গি বাদে আসল মাল কমই জোটে। সৈন্যবাহিনী কি অবশেষে একদিন নিজস্বার্থে এবং নিজের লাভের খাতিরে জরুরী ব্যবস্থার খেলা খেলতে এবং সেই সঙ্গে নাগরিকদের টাকার থলিটা অবরোধ করতে পারে না? তদুপরি, এই সঙ্গে মনে রাখা উচিত যে কার্ভেনিয়াকের অধীনে যিনি ১৫,০০০ বিদ্রোহীকে বিনা বিচারে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন, সামরিক কমিশনগুলির সভাপতি স্বয়ং সেই **কর্ণেল বার্নার্ড** ঠিক এখনই প্যারিসে ক্রিয়ারত সামরিক কমিশন-গুলির নেতৃত্বে এসেছেন।

গণ্যমান্য, বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রীরা একপক্ষে যেমন প্যারিসের জরুরী ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্যে ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বরের প্রীটোরীয় (pretorians) বাহিনীর* লালন ক্ষেত্র গড়েছিল, অন্যদিকে আবার এই কারণেও তাঁরা প্রশংসার যোগ্য যে, লুই ফিলিপের রাজত্বকালের মতো স্বদেশপ্রীতির আতিশয্য না করে তারা এখন জাতীয় শক্তির কর্তৃত্ব হাতে পেয়ে বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের পদলুণ্ঠিত হল এবং ইতালিকে মুক্ত করার বদলে অস্ট্রিয়া ও নেপল্‌স্‌-কে দ্বিতীয়বার ইতালি জয়ে সাহায্য করল। ১৮৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি পদে লুই বোনাপার্টের নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে কার্ভেনিয়াকের একনায়কত্ব এবং সংবিধান সভার অবসান হয়।

সংবিধানের ৪৪ ধারায় বলা হয়েছে: 'ফরাসী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির পক্ষে কখনও ফরাসী নাগরিকত্বের অধিকার হারাইয়া থাকিলে চলিবে না।' ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি, লুই নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যে কেবল ফরাসী নাগরিকত্বের অধিকার হারিয়েছিলেন তাই নয়, একদা ইংলন্ডে বিশেষ পুলিশের কাজ করেছিলেন তাই নয়, উপরন্তু তিনি সুইস নাগরিকত্বও গ্রহণ করেছিলেন।

১০ই ডিসেম্বরের নির্বাচনের তাৎপর্য আমি অন্যত্র বিশ্লেষণ করেছি। আপাতত সেই প্রসঙ্গের পুনরুল্লেখ করব না। এই কথা বলাই যথেষ্ট যে উক্ত ঘটনা ছিল দেশের

* প্রীটোরীয় বাহিনী — প্রাচীন রোমে সেনাধ্যক্ষ অথবা সম্রাট কর্তৃক প্রতিপালিত বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত তাঁর রক্ষিদল। — সম্পাঃ

অন্যান্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে **কৃষক শ্রেণীর প্রতিক্রিয়া** — ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মূল্য তাদেরই দিতে হয়েছিল — **শহরের বিরুদ্ধে গ্রামাঞ্চলের প্রতিক্রিয়া**। এই ঘটনা বিপুল সমর্থন পেল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে, কারণ *National* গোষ্ঠীর প্রজাতন্ত্রীরা তাদের জন্য গৌরব অথবা অতিরিক্ত পারিশ্রমিক কোনোটারই ব্যবস্থা রাখেনি; পেল বৃহৎ বুর্জোয়াদের কাছে, রাজতন্ত্রের সেতুরূপে বোনাপার্টকে তারা অভ্যর্থনা করল; পেল প্রলেতারীয়দের ও পেটি বুর্জোয়ার মধ্যে, যেহেতু তাদের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন কাভেনিয়াককে শায়েস্তা করার কশাবিশেষ। ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে কৃষকদের সম্পর্ক নিয়ে আরও গভীরভাবে আলোচনার সুযোগ পরে পাওয়া যাবে।

১৮৪৮ সালের ২০শে ডিসেম্বর থেকে ১৮৪৯ সালের মে মাসে সংবিধান সভার অবসান, এই পর্বটি হল বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের পতনের ইতিহাস। বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্য একটি প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতকে কার্যক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত, এবং গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়াদের সাময়িকভাবে স্তব্ধ করবার পর তারা নিজেরাই বুর্জোয়া শ্রেণীর বৃহত্তম অংশের চাপে কোণঠাসা হয়ে পড়ে — এরা যুক্তিসঙ্গতভাবেই প্রজাতন্ত্রকে **আপন সম্পত্তি** হিসাবে দখল করে নিল। কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণীর এই বিরাট অংশ ছিল **রাজতন্ত্রী**। **পুনঃপ্রতিষ্ঠার** যুগে এদের অন্যতম শাখা, বৃহৎ জমিদারের দল, শাসনভার পেয়েছিল, তাই এরা ছিল **লেজিটিমিস্ট**। অন্য অংশটি, অর্থজগতের অভিজাতবর্গ এবং প্রধান শিল্পপতির দল আবার জুলাই রাজতন্ত্রের আমলে রাজ্যশাসন করেছিল, অতএব তারা ছিল **অর্লিয়াঁন্সী**। সৈন্যবাহিনী, বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মপ্রতিষ্ঠান, আইনজীবী সম্প্রদায়, আকাডেমি এবং সংবাদপত্রের জগতের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দেখা গেল উভয় দিকেই — যদিও বিভিন্ন অনুপাতে। এই যে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র যা **বুরবোঁ** বা **অর্লিয়ান্স** কারো নয় কেবল **পুঁজির** নামাঙ্কিত, তার মধ্যে তারা এমন একটা রাষ্ট্ররূপ পেল যেখানে তারা **মিলিতভাবে** শাসন করতে পারে। জুন বিদ্রোহ ইতিপূর্বেই তাদের 'শৃঙ্খলা পার্টিতে' ঐক্যবদ্ধ করেছিল। এখন প্রয়োজন হল প্রথমত বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের যে চক্র এখনও জাতীয় সভার আসনগুলি দখল করে বসে আছে, তাদের অপসারণ। জনগণের বিরুদ্ধে দৈহিক শক্তির অপব্যবহারের সময়ে বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রীরা যেমন নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছিল, এখন পশ্চাদপসারণের মুহূর্তে, যখন কার্যনির্বাহক শক্তি এবং রাজতন্ত্রবাদীদের বিরুদ্ধে তাদের প্রজাতান্ত্রিকতা ও আইন প্রণয়নের অধিকার রক্ষার প্রয়োজন হল, তখন তারা যেন ঠিক সেই অনুপাতেই কাপুরুষ, মিনমিনে, হীনবীর্য ও সংগ্রামবিমুখ চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করল। তাদের অবলুপ্তির অপমানজনক ইতিহাসের আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। তারা পরাস্ত হল না, অন্তর্ধান করল। তাদের ইতিহাসের চিরসমাপ্তি ঘটল; পরবর্তী যুগে, প্রতিনিধি সভার ভিতরে ও বাইরে তারা রইল স্মৃতিরূপেই; আবার যখন ফের প্রজাতন্ত্রের শুধু নামটুকুর

প্রশ্ন ওঠে, যেই বৈপ্লবিক সংগ্রাম নিম্নতম স্তরে নেমে আসার আশঙ্কা দেখা দেয়, ঠিক সেই সময় এইসব স্মৃতিতে প্রাণ ফিরে আসবে মনে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, যে *National* পত্রিকার নামে এই দলটির নামকরণ হয়েছিল, সেই পত্রিকা পরবর্তী যুগে সমাজবাদের দীক্ষা গ্রহণ করেছিল।

এই যুগ সম্পর্কে আলোচনা শেষ করার আগে আমাদের সেই দুটি শক্তির দিকে একবার ফিরে তাকাতে হবে, যাদের একটি অন্যটিকে ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর বিনাশ করে, যদিও ১৮৪৮ সালের ২০শে ডিসেম্বর থেকে সংবিধান সভার নিষ্ক্রমণ পর্যন্ত তাদের ছিল দাম্পত্যসম্পর্কই। একদিকে লুই বোনাপার্ট, অন্যদিকে সম্মিলিত রাজতন্ত্রী দল, শৃঙ্খলা পার্টি অর্থাৎ বৃহৎ বুর্জোয়াদের পার্টির কথাই আমরা বলছি। রাষ্ট্রপতিপদে অধিষ্ঠিত হয়েই লুই বোনাপার্ট তৎক্ষণাৎ শৃঙ্খলা পার্টির মন্ত্রিসভা গঠন করে তার নেতৃত্ব দিলেন অদিলোঁ বারোর হাতে। বিশেষ দ্রষ্টব্য: ইনিই ছিলেন পার্লামেণ্টীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সবচাইতে উদারপন্থী উপদলের পুরাতন নেতা। মন্ত্রিত্বের যে ছায়ামূর্তি ১৮৩০ সাল থেকেই তাকে হানা দিয়েছে, শ্রীযুক্ত বারো অবশেষে তার দায়িত্ব পেলেন, তদুপরি তাঁর লাভ হল প্রধানমন্ত্রিত্ব। কিন্তু লুই ফিলিপের আমলে যেমনটি তিনি কল্পনা করেছিলেন, পার্লামেণ্টীয় বিরোধীপক্ষের সবচেয়ে অগ্রসর নেতারূপে নয়, বরং পার্লামেণ্টের প্রাণনাশের দায়িত্ব নিয়ে, তাঁর প্রধানতম শত্রু জেসুইট এবং লেজিটিমিস্টদের সহযোগীরূপেই। নববধূ অবশেষে পতিগৃহে এল, কিন্তু তখন সে বারবধূতে পরিণত হয়েছে। বোনাপার্ট তখন যেন নিজেকে একেবারে মুছে ফেলেছিলেন, শৃঙ্খলা পার্টিই তাঁর হয়ে কাজ করতে লাগল।

মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রথম বৈঠকেই রোম অভিযানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল এবং ঠিক হল জাতীয় সভার অজ্ঞাতসারে এই অভিযান পাঠানো হবে ও জাতীয় সভার কাছ থেকে তার অর্থ মঞ্জুরি নিতে হবে মিথ্যা অজুহাত দিয়ে। এইভাবে জাতীয় সভাকে প্রতারণা করে এবং রোমের বিপ্লবী প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদেশের স্বৈরাচারী রাষ্ট্রশক্তি-গুলির সঙ্গে গুপ্ত চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে এদের কার্যারম্ভ হল। ঠিক একই রীতি এবং একই কৌশল অবলম্বন করে রাজতন্ত্রী বিধান সভা ও তার নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বোনাপার্ট তাঁর ২রা ডিসেম্বরের কুদেতার প্রস্তুতি করেছিলেন। ১৮৪৮ সালের ২০শে ডিসেম্বর বোনাপার্টের মন্ত্রিসভা গঠন যারা করে সেই পার্টিই ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর জাতীয় বিধান সভায় সংখ্যাধিক ছিল, এই কথা যেন আমরা ভুলে না যাই।

অগস্ট মাসে সংবিধান সভা স্থির করেছিল যে সংবিধানের পরিপূরক একগোছা মূল আইন রচনা ও পাশ করার পরেই মাত্র তা ভেঙে দেওয়া হবে। ১৮৪৯ সালের ৬ই জানুয়ারি শৃঙ্খলা পার্টি রাতো নামে এক প্রতিনিধি মারফৎ প্রস্তাব আনল যে মূল আইন ছেড়ে দিয়ে সভা এখন বরং আত্মলোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক। অদিলোঁ

বারোর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভাই কেবল নয়, জাতীয় সভার রাজতন্ত্রী সদস্যরা সকলেই ধমকের ভঙ্গিতে সভাকে জানিয়ে দিল যে ক্রেডিট ফিরিয়ে আনার জন্য, শৃঙ্খলার সংহতির জন্য, অনির্দিষ্ট অস্থায়ী ব্যবস্থা শেষ করে দিয়ে সুনিশ্চিত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সভার বিলুপ্তি প্রয়োজন; সভার অস্তিত্ব নূতন সরকারের ফলপ্রসূতায় বিঘ্নস্বরূপ; কেবল বিদ্বেষ বশতই সে তার অস্তিত্ব চালিয়ে যেতে চাইছে; দেশ তাকে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। আইনপ্রণয়নী ক্ষমতার বিরুদ্ধে এইসব কটূক্তি বোনাপার্ট লক্ষ্য করে গেলেন, মুখস্থ করে রাখলেন, এবং ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর তারিখে পার্লামেণ্টীয় রাজতন্ত্রীদের সামনে প্রমাণ করে দিলেন যে তাদের কাছেই তিনি পাঠ গ্রহণ করেছেন। তাদের ধ্বনিগুলিই তখন তিনি তাদেরই বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছিলেন।

বারো মন্ত্রিসভা এবং শৃঙ্খলা পার্টি আরও এগিয়ে গেল। ফ্রান্সের সর্বত্র তারা **জাতীয় সভার উদ্দেশে আবেদনপত্র** পাঠাবার ব্যবস্থা করল, সেগুলি ভদ্র ভাষায় সভাকে বিদায় নিতে অনুরোধ জানায়। এইভাবে তারা নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত, জনমতের অভিব্যক্তিস্বরূপ জাতীয় সভার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আগুনে টেনে আনল অসংগঠিত জনসাধারণকে। পার্লামেণ্টীয় বৈঠকের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতি আবেদনের শিক্ষা তারাই দিল বোনাপার্টকে। অবশেষে এল ১৮৪৯ সালের ২৯শে জানুয়ারি, সংবিধান সভার আত্মলোপ প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেবার দিন। জাতীয় সভা দেখল, যে সভাগৃহে তার অধিবেশন হয়ে থাকে সৈন্যদল সেই গৃহ দখল করেছে। জাতীয় রক্ষিদলের এবং লাইন সৈন্য বাহিনীর সর্বোচ্চ নেতৃত্ব যাঁর হাতে একত্র হয়েছিল, শৃঙ্খলা পার্টির সেনাপতি সেই শাঙ্গার্নিয়ে প্যারিসে সৈন্যদের একটি বিরাট মহড়ার ব্যবস্থা করলেন যেন একটা যুদ্ধ প্রত্যাসন্ন, আর সম্মিলিত রাজতন্ত্রীদল সংবিধান সভাকে ভয় দেখাল যে অনিচ্ছা প্রদর্শন করলে তার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করা হবে। সংবিধান সভা অনিচ্ছুক ছিল না, দর কষাকষি করে পেল অতি স্বল্পকালের একটু আয়ুবৃদ্ধি। ২৯শে জানুয়ারি প্রকৃতপক্ষে ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর তারিখের সেই কুদেতা ছাড়া আর কী? তবে এ হল প্রজাতন্ত্রীয় জাতীয় সভার বিরুদ্ধে বোনাপার্টের সহযোগিতায় রাজতন্ত্রীদের ক্ষমতাদখল। ভদ্রলোকেরা লক্ষ্য করলেন না অথবা করতে চাইলেন না যে ১৮৪৯ সালের ২৯শে জানুয়ারির সুযোগ নিয়ে বোনাপার্ট টুইলেরিস-এর সামনে দিয়ে তাঁর সমক্ষে সৈন্যবাহিনীর একাংশের কুচকাওয়াজের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং পার্লামেণ্টীয় শক্তির বিরুদ্ধে সামরিক শক্তির এই প্রথম প্রকাশ্য তলব সাগ্রহে ব্যবহার করে কালিগুলার* কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। ভদ্রলোকেরা অবশ্য দেখছিলেন একমাত্র তাঁদের শাঙ্গার্নিয়েকে।

* রোম সম্রাট কালিগুলা (৩৭-৪১ খৃঃ) প্রিটোরিয়ান রক্ষিদলের সাহায্যে সিংহাসন আরোহণ করেন। — সম্পাঃ

শৃঙ্খলা পার্টি কর্তৃক বলপ্রয়োগে সংবিধান সভার জীবনসংক্ষেপের একটি বিশেষ কারণ হল সংবিধানের পরিপূরক **মৌলিক** আইনগুলি, যথা শিক্ষা ও ধর্মাচার সংক্রান্ত আইন ইত্যাদি। সম্মিলিত রাজতন্ত্রীদের পক্ষে সবিশেষ জরুরী প্রয়োজন ছিল এই আইন প্রণয়ন নিজেদের হাতে রাখা, যারা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে সেই প্রজাতন্ত্রীদের হাতে নয়। কিন্তু প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব সংক্রান্ত একটি আইনও এইসব মৌলিক আইনের অন্যতম। ১৮৫১ সালে বিধান সভা যখন ঠিক এই আইনের খসড়া নিয়ে ব্যস্ত, তখনই বোনাপার্ট সে আঘাতকে *(coup)* আগে থেকেই বিকল করে দিলেন ২রা ডিসেম্বরের আঘাত দিয়ে। ১৮৫১ সালে তাদের পার্লামেণ্টীয় শীতকালীন অভিযানে সম্মিলিত রাজতন্ত্রীরা এই দায়িত্ব সংক্রান্ত আইন, তদুপরি সন্দিগ্ধমন, শত্রুভাবাপন্ন, প্রজাতন্ত্রী সভা কর্তৃক রচিত সে আইন হাতে পেলে কী মূল্যই তারা না দিত!

২৯শে জানুয়ারি, ১৮৪৯ তারিখে সংবিধান সভা স্বহস্তে তার শেষ অস্ত্র চূর্ণ করার পরে বারো মন্ত্রিসভা এবং শৃঙ্খলা বান্ধবেরা তাকে তাড়া করে হত্যা করল, তাকে অপদস্থ করার কিছুই বাকী রাখল না, এবং তার প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা যেটুকু বাকী ছিল সেটুকুও নিঃশেষ করার মতো কয়েকটি আইন এই অথর্ব আত্মবিশ্বাসহীন সভার কাছ থেকে আদায় করে নিল। বোনাপার্ট ছিলেন তাঁর অবিচল নেপোলিয়নীয় আদর্শে মগ্ন, পার্লামেণ্টীয় ক্ষমতার এই অবমাননার প্রকাশ্যে সুযোগ নেবার মতো যথেষ্ট নির্লজ্জতা তাঁর ছিল। কেননা, ১৮৪৯ সালের ৮ই মে যখন জাতীয় সভা উদিনো কর্তৃক চিভিতাভেকিয়া দখলের জন্য মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করল, রোম অভিযানকে তার কথিত লক্ষ্যের দিকে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিল, সেই সন্ধ্যাতেই *Moniteur* পত্রিকায় বোনাপার্ট উদিনোকে লেখা তার একটি চিঠি প্রকাশ করে বীরোচিত কীর্তির জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানালেন এবং পার্লামেণ্টী মসীযোদ্ধাদের বিপক্ষে তিনি তখনই সৈন্যবাহিনীর উদার রক্ষকরূপে নিজেকে জাহির করলেন। রাজতন্ত্রীরা এতে হাসল। তারা তাঁকে নিতান্তই নিজেদের নির্বোধ শিকার রূপেই দেখেছিল। অবশেষে যখন বিধান সভার অধ্যক্ষ মারাস্ত মুহূর্তকালের জন্য সভার নিরাপত্তা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে সংবিধানের উপর নির্ভর করে একটি কর্ণেল ও তার সৈন্যদলের পাহারা তলব করলেন, তখন এই কর্ণেলটি আপত্তি করে নিয়মানুবর্তিতার দোহাই দেয় ও মারাস্তকে শাঙ্গার্নিয়েরে কাছে যেতে বলে। শাঙ্গার্নিয়ে তাচ্ছিল্যভরে মারাস্তের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে মন্তব্য করলেন যে *baïonnettes intelligentes** তাঁর পছন্দ নয়। ১৮৫১ সালের নভেম্বরে

* বুদ্ধিজীবীর সঙ্গীন। — সম্পাঃ

সম্মিলিত রাজতন্ত্রীরা যখন বোনাপার্টের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াই শুরু করাতে চায়, তখন তাদের কুখ্যাত কোয়েস্টর আইনের *(Questors' Bill)* খসড়ার মধ্যে জাতীয় সভার অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে সৈন্য তলবের নীতি তারা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। তাদের একজন জেনারেল, ল্য ফ্লো এই খসড়া আইনে স্বাক্ষরও দিয়েছিলেন। কিন্তু বৃথাই শাঙ্গার্নিয়ে এর পক্ষে তখন ভোট দিলেন, বৃথাই তিয়ের প্রাক্তন সংবিধান সভার দূরদৃষ্টি বিচক্ষণতার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন। শাঙ্গার্নিয়ে মারাস্তকে যে উত্তর দিয়েছিলেন, **যুদ্ধমন্ত্রী সাঁ-আর্নো** তাঁকে এখন ঠিক সেই উত্তরই দিলেন — 'পর্বতের' সপ্রশংস অভিনন্দনও তাতে লাভ করলেন!

এইভাবে **শৃংখলা পার্টি** জাতীয় সভায় পরিণত হবার আগে কেবলমাত্র মন্ত্রিসভা থাকার সময়টুকুতেই **পার্লামেণ্টী আমলের** উপরে নিজেরাই কলঙ্ক আরোপ করেছিল। অথচ ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর দিনটি যখন ফ্রান্স থেকে এই আমলকে নির্বাসিত করল তখন এরাই করে উঠল হৈচৈ!

এ আমলের শুভ বিদায়ই কামনা করি আমরা।

৩

১৮৪৯ সালের ২৮শে মে জাতীয় বিধান সভা বসে। ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর তা অদৃশ্য হয়। এই সময়টা হল **নিয়মতান্ত্রিক অথবা পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্রের** জীবনকাল।

প্রথম ফরাসী বিপ্লবে **নিয়মতান্ত্রিক পার্টির** কর্তৃত্বের পর এসেছিল **জিরণ্ডিনদের** শাসন এবং **জিরণ্ডিনদের** পরে এসেছিল **জ্যাকবিন-প্রভুত্ব**। পর পর এই এক একটি পার্টি তখন নির্ভর করেছিল অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল পার্টির সমর্থনের উপর। যখনই কোন পার্টি বিপ্লবকে এতদূরে নিয়ে আসে যে তাকে অতিক্রম করা দূরে থাক, তার অনুসরণও তাদের পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না, ঠিক তখনই তার পিছনের অধিক সাহসী মিত্র-পার্টিটি তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে গিলোটিন অভিমুখে পাঠিয়েছে। এইভাবে বিপ্লব এগিয়েছে ঊর্ধ্ব পথে।

১৮৪৮ সালের বিপ্লবে এর ঠিক বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। প্রলেতারীয় পার্টি যেন পেটি-বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পার্টির লেজুড় হিসাবেই দেখা দিল। ১৬ই এপ্রিল, ১৫ই মে এবং জুন মাসে শেষোক্ত পার্টি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে বর্জন করল। গণতান্ত্রিক পার্টিটি আবার বুর্জোয়া-প্রজাতান্ত্রিক পার্টির কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠ মনে করা মাত্রই তাদের এই

বিরক্তিকর সঙ্গীটিকে ঝেড়ে ফেলে শৃংখলা পার্টির কাঁধে ভর দিল। শৃংখলা পার্টি তখন কাঁধঝাড়া দিয়ে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের উল্টে পড়তে দিয়ে নিজেরা সামরিক শক্তির ঘাড়ে আশ্রয় নিল। তারা ভাবছিল কাঁধেই বসে আছে, এমন সময়ে হঠাৎ এক শুভদিনে দেখল যে কাঁধ সঙ্গীনে পরিণত হয়ে গেছে। প্রত্যেক পার্টিই পশ্চাতে যে পার্টিটি ঠেলে আসছে তাকে পদাঘাত করছে, এবং সম্মুখস্থ যে পার্টির উপর ভর দিতে গিয়েছে তার ধাক্কা খাচ্ছে। এহেন হাস্যকর অবস্থানে সে যে ভারসাম্য রাখতে পারবে না এবং অনিবার্য কয়েকটি মুখভঙ্গি সহকারে বিচিত্র অঙ্গসঞ্চালন করে ধরাশায়ী হবে, তাতে আর আশ্চর্য কী! অতএব বিপ্লবের পথ এখানে অধোগামী। বিপ্লবের এই পশ্চাদ্‌গমন আরম্ভ হয় ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ ব্যারিকেড অপসারিত ও প্রথম বৈপ্লবিক কর্তৃত্ব গঠিত হবার আগেই।

আমাদের আলোচ্য পর্বটি হল উৎকট বৈপরীত্যের অতি জগাখিচুরি সংমিশ্রণ: সংবিধানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত নিয়মতান্ত্রিকরা; বিপ্লবীরা নিয়মতান্ত্রিকতার শপথবদ্ধ; চূড়ান্ত ক্ষমতালিপসু অথচ সর্বদাই পার্লামেণ্টীয় গণ্ডিতে আবদ্ধ এক জাতীয় সভা, এমন একটি 'পর্বতের' দল, ধৈর্যধারণই যার ব্রত, এবং বর্তমান পরাজয়কে যা ঠেকা দেয় আগামী জয়লাভের ভবিষ্যদ্বাণী করে; এমন সব রাজতন্ত্রী যারা প্রজাতন্ত্রের *patres conscripti*,* ঘটনাচক্রে তাদের সমর্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী রাজবংশ দুটিকে বিদেশে রাখতে এবং নিজেদের ঘৃণার পাত্র প্রজাতন্ত্রকে ফ্রান্সের ভিতরে বজায় রাখতে বাধ্য; এমন এক কার্যনির্বাহক শক্তি যে তার দুর্বলতাতেই বল এবং উদ্রিক্ত অশ্রদ্ধাতেই মর্যাদা দেখছে; এমন এক প্রজাতন্ত্র যা সাম্রাজ্যের লেবেল মারা দুটি রাজতন্ত্রের, অর্থাৎ পুনঃপ্রতিষ্ঠার এবং জুলাই রাজতন্ত্রের মিলিত কদাচার মাত্র; এমন একটা মৈত্রী যার প্রথম শর্ত হল বিচ্ছেদ; এমন সব সংগ্রাম যার প্রথম নিয়ম হল অনিষ্পত্তি; শান্তির নামে উদ্দাম উন্মত্ত আন্দোলন· বিপ্লবের নামে শান্তির সুগম্ভীর প্রচার; সত্যলেশহীন আবেগ এবং আবেগহীন সত্য; কীর্তিহীন বীর এবং ঘটনাহীন ইতিহাস; এমন বিকাশ, যার একমাত্র চালিকাশক্তি যেন দিন-পঞ্জিকা আর যা একই উত্তেজনা এবং একই প্রশমনের অবিরাম পুনরাবৃত্তিতে ক্লান্তিকর; এমন বৈরীভাব, যেগুলি কিছুদিন পরপর চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠে যেন তার তীক্ষ্ণতা হারিয়ে ফেলে কেবল ফয়সালায় পোঁছতে না পেরে সরে যাবার জন্যই; সাড়ম্বরে বিজ্ঞাপিত প্রচেষ্টা এবং পৃথিবীর অবসান আশঙ্কায় কূপমণ্ডূক ভীতি এবং সেই সঙ্গে বিশ্বত্রাতাদের হীনতম ঘোঁট ও দরবারী প্রহসনের অভিনয় — এদের *laisser-aller***

* সেনেটর। — সম্পাঃ

** ঘটনা তার নিজের গতিতে চলুক। — সম্পাঃ

নীতি দেখে শেষ বিচারের দিনের চেয়ে বেশি মনে পড়ে ফ্রন্ডের* কথা; ফরাসী জাতির সরকারী সামগ্রিক প্রতিভাকে ব্যর্থ করছে একক ব্যক্তির নিপুণ নির্বুদ্ধিতা; সর্বজনীন ভোটাধিকার মারফত জাতির যৌথ ইচ্ছা প্রতিবারেই জনস্বার্থের ঝানু শত্রুদের মধ্যেই যথাযোগ্য আত্মপ্রকাশের সন্ধানী এবং অবশেষে এক বোম্বেটের স্বৈর-ইচ্ছার মধ্যেই তার অভিব্যক্তি। ইতিহাসের কোন অধ্যায় যদি ধূসরের উপর ধূসর বর্ণে চিত্রিত হয়ে থাকে তবে সে হল এই অধ্যায়। মানুষ ও ঘটনা এখানে যেন শ্লেমিল-এর** বিপরীত রূপে অর্থাৎ কায়াহীন ছায়ারূপে আত্মপ্রকাশ করছে। বিপ্লব স্বয়ং তার বাহকদের পঙ্গু করে দিচ্ছে এবং উদগ্র বলবত্তায় ভূষিত করছে শুধু তার শত্রুদেরই। যে 'লাল ভূতকে' প্রতিবিপ্লবীরা ক্রমাগত নামায় ও তাড়ায়, তার আবির্ভাব অবশেষে হল, কিন্তু নৈরাজ্যের ফ্রিজীয় *(Phrygian)* উষ্ণীষে*** নয়, শৃঙ্খলার উর্দিতে, **লাল পায়জামায়।**

আমরা দেখেছি যে ১৮৪৮ সালের ২০শে ডিসেম্বর তাঁর আরোহণ দিনে বোনাপার্ট যে মন্ত্রিসভাকে নিয়োগ করেছিলেন সেটি ছিল শৃঙ্খলা পার্টির মন্ত্রিসভা, লেজিটিমিস্ট এবং অর্লিয়ান্সী জোটের মন্ত্রিসভা। এই বারো-ফালু মন্ত্রিসভা মোটের উপরে বলপ্রয়োগেই প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান সভার জীবন সংক্ষেপ করে তার পরেও জীবিত ছিল এবং হাল ধরে ছিল। মৈত্রীবদ্ধ রাজতন্ত্রীদের সেনাপতি শাঙ্গার্নিয়ে তখনও প্রথম সামরিক ডিবিসন এবং প্যারিসের জাতীয় রক্ষিদলের নেতৃত্ব স্বহস্তে সংযুক্ত রেখেছিলেন। পরিশেষে সাধারণ নির্বাচনে শৃঙ্খলা পার্টি জাতীয় সভায় বিপুল সংখ্যাধিক্য লাভ করল। এইবারে লুই ফিলিপের প্রতিনিধি ও ওমরাহরা লেজিটিমিস্টদের সেই শূন্যগর্ভ দলটির সম্মুখীন হল যাদের জন্য দেশবাসীর বহু ভোটপত্র রাজনৈতিক রঙ্গভূমির প্রবেশপত্রে পরিণত হয়েছিল। বোনাপার্টপন্থী প্রতিনিধিরা একটি স্বতন্ত্র পার্লামেন্টীয় দল গঠনের পক্ষে সংখ্যায় অতি অল্প ছিল। তারা তাই এল শৃঙ্খলা পার্টিরই *mauvaise queue*** হয়। অতএব শৃঙ্খলা পার্টির হাতে রইল সরকারী ক্ষমতা, সৈন্যবাহিনী এবং আইনপ্রণয়নী সংস্থা, অর্থাৎ সমগ্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। তাদের

* ফ্রন্ড — স্বৈরক্ষমতার বিরুদ্ধে ফ্রান্সে ১৬৪৮-৫৩ সালের অভিজাত বুর্জোয়া আন্দোলন। আন্দোলনের অভিজাত নায়কেরা নিজেদের পাইকবরকন্দাজ ও বিদেশী সৈন্যের ওপর নির্ভর করে সে সময়কার কৃষক বিদ্রোহ ও শহরের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে। — সম্পাঃ

** শ্লেমিল — আদালবের্ত ফন শামিসো প্রণীত 'পিটার শ্লেমিল' গ্রন্থের নায়ক। পিটার শ্লেমিল ধনলাভের জন্য তার ছায়া বেচে দেয় এবং পরে তারই সন্ধানে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায়। — সম্পাঃ

*** ফ্রিজীয় উষ্ণীষ (লাল টুপি) — প্রাচীন ফ্রিজীয়দের শিরোভূষণ। অষ্টাদশ শতকের শেষে ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় তা জ্যাকোবিনদের মাথার টুপি হিসাবে গৃহীত হয় ও সেই থেকে তা হয়ে দাঁড়ায় স্বাধীনতার প্রতীক। — সম্পাঃ

**** লেজুড়। — সম্পাঃ

নৈতিক শক্তিরও বৃদ্ধি হল সাধারণ নির্বাচনে, যাতে এদের শাসনটা প্রতিভাত হল জনগণের অভিপ্রায় রূপে, এবং বেড়ে গেল সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে প্রতিবিপ্লবের যুগপৎ জয়লাভে।

ইতিপূর্বে কোনও পার্টি অধিকতর শক্তিসামর্থ্য নিয়ে অথবা অধিকতর অনুকূল পরিবেশে অভিযান আরম্ভ করতে পারেনি।

নৌকাডুবির পর **বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রীরা** দেখল তারা জাতীয় বিধান সভায় মাত্র পঞ্চাশ জনের একটি চক্রে পর্যবসিত হয়েছে; তাদের নেতৃত্বে রইলেন আফ্রিকাখ্যাত সেনাপতিগণ: কাভেনিয়াক, লামোরিসিয়ের এবং বেদো। **'পর্বত'** এইবারে কিন্তু বিরাট বিরোধী দল গঠন করল। **সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক** পার্টি নিজেদের এই পার্লামেণ্টীয় দীক্ষানাম গ্রহণ করেছিল। জাতীয় সভার সাতশত পঞ্চাশ ভোটের দুইশতাধিক ভোট হাতে থাকার ফলে তারা শৃংখলা পার্টির তিনটি উপদলের যে-কোনও একটির অন্তত সমান শক্তিশালী হল। সম্মিলিত রাজতন্ত্রীদের তুলনায় এদের সংখ্যাল্পতার যেন ক্ষতিপূরণ করেছিল কয়েকটি বিশেষ পরিস্থিতি। বিভিন্ন জেলার নির্বাচনে গ্রামীণ জনসাধারণের মধ্যেও যে তার বেশ কিছুটা প্রভাব বৃদ্ধি প্রমাণ হল শুধু তাই নয়। প্যারিসের প্রায় সমস্ত প্রতিনিধিই এই দলভুক্ত ছিল; সৈন্যবাহিনী তিনজন কমিশনহীন অফিসারকে নির্বাচিত করে গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিল; এবং শৃংখলা পার্টির কোনো প্রতিনিধির ক্ষেত্রে যা ঘটেনি, 'পর্বতের' নেতা লেদ্রু-রলাঁ পাঁচ পাঁচটি জেলার ভোটে পার্লামেণ্টীয় আভিজাত্যে উন্নীত হলেন। তাই রাজতন্ত্রীদের অনিবার্য অন্তর্বিরোধ এবং বোনাপার্টের সঙ্গে সমগ্র শৃংখলা পার্টির বিরোধের কথা ভাবলে মনে হয় ১৮৪৯ সালের ২৮শে মে তারিখে সাফল্যের সমস্ত উপকরণই 'পর্বতের' সম্মুখে ছিল। পক্ষকাল পরে তারা সমস্ত কিছু হারিয়ে বসল — সম্মান সমেত।

পার্লামেণ্টী ইতিহাস আরও অনুসরণের আগে আলোচ্য যুগের সমগ্র চরিত্র সম্বন্ধে সাধারণ ভুল ধারণা এড়াবার জন্য কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক দৃষ্টিতে মনে হয় জাতীয় বিধান সভার পর্বে এবং সংবিধান সভার পর্বে সমস্যা একই ছিল: প্রজাতন্ত্রী ও রাজতন্ত্রীদের মধ্যে সাধারণ সংগ্রাম। গণতন্ত্রীরা এই সময়কার ঘটনার গতিকে সংক্ষেপে বর্ণনা করে থাকে একটিমাত্র বুলিতে: 'প্রতিক্রিয়া'—রাত্রি, যখন বিড়ালমাত্রকেই ধূসরবর্ণ দেখায়—এবং এতে চৌকিদারের মামুলী বাঁধাগৎ তাদের আউড়ে যাওয়া সম্ভব হয়। অবশ্য প্রথম দৃষ্টিতে শৃংখলা পার্টিকে সত্যই মনে হয় বিভিন্ন রাজতন্ত্রী উপচক্রের গোলকধাঁধা -- এরা যে প্রত্যেকেই বিপক্ষদলের প্রার্থীকে বাদ দিয়ে নিজস্ব প্রার্থীটির সিংহাসনে আরোহণের চেষ্টায় পরস্পরের বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটছিল তাই নয়, 'প্রজাতন্ত্রের' বিরুদ্ধে সাধারণ বিদ্বেষ ও মিলিত আক্রমণেও তারা

আবার সকলে একজোট হয়ে দাঁড়াত। এই রাজতন্ত্রী চক্রান্তের বিরুদ্ধে 'পর্বত' যেন 'প্রজাতন্ত্রের' প্রতিনিধি রূপে দেখা দেয়। শৃঙ্খলা পার্টি যেন মুদ্রণ, সংগঠন প্রভৃতির বিরুদ্ধে এমন এক 'প্রতিক্রিয়ায়' অবিরত লিপ্ত, যা প্রাশিয়ার তুলনায় কমও নয় বেশীও নয়, এবং প্রাশিয়ার মতোই তা কার্যকরী হয় আমলাতন্ত্র, **সশস্ত্র পুলিশ** *(gendarmerie)* এবং আদালত কর্তৃক বর্বর পুলিশী হস্তক্ষেপে। 'পর্বত'ও যেন আবার সমান অবিরত এইসব আক্রমণ প্রতিহত করতে এবং তাতে করে দেড়শ বছর ধরে সমস্ত তথাকথিত জনগণেব পার্টি মোটামুটি যা করেছে সেই ভাবে 'শাশ্বত মানবাধিকার' রক্ষায় ব্যস্ত। কিন্তু পরিস্থিতি এবং পার্টিগুলির আরও সতর্ক বিচার করলেই মিলিয়ে যাবে এই বাইরের রূপটি, যা ঢাকা দিয়ে রেখেছে **শ্রেণী-সংগ্রাম** ও এই পর্বের বিশিষ্ট চেহারাটাকে।

ইতিপূর্বেই আমরা বলেছি, **লেজিটিমিস্ট** এবং **অর্লিয়ান্সীরা** ছিল শৃঙ্খলা পার্টির দুই বৃহৎ উপদল। এই দুটি উপদলকে নিজেদের প্রার্থীদের সঙ্গে ধরে রাখা এবং পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার জন্য দায়ী কি কেবলমাত্র লিলিফুল ও ত্রিবর্ণ পতাকা, বুরবোঁ এবং অর্লিয়ান্স বংশ, রাজতন্ত্রের বিভিন্ন ধারা, অথবা এটা কি আদৌ রাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যবশত? বুরবোঁদের আমলে পুরোহিত ও অনুচরবৃন্দ সমেত **বৃহৎ ভূসম্পত্তি** শাসন চালিয়েছে; অর্লিয়ান্স বংশের আমলে শাসন চালিয়েছে ফিনান্স অভিজাত্য, বৃহৎ শিল্প, বৃহৎ বাণিজ্য, অর্থাৎ **পুঁজি**, তার অনুগামী আইনজীবী, অধ্যাপক এবং মিষ্টভাষী বাগ্মী সহ। লেজিটিমেট রাজতন্ত্র ছিল প্রকৃতপক্ষে ভূসম্পত্তির মালিকদের বংশানুক্রমিক শাসনের রাজনৈতিক অভিব্যক্তি মাত্র, যেমন জুলাই রাজতন্ত্র ছিল ভুঁইফোঁড় বুর্জোয়াদের দখলকরা ক্ষমতাব রাজনৈতিক অভিব্যক্তি। সুতরাং এই দুটি উপদলকে পৃথক রেখেছিল কোনো তথাকথিত নীতি নয়, তাদের অস্তিত্বের বাস্তব অবস্থা, দুই বিভিন্ন ধরনের সম্পত্তি, শহর ও গ্রামের সেই সনাতন প্রভেদ, পুঁজি ও ভূসম্পত্তির দ্বন্দ্ব। সেই সঙ্গে যে অতীতের স্মৃতি, ব্যক্তিগত বিরোধ, আশঙ্কা ও আশা, সংস্কার ও মোহ, অনুরাগ ও বিরাগ, প্রত্যয়, বিশ্বাস ও নীতি তাদের রাজবংশদ্বয়ের একটির বা অন্যটির সঙ্গে গ্রথিত রেখেছিল, এ কথা কে অস্বীকার করবে? বিভিন্ন ধরনের সম্পত্তির উপর, অস্তিত্বের সামাজিক অবস্থার উপরে সুস্পষ্ট ও বিশিষ্ট সব অনুভূতি, মোহ, চিন্তাধারা এবং জীবনাদর্শ নিয়েই পূর্ণাঙ্গ একটি উপরিকাঠামো গড়ে ওঠে। বৈষয়িক ভিত্তি ও তদনুগামী সামাজিক সম্পর্ক থেকে তার সৃজন ও রূপদান করে সমগ্র শ্রেণী। ঐতিহ্য ও শিক্ষাদীক্ষা থেকে তা আহরণ করে ব্যক্তিবিশেষ মনে করতে পারে তার কর্মের প্রকৃত কারণ এবং সূচনা সেইটাই। অর্লিয়ান্সী ও লেজিটিমিস্ট দুটি উপদলই যদিও নিজেদের এবং অন্যদেরকে বোঝাতে চেয়েছিল যে দুটি রাজপরিবারের প্রতি আনুগত্যই তাদের বিচ্ছিন্ন রেখেছে, পরবর্তীকালের ঘটনা

কিন্তু প্রমাণ করে দিল যে বরং তাদের স্বার্থের পার্থক্যই ছিল দুটি রাজপরিবারের মিলনের প্রতিবন্ধক। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন লোকে নিজের সম্বন্ধে কী ভাবছে ও বলছে, তার সঙ্গে সে আসলে কী আর কী করছে সেটা তফাৎ করতে হয়, তেমনি ঐতিহাসিক সংগ্রামেও বিভিন্ন পার্টির প্রকৃত জৈবিক সত্তা ও আসল স্বার্থের সঙ্গে তাদের কথা ও কল্পনার পার্থক্য, তাদের বাস্তব চরিত্রের সঙ্গে তাদের আত্মধারণার পার্থক্য আরও বেশি করা উচিত। প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অর্লিয়ান্সী ও লেজিটিমিস্টরা পাশাপাশি সমান দাবি নিয়ে দাঁড়াল। প্রত্যেক দলই যে অন্যটির বিপক্ষে তার **নিজস্ব** রাজবংশের **পুনঃপ্রতিষ্ঠা** ঘটানোর অভিলাষী ছিল তার অর্থ শুধু এই যে, **বুর্জোয়া শ্রেণী যে-দুটি বৃহৎ স্বার্থে** দ্বিধাবিভক্ত তারা, অর্থাৎ ভূসম্পত্তি এবং পুঁজি, উভয়েই আপন আধিপত্য ফিরিয়ে এনে অন্যটিকে পদানত রাখতে চাইছিল। দুটি বুর্জোয়া স্বার্থের কথা বলছি, কারণ সামন্ত লাস্য ও বংশাভিমান সত্ত্বেও বৃহৎ ভূসম্পত্তি আধুনিক সমাজ বিকাশের ফলে সম্পূর্ণ বুর্জোয়া চরিত্র লাভ করেছে। এইভাবে ইংলন্ডের টোরিদল বহুকাল যাবৎ কল্পনা করে এসেছিল যে তারা রাজতন্ত্র, ধর্মপ্রতিষ্ঠান এবং পুরানো ইংরাজী সংবিধানের চমৎকারিত্বে উৎসাহী, শেষ পর্যন্ত বিপদের দিন এসে তাদের কাছ থেকে এই স্বীকারোক্তি আদায় করে নিল যে তাদের একমাত্র উৎসাহ **ভূমি খাজনা** নিয়ে।

মৈত্রীবদ্ধ রাজতন্ত্রীরা পরস্পরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চালাতে লাগল পত্রপত্রিকায়, এম্‌স্‌-এ, ক্লেরমোঁ-তে*, পার্লামেন্টের বাইরে। যবনিকার অন্তরালে তারা পুনর্বার তাদের পুরাতন অর্লিয়ান্সী অথবা লেজিটিমিস্ট উর্দি পরে আবার যুদ্ধক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হল। কিন্তু প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে, বিরাট রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকান্ডে, বৃহৎ পার্লামেন্টীয় দলরূপে তারা তাদের নিজ নিজ রাজপরিবারকে প্রণতি জানিয়েই ক্ষান্ত থাকল এবং রাজতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন অনন্তকালের মতো মুলতুবী রাখল। তাদের আসল কাজ তারা করে গেল **শৃঙ্খলা পার্টি** রূপেই, অর্থাৎ **রাজনৈতিক** নামের বদলে একটি **সামাজিক** নাম নিয়ে; ভ্রাম্যমাণ রাজকুমারীদের নাইট রূপে নয়, বুর্জোয়া বিশ্বব্যবস্থারই প্রতিনিধিরূপে; প্রজাতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে রাজতন্ত্রীরূপে নয়, অন্যান্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণী হিসাবে। এবং শৃঙ্খলা পার্টির বেশে তারা এমন কি পুনঃপ্রতিষ্ঠা অথবা জুলাই রাজতন্ত্রের যুগের চেয়েও অনেক বেশী পরিমাণে সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর উপরে অবাধ

* এম্‌স্‌ — জার্মানির স্বাস্থ্য নগরী। ১৮৪৯ সালে অগস্টে এখানে একটি লেজিটিমিস্ট সম্মেলন হয়, তাতে পঞ্চম হেনরি নাম নিয়ে ফরাসী সিংহাসনের দাবিদার কাউন্ট শাঁবর অংশ নেন।

ক্লেরমোঁ — লন্ডনের নিকটবর্তী একটি কেল্লা, ফ্রান্স থেকে পলায়নের পর লুই ফিলিপ এখানে বাস করতেন। — সম্পাঃ

ও কঠোর আধিপত্য বিস্তার করল; সাধারণভাবে এই আধিপত্য পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্রের রূপেই কেবল সম্ভব ছিল, কারণ একমাত্র এই রূপের মাধ্যমেই ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণীর বৃহৎ দুটি বিভাগ ঐক্যবদ্ধ হতে, এবং তাতে করে তাদের বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত কোনোও চক্রের বদলে সমগ্র শ্রেণীর শাসন প্রতিষ্ঠাকে প্রাথমিক কর্তব্যরূপে গ্রহণ করতে পারল। তৎসত্ত্বেও যদি তারা শৃঙ্খলা পার্টি হিসাবেই আবার প্রজাতন্ত্রকে অপমান ও তার সম্পর্কে ঘৃণা প্রকাশ করে থাকে, তবে তার কারণ শুধু রাজতন্ত্রী স্মৃতিই নয়। সহজবোধেই তারা বুঝেছিল যে প্রজাতন্ত্র বাস্তবিকই তাদের রাজনৈতিক শাসনকে পূর্ণতা দিয়েছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সেই শাসনের সামাজিক ভিত্তিটাকে দুর্বল করেছে, কারণ এখন তাদের অধীনস্থ শ্রেণীগুলির সম্মুখীন হতে হবে মধ্যস্থ ছাড়াই, রাজমুকুটের আড়ালে আত্মগোপনের সম্ভাবনাটা না রেখেই, এবং নিজেদের মধ্যে ও রাজতন্ত্রের সঙ্গে গৌণ সঙ্ঘর্ষগুলির সাহায্যে জাতির মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার অবকাশ বাদেই। এই দুর্বলতাবোধের থেকেই তারা নিজেদের শ্রেণী-শাসনের বিশুদ্ধ রূপটি থেকে ছিটকে সরে আসতে চাইত এবং সেই শাসনের অপেক্ষাকৃত অপূর্ণ, আরো অপরিণত, এবং ঠিক সেই কারণেই কম বিপজ্জনক ভূতপূর্ব রূপের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠত। পক্ষান্তরে, মৈত্রীবদ্ধ রাজতন্ত্রীদের যতবার তাদের সম্মুখস্থ দাবিদার বোনাপার্টের সঙ্গে সংঘাত হত, যতবারই তারা মনে করত যে কার্যনির্বাহক ক্ষমতাটা তাদের চূড়ান্ত পার্লামেণ্টীয় সর্বশক্তিমত্তার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠছে, এবং সেই কারণে যতবার তাদের শাসনের সমর্থনে পেশ করা প্রয়োজন তাদের রাজনৈতিক সত্ব, ততবারই তারা **রাজতন্ত্রীদের** পরিবর্তে **প্রজাতন্ত্রীদের** রূপেই এগিয়ে আসত, এগিয়ে আসতেন সেই অর্লিয়ান্সী তিয়ের যিনি জাতীয় সভাকে সতর্ক করেন এই বলে যে প্রজাতন্ত্রের মধ্যেই তাদের বিভেদ সবচাইতে কম, আসতেন লেজিটিমিস্ট বেরিয়ে-র পর্যন্ত যিনি ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বরে ত্রিবর্ণ কটি-বন্ধ জড়িয়ে (জন-প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হয়ে) দশম পল্লীর টাউনহলের বাইরে সমবেত জনতাকে প্রজাতন্ত্রের নামে উত্তেজিত আহ্বান জানান। সন্দেহ নেই যে প্রতিধ্বনি টিটকারি দিয়েছিল: পঞ্চম হেনরি! পঞ্চম হেনরি!

মিলিত বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপক্ষে গঠিত হল পেটি বুর্জোয়া এবং শ্রমিকদের জোট — তথাকথিত **সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি**। পেটি বুর্জোয়ারা দেখল যে ১৮৪৮-এর জুন মাসের পরে তারা যোগ্য পুরস্কার লাভে বঞ্চিত হয়েছে, তাদের বৈষয়িক স্বার্থ হয়েছে বিপন্ন, এবং এই স্বার্থসিদ্ধিকে নিশ্চিত করে তোলার মতো প্রয়োজনীয় গণতান্ত্রিক গ্যারাণ্টি সম্বন্ধেই প্রতিবিপ্লব প্রশ্ন তুলেছে। সুতরাং তারা শ্রমিকদের কাছে সরে এল। পক্ষান্তরে, তাদের পার্লামেণ্টীয় প্রতিনিধি 'পর্বত' দলটি বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী একনায়কত্বের দিনে ঠেলা খেয়ে একপাশে সরে আসার পর সংবিধান সভার জীবনকালের

শেষার্ধে বোনাপার্ট এবং রাজতন্ত্রী মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে নষ্ট জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধার করে নিয়েছিল। সমাজতন্ত্রী নেতাদের সঙ্গে তারা মিত্রতায় আবদ্ধ হয়। ১৮৪৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পুনর্মিলনের উৎসব চলল ভোজসভাগুলিতে। খসড়া হল যুক্ত কার্যসূচীর, যুক্ত নির্বাচন-কমিটি গড়া হল এবং পেশ করা হল সম্মিলিত প্রার্থী তালিকা। প্রলেতারিয়েতের সামাজিক দাবিসমূহের বিপ্লবী মুখটা ভেঙে গণতান্ত্রিক দিকে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া হল, আবার পেটি বুর্জোয়াদের গণতান্ত্রিক দাবি দাওয়ার বিশুদ্ধ রাজনৈতিক রূপটি খসিয়ে এগিয়ে দেওয়া হল তার সমাজবাদী মুখটা। এইভাবে উদয় হল সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি। এই সংযুক্তির ফলস্বরূপ নতুন 'পর্বতের' যে দল, তাতে শ্রমিক শ্রেণীর কিছু ফালতু লোক আর কয়েকজন সংকীর্ণপন্থী সমাজতন্ত্রীকে বাদ দিলে রইল ভূতপূর্ব 'পর্বতের' সেই একই লোকেরা, তবে এখন তারা সংখ্যায় হল প্রবলতর। কিন্তু দলটি যে শ্রেণীর প্রতিনিধি ছিল, বিবর্তনের ধারায় তার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এরও পরিবর্তন ঘটেছিল। সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির বিশিষ্ট চরিত্রের মূলকথা এই যে, গণতান্ত্রিক-প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দাবি করা হচ্ছে পুঁজি ও মজুরিরূপী দুই চরম বিপরীতের অবসানের উপায় হিসাবে নয়, এই দুটির বৈরীভাব হ্রাস করে তাতে সামঞ্জস্য বিধানের উপায় হিসাবে। এই লক্ষ্য সাধনের প্রস্তাবিত উপায় যতই বিভিন্ন হোক, অল্পবিস্তর বিপ্লবী চিন্তায় তা যতই সজ্জিত থাক, অন্তর্বস্তুটা রইল একই। সে অন্তর্বস্তু হল সমাজের গণতান্ত্রিক রূপান্তর, কিন্তু পেটি বুর্জোয়া সীমারেখার ভিতরেই রূপান্তর। শুধু এই সংকীর্ণ ধারণাটি কিন্তু অনুচিত, যে পেটি বুর্জোয়ারা নীতিগতভাবে আত্মসর্বস্ব শ্রেণী-স্বার্থকে বলবৎ করতে চায়। তারা বরং এই কথাই বিশ্বাস করে যে তাদের নিজেদের মুক্তির **বিশেষ** শর্তগুলিই হল সেই সব **সাধারণ** শর্ত, যার কাঠামোর ভিতরেই একমাত্র আধুনিক সমাজের পরিত্রাণ এবং শ্রেণী-সংগ্রাম এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। গণতন্ত্রী প্রতিনিধিদের সকলকে আসলে দোকানদার বা তাদের উৎসাহী সমর্থক মনে করাও সমান অনুচিত। শিক্ষা ও ব্যক্তিগত অবস্থা অনুযায়ী এদের মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য থাকতে পারে। তবু পেটি বুর্জোয়ারা জীবনের ক্ষেত্রে যে সীমারেখা অতিক্রম করে না, এরা মানস ক্ষেত্রে সেই সীমারেখা অতিক্রম করে না বলেই এরা হল পেটি বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি, সেই জন্যই বৈষয়িক স্বার্থ ও সামাজিক অবস্থার চাপে যেসব সমস্যা ও সমাধানের দিকে পেটি বুর্জোয়ারা কার্যত যেতে বাধ্য হয়, এরা তত্ত্বগতভাবে ঠিক সেই সব সমস্যা ও সমাধানের দিকেই পৌঁছয়। সাধারণভাবে, কোন শ্রেণীর সঙ্গে সে শ্রেণীর **রাজনৈতিক** ও **সাহিত্যিক প্রতিনিধিদের** সম্পর্কটা এইরকমই হয়।

এই বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে 'পর্বত' ক্রমাগত শৃঙ্খলা পার্টির বিরুদ্ধে প্রজাতন্ত্র এবং তথাকথিত মানবিক অধিকার নিয়ে লড়াই করেছে বটে, কিন্তু তার শেষ

লক্ষ্য প্রজাতন্ত্র অথবা মানবিক অধিকার কোনোটাই নয়, ঠিক যেমন কোন সৈন্যবাহিনীকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করলে তাদের প্রতিরোধের অর্থ এই নয় যে অস্ত্রগুলি দখল করে রাখার উদ্দেশ্যেই তারা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে।

জাতীয় সভার অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গেই শৃঙ্খলা পার্টি 'পর্বতকে' প্ররোচনা জোগাল। বুর্জোয়া শ্রেণী বৎসরকাল আগে যেমন বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে হিসাবনিকাশের প্রয়োজন উপলব্ধি করে, সেইভাবে এখন তারা গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়াদেরও শেষ করে দেবার প্রয়োজন অনুভব করল। একমাত্র প্রভেদ ছিল শত্রুপক্ষের অবস্থায়। প্রলেতারীয় পার্টির শক্তি ছিল রাস্তায়, পেটি বুর্জোয়ার শক্তি জাতীয় সভার ভিতরেই। অতএব তাদের ভুলিয়ে জাতীয় সভার বাইরে রাস্তায় টেনে এনে, কাল ও ঘটনাপ্রবাহ তাদের পার্লামেণ্টীয় শক্তিকে সুসংহত করার আগেই তাদেরই হাত দিয়ে সে শক্তিকে চূর্ণ করাই হল প্রশ্ন। আর 'পর্বত' দলও উন্মত্তের মতো ফাঁদে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ফরাসী সৈন্য কর্তৃক রোমে গোলাবর্ষণের ঘটনাটাকে টোপ করা হল। এই ব্যাপারে সংবিধানের ৫ ধারা লংঘন করা হয়েছিল, সেই ধারা অনুযায়ী কোনো জাতির স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সৈন্য ব্যবহার ছিল নিষিদ্ধ। উপরন্তু, ৫৪ ধারা অনুযায়ী জাতীয় সভার অনুমতি ব্যতীত কার্যনির্বাহক শক্তির পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণার অধিকার ছিল না, এবং ৮ই মে তারিখের সিদ্ধান্তে সংবিধান সভা রোম অভিযানের নিন্দা করে। এই সমস্ত কারণ দেখিয়ে লেদ্রু-রলাঁ ১৮৪৯ সালের ১১ই জুন বোনাপার্ট ও তাঁর মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অভিশংসনের প্রস্তাব আনলেন। তিয়ের-এর হুল-ফোটানো কথায় উত্যক্ত হয়ে তিনি সত্যিসত্যি বেসামাল হয়ে শেষ পর্যন্ত সর্বপ্রকারে, এমন কি অস্ত্রধারণ করেও সংবিধানকে রক্ষা করবেন বলে ভয় দেখালেন। সমগ্র 'পর্বত' দল একযোগে উঠে এই অস্ত্রধারণের আহবানের পুনরাবৃত্তি করল। ১২ই জুন জাতীয় সভা অভিশংসন প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে এবং 'পর্বত' দলও পার্লামেণ্ট থেকে বেরিয়ে আসে। ১৩ই জুনের ঘটনা সর্ববিদিত: বোনাপার্ট ও তাঁর মন্ত্রীদের 'সংবিধান বহির্ভূত' ঘোষণা করে পর্বতের একাংশের বিবৃতি; গণতান্ত্রিক জাতীয় রক্ষিবাহিনীর রাস্তায় শোভাযাত্রা, নিরস্ত্র থাকায় শাঙ্গার্নিয়েরের সৈন্যদলের সম্মুখীন হয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ ইত্যাদি ইত্যাদি। 'পর্বতের' একটি অংশ বিদেশে পলায়ন করল; অন্য একদল বুর্জ শহরে উচ্চ আদালতে অভিযুক্ত হল, এবং একটি পার্লামেণ্টীয় অনুশাসনের ফলে বাকিদের রাখা হল জাতীয় সভার অধ্যক্ষের শিক্ষকসুলভ তত্ত্বাবধানে। পুনর্বার প্যারিসে জরুরী অবস্থা ঘোষিত ও তার জাতীয় রক্ষিবাহিনীর গণতান্ত্রিক অংশটিকে ভেঙে দেওয়া হল। এইভাবে পার্লামেণ্টে 'পর্বতের' এবং প্যারিসে পেটি বুর্জোয়াদের প্রভাব বিনষ্ট হয়ে গেল।

লিয়োঁ শহরে ১৩ই জুন শ্রমিকদের একটি রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের সংকেত দেয়।

পার্শ্ববর্তী পাঁচটি জেলা সমেত সেখানেও জরুরী ব্যবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিল, আর আজ অবধি সেই অবস্থা চালু আছে।

'পর্বতের' বেশির ভাগ অংশ বিবৃতিতে সই দিতে নারাজ হয়ে তাদের অগ্রবাহিনীকে বিপদের মুখে রেখে সরে দাঁড়ায়। খবরের কাগজগুলিও তাদের ত্যাগ করে, দুটি মাত্র পত্রিকা এই *pronunciamento** প্রকাশ করতে সাহস পেল। পেটি বুর্জোয়ারা তাদের প্রতিনিধিদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল, এদিকে জাতীয় রক্ষিবাহিনী হয় সরে রইল কিংবা এগিয়ে এলেও ব্যারিকেড নির্মাণে বাধা দিল। প্রতিনিধিরা আবার পেটি বুর্জোয়াদের বোকা বানিয়েছিল — সৈন্যবাহিনী থেকে তাদের তথাকথিত মিত্রদের কোথাও পাত্তা পাওয়া গেল না। পরিশেষে, গণতন্ত্রী পার্টি প্রলেতারিয়েতের কাছ থেকে শক্তি সঞ্চয়ের বদলে বরং নিজেদের দুর্বলতাই তাদের মধ্যে সংক্রামিত করে বসল এবং, গণতন্ত্রীদের মহৎ কীর্তিকলাপের ক্ষেত্রে সাধারণত যা ঘটে থাকে, সেইভাবে নেতাবা তাদের 'জনগণ' সম্পর্কে দলত্যাগের অভিযোগ আর জনগণ তাদের নেতাদের বিরুদ্ধে ধোঁকা দেওয়ার অভিযোগ আনতে পেরে পরিতৃপ্তি লাভ করল।

'পর্বতের' আসন্ন অভিযানের মতো এত সোরগোল তুলে সংগ্রামের ঘোষণা খুব কমই হয়েছে, গণতন্ত্রের অনিবার্য জয়লাভের মতো এত নিশ্চয়তার সঙ্গে বা এত আগে থাকতে কোনো ঘটনার এমন তূর্যনিনাদ কমই ঘটেছে। সন্দেহ নেই যে তূর্যনিনাদে গণতন্ত্রীদের খুবই বিশ্বাস, তারই ঝাপটায় তো জেরিকো-র** প্রাচীর ভেঙে পড়েছিল। আর যখনই স্বৈরতন্ত্রের দুর্গ-প্রাচীরের সামনে তাদের দাঁড়াতে হয় তখনই তারা এই অলৌকিক কাণ্ডটার অনুকরণ করতে চায়। পার্লামেণ্টে জয়লাভের ইচ্ছা থাকলে 'পর্বতের' পক্ষে অস্ত্রের আহ্বান উচিত হয়নি। পার্লামেণ্টে অস্ত্রের আহ্বানের পরে উচিত হয়নি রাস্তায় পার্লামেণ্টীয় রীতি অনুসরণ। শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রাকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকলে এই কথা না বোঝা চরম নির্বুদ্ধিতার কাজ হয়েছিল যে তাদের অভ্যর্থনা হবে যুদ্ধে। প্রকৃত সংগ্রামই যদি উদ্দেশ্য ছিল তবে যা দিয়ে লড়াই চালাতে হয় তেমন সব অস্ত্র বর্জন করার ধারণাটা উদ্ভট। কিন্তু পেটি বুর্জোয়াদের ও তাদের গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিদের বৈপ্লবিক হুমকি আসলে শত্রুপক্ষকে ভয় দেখাবার চেষ্টা মাত্র। আর যখন তারা কানাগলিতে ঢুকে পড়েছে, এমনভাবে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছে যে হুমকি কাজে পরিণত না করে উপায় নেই, তখন সেই কাজ করা হল এমন দ্ব্যর্থকভাবে, যাতে উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়গুলিকেই সর্বাগ্রে এড়িয়ে যাওয়া হয় আর খোঁজ পড়ে আত্মসমর্পণের

* সামরিক ষড়যন্ত্র মারফত নতুন আমল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা। — সম্পাঃ

** *জেরিকো — বাইবেলের কথা অনুসারে প্যালেস্টাইন বিজয় কালে ইহুদীরা প্রথম এই নগরটি অধিকার করে, নগরের দেয়াল নাকি অবরোধকারীদের শিঙার আওয়াজে ভেঙে পড়ে।* — সম্পাঃ

পক্ষে নানা যুক্তির। যে তূর্যনিনাদে যুদ্ধ ঘোষণা হয়েছিল, যুদ্ধারম্ভের মুহূর্তেই সেই ধ্বনি পর্যবসিত হল ভীত খেঁকুনিতে, অভিনেতারা নিজেদের ভূমিকায় আর গুরুত্ব দিল না, নাটক চুপসে গেল ফাটা বেলুনের মতো।

কোনো পার্টিই নিজেদের সামর্থ্য গণতন্ত্রীদের মতো এত অতিরঞ্জিত করে দেখে না, বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে এমন লঘুভাবে নিজেদের ভুলিয়ে রাখে না কেউ। যেহেতু সৈন্যদের একাংশ তাদের ভোট দিয়েছিল, তাই 'পর্বত' দলের দৃঢ় ধারণা হল যে তাদের জন্য সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ্ করবে। এবং কী উপলক্ষে? সৈন্যদের দৃষ্টিতে যে উপলক্ষের একমাত্র তাৎপর্য হল -- বিপ্লবীরা ফরাসী সৈন্যদের বিপক্ষে রোমান সৈন্যদের সমর্থন করেছে। অন্যদিকে ১৮৪৮-এর জুন মাসের স্মৃতি তখনও এত জাগ্রত যে জাতীয় রক্ষিবাহিনীর প্রতি প্রলেতারিয়েতের সুগভীর বিতৃষ্ণা এবং গণতন্ত্রী নেতাদের সম্পর্কে গুপ্ত সমিতির নেতাদের চরম অবিশ্বাস বাদে আর কিছুই সম্ভব ছিল না। এই সমস্ত ভেদাভেদ সমান করে দিতে হলে কোনও মহৎ সাধারণ স্বার্থসমূহ বিপন্ন হওয়া প্রয়োজন। সংবিধানেব একটি বিমূর্ত ধারা লংঘনের মধ্যে সে ধরনের স্বার্থে টান পড়তে পারে না। গণতন্ত্রীদের নিজেদেরই উক্তি অনুসারে বহুবার কি সংবিধান লংঘন করা হয়নি? সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় পত্রিকাগুলি কি তাকে প্রতিবিপ্লবী জোড়াতালি বলে ধিক্কৃত করেনি? কিন্তু গণতন্ত্রীরা যেহেতু পেটি বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি, অর্থাৎ এমন একটি **উৎক্রমণ-শ্রেণীর** প্রতিনিধি যার ভিতরে দুটি বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ যুগপৎ পরস্পরের ধার ভোঁতা করে চলেছে, সেইজন্য তারা সাধারণত নিজেকে শ্রেণী দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে অবস্থিত বলে কল্পনা করে থাকে। গণতন্ত্রীরা একথা স্বীকার করে যে বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত একটি শ্রেণী তাদের সম্মুখীন, কিন্তু জাতির বাকি অংশ সহ তারাই হল **জনগণ**। তারা যার প্রতিনিধি তাই হল **জনগণের অধিকার**, তাদের স্বার্থই হল **জনস্বার্থ**। অতএব যখন সংগ্রাম আসন্ন তখন তাদের পক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থিতি এবং স্বার্থ বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন নেই। নিজেদের শক্তিসামর্থ্য খুঁটিয়ে বিচার করাও তাদের কাছে অনাবশ্যক। তারা শুধু সংকেত দেবে আর **জনগণ** তাদের অসীম শক্তিসামর্থ্য নিয়ে **অত্যাচারীদের** আক্রমণ করবে। তাই কার্যক্ষেত্রে যদি দেখা যায় তাদের স্বার্থ আগ্রহ জাগাবার মতো নয়, এবং তাদের ক্ষমতা ক্লীবতামাত্র, তবে তার জন্য দায়ী হচ্ছে হয় সেই শঠ তার্কিকদের দল যারা **অবিভাজ্য জনগণকে** বিভিন্ন শত্রুভাবাপন্ন শিবিরে বিভক্ত করছে, নয়ত সৈন্যবাহিনী, যারা বর্বরতা ও অন্ধতাবশত বুঝতেই পারেনি যে গণতন্ত্রের বিশুদ্ধ লক্ষ্যগুলি তাদের নিজেদের পক্ষেই সর্বোৎকৃষ্ট লক্ষ্য, কিংবা কাজের কোনো একটা খুঁটিনাটি ভুলের জন্যই সমস্ত পন্ড হল, অথবা অভাবিত কোন ঘটনার ফলেই এবারের খেলাটা নষ্ট হয়ে গেল। সে যাই হোক, চরম লজ্জাদায়ক পরাজয় থেকেও গণতন্ত্রীরা নির্গত হয়ে আসবে প্রবেশকালে যেমন অপাপবিদ্ধ অবস্থায় ছিল, ঠিক

তেমনি নিষ্কলঙ্কভাবে; উপরন্তু, এই নবার্জিত বিশ্বাস জুটিয়ে আনবে যে তাদের জয় অনিবার্য, ব্যক্তিগত ও পার্টিগতভাবে পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গি তাদের বর্জন করতে হবে না বরং পরিস্থিতিকেই তাদের যোগ্য হয়ে পরিণত হয়ে উঠতে হবে।

অতএব ভাবার কারণ নেই যে, অবক্ষয় ও ভগ্নদশায় পড়লেও এবং নতুন পার্লামেণ্টীয় অনুশাসনে লাঞ্ছিত হলেও 'পর্বত' দল খুব কাতর হয়ে পড়েছিল। ১৩ই জুন তাদের নেতারা অপসৃত হলেও তাতে করে অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ কিছু লোকের স্থান হল, যারা নতুন পদে কৃতার্থ বোধ করল। পার্লামেণ্টে তাদের অক্ষমতা সম্বন্ধে যদি বা আর কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকে, তবে নৈতিক ক্রোধ প্রদর্শনে এবং বাগাড়ম্বরীর গলাবাজিতে নিজেদের তৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখার অধিকার তারা পেয়ে গেল। শৃঙ্খলা পার্টি যদি বিপ্লবের সর্বশেষ স্বীকৃত প্রতিনিধিরূপ এই দলের মধ্যে নৈরাজ্যের সমস্ত বিভীষিকার মূর্তরূপ দেখার ভান করে, তবে আসলে এরা আরো জোলো আরও নম্র হয়ে থাকতেই তো পারে। ১৩ই জুনের জন্য অবশ্য তারা নিজেদের সান্ত্বনা দিয়েছিল এই গভীর উক্তিতে: সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে আক্রমণের দুঃসাহস যদি ওদের হয়, তাহলে কিন্তু আমরা দেখিয়ে দেব আমরা কোন ধাতুতে তৈরী! *Nous verrons!**

'পর্বত' দলের যে সদস্যরা বিদেশে পলায়ন করেছিল তাদের সম্পর্কে এখানে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, লেদ্রু-রলাঁ মাত্র একপক্ষকালের মধ্যেই তাঁর নেতৃত্বাধীন শক্তিশালী পার্টিটির প্রতিকারহীন সর্বনাশ করতে পেরেছিলেন বলে এখন তিনি এক প্রবাসী ফরাসী সরকার গঠনের জন্য আহূত বলে অনুভব করলেন, আর বিপ্লব ক্রমশ যত নিম্নগামী হল এবং সরকারী ফ্রান্সের সরকারী বড়ো কর্তারা যতই বামনের রূপে প্রতিভাত হতে থাকল, ততই কার্যক্ষেত্র থেকে দূরে অপসারিত তাঁর মূর্তি যেন বাড়তে লাগল, ১৮৫২ সালে তিনি প্রজাতন্ত্রী দাবিদার রূপে দাঁড়াতে পারলেন, ভালাচীয় প্রমুখ জাতির উদ্দেশে প্রকাশিত নিয়মিত বিজ্ঞপ্তিতে তিনি মহাদেশের স্বৈরাচারী শাসকদের ভয় দেখাতে লাগলেন নিজের এবং সহকর্মীবৃন্দের নানাবিধ কীর্তির কথা তুলে। প্রুধোঁ যখন এই ভদ্রলোকদের বলে ওঠেন: *'Nous n'êtes que des blagueurs'*** তখন কি তাঁর একেবারে ভুল হয়েছিল?

১৩ই জুন শৃঙ্খলা পার্টি কেবলমাত্র 'পর্বতকে' চূর্ণ করেনি, **জাতীয় সভার সংখ্যাগরিষ্ঠদের সিদ্ধান্তের কাছে সংবিধানের নতিস্বীকারও** তারা ঘটাতে পারল। প্রজাতন্ত্রকে তারা দেখল এই ভাবে: এখানে বুর্জোয়া শ্রেণী পার্লামেণ্টীয় পদ্ধতি

* আমরা দেখে নেব। — সম্পাঃ

** তোমরা বাক্যবাগীশ ছাড়া কিছু নও। — সম্পাঃ

অনুযায়ী শাসন করছে, রাজতন্ত্রে যেমন কার্যনির্বাহক শক্তির সিদ্ধান্ত নাকচ (veto) অথবা পার্লামেণ্ট ভেঙে দেবার ক্ষমতা থাকে, তেমন কোনও বাধা তাদের এখানে নেই। এই হল তিয়েরের ভাষায় **পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্র**। কিন্তু ১৩ই জুন বুর্জোয়া শ্রেণী পার্লামেণ্টের কক্ষমধ্যে চূড়ান্ত ক্ষমতা লাভ করলেও, সেই সঙ্গে সর্বাধিক জনপ্রিয় অংশটিকে বিতাড়নের ফলে কার্যনির্বাহক শক্তি এবং জনগণের বিপরীতে পার্লামেণ্টকে তারা কি দুরারোগ্য দুর্বলতায় পীড়িত করল না? আদালত দাবি করা মাত্র নির্বিবাদে অগণিত সদস্যকে সমর্পণ করার ফলে তারা নিজেদের পর্লামেণ্টীয় নিরাপত্তা লুপ্ত করে দিল। 'পর্বত' দলকে যে অপমানজনক বিধিবিধানের অধীনে আনা হল তাতে আলাদা আলাদা জনপ্রতিনিধিদের যে পরিমাণ মর্যাদা গেল, ঠিক সেই অনুপাতে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির মর্যাদা বাড়ল। যে অভ্যুত্থানের লক্ষ্য ছিল সংবিধানিক সনদ সংরক্ষণ, তাকে সমাজ উচ্ছেদের উচ্ছৃংখল চেণ্টা বলে যে কলঙ্ক লেপন করা হল, তাতে করে তাদের বিরুদ্ধে যদি কার্যনির্বাহক শক্তি কোনদিন সংবিধান লংঘন করে, সে-ক্ষেত্রে বিদ্রোহের প্রতি আবেদন জানানোর সম্ভাবনাও তাদের নাকচ হয়ে যাচ্ছে। আবার ইতিহাসের এমনই পরিহাস, বোনাপার্টের নির্দেশে যে সেনাপতি রোমে গোলাবর্ষণ করে ১৩ই জুনের নিয়মতান্ত্রিক বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ জুগিয়েছিল, ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর স্বয়ং সেই উদিনো-কেই বোনাপার্টের বিরুদ্ধে সংবিধান রক্ষার্থে সংগ্রামের সেনাপতিরূপে জনগণের কাছে উপস্থিত করার সকাতর এবং ব্যর্থ প্রচেণ্টা শৃঙ্খলা পার্টিকে করতে হয়েছিল। ১৩ই জুনের আর একজন বীরনায়ক **ভিয়েরা**, যিনি অর্থজগতের উচ্চতর চক্রসংশ্লিষ্ট জাতীয় রক্ষিবাহিনীর একটা দলের নেতৃত্বে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংবাদপত্রের দপ্তরে বর্বর হামলার জন্য জাতীয় সভার মঞ্চ থেকে অভিনন্দিত হয়েছিলেন, স্বয়ং সেই ভিয়েরাই বোনাপার্টের ষড়যন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে জাতীয় সভার অন্তিম মুহূর্তে জাতীয় রক্ষিবাহিনীর সাহায্য থেকে তাকে বঞ্চিত করার ঘটনায় বিশিণ্ট ভূমিকা নিলেন।

১৩ই জুনের আরও একটি অর্থ ছিল। 'পর্বত' বোনাপার্টের পার্লামেণ্টীয় অভিশংসন জোর করে অনুষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। সুতরাং এদের পরাজয়ের অর্থ হল বোনাপার্টের প্রত্যক্ষ জয়, গণতন্ত্রী শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যক্তিগত জয়লাভ। শৃঙ্খলা পার্টি জয়লাভ করল, বোনাপার্টের পক্ষে তাকে ভাঙিয়ে খাওয়াই যথেষ্ট ছিল। তিনি তাই করলেন। ১৪ই জুন প্যারিসের প্রাচীরগাত্রে একটি ঘোষণাপত্র দেখা গেল, এতে রাষ্ট্রপতি যেন বড়ই কুণ্ঠায়, যেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেবলমাত্র ঘটনার চাপে সন্ন্যাসীর নিভৃত আশ্রম ত্যাগ করে এসে এমন ভান দেখালেন যে তাঁর সততা সম্পর্কে অন্যায় সন্দেহ করা হয়েছে, নালিশ জানালেন যে শত্রুরা অকারণে তাঁর নিন্দা করেছে, এবং শৃঙ্খলার আদর্শের সঙ্গে একাত্মবোধের ছলে আসলে নিজের ভিতরেই শৃঙ্খলার

আদর্শকে মিলিয়ে দিলেন। তাছাড়া জাতীয় সভা পরবর্তীকালে রোম অভিযান সমর্থন করেছিল তা সত্য, কিন্তু বোনাপার্টই এই ব্যাপারে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ভাটিকানে প্রধান পুরোহিত স্যামুয়েলের* পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরে তিনি টুইলেরিস-এ রাজা ডেভিডের বেশে প্রবেশের আশা রাখতে পারলেন। পুরোহিতদের তিনি নিজের দলে টানলেন।

আমরা দেখেছি ১৩ই জুনের বিদ্রোহ রাস্তায় শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জয়মাল্য অর্জনের আশা ছিল না। তৎসত্ত্বেও বীরের ও ঘটনার অনটনের এই যুগে শৃঙ্খলা পার্টি এই রক্তপাতহীন সংগ্রামকেও দ্বিতীয় অস্টারলিজে পরিণত করল। বক্তৃতামঞ্চে এবং সংবাদপত্রে নৈরাজ্যের অক্ষমতার প্রতিভূ জনগণের বিপক্ষে শৃঙ্খলার শক্তিরূপী সৈন্যবাহিনীর তারিফ করা হল এবং 'সমাজের রক্ষাপ্রাচীর' বলে ভূয়সী প্রশংসা করা হল শাঙ্গার্নিয়েকে, শাঙ্গার্নিয়ে নিজেও অবশেষে এ প্রতারণায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সৈন্যবাহিনীর যে সকল বিভাগ সম্পর্কে সন্দেহের কারণ ছিল তারা গোপনে প্যারিস থেকে স্থানান্তরিত হল, নির্বাচনে যে রেজিমেণ্টগুলি সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিল তারা নির্বাসিত হল ফ্রান্স থেকে আলজেরিয়ায়, সৈন্যদের মধ্যে যারা অশান্ত তাদের পাঠানো হল শাস্তিমূলক বিশেষ বিভাগে, এবং পরিশেষে সুপরিকল্পিতভাবে বিচ্ছিন্ন করা হল ব্যারাক থেকে সংবাদপত্রের জগতকে এবং বুর্জোয়া সমাজ থেকে ব্যারাককে।

এইখানে আমরা ফরাসী জাতীয় রক্ষিবাহিনীর ইতিহাসের চূড়ান্ত মোড়ে এসে পড়ছি। ১৮৩০ সালে পুনঃপ্রতিষ্ঠার আমলের উচ্ছেদে এদের ভূমিকাই ছিল চূড়ান্ত। লুই ফিলিপের আমলে যে সকল বিদ্রোহে জাতীয় রক্ষিবাহিনী সৈন্যবাহিনীর পাশে ছিল, তার প্রত্যেকটি ব্যর্থ হয়। ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে এরা যখন বিদ্রোহীদের সম্পর্কে নিষ্ক্রিয় এবং লুই ফিলিপ সম্পর্কে দ্ব্যর্থক মনোভাব দেখাল, তখনই রাজা আশা ছেড়ে দেন আর সত্যই তাঁর দিন ফুরিয়ে যায়। এইভাবে এই বদ্ধমূল ধারণা দেখা দেয় যে, জাতীয় রক্ষিবাহিনী **ব্যতীত** বিপ্লবের জয় অথবা জাতীয় রক্ষিবাহিনীর **বিরুদ্ধে** সৈন্যবাহিনীর জয় অসম্ভব। অসামরিকদের সর্বশক্তিমত্তা সম্পর্কে এই ছিল সৈন্যবাহিনীর কুসংস্কার। ১৮৪৮-এর জুন মাসে সমগ্র জাতীয় রক্ষিবাহিনী এবং প্রত্যক্ষ লাইন সৈন্যদল কর্তৃক একযোগে বিদ্রোহ দমনের ফলে এই কুসংস্কার আরও সুদৃঢ় হয়। বোনাপার্টের কার্যভার গ্রহণের পরে শাঙ্গার্নিয়ের হাতে এই রক্ষিবাহিনীর সেনাপত্য এবং প্রথম সামরিক বাহিনীর সেনাপত্য অবৈধভাবে একত্র করায় জাতীয় রক্ষিবাহিনীর অবস্থা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে।

* লুই বোনাপার্ট ভেবেছিলেন ফরাসী রাজমুকুট তাকে পরাবে রোমের পোপ নবম পিই; বাইবেলের কাহিনীতে আছে পুরাকালের ইহুদী রাজা ডেভিডের অভিষেক করেছিলেন নবী স্যামুয়েল। — সম্পাঃ

এতে জাতীয় রক্ষিবাহিনীর সেনাপত্য যেমন সামরিক সর্বাধিনায়কের একটা কাজ হিসাবে দেখা দিল, তেমনি জাতীয় রক্ষিবাহিনীটাকেই মনে হতে লাগল লাইন সৈন্যবাহিনীর লেজুড়মাত্র। শেষ পর্যন্ত ১৩ই জুন জাতীয় রক্ষিবাহিনীর পরাক্রম চূর্ণ হয়ে গেল, তার কারণ এইমাত্র নয় যে রক্ষিবাহিনীকে এবার আংশিকভাবে ভেঙে দেওয়া হল আর তখন থেকে সারা ফ্রান্সে কিছুদিন বাদে বাদে এ ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তির ফলে শেষে তার মোটে কয়েকটি ভগ্নাংশমাত্র বাকি রইল। ১৩ই জুনের শোভাযাত্রা সর্বোপরি ছিল গণতন্ত্রী জাতীয় রক্ষিবাহিনীর শোভাযাত্রা। সৈন্যবাহিনীর বিপক্ষে সেদিন অবশ্য তারা অস্ত্রবহন করেনি, রক্ষিদলের উর্দি পরিধান করেছিল, কিন্তু এই উর্দিটাই ছিল তাদের কবচ। সৈন্যরা নিশ্চিত বুঝল যে এই উর্দি অন্য যে কোন পশমের বস্ত্রখণ্ড থেকে পৃথক কিছু নয়। যাদু কেটে গেল। ১৮৪৮-এর জুন মাসে বুর্জোয়া এবং পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী জাতীয় রক্ষিবাহিনীরূপে প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল; ১৮৪৯ সালের ১৩ই জুন বুর্জোয়া শ্রেণী পেটি বুর্জোয়া জাতীয় রক্ষিবাহিনীকে সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ছত্রভঙ্গ হতে দিল; ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর বুর্জোয়া শ্রেণীর জাতীয় রক্ষিবাহিনী অদৃশ্য হল, এবং বোনাপার্ট অতঃপর তা ভেঙে দেবার নির্দেশপত্রে স্বাক্ষর দিয়ে সেই সত্যটাকে বিধিবদ্ধ করলেন মাত্র। এইভাবে বুর্জোয়া শ্রেণী স্বহস্তে সৈন্যদের বিরুদ্ধে তার শেষ অস্ত্রটি ভেঙে দিয়েছিল, কিন্তু ভাঙতে হয়েছিল এমন সময়ে ঠিক যখন পেটি বুর্জোয়ারা আর সামন্ত প্রজার মতো প্রভুর পিছনে নয়, দাঁড়িয়েছে তার সামনে বিদ্রোহীরূপে। আবার সাধারণভাবে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার সমস্ত উপায় বুর্জোয়া শ্রেণী স্বহস্তেই ধ্বংস করতে বাধ্য হয় যে মুহূর্তে সে নিজে হয়ে ওঠে স্বৈরশাসক।

ইতিমধ্যে, ১৮৪৮ সালে যে ক্ষমতা হস্তচ্যুত বলে মনে হবার পর ১৮৪৯ সালে বন্ধনহীন অবস্থায় আবার ফিরে আসে, শৃঙ্খলা পার্টি সেই ক্ষমতা পুনরধিকারের উৎসব চালাল। উৎসব চালাল প্রজাতন্ত্র এবং সংবিধানের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ, তাদের নিজেদের নেতাদের করা বিপ্লব সমেত ভবিষ্যৎ, বর্তমান এবং অতীতের সমস্ত বিপ্লবের প্রতি অভিসম্পাত বৃষ্টি করে আর সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, সংগঠনের অধিকার হরণ, এবং জরুরী অবস্থাকে স্বাভাবিক ব্যবস্থারূপে বিধিবদ্ধ করার মতো আইনপ্রণয়নের সাহায্যে। আগস্টের মধ্যভাগ থেকে অক্টোবরের মধ্যভাগ পর্যন্ত এরপর জাতীয় সভা মুলতবি রইল, তার অনুপস্থিতির সময়টুকুর জন্য একটি স্থায়ী কমিশন গঠন করে দিয়ে গেল। এই বিরতির সময়ে লেজিটিমিস্টরা এম্‌স্‌-এর সঙ্গে, অর্লিয়ান্সীরা ক্লেরমোঁর সঙ্গে চক্রান্ত চালাতে থাকে, আর বোনাপার্ট চালালেন রাজকীয় সফর দিয়ে, এবং জেলা কাউন্সিলগুলি চালাল সংবিধান সংশোধনের আলোচনা মারফত। জাতীয় সভার মাঝে মাঝে বিরতির সময়ে এ সব ব্যাপার নিয়মিত ঘটে থাকে, প্রকৃত ঘটনার পর্যায়ে উঠলেই

যা আলোচ্য। এইখানে একটি কথামাত্র যোগ করা যায়, শৃংখলা পার্টি যখন তার রাজতন্ত্রী অংশদ্বয়ে বিভক্ত হয়ে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তাদের পরস্পর-বিরোধী আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করে সর্বসাধারণের অশ্রদ্ধা অর্জন করছিল, তখন জাতীয় সভার পক্ষে বেশ কিছুদিনের মতো যবনিকার অন্তরালে প্রস্থান করে প্রজাতন্ত্রের শীর্ষদেশে দ্রষ্টব্য হিসাবে লুই বোনাপার্টের একক যদিচ শোচনীয় মূর্তিকে রেখে যাওয়া বুদ্ধির কাজ হয়নি। যতই এইসব বিরতির সময়ে **পার্লামেন্টের** গোলমেলে কলরব থেমে গিয়ে তার দেহ যেন জাতিদেহে মিশে যেত, ততই নিঃসন্দেহে পরিষ্কার হয়ে উঠতে থাকল যে এই প্রজাতন্ত্রের আসল রূপটি সম্পূর্ণ করতে শুধু একটি জিনিসই বাকি: **পূর্বোক্তের** বিরতি চিরস্থায়ী করা এবং **শেষোক্তের** মূলমন্ত্র মুক্তি-সাম্য-ভ্রাতৃত্বের স্থানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা: পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ বাহিনী!

৪

১৮৪৯ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যভাগে জাতীয় সভার আবার অধিবেশন হল। ১লা নভেম্বর একটি বাণীতে বারো-ফালু মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে একটি নতুন মন্ত্রিসভা গঠন ঘোষণা করে বোনাপার্ট সভাকে সচকিত করলেন। বোনাপার্ট তাঁর মন্ত্রীদের যেভাবে বরখাস্ত করলেন তেমন অম্লানবদনে কেউ নিজের তাঁবেদারদের কোনদিন বরখাস্ত করেনি। জাতীয় সভার উদ্দেশে পদাঘাত আপাতত দেওয়া হল বারো কোম্পানিকে।

আমরা দেখেছি বারো মন্ত্রিসভা ছিল লেজিটিমিস্ট ও অর্লিয়ান্সীদের নিয়ে গঠিত, শৃংখলা পার্টির মন্ত্রিসভা। প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান সভার বিলুপ্তি, রোম অভিযানের ব্যবস্থা এবং গণতান্ত্রিক দলের উচ্ছেদ সম্ভব করার জন্য বোনাপার্টের দরকার ছিল এই মন্ত্রিসভার। এই মন্ত্রিসভার আড়ালে তিনি নিজেকে যেন আপাতদৃষ্টিতে মুছে দিয়েছিলেন, শৃংখলা পার্টির হাতে সরকারী ক্ষমতা সমর্পণ করে লুই ফিলিপের আমলে এক দায়িত্বশীল পত্রিকা-সম্পাদক যে বিনয়ী-ভূমিকার মুখোস ধারণ করেছিলেন—সেই খড়ের মানুষের মুখোসটি পরেন তিনি। সে মুখোস যখন মুখ ঢেকে রাখার মতো হাল্কা আবরণের বদলে মুখ দেখানো অসম্ভব হয়ে ওঠে এমন একটি লৌহ মুখোসে পরিণত হল, তখন তিনি তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। প্রজাতান্ত্রিক জাতীয় সভাকে শৃংখলা পার্টির নামে বজ্রাঘাত করার জন্য তিনি বারো মন্ত্রিসভাকে নিযুক্ত করেছিলেন; আর তাকে বরখাস্ত করলেন সেই পার্টির জাতীয় সভাকে অগ্রাহ্য করে স্বাধীনভাবে নিজের নাম জাহির করার জন্য।

মন্ত্রীদের পদচ্যুতির আপাতগ্রাহ্য অজুহাতের অভাব ছিল না। জাতীয় সভার পাশাপাশি প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতিও একটা ক্ষমতা বলে প্রতিভাত হোক — এটুকু সৌজন্য প্রদর্শনেও বারো মন্ত্রিসভা অবহেলা করে। জাতীয় সভার বিরতিকালে বোনাপার্ট এদগার নে-র উদ্দেশে একটি পত্র প্রকাশ করলেন, পোপের অনুদার মনোভাব সম্বন্ধে তাঁর বিরাগ যেন এই পত্রে ফুটে উঠল, ঠিক যে ভাবে সংবিধান সভার বিরোধিতা করে তিনি রোম প্রজাতন্ত্র আক্রমণের জন্য উদিনোকে প্রশংসা করে একটি চিঠি প্রকাশ করেছিলেন। জাতীয় সভা এবার যখন রোম অভিযানের ব্যয় মঞ্জুর করল, তখন ভিক্তর হুগো তথাকথিত উদারনীতি হেতু এই পত্রের আলোচনা তুললেন। শৃংখলা পার্টি অবজ্ঞাসূচক অবিশ্বাসের চীৎকারে বোনাপার্টের মতামতের যে কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব থাকতে পারে, এই ধারণাটাকেই উড়িয়ে দিল। একজন মন্ত্রীও তাঁর সমর্থনে অগ্রসর হলেন না। আর একবার বারো তাঁর সুবিদিত ফাঁপা বাগাড়ম্বরে মঞ্চ থেকে রোষবাক্য বর্ষণ করে বসেছিলেন 'জঘন্য চক্রান্ত' নিয়ে, যা তাঁর মতে চলছিল রাষ্ট্রপতির নিকটতম পার্শ্বচরদের মধ্যে। পরিশেষে, মন্ত্রিসভা যখন জাতীয় সভার নিকট অর্লিয়ান্সের ডাচেস-এর জন্য বৈধব্য ভাতা আদায় করে নেয়, তখন রাষ্ট্রপতির জন্য অনুমোদিত ব্যয় বাড়াবার সব প্রস্তাব তারা প্রত্যাখ্যান করে। আর বোনাপার্টের মধ্যে সাম্রাজ্যের দাবিদার ও ভাগ্যহীন বেপরোয়া ব্যক্তি—এই দুজনে এত ঘনিষ্ঠভাবে মিলে ছিল যে, তাঁকে সাম্রাজ্য ফিরিয়ে আনতে হবে, এই মহৎ চিন্তার সঙ্গে সর্বদাই ছিল পরিপূরক অপর এক এই মহৎ চিন্তা যে ফরাসী জাতির জীবনের ব্রতই হল তাঁর ঋণশোধ।

বারো-ফালু মন্ত্রিসভা ছিল বোনাপার্টের সৃষ্ট প্রথম ও শেষ **পার্লামেণ্টীয় মন্ত্রিসভা**। সুতরাং তার পদচ্যুতি হল একটি নির্ধারক মোড়। এর সঙ্গে সঙ্গে পার্লামেণ্টীয় আমল বজায় রাখার পক্ষে যে পদটি অপরিহার্য সেই কার্যনির্বাহক শক্তির হাতলটি চিরকালের মতো শৃংখলা পার্টির হাত থেকে বেরিয়ে গেল। এই কথাটি স্বতঃসিদ্ধ যে ফ্রান্সের মতো দেশে, যেখানে অধস্তন পাঁচ লক্ষাধিক কর্মচারীর একটি বাহিনী হাতে থাকায় কার্যনির্বাহক শক্তি স্বার্থ ও জীবিকার একটি বিরাট পরিমাণকে অনবরত একান্তরূপে নির্ভরশীল করে রাখে; রাষ্ট্র যেখানে সামাজিক জীবনের পূর্ণতম প্রকাশ থেকে সামান্যতম প্রাণস্পন্দন পর্যন্ত, অস্তিত্বের অতি ব্যাপকতম ধরন থেকে ব্যক্তি বিশেষের তুচ্ছ ব্যক্তিগত জীবন পর্যন্ত সর্বস্তরে নাগরিক সমাজকে পাশবদ্ধ করে, তার উপর প্রভুত্ব ও নিয়ন্ত্রণ করে, তার তদারক ও শিক্ষার ভার নিয়ে থাকে; অতি অসাধারণ কেন্দ্রীকরণের ফলে যেখানে এই পরগাছা সংস্থাটি এমন সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ হয়ে উঠে, এমন ক্ষিপ্রতর চলৎশক্তি এবং স্থিতিস্থাপকতা অর্জন করে, যে তার পরিপূরণ হয় কেবল বাস্তব সমাজদেহটার নিরুপায় নির্ভরতা ও শিথিল নিরাকার দিয়ে, — একথা স্বতঃসিদ্ধ যে এহেন দেশে জাতীয় সভা মন্ত্রিপদগুলির উপরে কর্তৃত্ব

হারানো মাত্র তার সমস্ত প্রকৃত প্রভাব হারিয়ে বসবে, যদি না সে সেইসঙ্গে রাষ্ট্রশাসনকে সরলতর করে আনে, কর্মচারী বাহিনীকে যথাসম্ভব কমিয়ে আনে, আর শেষ কথা, সরকারী শক্তি থেকে স্বাধীনভাবে সমাজ ও জনমতকে নিজ নিজ সংস্থা সৃষ্টির অধিকার যদি না দেয়। কিন্তু অসংখ্য শাখাপ্রশাখা সহ এই সুবিস্তৃত রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যেই তো ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণীর **বৈষয়িক স্বার্থ** নিবিড়তম বন্ধনে জড়িয়ে আছে। এরই মধ্যে তারা নিজেদের অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য কর্মসংস্থান করে থাকে, এবং মুনাফা, সুদ, খাজনা ও নানাবিধ দক্ষিণার রূপে যেটুকু গ্রাস করা যায় না সরকারী মাহিনার আকারে তাই লাভ করে। পক্ষান্তরে, তাদের **রাজনৈতিক স্বার্থ** তাদের বাধ্য করছে নিপীড়নের উপায়গুলিকে, এবং সুতরাং রাষ্ট্রশক্তির সামর্থ্য ও জনবল প্রত্যহ বাড়িয়ে চলতে এবং সেইসঙ্গে জনমতের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই চালিয়ে সামাজিক আন্দোলনের যে স্বাধীন সংস্থাগুলিকে একেবারে কেটে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়, সন্দিগ্ধচিত্তে তাদের অঙ্গচ্ছেদ করতে, তাদের পঙ্গু করে ফেলতে। এইভাবে ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী স্বার্থ তাদের বাধ্য করেছিল একদিকে সকল পার্লামেণ্টীয় ক্ষমতা এবং সেইহেতু তাদের নিজস্ব ক্ষমতার মূল শর্ত সমূহের উচ্ছেদ সাধন করতে, এবং অন্যদিকে তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন কার্যনির্বাহক শক্তিটাকেই অদম্য করে তুলতে।

নবগঠিত মন্ত্রিসভাকে বলা হয় দ'অপুল মন্ত্রিসভা। জেনারেল দ'অপুল প্রধানমন্ত্রীর পদ পেলেন সে অর্থে নয়। বারো-র অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে বরং বোনাপার্ট এই মর্যাদাসম্পন্ন পদটি বাতিল করলেন; বাস্তবিকই এই পদ প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতিকে নিয়মতান্ত্রিক রাজার আইনত অকিঞ্চিৎকর পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছিল, তা আবার এমনই নিয়মতান্ত্রিক রাজা যার সিংহাসন, রাজমুকুট, রাজদণ্ড অথবা তরবারি নেই, দায়িত্বহীনতার সুবিধা কিম্বা উচ্চতম রাষ্ট্রীয় সম্মানের অচ্ছেদ্য অধিকার নেই, এবং চরম অসুবিধার কথা, অনুমোদিত ব্যয় তালিকাটাও নেই। দ'অপুল মন্ত্রিসভাতে পার্লামেণ্টীয় প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সদস্য একজনই ছিলেন, মহাজন **ফুল্দ**, অর্থজগতের উচ্চস্তরের সবচেয়ে কুখ্যাত ব্যক্তিদের অন্যতম। তাঁর ভাগে পড়ল অর্থদপ্তর। প্যারিস **ব্যুর্জের** শেয়ার দর লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ১৮৪৯ সালের ১লা নভেম্বর থেকে বোনাপার্টিস্ট স্টকের উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী সিকিউরিটিরও দাম উঠছে পড়ছে। **ব্যুর্জের** ভেতর এইভাবে মিত্র জোগাড় করার সঙ্গে সঙ্গে বোনাপার্ট প্যারিসের পুলিশ কর্তার পদে কার্লিয়েকে নিযুক্ত করে পুলিশ বাহিনীকে হস্তগত করে নিলেন।

অবশ্য কালক্রমেই শুধু এই মন্ত্রিবদলের ফলাফল স্পষ্ট হয়ে উঠতে পেরেছিল। প্রথমটা বোনাপার্ট এক পা এগুলেন যেন শুধু এই জন্য যাতে পরে বেশ লক্ষণীয়ভাবে পশ্চাদপসারণে বাধ্য হন। তাঁর রুক্ষ বাণীর পরেই এল জাতীয় সভার প্রতি আনুগত্যের একটি একান্ত দাসোচিত ঘোষণা। যতবার মন্ত্রীরা তাঁর ব্যক্তিগত খেয়ালকে প্রস্তাবিত

আইনের আকারে উপস্থিত করার চেষ্টা করলেন, ততবারই মনে হল যেন তাঁরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও অবস্থাগতিকে বাধ্য হয়ে এক হাস্যকর দায়িত্বপালনে প্রবৃত্ত হয়েছেন যার অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতা সম্পর্কে তাঁরা আগেই নিশ্চিত। যতবার বোনাপার্ট মন্ত্রীদের অজ্ঞাতসারে নিজস্ব অভিপ্রায় ফাঁস করে দিয়ে তাঁর 'নেপোলিয়নীয় ধারণা' নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন, ততবার তাঁর মন্ত্রীরাই জাতীয় সভার মঞ্চ থেকে তাকে অস্বীকার করলেন। তাঁর জবরদখলী বাসনা যেন উচ্চারিত হল কেবল এই জন্য যাতে তাঁর শত্রুদের কুটিল হাসি স্তব্ধ না হয়। তিনি আচরণ করতে লাগলেন এক অবহেলিত প্রতিভাধরের মতো, যাকে সারা পৃথিবী নির্বোধ বলে ভাবছে। এই সময়ে সমস্ত শ্রেণীর অবজ্ঞা তিনি যে পরিমাণে লাভ করলেন এমন আর কোনোদিন হয়নি। বুর্জোয়া শ্রেণী আর কোনোদিন এত অখণ্ড প্রতাপে শাসন করেনি, আধিপত্যের চিহ্নগুলি এত সদম্ভে ফুটিয়ে তোলেনি।

এদের আইনপ্রণয়নী কার্যকলাপের ইতিহাস এখানে লেখার প্রয়োজন দেখি না, এই সময়ের দুটি মাত্র আইনে তার সারাংশ পাওয়া যাবে: **মদ্যকরের** পুনঃপ্রবর্তন এবং একটি **শিক্ষা আইন** যার উদ্দেশ্য ছিল ধর্মের প্রতি অনাস্থা দমন। এতে মদ্যপান ফরাসীদের পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠলেও সৎ জীবনের বারি তারা অধিকতর পরিমাণে পেতে লাগল। মদ্যকর আইনে যদি বুর্জোয়া শ্রেণী ফরাসীদের পুরাতন ঘৃণ্য কর-ব্যবস্থাকে অলঙ্ঘনীয় ঘোষণা করে থাকে, তবে শিক্ষা আইনের মারফৎ চেষ্টা হল জনসাধারণের মধ্যে সেই কর-ব্যবস্থা মেনে নেবার উপযোগী সাবেকী মনোবৃত্তি নিশ্চিত করার। অর্লিয়ান্সী, উদারপন্থী বুর্জোয়ারা, ভল্টেয়ারবাদ এবং পাঁচমিশালী দর্শনের পুরাতন মন্ত্রশিষ্যরা কী ভাবে তাদের বংশানুক্রমিক শত্রু জেসুইটদের হাতে ফরাসী মানসের তত্ত্বাবধান ছেড়ে দিল দেখলে চমৎকৃত হতে হয়। কিন্তু রাজসিংহাসনের দাবিদার নিয়ে অর্লিয়ান্সী এবং লেজিটিমিস্টরা যতই পৃথক হয়ে যাক, এটা তারা বুঝেছিল যে তাদের যুগ্মশাসনকে নিরাপদ করতে হলে উভয় যুগের দমন-নীতির উপায়গুলিকে একত্র করতে হবে, জুলাই রাজতন্ত্রের দমন ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ ও শক্তিশালী করতে হবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা পর্বের দমন ব্যবস্থা দিয়ে।

কৃষক শ্রেণী সমস্ত আশাভঙ্গের পরে একদিকে শস্যমূল্যের নিম্নহারে এবং অন্যদিকে কর ও মর্গেজ ঋণের ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু ভারে আরো নিষ্পেষিত হয়ে জেলাতে জেলাতে চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগল। প্রত্যুত্তরে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে একটি অভিযান করে তাদের পুরোহিতদের অধীনে আনা হল, পৌরপ্রধানদের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযানে তাদের জেলাশাসকদের (prefects) অধীনে আনা হল এবং একটি গুপ্তচর ব্যবস্থার অধীনে আনা হল সকলকেই। প্যারিস ও বড় বড় শহরগুলিতে প্রতিক্রিয়ার মূর্তিটা যুগোচিত ছিল এবং আঘাতের তুলনায় আস্ফালনই ছিল তার বেশী। গ্রামাঞ্চলে তার চেহারা

দাঁড়াল মূঢ়, স্থূল, নীচ, একঘেয়ে ও বিরক্তিকর — এক কথায় **সশস্ত্র পুলিশ**। তিন বৎসর ব্যাপী এই পুলিশের শাসন পুরোহিতের কর্তৃত্ব দিয়ে পুণ্যাভিষিক্ত হয়ে যে অপরিণত জনতাকে ভগ্নোদ্যম করে ফেলবে, সেকথা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

জাতীয় সভার মঞ্চে সংখ্যালঘু দলের প্রতি শৃঙ্খলা পার্টি যতই আবেগ ও বাক্যচ্ছটার ব্যবহার করে থাকুক, তাদের বক্তব্য কিন্তু ছিল ঠিক সেই খ্রীষ্টানদের মতোই একশাব্দিক, যাদের উক্তি শুধু: হ্যাঁ, হ্যাঁ; না, না! যেমন সংবাদপত্রে তেমনি বক্তৃতামঞ্চেও একশাব্দিক। উত্তর জানা আছে এমন ধাঁধার মতো নীরস। প্রশ্নটা আবেদন প্রেরণের অধিকার হোক কিংবা মদ্য-করই হোক, মুদ্রণের স্বাধীনতা অথবা অবাধ বাণিজ্য, ক্লাব, অথবা মিউনিসিপাল সনদ, ব্যক্তি স্বাধীনতার সংরক্ষণ কিংবা রাষ্ট্রীয় বাজেটের নিয়ন্ত্রণ যাই হোক, প্রতিক্ষেত্রেই বারবার একই ধ্বনি ক্রমাগত ধ্বনিত, সর্বদাই এক বক্তব্য, রায় সদা প্রস্তুত এবং অনিবার্যভাবে তা হল: '**সমাজতন্ত্র**।' এমন কি বুর্জোয়া উদারনীতিকে পর্যন্ত **সমাজতান্ত্রিক** বলে ঘোষণা করা হল, বুর্জোয়া জ্ঞানান্বেষণও সমাজতান্ত্রিক, বুর্জোয়া অর্থনৈতিক সংস্কারও সমাজতান্ত্রিক। যেখানে খাল রয়েছে সেখানে রেলপথ নির্মাণ সমাজতান্ত্রিক, এবং কিরীচাঘাতের প্রত্যুত্তরে লাঠি হাতে আত্মরক্ষাও সমাজতন্ত্র।

এটা কেবলমাত্র ভাষার অলঙ্কার, ফ্যাশন বা পার্টির কৌশল নয়। বুর্জোয়া শ্রেণীর এই কথা বোঝার মতো সত্য অন্তর্দৃষ্টি ছিল যে, সামন্ত ব্যবস্থার বিপক্ষে নির্মিত তাদের সমস্ত অস্ত্রের সূচীমুখ এখন তাদেরই বিরুদ্ধে ঘুরেছে, শিক্ষার যত উপায় তারা গড়েছিল তা এখন তাদেরই নিজস্ব সভ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, এবং যে দেবতাদের তারা সৃষ্টি করেছিল তারা সবাই তাদের ত্যাগ করেছে। তারা বুঝেছিল যে সমস্ত তথাকথিত বুর্জোয়া স্বাধীনতা ও প্রগতি সংস্থা তারই **শ্রেণী-শাসনকে** তার সামাজিক ভিত্তিমূলে এবং রাজনৈতিক শীর্ষদেশে যুগপৎ আক্রমণ করে বিপন্ন করছে; অতএব সে সবকিছুই এখন '**সমাজতান্ত্রিক**' হয়ে পড়েছে। এই বিপদ এবং আক্রমণের মধ্যে তারা সমাজতন্ত্রের রহস্যটা ঠিকই ধরেছিল, তথাকথিত সমাজতন্ত্র যতটা আত্মবিচার করতে পারে তার চেয়ে অনেক সঠিকভাবে সমাজতন্ত্রের তাৎপর্য এবং প্রবণতার বিচার করতে পারে এরা। তথাকথিত সমাজতন্ত্রীরা তাই বুঝতেই পারে না, তারা মানবজাতির দুঃখে ভাবাকুল বিলাপ করুক অথবা ভবিষ্যতের স্বর্গরাজ্য এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে খ্রীষ্টানসুলভ ভবিষ্যদ্বাণীর আশ্রয় নিক, মন, শিক্ষা বা মুক্তি সম্পর্কে মানবতাধর্মী বচন বিলাক, অথবা তত্ত্বব্যাগিশের মতো সর্বশ্রেণীর মিলমিশ ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত এক ব্যবস্থা বানিয়েই তুলুক, তা সত্ত্বেও বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের প্রতি এত হৃদয়হীন কঠোর কেন। তবু বুর্জোয়া শ্রেণী যেটা ধরতে পারেনি তা হল এই যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত যে তারই **নিজস্ব পার্লামেণ্টীয় আমল** সাধারণভাবে তার **রাজনৈতিক শাসন** আধিপত্য এইবারে **সমাজতান্ত্রিক** বলে নিন্দার ঢালাও ফতোয়া পেতে বাধ্য। যতদিন

বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন সম্পূর্ণ সংগঠিত হয়নি, যতদিন তা বিশুদ্ধ রাজনৈতিক অভিব্যক্তি লাভ করেনি, ততদিন অন্যান্য শ্রেণীর বৈরিতাও তেমনই বিশুদ্ধরূপে দেখা দিতে পারেনি, এবং দেখা দিলেও রাষ্ট্র-ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিটি লড়াই যাতে পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণত হয়, সেই বিপজ্জনক মূর্তি নিতে পারেনি। সমাজ জীবনে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য দেখলে যাদের মনে হয় 'শান্তি' বিপন্ন, তারা কী করে সমাজের শীর্ষস্থানে একটি **অশান্তির রাজত্ব**, তাদের নিজ রাজত্ব, **পার্লামেণ্টীয় রাজত্ব** বজায় রাখতে চাইতে পারে, যে রাজত্ব তাদের জনৈক মুখপাত্রের ভাষায় সংগ্রামের মধ্যে এবং সংগ্রাম করেই বেঁচে থাকছে? পার্লামেণ্টীয় ব্যবস্থা বেঁচে থাকে আলোচনার উপরে; তাহলে কী করে তা আলোচনা নিষিদ্ধ করবে? প্রতিটি স্বার্থ, প্রতিটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এখানে সাধারণ ধারণায় রূপায়িত হয়ে থাকে, ধারণা হিসাবেই তা নিয়ে বিতর্ক চলে; তাহলে কোনও বিশেষ স্বার্থ অথবা প্রতিষ্ঠান কী উপায়ে এখানে চিন্তার ঊর্ধ্বে থাকতে, অলঙ্ঘ্য বিশ্বাস রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে? সভামঞ্চে বক্তাদের বাক্‌যুদ্ধ খবরের কাগজের মসিজীবীদের লড়াই জাগিয়ে তোলে; পার্লামেণ্টের বিতর্ক-সভার পরিপূরক রূপে আবশ্যিকভাবেই আসে সালোঁ ও সরাইখানার বিতর্ক ক্লাব; যে প্রতিনিধিরা নিয়ত জনমতের দরবারে আবেদন জানায়, তারা আবেদনপত্রের মাধ্যমে মনোবাঞ্ছা প্রকাশের অধিকারও দিয়ে বসে জনমতকে। পার্লামেণ্টীয় ব্যবস্থা সংখ্যাধিকের নির্ধারণের উপরেই সমস্ত ছেড়ে দিয়েছে; পার্লামেণ্টের বাইরে বৃহৎ সংখ্যাগুরু জনসমষ্টি তাহলে নির্ধারণ করতে চাইবে না কেন? রাষ্ট্রের চূড়ায় বসে বেহালা বাজালে নিচের লোকেরাও যে নাচবে, এ ছাড়া আর কী-ই বা আশা করা যায়?

আগে **উদারনীতিক** বলে যার গুণকীর্তন করেছিল, এখন তাকেই আবার **সমাজতান্ত্রিক** বলে নিন্দিত করে বুর্জোয়া শ্রেণী স্বীকার করছে যে, নিজেরই স্বার্থে তার প্রয়োজন তার **স্বীয় শাসনের** বিপদ থেকে অব্যাহতি; দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হলে প্রথমেই তার বুর্জোয়া পার্লামেণ্টকে চিরশান্তি দিতে হবে; তার সামাজিক ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই তার রাজনৈতিক ক্ষমতা ভেঙে দেওয়া প্রয়োজন; বুর্জোয়ারা ব্যক্তি হিসাবে অন্যান্য শ্রেণীকে শোষণ এবং নিরুপদ্রবে সম্পত্তি, পরিবার ধর্ম, শৃঙ্খলা উপভোগ করে যেতে পারে একমাত্র এই শর্তে যে অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে তাদের শ্রেণীকেও সমান রাজনৈতিক শূন্যতার অভিশাপ বহন করতে হবে; টাকার থলি বাঁচাতে হলে রাজমুকুট ছাড়তে হবে এবং যে তরবারি তার রক্ষক তাকেই আবার ডামোক্লিসের খড়্গের মতো তার নিজেরই মাথার উপরে ঝুলিয়ে রাখতে হবে।

সাধারণ নাগরিক স্বার্থের ক্ষেত্রে জাতীয় সভা তার বন্ধ্যাত্ব এত প্রমাণ করল যে উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ১৮৫০ সালের শীতকালে প্যারিস-আভিনোঁ রেলপথ সম্বন্ধে যে আলোচনার সূত্রপাত হয়, ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর তারিখেও তা নিষ্পত্তির মতো

পরিণত অবস্থায় আসেনি। দমননীতি অথবা প্রতিক্রিয়ার পথে যেখানে যাওয়া হয়নি সেইখানেই সভা যেন অনারোগ্য বন্ধ্যাত্বের প্রকোপে পড়েছিল।

বোনাপার্টের মন্ত্রিসভা যখন আংশিকভাবে শৃঙ্খলা পার্টির মনোভাব থেকেই আইন-প্রণয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করল, এবং আংশিকভাবে আবার সেই আইনের প্রয়োগ এবং পরিচালনায় শৃঙ্খলা পার্টির রূঢ়তাকেও অতিক্রম করে গেল, স্বয়ং বোনাপার্ট তখন শিশুসুলভ নির্বোধ প্রস্তাব উপস্থিত করে জনপ্রিয়তা অর্জন ও জাতীয় সভার প্রতি তাঁর বিরুদ্ধতা প্রকাশের চেষ্টা করলেন, ইঙ্গিতও করলেন যে এমন গুপ্ত ভান্ডার আছে যার গোপন রত্নসম্ভার যেন নিতান্ত সাময়িকভাবে ফরাসী জনগণের ব্যবহারে আসতে পারছে না। কমিশনহীন অফিসারদের দৈনিক চার সু হারে বেতনবৃদ্ধিটা এই ধরনের এক প্রস্তাব। শ্রমিকদের জন্য একটি সম্মানী ঋণ ব্যাংকের প্রস্তাবটাও এমনি এক প্রস্তাব। দান হিসাবে টাকা এবং ঋণ হিসাবে টাকা — এই ধরনের সম্ভাবনা দেখিয়েই তিনি জনগণকে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিলেন। দান ও ঋণ — উচ্চ-নীচ সর্বস্তরের লুম্পেনপ্রলেতারিয়েতের অর্থবিজ্ঞান এতেই সীমাবদ্ধ। বোনাপার্ট শুধু এই জাতীয় কলকাঠি নাড়তেই জানতেন। জনগণের নির্বুদ্ধিতা নিয়ে এমন নির্বোধের মতো ফাটকা আর কোন দাবিদার কখনো খেলেনি।

জাতীয় সভার ঘাড় ভেঙে জনপ্রিয়তা অর্জনের এই সন্দেহাতীত চেষ্টা দেখে, এবং ঋণভারের অংকুশ যাকে অগ্রগমনে বাধ্য করছে অথচ কোনোপ্রকার প্রতিষ্ঠিত সুনাম যাকে নিরস্ত করছে না এহেন এক ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তির পক্ষ থেকে মরীয়া কুদেতার ক্রমবর্ধমান আশঙ্কায় জাতীয় সভা বারবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। শৃঙ্খলা পার্টি এবং রাষ্ট্রপতির বিরোধ যথেষ্ট ভয়াবহ আকার ধারণ করল, এমন সময় হঠাৎ এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা আবার তাঁকে অনুতপ্তচিত্তে তাদের ক্রোড়ে এনে ফেলল। **১৮৫০ সালের ১০ই মার্চের উপনির্বাচনের** কথাই আমরা বলছি। ১৩ই জুনের পরে কিছু প্রতিনিধির কারাদণ্ড অথবা নির্বাসনের ফলে যে আসনগুলি শূন্য হয়েছিল সেইগুলি পূর্ণ করার জন্য এই নির্বাচন হয়। প্যারিস কেবলমাত্র সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক প্রার্থীদেরই নির্বাচন করল। এমন কি, ১৮৪৮-এর জুনের এক বিদ্রোহী, দ্য ফ্লত-এর পক্ষেই তার অধিকাংশ ভোট সে কেন্দ্রীভূত করল। এইভাবে শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে মিত্রতায় আবদ্ধ প্যারিসের পেটি বুর্জোয়ারা ১৮৪৯ সালের ১৩ই জুনের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়। মনে হল তারা যেন বিপদের মুহূর্তে রণক্ষেত্র ত্যাগ করে গিয়েছিল কেবল ভবিষ্যতে অধিকতর শুভ কোনো পরিস্থিতিতে অধিকসংখ্যক সৈন্যসমেত ও অধিকতর সাহসী রণধ্বনি নিয়ে ফিরে আসার জন্যই। নির্বাচনে এই জয়লাভ থেকে উদিত বিপদ যেন বেড়ে গেল আর একটি ঘটনায়। প্যারিসে সৈন্যরা জুনের এই বিদ্রোহীকে ভোট দিল বোনাপার্টের অন্যতম মন্ত্রী লা ইতের বিপক্ষে, এবং জেলাগুলিতে তারা ভোট দিল

প্রধানত ‘পর্বতের’ প্রার্থীদের — প্যারিসের মতো চূড়ান্তভাবে না হলেও, জেলাগুলোতেও তাদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ‘পর্বত’ দল প্রাধান্য রক্ষা করতে পারল।

বোনাপার্ট দেখলেন বিপ্লব হঠাৎ আবার তাঁর সমুখে এসেছে। ১৮৪৯ সালের ২৯শে জানুয়ারির মতো, ১৮৪৯-এর ১৩ই জুনের মতো, ১৮৫০ সালের ১০ই মার্চেও তিনি শৃঙ্খলা পার্টির আড়ালে অদৃশ্য হলেন। তিনি আভূমি প্রণত হলেন, কাপুরুষের মতো ক্ষমাভিক্ষা করলেন, পার্লামেন্টের সংখ্যাগুরু দলের নির্দেশক্রমে তাদের মনঃপূত যে-কোনো মন্ত্রিসভা নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিলেন, এমন কি তিনি অর্লিয়ান্সী ও লেজিটিমিস্টদের নেতাদের — তিয়ের, বেরিয়ে, ব্রলি, মলেদের, সংক্ষেপে তথাকথিত বুর্জোয়া বুর্গ্রেভদের রাষ্ট্রের হাল ধরতেই মিনতি জানালেন। এই যে সুযোগ আর কখনো আসবে না, তার সদ্ব্যবহার করতে শৃঙ্খলা পার্টি পারেনি। সাহসের সঙ্গে প্রস্তাবিত ক্ষমতা অধিকার দূরে থাক, তারা ১লা নভেম্বরে বিতাড়িত মন্ত্রিসভার পুনর্নিয়োগে পর্যন্ত বোনাপার্টকে বাধ্য করল না; তারা সন্তুষ্ট রইল মার্জনা দ্বারা তাঁকে লাঞ্ছিত, এবং দ’অপুল মন্ত্রিসভায় শ্রীযুক্ত **বারোশকে** সংযুক্ত করেই। সরকারী অভিশংসক হিসাবে এই বারোশ ব্যুর্জের হাই কোর্টে ঝড় তুলেছিলেন, প্রথমে ১৫ই মে-র বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে, দ্বিতীয়বার ১৩ই জুনের গণতন্ত্রীদের বিপক্ষে আর উভয়ক্ষেত্রেই জাতীয় সভার জীবন নাশ প্রচেষ্টার অভিযোগে। বোনাপার্টের অন্য কোন মন্ত্রী পরবর্তীকালে জাতীয় সভার অবমাননায় এ’র চেয়ে বেশি ভূমিকা নেননি, এবং ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বরের পর আবার আমরা এ’কে দেখতে পাই চড়া বেতনে আরামের আসনে প্রতিষ্ঠিত সেনেটের সহ-সভাপতিরূপে। বিপ্লবীদের ঝোলে তিনি থুথু ফেলেছিলেন যাতে বোনাপার্ট তাই লেহন করে নিতে পারেন।

সোশ্যাল-ডেমোক্রাট পার্টিকে দেখে মনে হল যেন তারা নিজেদের জয়লাভ সম্পর্কে আবার সন্দেহসৃষ্টি করে তার তাৎপর্য ভোঁতা করে ফেলার উপযুক্ত অছিলারই সন্ধান করছে। প্যারিসের নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের অন্যতম ভিদাল একই সঙ্গে স্ত্রাসবুর্গে নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্যারিসের আসনটি ত্যাগ করে স্ত্রাসবুর্গের আসন গ্রহণ করতে তাঁকে রাজী করা হল। এইভাবে নির্বাচনে জয়লাভটাকে চূড়ান্ত না করে তুলে এবং তাতে করে অবিলম্বে পার্লামেন্টে শৃঙ্খলা পার্টিকে দ্বন্দ্বে নামতে বাধ্য না করে, জনগণের উৎসাহের এবং সৈন্যবাহিনীর আনুকূল্যের এই মুহূর্তে এইভাবে প্রতিপক্ষকে লড়াই করতে বাধ্য করার পরিবর্তে গণতান্ত্রিক পার্টি মার্চ-এপ্রিল মাসব্যাপী একটি নূতন নির্বাচনী অভিযানে প্যারিসকে ক্লান্ত করে দিল, অস্থায়ী নির্বাচনের এই পৌনঃপুনিক খেলায় জনগণের জাগ্রত উত্তেজনাকে নিভে যেতে দিল, বৈপ্লবিক উদ্যমকে পরিতৃপ্ত হতে দিল নিয়মতান্ত্রিক সাফল্যে, তুচ্ছ ঘোঁট ও ফাঁকা বক্তৃতা আর মেকি আন্দোলনে তাকে বিলীন হয়ে যেতে দিল, বুর্জোয়া শ্রেণীকে সংহতির ও প্রস্তুতির সুযোগ দিল,

এবং সর্বোপরি মার্চের নির্বাচনের তাৎপর্যকে ম্লান করে দিল এপ্রিলে এজেন স্যুর উপনির্বাচনের ভাবাকুল ভাষ্যে। এক কথায়, ১০ই মার্চকে তারা 'এপ্রিল ফুল' করে ছেড়েছিল।

পার্লামেণ্টে সংখ্যাগুরু দল তাদের প্রতিপক্ষের দুর্বলতা উপলব্ধি করল। এদের সতেরো জন বুর্গ্রেভ — আক্রমণের নেতৃত্ব ও দায়িত্ব বোনাপার্ট এদেরই উপরেই ছেড়ে দিয়েছিলেন — একটি নূতন নির্বাচন আইন প্রস্তুত করলেন, এবং শ্রীযুক্ত ফশে নিজে এই সম্মান ভিক্ষা করাতে আইন উত্থাপনের দায়িত্বটা তাঁকেই দেওয়া হল। ৮ই মে তারিখে তাঁর দ্বারা উত্থাপিত এই আইনে সর্বজনীন ভোটাধিকার বাতিল হল, নির্বাচকদের পক্ষে নির্বাচন এলাকাতে তিন বৎসর বাসের শর্ত আরোপ করা হল, এবং সবচেয়ে বড় কথা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে মালিকের সার্টিফিকেটের উপরেই নির্ভরশীল করা হল নির্দিষ্ট এলাকায় বাসের প্রমাণ।

নিয়মতান্ত্রিক নির্বাচন সংগ্রামে গণতন্ত্রীরা যেমন বৈপ্লবিক কায়দায় উত্তেজনা সৃষ্টি করে তুমুল কান্ড করেছিল, তেমনি এখন যেই অস্ত্রহাতে তাদের জয়লাভের গুরুত্ব প্রমাণের প্রয়োজন এল, অমনি তারা নিয়মতান্ত্রিক কায়দায় শৃঙ্খলা, উদাত্ত প্রশান্তি **(*calme majestueux*)** ও বৈধ কার্যক্রমের উপদেশ দিয়ে চলল — অর্থাৎ প্রতিবিপ্লবের যে ইচ্ছা নিজেকে আইন হিসাবে জাহির করছে তার কাছে অন্ধ নতিস্বীকারের। বিতর্কের সময়ে 'পর্বত' দল শৃঙ্খলা পার্টিকে লজ্জা দিল, তাদের বিপ্লবী আবেগের বিরুদ্ধে আইন মেনে চলা কূপমন্ডুকের আবেগহীন মনোভাব দেখিয়ে, আর সে পার্টিকে একেবারে ধরাশায়ী করে ফেলল এই ভয়াবহ তিরস্কারে যে তারা বিপ্লবী কায়দায় চলছে। এমন কি নব নির্বাচিত প্রতিনিধিরা পর্যন্ত শালীন ও শোভন আচরণ দিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা পেল যে তাদের নৈরাজ্যবাদী বলে ধিক্কৃত করা অথবা তাদের নির্বাচনকে বিপ্লবের জয় হিসাবে গণ্য করা কী ভয়ানক ভুল হবে। নূতন নির্বাচনী আইন গৃহীত হল ৩১শে মে। গোপনে রাষ্ট্রপতির পকেটে একটি প্রতিবাদলিপি ঢুকিয়ে দিয়ে 'পর্বত' ক্ষান্ত হল। নির্বাচনী আইনের অনুসরণ করল মুদ্রণ সংক্রান্ত আর একটি নূতন আইন, তাতে বিপ্লবী পত্রপত্রিকাগুলি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। এই ভাগ্য তাদের প্রাপ্য ছিল বলতে হবে। ***National*** ও ***La Presse*** এই দুটি বুর্জোয়া মুখপত্র এই প্লাবনের পর টিকে রইল বিপ্লবের সবচেয়ে আগুয়ান কেন্দ্র হিসাবে।

আমরা দেখলাম কী ভাবে মার্চ-এপ্রিল মাসে গণতন্ত্রী নেতারা সর্ববিধ চেষ্টা করেন প্যারিসের জনগণকে এক নকল লড়াইয়ে জড়িয়ে ফেলতে, কী ভাবে ৮ই মে-র পরে যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন তাদের প্রকৃত লড়াই থেকে বিরত করার জন্য। তাছাড়া বিস্মৃত হলে চলবে না যে ১৮৫০ সাল ছিল শিল্পগত এবং বাণিজ্যিক সাফল্যের সর্বাপেক্ষা সমুজ্জ্বল বৎসরগুলির অন্যতম, তাই প্যারিসের শ্রমিক শ্রেণীর তখন জুটেছিল পূর্ণ

কর্মসংস্থান। কিন্তু ১৮৫০ সালের ৩১শে মে তারিখের নির্বাচনী আইন তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশগ্রহণ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করল। রণক্ষেত্রের সঙ্গেই তাদের সম্পর্কটা তা ছিন্ন করে দিল। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আগে শ্রমিকরা যেমন অপাঙক্তেয় ছিল, এখন আবার তাদের সেই অবস্থায় ঠেলে ফেলা হল। এমন একটি ঘটনার সম্মুখীন হয়ে তারা গণতন্ত্রীদের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে, সাময়িক আরাম ও সুখসুবিধার জন্য নিজেদের বিপ্লবী শ্রেণী-স্বার্থ ভুলে গিয়ে বিজয়ী শক্তি হিসাবে দাঁড়াবার সম্মান বিসর্জন দিল, ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করল, প্রমাণ করে দিল যে ১৮৪৮-এর জুন মাসের পরাজয় তাদের বহু বৎসরের মতো সংগ্রামের বাইরে ঠেলে দিয়েছে, এবং আপাতত ইতিহাসের প্রক্রিয়াটা ফের চলতে থাকবে তাদের মাথার **উপর দিয়ে**। যে পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্র ১৩ই জুন চীৎকার করে উঠেছিল, 'সর্বজনীন ভোটাধিকারকে আক্রমণ করলে কিন্তু আমরা দেখিয়ে দেব,' তারা এখন নিজেদের প্রবোধ দিল এই যুক্তিতে যে, প্রতিবিপ্লবী যে আঘাত তাদের উপরে পড়ল সেটা কোন আঘাতই নয়, আর ৩১শে মে-র আইনটা আইনই নয়। ১৮৫২ সালের মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার প্রত্যেক ফরাসী নাগরিক ভোটদান কেন্দ্রে উপস্থিত হবে একহাতে ভোট ও অন্যহাতে তরবারি নিয়ে। এই ভবিষ্যদ্বাণী করেই তারা নিশ্চিন্ত থাকল। পরিশেষে সৈন্যবাহিনীর বড়কর্তারা ১৮৫০ সালের মার্চ ও এপ্রিলের নির্বাচনের জন্য সৈন্যদের শাস্তি দিলেন, ঠিক যেভাবে ১৮৪৯ সালের ২৮শে মে-র নির্বাচনের জন্য তারা শিক্ষা পেয়েছিল। এইবারে কিন্তু তারা দৃঢ়ভাবে বলল, 'বিপ্লব আর তৃতীয়বার আমাদের বোকা বানাতে পারবে না।'

১৮৫০ সালের ৩১শে মে-র আইন হল বুর্জোয়া শ্রেণীর কুদেতা। ইতিপূর্বে বিপ্লবের বিরুদ্ধে তাদের যাবতীয় জয়লাভের একটা অস্থায়ী চরিত্র ছিল। তৎকালীন জাতীয় সভা রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করলেই সে জয় বিপন্ন হয়ে পড়ত। নূতন সাধারণ নির্বাচনের দুর্বিপাকের উপরে তা নির্ভর করত আর ১৮৪৮ সালের পরবর্তী নির্বাচনের ইতিহাস অনস্বীকার্যভাবে প্রমাণ করেছিল যে জনগণের উপর বুর্জোয়া শ্রেণীর বাস্তব কর্তৃত্ব যত বেড়েছে, তার নৈতিক আধিপত্য ততই হ্রাস পেয়েছে। ১০ই মার্চ তারিখে সর্বজনীন ভোটাধিকার বুর্জোয়া আধিপত্যের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ জানায়, তারই প্রত্যুত্তরে বুর্জোয়া শ্রেণী সর্বজনীন ভোটাধিকারকেই বেআইনী করে দিল। ৩১শে মে-র আইনটা তাই শ্রেণী-সংগ্রামের জন্য একটা অন্যতম প্রয়োজন। পক্ষান্তরে, সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির নির্বাচন বৈধ হতে হলে অন্তত বিশ লক্ষ ভোট পাওয়া দরকার। রাষ্ট্রপতিপদপ্রার্থীদের একজনও এই ন্যূনতম ভোট না পেলে যে তিনজন প্রার্থী সর্বাপেক্ষা বেশী ভোট পেয়েছেন তাঁদের একজনকে জাতীয় সভা রাষ্ট্রপতিপদে মনোনয়ন করবে। সংবিধান সভা যখন এই আইন করেছিল, নির্বাচক তালিকায় তখন এক কোটি নাম লিপিবদ্ধ ছিল। সুতরাং সে আইনে ভোটাধিকারসম্পন্ন ব্যক্তিদের এক-

পঞ্চমাংশের ভোটই রাষ্ট্রপতির নির্বাচন বৈধ করার পক্ষে যথেষ্ট। ৩১শে মে-র আইন নির্বাচনী তালিকা থেকে অন্তত ৩০ লক্ষ নাম কেটে দিল, ভোটাধিকারী লোকের সংখ্যা কমিয়ে আনল ৭০ লক্ষে, অথচ তৎসত্ত্বেও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য বিশ লক্ষ ভোটের ন্যূনতম বৈধ সংখ্যাটা বজায় রেখে দিল; তাতে কার্যকরী ভোটের এক-পঞ্চমাংশ থেকে প্রায় এক-তৃতীয়াংশে বাড়িয়ে দিল এই ন্যূনতম বৈধ সংখ্যাটিকে, অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির নির্বাচন জনগণের হাত থেকে জাতীয় সভার হাতে লুকিয়ে নিয়ে আসার যথাসাধ্য চেষ্টা হল। এই উপায়ে ৩১শে মে-র আইনে শৃঙ্খলা পার্টি যেন তাদরে শাসন দ্বিগুণ দৃঢ় করে নিল, জাতীয় সভা এবং প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি উভয়কেই নির্বাচনের অধিকার সমাজের স্থিতিশীল অংশের হাতে সঁপে দিয়ে।

৫

বৈপ্লবিক সঙ্কট কাটিয়ে উঠে সর্বজনীন ভোটাধিকার বাতিল করা মাত্র জাতীয় সভা এবং বোনাপার্টের সংগ্রাম আবার শুরু হল।

সংবিধান অনুসারে বোনাপার্টের বেতন ৬,০০,০০০ ফ্রাঁ ধার্য হয়েছিল। নিজ পদে আসীন হয়ে ছয় মাসের মধ্যেই তিনি অঙ্কটা দ্বিগুণ করতে সমর্থ হন, কারণ জাতীয় সংবিধান সভার কাছে অদিলোঁ বারো তথাকথিত প্রতিনিধিত্ব ভাতা বাবদ বছরে অতিরিক্ত ৬,০০,০০০ ফ্রাঁ নিংড়ে আদায় করতে পেরেছিলেন। ১৩ই জুনের পরে বোনাপার্ট অনুরূপ দাবি আবার উত্থাপনের ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু বারোর কাছ থেকে কোনো সাড়া আর পাওয়া গেল না। এবার ৩১শে মে-র পরে তিনি কালবিলম্ব না করে শুভ মুহূর্তের সুযোগ নিলেন এবং তাঁর মন্ত্রীদের দ্বারা জাতীয় সভায় ত্রিশ লক্ষের ব্যয়বরাদ্দের (Civil List) প্রস্তাব আনলেন। দীর্ঘকালব্যাপী বেপরোয়া ভবঘুরে জীবনের ফলে কোন দুর্বল মুহূর্তে তিনি তাঁর বুর্জোয়াদের কাছে টাকা নিংড়ে বার করতে পারবেন তা ধরার মতো একটা অতি বিকশিত ইন্দ্রিয় গড়ে উঠেছিল তাঁর। রীতিমতো *chantage** শুরু করলেন তিনি। তাঁর সাহায্যে এবং জ্ঞাতসারেই জাতীয় সভা জনগণের সার্বভৌমত্ব লংঘন করেছিল। তিনি কিন্তু ভয় দেখালেন, থলির মুখ আলগা করে বাৎসরিক ত্রিশ লক্ষ ফ্রাঁ দিয়ে তাঁর নীরবতা ক্রয় না করলে তিনি জনগণের দরবারে জাতীয় সভার অপরাধ তুলে ধরবেন। সভা ত্রিশ লক্ষ ফরাসীর ভোটাধিকার হরণ করেছিল। অচল করে দেওয়া এই প্রত্যেকটি ফরাসী পিছু তিনি একটি করে সচল ফ্রাঁ চাইলেন, অর্থাৎ সর্বসমেত ঠিক ত্রিশ লক্ষটি ফ্রাঁ; যাট লক্ষের নির্বাচিত

* ব্ল্যাকমেল। — সম্পাঃ

তিনি, যেসব ভোট থেকে পূর্বাহ্নেই তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে তার জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করলেন। জাতীয় সভার কমিশন আবদার অগ্রাহ্য করল। বোনাপার্টপন্থী পত্রিকাগুলি তখন ভয় দেখাতে লাগল। জাতীয় সভা যখন নীতিগতভাবে জাতির বহুলাংশের সঙ্গে স্পষ্টত সম্পর্কচ্ছেদ করেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ কি তাদের পক্ষে সম্ভব? বাৎসরিক ব্যয়বরাদ্দের দাবি সভা প্রত্যাখ্যান করল একথা সত্য, কিন্তু এই বারটির মতো মঞ্জুর করা হল একুশ লক্ষ ষাট হাজার ফ্রাঁ উপরিভাতা। এইভাবে, সভা দুনো দুর্বলতার অপরাধ করে বসল অর্থ মঞ্জুর করে, অথচ সেই সঙ্গে তাদের বিরক্তি মারফৎ এইটি ফাঁস করে দিয়ে যে মঞ্জুরিটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও। পরে আমরা দেখব কী কারণে বোনাপার্টের এই টাকার প্রয়োজন হয়েছিল। সর্বজনীন ভোটাধিকার লোপের ঠিক পরপরই এই যে বিরক্তিকর পরিণাম ঘটল, যাতে বোনাপার্ট মার্চ-এপ্রিলের সংকটকালীন নম্রভাব বিসর্জন দিয়ে জবরদখলী পার্লামেণ্টের প্রতি উদ্ধত স্পর্ধার ভাব দেখালেন, তার পরে জাতীয় সভা ১১ই আগস্ট থেকে ১১ই নভেম্বর এই তিন মাসের জন্য মুলতুবি রইল। তার জায়গায় সভা রেখে গেল আটাশ জন সদস্যের একটি স্থায়ী কমিশন, যার মধ্যে একজনও বোনাপার্টপন্থী ছিল না, ছিল কিন্তু নরমপন্থী প্রজাতন্ত্রী কয়েকজন। ১৮৪৯-এর স্থায়ী কমিশনে কেবল শৃংখলা ভক্তরা এবং বোনাপার্টপন্থীরা ছিল। কিন্তু তখন শৃংখলা পার্টি তার স্থায়িত্ব ঘোষণা করেছিল বিপ্লবের বিরুদ্ধ। এইবারে পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্র তার স্থায়িত্ব ঘোষণা করল রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে। ৩১শে মে-র আইনের পরে তিনিই রইলেন শৃংখলা পার্টির সামনে একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী।

১৮৫০ সালের নভেম্বরে যখন পুনর্বার জাতীয় সভার অধিবেশন হল, তখন মনে হল রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তার ইতিপূর্বে যে ছোটখাট সংঘর্ষ হয়েছে তার বদলে শক্তিদ্বয়ের মধ্যে অনিবার্য হয়ে উঠেছে এক বিরাট, নির্মম সংগ্রাম, জীবনমরণ সংগ্রাম।

১৮৪৯ সালের মতো এই বৎসরও পার্লামেণ্টের বিরতিকালে শৃংখলা পার্টি তার স্বতন্ত্র উপদলগুলিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল এবং প্রত্যেক উপদল ব্যস্ত ছিল তাদের নিজ নিজ পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঘোঁট নিয়ে, যা লুই ফিলিপের মৃত্যুর ফলে নতুন করে চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। এমন কি লেজিটিমিস্টদের রাজা পঞ্চম হেনরি আনুষ্ঠানিকভাবে প্যারিসে অবস্থিত একটি মন্ত্রিসভাও মনোনয়ন করেছিলেন, যাতে স্থান পেয়েছিলেন স্থায়ী কমিশনের কোনো কোনো সভ্য। অতএব অন্য দিকে বোনাপার্টও তখন ফ্রান্সের জেলাগুলিতে সফর করা, এবং তাঁর উপস্থিতি দিয়ে বাধিত শহরটির হালচাল অনুসারে কখনও অল্পবিস্তর প্রচ্ছন্নভাবে কখনও বা অল্পবিস্তর প্রকাশ্যে তাঁর নিজের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ব্যক্ত করে নিজের জন্য ভোট সংগ্রহের অভিযান চালাবার অধিকার পেলেন।

এই যে সব যাত্রাকে মহান সরকারী *Moniteur* পত্রিকা এবং বোনাপার্টের ব্যক্তিগত ছোট *Moniteur* স্বভাবতই জয়যাত্রা নামে অভিনন্দিত করতে লাগল, তাতে সর্বদা তাঁকে সঙ্গদান করত **১০ই ডিসেম্বর সমিতির** কিছু লোকজন। এই সমিতির সূত্রপাত হয় ১৮৪৯ সালে। জনকল্যাণ সমিতি স্থাপনের অছিলায় প্যারিসের **লুম্পেনপ্রলেতারিয়েত** সম্প্রদায়কে কয়েকটি গুপ্ত বিভাগে সংগঠিত করা হয়েছিল, প্রত্যেক বিভাগের নেতৃত্বে ছিল বোনাপার্টপন্থী দালালরা এবং সর্বাধিনায়ক ছিলেন জনৈক বোনাপার্টপন্থী জেনারেল। যাদের জীবিকানির্বাহের উপায় এবং বংশপরিচয় সন্দেহজনক, সেইসব ভগ্নদশা লম্পটদের (*roués*) পাশাপাশি, বুর্জোয়া শ্রেণীর উচ্ছন্ন ও ভাগ্যান্বেষী আগাছাদের পাশাপাশি ছিল ভবঘুরের দল, কর্মচ্যুত সৈনিক, জেল ফেরত কয়েদী, পলাতক নাবিক-দাস, ঠগ, জুয়াচোর, লাচ্ছারোনি, পকেটমার, ধোঁকাবাজ, জুয়াড়ী, আড়কাটি বেশ্যালয়ের মালিক, মুটে মজুর, মসিজীবী, অর্গান বাজনদার, ন্যাকড়া কুড়ুনী, ছুরি শানওয়ালা, ঝালাইকার, ভিখারী, সংক্ষেপে ফরাসীরা যাকে বলে *la bohème* সেই ইতঃস্তত উৎক্ষিপ্ত অনির্দিষ্ট, ভাঙন-ধরা জনতার সবটা। সমগোত্রীয় এদের নিয়েই বোনাপার্ট ১০ই ডিসেম্বর সমিতির মূলাংশের সৃষ্টি করেছিলেন। 'কল্যাণ সমিতি' — অবশ্য এই অর্থে, যে বোনাপার্টের মতনই এর সভ্যরা সকলেই শ্রমরত জাতির খরচে নিজেদের কল্যাণসাধনের প্রয়োজনটা অনুভব করত। এই যে বোনাপার্ট হয়ে উঠলেন **লুম্পেনপ্রলেতারিয়েতের প্রধান**, যিনি একমাত্র এইখানেই তাঁর অন্বিষ্ট ব্যক্তিগত স্বার্থের একটি সমষ্টিগত রূপের সন্ধান পেলেন, যিনি সর্বশ্রেণী থেকে ঝড়তি পড়তি এই নোংরা আবর্জনা স্তূপের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেন সেই শ্রেণী একমাত্র যার উপর তিনি শর্তহীন ভাবে নির্ভর করতে পারেন, — এই বোনাপার্টই হল আসল বোনাপার্ট, বোনাপার্ট *sans phrase*। ঘাগী ধূর্ত এই লম্পটটির দৃষ্টিতে জাতির জীবনের ইতিহাস এবং তাদের রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপ হল ইতরতম অর্থে কৌতুক নাট্য মাত্র, এমন ছদ্মবেশী লীলা যেখানে জমকালো সাজপোষাক, বক্তৃতা এবং ভঙ্গিমার কাজ শুধু নীচতম বদমাইসিকে আড়াল করা। ঠিক এই ঘটেছিল তাঁর স্ত্রাসবুর্গ অভিযানে, যেখানে নেপোলিয়নীয় ঈগলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল একটি তালিম-দেওয়া সুইস শকুনি। বুলোনে উদয় হবার সময়ে তিনি লণ্ডনের কয়েকজন ভৃত্যকে ফরাসী সৈনিকের উর্দি পরিয়ে এনেছিলেন। এরাই হয়েছিল তাঁর সৈন্যবাহিনী।* ১০ই ডিসেম্বর সমিতিতে তিনি জড় করলেন দশ হাজার দুর্বৃত্ত যারা জনগণের ভূমিকায়

* লুই বোনাপার্ট কর্তৃক ক্ষমতাদখলের প্রথম ব্যর্থ প্রচেষ্টা হয় স্ত্রাসবুর্গে ১৮৩৬ সালে। তাঁর দ্বিতীয় প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়, এবারে তিনি ১৮৪০ সালে বুলোনে অবতরণ করেন নিজেকে সম্রাট ঘোষণার উদ্দেশ্যে। — সম্পাঃ

অভিনয় করবে, যেমন নিক বটম সিংহের ভূমিকা নিয়েছিল*। যে সময়ে ফরাসী নাট্য-শাস্ত্রের পণ্ডিতী নিয়মকানুন এতটুকু না ভেঙে জগতের সবচেয়ে গম্ভীর ভঙ্গিতে বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেরাই একখানা পুরোপুরি প্রহসন অভিনয় করে চলেছে এবং নিজেদের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্য বিষয়ে নিজেরাই আধা-প্রতারিত ও আধা-নিশ্চিত হয়ে উঠেছে, সেই সময়ে যে দুষ্প্রয়াসী প্রহসনটাকে নিছক প্রহসন বলেই নিয়েছে, তাঁর জয় তো অবধারিত। তাঁর গুরুগম্ভীর প্রতিদ্বন্দ্বীটির অপসারণ ঘটিয়ে তিনি যখন স্বয়ং তাঁর সম্রাটের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিলেন এবং নেপোলিয়নের মুখোস পরে কল্পনা করলেন যে তিনিই প্রকৃত নেপোলিয়ন, মাত্র তখনই তিনি নিজেই নিজের বিশ্ববোধের শিকার হয়ে পড়লেন, ভারিক্কী এই ভাঁড়টি এখন আর পৃথিবীর ইতিহাসকে কৌতুক-নাট্য বলে মনে করলেন না, নিজের কৌতুক-নাট্যকেই পৃথিবীর ইতিহাস বলে গণ্য করলেন। সমাজতন্ত্রী শ্রমিকদের কাছে যেমন জাতীয় কারখানা অথবা বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের কাছে যেমন সচল রক্ষিদল, বোনাপার্টের বৈশিষ্ট্যের উপযোগী এই দলীয় লড়ুয়ে বাহিনী, ১০ই ডিসেম্বর এই সমিতিও তাঁর কাছে ঠিক তেমনই। তাঁর সফরের সময় রেলস্টেশন ভর্তি করে তুলত এই যে সমিতির দলগুলি, তাদের কাজ ছিল তাঁর জন্য একটা জনসাধারণ তৈরি করে দেওয়া, গণ-উদ্দীপনার অভিনয় করা, 'সম্রাটের জয়' গর্জন তোলা, প্রজাতন্ত্রীদের অপমান ও প্রহার করা — অবশ্যই পুলিশ পাহারায়। প্যারিসে ফিরে আসার সময় এদের কাজ ছিল অগ্রবাহিনীর মতো এসে পাল্টা শোভাযাত্রা আগে থাকতেই নিবারণ অথবা তা ছত্রভঙ্গ করা। ১০ই ডিসেম্বর সমিতি তাঁর সম্পত্তি, **তাঁরই** হাতে গড়া, একান্ত তারই নিজস্ব কল্পনা। তিনি অন্য যা কিছু আত্মসাৎ করেছেন তা তাঁর হাতে এসে পড়েছে ঘটনাচক্রে, আর যা কিছু তিনি করেছেন তা তার জন্যে করে দিয়েছে ঘটনাচক্রই অথবা অপরের কীর্তির নকল করেই তিনি সন্তুষ্ট থেকেছেন। কিন্তু জনসমক্ষে প্রকাশ্যে শৃংখলা, ধর্ম, পরিবার ও সম্পত্তি সম্পর্কে সরকারী বুলি এবং সেইসঙ্গে পিছনে শুফ্‌তার্লে ও স্পিগেলবের্গদের** গুপ্ত সমিতি, অবাজকতা বেশ্যাবৃত্তি এবং চৌর্যের সমিতি — এই হল মৌলিক রচয়িতা বোনাপার্ট স্বয়ং, আব ১০ই ডিসেম্বর সমিতির ইতিহাস তাঁরই নিজস্ব ইতিহাস।

ব্যতিক্রম হিসাবেই একদিন শৃংখলা পার্টির জনপ্রতিনিধিদের উপরে এই ডিসেম্বর-ওয়ালাদের লগুড়ের আঘাত এসে পড়ল। কেবল তাই নয়। জাতীয় সভায় পাহারারত

* শেক্সপিয়রের নাটক *A Mid-summer Night's Dream* এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। — সম্পাঃ

** শুফ্‌তার্লে ও স্পিগেলবের্গ শিলারের 'দস্যুদল' *(The Robbers)* নাটকের দুটি চরিত্র। — সম্পাঃ

এবং তার নিরাপত্তা রক্ষার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কমিশনার ইয়োন জনৈক আলের জবানবন্দির ভিত্তিতে স্থায়ী কমিশনকে জানালেন যে ডিসেম্বর-ওয়ালাদের একাংশ জেনারেল শাঙ্গার্নিয়ে এবং জাতীয় সভার অধ্যক্ষ দ্যুপাঁকে হত্যার সংকল্প নিয়েছে, এমন কি যারা কার্যসিদ্ধি করবে তাদের নাম পর্যন্ত ঠিক হয়ে গেছে। শ্রীযুক্ত দ্যুপাঁর আতংক সহজেই উপলব্ধি করা যায়। ১০ই ডিসেম্বর সমিতি সম্পর্কে পার্লামেণ্টীয় অনুসন্ধান অর্থাৎ বোনাপার্টের গোপন জগতে কলুষ হস্তক্ষেপ অনিবার্য মনে হল। জাতীয় সভার অধিবেশনের ঠিক পূর্বাহ্নে বোনাপার্ট সুবিবেচকের মতো তাঁর সমিতি ভেঙে দিলেন, স্বভাবতই কাগজে কলমে মাত্র, যেহেতু ১৮৫১ সালের শেষে একটি বিস্তারিত স্মারকলিপিতে দেখা যায় পুলিশ বড়কর্তা কার্লিয়ে তখনও ডিসেম্বর-ওয়ালাদের প্রকৃত উচ্ছেদের জন্য তাঁকে সক্রিয় করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

১০ই ডিসেম্বর সমিতিটা বোনাপার্টের নিজস্ব ফৌজরূপে থাকা চাই, যতদিন না তিনি রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীকে একটি ১০ই ডিসেম্বর সমিতিবিশেষে রূপান্তরিত করতে পারছেন। জাতীয় সভা মুলতুবি রাখার অল্প দিন পরেই এবং তার কাছ থেকেই সদ্য আদায় করা অর্থ ব্যবহার করে বোনাপার্ট এই চেষ্টা প্রথমবার করেন। অদৃষ্টবাদী হিসাবে তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যে কয়েকটি ঊর্ধ্বতন শক্তি আছে যার বিরুদ্ধে মানুষ, বিশেষত সৈন্যরা দাঁড়াতে পারে না। এইগুলির মধ্যে প্রথম ও প্রধান শক্তি হিসাবে তিনি গণ্য করলেন চুরুট ও শ্যাম্পেন মদ, ঠাণ্ডা পাখীর মাংস ও রসুন সসেজ। সুতরাং তিনি প্রথমে এলিজি-তে *(Elysèe)* তাঁর প্রসাদে চুরুট ও শ্যাম্পেন মদ, ঠাণ্ডা পাখির মাংস ও রসুন, সসেজ দিয়ে অফিসার এবং কমিশনহীন অফিসারদের আপ্যায়ন করলেন। ৩রা অক্টোবর সাঁ মরের সেনাবাহিনী পরিদর্শনকালে তিনি সাধারণ সৈনিকদের বেলাতেও এই খেলার পুনরাবৃত্তি করেন, এবং ১০ই অক্টোবর সাতোরিতে সেনাদলের কুচকাওয়াজে একই চালের বৃহত্তর প্রয়োগ হল। খুড়ো-মশায়ের স্মৃতিতে ছিল আলেকজাণ্ডরের এশিয়া অভিযানের কাহিনী, ভাইপো মনে রাখলেন শুধু সে দেশে ব্যাকাসের* জয়যাত্রা। আলেকজাণ্ডর অবশ্য অর্ধ-দেবতা ছিলেন কিন্তু ব্যাকাস তো পূর্ণ দেবতা, তদুপরি ১০ই ডিসেম্বর সমিতির ইষ্টদেবতাও বটেন।

৩রা অক্টোবরের সৈন্যবাহিনী পরিদর্শনের পরে স্থায়ী কমিশন যুদ্ধমন্ত্রী দ'অপুলকে তলব করল। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে এ ধরনের শৃংখলাভঙ্গ আর হবে না। ১০ই অক্টোবর বোনাপার্ট কী ভাবে দ'অপুলের এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন আমরা তা জানি। প্যারিসের ফৌজের সর্বাধিনায়ক হিসাবে শাঙ্গার্নিয়ে উভয় ক্ষেত্রের পরিদর্শনেই

* ব্যাকাস — গ্রীক পুরাকথায় আছে মদ্যের দেবতা দিয়োনিস (ব্যাকাস) একবার ভারতে অভিযান করেন। তারই ইঙ্গিত করা হচ্ছে এখানে। — সম্পাঃ

নেতৃত্বে ছিলেন। একই সঙ্গে স্থায়ী কমিশনের সভ্য, জাতীয় রক্ষিদলের দলপতি, ২৯শে জানুয়ারি এবং ১৩ই জুনের 'ত্রাতা', 'সমাজের রক্ষাপ্রাচীর', রাষ্ট্রপতি মর্যাদার জন্য শৃঙ্খলা পার্টির প্রার্থী, দুটি রাজতন্ত্রেরই মঙ্ক বলে যাকে ধরা হত, সেই শাঙ্গার্নিয়ে ইতিপূর্বে কোনো দিন নিজেকে যুদ্ধমন্ত্রীর অধীনস্থ বলে স্বীকার করেননি, প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানকে সর্বদাই প্রকাশ্যে উপহাস করেছেন, এবং একপ্রকার প্রভুজনোচিত অভিভাবকসুলভ দ্ব্যর্থক ভাব নিয়ে বোনাপার্টের অনুসরণ করেছেন। এখন তিনি যুদ্ধমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নিয়মানুবর্তিতার জন্য এবং বোনাপার্টের বিরুদ্ধে সংবিধানের জন্য উৎসাহে প্রজ্বলিত হয়ে উঠলেন। ১০ই অক্টোবর যখন অশ্বারোহী বাহিনীর একাংশ 'নেপোলিয়ন জিন্দাবাদ! সসেজ জিন্দাবাদ!' ধ্বনি তুলল, তখন শাঙ্গার্নিয়ে ব্যবস্থা করলেন যে তাঁর বন্ধু নেইমেয়ারের নেতৃত্বে পদাতিক বাহিনী অন্তত মার্চ-পাস্টের সময়ে হিমশীতল স্তব্ধতা রক্ষা করে যাবে। এর শাস্তিস্বরূপ বোনাপার্টের প্ররোচনাক্রমে যুদ্ধমন্ত্রী জেনারেল নেইমেয়ারকে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ সামরিক বাহিনীর অধিনায়কত্বে বরণের অছিলায় তাঁর প্যারিসের পদ থেকে অব্যাহতি দিলেন। নেইমেয়ার এই পদ-বিনিময় প্রত্যাখ্যান করাতে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। অপরপক্ষে শাঙ্গার্নিয়ে ২রা নভেম্বর একটি হুকুমনামা প্রকাশ করে সৈন্যদের হাতিয়ারবন্দি থাকার সময় কোনোপ্রকার রাজনৈতিক চিৎকারাদি কিংবা বিক্ষোভ-প্রদর্শন নিষেধ করে দিলেন। এলিজি-র কাগজগুলি* শাঙ্গার্নিয়েকে আক্রমণ করল, শৃঙ্খলা পার্টির পত্রিকাগুলি আক্রমণ করল বোনাপার্টকে; স্থায়ী কমিশন ঘন ঘন গোপন বৈঠক বসাল এবং সেখানে বারংবার দেশের সংকটাবস্থা ঘোষণার প্রস্তাব এল; সৈন্যবাহিনী যেন বিভক্ত হয়ে পড়ল দুই বিরুদ্ধ শিবিরে, পরস্পরবিরোধী দুই সেনাপতিমণ্ডলীর অধীনে, তার মধ্যে একটির অবস্থান বোনাপার্টের বাসভবন এলিজি-তে, অপরটি শাঙ্গার্নিয়ের বাসস্থান টুইলেরিস-এ। মনে হল যেন যুদ্ধের সংকেতধ্বনির জন্য জাতীয় সভার অধিবেশনটাই শুধু বাকি। ফরাসী জনসাধারণ বোনাপার্ট এবং শাঙ্গার্নিয়ের এই সংঘাতকে দেখল সেই ইংরাজ সাংবাদিকের দৃষ্টিতে, যিনি ব্যাপারটি বর্ণনা করেন এই কথায়, 'ফ্রান্সের রাজনৈতিক পরিচারিকার দল বিপ্লবের উত্তপ্ত লাভা পুরাতন ঝাঁটা দিয়ে ঝেঁটিয়ে ফেলে দিচ্ছে আর কাজ করতে করতে পরস্পরের সঙ্গে কোঁদল করে চলছে।'

ইতিমধ্যে বোনাপার্ট যুদ্ধমন্ত্রী দ'অপুলকে তাড়াতাড়ি অপসারণ করে আলজেরিয়ায় পাঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় জেনারেল শ্রাম-কে যুদ্ধদপ্তরের মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করেছিলেন। ১২ই নভেম্বর তিনি জাতীয় সভার উদ্দেশ্যে একটি বাণী পাঠালেন মার্কিনসুলভ শব্দবহুল, খুঁটিনাটিতে ভারাক্রান্ত, শৃঙ্খলার আঘ্রাণযুক্ত,

* বোনাপার্টপন্থী পত্রিকাগুলি। — সম্পাঃ

পুনর্মিলনপ্রয়াসী, সংবিধান মান্যপ্রয়াসী, সবকিছু নিয়ে আলোচনায় রত — কেবল সেই মুহূর্তের সুতীব্র সমস্যাগুলি বাদে। এই বাণীতে তিনি যেন প্রসঙ্গত মন্তব্য করলেন যে, সংবিধানের সুস্পষ্ট ধারা অনুযায়ী একমাত্র রাষ্ট্রপতিই সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে ব্যবস্থাগ্রহণ করতে পারেন। নিম্নলিখিত অতি সুগম্ভীর কথায় বাণীটি শেষ হয়েছিল:

'সর্বোপরি ফ্রান্স চায় শান্তি ... কিন্তু আমি শপথবদ্ধ, তাই শপথে আমার জন্য যে সংকীর্ণ সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তার ভিতরেই আমি থাকব ... আমার নিজের ব্যাপারে এইটুকু বলা চলে, যেহেতু আমি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, এবং একমাত্র তাদের কাছেই আমার ক্ষমতার জন্য ঋণী, সেইজন্য তাদের বৈধ উপায়ে প্রকাশিত ইচ্ছার কাছে আমি সর্বদাই নতিস্বীকার করব। এই অধিবেশনে আপনারা যদি সংবিধান সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেন, সেক্ষেত্রে একটি সংবিধান সভা কার্যনির্বাহক শক্তির স্থান নির্ধারণ করবে। অন্যথায় ১৮৫২ সালে জনগণ সগাম্ভীর্যে তাদের সিদ্ধান্ত জানাবে। কিন্তু ভবিষ্যতের সমাধান যাই হোক, আজ আমাদের এই বোঝাপড়া থাক, যাতে উত্তেজনা, অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনা অথবা বলপ্রয়োগের সাহায্যে কোনো দিন একটি মহান জাতির ভাগ্যনির্ধারণ না হয়... সর্বোপরি যে প্রশ্ন আমার মনোযোগ আকর্ষণ করছে, সে প্রশ্ন এই নয় যে ১৮৫২ সালে কে ফ্রান্স শাসন করবে, সে প্রশ্ন হল কী করে আমার হাতে অবশিষ্ট সময়টুকু এমনভাবে ব্যয় করা যায় যাতে অন্তর্বর্তী এই পর্বটি কোনো আন্দোলন কিংবা উপদ্রব ছাড়াই অতিবাহিত হতে পারে। আমি আপনাদের কাছে আন্তরিকভাবে আমার হৃদয় উন্মোচন করলাম, আমার অকপট ভাষণের উত্তরে আপনাদের বিশ্বাস এবং আমার শুভ প্রচেষ্টার উত্তরে আপনাদের সহযোগিতা আপনারা দেবেন; অন্য সমস্ত দায়িত্ব ঈশ্বরই নেবেন।'

বুর্জোয়া শ্রেণীর ভদ্রজনোচিত, নম্রতার ভেকধারী, সজ্জনসুলভ অতি সাধারণ ভাষার নিগূঢ়তম অর্থ প্রকাশ পেল ১০ই ডিসেম্বর সমিতির স্বৈরাচারী নায়ক, সাঁ মর ও সাতোরির বনভোজনের নায়কের মুখে।

শৃঙ্খলা পার্টির মাতব্বরেরা মুহূর্তের জন্যও এই হৃদয়-উন্মোচনের জন্য প্রাপ্য বিশ্বাসের প্রশ্নে বিভ্রান্ত হলেন না। শপথ সম্পর্কে তাঁরা বহুদিন থেকেই আস্থাহীন; রাজনৈতিক মিথ্যাচারে অভিজ্ঞ এবং নিপুণ বহু ব্যক্তি তাঁদের দলে ছিল। সৈন্যবাহিনী সংক্রান্ত অনুচ্ছেদটিও তাঁদের শুনতে ভুল হয়নি। বিরক্তির সঙ্গে তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে সদ্য গৃহীত আইনের বিস্তৃত তালিকা থেকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আইনটি অর্থাৎ নির্বাচনী আইনটি সুপরিকল্পিত নীরবতার সঙ্গে বাণী থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, উপরন্তু, সংবিধান সংশোধিত না হলে ১৮৫২ সালে রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের ভার জনগণের উপরই ন্যস্ত রেখেছে। নির্বাচনী আইনটি ছিল শৃঙ্খলা পার্টির পায়ে শিকল-বাঁধা শিসের

গোলা, তার ফলে তাদের পক্ষে হাঁটাচলা ছিল অসম্ভব আর সামনে চড়াও অভিযান তো আরও অসম্ভব! তাছাড়া ১০ই ডিসেম্বর সমিতিকে সরকারীভাবে ভেঙে দিয়ে এবং যুদ্ধমন্ত্রী দ'অপুলকে পদচ্যুত করে বোনাপার্ট যত দোষ নন্দ ঘোষদের স্বহস্তে বলি দিয়েছিলেন দেশের বেদীমূলে। প্রত্যাশিত সংঘর্ষের তীক্ষ্ণতাটা তিনি নষ্ট করে দিয়েছিলেন। শেষ কথা, শৃঙ্খলা পার্টি স্বয়ং কার্যনির্বাহক শক্তির সঙ্গে কোনো প্রকার চূড়ান্ত সংঘাত এড়িয়ে যেতে, প্রশমিত করতে, ধামাচাপা দিতে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল। বিপ্লবের বিরুদ্ধে জয়লাভ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে তারা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে জয়ের ফলটি নিয়ে যেতে দিল। 'সর্বোপরি ফ্রান্স চায় শান্তি'। ফেব্রুয়ারির পর থেকে* শৃঙ্খলা পার্টি বিপ্লবকে চীৎকার করে এই কথাটাই শুনিয়ে এসেছে, এখন সেই কথাই আবার বোনাপার্টের বাণী শুনিয়ে দিল শৃঙ্খলা পার্টিকে। 'সর্বোপরি ফ্রান্স চায় শান্তি।' বোনাপার্ট এমন সব কাজ করছেন যার উদ্দেশ্য জবরদখল, কিন্তু শৃঙ্খলা পার্টি এই নিয়ে সোরগোল তুললে অথবা বায়ুগ্রস্তের মতো তার মানে করলে 'অশান্তি' সৃষ্টি করবে। সাতোরির সসেজ ইঁদুরের মতনই শান্ত, যখন কেউ তার কথা তুলছে না। 'সর্বোপরি ফ্রান্স চায় শান্তি।' অতএব বোনাপার্ট শান্তিতে যথেচ্ছাচারের সুযোগ দাবি করলেন, এবং পার্লামেণ্টীয় পার্টি দ্বৈত ভয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ল — আবার বৈপ্লবিক অশান্তি উদ্রেকের ভয় এবং নিজের শ্রেণীর দৃষ্টিতে, বুর্জোয়া শ্রেণীর চোখে নিজেরাই অশান্তির উদ্যোক্তা প্রতিপন্ন হওয়ার ভয়। ফলত, ফ্রান্স যেহেতু সর্বোপরি শান্তি চায়, তাই বোনাপার্ট তাঁর বাণীতে 'শান্তির' কথা বলার পরে শৃঙ্খলা পার্টি আর প্রত্যুত্তরে 'যুদ্ধ' বলার সাহস পেল না। জাতীয় সভার উদ্বোধনকালে সাধারণ লোক প্রচুর সোরগোলের দৃশ্য আশা করেছিল, কিন্তু সে আশায় তারা বঞ্চিত হল। বিরোধীপক্ষের যে প্রতিনিধিরা অক্টোবরের ঘটনাবলী সম্পর্কে স্থায়ী কমিশনের বিবরণী পেশের দাবি করেছিল, অধিকাংশ ভোটে তারা পরাজিত হল। যে সব বিতর্কে উত্তেজনার সৃষ্টি হতে পারত, নীতিগতভাবে সেইগুলি এড়িয়ে যাওয়া হল। ১৮৫০ সালের নভেম্বর — ডিসেম্বরে জাতীয় সভার কার্যক্রমের মধ্যে কোন আকর্ষণ ছিল না।

অবশেষে ডিসেম্বরের শেষের দিকে পার্লামেণ্টের কয়েকটি বিশেষ অধিকারকে কেন্দ্র করে গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ হল। এই আন্দোলন আবদ্ধ হয়ে পড়ল শক্তিদ্বয়ের পারস্পরিক অধিকার নিয়ে ছোট ছোট ঝগড়ার চোরাবালিতে, কেননা সর্বজনীন ভোটাধিকার বাতিল করে বুর্জোয়া শ্রেণী সাময়িকভাবে শ্রেণী-সংগ্রাম বন্ধ করে দিয়েছিল।

* ১৮৪৮ সালের। — সম্পাঃ

অন্যতম জনপ্রতিনিধি মর্গা-র বিরুদ্ধে ঋণের অভিযোগে আদালতের একটি রায় হয়েছিল। আদালতের সভাপতির প্রশ্নের উত্তরে বিচারবিভাগের মন্ত্রী রুয়ের জানালেন যে ঋণী ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবিলম্বে পরওয়ানা জারি করা উচিত। সুতরাং মর্গাঁকে ঋণীদের জেলে আটক করা হল। এই আক্রমণের খবর পেয়ে জাতীয় সভা জ্বলে উঠল। অবিলম্বে তাঁর মুক্তির আদেশ জারি কেবল নয়, সভার নিজস্ব করণিক পাঠিয়ে সেই সন্ধ্যাতেই তাঁকে বলপূর্বক ক্লিশি থেকে নিয়ে আসা হল। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্রতা সম্বন্ধে নিজেদের বিশ্বাস প্রমাণ করার জন্য, এবং উপদ্রবকারী 'পর্বতের' লোকেদের জন্য দরকার পড়লে একটি আশ্রম খোলার কথা মনের মধ্যে রেখে, সভা আবার ঘোষণা করল যে, তার পূর্বসম্মতিক্রমে জনপ্রতিনিধিদেরও ঋণের অভিযোগে কারারুদ্ধ করা চলতে পারে। এই নির্দেশ দিতে সভা ভুলে গেল, যে রাষ্ট্রপতিকেও ঋণের দায়ে কয়েদখানায় আটক করা চলতে পারে। স্বীয় সংস্থার সদস্যদের ঘিরে অব্যাহতির (immunity) যে ছায়াটুকু বাকি ছিল, সেটুকু পর্যন্ত এবার নষ্ট হতে দেওয়া হল।

স্মরণে থাকবে যে জনৈক আলে-র দেওয়া খবরের ভিত্তিতে পুলিশ কমিশনার ইয়োন দ্যুপাঁ এবং শাঙ্গার্নিয়েকে হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে ডিসেম্বর-ওয়ালাদের একাংশের ওপর দোষ চাপিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে প্রথম বৈঠকেই কোয়েস্টররা* প্রস্তাব করে যে জাতীয় সভার নিজস্ব বাজেট থেকে, সম্পূর্ণভাবে পুলিশ বড়কর্তার আওতার বাইরে পার্লামেণ্টের একটি নিজস্ব পুলিশবাহিনী গঠন করা হোক। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বারোশ তাঁর এলাকার উপর এহেন হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ করলেন। শোচনীয় একটি আপোষ করে ঠিক হল যে সভার স্বতন্ত্র পুলিশ কমিশনারের খরচ অবশ্য সভার নিজস্ব বাজেট থেকেই চলবে এবং তার নিয়োগ ও অপসারণ কোয়েস্টরদের হাতেই থাকবে সত্য, কিন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পূর্ব-সম্মতি নিয়ে। ইতিমধ্যে সরকার কর্তৃক আলে-র বিরুদ্ধে ফৌজদারী আদালতে মামলা করা হয় এবং সেখানে তার দেওয়া সংবাদকে ধাপ্পা বলে প্রতিপন্ন করা এবং সরকারী প্রসিকিউটরের মাধ্যমে দ্যুপাঁ, শাঙ্গার্নিয়ে, ইয়োন এবং গোটা জাতীয় সভাকে পর্যন্ত উপহাস করা সহজ হল। অতঃপর ২৯শে ডিসেম্বর মন্ত্রী বারোশ দ্যুপাঁর প্রতি একটি পত্রে ইয়োনের পদচ্যুতি দাবি করলেন। জাতীয় সভার ব্যুরো ইয়োনকে পদে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও জাতীয় সভা স্বয়ং যেহেতু মর্গা-র ব্যাপারে জোর দেখিয়ে ভড়কে গিয়েছিল, এবং সাহসে ভর করে কার্যনির্বাহক শক্তিকে আঘাত করলেই দুই দফা প্রত্যাঘাতে অভ্যস্ত ছিল, তাই এই সিদ্ধান্ত তার অনুমোদন

* কোয়েস্টর — অর্থদপ্তরের পরিচালনা ও তার নিরাপত্তার জন্য সভা কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বলা হত বিধান সভার কোয়েস্টর। — সম্পাঃ

লাভ করল না। সরকারী কাজে উৎসাহের পুরস্কারস্বরূপ ইয়োনকে পদচ্যুত করা হল, এবং যে ব্যক্তি রাত্রিকালের সংকল্প দিনে পালন করার বদলে দিবালোকে সিদ্ধান্ত স্থির করে রাত্রে তাকে কার্যকরী করে, তার বিরুদ্ধে অপরিহার্য একটি পার্লামেণ্টী অধিকার সভা নিজের হাতেই ত্যাগ করল।

আমরা দেখেছি নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে বড়ো বড়ো উল্লেখযোগ্য উপলক্ষে জাতীয় সভা কার্যনির্বাহক শক্তির সঙ্গে সংঘাত এড়িয়ে যেত কিংবা থামিয়ে দিত। এইবারে দেখা গেল তুচ্ছতম কারণেও তারা লড়াই করতে বাধ্য হচ্ছে। মগাঁ-র ঘটনায় তারা জনপ্রতিনিধিদের ঋণের দায়ে আটক করার নীতিকে মেনে নিল, কিন্তু সেইসঙ্গে তাদের কাছে ঘৃণার্হ প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধেই কেবল তা প্রয়োগের অধিকার সংরক্ষিত রাখল নিজের হাতে, এবং এই জঘন্য অধিকারটুকু নিয়েই বিচারমন্ত্রীর সঙ্গে কলহ বাধাল। তথাকথিত হত্যা-ষড়যন্ত্রের সুযোগে ১০ই ডিসেম্বর সমিতি সম্বন্ধে তদন্তের নির্দেশ দিয়ে প্যারিসের **লুম্পেনপ্রলেতারিয়েতের** দলপতিরূপে বোনাপার্টের প্রকৃত চরিত্রের আবরণটুকু চিরকালের মতো ফ্রান্সের ও ইউরোপের সম্মুখে উন্মোচন করে দেওয়ার বদলে তাঁরা এই বিরোধকে এমন একটি পর্যায়ে নেমে যেতে দিল, যেখানে তাদের সঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর মতান্তরের একমাত্র কারণ হয়ে দাঁড়াল পুলিশ-কমিশনারের নিয়োগ ও অপসারণের ক্ষমতা থাকবে কার হাতে। সুতরাং এই গোটা পর্ব ধরে আমরা দেখছি শৃংখলা পার্টি তাদের দ্বৈতাবস্থার ফলে কার্যনির্বাহক শক্তির বিরুদ্ধে তার লড়াইকে বিক্ষিপ্ত ও বিখণ্ডিত করে দিতে বাধ্য হচ্ছে এক্তিয়ারের তুচ্ছ কলহে, সামান্য মামলাবাজিতে, আইনের চুলচেরা বিচারে এবং সীমা-ভেদের ঝগড়ায় — বহিরঙ্গের অতি হাস্যকর ব্যাপারগুলিকেই করে তুলছে তাদের ক্রিয়াকলাপের মূলকথা। যে মুহূর্তে সংঘাতটার কোন নীতিগত তাৎপর্য থাকছে, যখন কার্যনির্বাহক শক্তি প্রকৃতই উদ্ঘাটিত হয়ে পড়েছে, এবং জাতীয় সভার স্বার্থটা জাতীয় স্বার্থ হয়ে উঠতে পারে, অমনি সংঘাত চালাবার সাহস তাদের আর থাকছে না। তা করলে যে জাতিকে কদম বাড়াবার নির্দেশ দিতে তারা বাধ্য হত, কিন্তু জাতি এগুবে, এইটাই যে তাদরে পক্ষে সর্বাপেক্ষা ভীতিজনক। এই সব ক্ষেত্রে তারা 'পর্বতের' প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে আলোচ্য সূচিতে চলে যেত। এইভাবে সম্মুখের প্রধান প্রশ্নটা পরিত্যক্ত হওয়াতে কার্যনির্বাহক শক্তি শান্তভাবে সেই দিনের প্রতীক্ষায় থাকে যখন আবার সামান্য ও অর্থহীন কোন ঘটনাপ্রসঙ্গে সেই একই প্রশ্নের উত্থাপন সম্ভব হবে, যখন বলতে গেলে তার শুধু একটা গণ্ডিবদ্ধ পার্লামেণ্টীয় তাৎপর্যই বাকি থাকছে। তখন কিন্তু শৃংখলা পার্টির রুদ্ধ আক্রোশ ফুটে বের হয়, তখন তারা মঞ্চের যবনিকা ছিড়ে ফেলে, তখন তারা রাষ্ট্রপতির তীব্র নিন্দা করে, ঘোষণা করে প্রজাতন্ত্র বিপন্ন। অবশ্য তখনই আবার তাদের এই উত্তেজনা হাস্যকর মনে হয়, সংগ্রামের উপলক্ষটিকে মনে হয় কপট অছিলামাত্র, অথবা একেবারেই সংগ্রামের

অযোগ্য ঘটনা। পার্লামেণ্টীয় ঝড় চায়ের পেয়ালার তুফানে পরিণত হয়, সংগ্রাম দাঁড়ায় ঘোঁট পাকানোয়, সংঘাত পর্যবসিত হয় কেলেঙ্কারিতে। এ জাতীয় সভার পার্লামেণ্টীয় অধিকার সম্পর্কে বিপ্লবী শ্রেণীগ্বলির উৎসাহ যেহেতু সর্বসাধারণের অধিকার সম্পর্কে সভার উৎসাহেরই সমান, তাই বিপ্লবী শ্রেণীগ্বলি সে সভার অপমান ক্রূর আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করে। ইতিমধ্যে অন্যদিকে পার্লামেণ্টের বাইরের ব্বর্জোয়ারা ব্বঝতেই পারে না পার্লামেণ্টের ভিতরের ব্বর্জোয়ারা কেমন করে এইসব তুচ্ছ কলহে সময় নষ্ট এবং রাষ্ট্রপতির সঙ্গে এত সামান্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে। সারা জগত যখন সংঘর্ষের প্রত্যাশা করছে সেই ম্বহূর্তে শান্তিস্থাপন, এবং যখন শান্তি এসেছে মনে করছে সেই ম্বহূর্তে আক্রমণের এই রণনীতিতে তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

২০শে ডিসেম্বর পাস্কাল দ্বপ্রা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে স্বর্ণখণ্ডের লটারি সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। এই লটারি ছিল 'এলিজির দ্বহিতা'। বোনাপার্ট তাঁর বিশ্বস্ত সহচরদের সাহায্যে একে পৃথিবীতে এনেছিলেন এবং প্বলিশ বড়কর্তা কার্লিয়ে একে সরকারীভাবে তাঁর পক্ষচ্ছায়ায় রেখেছিলেন, যদিও ফরাসী আইনে পরহিতার্থে লটারি ব্যতীত সর্বপ্রকার লটারি নিষিদ্ধ ছিল। এক ফ্রাঁ ম্বল্যের সত্তর লক্ষ লটারির টিকিট, তার ম্বনাফা থেকে নাকি প্যারিসের ভবঘ্বরেদের কালিফোর্নিয়াতে পাঠানোর জাহাজ খরচা তোলা হবে। একদিকে, প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের সমাজতন্ত্রী স্বপ্নকে স্থানচ্যুত করবে সোনালী স্বপ্ন; কর্মের তত্ত্ববাগিশ অধিকারের স্থান নেবে প্রথম প্বরস্কারের লোভনীয় সম্ভাবনা। স্বভাবতই কালিফোর্নিয়ার স্বর্ণখণ্ডের ঝলমলানির মধ্যে প্যারিসের শ্রমিকরা তাদেরই পকেট থেকে ভুলিয়ে বার-করা সাধারণ ফ্রাঁগ্বলিকে চিনতে পারল না। মোটের ওপর ঘটনাটা কিন্তু নিছক জ্বয়াচুরি ব্যতীত কিছ্ব নয়। যে ভবঘ্বরের দল প্যারিস ত্যাগের কষ্টস্বীকার না করেই কালিফোর্নিয়ার স্বর্ণখনি খ্বলে বসতে চেয়েছিল, তারা হল স্বয়ং বোনাপার্ট ও তাঁর ঋণগ্রস্ত গোল-টেবিল চক্র। জাতীয় সভা যে ত্রিশ লক্ষ মঞ্জ্বর করেছিল উচ্ছৃংখল জীবনযাপনে তা উড়ে গেছে; যে কোনো উপায়ে ধনভাণ্ডার আবার প্বর্ণ করা প্রয়োজন। বৃথাই বোনাপার্ট তথাকথিত *cités ouvrières** নির্মাণের নামে একটি জাতীয় তহবিল খ্বলে সর্বাগ্রে একটি মোটা অংকসমেত নিজের নামটি বসালেন। কঠিনহৃদয় ব্বর্জোয়ারা অবিশ্বাসী মনোভাব নিয়ে তাঁর প্রতিশ্রুত চাঁদা শোধের প্রতীক্ষায় রইল আর যেহেতু স্বভাবতই তা এল না, তাই শ্বন্যে সমাজতন্ত্রী সৌধের ফাটকাটা একেবারে মাটিতে এসে পড়ল। স্বর্ণখণ্ডটায় বেশি কাজ দিল। প্বরস্কার রূপে প্রদেয় স্বর্ণখণ্ডগ্বলির উপরে যে সত্তর লক্ষের উদ্বৃত্ত রইল, বোনাপার্ট কোম্পানি তার একাংশ পকেটে প্বরেই সন্তুষ্ট হল

* শ্রমিক নগরী। — সম্পাঃ

না, তারা জাল লটারির টিকিট প্রস্তুত করল, একই নম্বরযুক্ত দশ, পনের, এমন কি বিশখানা করেও টিকিট বাইরে ছাড়ল — ১০ই ডিসেম্বর সমিতিরই উপযুক্ত এক আর্থিক কারবার! এই ক্ষেত্রে জাতীয় সভা আর প্রজাতন্ত্রের কল্পিত রাষ্ট্রপতি নয়, রক্তমাংসের মানুষ বোনাপার্টের সম্মুখীন হল। এবার তাঁকে হাতে নাতে ধরা সম্ভব ছিল, সংবিধানের সঙ্গে নয়, ফৌজদারী দণ্ডবিধির সঙ্গে সংঘর্ষের মধ্যে। দ্যুপ্রা-র প্রশ্নের পরেও সভা যে দিনগত আলোচ্য সূচিতে চলে গেল, তা শুধু এই কারণে নয় যে নিজেদের 'সন্তোষ' ঘোষণার জিরারদাঁ আনীত প্রস্তাব শৃঙ্খলা পার্টিকে নিজেদের ধারাবাহিক দুর্নীতির কথা স্মরণ করিয়েছিল। বুর্জোয়া মাত্রেই, এবং বিশেষত যে বুর্জোয়া ফেঁপে উঠে রাজপুরুষে পরিণত হয়েছে সেই বুর্জোয়া তার ব্যবহারিক নীচতার পূরণ করে তাত্ত্বিক আতিশয্য দিয়ে। রাজপুরুষ হিসাবে সে তার সম্মুখস্থ রাষ্ট্রশক্তির মতোই হয়ে দাঁড়ায় এমন একটি উচ্চাঙ্গের জীব যার বিরুদ্ধে কেবলমাত্র উচ্চমার্গে, পবিত্র পদ্ধতিতেই সংগ্রাম সম্ভব।

বোনাপার্ট একজন বোহেমীয়, একজন **লুম্পেনপ্রলেতারীয়** নবাব ছিলেন বলেই একজন পাষণ্ড বুর্জোয়ার চেয়ে তাঁর এই সুবিধাটা ছিল যে তিনি লড়াইটা চালাতে পারতেন জঘন্য রীতিতে। তাই সভা তাঁকে সামরিক ভোজসভা, সৈন্যপরিদর্শন, ১০ই ডিসেম্বর সমিতি এবং পরিশেষে ফৌজদারী দণ্ডবিধির পিচ্ছিল জমির উপরে হাতে ধরে পার করার পরে তিনি দেখলেন আপাত আত্মরক্ষা থেকে আক্রমণে চলে যাবার সময় এসেছে। ইতিমধ্যে বিচারমন্ত্রী, যুদ্ধমন্ত্রী, নৌবাহিনীর মন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর যে ক্ষুদ্র পরাজয়গুলিতে জাতীয় সভা তার খেঁকুড়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছিল, তার জন্য তাঁর বিশেষ দুশ্চিন্তা হয়নি। তিনি যে কেবল পদত্যাগ থেকে এবং তাতে করে কার্যনির্বাহক শক্তির তুলনায় পার্লামেণ্টের সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া থেকে মন্ত্রীদের নিবৃত্ত করলেন তাই নয়, জাতীয় সভার বিরতিকালে তিনি যার সূচনা করেছিলেন তাকে এখন সম্পূর্ণ করতেও সমর্থও হলেন — পার্লামেণ্টের হাত থেকে সামরিক শক্তির বিচ্ছেদ, **শাঙ্গার্নিয়ের অপসারণ**।

এলিজি-র একটি পত্রিকায় প্রথম সামরিক বাহিনীর উদ্দেশ্যে মে মাসে প্রেরিত বলে কথিত এবং সেই হেতু যেন শাঙ্গার্নিয়ের কাছ থেকে আসা একটি আদেশপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। এতে অফিসারদের প্রতি উপদেশ ছিল যে অভ্যুত্থান ঘটলে তাদের কর্তব্য হল নিজেদের দলের বিশ্বাসঘাতকদের সহ্য না করে তাদের অবিলম্বে গুলি করা এবং জাতীয় সভা সৈন্য তলব করলে তা অগ্রাহ্য করা। ১৮৫১ সালের ৩রা জানুয়ারি মন্ত্রিসভাকে এই আদেশ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল। ব্যাপারটি তদন্তের জন্য তাঁরা সময় চাইলেন প্রথমে তিন মাস, পরে এক সপ্তাহ এবং শেষ পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টা মাত্র। জাতীয় সভা অবিলম্বে কারণ প্রদর্শনের জন্য জিদ করল। শাঙ্গার্নিয়ে উঠে বললেন এই প্রকার নির্দেশপত্র কখনো দেওয়া হয়নি। তিনি আরও বললেন যে জাতীয়

সভার নির্দেশ পালনে তিনি সর্বদাই তৎপর থাকবেন এবং সংঘর্ষের ক্ষেত্রে জাতীয় সভা তাঁর উপরে নির্ভর করতে পারেন। অনির্বচনীয় করতালি সহকারে তাঁর ঘোষণাটি জাতীয় সভা গ্রহণ করে ও তাঁর ওপর আস্থাসূচক একটি প্রস্তাব নেয়। জনৈক জেনারেলের ব্যক্তিগত রক্ষণাধীনে নিজেকে সঁপে দিয়ে সভা ক্ষমতা ত্যাগ করল, নিজেদের ক্লীবতা ও সৈন্যবাহিনীর সর্বশক্তিমত্তা মেনে নিল। কিন্তু জেনারেলপ্রবর যখন বোনাপার্টের বিপক্ষে এমন এক শক্তিকে সভার নেতৃত্বাধীনে তুলে দিলেন যা সেই বোনাপার্টের সামন্ত হিসাবেই তিনি হাতে পেয়েছেন, এবং নিজের পালা এলে যখন তিনি আশা করলেন যেন পার্লামেণ্টই, তাঁরই রক্ষণাপেক্ষী আশ্রিতই তাঁকে রক্ষা করবে, তখন তিনি আত্মপ্রতারণা করেছিলেন মাত্র। ১৮৪৯ সালের ২৯ জানুয়ারী থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী তাঁকে যাতে ভূষিত করেছিল, সেই রহস্যময় শক্তিতে কিন্তু বিশ্বাসী ছিলেন শাঙ্গার্নিয়ে। তাঁর ধারণা হয়েছিল অন্য দুই রাষ্ট্রীয় শক্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক তৃতীয় শক্তি। এই যুগের অন্যান্য সেই সব বীর অথবা বলা উচিত সাধুদের মতোই তাঁর ভাগ্য, যাঁদের বিরাটত্ব শুধু তাঁদের সম্পর্কে তাঁদের পার্টির স্বস্বার্থে গড়া সংস্কারাচ্ছন্ন বিরাট ধারণাটুকুতে, এবং পরিস্থিতি যেই এঁদের কাছে অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের দাবি করে অমনি এঁরা চুপসে যান তাঁদের মামুলী মূর্তিতে। এইসব তথাকথিত বীর ও খাঁটি সাধুদের ঘোর শত্রু হল সাধারণভাবে অবিশ্বাস। রসিকজন ও বিদ্রূপকারীদের দিক থেকে উৎসাহের অভাব দেখে এইজন্যই এদের রাজোচিত নৈতিক ক্রোধ।

সেই সন্ধ্যাতেই মন্ত্রীদের এলিজিতে আহ্বান করা হল, বোনাপার্ট শাঙ্গার্নিয়েকে অপসারণের জিদ ধরলেন; পাঁচজন মন্ত্রী তাতে স্বাক্ষর দিতে অসম্মত হলেন; *Moniteur* ঘোষণা করল মন্ত্রিসভায় সংকট উপস্থিত এবং শৃঙ্খলা পার্টির পত্রিকাগুলি শাঙ্গার্নিয়ের নেতৃত্বে একটি পার্লামেণ্টীয় ফৌজ গঠনের ভয় দেখাল। এই কাজ করার সাংবিধানিক অধিকার শৃঙ্খলা পার্টির ছিল। জাতীয় সভার সভাপতিপদে শাঙ্গার্নিয়েকে নিযুক্ত করে আত্মরক্ষার্থে ইচ্ছামতো যত খুশি সৈন্য তলব করলেই হত। বেশ নিরাপদেই তা করা যেত আরো এই জন্য যে শাঙ্গার্নিয়ে তখনো বাস্তবিকই সৈন্যবাহিনীর ও প্যারিসের জাতীয় রক্ষিবাহিনীর নেতৃত্বে, এবং সৈন্যসমেত তলবের অপেক্ষা করছিলেন মাত্র। জাতীয় সভার প্রত্যক্ষভাবে সৈন্যদের আহ্বানের অধিকার সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপনের সাহস তখনো পর্যন্ত বোনাপার্টপন্থী পত্রিকাগুলির হয়নি; সেই অবস্থায় এই আইনী আপত্তিতে কোন ফললাভের বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। সৈন্যবাহিনী যে জাতীয় সভার আদেশ পালন করত তা সম্ভবপর বলে বোধ হয় যদি মনে রাখি, বোনাপার্ট আটদিন ধরে সারা প্যারিস অনুসন্ধান করে শেষ পর্যন্ত দুটিমাত্র জেনারেলকে পেয়েছিলেন যারা শাঙ্গার্নিয়ের পদচ্যুতির আদেশে স্বাক্ষর দিতে প্রস্তুত বলে ঘোষণা করেন — বারাগে

দ'ইলিয়ে এবং সাঁ-জাঁ দ'আঁজেলি। তবু অন্যাদিকে শৃংখলা পার্টি তার সদস্যদের মধ্যে এবং পার্লামেণ্টে এই প্রস্তাবের পক্ষে প্রয়োজনীয় ভোট পেত কিনা তাতে যথেষ্টই সন্দেহ হয় যদি ভেবে দেখি যে, আটদিন পরে দুইশত ছিয়াশিটি ভোট তাদের ছেড়ে যায়, এবং ১৮৫১ সালের ডিসেম্বরে এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের শেষ মুহূর্তে 'পর্বত' অনুরূপ এক প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিল। তৎসত্ত্বেও শৃংখলার বুর্গ্রেভরা সম্ভবত তখনও তাদের সাধারণ সদস্যদের এমন এক বীর্যে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারত যার মূলকথা ছিল সঙ্গীনের অরণ্যের অন্তরালে নিরাপত্তা বোধ, এবং যে পলাতক ফৌজ তাদের শিবিরে যোগ দিয়েছে তার সাহায্যগ্রহণ। এর পরিবর্তে ৬ই জানুয়ারি সন্ধ্যায় বুর্গ্রেভ মহোদয়গণ এলিজিতে উপস্থিত হয়ে রাষ্ট্রনায়কসুলভ বাণী শুনিয়ে এবং রাষ্ট্রীয় বিবেচনার উপরে জোর দিয়ে শাঙ্গার্নিয়ের পদচ্যুতির আদেশ দানে বোনাপার্টকে বিরত করার চেষ্টাই করলেন। কাকেও বুঝিয়ে রাজী করাতে হলে তাকেই পরিস্থিতির প্রভু বলে স্বীকার করা হয়। তাঁদের এই কাজে আশ্বস্ত হয়ে বোনাপার্ট ১২ই জানুয়ারি তারিখে একটি নূতন মন্ত্রিসভা নিযুক্ত করলেন, তাতে থেকে গেলেন প্রাক্তন মন্ত্রিসভার নেতৃদ্বয়, ফুল্দ এবং বারোশ। সাঁ-জাঁ দ'আঁজেলি হলেন যুদ্ধমন্ত্রী, *Moniteur* শাঙ্গার্নিয়ের পদচ্যুতির ডিক্রি প্রকাশ করল, তাঁর অধিনায়কত্বের ক্ষমতা ভাগ করে প্রথম সামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া হল বারাগে দ'ইলিয়ে, এবং জাতীয় রক্ষিবাহিনীর নেতৃত্ব পেরো-র হাতে। সমাজের রক্ষাপ্রাচীর বরখাস্ত হল, ফলে ছাদের একটি টালিও খসে পড়ল না, পক্ষান্তরে বুর্জে শেয়ারের দাম চড়তে লাগল।

শাঙ্গার্নিয়ের মাধ্যমে যে সৈন্যদল তাদের আজ্ঞাধীন হয়ে থাকতে প্রস্তুত ছিল তাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তার ফলে গোটা সৈন্যবাহিনীকেই রাষ্ট্রপতির হাতে চূড়ান্তভাবে সমর্পণ করে শৃংখলা পার্টি জানিয়ে দিল যে বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের রাজ্যশাসনের যোগ্যতা হারিয়েছে। পার্লামেণ্টীয় মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব আর ছিল না। এখন সৈন্যবাহিনী এবং জাতীয় রক্ষিবাহিনীর কর্তৃত্ব প্রকৃতপক্ষে হারিয়ে পার্লামেণ্টের হাতে বলপ্রয়োগের আর কী উপায় বাকি রইল যার সাহায্যে জনগণের উপরে পার্লামেণ্টের জবরদখলী কর্তৃত্ব এবং রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে সাংবিধানিক কর্তৃত্ব যুগপৎ রক্ষা করা যায়? কিছুই রইল না। এখন বলহীন নীতির শরণ নেওয়ার পথই তার কাছে খোলা রইল মাত্র, এমন সব নীতি যার ব্যাখ্যা তারা চিরকাল করেছে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম বলে, যা নিজের স্বচ্ছন্দ বিহারের জন্য অন্যের ওপর চাপানো হয়। আমাদের আলোচ্য পর্বের, অর্থাৎ শৃংখলা পার্টি এবং কার্যনির্বাহক শক্তির মধ্যে সংগ্রাম পর্বের প্রথম অংশটি শেষ হল শাঙ্গার্নিয়ের পদচ্যুতি এবং বোনাপার্টের হাতে সামরিক শক্তি এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই। এই উভয় শক্তির মধ্যে এবার প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা হল, প্রকাশ্যে যুদ্ধ চলল, কিন্তু অস্ত্র ও সৈন্য উভয়ই শৃংখলা পার্টির হস্তচ্যুত হবার পরেই। মন্ত্রিসভাহীন,

সৈন্যবাহিনীহীন, জনগণবর্জিত, জনমত থেকে বিচ্ছিন্ন, ৩১শে মে-র নির্বাচনী আইনের পরে সার্বভৌম জাতির প্রতিনিধিত্বের অধিকার বঞ্চিত, **চক্ষুহীন কর্ণহীন দন্তহীন,** সমস্ত কিছু **হীন** হয়ে পড়ে জাতীয় সভা ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হল **সাবেকী ফরাসী পার্লামেন্টে,** যাকে তুষ্ট থাকতে হবে কার্যভার সরকারকে ছেড়ে দিয়ে *post festum** ঘোঁৎঘোঁৎ করে আপত্তি জানিয়ে।

শৃঙ্খলা পার্টি ক্রোধের তুফান তুলে নূতন মন্ত্রিসভাকে অভ্যর্থনা করল। জেনারেল বেদো এখন স্মরণ করিয়ে দিলেন বিরতির সময়ে স্থায়ী কমিশনের নম্র ভাবের কথা, বৈঠকের বিবরণী প্রকাশ থেকে বিরত হয়ে যে অত্যধিক সৌজন্যের পরিচয় দেওয়া হয়েছিল তার কথা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী স্বয়ং এখন সে বিবরণী প্রকাশের দাবি তুললেন, অবশ্য এতদিনে বিবরণীটা স্বভাবতই নালার জলের মতো নীরস হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কোনো নূতন তথ্য তাতে প্রকাশ পেত না, এবং ভোগতৃপ্ত জনমানসের উপরে তার কোনই দাগ পড়ত না। রেম্যুজা-র প্রস্তাবক্রমে জাতীয় সভা তার বিভিন্ন ব্যুরোতে গুটিয়ে গেল ও একটা 'জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ কমিটি' নিয়োগ করল। প্যারিস তার প্রাত্যহিক জীবনের বাঁধা গৎ থেকে সরে গেল আরো কম, কারণ ঠিক সেই সময় বাণিজ্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, কারখানাগুলি কর্মব্যস্ত, শস্যের দর কম, অঢেল খাদ্য, আর সঞ্চয়-ব্যাংকে প্রতিদিন অর্থ জমা পড়ছে। পার্লামেন্টের উচ্চকণ্ঠ ঘোষণার 'জরুরী ব্যবস্থা' মিলিয়ে গেল ১৮ই জানুয়ারি মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাবে, এবং জেনারেল শাঙ্গার্নিয়ের নামোল্লেখ পর্যন্ত করা হল না। প্রজাতন্ত্রীদের ভোটগুলি লাভ করার জন্যই শৃঙ্খলা পার্টি এইভাবে প্রস্তাব উপস্থিত করতে বাধ্য হয়েছিল, কারণ মন্ত্রিসভার সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে একমাত্র শাঙ্গার্নিয়ের পদচ্যুতিই প্রজাতন্ত্রীদের মনোমত হয়েছিল, অথচ মন্ত্রিসভার অন্যান্য কাজের নিন্দা করার অবস্থায় শৃঙ্খলা পার্টি বস্তুত ছিল না, কারণ সে কাজগুলি হয়েছিল তাদেরই নির্দেশে।

১৮ই জানুয়ারি তারিখের অনাস্থা প্রস্তাব দুইশত ছিয়াশি ভোটের বিপক্ষে চারশত পনের ভোটে পাশ হল। অর্থাৎ চরম লেজিটিমিস্ট এবং অর্লিয়ান্সীদের সঙ্গে বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রী এবং 'পর্বত' দলের **মৈত্রীর** ফলেই এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। এতে প্রমাণ হল যে শৃঙ্খলা পার্টি বোনাপার্টের সঙ্গে সংঘর্ষে কেবলমাত্র মন্ত্রিসভাকে, কেবল সৈন্যবাহিনীকে নয়, পার্লামেন্টে তাদের স্বতন্ত্র সংখ্যাধিক্য পর্যন্ত হারিয়েছে এবং এক দল প্রতিনিধি তার শিবির ত্যাগ করে গেছে আপোষের ক্ষেপামিতে, লড়াই-এর ভয়ে, অবসাদে, অতিপ্রিয় সরকারী মাহিনার প্রতি আত্মীয়সুলভ মমতায়, মন্ত্রিপদ শূন্য হওয়ার জল্পনায় (অদিলোঁ বারো), অথবা সেই নিছক স্বার্থপরতায় যার ফলে

* ভোজের পর অর্থাৎ সবকিছু হয়ে যাবার পর। — সম্পাঃ

সাধারণ বুর্জোয়ার মধ্যে সর্বদাই কোনো ব্যক্তিগত কারণে স্বশ্রেণীর সাধারণ স্বার্থ বিসর্জনের প্রবণতা থেকে যায়। বোনাপার্টপন্থী প্রতিনিধিরা প্রথম থেকেই একমাত্র বিপ্লব-বিরোধী সংগ্রামেই শৃঙ্খলা পার্টির সঙ্গে লেগে ছিল। ক্যাথলিক পার্টির নেতা মতালাঁবের তখনই তাঁর প্রভাব দিয়ে বোনাপার্টের পাল্লা ভারি করেছিলেন, কেননা পার্লামেণ্টীয় দলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর আশা ছিল না। পরিশেষে এ পার্টির নেতৃদ্বয়, তিয়ের ও বেরিয়ে, একজন অর্লিয়ান্সী, অপরজন লেজিটিমিস্ট প্রকাশ্যেই নিজেদের প্রজাতন্ত্রী বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন, স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে তাঁদের প্রাণ চায় রাজতন্ত্র অথচ বুদ্ধি বলে প্রজাতন্ত্র, সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে দেশ শাসনের একমাত্র সম্ভাব্য রূপ হল পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্র। এইভাবে পার্লামেণ্টের পিছনে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার যে পরিকল্পনা তাঁরা অক্লান্তভাবে অনুসরণ করেছেন তাকে খোদ বুর্জোয়া শ্রেণীর চোখের সামনেই এমন একটা চক্রান্ত বলে নিন্দা করতে বাধ্য হলেন যা যেমন নির্বোধ, তেমনি বিপজ্জনক।

১৮ই জানুয়ারির অনাস্থা প্রস্তাব আঘাত করল মন্ত্রিবৃন্দকে, রাষ্ট্রপতিকে নয়। অথচ শাঙ্গার্নিয়েকে বরখাস্ত করেছিলেন মন্ত্রিসভা নয়, স্বয়ং রাষ্ট্রপতি। শৃঙ্খলা পার্টি কি রাষ্ট্রপতির পার্লামেণ্টীয় অভিশংসন দাবি করবে? তাঁর পুনঃপ্রতিষ্ঠার অভিলাষ আছে এই জন্য? কিন্তু সে কামনা তো কেবল তাদেরই কামনার পরিপূরক। তবে কি সৈন্যদল পরিদর্শন ও ১০ই ডিসেম্বর সমিতি সংক্রান্ত তাঁর সেই ষড়যন্ত্রের জন্য? কিন্তু বহুপূর্বেই তো তারা দিনগত আলোচ্য সূচির নিচে এইসব প্রশ্নের সমাধি করেছে। নয়ত কি ২৯শে জানুয়ারি ও ১৩ই জুনের নায়ক, যে ব্যক্তি ১৮৫০ সালের মে মাসে ভয় দেখিয়েছিলেন যে বিদ্রোহ হলে প্যারিসের চতুর্দিকে অগ্নিসংযোগ করবেন, সেই ব্যক্তির পদচ্যুতির প্রতিবাদে? তাদের মিত্র 'পর্বত' এবং কাভেনিয়াকের কাছ থেকে সমাজের ভূলুণ্ঠিত রক্ষাপ্রাচীরটিকে তুলে ধরার জন্য একটা সরকারীভাবে সমবেদনা জ্ঞাপনের অনুমতিও পাওয়া গেল না। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক একজন জেনারেল অপসারণের সাংবিধানিক অধিকার তারা নিজেরাই অস্বীকার করতে পারল না। রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক অধিকারের পার্লামেণ্টবিরোধী প্রয়োগেই তারা ক্রোধ প্রকাশ করেছিল। তারাই কি ক্রমাগত নিজেদের পার্লামেণ্টীয় অধিকারের সংবিধানবিরুদ্ধ প্রয়োগ করে আসেনি, বিশেষত সর্বজনীন ভোটাধিকার বাতিলের প্রশ্নে? অতএব শৃঙ্খলা পার্টি বাধ্য হল সুনির্দিষ্ট পার্লামেণ্টীয় চৌহদ্দির ভিতরেই বিচরণ করতে। এবং ১৮৪৮ সালের পরে **পার্লামেণ্টীয় জড়বুদ্ধিতারূপী** ***(parliamentary cretinism)*** যে বিশেষ ব্যাধি মহাদেশ জুড়ে আসর জমিয়েছে, যে ব্যাধির ছোঁয়াচে মানুষ একটি কাল্পনিক জগতে আটক পড়ে আর রূঢ় বহির্জগতের সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত স্মৃতি, সমস্ত বোধ তার একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় — এই পার্লামেণ্টীয় জড়বুদ্ধির

ফলেই যারা একদা পার্লামেণ্টীয় ক্ষমতার সমস্ত শর্তগুলি স্বহস্তে নষ্ট করেছে, এবং অন্যান্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নষ্ট করতে বাধ্য হয়েছে, তাদের পক্ষে পার্লামেণ্টী জয়টাকে জয় মনে করা, অথবা মন্ত্রীদের আঘাত করা মারফত রাষ্ট্রপতিকেই আঘাত করা হল বলে বিশ্বাস করা সম্ভব হয়েছিল। বস্তুত তাতে কেবলমাত্র জাতির সমক্ষে জাতীয় সভাকে নূতন করে অপদস্থ করার সুযোগ পেল রাষ্ট্রপতি। ২০শে জানুয়ারি *Moniteur* ঘোষণা করল যে সমগ্র মন্ত্রিসভার পদত্যাগ গ্রাহ্য হয়েছে। ১৮ই জানুয়ারির ভোট থেকে, 'পর্বত' ও রাজতন্ত্রীদের মৈত্রীর ঐ ফল থেকে প্রমাণ হল যে পার্লামেণ্টে কোনও দলেরই সংখ্যাধিক্য আর নেই — এই অছিলায়, নতুন সংখ্যাধিক দল গড়ে না ওঠা পর্যন্ত, বোনাপার্ট একটি তথাকথিত অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা নিয়োগ করলেন এমন ব্যক্তিদের নিয়ে যাদের একজনও পার্লামেণ্টের সদস্য নন, সকলেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও নগণ্য লোক, অর্থাৎ নিতান্ত করণিক ও নকলনবীশদের মন্ত্রিসভা। শৃঙ্খলা পার্টি এবার এই পুতুলনাচের খেলায় নিজেদের কর্মক্লান্ত করে তুলবার অবকাশ পেল, কার্যনির্বাহক শক্তি আর জাতীয় সভায় প্রতিনিধিত্ব থাকার কোন গুরুত্ব আছে বলে মনে করল না। তাঁর মন্ত্রীরা যে অনুপাতে পুতুলমাত্র ছিল, বোনাপার্ট ঠিক সেই অনুপাতে প্রত্যক্ষভাবে সমস্ত কার্যনির্বাহক ক্ষমতা তাঁর নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করলেন, এবং নিজ স্বার্থে তার ব্যবহারের সুযোগও তাঁর সেই পরিমাণ বৃদ্ধি পেল।

১০ই ডিসেম্বর সমিতির পাণ্ডা রাষ্ট্রপতি নিজের জন্য যে আঠার লক্ষ ফ্রাঁ ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব উত্থাপনে তাঁর মন্ত্রীবেশী করণিকদের বাধ্য করেছিলেন, 'পর্বত' দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে শৃঙ্খলা পার্টি সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে প্রতিশোধ নিল। এবার মাত্র একশত দুই ভোটের সংখ্যাধিক্যে প্রশ্নটির মীমাংসা হয়েছিল অর্থাৎ ১৮ই জানুয়ারির পরে আরও সাতাশটি ভোট খসে পড়েছে; শৃঙ্খলা পার্টি ভাঙ্গনের মুখে এগিয়ে চলছিল। সেই সঙ্গে, যাতে 'পর্বতের' সঙ্গে তাদের মৈত্রীর তাৎপর্য সম্পর্কে মুহূর্তের জন্যও ভুল ধারণা না হয়, সেইজন্যই 'পর্বত' দলের একশত ঊননব্বই জন সদস্যের স্বাক্ষরযুক্ত রাজনৈতিক অপরাধে অপরাধীদের ব্যাপক মার্জনার একটি প্রস্তাব বিবেচনা করতে পর্যন্ত তারা অস্বীকার করল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনৈক ভেসের পক্ষ থেকে এই ঘোষণাটুকুতেই কাজ হল যে পরিস্থিতি আপাত দৃষ্টিতে শান্ত হলেও প্রকৃতপক্ষে প্রচণ্ড আন্দোলন গোপনে চলছে, সর্বত্র গুপ্ত সমিতি সংগঠিত হচ্ছে, গণতন্ত্রী পত্রিকাগুলির পুনঃপ্রকাশের আয়োজন চলেছে, বিভিন্ন জেলা থেকে আশঙ্কাজনক রিপোর্ট আসছে, জেনেভায় পলাতকের দল লিয়োঁ থেকে ফ্রান্সের সমগ্র দক্ষিণাংশ ব্যাপী একটা ষড়যন্ত্রের পরিচালনা করছে, ফ্রান্স এসে পড়েছে শিল্প ও বাণিজ্যগত

এক সংকটের মুখে, রুবে-র শিল্পপতিরা কাজের ঘণ্টা কমিয়ে দিচ্ছে, বেল ইলের* বন্দীরা বিদ্রোহ করেছে — সামান্য একজন ভেস কর্তৃক লাল জুজুর এই আতংক জাগিয়ে তোলাই যথেষ্ট হল, এবং যে প্রস্তাব নিঃসন্দেহে জাতীয় সভার জন্য প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করে বোনাপার্টকে আবার তার দ্বারস্থ করতে পারত, সেই প্রস্তাব শৃংখলা পার্টি বিনা আলোচনায় অগ্রাহ্য করল। নূতন গোলযোগের সম্ভাবনায় কার্যনির্বাহক শক্তি কর্তৃক নিজেদের আতংকিত হতে না দিয়ে তাদের বরং শ্রেণী-সংগ্রামের জন্য আর কিছুটা স্থান ছেড়ে দিয়ে কর্তৃপক্ষকে নিজেদের উপর নির্ভরশীল করে রাখাই উচিত ছিল। কিন্তু আগুন নিয়ে এই খেলার সাহস বোধ করল না তারা।

ইতিমধ্যে এই তথাকথিত অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত উদ্ভিদ্‌সুলভ জীবন যাপন করে চলল। বোনাপার্ট ক্রমাগত মন্ত্রিসভায় নতুন অদলবদল করে জাতীয় সভাকে ক্লান্ত করে তুললেন ও বোকা বানাতে লাগলেন। কখনও ভাব করলেন যেন তিনি লামার্তিন ও বিয়োকে নিয়ে গঠন করতে চান এক প্রজাতন্ত্রী মন্ত্রিসভা, কখনও যেন বা অপরিহার্য সেই অদিলোঁ বারোকে নিয়ে এক পার্লামেণ্টীয় মন্ত্রিসভা, বোকা বনবার মতো লোকের প্রয়োজন হলে যাঁর নাম বাদ পড়তেই পারে না; তারপর ভাতিমেনিল এবং বেনুয়া দ'আজিকে নিয়ে লেজিটিমিস্ট মন্ত্রিসভা, এবং তারপর আবার মার্লভিলকে নিয়ে অর্লিয়ান্সী মন্ত্রিসভা। এইভাবে যেমন তিনি শৃংখলা পার্টির বিভিন্ন উপদলকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে রাখলেন, এবং সামগ্রিকভাবে তাদের শংকিত করে তুললেন প্রজাতন্ত্রী মন্ত্রিসভার সম্ভাবনা এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সর্বজনীন ভোটাধিকার ফিরে আসার ভয় দেখিয়ে, সেই সঙ্গে তেমনি তিনি বুর্জোয়া শ্রেণীর মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস গড়ে দিলেন যে রাজতন্ত্রী উপদলগুলির আপোষহীনতার জন্যই তাঁর পার্লামেণ্টীয় মন্ত্রিসভা গঠনের সমস্ত সৎ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। বুর্জোয়া শ্রেণী আবার ততই আরও জোরে চিৎকার করে 'শক্তিশালী সরকার' দাবি করতে লাগল: ফ্রান্সকে 'শাসন-ব্যবস্থাহীন' অবস্থায় ফেলে রাখা তারা ততই বেশী অমার্জনীয় অপরাধ বলে মনে করতে লাগল, যতই একটা সাধারণ বাণিজ্যিক সংকট আসন্ন বলে বোধ হল আর তার ফলে শহরাঞ্চলে সমাজতন্ত্র নূতন সমর্থক লাভ করতে লাগল, যেমন গ্রামাঞ্চলে সমর্থক জুটছিল খাদ্যশস্যের সর্বনেশে মূল্যহ্রাসের ফলে। বাণিজ্য প্রত্যহ অধিকতর মন্দগতি হতে থাকল, বেকার শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি লক্ষ্যণীয়রূপে বাড়ল, প্যারিসে অন্তত দশ হাজার শ্রমিকের রুটি ছিল না, রুয়েঁ, মুলহাউজেন, লিয়োঁ, রুবে, তুর্কুয়েঁ, সাঁ-এতিয়েন, এলব্যেফ প্রভৃতিতে কারখানাগুলি অলস হয়ে রইল। এই অবস্থায়

* বেল ইল — ফ্রান্সের পশ্চিম উপকূলেব পার্শ্ববর্তী দ্বীপ যেখানে ১৮৪৮ সালেব পরে দণ্ডিত বিপ্লবীদেব কারাবাসের ব্যবস্থা হয়। — সম্পাঃ

১১ই এপ্রিল তারিখে বোনাপার্ট পুনর্বহাল করতে সাহস পেলেন ১৮ই জানুয়ারির মন্ত্রিসভাকে: শ্রীযুক্ত রুয়েব, ফুল্দ, বারোশ প্রভৃতির সেই মন্ত্রিসভা, আর তাঁদের জোর বাড়ানো হল সেই শ্রীযুক্ত লেওঁ ফশেকে যোগ করে যাঁকে জাল টেলিগ্রাম পাঠাবার অপরাধে সংবিধান সভা তার অন্তিমদশায় পাঁচজন মন্ত্রীর ভোট বাদে সর্বসম্মতিক্রমে এক অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাবে নিন্দা করেছিল। অতএব মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ১৮ই জানুয়ারি জাতীয় সভার জয় এবং বোনাপার্টের বিরুদ্ধে তিন মাস ব্যাপী তাদের সংগ্রামের একমাত্র ফল দাঁড়াল এই যে ১১ই এপ্রিল ফুল্দ এবং বারোশ তৃতীয় শক্তিরূপে তাঁদের মন্ত্রিত্বের মিতালিতে নিতে বাধ্য হলেন পিউরিটান ফশেকে।

১৮৪৯ সালের নভেম্বরে বোনাপার্টকে একটি **পার্লামেণ্টীয় রীতিবিরুদ্ধ** মন্ত্রিসভা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল, ১৮৫১ সালের জানুয়ারিতে **পার্লামেণ্ট-বহির্ভূত** মন্ত্রিসভা নিয়ে এবং ১১ই এপ্রিল তিনি একটি **পার্লামেণ্ট-বিরোধী** মন্ত্রিসভা গঠনের মতো জোর পেলেন যার মধ্যে আবার সমতালে মিলিত হল উভয় সভারই অনাস্থাজ্ঞপক ভোট, — সংবিধান সভা এবং বিধান সভা, একটি প্রজাতন্ত্রী, অপরটি রাজতন্ত্রী। মন্ত্রিসভার এই পর্যায়-ক্রমটি হল একটি তাপযন্ত্র যার সাহায্যে পার্লামেণ্ট নিজ প্রাণের উত্তাপ হ্রাসের পরিমাপ করতে পারত। এপ্রিলের শেষভাগে সেই উত্তাপ এত কমে এল যে এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে পের্সিনি রাষ্ট্রপতির দলে আসার জন্য শাঙ্গার্নিয়েকে উপরোধ জানাতে পারলেন। তিনি আশ্বাস দিলেন যে বোনাপার্টের মতে জাতীয় সভার প্রভাব সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে এবং কুদেতার যে সম্ভাবনা অবিরত সামনে রাখা হয়েছে কিন্তু ঘটনাচক্রে যাকে আবার স্থগিত রাখতে হল, তা ঘটার পর যে ঘোষণা প্রকাশ করার কথা তা পর্যন্ত প্রস্তুত হয়ে আছে। শাঙ্গার্নিয়ে শৃঙ্খলা পার্টির নেতাদের এই মৃত্যুসংবাদ জানালেন, কিন্তু ছারপোকার কামড়ে প্রাণ হারাবার কথা কে বিশ্বাস করবে? পীড়িত, জীর্ণ, মৃত্যুর কালিমালিপ্ত হলেও এই পার্লামেণ্ট ১০ই ডিসেম্বর সমিতির কিম্ভূত দলপতির সঙ্গে তার এ দ্বন্দ্বযুদ্ধটাকে ছারপোকার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধের বেশী কিছু বলে ভাবতে পারল না। কিন্তু বোনাপার্ট শৃঙ্খলা পার্টিকে সেই জবাব দিলেন যা এজেসিলস বলেছিলেন রাজা এজিসকে:

'আমাকে ভাবছ পিপীলিকা, কিন্তু একদিন আমি হয়ে উঠব সিংহ।'*

* প্রাচীন কালের লেখক আতেনি (২য় — ৩য় শতক) লিখিত 'পণ্ডিত ব্যক্তিদের ভোজনকালীন আলাপ' নামক পুস্তকের নিম্নোক্ত উপাখ্যানটি মার্কস ব্যবহার করেছেন, যদিও খুব হুবহু নয়: মিসরের ফেরাও এজিসের সাহায্যে স্পার্টানরাজ এজেসিলস সসৈন্যে তার কাছে উপস্থিত হলে ফেরাও তার খর্বাকৃতি দেখে বলেন, 'পর্বত অন্তঃসত্তা হল। জুপিটার ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু মূষিক প্রসব করল পর্বত।' এজেসিলস জবাব দেন, 'তোমার কাছে মনে হচ্ছে আমি মূষিক, কিন্তু সময় হলে দেখবে আমি সিংহ।' — সম্পাঃ

৬

সামরিক শক্তি হাতে রাখার ও কার্যনির্বাহক শক্তির উপর সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ পুনরধিকার করবার নিষ্ফল চেষ্টায় শৃঙ্খলা পার্টিকে যে 'পর্বত' এবং বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হতে হয়েছিল তা থেকে অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণ হয়ে গেল যে তারা **পার্লামেণ্টে স্বতন্ত্র সংখ্যাধিক্য** হারিয়েছে। ২৮শে মে কেবলমাত্র পঞ্জিকার পাতা, কেবল ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটার আবর্তনই তার পরিপূর্ণ ভাঙনের সংকেত দিল। ২৮শে মে শুরু হল জাতীয় সভার জীবনের শেষ বছর। এইবারে স্থির করার কথা যে সংবিধান অপরিবর্তিত থেকে যাবে না সংশোধিত হবে। কিন্তু সংবিধান সংশোধনের অর্থ তো বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন নাকি পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শাসন নয়, গণতন্ত্র নাকি প্রলেতারীয় নৈরাজ্য, পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্র নাকি বোনাপার্ট, কেবল এই নয়, সেই সঙ্গেই যে তার অর্থ অর্লিয়ান্স নাকি বুরবোঁ! তাই পার্লামেণ্টের মাঝখানে এমন একটি বিরোধের কাঁটা এসে পড়ল, যার ফলে শৃঙ্খলা পার্টি যে বিরোধী উপদলে বিভক্ত তাদের স্বার্থ সংঘাত প্রকাশ্যে প্রজ্বলিত হয়ে উঠতে বাধ্য। শৃঙ্খলা পার্টি ছিল ভিন্নধর্মী সামাজিক উপাদানের সম্মিলন। সংশোধনের প্রশ্নে এমন রাজনৈতিক উত্তাপের সৃষ্টি হল যে এই সম্মিলন আবার ভেঙে গেল তার মৌলিক উপাদানে।

সংশোধনের প্রশ্নে বোনাপার্টপন্থীদের আগ্রহটা সোজা। তাদের পক্ষে এটি ছিল সর্বোপরি সেই ৪৫ ধারা বাতিলের প্রশ্ন, যে ধারায় বোনাপার্টের পুনঃনির্বাচন এবং তাঁর কর্তৃত্বের মেয়াদবৃদ্ধি নিষিদ্ধ ছিল। প্রজাতন্ত্রীদের মনোভাবও অনুরূপ সহজবোধ্য ছিল। কোনো রকম সংশোধনেরই তারা ছিল ঘোর বিরোধী, তার মধ্যে তারা দেখত প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক সার্বিক ষড়যন্ত্র। যেহেতু জাতীয় সভায় **এক-চতুর্থাংশেরও অধিক ভোট** তাদের হাতে ছিল, এবং যেহেতু সংবিধান অনুসারে সংশোধনী প্রস্তাব আইনসঙ্গত হতে হলে এবং সংশোধনকারী পরিষদ আহ্বান করতে হলে তিন-চতুর্থাংশ ভোটের প্রয়োজন, অতএব নিজেদের ভোটটুকু হাতে থাকলেই তাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত মনে করার কথা। তাই তারা জয়লাভ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েই ছিল।

এই সুস্পষ্ট মতগুলির তুলনায় শৃঙ্খলা পার্টি কিন্তু সমাধানহীন বৈপরীত্যে জড়িয়ে পড়েছিল। সংশোধনের দাবি প্রত্যাখ্যান করলে স্থিতাবস্থা বিপন্ন হবে, কারণ বোনাপার্টের পক্ষে তখন খোলা থাকবে একমাত্র বলপ্রয়োগের পথ, এবং ১৮৫২ সালের মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারে চরম মুহূর্তটিতে ফ্রান্সকে বৈপ্লবিক অরাজকতার হাতে সমর্পণ করতে হবে এমন পরিস্থিতিতে, যখন রাষ্ট্রপতি ক্ষমতা হারিয়েছে, পার্লামেণ্ট বহুদিন সে ক্ষমতা ভোগ করেনি এবং জনগণ সে ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অথচ জানা কথা যে সংবিধান সংশোধনের পক্ষে ভোট বৃথাই যাবে, কারণ প্রজাতন্ত্রীদের

নামঞ্জুরীর ফলে সংবিধানসম্মত উপায়ে তাদের ভোট ব্যর্থ হতে বাধ্য। সংবিধান অগ্রাহ্য করে সাধারণ সংখ্যাধিক্যকেই যদি কার্যকরী ঘোষণা করা হয় তবে তাদের পক্ষে বিপ্লবের উপরে আধিপত্য করার একমাত্র আশা হল কার্যনির্বাহক ক্ষমতার সার্বভৌম শক্তির কাছে শর্তহীন বশ্যতা স্বীকার, সেক্ষেত্রে বোনাপার্টকেই করে দেওয়া হবে সংবিধানের, তা সংশোধনের এবং নিজেদেরও প্রভু। আংশিক সংশোধন করেই রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার মেয়াদ বাড়িয়ে দিলে সম্রাটরূপে তার ক্ষমতা জবরদখলের পথই পরিষ্কার হবে। সামগ্রিক সংশোধনে প্রজাতন্ত্রের জীবন সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে ও রাজবংশগুলির দাবির অনিবার্য সংঘাত দেখা দেবে, কারণ বুরবোঁ ও অর্লিয়ান্সের পুনঃপ্রতিষ্ঠার শর্তগুলি কেবল ভিন্ন নয়, একটিকে একেবারে বর্জন না করলে অন্যটি অসম্ভব।

যে নিরপেক্ষ এলাকাতে ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণীর দুটি উপদল, অর্থাৎ লেজিটিমিস্ট ও অর্লিয়ান্সী দল, বৃহৎ ভূসম্পত্তি ও শিল্পের দল সমান অধিকার সহকারে পাশাপাশি বসবাস করতে পারে, **পার্লামেন্টীয় প্রজাতন্ত্র** তারও অধিক কিছু ছিল। এই হল তাদের **মিলিত** শাসনের অপরিহার্য শর্ত, একমাত্র রাষ্ট্ররূপ যেখানে তাদের সাধারণ শ্রেণী-স্বার্থের কাছে তাদের বিশিষ্ট উপদলীয় দাবিসমূহ ও অন্যান্য সকল শ্রেণী বশ্যতা স্বীকার করেছিল। রাজতন্ত্রী হিসাবে তারা ফিরে গেল তাদের অতীত বিরোধে, ভূসম্পত্তি বনাম অর্থবলের প্রভুত্বের জন্য সংগ্রামে, আর এই বিরোধের সর্বোচ্চ প্রকাশ, তার মূর্তরূপ হল তাদের রাজারা, তাদের রাজবংশ। এইজন্যই **বুরবোঁদের ফিরিয়ে আনার** বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা পার্টির প্রতিরোধ।

অর্লিয়ান্সী জনপ্রতিনিধি ক্রেতোঁ নিয়মিতভাবে ১৮৪৯, ১৮৫০ এবং ১৮৫১ সালে রাজপরিবারগুলির নির্বাসনের ফরমান প্রত্যাহারের প্রস্তাব এনেছিলেন। পার্লামেন্টেও সমান নিয়মিতভাবেই এই দৃশ্য দেখা গেল যে একটি রাজতন্ত্রী সভা অবিচলভাবে তাদের নির্বাসিত রাজাদের প্রত্যাবর্তনের দ্বার রুদ্ধ করে রাখছে। তৃতীয় রিচার্ড ষষ্ঠ হেনরিকে এই বলে হত্যা করেছিলেন যে, তিনি এই পৃথিবীর পক্ষে বড় বেশী সৎ লোক, একমাত্র স্বর্গেই তাঁর স্থান। এঁরা ঘোষণা করলেন যে রাজাদের ফিরে পাবার পক্ষে ফ্রান্স বড়োই নিকৃষ্ট দেশ। অবস্থার চাপে তারা হয়ে উঠেছিল প্রজাতন্ত্রী এবং যে জনসিদ্ধান্ত রাজাদের ফ্রান্স থেকে নির্বাসিত করেছিল, বারেবারে এরা তারই অনুমোদন করল।

যে সংবিধান সংশোধন ঘটনাচক্রে অনিবার্য বিবেচনার প্রশ্ন হয়ে পড়েছিল তার ফলে প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে দুই বুর্জোয়া উপদলের যুগ্ম শাসনের প্রশ্নটিও উঠল, রাজতন্ত্রের সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্ত স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আবার দেখা দিল, রাজতন্ত্র মূলত যেগুলির প্রতিনিধিত্ব করেছিল পালা করে, — একটি উপদলের উপরে অন্যটির কর্তৃত্বের লড়াই আবার জেগে উঠল। শৃঙ্খলা পার্টির

কূটনীতিবিদরা বিশ্বাস করেছিল রাজবংশ দুটির সংযোজনে, রাজতন্ত্রী দল দুটির ও তাদের রাজপরিবারদ্বয়ের তথাকথিত **মিলন** ঘটিয়ে তারা এই সংগ্রামের সমাধান করতে পারবে। পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং জুলাই রাজতন্ত্রের প্রকৃত মিলন কিন্তু পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্র, যার মধ্যে অর্লিয়ান্স এবং লেজিটিমিস্ট রঙ মুছে যায়, বুর্জোয়াদের বিভিন্ন প্রজাতি এক সাধারণ বুর্জোয়ার মধ্যে, বুর্জোয়া জাতির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। এবার কিন্তু অর্লিয়ান্সীকে হতে হবে লেজিটিমিস্ট আর লেজিটিমিস্টকে অর্লিয়ান্সী। যে রাজছত্রে তাদের বিরোধ মূর্তিমান, তাতেই মূর্ত হওয়া চাই তাদের ঐক্য। তাদের একান্ত নিজস্ব উপদলীয় স্বার্থের অভিব্যক্তিটাই হওয়া চাই তাদের সাধারণ শ্রেণী-স্বার্থের প্রকাশ; রাজতন্ত্রকে সেই কাজ করতে হবে যে কাজ কেবল দুই রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করেই প্রজাতন্ত্রের দ্বারা করা সম্ভব ছিল এবং করাও হয়েছিল। এই পরশপাথরের জন্য শৃঙ্খলা পার্টির পণ্ডিত মাথা ঘামাতে লাগলেন। যেন সত্যই লেজিটিমিস্ট রাজতন্ত্র কোনদিন শিল্পপতি বুর্জোযাদেব রাজতন্ত্রে, অথবা বুর্জোয়া রাজতন্ত্র যেন বংশানুক্রমিক ভূসম্পত্তির মালিক অভিজাত শ্রেণীর রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হতে পারে। যেন কোনদিন ভূসম্পত্তি এবং শিল্পের পক্ষে **একটি** রাজমুকুটের অধীনে ভ্রাতৃভাবে মিলন সম্ভব যখন সেই মুকুটে জ্যেষ্ঠ অথবা কনিষ্ঠ কেবল একটি ভ্রাতার মস্তকই ভূষিত করা যায়। শিল্পের পক্ষে যেন ভূসম্পত্তির সঙ্গে আদৌ একটা মিটমাট করা সম্ভব যতদিন না সেই ভূসম্পত্তি নিজেই শিল্পচরিত্র ধারণ করতে চাইছে। কাল যদি পঞ্চম হেনরির মৃত্যু হয়, তবে তার ফলে প্যারিসের কাউণ্ট লেজিটিমিস্টদের রাজা হতে পারবেন না, যদি না তিনি অর্লিয়ান্সী রাজপদ ত্যাগ করেন। অথচ সম্মিলনের যে দার্শনিকেরা কিন্তু সংশোধনের প্রশ্নটা যত এগিয়ে আসছিল তত সরব হয়ে উঠেছিলেন, *Assemblée Nationale* নামক দৈনিকে নিজেদের জন্য একটি সরকারী মুখপত্রের ব্যবস্থা করেছিলেন, এবং এমন কি এই মুহূর্তে (ফেব্রুয়ারি ১৮৫২) আবার ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, তাঁদের ধারণা হল যে সমস্ত মুশকিলের কারণ শুধু বাজবংশ দুটির বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। লুই ফিলিপের মৃত্যুর পরেই পঞ্চম হেনরি ও অর্লিয়ান্স পরিবারের পুনর্মিলনের যে চেষ্টা শুরু হয়েছিল, কিন্তু সাধারণভাবে সমস্ত রাজবংশীয় কূটচক্রান্তের মতোই যার খেলা চলত কেবল জাতীয় সভার বিরতিকালে, দুই অঙ্কের অন্তর্বর্তী সময়টুকুতে *(entr'actes)* যবনিকার অন্তরালে, গুরুত্বপূর্ণ কাজের বদলে যা বরং সাবেকী কুসংস্কার নিয়ে ভাবাকুল ছেনালীপনা মাত্র, সেই চেষ্টা এখন পূর্বতন শৌখীন নাটুকেপনা ছেড়ে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে সাড়ম্বর রাষ্ট্রীয় নাট্যরূপে শৃঙ্খলা পার্টি কর্তৃক অভিনীত হতে থাকল। দূতেরা ছুটল প্যারিস থেকে ভেনিস, ভেনিস থেকে ক্লেরমোঁ এবং ক্লেরমোঁ থেকে প্যারিসে। শাঁবরের কাউণ্ট একটি ইশতেহার জারি করে 'তাঁর সমস্ত পরিজনবর্গের সাহায্যে' তাঁর নিজের নয় 'জাতীয়' পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঘোষণা করলেন। অর্লিয়ান্সী সালভাঁদি পঞ্চম

হেনরির পদতলে লুটিয়ে পড়লেন। লেজিটিমিস্ট কর্তা বেরিয়ে, বেনুয়া দ'আজি, সাঁ-প্রিস্ত ক্লেরমোঁ যাত্রা করে অর্লিয়ান্সচক্রকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু বৃথায়। মিলনবাদীরা অতিরিক্ত বিলম্বে উপলব্ধি করল যে দুটি বুর্জোয়া উপদলের স্বার্থ যখন পারিবারিক স্বার্থ, দুই রাজবংশের স্বার্থের আকারে তীক্ষ্ণতর হয়, তখন তাদের অদ্বিতীয়তা কিছুমাত্র নষ্ট হয় না, এবং নমনীয়তা কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় না। পঞ্চম হেনরি প্যারিসের কাউন্টকে তাঁর উত্তরাধিকারী রূপে স্বীকার করলে — এবং সংমিলন নীতির পক্ষে এর অধিক সাফল্য আশা করা যেত না — অর্লিয়ান্সবংশ এমন কোনও নূতন অধিকার লাভ করবে না যা পঞ্চম হেনরি নিঃসন্তান হওয়ার দরুন ইতিমধ্যেই তারা পেয়ে যায়নি, অথচ জুলাই বিপ্লবে অর্জিত সমস্ত অধিকার তারা হারাবে. তাদের মৌলিক দাবি, বুরবোঁ রাজবংশের জ্যেষ্ঠ শাখার বিরুদ্ধে প্রায় শতবর্ষব্যাপী সংগ্রামলব্ধ অধিকার সকল ত্যাগ করতে হবে; নিজেদের ইতিহাসলব্ধ অধিকাব, আধুনিক রাজত্বের অধিকার বিকিয়ে দেওয়া হবে কুলাধিকারের জন্যে। এই মিলন তাই আর কিছুই নয়, অর্লিয়ান্সবংশের স্বেচ্ছায় দাবিত্যাগ, লেজিটিমিস্ট নীতির নিকট নতিস্বীকার, প্রটেস্টাণ্ট রাষ্ট্রীয় চার্চ ত্যাগ করে অনুতপ্তচিত্তে ক্যাথলিক ধর্মে প্রত্যাবর্তন। উপরন্তু, এই প্রত্যাবর্তন এমন কি তাদের হারানো সিংহাসনে ফিরিয়ে আনবে না, আনবে সিংহাসনের পাদদেশে, যেখানে তাদের জন্ম। গিজো, দুশাতেল প্রভৃতি প্রাক্তন অর্লিয়ান্সী মন্ত্রী যারা এইভাবে সংমিলন নীতির সমর্থনে ক্লেরমোঁতে ছুটেছিলেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে জুলাই বিপ্লবের খোঁয়ারিটুকুই প্রতিফলিত করছিলেন, অর্থাৎ বুর্জোয়াদের রাজত্ব এবং বুর্জোয়া রাজকীয়তা সম্পর্কে হতাশার ভাব, অরাজকতার বিরুদ্ধে শেষ মন্ত্রশক্তি লেজিটিমিস্ট নীতির প্রতি অন্ধ বিশ্বাস। অর্লিয়ান্স এবং বুরবোঁদের মধ্যস্থ রূপে নিজেদের কল্পনা করলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন অর্লিয়ান্সদলত্যাগী, এবং জয়াঁভিলের রাজকুমার সেইভাবেই তাঁদের গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে অর্লিয়ান্সীদের তাগড়াই জঙ্গী অংশটা, তিয়ের, বাজ ইত্যাদি লুই ফিলিপের পরিবারবর্গকে আরও অনায়াসে বোঝাতে পারলেন যে প্রত্যক্ষভাবে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত যদি হয় উভয় রাজবংশের একীকরণ এবং যে-কোনো একীকরণের পূর্বশর্ত যদি হয় অর্লিয়ান্সবংশের দাবিত্যাগ, সেক্ষেত্রে আপাতত প্রজাতন্ত্রকে মেনে নিয়ে রাষ্ট্রপতির আসনকে সিংহাসনে রূপান্তরের উপযোগী অবস্থার প্রতীক্ষায় থাকাই সর্বতোভাবে তাঁদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য। জয়াঁভিল পদ-প্রার্থী হয়েছেন এ গুজব রটল, কৌতূহলী জনসাধারণকে অনিশ্চিত অবস্থায় রাখা হল, এবং কয়েক মাস পরে সেপ্টেম্বর মাসে, সংশোধনের ব্যাপারটা অগ্রাহ্য হবার পর প্রকাশ্যে তাঁকে প্রার্থী বলে ঘোষণা করা হল।

অর্লিয়ান্সী ও লেজিটিমিস্টদের রাজতন্ত্রী সংমিলনের চেষ্টা এইভাবে কেবল

ব্যর্থ হল তাই নয়; এতে তাদের **পার্লামেণ্টীয় সংমিলন**, তাদের সাধারণ প্রজাতান্ত্রিক রূপটিকে পর্যন্ত নষ্ট করে দিয়ে শৃঙ্খলা পার্টিকে ভেঙে ফেলা হল তার আদি উপাদানে। কিন্তু ক্রেরমোঁ ও ভেনিসের মনোমালিন্য যতই বেড়ে চলল, যতই তাদের ফয়সালা ভেঙে গিয়ে জয়াঁভিলের জন্য আন্দোলন অগ্রসর হল, বোনাপার্টের মন্ত্রী ফশের সঙ্গে লেজিটিমিস্টদের আলাপ আলোচনায় ততই আগ্রহ ও ঐকান্তিকতা প্রকাশ পেতে থাকল।

শৃঙ্খলা পার্টির ভাঙন মৌলিক উপাদানে এসেই থামল না। তার বৃহৎ দুই উপদলের প্রত্যেকটির মধ্যেই আবার নতুন করে ভাঙন চলল। মনে হল, যে সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলি আগের দিনে লেজিটিমিস্ট বা অর্লিয়ান্সী এক একটা চক্রের ভিতরে থেকেই পরস্পরের সঙ্গে ঠেলাঠেলি মারামারি করে এসেছে তারাই যেন আবার বিশুষ্ক জীবকোষের (*infusoria*) মতো জলস্পর্শে তাজা হয়েছে, নিজ নিজ গোষ্ঠী ও স্বাধীন দ্বন্দ্ব সৃষ্টির উপযুক্ত নূতন প্রাণশক্তি তারা যেন আহরণ করেছে। লেজিটিমিস্টরা স্বপ্ন দেখল যে তারা টুইলেরিস ও মার্সাঁ-র প্যাভিলিয়ন,* ভিলেল ও পলিনিয়াকের তর্কবিতর্কের যুগে আবার ফিরে গেছে। অর্লিয়ান্সীরা গিজো, মলে, ব্রলি, তিয়ের এবং অদিলোঁ বারো-র দ্বন্দ্বযুদ্ধের স্বর্ণযুগে যেন আবার বিচরণ করতে লাগল।

শৃঙ্খলা পার্টির যে অংশটি সংশোধনের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল, অথচ সংশোধনের সীমার প্রশ্নে আবার যাদের মিল ছিল না অর্থাৎ একদিকে বেরিয়ে ও ফালু, অন্যদিকে লা রশজাকলাঁ-র নেতৃত্বে লেজিটিমিস্টদের একটি দল, এবং মলে, ব্রলি, মঁতালাঁবের এবং অদিলোঁ বারো-র নেতৃত্বে রণক্লান্ত অর্লিয়ান্সীরা — এরা বোনাপার্টপন্থী প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিম্নলিখিত অনির্দিষ্ট এবং ব্যাপক ভিত্তিতে রচিত প্রস্তাবটি সম্বন্ধে একমত হল: 'জাতির সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহারের পূর্ণ সম্ভাবনা তাকে প্রত্যর্পণের উদ্দেশ্যে নিম্ন-স্বাক্ষরকারী প্রতিনিধিগণ প্রস্তাব করিতেছে যে সংবিধানের সংশোধন হউক।' কিন্তু সেইসঙ্গে তাদের পক্ষের বক্তা তকভিলের মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে তারা ঘোষণা করল যে **প্রজাতন্ত্রের বিলোপ** প্রস্তাবের অধিকার জাতীয় সভার নেই, সে অধিকার একমাত্র সংশোধক পরিষদেই ন্যস্ত। এতদ্ব্যতীত, সংবিধানের সংশোধন কেবলমাত্র **'বৈধ' প্রণালীতেই** সম্ভব, অর্থাৎ সংশোধনের স্বপক্ষে সমগ্র ভোটের সংবিধান নির্ধারিত সংখ্যা, তিন-চতুর্থাংশ

* পুনঃপ্রতিষ্ঠার আমলে লেজিটিমিস্ট শিবিরে রণনৈতিক মতবিরোধের কথা বলা হচ্ছে। অষ্টাদশ লুই ও ভিলেল আরো সতর্কভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা চালুর পক্ষে ছিলেন, আর কাউণ্ট দ্য'আরতুয়ে (১৮২৪ থেকে রাজা দশম কার্ল) ও পলিনিয়াক ফ্রান্সের পরিস্থিতি পুরোপুরি উপেক্ষা করে প্রাকবিপ্লবী আমল পরিপূর্ণ পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিলেন।

টুইলেরিস প্রাসাদ — অষ্টাদশ লুই-র প্যারিসস্থ বাসস্থল, মার্সাঁ-র প্যাভিলিয়ন — প্রাসাদের একটি গৃহ, পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুগে কাউণ্ট দ্য'আরতুয়ে এখানে বাস করতেন। — সম্পাঃ

ভোট যদি থাকে। ছয় দিন ব্যাপী তুমুল বিতর্কের পরে ১৯শে জুলাই সংশোধনের প্রস্তাব যথা-প্রত্যাশিত অগ্রাহ্য হল। তার পক্ষে ছিল চারশত ছেচল্লিশ ভোট, কিন্তু বিপক্ষে ভোট ছিল দুইশত আটাত্তর। তিয়ের, শাঙ্গার্নিয়ে প্রমুখ চরম অর্লিয়ান্সীরা প্রজাতন্ত্রী এবং 'পর্বত' দলের সঙ্গে ভোট দিলেন।

এইভাবে পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্য সংবিধানের বিরুদ্ধে দাঁড়াল, কিন্তু সংবিধান স্বয়ং ছিল সংখ্যালঘুদের পক্ষে, ফলে এদের ভোটটাই মানতে হয়। কিন্তু শৃঙ্খলা পার্টি কি ১৮৫০ সালের ৩১শে মে এবং ১৮৪৯ সালের ১৩ই জুন পার্লামেন্টের সংখ্যাধিক ভোটের কাছে সংবিধানের নতিস্বীকার করায়নি? এতদিন পর্যন্ত তাদের সমস্ত নীতির ভিত্তিমূলেই কি পার্লামেন্টের সংখ্যাধিক্যে গৃহীত সিদ্ধান্তের সামনে সংবিধানের অনুচ্ছেদগুলির নতিস্বীকার ছিল না? আইনের অক্ষরের উপর প্রাগৈতিহাসিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস তারা কি গণতন্ত্রীদের ছেড়ে দেয়নি ও সেজন্য তাদের শাস্তি দেয়নি? কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে সংবিধান সংশোধনের একমাত্র অর্থ ছিল রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা চলতে দেওয়া, ঠিক যেমন সংবিধান অক্ষুণ্ণ রাখার অর্থ ছিল রাষ্ট্রপতির পদচ্যুতি ছাড়া আর কিছু নয়। পার্লামেণ্ট তাঁর পক্ষে, কিন্তু পার্লামেণ্টের বিপক্ষে সংবিধান। সুতরাং সংবিধানকে ছিঁড়ে ফেলে তিনি পার্লামেণ্টসম্মত কাজ করলেন, আবার পার্লামেণ্টকে ভেঙে দিয়ে সংবিধানের মান রাখলেন।

পার্লামেণ্ট ঘোষণা করেছিল যে সংবিধান এবং সেইসঙ্গে তার নিজস্ব শাসনও 'সংখ্যাধিক্যের ঊর্ধ্বে'; ভোট মারফৎ পার্লামেণ্ট সংবিধানকে বাতিল করল আর রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার মেয়াদ বাড়িয়ে দিল, আবার সেই সঙ্গে জানিয়ে দিল যে তার জীবদ্দশায় একটির অবলুপ্তি ও অন্যটির অস্তিত্ব অসম্ভব। যারা তাকে কবর দেবে তারা দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েছিল। সংশোধন নিয়ে যখন বিতর্ক চলছে তখনই বোনাপার্ট প্রথম সামরিক বাহিনীর অধিনায়কত্ব থেকে বারাগে দ'ইলিয়ে-কে অপসারিত করলেন, কারণ তিনি দৃঢ়চিত্ত বলে প্রতিপন্ন হননি, এবং তাঁর জায়গায় নিযুক্ত করলেন লিয়োঁ বিজয়ী, ডিসেম্বর মাসের বীরনায়ক, বোনাপার্টের এক অনুচর জেনারেল মানিয়াঁ-কে যিনি লুই ফিলিপের যুগে বুলোন অভিযানকালে বোনাপার্টের প্রতি পক্ষপাতিত্বের দায়ে মোটের উপরে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন।

সংবিধান সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে শৃঙ্খলা পার্টি প্রমাণ করে দিল যে তারা শাসন করতে এবং শাসিত হতে, বাঁচতে অথবা মরতে, প্রজাতন্ত্রকে সহ্য করতে কিংবা তার উচ্ছেদ ঘটাতে, সংবিধানকে তুলে ধরতে বা তাকে বিসর্জন দিতে, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সহযোগিতা চালাতে কিংবা তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে সমান অপারগ। তাহলে তারা সমস্ত স্ববিরোধের সমাধানে কার মুখাপেক্ষী ছিল? কেবলমাত্র বর্ষপঞ্জীর, কেবল ঘটনাপ্রবাহের। ঘটনাপ্রবাহকে প্রভাবিত করার স্পর্ধা তারা ত্যাগ করেছিল। সুতরাং

তাদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ঘটনাপ্রবাহকেই তারা আহ্বান জানাল; অর্থাৎ জনগণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যে শক্তির হাতে একটির পর একটি ক্ষমতা তুলে দিয়ে শেষে তার সম্মুখে ক্লীবের মতো দাঁড়িয়েছিল, সেই শক্তিকেই তারা আহ্বান জানাল। কার্যনির্বাহক শক্তির কর্ণধার যাতে আরও নিরুপদ্রবে তাদের বিরুদ্ধে অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন, আক্রমণের উপায়গুলি দৃঢ়তর করতে পারেন, অস্ত্রনির্বাচন করে তাঁর অবস্থানগুলিকে সুরক্ষিত করতে পারেন, সেইজন্যই যেন ঠিক এই সংকটমুহূর্তে তারা রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় গ্রহণ করে ১০ই আগস্ট থেকে ৪ঠা নভেম্বর, এই তিন মাস বৈঠক স্থগিত রাখা স্থির করল।

পার্লামেণ্টের পার্টিটা কেবল যে তার দুই বৃহৎ উপদলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল তাই নয়, এই দুই উপদল আবার নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হল তাই নয়, তদুপরি পার্লামেণ্টী ভেতরকার শৃংখলা পার্টি পার্লামেণ্টের **বাইরের** শৃংখলা পার্টির সঙ্গে বিরোধে প্রবৃত্ত হল। বুর্জোয়াদের মুখপাত্র এবং লিপিকারেরা, তাদের বক্তৃতামঞ্চ ও পত্রপত্রিকা, এক কথায় বুর্জোয়া ভাবাদর্শীরা একদিকে আর অন্যদিকে বুর্জোয়া শ্রেণী স্বয়ং, যারা প্রতিনিধিত্ব করছে এবং যাদের প্রতিনিধিত্ব করা হচ্ছে, তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হল, পরস্পরকে আর বুঝতে পারছিল না।

বিভিন্ন প্রদেশবাসী লেজিটিমিস্টরা তাদের সীমায়িত দিগন্ত এবং অসীম উৎসাহ নিয়ে তাদের পার্লামেণ্টী নেতাদের, বেরিয়ে ও ফালুর বিরুদ্ধে বোনাপার্টপন্থী দলে পলায়ন এবং পঞ্চম হেনরির পক্ষত্যাগের অভিযোগ আনল। তাদের লিলিফুল মন মানুষের পতনে বিশ্বাসী ছিল, কূটনীতিতে নয়।

বাণিজ্যিক বুর্জোয়াদের সঙ্গে তাদের রাজনীতিবিদদের বিচ্ছেদটা ছিল অনেক বেশী পরিণতিগর্ভ ও নির্ধারক। এই বুর্জোয়ারা, লেজিটিমিস্টদের মতো নেতাদের বিরুদ্ধে নীতি বর্জনের জন্য অনুযোগ করল না, বরং উল্টে আনল অচল হয়ে যাওয়া নীতিকে আঁকড়ে থাকার অভিযোগ।

ইতিপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি যে মন্ত্রিসভায় ফুল্দের যোগদানের পরে লুই ফিলিপের আমলে বাণিজ্যিক বুর্জোয়াদের যে অংশটি ক্ষমতার বেশির ভাগটা দখল করেছিল, তারা অর্থাৎ **ফিনান্স অভিজাতবর্গ** বোনাপার্টপন্থী হয়ে পড়ে। ফুল্দ কেবলমাত্র ব্যুর্জে বোনাপার্টের স্বার্থের প্রতিনিধি নন, বোনাপার্টের নিকট আবার ব্যুর্জের স্বার্থেরও প্রতিনিধিত্বও করতেন। ফিনান্স অভিজাতবর্গের মনোভাব তাদের ইউরোপীয় মুখপত্র, লণ্ডনের *Economist* পত্রিকার একটি রচনাংশে সবচেয়ে পরিষ্কার ফুটে উঠেছিল। ১৮৫১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে এই পত্রিকার প্যারিসস্থিত সংবাদদাতা লিখছে: 'এখন বহুমহল থেকে আমাদের বলা হচ্ছে যে ফ্রান্স সর্বোপরি চায় শান্তি। বিধান সভার প্রতি তাঁর বাণীতে রাষ্ট্রপতি এই ঘোষণা করেছেন; সভামঞ্চ

থেকে এর প্রতিধ্বনি উঠছে; পত্রিকাগুলিতে এই বক্তব্য উপস্থিত করা হচ্ছে; গির্জার পুরোহিতের মঞ্চ থেকে এই ঘোষণা হচ্ছে; **গোলযোগের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনায় শেয়ারের চঞ্চলতা এবং কার্যনির্বাহক ক্ষমতার জয়লাভ উপলব্ধি হওয়া মাত্র শেয়ারের স্থির ভাব এই সাক্ষ্যই দিচ্ছে।'**

১৮৫১ সালের ২৯শে নভেম্বর *Economist* নিজের নামে ঘোষণা করল: **'রাষ্ট্রপতিই শৃঙ্খলার রক্ষক এবং ইউরোপের প্রতিটি শেয়ারবাজার তাঁকে এখন সেইভাবে দেখছে।'** অতএব ফিনান্স অভিজাতবর্গ কার্যনির্বাহক শক্তির বিপক্ষে শৃঙ্খলা পার্টির পার্লামেণ্টীয় সংগ্রামটাকেই **শৃঙ্খলার ব্যাঘাত** বলে ধিক্কৃত করল এবং আপাতদৃষ্টিতে যারা তাদেরই প্রতিনিধি তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির প্রতিটি জয়লাভ **শৃঙ্খলারই জয়** বলে অভিনন্দিত করল। ফিনান্স অভিজাতবর্গ বলতে এক্ষেত্রে কেবলমাত্র তাদের বোঝাচ্ছে না যারা বৃহৎ ঋণ-ব্যবসায়ী এবং শেয়ারবাজারে যারা ফাটকা খেলে, অর্থাৎ যাদের সম্বন্ধে অবিলম্বেই বোঝা যায় যে তাদের স্বার্থ এবং রাষ্ট্রশক্তির স্বার্থ অভিন্ন। সমগ্র আধুনিক ফিনান্স, সমস্ত ব্যাঙ্কিং ব্যবসা সম্পূর্ণত সরকারী ক্রেডিটের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। এদের কারবারী পুঁজির একাংশ আবশ্যিক ভাবেই সরকারী ফাণ্ডে নিযুক্ত থাকে, যে ফাণ্ড তাড়াতাড়ি বেচে নগদ টাকায় পরিণত করা চলে, সেখানেই সুদে খাটে। তাদের ডিপোজিট, অর্থাৎ যে পুঁজিটা এদের হাতে ন্যস্ত হয় ও এরা বণিক ও শিল্পপতিদের ভাগ করে দেয়, তার কিয়দংশ আসছে সরকারী সিকিউরিটির মালিকদের লভ্যাংশ থেকে। প্রতিযুগেই যদি রাষ্ট্রশক্তির স্থিতিশীলতা সমগ্র টাকার বাজার এবং তার পূজারীদের দৃষ্টিতে মোজেস ও পয়গম্বরদের মর্যাদা পেয়ে থাকে, তবে এই যুগে সে মনোভাব আরও বৃদ্ধি পাবে না কেন, যখন প্রতিটি প্রলয় বন্যা পুরাতন রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সঙ্গে তাদের পুরাতন রাষ্ট্রীয় ঋণও ভাসিয়ে নিয়ে যাবার ভয় দেখাচ্ছে?

শিল্প বুর্জোয়ারাও শৃঙ্খলার প্রতি অন্ধ বিশ্বাসবশত কার্যনির্বাহক শক্তির সঙ্গে পার্লামেণ্টীয় শৃঙ্খলা পার্টির কলহে বিরক্ত হয়েছিল। ১৮ই জানুয়ারি শাঙ্গার্নিয়ের অপসারণের প্রশ্নে ভোটদানেব পরে তিয়ের, আঙ্গলা, সাঁ-ব্যেভ প্রভৃতিরা ঠিক শিল্পপ্রধান অঞ্চলগুলিতেই তাঁদের নির্বাচকদের প্রকাশ্য তিরস্কার লাভ করলেন, তাতে বিশেষ করে 'পর্বতের' সঙ্গে তাঁদের মৈত্রীটাই শৃঙ্খলার প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা রূপে ধিক্কৃত হল। একদিকে যদি আমরা দেখে থাকি যে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা পার্টির সংগ্রামের সদম্ভ শ্লেষোক্তি ও হীন ঘোঁট এর চেয়ে বেশি সংবর্ধনা লাভের যোগ্য নয়, তবে অপর পক্ষে আবার এই বুর্জোয়া গোষ্ঠীর স্বার্থে যে সমস্ত ঘোঁট পাকানো হয়েছিল, এরাও তার যোগ্য ছিল না, কারণ এরা নিজেদের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে চাইল যেন তারা নির্বিরোধে সামরিক ক্ষমতা তাদের নিজস্ব পার্লামেণ্টের হাত থেকে একজন ভাগ্যান্বেষী ক্ষমতালোভীর হাতে ছেড়ে দেয়। এরা প্রমাণ করল যে এদেরই **সামাজিক** স্বার্থ, এদেরই

নিজস্ব **শ্রেণী-স্বার্থ**, এদেরই **রাজনৈতিক ক্ষমতা** রক্ষার সংগ্রামেই এরা কেবল বিব্রত ও বিচলিতই বোধ করছে, কারণ তার ফলে বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল ব্যক্তিগত ব্যবসা।

প্রায় বিনা ব্যতিক্রমে জেলার শহরগুলিতে গণ্যমান্য বুর্জোয়ারা, মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষ, ব্যবসায়ী আদালতের বিচারক ইত্যাদিরা বোনাপার্টের সফরকালে সর্বত্র অত্যন্ত দাসোচিত ভঙ্গিতে তাঁকে অভ্যর্থনা করেছিল, এমন কি দিজোঁ-তে যখন তিনি জাতীয় সভা ও বিশেষত শৃংখলা পার্টিকে অসংযত আক্রমণ করলেন তখনও।

বাণিজ্য যতদিন ভালভাবে চলেছিল, এবং ১৮৫১ সালের প্রারম্ভেও সে অবস্থা ছিল, তখন বাণিজ্যিক বুর্জোয়ারা পার্লামেণ্টীয় সংগ্রামের বিরুদ্ধে সরোষে আপত্তি জানায় এই ভয়ে যে পাছে বাণিজ্যের মতিগতি বিগড়ে যায়। বাণিজ্যে যখন মন্দা এল, ১৮৫১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষভাগ থেকে যা চলতে থাকে, তখন বাণিজ্যিক বুর্জোয়ারা পার্লামেণ্টীয় সংগ্রামকেই মন্দার কারণ বলে অভিযোগ করল, বাণিজ্য যাতে পুনরায় শুরু হয় তার জন্য লড়াই বন্ধ করার হাঁক পাড়ল। সংশোধনসংক্রান্ত বিতর্ক চলল ঠিক এই দুঃসময়ে। প্রশ্নটি যেহেতু ছিল বর্তমান রাষ্ট্ররূপ থাকবে কি থাকবে না, তাই বুর্জোয়ারাই মনে করল এই কণ্টকর অস্থায়ী ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সেই সঙ্গে স্থিতাবস্থা রক্ষার জন্য তাদেব প্রতিনিধিদের কাছে দাবি করাই আরও বেশী সঙ্গত। এর ভিতরে কোন স্ববিরোধ ছিল না। অস্থায়ী ব্যবস্থার অবসান অর্থে সেই ব্যবস্থাই চলতে দেওয়া অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মুহূর্তটিকে সুদূর ভবিষ্যৎ কালের জন্য স্থগিত রাখার কথাই তারা বুঝেছিল। স্থিতাবস্থা রক্ষার দুটিমাত্র উপায় ছিল: বোনাপার্টের ক্ষমতা চলতে দেওয়া অথবা সংবিধানসম্মত উপায়ে তাঁর অবসরগ্রহণ এবং কাভেনিয়াকের নির্বাচন। বুর্জোয়া শ্রেণীর একাংশের এই শেষোক্ত সমাধানটি অধিকতর মনঃপূত ছিল এবং তারা তাদের প্রতিনিধিদের নীরব থেকে এই তীব্র সমস্যাটির স্পর্শ বাঁচিয়ে চলার চেয়ে বেশী সদুপদেশ দিতে পারল না। তাদের ধারণা ছিল যে তাদের প্রতিনিধিরা কোনও কথা না বললে বোনাপার্টও কোনও কাজ করবেন না। তারা চেয়েছিল একটি উটপাখি সদৃশ পার্লামেণ্ট, যে অদৃশ্য থাকার উদ্দেশ্যে শুধু মাথাটি ঢাকবে। বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্য একটি অংশ চেয়েছিল বোনাপার্ট যেহেতু রাষ্ট্রপতির আসনে ইতিমধ্যেই সমাসীন, তিনি সেইখানেই থাকুন, এবং সমস্ত কিছু পূর্ববৎ একই গর্তে পড়ে থাক। তাদের পার্লামেণ্ট প্রকাশ্য সংবিধান লংঘন করে বিনা বাক্যব্যয়ে ক্ষমতা বর্জন করছে না বলে তারা রুষ্ট হল।

জেলাগুলির সাধারণ কাউন্সিলগুলি, বৃহৎ বুর্জোয়াদের এই প্রাদেশিক প্রতিনিধি সভাগুলি জাতীয় সভার বিরতিকালে ২৫শে আগস্ট তারিখ থেকে বৈঠক আরম্ভ করল ও প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে তারা সংশোধনের পক্ষে অতএব পার্লামেণ্টের বিপক্ষে বোনাপার্টের দিকেই ভোট দিল।

নিজেদের **পার্লামেণ্টী প্রতিনিধিদের** সঙ্গে বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল তার চেয়েও অধিকতর দ্বিধাহীনভাবে বুর্জোয়া শ্রেণী ক্রোধ -প্রকাশ করে তার সাহিত্যিক প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে, নিজস্ব পত্রপত্রিকার বিরুদ্ধে। বোনাপার্টের জবরদখলী ক্ষমতালিপ্সার প্রতিবাদে বুর্জোয়া সাংবাদিকদের প্রতিটি আক্রমণ, কার্যনির্বাহক শক্তির বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার্থে পত্রিকাগুলির প্রতিটি প্রচেষ্টার প্রত্যুত্তরে বুর্জোয়া আদালতগুলির বিচারেই সর্বনাশা অর্থদণ্ড ও নির্লজ্জ কারাদণ্ডের রায় দেখে কেবলমাত্র ফ্রান্স নয়, সমগ্র ইউরোপ স্তম্ভিত হয়ে গেল।

ইতিপূর্বে আমি দেখিয়েছি যে **পার্লামেণ্টীয় শৃঙ্খলা পার্টি** শান্তির জন্য সোরগোল তুলে নিজে শান্তিতে মগ্ন হবার দায় গ্রহণ করেছিল; নিজস্ব শাসন-ব্যবস্থা, পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার সমস্ত শর্তগুলি সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে স্বহস্তে ধ্বংস করে ঘোষণা করেছিল যে বুর্জোয়া শ্রেণীর নিরাপত্তা ও অস্তিত্বের সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা খাপ খাচ্ছে না। অন্যদিকে আবার **পার্লামেণ্ট-বহির্ভূত সাধারণ বুর্জোয়া শ্রেণী** রাষ্ট্রপতির প্রতি দাসসুলভ মনোভাব প্রদর্শন করে, পার্লামেণ্টের তীব্র নিন্দা করে, নিজস্ব পত্রপত্রিকার প্রতি নির্দয় অনাচার করে বোনাপার্টকে তাদের বক্তা ও লেখকদের, রাজনীতিবিদ ও সাহিত্যসেবীদের, বক্তৃতামঞ্চ ও পত্রপত্রিকাকে দমন করতে ও ধ্বংস করতে আহ্বান জানাল, যাতে তারা যেন এর ফলে একটি শক্তিশালী ও নিরঙ্কুশ সরকারের রক্ষণাধীনে পূর্ণ আস্থার সঙ্গে নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যাপার চালিয়ে যেতে পারে। এরা দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা করল যে এরা শাসনের বাধাবিঘ্ন ও বিপদ থেকে অব্যাহতির জন্য চায় নিজেদেরই রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে অব্যাহতি।

অথচ এই পার্লামেণ্ট-বহির্ভূত বুর্জোয়ারা যারা ইতিপূর্বেই নিজস্ব শ্রেণী-শাসন রক্ষার জন্য নিছক পার্লামেণ্টীয় ও সাহিত্যিক সংগ্রামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং সে সংগ্রামের নেতাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, এরাই এখন ঘটনা ঘটে যাবার পর শ্রমিক শ্রেণীর নিন্দা করতে সাহস পাচ্ছে এই অভিযোগে যে তারা কেন বুর্জোয়াদের খাতিরে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে, জীবনমরণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়নি! এই বুর্জোয়ারা যারা প্রতি মুহূর্তে সংকীর্ণতম ও জঘন্যতম ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নিজেদের সাধারণ শ্রেণী-স্বার্থ, অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছে, এবং তাদের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে একই প্রকার স্বার্থত্যাগ দাবি করে এসেছে, এরাই কিন্তু এখন বিলাপ করছে যে শ্রমিক শ্রেণী নাকি এদের [বুর্জোয়াদের] আদর্শ রাজনৈতিক স্বার্থ তাদের [শ্রমিকদের] বৈষয়িক স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলি দিয়েছে। এরা ভাব করছে এক লক্ষ্মীমণির মতো, যাকে নাকি সমাজতন্ত্রীদের দ্বারা বিভ্রান্ত প্রলেতারিয়েত চরম মুহূর্তে ভুল বুঝে পরিত্যাগ করে গেছে। আর সারা বুর্জোয়া জগতেও এর সাধারণ প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আমি অবশ্য এখানে ছেঁদো জার্মান রাজনীতিবিদ কিংবা সেই ধরনের আজেবাজে

লোকদের কথা বলছি না। আমি বলছি দৃষ্টান্তস্বরূপ পূর্বোক্ত **Economist** পত্রিকার কথা। ১৮৫১ সালের ২৯শে নভেম্বর তারিখে পর্যন্ত অর্থাৎ কুদেতার মাত্র চার দিন আগেও এই পত্রিকা বোনাপার্টকে 'শৃংখলারক্ষক' এবং তিয়ের আর বেরিয়েদের দলকে 'নৈরাজ্যবাদী' আখ্যা দিয়েছিল, অথচ বোনাপার্ট এই নৈরাজ্যবাদীদের শায়েস্তা করার পর ১৮৫১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর, 'মধ্য এবং উচ্চ স্তরভুক্তদের দক্ষতা, জ্ঞান, শৃংখলাবোধ, মানসিক প্রভাব, বিদ্যাবুদ্ধি এবং নৈতিক মূল্যের প্রতি অজ্ঞ, অশিক্ষিত, নির্বোধ প্রলেতারিয়েতের' বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে সরব হয়ে উঠেছিল। নির্বোধ, অজ্ঞ ও ইতর জনসমষ্টি হল আর কেউ নয় বুর্জোয়া জনসমষ্টি।

১৮৫১ সালে ফ্রান্সকে অবশ্য একটা ছোটখাট বাণিজ্যিক সংকটের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে ১৮৫০ সালের তুলনায় রপ্তানি কমে এল, মার্চ মাসে বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে কারখানা বন্ধ হতে থাকল; এপ্রিলে শিল্পপ্রধান জেলাগুলির অবস্থা প্রায় সেই ফেব্রুয়ারির দিনগুলির পরেকার মতো শোচনীয় হয়ে ওঠে; মে মাসেও ব্যবসা চাঙ্গা হল না; ২৮শে জুন পর্যন্ত ব্যাংক অফ ফ্রান্সের হিসাবপত্রে ডিপোজিটের অংকে বিরাট বৃদ্ধি এবং সেই অনুপাতে হুন্ডির উপরে আগামের পরিমাণ হ্রাস দেখে বোঝা গেল উৎপাদন অচল অবস্থায় রয়েছে। অক্টোবরের মধ্যভাগের আগে ব্যবসার ক্রমোন্নতি শুরু হল না। ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী এই বাণিজ্যিক অচলাবস্থার জন্য দায়ী করল নিছক রাজনৈতিক কারণকে, পার্লামেণ্ট এবং কার্যনির্বাহক শক্তির বিরোধ, নিতান্ত একটা অস্থায়ী রাষ্ট্ররূপের অনিশ্চিত অবস্থা এবং ১৮৫২ সালের মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারের ভয়াবহ সম্ভাবনাকে। আমি অস্বীকার করি না যে প্যারিসে আর জেলাগুলিতে শিল্পের কয়েকটি শাখায় এই সকল ঘটনায় কিছু কুফল ঘটে। কিন্তু রাজনৈতিক অবস্থার এই প্রভাব বস্তুত ছিল এলাকাবিশেষে সীমায়িত ও নগণ্য। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি যে সময়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি দেখা গেল, রাজনৈতিক দিগন্ত অন্ধকার হয়ে এল, এবং এলিজি* থেকে যে কোনো মুহূর্তে বজ্রপাতের সম্ভাবনা ছিল, ঠিক তখনই যে বাণিজ্যের উন্নতির সূত্রপাত হল এর পরেও কি অন্য প্রমাণের প্রয়োজন আছে? উপরন্তু, যে ফরাসী বুর্জোয়ার 'দক্ষতা, জ্ঞান, আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি এবং মানসিক বিদ্যাবুদ্ধি' নাকটুকুর বেশি যায় না, সে লণ্ডনে শিল্প প্রদর্শনীর সমস্ত পর্বটা ধরে বাণিজ্যক্ষেত্রে তার দুরবস্থার কারণটুকু নাকের নিচেই খুঁজে পেতে পারত। ফ্রান্সে যখন কারখানা বন্ধ হচ্ছিল, ইংলণ্ডে তখন বণিক মহলে দেউলিয়াপনা দেখা দিল। এপ্রিল ও মে মাসে যখন ফ্রান্সে শিল্পক্ষেত্রে আতংক চরমে উঠল, সেই এপ্রিল — মে মাসে ইংলণ্ডের বাণিজ্যজগতেও আতংক উঠেছিল চরমে। ফ্রান্সের পশম-শিল্পের মতো

* ফরাসী রাষ্ট্রপতির প্রাসাদের নাম এলিজি বা স্বর্গ। — সম্পাঃ

ইংলণ্ডেরও পশম-শিল্প এবং ফ্রান্সের রেশম-শিল্পের মতো ইংলণ্ডের রেশম-শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। ইংলণ্ডের সুতোকলগুলি কাজ চালিয়ে যায় সত্য, কিন্তু ১৮৪৯ কিংবা ১৮৫০ সালের অনুরূপ মুনাফায় নয়। একমাত্র পার্থক্য এই যে ফ্রান্সের সংকটটা শিল্পগত এবং ইংলণ্ডে বাণিজ্যিক; ফ্রান্সে কারখানাগুলি যখন অচল হয়ে উঠল তখন ইংলণ্ডে কারখানার কাজ বেড়ে চলল, কিন্তু বিগত কয়েক বৎসরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত খারাপ অবস্থায়; ফ্রান্সে রপ্তানির বাজার সর্বাধিক মার খেল, ইংলণ্ডে আমদানির বাজার। একটি সাধারণ কারণ পরিষ্কার, এবং স্বভাবতই ফ্রান্সের রাজনৈতিক দিগন্তের সীমারেখার মধ্যে তার খোঁজ মিলবে না। ১৮৪৯ ও ১৮৫০ সাল ছিল চূড়ান্ত বৈষয়িক সাফল্যের দুই বৎসর এবং সেইসঙ্গে অতি উৎপাদনের যুগ, যদিও সে কথা ধরা পড়ল মাত্র ১৮৫১ সালে। সে বৎসরের প্রারম্ভে শিল্প-প্রদর্শনীর প্রত্যাশায় সেটা বিশেষ উৎসাহলাভ করে। উপরন্তু, নিম্নলিখিত বিশেষ অবস্থাগুলি উপস্থিত ছিল: প্রথমত, ১৮৫০ ও ১৮৫১ সালে তুলার ক্ষেত্রে আংশিক ফসলহানি, এবং পরে প্রত্যাশার অধিক তুলা উৎপাদনের নিশ্চয়তা; অর্থাৎ প্রথমে তুলার মূল্যে আকস্মিক বৃদ্ধি এবং তারপরে আকস্মিক হ্রাস, সংক্ষেপে দামের ওঠা-নামা। গড়পড়তার তুলনায় অন্ততপক্ষে ফ্রান্সে কাঁচা রেশমের উৎপাদন কম হল। পরিশেষে ১৮৪৮ সালের পর থেকে পশম-শিল্পের এতদূর সম্প্রসারণ ঘটেছিল যে পশমের উৎপাদন তার সঙ্গে তাল রাখতে পারেনি আর কাঁচা পশমের মূল্য শিল্পজাত পশম দ্রব্যের তুলনায় ভয়ানক বৃদ্ধি পেল। অতএব বিশ্ব বাজারের তিনটি শিল্পের কাঁচামালের মধ্যেই আমরা বাণিজ্যিক মন্দার তিনদফা মালমসলা পেয়ে যাচ্ছি। এই বিশেষ অবস্থাগুলির কথা ছেড়ে দিলে, অতি-উৎপাদন এবং অতিরিক্ত ফাটকাবাজি শিল্পচক্রের আবর্তনে অনিবার্যভাবে যে সাময়িক বিরাম আনে, যার পরে সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে এই চক্রগতির শেষ পর্ব উন্মত্তের মতো পার হয়ে আবার যাত্রারম্ভে **সাধারণ বাণিজ্য সংকটে** ফিরে যায়, সেই বিরাম ছাড়া ১৮৫১ সালের আপাত সংকটটা আর কিছুই নয়। বাণিজ্যের ইতিহাসে এই ধরনের বিরামকালে ইংলণ্ডে বাণিজ্যে দেউলিয়াপনা দেখা যায়, আর ফ্রান্সে শিল্পটাই অচলাবস্থায় আসে, তার কারণ অংশত সমস্ত বাজারেই ইংলণ্ডের প্রতিযোগিতা সেই মুহূর্তে অসহনীয় হয়ে উঠে তাকে খানিকটা পশ্চাদাপসারণে বাধ্য করে থাকে, এবং অংশত, বিলাস দ্রব্যের উৎপাদক হিসাবে ব্যবসার ক্ষেত্রে যে কোনো মন্দার অবস্থাতেই আক্রমণটা বেছে বেছে তারই ওপর পড়ে। এইভাবে সাধারণ সঙ্কট বাদেও ফ্রান্সকে তার নিজস্ব একটা জাতীয় সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় বটে, তবু তা ফ্রান্সের দেশজ কোনো প্রভাবের তুলনায় বিশ্ব বাজারের সাধারণ অবস্থা দিয়েই অনেক বেশী পরিমাণে নির্ধারিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। ইংরাজ বুর্জোয়াদের বিবেচনার সঙ্গে ফরাসী বুর্জোয়াদের সংস্কারের এক প্রতিতুলনা অনাকর্ষণীয় হবে না। ১৮৫১ সালের বাৎসরিক বাণিজ্যবিবরণীতে লিভারপুলের

অন্যতম বৃহত্তম ব্যবসায়ী' প্রতিষ্ঠান লিখছে: 'গত বৎসরের প্রারম্ভের সমস্ত প্রত্যাশা বর্ষশেষে যেমন সম্পূর্ণভাবে ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে, সে রকম খুব কমই দেখা যায়; যে বিরাট সমৃদ্ধির প্রত্যাশা প্রায় সর্বসম্মত ছিল, তার পরিবর্তে এই বৎসরটি হয়ে দাঁড়াল বিগত পঁচিশ বৎসরের সর্বাপেক্ষা নৈরাশ্যজনক বৎসরগুলির অন্যতম — অবশ্য শিল্পক্ষেত্রের নয়, বাণিজ্যনির্ভর শ্রেণীগুলির সম্বন্ধেই এই কথা বলা হচ্ছে। তবু এই বৎসরের গোড়াতে ঠিক এর বিপরীত অবস্থা আশা করার কারণ নিশ্চয়ই ছিল — উৎপন্ন মালের পরিমাণ মাঝামাঝি রকমের, টাকার পরিমাণ ছিল প্রচুর, খাদ্যমূল্য কম ছিল, ফসলের প্রাচুর্য ছিল সুনিশ্চিত, মহাদেশে অটুট শান্তি বিরাজ করছিল এবং দেশে কোনোপ্রকার রাজনৈতিক অথবা আর্থিক বিঘ্ন ছিল না; বাস্তবিক পক্ষে বাণিজ্যে এইপ্রকার মুক্তপক্ষ কোনদিন দেখা যায়নি... তবে এই সর্বনাশা ফলাফলের মূল কারণ কী? আমাদের ধারণা, এর কারণ আমদানি রপ্তানি উভয়ক্ষেত্রেই **অতিরিক্ত বাণিজ্য।** আমাদের বণিকরা তাদের কর্মক্ষেত্রের স্বাধীনতা আরও কঠোরভাবে সীমায়িত না করলে ত্রিবার্ষিক আতঙ্ক ব্যতীত আর কিছুই আমাদের সংযত রাখতে পারবে না।'*

এবার ফরাসী বুর্জোয়াদের অবস্থাটা কল্পনা করে দেখুন কী ভাবে ব্যবসায়ী জগতের এই আতঙ্কের কবলে পড়া তাদের বাণিজ্য-পাগল মস্তিষ্ককে পীড়িত, আলোড়িত, বজ্রাহত করবে ক্ষমতা জবরদখল অথবা সর্বজনীন ভোটাধিকার পুনপ্রবর্তনের গুজব, পার্লামেণ্ট এবং কার্যনির্বাহক শক্তির সংঘাত, অর্লিয়ান্সী ও লেজিটিমিস্টদের কুঁদুলে লড়াই, ফ্রান্সের দক্ষিণে কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র, নিয়েভ্র ও শের জেলাতে তথাকথিত কৃষক বিদ্রোহ, রাষ্ট্রপতি-পদের বিভিন্ন প্রার্থীদের বিজ্ঞাপন, পত্রিকাগুলির খেলো সস্তা রণধ্বনি, প্রজাতন্ত্রীদের দিক থেকে অস্ত্র বলে সংবিধান ও সর্বজনীন ভোটাধিকারকে রক্ষা করার হুমকি, ঐশ্বরিক বাণীপ্রচারক দেশত্যাগী প্রবাসী বীরপুরুষগণ কর্তৃক ১৮৫২ সালের মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারে পৃথিবীর অবসান ঘোষণা — এই সমস্ত ভেবে দেখলেই উপলব্ধি করবেন কেন এই সংমিলন, সংশোধন, স্থগিতকরণ, সংবিধান, ষড়যন্ত্র, মৈত্রী, দেশত্যাগ, জবরদখল এবং বিপ্লবের অবর্ণনীয় কর্ণবিদারী বিশৃঙ্খলার মধ্যে বুর্জোয়ারা উন্মত্তের মতো পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্রের উদ্দেশে ফুঁসে উঠেছে: **'শেষহীন ত্রাসের চেয়ে বরং ত্রাসভরা শেষই ভালো!'**

বোনাপার্ট এই ধ্বনির মর্ম উপলব্ধি করলেন। তাঁর বোধশক্তি তীক্ষ্ণতর করে তুলেছিল তাঁর মহাজনদের ক্রমবর্ধমান চাঞ্চল্য, প্রতিদিন সূর্যাস্তের সঙ্গে হিসাব নিকাশের দিন, ১৮৫২ সালের মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার যত নিকটবর্তী হতে লাগল, ততই তারা আকাশের গ্রহ সমাবেশে দেখতে লাগল নিজেদের সমস্ত পার্থিব হুণ্ডির প্রতিবাদ। খাঁটি

* *The Economist* January 10, 1852, pp. 29-30. — সম্পাঃ

জ্যোতিষী হয়ে উঠেছিল তারা। জাতীয় সভা বোনাপার্টের ক্ষমতার সংবিধানসম্মত মেয়াদবৃদ্ধির আশা নির্মূল করে দিয়েছিল; জয়াঁভিলের রাজকুমারের প্রার্থিত্বের ফলে আর দ্বিধার অবকাশ ছিল না।

আগমনের বহুপূর্বেই যদি কোনো ঘটনার ছায়াভাস এসে থাকে, তবে তেমন ঘটনা হল বোনাপার্টের কুদেতা। ১৮৪৯ সালের ২৯ শে জানুয়ারি তারিখেই, অর্থাৎ নির্বাচনের একমাস পরেই তিনি শাঙ্গার্নিয়ের নিকট এই মর্মে একটি প্রস্তাব করেছিলেন। ১৮৪৯ সালের গ্রীষ্মকালে তাঁর নিজের প্রধানমন্ত্রী অদিলোঁ বারো কুদেতার নীতির প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারি দেন এবং ১৮৫০ সালের শীতকালে তিয়ের তা দেন প্রকাশ্যে। ১৮৫১ সালের মে মাসে পের্সিনি পুনর্বার শাঙ্গার্নিয়েকে কুদেতার পক্ষে টানতে চেষ্টা করেন; *Messager de l'Assemblée** পত্রিকায় এই আলাপ আলোচনার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। পার্লামেন্টের প্রতিটি ঝটিকার সময়ে বোনাপার্টপন্থী পত্রিকাগুলি জবরদখলের ভয় দেখিয়ে এসেছে এবং সংকট যত কাছে আসছিল সেই পরিমাণে বাড়ছিল তাদের গলার জোর। 'বাবুদলের' নারী-পুরুষদের নিয়ে বোনাপার্ট প্রতিরাত্রে যে পানোৎসব চালাতেন তাতে মধ্যরাত্রি আসন্ন হলে পানপ্রচুর্যে যখন বাকশক্তি বন্ধনমুক্ত ও কল্পনাশক্তি প্রজ্বলিত হয়ে উঠত, তখন সর্বদাই কুদেতার তারিখ স্থির হত পরদিন প্রাতঃকালেই। কোষমুক্ত তরবারিতে, পানপাত্রের ঝঙ্কারে, প্রতিনিধিদের জানালার বাইরে নিক্ষেপ করে বোনাপার্টকে সম্রাটের বেশে ভূষিত করা হত যতক্ষণ না প্রত্যূষে এই প্রেত আর একবার নির্বাসিত হত ও প্যারিসের লোকে অসংযত রমণী ও অসতর্ক বীরপুরুষদের উক্তিতে চমৎকৃত হয়ে জানতে পারত কী ঘোর বিপদ থেকে তারা পুনর্বার রক্ষা পেয়েছে। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে কুদেতার গুজব চলল ঘন ঘন একটির পর একটি। সেই সঙ্গে ছায়া ছবির ***(daguerreotype)*** মতন ছায়াতে রং ধরল। ইউরোপের বিভিন্ন দৈনিকের সেপ্টেম্বর — অক্টোবর সংখ্যা লক্ষ্য করে গেলে দেখা যায় প্রায় হুবহু এই কথায় এই ধরনের সংবাদ: 'প্যারিস কুদেতার গুজবে পরিপূর্ণ। বলা হচ্ছে রাজধানী রাত্রিতে সৈন্যে ভরে যাবে এবং সকালে নির্দেশজারী করে জাতীয় সভা ভেঙে দেওয়া হবে, সেন জেলায় জরুরী অবস্থা ঘোষিত হবে, সর্বজনীন ভোটাধিকার পুনঃপ্রবর্তিত হবে এবং জনগণের প্রতি আবেদন জানানো হবে। বোনাপার্ট নাকি এইসব অবৈধ ঘোষণা কার্যকরী করার জন্য মন্ত্রীদের সন্ধানে আছেন।' এই সংবাদবাহী পত্রগুলি সর্বদাই শেষ হত একটি চূড়ান্ত শব্দে **'স্থগিত রইল।'** ক্ষমতা জবরদখল চিরকালই ছিল বোনাপার্টের এক বদ্ধমূল কল্পনা। এই কল্পনা নিয়েই তিনি পুনর্বার ফ্রান্সের মাটিতে পদার্পণ

* *Messager de l'Assemblée* — ১৮৫১ সালে প্যারিসে প্রকাশিত বোনাপার্ট-বিরোধী দৈনিক পত্রিকা। — সম্পাঃ

করেছিলেন। এই কল্পনা এমনভাবে তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে তিনি ক্রমাগত তা ফাঁস করে বসতেন, বলে ফেলতেন। আবার তিনি এতই দুর্বল ছিলেন যে বারাংবার চিন্তাটা পরিত্যাগও করতেন। কুদেতার ছায়াভাস প্যারিসীয়দের কাছে ভূত হিসাবে এতই সুপরিচিত হয়ে উঠেছিল যে রক্ত মাংসের দেহে সে যখন অবশেষে হাজির হল তখন তারা সেটাকে বিশ্বাস করতেই চাইল না। সুতরাং কুদেতার সাফল্যের জন্য দায়ী ১০ই ডিসেম্বর সমিতির নেতার সতর্ক সংযম নয়, অথবা জাতীয় সভার অপ্রস্তুত অবস্থাও নয়। কুদেতা যদি সফল হয়ে থাকে তবে সে সাফল্য ঘটল **তাঁর** অসতর্কতা সত্ত্বেও এবং **জাতীয় সভা** আগেই সুবিদিত থেকেই, এ হল পূর্বতন বিকাশাদির আবশ্যিক, অনিবার্য ফল।

১০ই অক্টোবর বোনাপার্ট তাঁর মন্ত্রীদের কাছে সর্বজনীন ভোটাধিকার পুনঃপ্রবর্তনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন; ১৬ই তারা পদত্যাগপত্র দাখিল করল; ২৬শে প্যারিস তরিনি মন্ত্রিসভা গঠনের সংবাদ পেল। একই সময়ে পুলিশ বড়কর্তা কার্লিয়ের জায়গায় মপা এলেন; প্রথম সামরিক বাহিনীর কর্তা মানিয়াঁ রাজধানীতে বিশ্বস্ততম রেজিমেণ্টগুলিকে একত্র করলেন। ৪ঠা নভেম্বর জাতীয় সভার অধিবেশন পুনর্বার আরম্ভ হল। অধীত পাঠ্যক্রমটার ছোটো করে সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি, এবং মৃত্যুর পরেই তার সমাধি হয়েছে এই কথা প্রমাণ করা ছাড়া জাতীয় সভার আর কিছুই করার ছিল না।

কার্যনির্বাহক শক্তির সঙ্গে সংগ্রামে সভা প্রথমেই যে ঘাঁটি হারাল সেটি হল মন্ত্রিসভা। তরিনি মন্ত্রিসভার মতো একটি ছায়া মন্ত্রিসভাকে পূর্ণমর্যাদায় গ্রহণ করে তারা সগাম্ভীর্যে এই ক্ষতি কবুল করতে বাধ্য হল। শ্রীযুক্ত জিরো যখন নবগঠিত মন্ত্রিসভার নামে আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন তখন স্থায়ী কমিশনে হাস্যরোল উঠেছিল। *সর্বজনীন ভোটাধিকার পুনঃপ্রবর্তনের মতন দৃঢ় কর্মনীতির জন্য এমন দুর্বল মন্ত্রিসভা! অথচ কিছুই পার্লামেণ্টের* **মধ্য** *দিয়ে নয়, সমস্তই তার* **বিরুদ্ধে** *হাসিল করাই ছিল প্রকৃত লক্ষ্য।*

জাতীয় সভার নূতন অধিবেশনের প্রথম দিনেই এল বোনাপার্টের একটি বাণী, তাতে তিনি দাবি করলেন সর্বজনীন ভোটাধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ১৮৫০ সালের ৩১শে মে তারিখের আইনের প্রত্যাহার। সেইদিনই তাঁর মন্ত্রীরা এই মর্মে একটি ডিক্রি উত্থাপন করল। জাতীয় সভা তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিসভার জরুরী প্রস্তাব অগ্রাহ্য করল এবং ১৩ই নভেম্বর তিনশত আটচল্লিশ ভোটের বিপক্ষে তিনশত পঞ্চান্ন ভোটে প্রত্যাখ্যান করল আইনটিকেও। এইভাবে তারা আর একবার জনগণের ম্যাণ্ডেট ছিঁড়ে ফেলল; আর একবার প্রমাণ করল যে স্বাধীনভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সভা এখন শ্রেণীবিশেষের ক্ষমতা জবরদখলী পার্লামেণ্টে পরিণত হয়েছে; আর একবার স্বীকার

করল যে জাতিদেহের সঙ্গে পার্লামেণ্টীয় মুণ্ডের সংযোগকারী পেশীগুলিকে তারা নিজের হাতে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেছে।

একদিকে সর্বজনীন ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনার নীতিতে কার্যনির্বাহক শক্তি জাতীয় সভার থেকে মুখ ফিরিয়ে জনগণের প্রতি আবেদন জানাল, অন্যদিকে বিধান কর্তৃপক্ষ খসড়া কোয়েস্টর আইনে জনগণের দরবার থেকে আবেদন করল সৈন্যবাহিনীর প্রতি। এই কোয়েস্টর আইনের উদ্দেশ্য ছিল তাদের সরাসরি সৈন্যতলবের, পার্লামেণ্টীয় সৈন্যবাহিনী গঠনের অধিকার প্রতিষ্ঠার। এইভাবে নিজেদের সঙ্গে জনগণের এবং নিজেদের সঙ্গে বোনাপার্টের সংগ্রামে মধ্যস্থতার অধিকার সৈন্যবাহিনীকে দিয়ে এবং সৈন্য শক্তিকে নির্ধারক রাষ্ট্রশক্তি রূপে স্বীকার করে তারা কিন্তু অন্যদিকে প্রমাণ করল যে এই শক্তির উপরে আধিপত্যের দাবি তারা বহুপূর্বেই ত্যাগ করেছে। অবিলম্বে সৈন্যতলবের বদলে সৈন্যতলব সংক্রান্ত বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়ে তারা স্বীয় ক্ষমতা সম্পর্কেই নিজেদের সন্দেহ ফাঁস করল। কোয়েস্টর আইন প্রত্যাখ্যান করে তারা আবার নিজেদের ক্লীবতাই প্রকাশ্যে স্বীকার করল। প্রস্তাবটি পরাজিত হয়, এর প্রস্তাবকরা ১০৮ ভোটের কমতিতে সংখ্যাধিক্য পেল না। প্রশ্নটির মীমাংসা ঘটিয়েছিল 'পর্বত' দল। এদের অবস্থা বাস্তবিক বুরিডানের গর্দভের মতো, যার কাছে সমস্যা ঠিক এই নয় যে দুই আঁটি খড়ের কোনটি বেশী লোভনীয়, সমস্যা বরং এটাই যে দুই দফা প্রহারের কোনটা বেশী কড়া। একদিকে শাঙ্গার্নিয়ের ভয়, অন্যদিকে বোনাপার্টের ভয়। স্বীকার করতেই হবে অবস্থাটা খুব বীরোচিত ছিল না।

১৮ই নভেম্বর শৃংখলা পার্টি কর্তৃক উত্থাপিত পৌর নির্বাচন আইনে একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনা হল এই মর্মে যে, পৌরমণ্ডলীর নির্বাচকদের পক্ষে তিন বৎসরের জায়গায় এক বৎসর এক এলাকাতে বাসই যথেষ্ট। এই সংশোধনী প্রস্তাব একটিমাত্র ভোটে পরাজিত হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই প্রমাণ হয়ে গেল যে এই এক ভোটের ব্যবধানটা একটা ভুল। পরস্পরবিরোধী উপদলে বিভক্ত হয়ে শৃংখলা পার্টি বহুপূর্বেই পার্লামেণ্টে তাদের একক সংখ্যাধিক্য হারিয়েছিল। এবারে দেখা গেল যে পার্লামেণ্টে কোন পক্ষেরই সংখ্যাধিক্য আর নেই। জাতীয় সভা **কার্যপরিচালনায় অক্ষম** হয়ে পড়েছে। কোনো সংশ্লেষ-শক্তিই তার উপাদানের পরমাণুগুলিকে আর একত্রে রাখতে পারছে না; সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে; সে মৃত।

পরিশেষে, দুর্বিপাকের অল্পদিন পূর্বে পার্লামেণ্ট-বহির্ভূত বুর্জোয়া সম্প্রদায় আর একবার সগাম্ভীর্যে পার্লামেণ্টীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদের নতুন প্রমাণ দিল। পার্লামেণ্টীয় জড়বুদ্ধিতার রোগে অপেক্ষাকৃত বেশী আক্রান্ত এক পার্লামেণ্টীয় নায়ক হিসাবে তিয়ের পার্লামেণ্টের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রীয় পরিষদের সঙ্গে মিলে একটি নূতন পার্লামেণ্টীয় চক্রান্ত, একটি দায়িত্বমূলক আইন ফেঁদেছিলেন, যার মাধ্যমে

রাষ্ট্রপতিকে সংবিধানের গণ্ডির ভিতরে শক্ত করে বেঁধে রাখার কথা ছিল। ১৫ই সেপ্টেম্বর প্যারিসে নূতন বাজারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বোনাপার্ট যেমনভাবে দ্বিতীয় মাজানিয়েলো-র মতো বাজারের মহিলাদের অর্থাৎ মেছুনীদের মনোহরণ করেছিলেন — অবশ্য একজন মেছুনীর প্রকৃত শক্তি সতের জন পার্লামেণ্টীয় বুর্গ্রেভের চেয়ে বেশী ঠিক যেমন তিনি কোয়েস্টর আইন উত্থাপনের পর এলিজি-তে সৈন্যবাহিনীর ছোট অফিসারদের আপ্যায়ন করে তাদের মুগ্ধ করেছিলেন, ঠিক তেমনই এবার ২৫শে নভেম্বর তারিখে তিনি জয় করে নিলেন শিল্পপতি বুর্জোয়াদের হৃদয় যারা তখন লণ্ডনের শিল্প প্রদর্শনীর জন্য পুরস্কার পদক তাঁর হাত থেকে গ্রহণার্থে সার্কাসমণ্ডপে সমবেত হয়েছিল। *Journal des Débats* পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর বক্তৃতার অর্থপূর্ণ অংশটি আমি উদ্ধৃত করছি: 'এমন অপ্রত্যাশিত সাফল্যের পরে আমি সঙ্গতভাবেই এই পুনরুক্তি করতে পারি যে একদিকে বাক্যবীরের দল এবং অন্যদিকে রাজতন্ত্রী মরীচিকা দ্বারা অবিরত উপদ্রুত হবার বদলে যদি ফরাসী প্রজাতন্ত্র তার প্রকৃত স্বার্থের অনুসরণ ও প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কারের সুযোগ পেত, তবে তা হয়ে উঠতে পারত কত মহান। (মণ্ডপের প্রতি কোণ থেকে সরব, তুমুল ও মুহুর্মুহু করতালি।) রাজতন্ত্রী মরীচিকা সমস্ত প্রগতির এবং শিল্পের সমস্ত প্রধান শাখাগুলির পথে অন্তরায়। অগ্রগতির বদলে কেবলই সংগ্রাম। দেখা যাচ্ছে, যারা রাজশক্তি ও বিশেষ অধিকারের প্রবলতম সমর্থক ছিল, তারাই আজ কনভেনশনের সমর্থক হয়ে উঠেছে কেবলমাত্র সর্বজনীন ভোটাধিকার থেকে উদ্ভূত শক্তিটাকে খর্ব করার জন্য। (উচ্চ ও মুহুর্মুহু করতালি।) দেখছি, যারা বিপ্লবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তার জন্য সবচেয়ে বেশী খেদ করেছে, তারাই আজ একটি নূতন বিপ্লবে প্ররোচনা দিচ্ছে, কেবলমাত্র জাতির ইচ্ছাশক্তিকে শৃংখলিত করার জন্যই ... আমি আপনাদের শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, ইত্যাদি ইত্যাদি। (ধন্য, ধন্য, প্রবল ধন্যধ্বনি)।' এইভাবে দাসসুলভ ধন্যধ্বনির সঙ্গে শিল্প-বুর্জোয়ারা ২রা ডিসেম্বরের জবরদখল, পার্লামেণ্টের উচ্ছেদ, নিজেদের শাসনের অবসান, বোনাপার্টের একনায়কত্ব সমস্তই অভ্যর্থনা করে নিল। ২৫শে নভেম্বরের হর্ষধ্বনির বজ্রনাদের উত্তর এল ৪ঠা ডিসেম্বর কামানের বজ্রনির্ঘোষে, এবং সর্বাধিক করতালিতে যিনি ফেটে পড়েছিলেন সেই শ্রীযুক্ত সালাঁদ্রুজের বাড়ির উপরেই সর্বাধিক বোমা ফাটল।

ক্রমওয়েল যখন দীর্ঘ পার্লামেণ্ট ভেঙে দেন তখন তিনি তার মধ্যে একা এসে দাঁড়িয়েছিলেন ঘড়ি হাতে, যাতে তাঁর নির্ধারিত সময়ের পরে এক মুহূর্তও তার অস্তিত্ব না থাকে, এবং পার্লামেণ্টের প্রতিটি সদস্যকে সকৌতুক হাস্যের শ্লেষোক্তিতে বিতাড়ন করেছিলেন। নেপোলিয়ন তাঁর এই প্রতিরূপ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর, তবু তিনি অন্ততপক্ষে আঠারোই ব্রুমেয়ার তারিখে বিধান সভায় হাজির হয়েছিলেন ও তার মৃত্যুদণ্ড তার সম্মুখে পাঠ করে দিয়েছিলেন, যদিও কম্পিতকণ্ঠে। দ্বিতীয় বোনাপার্ট ক্রমওয়েল কিম্বা

নেপোলিয়নের তুলনায় সম্পূর্ণ অন্যরকম একটি কার্যনির্বাহক শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর আদর্শের সন্ধান করলেন বিশ্ব-ইতিহাসের ইতিবৃত্তে নয়, ১০ই ডিসেম্বর সমিতির ইতিবৃত্তে, ফৌজদারী আদালতের ইতিবৃত্তে। তিনি ব্যাংক অফ ফ্রান্সকে লুঠ করে দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ফ্রাঁ জোগাড় করলেন, দশ লক্ষ দিয়ে জেনারেল মানিয়াঁকে কিনে নিলেন, সৈন্যদের কিনলেন জনপিছু পনের ফ্রাঁ আর মদ যুগিয়ে, সহ-ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে আবির্ভূত হলেন সঙ্গোপনে নিশাচর তস্করের মতো, সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক পার্লামেণ্টীয় নেতাদের বাড়ি চড়াও করানো হল, কাভেনিয়াক, লামোরিসিয়ের, ল্য ফ্লো, শাঙ্গার্নিয়ে, শারাস, তিয়ের, বাজ প্রভৃতিকে শয্যা থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া হল; প্যারিসের প্রধান প্রধান স্কোয়ার এবং পার্লামেণ্ট গৃহ সৈন্য দ্বারা অধিকৃত করানো হল; এবং প্রত্যূষে সমস্ত প্রাচীরে লটকানো সস্তা ইশতেহারে ঘোষণা করানো হল জাতীয় সভার এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদের অবসান, সর্বজনীন ভোটাধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সেন জেলায় জরুরী অবস্থার প্রবর্তন। একইভাবে অল্পদিন পরে তিনি *Moniteur* পত্রিকায় একটি জাল দলিল প্রকাশ করে ঘোষণা করলেন যে পার্লামেণ্টের প্রভাবশালী সদস্যরা তাঁর সমর্থনে একত্র হয়ে একটি রাষ্ট্রীয় উপদেষ্টামণ্ডলী গঠন করেছেন।

দশম পল্লীর পৌরসভা গৃহে সমবেত এবং প্রধানত লেজিটিমিস্ট ও অর্লিয়ান্সীদের নিয়ে গঠিত পার্লামেণ্টের বাকি টুকরোটা মুহুর্মুহু 'প্রজাতন্ত্রের জয়!' ধ্বনি তুলে বোনাপার্টের পদচ্যুতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, গৃহের বাইরে ব্যাদিতবদন জনতার উদ্দেশে বৃথাই গরম বক্তৃতা দিল, এবং অবশেষে আফ্রিকার নিশানীদের তত্ত্বাবধানে প্রথমে দ'অর্সে *(d'Orsay)* শিবিরে ও পরে কয়েদী গাড়িতে ভর্তি হয়ে মাজাস, হাম বা ভাঁসেনের জেলখানাতে স্থানান্তরিত হল। এইভাবে শৃঙ্খলা পার্টি, বিধান সভা এবং ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের অবসান ঘটল। এবার শেষ টানার আগে এই ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার বিবৃত করা যাক:

এক॥ **প্রথম পর্ব**। ২৪শে ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ঠা মে, ১৮৪৮। ফেব্রুয়ারি পর্ব। প্রস্তাবনা। বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের ধাপ্পা।

দুই॥ **দ্বিতীয় পর্ব**। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় সংবিধান সভার পর্ব।

১। ৪ঠা মে থেকে ২৫শে জুন, ১৮৪৮। প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে সর্বশ্রেণীর সংগ্রাম। জুনের দিনগুলিতে প্রলেতারিয়েতের পরাজয়।

২। ২৫শে জুন থেকে ১০ই ডিসেম্বর, ১৮৪৮। বিশুদ্ধ বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের একনায়কত্ব। সংবিধানের খসড়া। প্যারিসে জরুরী অবস্থা ঘোষণা। ১০ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি পদে বোনাপার্টের নির্বাচনের ফলে বুর্জোয়া একনায়কত্বের নাকচ।

৩। ২০শে ডিসেম্বর, ১৮৪৮ থেকে ২৮শে মে, ১৮৪৯। বোনাপার্টের বিরুদ্ধে ও

তাঁর মিত্র শৃঙ্খলা পার্টির বিরুদ্ধে সংবিধান সভার সংগ্রাম। সংবিধান সভার তিরোভাব। প্রজাতন্ত্রী বুর্জোয়াদের পতন।

তিন॥ **তৃতীয় পর্ব**। **নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র** এবং **জাতীয় বিধান সভার** যুগ।

১। ২৮শে মে, ১৮৪৯ থেকে ১৩ই জুন, ১৮৪৯। বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে এবং বোনাপার্টের বিরুদ্ধে পেটি বুর্জোয়াদের সংগ্রাম। পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পরাজয়।

২। ১৩ই জুন, ১৮৪৯ থেকে ৩১শে মে ১৮৫০। শৃঙ্খলা পার্টির পার্লামেণ্টীয় একনায়কত্ব। সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রত্যাহার করে এরা নিজেদের শাসন সম্পূর্ণ করল, কিন্তু পার্লামেণ্টীয় মন্ত্রিসভাকে হারাল।

৩। ৩১শে মে, ১৮৫০ থেকে ২রা ডিসেম্বর, ১৮৫১। পার্লামেণ্টীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে বোনাপার্টের সংগ্রাম।

(ক) ৩১শে মে, ১৮৫০ থেকে ১২ই জানুয়ারি, ১৮৫১। পার্লামেণ্ট সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়কত্ব হারাল।

(খ) ১২ই জানুয়ারি থেকে ১১ই এপ্রিল, ১৮৫১। প্রশাসন ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় পার্লামেণ্ট ব্যর্থ হল। পার্লামেণ্টে শৃঙ্খলা পার্টি স্বতন্ত্র সংখ্যাধিক্য হারাল। প্রজাতন্ত্রীদের এবং 'পর্বতের' সঙ্গে তাদের মিত্রতাস্থাপনা।

(গ) ১১ই এপ্রিল, ১৮৫১ থেকে ৯ই অক্টোবর ১৮৫১। সংশোধন, সংমিলন ও মেয়াদ বর্ধনের চেষ্টা। শৃঙ্খলা পার্টি বিভিন্ন উপাদানে ভেঙে গেল। বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট ও সংবাদপত্রের সঙ্গে সাধারণ বুর্জোয়াদের বিচ্ছেদ সুনির্দিষ্ট হল।

(ঘ) ৯ই অক্টোবর থেকে ২রা ডিসেম্বর, ১৮৫১। পার্লামেণ্ট ও কার্যনির্বাহক শক্তির মধ্যে প্রকাশ্য বিচ্ছেদ। স্বশ্রেণী, সৈন্যবাহিনী ও অন্যান্য সকল শ্রেণী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে পার্লামেণ্ট তার অন্তিম কৃত্য করে প্রাণত্যাগ করল। পার্লামেণ্টীয় আমল ও বুর্জোয়া শাসনের তিরোভাব। বোনাপার্টের জয়। সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্যারোডি।

৭

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পূর্বক্ষণে **সামাজিক প্রজাতন্ত্র** কথাটা উঠেছিল একটি ধ্বনি হিসাবে, ভবিষ্যদ্বাণীরূপে। ১৮৪৮-এর জুনের দিনে **প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের** রক্তে ডুবে গেলেও নাটকের পরবর্তী অঙ্কগুলিতে প্রেতের মতো কথাটা ফিরে এসে বিচরণ করতে থাকে। **গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র** আগমন ঘোষণা করল। ১৮৪৯ সালের ১৩ই জুন এর পতন হল এদের **পেটি বুর্জোয়া** সম্প্রদায়-শুদ্ধ, যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ও পালাতে পালাতেই দ্বিগুণ গর্বে নিজেদের ঢাক পিটিয়ে যায়। তারপর **পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্র** বুর্জোয়া সমেত রঙ্গমঞ্চ সম্পূর্ণ দখল করে বসল; এ প্রজাতন্ত্র পূর্ণ মাত্রায় জীবন

উপভোগ করল; কিন্তু ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর তাকে কবর দিল, সম্মিলিত রাজতন্ত্রীদের সকাতর 'প্রজাতন্ত্রের জয়!' ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে।

ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী প্রলেতারিয়েতের প্রভুত্ব প্রতিহত করে; তারা নিয়ে এল ১০ই ডিসেম্বর সমিতির দলপতির নেতৃত্বে লুম্পেনপ্রলেতারিয়েতের প্রভুত্ব। বুর্জোয়া শ্রেণী লাল নৈরাজ্যের ভবিষ্যৎ বিভীষিকা দেখিয়ে ফ্রান্সকে শ্বাসরোধী আতঙ্কের অবস্থায় রেখে ছিল; সে ভবিষ্যদ্বাণী বোনাপার্ট নিজের স্বার্থে ভাঙিয়ে নিলেন ৪ঠা ডিসেম্বর, যখন বুলভার মঁমার্ত্র এবং বুলভার ডেস ইতালিয়েন-এর সম্ভ্রান্ত বুর্জোয়াদের তাদেরই বাতায়নের কাছে শৃঙ্খলা বাহিনীর পানোন্মত্ত সৈন্যদের দ্বারা গুলি করার ব্যবস্থা করলেন। তারা তরবারিকে ঐশ্বরিক মর্যাদা দিয়েছিল, তরবারিই তাদের শাসন করছে। তারা বিপ্লবী পত্রপত্রিকা ধ্বংস করেছিল; তাদের নিজস্ব পত্রপত্রিকাও ধ্বংস হয়ে গেল। তারা জনসভার ওপরে চাপিয়েছিল পুলিশী তত্ত্বাবধান; এবার তাদের বৈঠকখানাই পুলিশের তত্ত্বাবধানে। তারা গণতান্ত্রিক জাতীয় রক্ষিবাহিনীকে ভেঙে দিয়েছিল, তাদের নিজস্ব জাতীয় রক্ষিবাহিনীও এখন ভেঙে দেওয়া হল। তারা জরুরী অবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল; তাদেরই উপর এবার জরুরী ব্যবস্থা চেপেছে। তারা জুরিপ্রথার বদলে সামরিক কমিশনের প্রবর্তন করেছিল; তাদেরই জুরিকে এবার স্থানচ্যুত করেছে সামরিক কমিশনগুলো। তারা সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থাকে পাদরীদের অধীনে এনেছিল; পাদরীরা তাদেরকেই নিয়ে আসছে নিজেদের শিক্ষা-ব্যবস্থার অধীনে। তারা বিনা বিচারে অন্যদের নির্বাসন দিয়েছিল; তারাই বিনা বিচারে নির্বাসিত হচ্ছে। রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে তারা সমাজে প্রতিটি আলোড়ন স্তব্ধ করেছিল; তাদেরই সমাজের প্রতিটি আলোড়ন রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা স্তব্ধ হচ্ছে। টাকার থলি সম্পর্কে উৎসাহবশত নিজেদের রাজনীতিবিদ ও লেখকদের বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ করেছিল; তাদের রাজনীতিবিদ ও লেখকরা দূর হয়েছে বটে কিন্তু মুখ বন্ধ হয়ে ও কলম ভেঙে যাওয়াতে তাদের টাকার থলিই লুঠ হচ্ছে। খ্রীষ্টানদের প্রতি সেণ্ট আর্সেনিয়সের উক্তির মতো বুর্জোয়া শ্রেণী অক্লান্তভাবে বিপ্লবকে ডেকে শুনিয়েছিল: *'Tuge, tace, quiesce!* পালাও, চুপ করো, স্থির হয়ে থাকো!' বোনাপার্ট বুর্জোয়াদের চেঁচিয়ে বলছেন: *'Tuge, tace, quiesce!* পালাও, চুপ করো, স্থির হয়ে থাকো!'

*'Dans cinquante ans l'Europe sera républicaine on cosaque,** নেপোলিয়নের এই উভয় সংকটের সমাধান ফরাসী বুর্জোয়ারা বহু আগেই পেয়ে গেছে। তারা এর সমাধান পেয়েছে république cosaque। কোনও সির্সির** মায়া-বিদ্যায়

* 'পঞ্চাশ বৎসরে ইউরোপ হয় প্রজাতান্ত্রিক না হয় কশাক হয়ে যাবে।' — সম্পাঃ

** সির্সি — প্রাচীন কালের গ্রীক পুরাকথার এক যাদুকরী, ওদেসির সহচরদের সে শূকরে পরিণত করে ও ফের মানুষ করে দেয়। — সম্পাঃ

কিন্তু বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্ররূপী এই শিল্পকর্মটা বিকটাকারে বিকৃত হয়ে ওঠেনি। এই প্রজাতন্ত্র আসলে তার বাইরের ভদ্র রূপটা ছাড়া আর কিছুই হারায়নি। আজকের ফ্রান্স পরিণত রূপেই বিদ্যমান ছিল পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্রের দেহের ভিতরে। সঙ্গীনের একটি খোঁচাতেই বুদ্বুদ ফেটে সর্বসমক্ষে বেরিয়ে এল রাক্ষস মূর্তি।

২রা ডিসেম্বরের পরে প্যারিসের প্রলেতারিয়েত বিদ্রোহ করল না কেন?

বুর্জোয়া শ্রেণীর উচ্ছেদসাধনের সিদ্ধান্ত তখনো পর্যন্ত কেবল পাশ করা হয়েছিল, কার্যকরী করা হয়নি। প্রলেতারিয়েতের যে কোন গুরুতর বিদ্রোহ তৎক্ষণাৎ বুর্জোয়া শ্রেণীকে নবজীবন দিয়ে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তার মিলন ঘটিয়ে শ্রমিকদের জন্য দ্বিতীয়বারের জুন পরাজয় সুনিশ্চিত করে তুলত।

৪ঠা ডিসেম্বর বুর্জোয়ারা এবং ছোটো দোকানীরা *(épicier)* প্রলেতারিয়েতকে যুদ্ধে প্ররোচিত করে। সেই সন্ধ্যায় জাতীয় রক্ষিবাহিনীর কয়েকটি বাহিনী সশস্ত্র ও সুসজ্জিত অবস্থায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে আবির্ভাবের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কারণ বুর্জোয়ারা এবং ছোটো দোকানীরা খবর পেয়ে যায় যে ২রা ডিসেম্বর তারিখের অন্যতম নির্দেশে বোনাপার্ট গোপন ব্যালট প্রথা বাতিল করে দিয়ে সরকারী তালিকায় নামের পাশে 'হ্যাঁ' কি 'না' লিখবার হুকুম জারী করেছেন। ৪ঠা ডিসেম্বরের প্রতিরোধে বোনাপার্ট ভয় পেলেন। সেইরাত্রে তিনি সারা প্যারিসে গোপন ব্যালট পুনঃপ্রবর্তনের ঘোষণা লটকানোর ব্যবস্থা করলেন। বুর্জোয়ারা এবং ছোটো দোকানীরা মনে করল তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। পরদিন প্রাতঃকালে যাদের আর দেখা গেল না তারা হল বুর্জোয়া এবং ছোটো দোকানীরা।

১লা—২রা ডিসেম্বর রাত্রিতে বোনাপার্ট এক আচমকা আক্রমণে প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের নেতাদের, ব্যারিকেডের অধিনায়কদের অপসারিত করেন। অফিসারহীন এক বাহিনী, ১৮৪৮ এবং ১৮৪৯ সালের জুন ও ১৮৫০ সালের মে মাসের স্মৃতির কারণে 'পর্বতের' পতাকাতলে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে অনিচ্ছুক এই প্রলেতারিয়েত তাদের অগ্রণী অংশ অর্থাৎ গুপ্ত সমিতিগুলিকে ছেড়ে দিল প্যারিসের বিপ্লবী সম্মান রক্ষার দায়িত্ব, যে সম্মান বুর্জোয়া শ্রেণী সৈন্যদলের হাতে এতই নির্বিবাদে সমর্পণ করে যে পরে জাতীয় রক্ষিবাহিনীর নিরস্ত্রীকরণের কারণ ব্যাখ্যা করার সময়ে বোনাপার্ট সশ্লেষে বলতে পারলেন যে জাতীয় রক্ষিবাহিনীর অস্ত্র তাদেরই বিরুদ্ধে নৈরাজ্যবাদীরা ব্যবহার করতে পারে, এই ভয় তাঁর ছিল!

*'C'est le triomphe complet et définitif du Socialisme!'** গিজো ২রা ডিসেম্বরের চরিত্র নির্ণয় করেছিলেন এইভাবে। কিন্তু পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্রের উচ্ছেদে প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবের জয়ের বীজ অন্তর্নিহিত থাকলেও তার প্রত্যক্ষ ও

* 'এ হল সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত জয়লাভ!' — সম্পাঃ

দৃশ্যত ফল হল **পার্লামেন্টের বিরুদ্ধে বোনাপার্টের জয়, বিধানিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে কার্যনির্বাহক শক্তির জয়, বাক্যের শক্তির বিরুদ্ধে বিনাবাক্য শক্তির জয়।** পার্লামেন্টে জাতির সাধারণ ইচ্ছা আইনে পরিণত করত, অর্থাৎ শাসক শ্রেণীর আইনকে পরিণত করত তার সাধারণ ইচ্ছায়। কার্যনির্বাহক শক্তির কাছে সে তার নিজস্ব সমস্ত ইচ্ছাশক্তিটাকেই বিসর্জন দিয়ে একটি অনাত্মীয় ইচ্ছাশক্তির উচ্চতর আদেশের কাছে, কর্তৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করছে। বিধানিক ক্ষমতার বিপরীতে কার্যনির্বাহক শক্তিতে প্রকাশিত হয় জাতির স্বায়ত্তশাসনের বিপরীতে তার বহিরাগত শাসন (heteronomy)। অতএব ফ্রান্স যেন শ্রেণীবিশেষের স্বৈরতন্ত্রকে এড়িয়ে গেল শুধু ব্যক্তিবিশেষের স্বৈরতন্ত্রের অধীনে, উপরন্তু কর্তৃত্বহীন এক ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীনে পড়ার জন্য; সংগ্রামের মীমাংসা যেন এমনভাবে হল যে সমস্ত শ্রেণী সমান অক্ষম, সমান নির্বাক হয়ে বন্দুকের বাঁটের সামনে নতজানু হয়েছে।

কিন্তু বিপ্লব চলে শেষ অবধি। অদ্যাবধি সে চলেছে শুধু আত্মশুদ্ধির নরক (purgatory) অতিক্রম করে। বিপ্লব কাজ করে যায় প্রণালীবদ্ধভাবে। ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর অবধি তার প্রস্তুতির কাজ মাত্র অর্ধসম্পন্ন হয়েছিল; এখন বাকি কাজটা সম্পন্ন হতে চলেছে। প্রথমত পার্লামেণ্টীয় শক্তির উচ্ছেদকল্পেই সে এই পার্লামেণ্টকে সুসম্পূর্ণ করে তুলল। এই কার্যসিদ্ধির পর এখন **কার্যনির্বাহক শক্তিকে** নিখুঁত করার কাজ চলেছে, তাকে একেবারে তার বিশুদ্ধতম রূপে নিয়ে এসে, বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, নিজের বিরুদ্ধেই তাকে দাঁড় করাচ্ছে একমাত্র লক্ষ্যস্থল হিসাবে, যাতে তার বিরুদ্ধেই সংহত করা যায় তার সমগ্র বিধ্বংসী শক্তি। এই প্রাথমিক কর্তব্যের দ্বিতীয়ার্ধ সম্পন্ন হবার পর ইউরোপ আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠে সোল্লাসে চিৎকার করবে, খেড়ে ছুঁচো, বেশ খুঁড়েছ।

বিশাল আমলাতান্ত্রিক এবং সামরিক সংগঠন, বিভিন্ন স্তরব্যাপী সুনিপুণ রাষ্ট্রযন্ত্র, পাঁচ লক্ষ কর্মচারীর বাহিনী এবং আরও পাঁচ লক্ষ সৈন্যসমেত এই কার্যনির্বাহক শক্তি, এই ভীতিজনক যে পরগাছা ফরাসী সমাজদেহে জালের মতো জড়িয়ে সমস্ত রন্ধ্রমুখ রুদ্ধ করে রেখেছে, এর উদ্ভব হয়েছিল স্বৈর-রাজতন্ত্রের যুগে, সামন্ত ব্যবস্থার যে অবক্ষয় এর জন্যই আরও ত্বরান্বিত হল, সেই অবক্ষয়ের যুগে। জমিদারদের এবং নগরগুলির সামন্তসুলভ বিশেষ অধিকার রাজশক্তির ততসংখ্যক বিশেষ অধিকারে পরিণত হল; সামন্ত প্রভুরা পর্যবসিত হল বেতনভোগী কর্মচারীতে আর মধ্যযুগের পরস্পরবিরোধী পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতার বিচিত্র নক্সা পরিণতি লাভ করল এমন একটা রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাতে, যার কাজ ছিল কারখানার মতন বিভক্ত ও কেন্দ্রীভূত। প্রথম ফরাসী বিপ্লবের কার্যক্রম ছিল বিভিন্ন স্থানীয়, আঞ্চলিক, নগরভিত্তিক এবং প্রাদেশিক ক্ষমতা চূর্ণ করে জাতির নাগরিক ঐক্য গঠন, সুতরাং স্বৈর-রাজতন্ত্রের

আরব্ধ কাজ আরও সম্প্রসারিত করতে সে বাধ্য হল যথা কেন্দ্রীকরণ, কিন্তু সেইসঙ্গে সরকারী শক্তির পরিধি, অধিকার ও সহায়কদের সংখ্যাবৃদ্ধি। নেপোলিয়ন এই রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিখুঁত করে তুলেছিলেন। লেজিটিমিস্ট রাজতন্ত্র ও জুলাই রাজতন্ত্র এতে যোগ করল শুধু অধিকতর শ্রম-বিভাজন, এবং বুর্জোয়া সমাজের আভ্যন্তরীণ শ্রম বিভাজন যত নতুন নতুন স্বার্থগোষ্ঠী এবং সেই হেতু নতুন প্রশাসনিক উপাদান সৃষ্টি করে চলল, এই ব্যবস্থাও ততই বেড়ে চলল। প্রতিটি **সাধারণ** স্বার্থকে তৎক্ষণাৎ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার বিপরীতে উচ্চতর **সাধারণ** স্বার্থরূপে উপস্থিত করা হল এবং সমাজ সদস্যদের ক্রিয়াকলাপের আওতা থেকে কেড়ে নিয়ে তাকে করে তোলা হল সরকারী কর্মপরিধির বিষয়ীভূত — একটা সাঁকো, স্কুলবাড়ি ও গ্রামগোষ্ঠীর সাধারণ সম্পত্তি থেকে রেলপথ, জাতীয় সম্পদ ও ফ্রান্সের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্র বাধ্য হল দমনের উপায়গুলির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তির সামর্থ্য ও কেন্দ্রীকরণ দৃঢ়তর করতে। প্রতিটি বিপ্লবই এই যন্ত্রটিকে ধ্বংসের বদলে আরও নিখুঁত করেছে। যে পার্টিগুলি পালা করে আধিপত্যের জন্য লড়েছিল তারা সকলেই এই বিরাট রাষ্ট্রসৌধটাকেই বিজয়ীর প্রধান লাভ বলে গণ্য করেছে।

কিন্তু স্বৈররাজতন্ত্রে, প্রথম বিপ্লবে, অথবা নেপোলিয়নের আমলে আমলাতন্ত্র ছিল বুর্জোয়াদের শ্রেণী-শাসন প্রস্তুতির উপায় মাত্র। পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর্যায়ে, লুই ফিলিপের এবং পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্রের আমলে তা ছিল শাসক শ্রেণীর হাতিয়ার, যতই না তা নিজেই ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করে থাক।

একমাত্র দ্বিতীয় বোনাপার্টের অধীনেই মনে হতে পারে যে রাষ্ট্র নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করে নিল। বেসরকারী সমাজের বিপক্ষে রাষ্ট্রযন্ত্র এতই পুরোপুরি নিজের অবস্থান সংহত করেছে যে ১০ই ডিসেম্বর সমিতির নায়ককে দিয়েই তার নেতৃত্ব চলে, বিদেশ থেকে ভেসে-আসা সেই ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তিটি দিয়ে, যাকে ঢালের উপরে তুলে ধরেছে সেই মাতাল সৈন্যের দল যাদের সে মদ ও সসেজ দিয়ে কিনেছে আর যাদের সে ক্রমাগতই সসেজ ভোগ দিতে বাধ্য। সেইজন্যই একটা গুরুভার হতাশা, একটা চরম অপমান ও লজ্জা বোধ বুক চেপে ধরেছে ফ্রান্সের। লাঞ্ছিত বোধ করছে সে।

অথচ রাষ্ট্রশক্তি শূন্যে দোদুল্যমান থাকে না। বোনাপার্ট একটি শ্রেণীর প্রতিনিধি, তদুপরি ফরাসী সমাজে যারা সংখ্যায় সর্বাধিক সেই **ক্ষুদে** [*Parzellen*] **মালিক কৃষিজীবী শ্রেণীর।**

বুরবোঁ যেমন ছিল বৃহৎ ভূসম্পত্তির রাজবংশ, অর্লিয়ান্স যেমন ছিল অর্থজগতের রাজবংশ, সেইভাবে বোনাপার্টরা কৃষকদের অর্থাৎ ফরাসী জনগণের বিরাট অংশের রাজবংশ। বুর্জোয়া পার্লামেন্টের নিকট আত্মসমর্পণকারী বোনাপার্ট নয়, বুর্জোয়া

পার্লামেণ্টকে ছত্রভঙ্গ করেন যে বোনাপার্ট তিনিই কৃষক সমাজের প্রতিনিধি। তিন বৎসর যাবৎ শহরগুলি ১০ই ডিসেম্বরের নির্বাচনের অর্থ জালিয়াতী করে সাম্রাজ্যের প্রত্যাবর্তন লাভে কৃষকদের বঞ্চিত করে রাখতে পেরেছিল। ১৮৪৮-এর ১০ই ডিসেম্বরের নির্বাচনকে চূড়ান্ত রূপ দিল কেবল ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বরের কুদেতা।

ক্ষুদে মালিক কৃষক সম্প্রদায় একটি বিশাল জনসমষ্টি, তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের জীবনযাত্রা একই ধরনের, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে বহুবিধ সম্পর্ক স্থাপন এরা করে না। তাদের উৎপাদন-প্রণালী পারস্পরিক সংযোগ স্থাপনের বদলে লোকদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। ফ্রান্সের নিকৃষ্ট যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং কৃষকদের দারিদ্র্যের জন্য এই বিচ্ছিন্নভাব বৃদ্ধি পায়। এদের উৎপাদন ক্ষেত্রে, অর্থাৎ ছোট ছোট জমির চাষে শ্রমবিভাজন অথবা বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্ভব নয়, তাই বিকাশের বিভিন্নতা, গুণাবলীর বৈচিত্র্য, সামাজিক সম্পর্কের প্রাচুর্য কিছুই সম্ভব হয় না। প্রত্যেক কৃষক পরিবার এককভাবে প্রায় স্বনির্ভর; তার ভোগ্যবস্তুর অধিকাংশই সে সরাসরি নিজেই উৎপাদন করে, তাই এরা জীবনধারণের উপায়গুলি সংগ্রহ করে সামাজিক সংযোগের তুলনায় প্রকৃতির সঙ্গে বিনিময় ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই বেশি। একটি ছোট জমি, একজন কৃষক ও তার পরিবার; এদের পাশে অন্য একটি ছোট জমি, আর একজন কৃষক ও তার পরিবার। এই রকম কয়েক কৃষক নিয়ে এক একটি গ্রাম, এবং কয়েক কুড়ি গ্রাম নিয়ে এক-একটি জেলা গঠিত হয়। এইভাবে ফরাসী জাতির বৃহত্তম অংশ গড়ে ওঠে নিতান্তই সমধর্মী রাশির নিছক যোগ ফলে, যে ভাবে বস্তার ভিতরে এক-একটি আলু নিয়ে গড়ে ওঠে আলুর বস্তা। লক্ষ লক্ষ পরিবার যখন এমন আর্থিক অবস্থায় জীবনযাপন করে যার ফলে তাদের জীবনযাত্রার ধরন, তাদের স্বার্থ ও সংস্কৃতি অন্যান্য শ্রেণীর থেকে স্বতন্ত্র হয় এবং শেষোক্তদের প্রতি তাদের বৈরীভাব জাগিয়ে তোলে, তখন সে দিক থেকে তারা একটি শ্রেণী বটে। এই ছোট ভূসম্পত্তির মালিক চাষীদের মধ্যে যোগাযোগ যে পরিমাণে স্থানীয় মাত্র, এবং স্বার্থের অভিন্নতা তাদের ভিতর যে পরিমাণে কোনও যৌথসত্ত্বা, জাতিগত বন্ধন অথবা রাজনৈতিক সংগঠন এনে দেয়নি, সেই পরিমাণে তারা আবার শ্রেণী নয়। সুতরাং তারা নিজেদের নামে নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থ পার্লামেণ্টে অথবা কনভেনশনে কার্যকরী করে তুলতে অক্ষম হয়। তারা নিজেরা নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না, তাদের হয়ে কাউকে প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। তাদের প্রতিনিধিকে আবার সেই সঙ্গে আসা চাই তাদের প্রভু, তাদের উপর একটা কর্তৃত্ব, অসীম একটা সরকারী ক্ষমতারূপে, যা অন্যান্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের রক্ষা করে, ঊর্ধ্বে থেকে তাদের জন্য পাঠায় রৌদ্র, পাঠায় বর্ষা। অতএব যে কার্যনির্বাহক শক্তি সমাজকে অধীনস্থ করে রাখে তারই মধ্যে দেখা যায় ছোট ভূসম্পত্তির কৃষকদের রাজনৈতিক প্রভাবের চরম অভিব্যক্তি।

নেপোলিয়ন নামধারী এক ব্যক্তি তাদের সমস্ত প্ূর্বগৌরব ফিরিয়ে আনবে, এহেন অলৌকিক কান্ডে ফরাসী কৃষকদের বিশ্বাসী করে তুলেছিল ঐতিহাসিক ঐতিহ্য। এবং উদয় হল একটি লোকের, সে নিজেকে জাহির করল সেই ব্যক্তি বলে কারণ তার নাম নেপোলিয়ন, করল, যেহেতু 'নেপোলিয়ন-সংহিতায়' লেখা আছে *la recherche de la paternité est interdite**। বিশ বৎসরের ভবঘ্ুরের জীবন এবং একের পর এক উৎকট ভাগ্যান্বেষণ চেষ্টার পরে কিংবদন্তী বাস্তব হয়ে উঠল এবং লোকটি হয়ে দাঁড়াল ফরাসীদের সম্রাট। ভ্রাতুষ্প্ুত্রের বদ্ধম্ূল কল্পনা কার্যকরী হল, কারণ সে কল্পনা মিলে গিয়েছিল ফরাসী জনগণের ব্ৃহত্তম শ্রেণীর বদ্ধম্ূল কল্পনার সঙ্গে।

আপত্তি উঠতে পারে, ফ্রান্সের অর্ধেক অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ, কৃষকদের বির্ুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর হামলা, ব্যাপকভাবে কৃষকদের কারাদন্ড ও নির্বাসনের আদেশ তবে কেন?

চতুর্দশ ল্ুই-র য্ুগ থেকে ফ্রান্সে 'বক্তৃতাবাজির জন্য' কৃষকদের বির্ুদ্ধে এইরকম উৎপীড়নের দ্ৃষ্টান্ত আর নেই।

কিন্তু কথাটা যেন ভুল না ব্ুঝি। বোনাপার্টবংশ যার প্রতিনিধি সে বিপ্লবী কৃষক নয়, রক্ষণশীল কৃষক; যে কৃষক তার সামাজিক অবস্থার অর্থাৎ ছোট ভূসম্পত্তির শর্ত অতিক্রম করতে চেষ্টা করছে সে নয়, সেই ভূসম্পত্তি যে স্ুসংবদ্ধ করতে চায় সেই কৃষক; যে গ্রামীণ জনতা শহরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে আপন উদ্যমে প্ুরাতন ব্যবস্থার উচ্ছেদ করতে চায় তারা নয়, বরং পক্ষান্তরে সেই সব লোক যারা সেই প্রাচীন ব্যবস্থার ভিতরেই হতব্ুদ্ধি নির্জনবাসে থেকে, সাম্রাজ্যের ভূতের কাছ থেকে নিজেদের এবং নিজস্ব ছোট ভূসম্পত্তির নিরাপত্তা ও আন্ুকূল্য পেতে চায়। বোনাপার্ট রাজবংশ প্রতিফলিত করছে কৃষকের জ্ঞানালোক নয়, তার কুসংস্কার; তার বিচারশক্তি নয়, তার অন্ধ বিশ্বাস; তার ভবিষ্যৎ নয়, অতীত; তার আধ্ুনিক সেভেন নয়, তার আধ্ুনিক ভাঁদে**।

পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্রের তিন বৎসর ব্যাপী কঠোর শাসনে ফরাসী কৃষক শ্রেণীর একাংশ নেপোলিয়নীয় মোহ থেকে ম্ুক্তিলাভ করে খানিকটা ভাসা ভাসা ভাবে হলেও

* পিতৃত্ব সম্পর্কে তদন্ত নিষিদ্ধ। — সম্পাঃ

** ফ্রান্সে **সেভেন** নামক পার্বত্য অঞ্চলে আঠারো শতকের প্রারম্ভে প্রটেস্টাণ্ট কৃষকদের (তথাকথিত কামিজারদের) বিরাট বিদ্রোহ হয়েছিল। তাদের ধ্বনি ছিল 'কর চলবে না!' 'ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা চাই!' বিদ্রোহীরা সামন্ত শাসকদের দ্ুর্গ অধিকার করে। পর্বতাঞ্চলে আত্মগোপন করে তারা গেরিলা য্ুদ্ধ চালায়, প্রায় তিন বৎসর কাল এই লড়াই চলেছিল। **ভাঁদে** — আঠারো শতকের শেষে ফরাসী ব্ুর্জোয়া বিপ্লবে ফ্রান্সের এই অঞ্চলটি প্রতিবিপ্লবের একটি কেন্দ্র ছিল। বিপ্লবী ফ্রান্সের বির্ুদ্ধে সংগ্রামে প্রতিবিপ্লবীরা ক্যাথলিক যাজকদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ও পশ্চাৎপদ ভাঁদের কৃষকদের কাজে লাগায়। — সম্পাঃ

বিপ্লবী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যতবারই তারা সচল হয়ে ওঠে ততবারই বুর্জোয়া শ্রেণী হিংস্রভাবে তাদের দমন করে। পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্রের আমলে ফরাসী কৃষকদের নবচেতনা ও সনাতন মানসের মধ্যে প্রাধান্য লাভের দ্বন্দ্ব চলেছিল। স্কুল শিক্ষকদের সঙ্গে পুরোহিতদের অবিরাম সংগ্রামে এই বিবর্তন আকার নেয়। বুর্জোয়া শ্রেণী শিক্ষক সম্প্রদায়কে আঘাত হানল। সরকারী কীর্তিকলাপের সম্মুখীন হয়ে স্বাধীনভাবে চলার চেষ্টা প্রথম এই সময় কৃষকরা করেছিল। গ্রাম-প্রধান *(maires)* এবং জেলা শাসকদের *(prefects)* ধারাবাহিক দ্বন্দ্বেই সে কথা বোঝা যায়। বুর্জোয়ারা গ্রাম-প্রধানদের বরখাস্ত করল। পরিশেষে, পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্রের আমলে বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষকরা তাদের আপন সন্তান অর্থাৎ সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করে। বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের দণ্ড দিল জরুরী ব্যবস্থা ও শাস্তিমূলক অভিযানে। সেই একই বুর্জোয়া শ্রেণী আজ আবার জনগণের নির্বুদ্ধিতার কথা সরবে বলে বেড়াচ্ছে, জঘন্য জনতা নাকি বোনাপার্টের পক্ষ নিয়ে তাদের প্রতি বেইমানি করেছে। বুর্জোয়ারাই জোর করে কৃষক শ্রেণীর মধ্যে সাম্রাজ্য-ভাবালুতা *[Imperialismus]* সুদৃঢ় করেছে, এই কৃষক ধর্মটির যা জন্মস্থল সে শর্তগুলি সংরক্ষিত করে রেখেছিল তারাই। অবশ্য জনগণ যতদিন রক্ষণশীল থাকে ততদিন তাদের নির্বুদ্ধিতাকে বুর্জোয়া শ্রেণী ভয় পেতে বাধ্য, এবং জনগণ বিপ্লবী হয়ে উঠলেই ভয় পেতে বাধ্য তাদের অন্তর্দৃষ্টিকে।

কুদেতার পরবর্তী বিদ্রোহগুলিতে ফরাসী কৃষক শ্রেণীর একাংশ ১৮৪৮-এর ১০ই ডিসেম্বরে দেওয়া তাদের নিজেদের ভোটের বিপক্ষেই অস্ত্রহাতে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। ১৮৪৮ সালের পরে তারা যে শিক্ষার ভিতর দিয়ে গেছে সেই পাঠশালাই তাদের বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণতর করেছিল। কিন্তু তারা যে নিজেদের তুলে দিয়েছিল ইতিহাসের পাতাল জগতের হাতে; ইতিহাস তাদের প্রতিশ্রুতির মূল্যদানে বাধ্য করেছে। তাদের অধিকাংশের অন্ধ সংস্কার এখনও এত প্রবল যে সবচেয়ে লাল জেলাগুলিতেই কৃষক জনতা প্রকাশ্যে বোনাপার্টের পক্ষে ভোট দিয়েছে। এদের মতে জাতীয় সভা তাঁর অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত করেছিল। গ্রামাঞ্চলের ইচ্ছাশক্তির উপরে শহরাঞ্চল যে শৃঙ্খলাভার চাপিয়ে দিয়েছিল তিনি এখন তাই ভেঙে দিয়েছেন মাত্র। কয়েকটি এলাকায় কৃষকরা এমন কি নেপোলিয়নের পাশাপাশি একটি কনভেনশনের কিম্ভূত একটা ধারণাও পোষণ করেছিল।

প্রথম বিপ্লব কৃষক শ্রেণীকে অর্ধ-ভূমিদাস থেকে স্বাধীন মালিকে রূপান্তরিত করবার পরে নেপোলিয়ন অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন সেই সব শর্তকে, যার মধ্যে তারা সদ্যপ্রাপ্ত ফরাসী জমি নিরুপদ্রবে উপভোগ করতে এবং সম্পত্তির জন্য তাদের যৌবনসুলভ আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করতে পারে। কিন্তু আজকের দিনে ফরাসী কৃষকের সর্বনাশ করছে ঠিক এই ক্ষুদে ভূসম্পত্তি, জমি বিভাগ, নেপোলিয়ন যা ফ্রান্সে সুসংহত

করেছিলেন সম্পত্তির সেই রূপটাই। এই বৈষয়িক অবস্থাই সামন্ত কৃষককে ক্ষুদ্র ভূসম্পত্তিশালী কৃষকে এবং নেপোলিয়নকে সম্রাটে পরিণত করেছিল। দুই পুরুষেই তার অনিবার্য ফলটা দেখা গেল: কৃষির ক্রমাবনতি, কৃষকের ক্রমবর্ধমান ঋণের বোঝা। সম্পত্তির যে 'নেপোলিয়নীয়' রূপ উনিশ শতকের গোড়ায় ফরাসী গ্রামীণ জনসাধারণের মুক্তি এবং ধনবৃদ্ধির শর্তস্বরূপ হয়েছিল, এই শতাব্দীর মধ্যে তাই তাদের দাসত্ব বন্ধন ও নিঃস্বভবনের নিয়মে পরিণত হয়েছে। এবং দ্বিতীয় বোনাপার্টকে যে সকল 'নেপোলিয়নীয় ধারণা' তুলে ধরতে হবে, এই নিয়মটিই তার মধ্যে প্রথম। এখনও যদি কৃষকদের মতন তাঁর এই মোহ থেকে থাকে যে তাদের সর্বনাশের কারণ অনুসন্ধান করতে হবে এই ক্ষুদে সম্পত্তির ভিতরে নয়, তার বাইরে, গৌণ পরিস্থিতির প্রভাবের মধ্যে, তাহলে উৎপাদন-সম্পর্কের সংস্পর্শমাত্র তাঁর সব প্রচেষ্টা সাবানের বুদ্বুদের মতো ফেটে যেতে বাধ্য।

ক্ষুদে ভূসম্পত্তির অর্থনৈতিক বিকাশ সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে কৃষক শ্রেণীর সম্পর্কে আমূল পরিবর্তন এনেছে। নেপোলিয়নের আমলে গ্রামাঞ্চলে জমির বিখণ্ডীভবন ছিল শহরের অবাধ প্রতিযোগিতা এবং বৃহৎ শিল্পের সূচনার পরিপূরক। সদ্য-উৎখাত ভূস্বামী অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে কৃষক শ্রেণীই ছিল এক সর্বব্যাপী প্রতিবাদ। ফরাসী মাটিতে ক্ষুদে ভূসম্পত্তি যে শিকড় চালিয়ে দেয় তার ফলে সামন্ত প্রথা হয়েছিল জীবনরসে বঞ্চিত। ক্ষুদে ভূসম্পত্তির সীমানা চিহ্নগুলি ছিল পূর্বতন সামন্ত প্রভুদের যে কোনো অতর্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার মতো। কিন্তু উনিশ শতকের গতিপথে সামন্ত প্রভুদের স্থান নিল নাগরিক মহাজনের দল; জমির সঙ্গে জড়িত সামন্ত বাধ্যবাধকতার স্থান নিল মর্গেজ প্রথা; অভিজাতদের ভূসম্পত্তির স্থান নিল বুর্জোয়া পুঁজি। কৃষকদের ক্ষুদ্রায়তন সম্পত্তি এখন পুঁজিপতিদের পক্ষে জমি থেকে মুনাফা সুদ ও খাজনা আদায়ের অছিলায় মাত্র দাঁড়িয়েছে আর নিজের মজুরিটুকু কী করে তোলা যাবে তার ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ভূমির কর্ষকেরই ওপর। ফ্রান্সের জমিতে মর্গেজ ঋণের বোঝা ফরাসী কৃষক শ্রেণীর উপরে যে সুদের ভার চাপিয়ে রেখেছে তার পরিমাণ সমগ্র ব্রিটিশ জাতীয় ঋণের বাৎসরিক সুদের সমান। ক্ষুদে ভূসম্পত্তির বিকাশ অনিবার্যভাবেই তাকে ঠেলে দেয় পুঁজির যে দাসত্বের দিকে তার ফলে অধিকাংশ ফরাসী জনগণ গুহাবাসীতে পরিণত হয়েছে। নারী ও শিশু সমেত মোট এক কোটি ষাট লক্ষ কৃষকের বাসস্থান এমন কুঁড়ে ঘরে যে অনেক ক্ষেত্রে তার একটিমাত্র জানালা আছে, কোনো ক্ষেত্রে বা দুটি, এবং সবচেয়ে সেরা বাড়িগুলিতেও মাত্র তিনটি। অথচ বাড়ির জানালা মস্তিষ্কের পক্ষে ইন্দ্রিয়ের তুল্য। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে যে বুর্জোয়া ব্যবস্থা নবোদ্ভূত ক্ষুদে ভূসম্পত্তিকে রাষ্ট্রের রক্ষাধীনে রেখে জয়মাল্যের সার দিয়ে তাকে উর্বর করেছিল, এখন কিন্তু রক্তচোষার মতো সে তার রক্ত

ও মস্তিষ্ক শোষণ করে পুঁজির আলকেমিক লৌহকটাহে নিক্ষেপ করেছে। নেপোলিয়নের সংহিতা এখন কেবলমাত্র বন্ধকীসূত্রে দখল, বাধ্যতামূলক বিক্রয় ও বাধ্য হয়ে নিলামের একটি সংকলন। (শিশু ইত্যাদি সমেত) যে চল্লিশ লক্ষ সরকারীভাবে স্বীকৃত ভিক্ষুক, ভবঘুরে, অপরাধী ও গণিকা ফ্রান্সে আছে, তাদের সঙ্গে যোগ দিতে হবে আরও পঞ্চাশ লক্ষ লোক যারা প্রাণধারণের প্রান্তসীমায় কোনো প্রকারে টিকে আছে, হয় গ্রামাঞ্চলেই ডেরা বেঁধে আছে নয়ত তাদের ছিন্নবেশ ও সন্তানদল নিয়ে ক্রমাগত গ্রাম ছেড়ে শহরে এবং শহর ছেড়ে গ্রামে আসছে। সুতরাং নেপোলিয়নের আমলের মতো কৃষক শ্রেণীর স্বার্থ আর বুর্জোয়াদের স্বার্থের অর্থাৎ পুঁজির অনুকূল নয়, বরং তার পরিপন্থী। সেইজন্যই তাদের স্বাভাবিক মিত্র ও নেতা কৃষকেরা পায় **শহরের প্রলেতারিয়েতে,** বুর্জোয়া ব্যবস্থার উচ্ছেদসাধনই যার দায়িত্ব। কিন্তু **সুদৃঢ় ও অবাধ ক্ষমতাসম্পন্ন সরকার** - এই দ্বিতীয় যে 'নেপোলিয়নীয় ধারণা'টিকে দ্বিতীয় নেপোলিয়নের কাজে পরিণত করার কথা — তা বলপ্রয়োগে এই 'বৈষয়িক' শৃংখলা রক্ষা করার জন্য আহূত। এই 'বৈষয়িক শৃংখলা'ই বিদ্রোহী কৃষকদের বিরুদ্ধে বোনাপার্টের সমস্ত ঘোষণাপত্রের প্রধান বুলি।

পুঁজি যে মর্গেজ চাপাচ্ছে তার কথা বাদ দিলেও ক্ষুদে ভূসম্পত্তি **করে** ভারাক্রান্ত। আমলাতন্ত্র, সৈনাদল, পুরোহিত, দরবার, এক কথায় কর্মনির্বাহক সমগ্র যন্ত্রটির জীবনের উৎসই হল কর। শক্তিশালী সরকার এবং গুরুভার কর অভিন্ন। ক্ষুদে ভূসম্পত্তি স্বভাবগুণেই সর্বশক্তিমান এবং অগণিতসংখ্যক আমলাতন্ত্রের পক্ষে উপযুক্ত ভিত্তি। সম্পর্কপাত ও ব্যক্তিবর্গের একটি দেশব্যাপী সমস্তর সে সৃষ্টি করে। সুতরাং একটি সর্বোচ্চ কেন্দ্র থেকে এই সমপর্যায়ভুক্ত সমষ্টির প্রতিটি বিন্দুর উপর সমান ক্ষমতাপ্রয়োগ এতে সম্ভব হয়। জনগণ ও রাষ্ট্রশক্তির মধ্যবর্তী অভিজাত স্তরগুলি এতে নির্মূল হয়ে যায়। তাই সর্বদিকেই এই রাষ্ট্রশক্তির এবং তার প্রত্যক্ষ সংস্থাদির প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়। পরিশেষে, ক্ষুদে ভূসম্পত্তি এমন এক বেকার বাড়তি জনসংখ্যার সৃষ্টি করে যাদের গ্রামাঞ্চলে বা শহরে স্থান নেই এবং সেই কারণে যারা ভদ্রজনোচিত ভিক্ষামুষ্টিসুলভ সরকারী পদের জন্য লালায়িত হয় ও সরকারী পদসৃষ্টির প্ররোচনা দেয়। সঙ্গীনের মুখে নতুন বাজার উন্মুক্ত করে, মহাদেশ লুণ্ঠন করে নেপোলিয়ন তার চাপানো বাধ্যতামূলক কর সুদসমেত পরিশোধ করেছিলেন। তখন এই কর কৃষকের শিল্পকে জাগিয়ে তুলেছিল, কিন্তু এখন এ কর তার শিল্পের শেষ সম্বলটুকু লুঠ করে নিঃস্বতা প্রতিরোধে তার অক্ষমতাকে সম্পূর্ণ করে তুলেছে। এদিকে সুসজ্জিত এবং ভোজন-পরিতৃপ্ত প্রভূত এক আমলাতন্ত্র হল 'একটি নেপোলিয়নীয় ধারণা' দ্বিতীয় বোনাপার্টের কাছে যা সবচেয়ে প্রীতিকর। কী করে তা না হয়ে পারে যখন সমাজের আসল শ্রেণীগুলির পাশে তিনি একটি কৃত্রিম সম্প্রদায়

গঠনে বাধ্য, যাদের কাছে তাঁর শাসন-ব্যবস্থা রক্ষাই হল তাদের অন্নবস্ত্রের সমস্যা? তাই তাঁর অন্যতম প্রথম আর্থিক ব্যবস্থা হল সরকারী কর্মচারীদের বেতন বাড়িয়ে পূর্বতন মাত্রায় তোলা এবং নূতন নূতন নিষ্কর্মা মোটা পদের সৃষ্টি।

আর একটি 'নেপোলিয়নীয় ধারণা' হল সরকারী শাসনের হাতিয়ার রূপে **পুরোহিতদের** কর্তৃত্ব। সমাজের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপনে, প্রাকৃতিক শক্তির উপরে নির্ভরতায়, এবং ঊর্ধ্বতন রক্ষাক্ষমতার প্রতি নতিস্বীকারে, নতুন-সৃষ্ট ক্ষুদে ভূসম্পত্তি ছিল স্বভাবতই ধর্মানুরাগী; কিন্তু যে ক্ষুদে ভূসম্পত্তি ঋণজর্জরিত, সমাজ ও উচ্চশক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত এবং নিজস্ব সীমাবদ্ধতাটা কাটিয়ে উঠতে বাধ্য, সে আবার স্বভাবতই ধর্মবিরোধী হয়ে ওঠে। সদ্যপ্রাপ্ত জমির ফালিটুকুর সঙ্গে স্বর্গভূমির সংযোজন বেশ প্রীতিকরই মনে হয়েছিল, বিশেষত যখন স্বর্গ থেকেই জলহাওয়া আসে; কিন্তু ক্ষুদে ভূসম্পত্তির বদলি হিসাবে স্বর্গকে সামনে ঠেলে দেওয়া মাত্রই তা অপমান হয়ে ওঠে। পুরোহিত তখন হয়ে দাঁড়ায় পার্থিব পুলিশবাহিনীর চন্দনচর্চিত শিকারী কুকুর — এটা আর একটি 'নেপোলিয়নীয় ধারণা'। পরের বার রোমের বিরুদ্ধে অভিযানটা ফ্রান্সের অভ্যন্তরেই হবে কিন্তু শ্রীযুক্ত মঁতালাঁবের যে রকমটি ভেবেছেন তার বিপরীত অর্থে।

পরিশেষে, সমস্ত 'নেপোলিয়নীয় ধারণার' শীর্ষস্থানে রয়েছে **সৈন্যবাহিনীর** প্রাধান্য। সৈন্যবাহিনী ছিল ক্ষুদে মালিক কৃষকদের *point d'honneur**; সৈন্যবাহিনী তো বীরমূর্তিতে রূপান্তরিত তারা নিজেরাই, বহির্বিশ্বের বিরুদ্ধে যারা তাদের নবলব্ধ সম্পত্তি রক্ষা করছে, নবার্জিত জাতীয় সত্তাকে গৌরবমণ্ডিত করছে, বিশ্ব লুণ্ঠন করছে ও তাতে বিপ্লব ঘটাচ্ছে। সৈনিকের উর্দি সে তো তাদেরই সরকারী পোশাক, যুদ্ধ তাদের কাব্য, ক্ষুদ্র সম্পত্তিই কল্পনায় পরিবর্ধিত ও নিটোল রূপ নিয়ে হয়ে দাঁড়াল তাদের পিতৃভূমি; দেশপ্রেম হল সম্পত্তি চেতনার আদর্শ মূর্তি। কিন্তু আজ যে শত্রুদের বিরুদ্ধে ফরাসী কৃষকদের সম্পত্তি রক্ষা করতে হয় তারা আর কসাক নয়, তারা নাজির, করসংগ্রাহক। ক্ষুদে ভূসম্পত্তির অবস্থিতি আর তথাকথিত পিতৃভূমিতে নয়, তার স্থান মর্গেজের তালিকাপত্রে। সৈন্যবাহিনী পর্যন্ত আর কৃষক যৌবনের নবপুষ্পদল নয়, সে এখন কৃষক **লুম্পেন প্রলেতারিয়েতদের** এঁদো বিষফুল মাত্র। এই ফৌজ এখন বহুলাংশে বদলী সৈনিক নিয়ে গড়া, ঠিক যেমন বোনাপার্ট স্বয়ং হলেন নেপোলিয়নের বদলী। বর্তমানে তারা হরিণের পালের মতো কৃষকদের তাড়া করে এবং সশস্ত্র পুলিশের কাজ করে বীরত্ব দেখিয়ে থাকে এবং যদি কোনোক্রমে ১০ই ডিসেম্বর সমিতির কর্তাকে তাঁর

* সম্মানের বিষয়, বিশেষ গর্বের বস্তু। — সম্পাঃ

নিজস্ব ব্যবস্থার অন্তর্বিরোধেই ফরাসী সীমানা পার হতে হয়, তাহলে কিছুটা লুটপাটের পর তাঁর এই ফৌজের ভাগ্যে জুটবে জয়মাল্যের বদলে প্রহার।

দেখা গেল **সমস্ত** 'নেপোলিয়নীয় ধারণাই' হল **অপরিণত ক্ষুদে ভূসম্পত্তির তারুণ্যকালের ধারণা মাত্র**; যে ক্ষুদে ভূসম্পত্তির দিন গেছে, তার কাছে এগুলি অবাস্তব। তখন এই সমস্ত ধারণা শুধু তার মৃত্যুযন্ত্রণার বিভ্রম, বাক্য পরিণত হয় বুলিতে, প্রেরণা পরিণত হয় প্রেতাত্মায়। কিন্তু ফরাসী জাতির অধিকাংশকে সনাতন ঐতিহ্যের ভাবমুক্ত করে, রাষ্ট্রশক্তি ও সমাজের সংঘাতকে তার বিশুদ্ধ রূপে ফুটিয়ে তোলার জন্যই সাম্রাজ্যের *[des Imperialismus]* এই ব্যঙ্গানুকরণ প্রয়োজন ছিল। ক্ষুদে ভূসম্পত্তির ক্রমদৌর্বল্যের সঙ্গে সঙ্গেই তার উপরে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রসৌধ ধ্বংস পায়। আধুনিক সমাজে রাষ্ট্রের যে কেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন, তার নির্মাণ সম্ভব একমাত্র সামন্ত প্রথার প্রতি বিরুদ্ধতায় গঠিত সামরিক- আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রের ধ্বংসস্তূপের উপরেই।*

২০শে আর ২১শে ডিসেম্বরের যে সাধারণ নির্বাচন দ্বিতীয় বোনাপার্টকে সিনাই পর্বতে** আরোহণ করাল, — অবশ্য আইনের বিধান গ্রহণ করতে নয়, দান করতে — সেই ধাঁধার উত্তর আমরা ফরাসী কৃষকদের অবস্থার ভিতরে পাই।

স্পষ্টতই বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে এখন বোনাপার্টকে নির্বাচিত না করে উপায় ছিল না। কন্সটান্সের কাউন্সিলে পিউরিটানরা যখন পোপদের বিরুদ্ধে লম্পট জীবনযাপনের অভিযোগ এনে নৈতিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কান্না জুড়েছিলেন, তখন কার্ডিনাল পিয়ের দ'আইয়ি বজ্রকণ্ঠে তাঁদের বলেন: 'ক্যাথলিক চার্চকে এখনো রক্ষা করতে পারে একমাত্র সশরীর শয়তান, আর আপনারা চান দেবদূত!' তেমনি কুদেতা সম্পন্ন হবার পরে ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী বলে উঠল: একমাত্র ১০ই ডিসেম্বর সমিতির নেতাই এখনো বুর্জোয়া সমাজকে রক্ষা করতে পারে! একমাত্র চৌর্যই এখনো পারে সম্পত্তি রক্ষা করতে; একমাত্র ভণ্ডামি ধর্মকে; জারজবৃত্তি — পরিবারকে; বিশৃঙ্খলা — শৃঙ্খলাকে।

* ১৮৫২ সালের সংস্করণে এই অনুচ্ছেদের শেষে নিচের কথাগুলি ছিল, কিন্তু ১৮৬৯ সালের সংস্করণে মার্কস এই অংশ বাদ দিয়েছিলেন: 'রাষ্ট্রযন্ত্রের ধ্বংসের ফলে কেন্দ্রীকরণ বিপন্ন হবে না। যে কেন্দ্রীকরণ অদ্যাবধি তার বিপরীত বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ সামন্ত চরিত্র-দুষ্ট, আমলাতন্ত্র হল তারই হীন ও স্থূল রূপমাত্র। নেপোলিয়নীয় পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আশাভঙ্গ হলে ফরাসী কৃষক ক্ষুদে ভূসম্পত্তিতে বিশ্বাস হারাবে; এই ক্ষুদে ভূসম্পত্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমগ্র রাষ্ট্রসৌধ ধূলিসাৎ হবে, এবং **যে ঐকতান ব্যতীত তার একক সঙ্গীত কৃষিপ্রধান সকল দেশে মৃত্যু সঙ্গীতে পরিণত হয়, সেই ঐকতান লাভ করবে প্রলেতারীয় বিপ্লব।'**

** সিনাই পর্বত — আরবের সিনাই উপদ্বীপের পর্বতশ্রেনী। বাইবেলের কথা অনুসারে পয়গম্বর মুসা এখানে ঈশ্বরের কাছ থেকে নির্দেশ তালিকা পান। — সম্পাঃ

স্বাধীন শক্তি হয়ে ওঠা কার্যনির্বাহক শক্তি হিসাবে বোনাপার্ট মনে করেন 'বুর্জোয়া ব্যবস্থার' নিরাপত্তা তাঁর ব্রত। কিন্তু এই বুর্জোয়া ব্যবস্থার শক্তির উৎস হল মধ্য শ্রেণী। সেইজন্য তিনি নিজেকে মধ্য শ্রেণীর প্রতিনিধিরূপে দেখে সেইমর্মে ডিক্রি জারি করতে থাকেন। তাসত্ত্বেও তিনি একজন কেউকেটা তার একমাত্র কারণ এই যে তিনি এই মধ্য শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা চূর্ণ করেছেন এবং নিয়ত চূর্ণ করছেন। তাই তিনি নিজেকে মনে করেন মধ্য শ্রেণীর রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক শক্তির শত্রু। অথচ তাদের বৈষয়িক শক্তি রক্ষা করে তিনি তাদের রাজনৈতিক শক্তিরই নবজন্ম দিচ্ছেন। অর্থাৎ কারণকে রাখতে হবে বাঁচিয়ে, অথচ কার্য যেখানেই স্বপ্রকাশ সেইখানে তাকে নির্মূল করতে হবে। কিন্তু কার্যকারণের কিছু গোলযোগ বাদ দিয়ে এই কাজ হতে পারে না, কেননা পারস্পরিক ক্রিয়ায উভয়েরই বৈশিষ্ট্য লোপ পাচ্ছে। তাই সীমারেখাটা নিশ্চিহ্ন করার মতো নতুন নতুন ডিক্রি। বোনাপার্ট আবার একই সময়ে নিজেকে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপক্ষে কৃষকদের এবং সাধারণভাবে জনগণের প্রতিনিধি বলে মনে করেন, বুর্জোয়া সমাজের কাঠামোর ভিতরে নিম্নস্তরের জনতাকে সুখী করাই যেন তাঁর কাজ। তাই নতুন ডিক্রি যাতে 'সাঁচ্চা সমাজবাদীরা' আগেভাগেই তাদের রাষ্ট্রপনা থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু সর্বোপরি বোনাপার্ট নিজেকে দেখেন ১০ই ডিসেম্বর সমিতির পাণ্ডারূপে, সেই **লুম্পেনপ্রলেতারিয়েতের** প্রতিনিধিরূপে, তিনি স্বয়ং তাঁর পার্শ্বচরগণ, সরকার ও সৈন্য যাদের অন্তর্ভুক্ত এবং যাদের প্রধান চিন্তা হল আত্মোন্নতি ও রাজকোষ থেকে কালিফোর্নিয়া লটারির পুরস্কার আহরণ। এবং ডিক্রি মারফৎ, বিনা ডিক্রিতে ও ডিক্রি সত্ত্বেও তিনি ১০ই ডিসেম্বর সমিতির পাণ্ডাগিরি সার্থক করে তোলেন।

লোকটার স্ববিরোধী কর্তব্যের জন্যই তাঁর সরকারের স্ববিরোধ, একটা বিহ্বল পথ হাতড়ানি, যা কখনও এক কখনও বা অপর শ্রেণীকে দলে টানা অথবা অবমাননার জন্য চেষ্টিত এবং সকল শ্রেণীকে একইভাবে তাঁর বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। কার্যক্ষেত্রের এই অনিশ্চিত ভাব তাঁর সবকারী ডিক্রিগুলির সুস্পষ্ট আদেশবাচক চালের সম্পূর্ণ বিপরীত আর অত্যন্ত হাস্যকর দেখায়; অবশ্য এই বিশেষ চালটা হল খুড়োমহাশয়ের অতি বিশ্বস্ত অনুকরণ।

শক্তিশালী সরকারের অধীনে তাপ ঘরের মতন করে শিল্প-বাণিজ্যের সুতরাং মধ্য শ্রেণীর ব্যবসার উন্নতি ঘটার কথা। তাই রেলপথ নির্মাণের অসংখ্য পারমিট দান। কিন্তু বোনাপার্টপন্থী **লুম্পেনপ্রলেতারিয়েতকেও** হয়ে উঠতে হবে বিত্তশালী। যারা সন্ধান জানে তারা ব্যুর্জে রেলপথের পারমিট নিয়ে ছিনিমিনি *(tripotage)* খেলছে। কিন্তু রেলপথের জন্য পুঁজি আসছে না। ব্যাঙ্কের উপর রেলপথের শেয়ারের জন্য আগাম যোগানোর বাধ্যবাধকতা চাপান হল। কিন্তু সেই সঙ্গে ব্যাঙ্ককেও ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করতে হবে, তাই তাকে তোষামোদ করতে হবে। অতএব সাপ্তাহিক

বিবরণী প্রকাশের দায় থেকে ব্যাংককে দেওয়া হল অব্যাহতি। সরকারের সঙ্গে ব্যাংকের একটা শ্বাপদ চুক্তি। জনসাধারণের কর্মসংস্থান করতে হবে। আরম্ভ হল পূর্তবিভাগের কাজ। কিন্তু পূর্তবিভাগের কাজ মানে জনগণের করদানের দায়িত্ব বৃদ্ধি। অতএব করভার লাঘবের জন্য লভ্যাংশজীবীদের উপর আক্রমণ এবং শতকরা পাঁচভাগ সুদযুক্ত বণ্ডের শতকরা সাড়ে চার ভাগ সুদের কাগজে রূপান্তর। কিন্তু মধ্য শ্রেণীকে আর একবার সান্ত্বনাস্বরূপ কিছু দিতে হয়। সুতরাং যারা খুচরা কিনবে সেই জনগণের উপর মদের ট্যাক্স দ্বিগুণ বৃদ্ধি, এবং যারা খাবে পাইকারী হারে সেই মধ্য শ্রেণীর জন্য তার পরিমাণ অর্ধেক হ্রাস। বাস্তবের শ্রমিক সমিতিগুলি ভেঙে দেওয়া হল, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য অলৌকিক গুণসম্পন্ন সমিতির প্রতিশ্রুতি। কৃষকদের সাহায্য করতে হবে। তাই মর্গেজ ব্যাংক, যাতে তাদের ঋণগ্রহণ ও সম্পত্তি কেন্দ্রীকরণ ত্বরান্বিত হল। কিন্তু অর্লিয়ান্স পরিবারের বাজেয়াপ্ত ভূসম্পত্তি থেকে টাকা তোলার জন্যও এই ব্যাংকগুলিকে ব্যবহার করা চাই। কোনো পুঁজিপতি এই শর্তে রাজী নয়, সরকারী ডিক্রিতেও তেমন কথা নেই, অতএব মর্গেজ ব্যাংক নিছক ডিক্রিমাত্র থেকে যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বোনাপার্ট সর্বশ্রেণীর পিতৃপ্রতিম হিতকারী রূপে পরিচিত হতে ইচ্ছা রাখেন। কিন্তু একটি শ্রেণীকে বঞ্চিত না করে অন্য কোনও শ্রেণীকে কিছু দেওয়া তাঁর অসাধ্য। ফ্রন্ডের যুগে যেমন ডিউক অফ গিজ সম্বন্ধে বলা হত যে তিনি ফ্রান্সে অন্য সকলের চাইতে দায়বান ব্যক্তি (*obligeant*) কারণ নিজের সমস্ত সম্পত্তিকে তিনি তাঁর সহায়কদের দায়ে পরিণত করেন, সেইভাবে বোনাপার্টও ফ্রান্সে অন্য সকলের তুলনায় দায়বান ব্যক্তি রূপে ফ্রান্সের সমস্ত সম্পত্তি, সমস্ত শ্রম তাঁর প্রতি ব্যক্তিগত দায়ে পরিণত করতে ইচ্ছুক। তিনি গোটা ফ্রান্স চুরি করতে চান ফ্রান্সকেই তা উপহার দিতে পারার জন্য, অথবা বলা ভালো ফরাসী মুদ্রার বিনিময়েই ফ্রান্সকে নূতন করে কিনে নিতে চান; কারণ ১০ই ডিসেম্বর সমিতির নেতা হিসাবে তাঁর প্রাপ্য সামগ্রী তাঁকে কিনতেই হবে। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, সেনেট, রাষ্ট্রীয় পরিষদ, বিধান সভা, সম্মানী বর্গের খেতাব, সৈনিকদের পদক, ধোবিখানা, পূর্তের কাজ, রেলপথ, সাধারণ সভ্যদের বাদ দিয়ে জাতীয় রক্ষিবাহিনীর জেনারেল স্টাফ এবং অর্লিয়ান্স রাজবংশের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি, সমস্ত কিছু হয়ে পড়েছে ক্রয়ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। সৈন্যবাহিনীর ও সরকারী যন্ত্রের প্রতিটি পদ কেনাবেচার উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ফ্রান্স কেড়ে নিয়ে ফ্রান্সকেই তা দান করার এই প্রক্রিয়ার প্রধানতম দিক হল এই কেনাবেচার সময় শতকরা যে লভ্যাংশটা ১০ই ডিসেম্বর সমিতির নেতা ও সভ্যদের পকেটে এসে পড়ছে সেইটা। শ্রীযুক্ত দ্য মর্নির রক্ষিতা কাউণ্টেস ল... যে সরস মন্তব্যে অর্লিয়ান্স সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের

বর্ণনা দিয়েছিলেন - *'C'est le premier vol* de l'aigle'* এ হল ঈগলপাখির প্রথম ওড়া [চৌর্য] — সেই কথা **এই ঈগলটির** প্রতিটি উড্ডয়ন সম্পর্কে প্রযোজ্য, যদিও **দাঁড়কাকের** সঙ্গেই এ ঈগলের বেশী মিল। জনৈক কৃপণ ব্যক্তি বড়াই করে যখন তার দীর্ঘকাল জীবনযাপনের উপযোগী ধনের হিসাব করছিল, তখন এক ইতালীয় কার্থুসিয়ান সন্ন্যাসী তাকে যে ভাষায় সাবধান করেছিলেন, সেইভাবে বোনাপার্ট ও তাঁর অনুগামীরা প্রত্যহ পরস্পরকে ডেকে বলছেন *'Tu fai conto sopra i beni, bisogna prima far il conto sopra gli anni'*।** বৎসরের হিসাবে ভুল হতে পারে এই ভয়ে তাঁরা হিসাব করেন মিনিটের। একদল হেঁদি পেঁচি এগিয়ে এসে রাজসভায়, মন্ত্রিদপ্তরে, প্রশাসনিক সংস্থা এবং সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্বে ঢুকে পড়েছে, যে দঙ্গলের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সম্পর্কে বলতে হবে যে তার উৎপত্তি অজানা — সুলুকের উচ্চপদস্থদের মতোই সমান কিম্ভূত মর্যাদায় জড়ি তোলা কোর্তার মধ্যে কোনরকমে ঢুকে পড়েছে এই একটা হুল্লোড়ে অশ্রদ্ধেয় লুঠেরা পাঁচমিশালী দল (bohème)। এদের নীতি প্রচারক হলেন ভেরোঁ-ক্রেভেল*** এবং চিন্তাবীর গ্রানিয়ে দ্য কাসানিয়াক এই কথা মনে রাখলেই ১০ই ডিসেম্বর সমিতির উচ্চস্তর ব্যক্তিদের চেহারা পরিষ্কার দেখা যায়। গিজো তাঁর মন্ত্রিসভার যুগে যখন রাজবংশানুগামী বিরোধীদলের বিরুদ্ধে একটি নিকৃষ্ট পত্রিকায় গ্রানিয়েকে ব্যবহার করেছিলেন তখন তিনি তাকে নিয়ে বড়াই করতেন এই রসিকতা করে — *C'est le roi des drôles,* 'ও হল ভাঁড়দের রাজা'। লুই বোনাপার্টের দরবার ও উপদল প্রসঙ্গে রিজেন্সি অথবা পঞ্চদশ লুই-র যুগকে স্মরণ করলে ভুল হবে। কারণ 'ইতিপূর্বে বহুবার রক্ষিতা-শাসনের অভিজ্ঞতা ফ্রান্সের হয়েছে, কিন্তু রক্ষিত পুরুষদের শাসন আগে কখনও দেখা যায়নি।****'

নিজ অবস্থার বিপরীতধর্মী দাবির তাড়নায়, এবং সেইসঙ্গে যাদুকরের মতন সাধারণের দৃষ্টি নেপোলিয়নের বদলি হিসাবে নিজের প্রতি আবদ্ধ রাখার প্রয়োজনে, ক্রমাগত চমক লাগাতে অর্থাৎ প্রতিদিন এক একটি ছোটখাট কুদেতার কাণ্ড ঘটাতে বাধ্য হয়ে, বোনাপার্ট সমগ্র বুর্জোয়া অর্থনীতিকে বিশৃংখলায় এনে ফেলছেন, ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে যা অলঙ্ঘ্য মনে হয়েছিল তা সবই লঙ্ঘন করছেন, বিপ্লব সম্পর্কে কিছু লোককে সহিষ্ণু, কিছুদের আবার উৎসাহী করে তুলছেন, শৃংখলার নামে বাস্তব

* *Vol* অর্থে ওড়া এবং চুরি বোঝায়। (মার্কসের টীকা)

** 'তুমি জিনিসপত্রের হিসাবের আগে বাকি বছরের হিসাব কর।' (মার্কসের টীকা।)

*** *Cousine Bette* রচনায় বালজাক ক্রেভেল চরিত্রে পূর্ণমাত্রায় ব্যভিচারী প্যারিসীয় কূপমণ্ডূকের চিত্র এঁকেছেন এবং বাস্তবে তার আদর্শ ছিল *Constitutionnel* পত্রিকার মালিক ডাঃ ভেরোঁ। (মার্কসের টীকা।)

**** উদ্ধৃত মন্তব্যটি শ্রীমতী জিরারদাঁ-র। (মার্কসের টীকা)

অরাজকতা সৃষ্টি করছেন, এবং সেইসঙ্গে সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রের জ্যোতি ঘুচিয়ে তাকে কলুষিত করছেন, পরিণত করছেন একাধারে ঘৃণা ও উপহাসের পাত্রে। ট্রিরসের পবিত্র পরিচ্ছদ* পূজার অনুকরণে তিনি প্যারিসে নেপোলিয়নের সম্রাটবেশ পূজার আয়োজন করেছেন। কিন্তু অবশেষে যেদিন সম্রাটের রাজবেশে লুই বোনাপার্ট আচ্ছাদিত হবেন, সেদিন ভাঁদোম স্তম্ভের উপর থেকে নেপোলিয়নের ব্রোঞ্জের মূর্তিটা মাটিতে আছড়ে পড়বে।

ডিসেম্বর ১৮৫১ থেকে মার্চ ১৮৫২-এর মধ্যে মার্কস কর্তৃক লিখিত

'Die Revolution' পত্রিকায় প্রকাশিত, নিউ ইয়র্ক, ১৮৫২

মার্কস কর্তৃক সংশোধিত, পৃথক পুস্তিকা হিসাবে দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ, হামবুর্গ, ১৮৬৯

এঙ্গেলসের ভূমিকা সম্বলিত তৃতীয় সংস্করণের মুদ্রণ, হামবুর্গ, ১৮৮৫

দ্বিতীয় সংস্করণ অনুসারে মুদ্রিত
জার্মান থেকে ইংরেজী অনুবাদের ভাষান্তর

* ১৮৪৪ সালে প্রতিক্রিয়াশীল ক্যাথলিক যাজকগণ কর্তৃক ট্রিরস্ ক্যাথিড্রালে প্রদর্শিত 'পবিত্র' স্মৃতিচিহ্নের অন্যতম ('ঈশ্বরের পরিচ্ছদ')। — সম্পাঃ

বিষয় সূচি

অ

অতি উৎপাদন — ৩১, ৪৯, ৩১৭।

অত্যাচার, ইতিহাসে তার ভূমিকা — ৪৬।

অধিকার (আইন), তার ঐতিহাসিক উৎস — ৪১।

অবাধ বাণিজ্য — ২৮, ৪০, ৪৩, ৫৩, ২০৪।

অভিজাত শ্রেণী — ৪৬ — ৪৭, ৪৮।

অভ্যুত্থান, সশস্ত্র — ১০৫, ১২২ — ১২৬।

অর্থনীতি — ১৬, ৭২, ১১০ — ১১১, ২৩৯। ভিত্তি ও উপরিকাঠামোও দ্রষ্টব্য।

অর্থনীতিবিদ, বুর্জোয়া — ৫২, ৬৫ — ৬৬, ৬৮, ৬৯, ৭৯, ৮১, ৮৫, ৯১, ৯৫।

অর্থশাস্ত্র — ৬৪ — ৬৫।

— চিরায়ত অর্থশাস্ত্র — ৬৪ — ৬৮।

'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে', মার্কস লিখিত — ৬৩, ৬৫।

অর্লিয়ান্সী — ১৫৮, ১৭০, ১৭১, ১৭৭, ১৮২ — ১৮৩, ১৮৮, ১৯৬, ২০৩, ২১৩, ২৩০, ২৩১, ২৫৮, ২৬৬, ২৬৭, ২৮০, ৩০৭, ৩০৮ — ৩০৯, ৩১০।

অস্ট্রিয়া — ১১৭, ১২৭, ১৩৬, ১৮০ — ১৮১, ২০৩।

অস্তিত্ব ও চেতনা — ৪৪।

অস্তিত্বের বৈষয়িক অবস্থা — ৫১, ৫৩, ২৬৬।

আ

আদিম কমিউনিজম — ২৬।

আদিম সমাজ — ২৬।

আন্তর্জাতিক, প্রথম আন্তর্জাতিক ও তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য — ১৮, ২২, ২৩, ২৪, ১১৯।

— প্রথম আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা — ২২, ২৩, ২৪।

— প্রথম আন্তর্জাতিকের জেনেভা কংগ্রেস — ২৪।

— প্রথম আন্তর্জাতিকের প্রুধোঁবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম — প্রুধোঁবাদ দ্রষ্টব্য।

আবশ্যিকতা ও আপতিকতা — ৬৫।

আমেরিকা — ১৫, ৫৬, ২৪৯।

— আমেরিকার প্রলেতারিয়েত — ১৫।

আয়র্ল্যান্ড — ৭২।

আলসাস লোরেন — ১২০।

ই

ইংলণ্ড — ২৮, ৭৩, ১৩৭, ১৪১, ২০৩, ২০৪, ২২১, ২২৩ — ২২৪, ৩১৬ — ৩১৭।

— ইংলণ্ডের বুর্জোয়া — ২০৪।

— ইংলণ্ডের অভিজাত ভূস্বামী — ৪৮, ২৬৭।

— ইংলণ্ডের শিল্প একচেটিয়া — ১৫, ৭৩, ১৪১।

'ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা', এঙ্গেলস লিখিত — ১৭, ২০।
ইতালি — ৭২, ১২৭, ১৩৬, ১৬২, ১৭৯ — ১৮১, ২৫৭।
ইতিহাস — ২৬, ৪৫।

উ

উচ্ছেদ
— উচ্ছেদকারীদের উচ্ছেদ — ৪৫।
উৎপাদন — ৮১, ৮২, ৯৩, ৯৬।
— পুঁজিবাদী উৎপাদন — ৬৬, ৯৩।
— উৎপাদন ও বণ্টন — ১১৩।
উৎপাদন-পদ্ধতি — ২৯, ৯২।
— পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি — ৩০, ১১৭।
উৎপাদন ব্যয় — ৭৮ — ৮১, ৮৯, ৯২ — ৯৪, ২০৪।
উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্ক — ২৯, ৩১, ৩২, ৪১, ৪৫, ৪৬, ৪৯, ৫৩, ৭১, ৮২, ১০২, ১৪১, ২১৬, ২২৪।
উৎপাদনের উপায় — ৩০, ৩১, ৪৮, ৪৯, ৬৬, ৮২, ৯২ — ৯৩, ৯৭, ১৪১।
— উৎপাদনের উপায়ের সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণতি — ৪৫, ১১৩ — ১১৪, ১৬৪।
উৎপাদনের নৈরাজ্য — ৪৯, ৭৯ — ৮০।
উৎপাদনের হাতিয়ার — ২৯, ৩০, ৪৫, ৯৩, ২০৮।

ঐ

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ — ১৬, ১১০ — ১১১, ২৩৯, ২৪০।

ও

ওয়েনবাদ — ১৯, ২৩, ৫৬।

ক

কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার', মার্কস ও এঙ্গেলস লিখিত — ১৩ — ২৩, ২৫, ৯৮, ১১০, ১১৩, ১২১।
কমিউনিস্ট লীগ — ১৩, ১৭, ২৫, ৯৮ — ১০০, ১০২ — ১০৩, ১০৫, ১০৬।
কমিউনিস্ট সমাজ — ৪০, ৪৬, ৭০ — ৭১।
কমিউনিস্টরা — ১৪, ২১, ৩৮ — ৪৩, ৫৬ — ৫৭।
কলোন কমিউনিস্ট বিচার — ১৭, ২২।
কার্য ও কারণ — ৩৩৬।
কৃষক সম্প্রদায় — ৩৩, ৩৬, ৩৯, ৭৩, ৩২৯ — ৩৩০।
— কৃষি প্রলেতারিয়েত — ১০৬।
— ও প্রলেতারিয়েত — প্রলেতারিয়েত দ্রষ্টব্য।
— ও প্রলেতারীয় বিপ্লব — ২১০, ৩৩৫।
কৃষিসমস্যা — ১০৬।
ক্রেডিট — ১৩৪, ১৪৪ — ১৪৮, ১৬১, ২২৩, ৩১৩।
ক্ষুদে ভূসম্পত্তি — ২০৮ — ২০৯, ২৪১, ৩২৮ — ৩৩৫।

খ

খৃষ্টধর্ম — ৪৪, ৪৮, ১৩০ — ১৩১।

গ

গিল্ড প্রথা — ২৬, ২৭, ৬০।
গোষ্ঠী
— গ্রাম গোষ্ঠী — ২৬।
— রুশ গ্রাম গোষ্ঠী — ১৫ — ১৬।

চ

চার্টিস্টবাদ — ৫৬।

জ

জয়েণ্ট স্টক কোম্পানি — ২২২।
জাতীয় সমস্যা — ২৯ — ৩০, ৪৩ — ৪৪, ১৫৭।
জাতীয়করণ
— ভূমি জাতীয়করণ — ৪৫, ১০৬।
— ব্যাংক জাতীয়করণ — ৪৫।

—পরিবহন জাতীয়করণ — ৪৬, ১০৮।
জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি — ১২০, ১২৮।
—সমাজতন্ত্রী বিরোধী আইন — ১২০, ১২২।
জার্মানি — ৪৮, ৪৯, ৫১, ৫২, ৫৭, ৫৯, ৭৩, ১০১, ১০২, ১০৭, ১০৮, ১১৭, ১২০, ১২৯।
—প্রুশীয়বাদ, প্রুশীয়বাদের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা — ২৬৬।
—জার্মানির ঐক্যসাধন — ১০৭।
—জার্মানির প্রলেতারিয়েত — ৯৯, ১০৮।
—জার্মানির জাঙ্কাররা — ৪৮।
—জার্মানির বুর্জোয়া — ৫১, ৫৮ — ৬২, ৯৯।
—জার্মানির পেটি বুর্জোয়া — ৫১।
জার্মানিতে ১৮৪৮ — ১৮৪৯ সালের বিপ্লব — ৫৮ — ৬২, ৭২, ৯৮ — ১০০, ১২৩ — ১২৪।
জীবনধারণের উপকরণ — ৩১, ৩২, ৩৯, ৬৬, ৭১, ৭৫, ৮১, ৮২ — ৮৫, ৯৭, ৩২৯।

ট

ট্যাক্স — ১০৮, ১২০, ১৩৪, ১৬৫, ১৭১ — ১৭২, ২০৩ — ২০৪, ২০৫ — ২০৬, ২১০।
ট্রেড ইউনিয়ন — ২২।

ড

ডারউইনবাদ — ১৬, ২০।

ত

তত্ত্ব ও তার গুরুত্ব — ৩৮।
তেজ রূপান্তরের নিয়ম — ২৩৯।

দ

দাম — ৬৫, ৭৪, ৭৬ — ৮০, ৮৩, ৮৯, ৯১ — ৯৩।
দাসব্যবস্থা — ২৩৭।
দাসসমাজ — ২৬ — ২৭, ৭৬।
দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব
—সমাজজীবনে দ্বান্দ্বিকতা — ৩০ — ৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪১, ৪৬।

ধ

ধর্ম — ১৮০।

ন

নারী শ্রম — ৩৩।
নূতন রাইনিশ গেজেট *(Neue Rheinische Zeitung)* — ৬৩, ১১০, ১৫৪ — ১৫৬, ১৬৮।
নৈতিকতা, বুর্জোয়া — ২৮ — ২৯।

প

পণ্য — ৬৫, ৭০, ৭৭, ৭৯, ৮৩।
পরিবার ও বিবাহ
—পুঁজিবাদের আমলে — ২৮, ৪২ — ৪৩।
'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি', এঙ্গেলস লিখিত — ২৬।
পুঁজি - ৩৭, ৩৯, ৪০, ৮১ — ৮৬, ৮৮, ৮৯ — ৯১, ৯৭, ২১০, ২৬৬ — ২৬৭।
—সামাজিক সম্পর্ক হিসাবে পুঁজি — ৮২ — ৮৩।
—পুঁজি সঞ্চয় — ৯৪।
—পুঁজির কেন্দ্রীভবন — ১৫, ৪৯, ৫১, ৯৪, ২১৫।
—পুঁজি ও মজুরি-শ্রম — ৩৭, ৩৯, ৫৩, ৭৩, ৭৬, ৮৩ — ৮৬, ৮৭ — ৮৮, ৮৯ — ৯০, ৯৫, ৯৭, ১১৩, ১৮৮, ২৬৯।
'পুঁজি' গ্রন্থ, মার্কস লিখিত — ৬৫, ৬৮।
পুঁজিবাদ — ২৬ — ২৭, ২৮ — ২৯, ৩৩২।
—পুঁজিবাদের উদ্ভব — ২৭।
—পুঁজিবাদের বিরোধ — ৭০-৭১।
—পুঁজিবাদের পতনের অবশ্যম্ভাবিতা ও সমাজতন্ত্র — ১৫, ৩৭, ৭১।

পেটি বুর্জোয়া — ৩৩, ৩৬, ৪৮, ১৫৮, ২১৬, ২৬৯, ২৭২।
— গণতন্ত্র — ৯৮, ১০০—১০৪, ১০৮—১০৯, ১১৪, ১৯১, ১৯৩, ২৬৯, ২৭১—২৭৩, ২৮৫।
পোল্যান্ড — ৫৬, ৭২, ১১৭, ১৩৬।
প্যারিস কমিউন, তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য — ১৪, ১১৯—১২১।
— প্যারিস কমিউনের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রবণতার সংঘাত — ১১৯।
— ভুলভ্রান্তি এবং পরাজয়ের কারণ — ১১৯।
প্রকৃতি
— প্রকৃতি ও মানুষ — ৮২, ৮৯, ৯১।
প্রকৃতি ও ইতিহাসে বিধিব্যবস্থা — ২৩৯।
প্রজাতন্ত্র, বুর্জোয়া — ৭৩, ১৩৯—১৪০, ১৫১—১৫৪, ১৫৬, ১৬৩, ১৬৫—১৬৬, ১৭২—১৭৩, ১৭৫, ১৮১, ১৮৩, ১৮৭—১৮৮, ১৯৪, ২০১—২০২, ২১০, ২১২, ২২১, ২২৮—২২৯, ২৪৭—২৫৩, ২৫৮, ২৬২—২৬৩, ২৬৮, ২৭৩—২৭৪, ২৮১—২৮২, ৩০২, ৩০৭—৩০৮, ৩১৫, ৩২৪—৩২৫, ৩২৮, ৩৩০—৩৩১।
প্রতিযোগিতা — ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৪৮, ৬০, ৭৬—৭৮, ৮০, ৯১—৯৪, ২৪১।
প্রলেতারিয়েত — ১৬, ২৬, ২৭, ৩২—৩৭, ৪৩, ৪৫, ৫২, ৫৩, ৫৯, ৭০, ৮৩, ৮৫, ৯৬, ৯৮, ১০২, ১১৪, ১১৭, ১১৯, ১৪০, ১৪২—১৪৩, ১৬৮, ১৬৯, ২১৬।
— প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক ভূমিকা — ১৬, ৩৬, ৩৭, ৩৩৩।
— পুঁজিবাদে প্রলেতারিয়েতের অবস্থা — ৩২—৩৩, ৩৪, ৬৬, ৮৫—৮৬, ৯০, ৯৪—৯৫। প্রলেতারিয়েতের নিঃস্বভবনও দ্রষ্টব্য।
— বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম — ২৭, ৩২—৩৬, ৩৮, ৪৬, ৫৪, ৫৭, ৭২, ১১৪, ১১৭, ১৪২, ১৫৬, ১৭৮, ১৮৮, ১৯৩—১৯৪, ২৩৯।
— ও পেটি বুর্জোয়া — ১৪২, ১৫৬।
— ও কৃষক সম্প্রদায় — ১০৬, ১২৭, ১৪২, ১৫৬, ৩৩৩।
প্রলেতারিয়েতের নিঃস্বভবন — ৩৭, ৪৯।
প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের রণকৌশল — ৩৮, ৫৬।
প্রলেতারীয় একনায়কত্ব — ৩৮, ৪৩, ৪৫, ১৫৬, ২১৬।
প্রলেতারীয় পার্টি — ১৪, ৩৫, ৩৮, ৯৮—৯৯, ১০১—১০৩, ১০৫—১০৬, ১১৩।
প্রলেতারীয় বিপ্লব — ৩৭, ৪৪—৪৬, ৫৩, ৫৭, ৭২, ১১২, ১১৯, ১৪১, ১৪৫, ১৫৭, ২০৪—২০৫, ২২৪, ২৪৩, ৩২৬, ৩৩৫।
প্রাচীন সমাজ — ৮২।
— প্রাচীন রোমে — ২৬, ২৩৭।
প্রুধোঁবাদ, প্রুধোঁপন্থীরা — ১৮, ২৩, ১১৯, ২২৩, ২৪৮।

ফ

ফুরিয়েবাদ — ১৯, ২৩, ৫৬।
ফ্রান্স — ২৮, ৪৮, ৫৬, ৬০, ৭২, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৭, ১১৮—১২১, ১২৭, ১৩৬—১৩৯, ১৪১—১৪২, ১৫৭, ১৬৭—১৬৯, ১৭১, ১৮০—১৮১, ২০৩—২০৪, ২০৭—২০৯, ২২২—২২৪, ২৩৭—২৩৯, ২৪১, ২৫১, ২৫৪, ২৭৮, ৩১৬—৩১৭, ৩২৭, ৩২৮—৩৩২।
— ফ্রান্সের প্রলেতারিয়েত — ২০৪।
— ফ্রান্সের বুর্জোয়া — ৬১, ১৩৩—১৩৬, ১৮৮, ২০২, ২৬৬, ২৬৭—২৬৮, ২৭৯, ৩০৭, ৩৩১।
— ফ্রান্সের পেটি বুর্জোয়া — ২০৪।
— ফ্রান্সের কৃষক সম্প্রদায় — ৪৮, ১০৬, ২০৬—২১০, ২২৩, ৩২৮—৩৩৪।
— ফ্রান্সের জুলাই রাজতন্ত্র — ১৩৩—১৩৮, ১৪০, ১৪৬, ১৮২, ২০২—২০৬, ২১২, ২৪৭, ২৫০—২৫২, ২৬৬, ৩২৮।

— ফ্রান্সের দ্বিতীয় সাম্রাজ্য — ১১৮।
ফ্রান্সে ১৮৪৮ সালের বিপ্লব ও প্যারিস কমিউনও দ্রষ্টব্য।

'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ', মার্কস লিখিত — ১৪, ২১।

'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম', মার্কস লিখিত — ১১০—১১৪, ১১৬।

ফ্রান্সে ১৮৪৮ সালের বিপ্লব — ২৪, ৭২, ১৪৪, ১১৬—১১৭, ১২৩, ১৩২, ১৩৮—১৩৯, ১৫৫, ১৭০, ২৪০—২৪৪, ২৫১, ২৬২—২৬৩, ৩২৭।

— ফ্রান্সে ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায় — ২৪৬—২৪৭, ৩২৩—৩২৪।

— প্রলেতারিয়েতের জুন অভ্যুত্থান — ১৭, ২২, ৭২, ১১৪, ১৪৩, ১৫৪—১৬০, ১৮৭—১৮৮, ২৪৭—২৫০, ২৫৮, ২৭৫—২৭৬, ৩২৩।

— এই বিপ্লবে প্রলেতারিয়েত — ১১৭, ১৩৯—১৪৪, ১৫০—১৫১, ১৫৩—১৫৪, ১৫৬, ১৬৭—১৬৯, ১৭৫, ১৮৪, ১৮৬, ১৯১, ২১৬, ২১৭, ২৪৬—২৪৮, ২৮৫—২৮৬, ৩২৬—৩২৭।

— এই বিপ্লবে বুর্জোয়া — ১১৭, ১৫১—১৫২, ১৫৩, ১৫৬—১৬০, ১৬২, ১৬৫—১৬৮, ১৭০, ১৭৩, ১৭৫, ১৮২—১৮৪, ২১৪, ২১৭, ২১৯—২২০, ২৩১, ২৪৬—২৪৭, ২৪৯—২৫০, ২৫৬—২৫৯, ২৭০, ২৭৩—২৭৪, ২৭৬, ২৮০—২৮১, ২৮৬, ২৮৯, ২৯৪, ৩০৭—৩০৯, ৩১২—৩১৬, ৩১৮—৩১৯, ৩২২, ৩২৫।

— এই বিপ্লবে পেটি বুর্জোয়া — ১৪৫, ১৫০, ১৫২, ১৬০—১৬২, ১৬৭— ১৬৮, ১৮৪, ১৮৬—১৮৮, ১৯২—১৯৩, ২১৭, ২২৬, ২৪৬—২৪৭, ২৭০, ২৭৬, ২৮৫।

— এই বিপ্লবে কৃষক — ১৪০, ১৪৭, ১৫২, ১৬৩, ১৬৭, ১৮৪—১৮৭, ২১০—২১২, ২৫৮, ২৮০—২৮১, ৩৩৫।

— 'পর্বত' দল — ১৫৮, ১৬৮—১৬৯, ২৬৩।

— সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি (নতুন 'পর্বত') — ১৭৬, ১৭৮—১৭৯, ১৮২—১৮৩, ১৮৪—১৮৮, ১৮৯—১৯৪, ২১৪, ২১৮, ২২৫—২২৭, ২২৮, ২৬৫—২৬৬, ২৬৮—২৭৪, ২৮৪—২৮৫, ৩২৪।

— শৃঙ্খলা পার্টি — ১৮২—১৮৪, ১৮৭—১৮৮, ১৯৪—১৯৫, ২০১, ২০৩, ২০৪, ২১১, ২১৪, ২১৬—২১৭, ২১৮—২২০, ২২৫—২৩৫, ২৪৯, ২৫৮—২৬২, ২৬৫—২৬৮, ২৭০, ২৭৩—২৭৮, ২৮১, ২৮৩—২৮৪, ২৮৭—২৮৮, ২৯৩—২৯৪, ২৯৬—২৯৭, ২৯৯—৩১৫, ৩২১, ৩২৩—৩২৪।

— ফেব্রুয়ারি প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সরকার — ১৩৮—১৪০, ১৪৩—১৫২, ১৬০, ২৭৬।

— লুক্সেমবুর্গ কমিশন — ১৪০—১৪১, ১৪৩, ১৪৯—১৫০।

— সংবিধান সভা — ১৫২—১৫৪, ১৫৮—১৬৪, ১৬৬, ১৬৯, ১৭১—১৮২, ১৮৫—১৯১, ২০৬, ২৪৬—২৪৭, ২৫০—২৫২, ২৫৮—২৬১, ২৬৪, ২৬৮—২৭০, ২৭৭—২৭৮, ২৮৬—২৮৭, ৩২৪।

— বিধান সভা — ১৬৬, ১৮২, ১৮৪, ১৮৭—১৯১, ১৯৪—২০১, ২০৫—২০৬, ২১০—২১৩, ২১৭, ২১৮, ২২৫—২২৬, ২২৯—২৩২, ২৩৪—২৩৫, ২৫৩—২৫৫, ২৫৯—২৬১, ২৬২, ২৭৬—২৭৮, ২৮২—২৮৩, ২৮৬—২৮৮, ২৯০—২৯২, ২৯৪—২৯৯, ৩০১, ৩০৫—৩০৬, ৩১১, ৩১৮—৩২৪।

— কাজের অধিকার — ১১৩, ১৬৪—১৬৫।

ফ্রান্সের বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী পার্টি (*National* পার্টি) — ১৩৮, ১৪৪, ১৫২, ১৫৪—১৫৫, ১৫৮—১৬০, ১৬২—১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৭০, ১৭১, ১৭৩, ১৭৫—১৭৬, ১৭৮—১৭৯, ১৮২—১৮৩, ১৮৬—১৮৭, ১৯২, ১৯৭, ২৫০—২৫২, ২৬২।

ব

বাজার — ২৭, ৩২, ৯২, ৯৭।

— বিশ্ববাজার — ২৭, ২৮, ২৯, ৪৩, ৮৯, ৯৪, ৯৭, ১৪১, ১৪২, ৪১৭।

বাণিজ্য — ২৭, ৯৩।

বিপ্লব — ১১৫—১১৬, ১৪২, ২১০।

— বুর্জোয়া বিপ্লব — ৫৩, ৫৭, ৫৯—৬০, ১৫৫, ২৪২।

— প্রলেতারীয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব — প্রলেতারীয় বিপ্লব দ্রষ্টব্য।

বিপ্লব, নিরন্তর — ১০২, ১০৯, ২১৬।

বিপ্লব, বুর্জোয়া, ইংলন্ডে সতের শতকের বিপ্লব — ৫৭, ৫৯—৬১, ১১৬, ২৪১, ৩২২।

বিপ্লব, বুর্জোয়া, ফ্রান্সে আঠারো শতকের বিপ্লব — ৩৮, ৫৭, ৫৯—৬০, ১০৬, ১০৭, ১৪৭, ১৫৫, ২৪০—২৪১, ২৪৩, ২৬২, ৩২৭।

বিপ্লব, বুর্জোয়া, ফ্রান্সে ১৮৩০ সালের বিপ্লব — ৪৬, ১২৩, ১৩২, ১৪০।

বিপ্লব, ১৮৪৮—১৮৪৯ সাল — ১১১—১১৩, ১১৪, ১১৬, ১১৭, ১১৯।

বুর্জোয়া গণতন্ত্র — ২৫২—২৫৩।

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পার্টি, তাদের প্রতি প্রলেতারিয়েতের মনোভাব — ৫৬ — ৫৭, ১০৫ — ১০৮।

বুর্জোয়া শ্রেণী, বুর্জোয়া — ১৬, ২৬ — ৩৫, ৩৭, ৪৭, ৫২, ৫৯—৬০, ৭৩, ৮৫, ৯০, ১১৭, ১৪১ — ১৪২, ১৮৪, ২২০, ২৫৩, ২৬৭, ২৮১ — ২৮২।

— বুর্জোয়ার উদ্ভব — ২৮, ৪৮।

— সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ ও সমাজের উৎপাদন-শক্তির বিকাশে তাদের ভূমিকা — ১৪১ — ১৪২।

— বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত (তাদের সংগ্রাম) — প্রলেতারিয়েত দ্রষ্টব্য।

বুর্জোয়া সমাজ — ২৭, ৩১, ৩২, ৪০, ৪১, ৪৬, ৪৮, ৫১, ৭০, ৮০, ৮২, ৯১, ১৩৫, ১৩৯, ১৪১, ১৫৪, ১৫৭, ১৬৩, ১৭৮, ২২৩ — ২২৪, ২৩৯, ২৪১, ২৪৯ — ২৫০, ৩৩৫ — ৩৩৬।

বেলজিয়ম — ৭৩, ১২৭।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র — ১৬, ৩৮, ৪০, ৪৫, ৪৬, ১১৩, ১১৭ — ১১৮।

— বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক উৎপত্তি — ২২।

বোনাপার্টবাদ — ১৬৭—১৬৯, ১৮০, ১৮৪, ২৫৭ — ২৫৮, ২৮৮ — ২৯০, ৩২৬ — ৩৩১, ৩৩৩ — ৩৩৯।

ব্যাংক — ১৪৫ — ১৪৬, ২২২ — ২২৩, ৩১৩।

বুর্জ — ১৪৫।

ব্লাঙ্কিবাদ — ১১৯, ২১৬।

ভ

ভাবনা, সমাজ বিকাশে ভাবনা-ধারণার ভূমিকা — ৪১, ৪৪, ১১৬।

ভিত্তি ও উপরিকাঠামো — ২৬৬।

ভূমিদাসত্ব — ৭৬।

ম

মজুরি — ৩২, ৩৪, ৬৪, ৬৬, ৬৮, ৭৩ — ৭৪, ৮০ — ৮১, ৮৬ — ৯০, ৯৪, ৯৬।

— আসল ও আর্থিক মজুরি — ৮৭ — ৮৮, ৯০।

— নিম্নতম ও ঊর্ধতম মজুরি — ৩৯, ৮১, ৯৬।

— মজুরি ও মুনাফা — ৮৭ — ৯০।

'মজুরি-শ্রম ও পুঁজি', মার্কস লিখিত — ৬৩ — ৬৪।

মধ্যযুগ — ২৬, ২৭।

মুনাফা — ৭৮ — ৭৯, ৮৮ — ৯০।

মূল্য — ৬৫, ৭০।

— বিনিময়-মূল্য — ৭৪, ৭৮, ৮৩, ৮৮।

য

যন্ত্র — ২৭, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৪৯, ৮৮, ৮৯, ৯১ — ৯৬।

যুদ্ধ

—গৃহযুদ্ধ — ১৫৫, ২৪৭।

—১৮৬৬ সালের অস্ট্রো-প্রুশীয় যুদ্ধ — ১১৮।

—১৮৭০ সালের ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ — ১১৯ — ১২০।

যোগান ও চাহিদা — ৭৬ — ৮০।

র

রাশিয়া — ১৫, ১১৭, ১২৭, ১৮৮।

—রাশিয়ার জারতন্ত্র, তার প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা — ১৫।

রাজতন্ত্র — ২৮, ১৫২, ২২১।

—নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র — ২৮, ৩২৭।

—নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র — ৬০, ১৩৯।

রাষ্ট্র

—রাষ্ট্রের শ্রেণী মর্ম — ৪৬।

—বুর্জোয়া রাষ্ট্র — ২৮, ১৩৩ — ১৩৪, ১৩৯, ১৫৬, ২০২ — ২০৪, ২৭৮ — ২৭৯, ৩২৭ — ৩২৮।

—রাষ্ট্র ও প্রলেতারীয় বিপ্লব, বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র চূর্ণ করার প্রয়োজনীয়তা — ১৪, ২১, ৩৩৫।

—প্রলেতারীয় রাষ্ট্র — প্রলেতারীয় একনায়কত্ব দ্রষ্টব্য।

সেই সঙ্গে রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র বুর্জোয়া দ্রষ্টব্য।

ল

লাসালবাদ — ১৮, ২৩।

'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার', মার্কস লিখিত — ১১৩।

লুম্পেনপ্রলেতারিয়েত — ৩৬, ১৩৬, ১৪৮, ২৪৭ — ২৪৮, ২৮৯, ৩৩৬।

লেজিটিমিস্ট — ৪৭, ১৩৯, ১৫৫, ১৫৮, ১৭০, ১৭১, ১৭৭, ১৮২ — ১৮৩, ১৮৮, ১৯৬, ২০৩, ২১৩, ২৩০, ২৩১, ২৫৮, ২৬৪, ২৬৬, ২৬৭, ২৮০, ৩০৭, ৩০৯, ৩১০, ৩১২।

শ

শহর ও গ্রাম — ২৮, ৩০, ৪৬, ২৬৬।

শিক্ষা — ৪২, ৪৬।

শিল্প — ১৪, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৪৮, ৫৪, ৭৭, ৯৫, ৯৬, ১১৭, ১৪২।

শিল্প বিপ্লব — ২৭ — ২৮, ১১৭।

শিশু শ্রম — ৪৬।

শোষণ, পুঁজিবাদী — ২৮, ৩২ — ৩৩, ৩৯, ৪৪, ৪৫, ৯৫, ১৪২, ২১০।

শ্রম — ৩৯ — ৪০, ৬৫ — ৬৬, ৭৫ — ৭৬, ৮০।

—সামাজিকভাবে আবশ্যিক শ্রম — ৬৫, ৬৮, ৭০।

—মজুরি-শ্রম — ৩৭, ৩৯, ৭৫, ৮৫, ১৪১।

শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির উদ্বোধনী ভাষণ ও নিয়মাবলী — ২২।

শ্রমবিভাগ — ২৭, ৩২, ৪৯, ৯১ — ৯৪, ৯৬, ৩২৭।

শ্রমশক্তি — ৬৪, ৬৮ — ৭০, ৭৪ — ৭৬, ৮০, ৮৩ — ৮৫, ৮৬ — ৮৭।

শ্রমশক্তির মূল্য — ৬৮ — ৭০, ৭৪।

শ্রমিক আন্দোলন — ১৫, ২৩।

—শ্রমিক আন্দোলনের আন্তর্জাতিক চরিত্র — ২৪, ১১৭ — ১১৮।

শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা — ৩৮, ১১৭।

শ্রমিক শ্রেণীর কর্মনীতি ও রাজনৈতিক সংগ্রাম — ৩৪, ১২২, ১২৭।

শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রাম — ১৬, ৩৪, ৩৫, ৩৮, ৭২ — ৭৩, ১১১, ১১৫, ১২৪, ১২৬, ২০৪, ২৩৭, ২৩৮ — ২৩৯, ২৬৬ — ২৬৮, ২৮১ — ২৮২, ২৮৬, ৩২৯।

—ইতিহাসের চালিকা শক্তি হিসাবে শ্রেণী-সংগ্রাম — ১৬, ২০, ২৬, ৩৬, ৪৪, ৭২।
—আধুনিক শ্রেণীসমূহের উদ্ভব — ২৬।
—শ্রেণীসমূহের বৈর বিরোধ — ২৬, ৩৭, ৩৯, ৪৫, ৫৪, ৫৭, ১৮৩।
—বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম, প্রলেতারিয়েত দ্রষ্টব্য।
—সমাজতন্ত্রে শ্রেণীর বিলোপ — ৪৬, ৭০, ১০২, ২১৫।

স

সংকট, পুঁজিবাদী — ৩১ — ৩২, ৩৪, ৪৯, ৯৭, ১১২, ১৩৭, ২২১, ২২৪, ৩১৬ — ৩১৭।
সংবিধান, বুর্জোয়া — ১৬৩ — ১৬৬, ১৭৮, ১৮৯ — ১৯০, ২১৯ — ২২০, ২৫২ — ২৫৬।
সমাজ — ৮২।
—এর সামাজিক-অর্থনৈতিক বিন্যাস — ৮২ — ৮৩, ২৪১।
—নাগরিক সমাজ — ২৭৮ — ২৮৯।
আদিম সমাজ, দাসসমাজ, সামন্ততন্ত্র, বুর্জোয়া সমাজ, সমাজতান্ত্রিক সমাজ, কমিউনিস্ট সমাজ দ্রষ্টব্য।
সমাজতন্ত্র
—বৈজ্ঞানিক — বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র দ্রষ্টব্য।
—সামন্ত সমাজতন্ত্র — ৪৬ — ৪৭, ১১৩।
—পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র — ৪৮ — ৪৯, ১১৩, ২১৫।
—'খাঁটি' সমাজতন্ত্র — ৪৯ — ৫১।
—রক্ষণশীল বা বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র — ১৯ — ২০, ২৩, ৫২ — ৫৩, ১১৩, ২১৪ — ২১৫।
—সমালোচনী-ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র — ১৯, ২৩, ৫৩ — ৫৫।
সমাজতান্ত্রিক সমাজ — ৭০ — ৭১।
কমিউনিস্ট সমাজও দ্রষ্টব্য।
সম্পত্তি — ৫৭, ২৬৬।
—গোষ্ঠীসম্পত্তি — ২৬, ১০৭।
—সামন্ত সম্পত্তি — ৩৮।
—বুর্জোয়া সম্পত্তি — ১৫, ৩১, ৩২, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৬০।
—ভূসম্পত্তি — ১৫, ২৬৬ — ২৬৭, ৩৩২, ৩৩৪, ৩৩৫।
—ব্যক্তিগত সম্পত্তি — ৪০, ৪১, ১০৭।
—সাধারণ সম্পত্তি — ৩৯, ১০৬।
—সম্পত্তি-সম্পর্ক — ৩১, ৩৮, ৪১, ৪৫, ৪৯, ১০৬।
—সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান — ৩৮, ৪০, ১০২।
সর্বজনীন ভোটাধিকার — ১২১ — ১২২, ১২৭, ১৩৯, ১৪০, ১৬৩, ১৬৫, ২১৯ — ২২০, ২২৭, ২৪৫, ২৫২।
সামন্ততন্ত্র — ২৭, ৩১, ৮২।
সুইজারল্যান্ড — ৫৬, ৭৩, ১০৭, ১২১, ১২৭, ১৩৬।
সুদ — ৯৬।
সৈন্যবাহিনী — ৮২, ১১৯ — ১২০।
'স্বাধীনতা', বুর্জোয়া — ৪০, ২৫২ — ২৫৩।

হ

হস্তশিল্প কারখানা — ২৭ — ২৮।

নামের সূচি

অ

অর্লিয়ান্স বংশ *(Orleans)* — ফরাসী রাজবংশ (১৮৩০ — ১৮৪৮) — ১৮২, ২০০, ২৫৮, ২৬৬, ৩০৬, ৩০৮, ৩০৯, ৩২৮, ৩৩৭।

অসে *(Haussez)*, শার্ল (১৭৭৮ — ১৮৫৪) — দশম চার্লসের অধীনে পলিনিয়াক মন্ত্রিসভায় নৌবাহিনীর মন্ত্রী — ২১৮।

আ

আইয়ি *(Ailly)*, পিয়ের (১৩৫০ — ১৪২০) — ফরাসী কার্ডিনাল — ৩৩৫।

আলেকজান্ডর *(Alexander)* (খৃঃপূঃ ৩৫৬ — ৩২৩) — প্রাচীন জগতের বিখ্যাত সেনাপতি ও রাষ্ট্রনায়ক — ৭৮, ২৩৩, ২৯১।

আলবের *(Albert)* — মার্তাঁ, আলেক্সাঁদ্র দ্রষ্টব্য।

উ

উদিনো *(Oudinot)*, নিকোলা-শার্ল-ভিক্তর (১৭৯১ — ১৮৬৩) — ফরাসী জেনারেল, অর্লিয়ান্সী, রোম প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রেরিত সৈন্যদলের নায়কত্ব করেন ১৮৪৯ সালে — ১৮১, ১৮৮, ১৮৯, ২৬১, ২৭৪, ২৭৮।

এ

এঙ্গেলস *(Engels)*, ফ্রেডারিক (১৮২০-১৮৯৫)— ১৪, ১৬, ১৭, ২১, ২৪, ৭১, ২৩৯।

ও

ওয়েন *(Owen)*, রবার্ট (১৭৭১ — ১৮৫৮) — মহান ইংরেজ ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী — ৫৪, ৫৫।

ক

কঁস্তাঁ *(Constant)*, বেঞ্জামিন (১৭৬৭ — ১৮৩০) — ফরাসী লেখক ও উদারনীতিক প্রাবন্ধিক — ২৪১।

কনস্টানটাইন *(Constantine)*, প্রথম , গায়স-ফ্লাভিয়স-ভালেরিয়স (আঃ ২৭৪—৩৩৭) — রোম সম্রাট (৩০৬ — ৩৩৭) — ১৩১।

কবডেন *(Cobden)*, রিচার্ড (১৮০৪ — ১৮৬৫) — ইংরেজ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ, উদারনীতিক, অবাধ বাণিজ্যপন্থী, শস্য আইন বিরোধী লীগের প্রতিষ্ঠাতা — ২০৪।

কসিদিয়ের *(Caussidière)*, মার্ক (১৮০৮ — ১৮৬১) — ফরাসী পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী, লিয়োঁ অভ্যুত্থানে (১৮৩৪) অংশ নেন, অস্থায়ী সরকারের সময় প্যারিস

পুলিশের প্রিফেক্ট — ১৪৪, ১৫৯, ১৬০, ১৮৫, ২৪০।

কাফিগ *(Capefigue)*, জাঁ-বাতিস্ত (১৮০২ — ১৮৭২) — ফরাসী প্রাবন্ধিক ও রাজতন্ত্রী ঝোঁকের ঐতিহাসিক — ২২৮।

কাবে *(Cabet)*, এতিয়েন (১৭৮৮ — ১৮৫৬) — ফরাসী ইউটোপীয় কমিউনিস্ট, 'ইকারিয়ায় ভ্রমণ' গ্রন্থের লেখক—১৯, ২৩, ৫৫, ১৫১।

কাভেনিয়াক *(Cavaignac)*, লুই-এজেন (১৮০২ — ১৮৫৭) — ফরাসী জেনারেল, সংবিধান সভার কাছ থেকে একনায়কসুলভ অধিকার পেয়ে প্যারিস প্রলেতারিয়েতের জুন অভ্যুত্থান নিষ্ঠুরভাবে দমন করেন (১৮৪৮) — ১৫৫, ১৫৮, ১৬২ — ১৬৯, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৯ — ১৮১, ১৭৮, ১৯২, ২৫১, ২৫৬ — ২৫৮, ২৬৫, ৩০২, ৩১৪।

কাম্পহাউজেন *(Camphausen)*, লুদোল্ফ (১৮০৩ — ১৮৯০) — রাইন এলাকার বুর্জোয়া উদারনীতিকদের একজন নেতা; ১৮৪৮ সালের মার্চ বিপ্লবের পর প্রুশীয় মন্ত্রিসভার কর্ণধার — ৫৯।

কার্নো *(Carnot)*, লাজার-ইপ্‌পলিত (১৮০১ — ১৮৮৮) — ফরাসী রাজনীতিক, অস্থায়ী সরকারের শিক্ষামন্ত্রী (১৮৪৮), বিধান সভার সদস্য, ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বরের কুদেতা-র তীব্র বিরোধী — ২১৭, ২১৮।

কার্লিয়ে *(Carlier)*, পিয়ের (১৭৯৯ — ১৮৫৮) — লুই বোনাপার্টের সরকারের আমলে প্যারিস পুলিশের প্রিফেক্ট — ২১২, ২১৩, ২৭৯, ২৯১, ২৯৭, ৩২০, ৩২৩।

কালিগুলা *(Caligula)*, গায়স (১২ — ৪১ খৃঃ) — রোম সম্রাট (৩৭—৪১) — ২৬০।

ক্যুবিয়ের *(Cubières)*, আমেদে-লুই (১৭৮৬ — ১৮৫৩) — ফরাসী জেনারেল, নেপোলিয়নের যুদ্ধাভিযানগুলিতে অংশ নেন, যুদ্ধমন্ত্রী ১৮৩৯ — ১৮৪০) — ২০৫।

কুজাঁ *(Cousin)*, ভিক্টর (১৭৯২—১৮৬৭) — ফরাসী উদারনীতিক প্রাবন্ধিক, জনশিক্ষা মন্ত্রী (১৮৪০) — ২৪১।

কোলার *(Köller)*, এর্নস্ত-মাতিয়াস (১৮৪১ — ১৯২৮) — প্রুশীয় রক্ষণশীল, ফ্রাংকফুর্তের পুলিশকর্তা (১৮৮৭), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী (১৮৯৪ — ১৮৯৫) — ১৩০।

ক্যান্ট *(Kant)*, ইমানুইল (১৭২৪ — ১৮০৪) — বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক, জার্মান চিরায়ত দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা, আত্মমুখী ভাববাদী, অজ্ঞেয়বাদী — ২০১।

ক্রমওয়েল (Cromwell), অলিভার (১৫৯৯ — ১৬৫৮) — ১৭ শতকের ইংরেজ বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় বুর্জোয়া ও বুর্জোয়া বনে যাওয়া অভিজাতদের নায়ক, ১৬৫৩ সালে ইংলন্ড, স্কটল্যান্ড ও আয়র্ল্যান্ড লর্ড প্রটেক্টর — ২৪১, ৩২২।

ক্রেতোঁ (Creton), নিকোলা (১৭৯৮ — ১৮৬৪) — ফরাসী আইনজীবী, সংবিধান সভা ও বিধান সভার সদস্য (১৮৪৮ — ১৮৫১), অর্লিয়ান্সী — ২০৬, ৩০৭।

ক্রেমিও *(Crémieux)*, আদোলফ (১৭৯৬ — ১৮৮০) — ফরাসী আইনব্যবসায়ী ও উদারনীতিক রাজনীতিক, জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারের বিচার মন্ত্রী (১৮৭০ — ১৮৭১ — ১৩৮, ১৭৯।

গ

গিজো *(Guizot)*, ফ্রাঁসোয়া (১৭৮৭ — ১৮৭৪) — ফরাসী বুর্জোয়া ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রনায়ক, রাজতন্ত্রী — ২৫, ১৩৩, ১৩৬, ১৩৭, ১৫৫, ১৬৩, ১৭০, ১৭৭, ১৯৬, ২০১, ২৪১, ২৫৪, ৩০৯, ৩১০, ৩২৬, ৩৩৮।

গিনার *(Guinard)*, অগ্যুস্ত-জোসেফ (১৭৯৯— ১৮৭৪) — ফরাসী পেটি বুর্জোয়া ডেমোক্রাট — ২১৮।

গুদশো *(Goudchaux)*, মিশেল (১৭৯৭—১৮৬২) — ফরাসী অর্থমন্ত্রী (১৮৪৮) — ১৬০।

গ্রাঁদাঁ *(Grandin)*, ভিক্তর (১৭৯৭—১৮৪৯) — ফরাসী শিল্পপতি ও লুই ফিলিপের আমলের একজন রাজনীতিক রক্ষণশীল — ১৩৩।

গ্রাকাস *(Gracchi)*, (ভ্রাতৃদ্বয়), তিবেরি (খৃঃ পূঃ ১৬২—১৩৩) এবং গায়স (খৃঃ পূঃ ১৫৩—১২১) — প্রাচীন রোমের ক্ষুদে চাষীদের স্বার্থানুকূল একটি বিপ্লবী কৃষক আন্দোলনের নেতা — ১২৯, ২৪১।

গ্রানিয়ে দ্য কাসানিয়াক *(Granier de Cassagnac)*, বের্নার-আদোলফ (১৮০৬—১৮৮০) — ফরাসী সাংবাদিক, ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের আগে অর্লিয়ান্সী, পরে সক্রিয় বোনাপার্টপন্থী, বিধানিক কোরের সদস্য — ২২৮, ৩৩৮।

গ্র্যুন *(Grün)*, কার্ল (১৮১৭—১৮৮৭) — জার্মান প্রাবন্ধিক, তথাকথিত 'সাচ্চা সমাজতন্ত্রের' অন্যতম প্রতিনিধি — ৫২।

চ

চার্লস *(Charles)*, দশম (১৭৫৭—১৮৩৬) — রাজা (১৮২৪—১৮৩০) — ২১৮।

চার্লস-আলবার্ট *(Charles-Albert)* (১৭৯৮—১৮৪৯) — পিয়েমোঁ-র রাজা (১৮৩১—১৮৪৯) — ১৮১।

জ

জয়াঁভিল *(Joinville)*, রাজকুমার (১৮১৮—১৯০০) — লুই ফিলিপের তৃতীয় পুত্র; ১৮৪৮-এর বিপ্লবের পর ইংলন্ডে চলে যান — ৩০৯, ৩১০, ৩১৯।

জিরার্দাঁ *(Girardin)*, এমিল (১৮০৬—১৮৮১) — ফরাসী প্রাবন্ধিক, একাধিক বড়ো বড়ো সংবাদপত্রের সম্পাদক, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী, পরে বোনাপার্টপন্থী — ২২৭, ২৯৮।

জিরো *(Giraud)*, শার্ল (১৮০২—১৮৮১) — ফরাসী আইনজ্ঞ ও রাজনীতিক, জনশিক্ষা মন্ত্রী (১৮৫১) — ৩২০।

ড

ডায়োক্লিশিয়ান *(Diocletian)*, গায়স-অরেলিয়স ভালেরিয়স (আঃ ২৪৫ — আঃ ৩১৩ খৃঃ) — রোম সম্রাট (২৮৪ — ৩০৫) — ১৩০।

ডারউইন *(Darwin)*, চার্লস (১৮০৯—১৮৮২) — মহান ইংরেজ বৈজ্ঞানিক, বস্তুবাদী জীবতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা, প্রজাতির বিবর্তন তত্ত্বের স্রষ্টা — ১৬, ২০।

ডেমোস্থিনিস *(Demosthems)*, (আঃ খৃঃ পূঃ ৩৮৪—৩২২) প্রাচীন গ্রীক বাগ্মী — ২০০।

ত

তর্কভিল *(Tocqueville)*, আলেক্সিস (১৮০৫—১৮৫৯) —ফরাসী ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রনায়ক, উদারনীতিক — ৩১০।

তরিনি *(Thorigny)*, পিয়ের-ফ্রাঁসোয়া-এলিজাবেথ (১৭৯৮—১৮৬৯) — ফরাসী আইনজীবী, ১৮৩৪ সালে লিয়োঁ অভ্যুত্থান বিষয়ে বিচার-বিভাগীয় তদন্ত চালান; লুই বোনাপার্টের রাষ্ট্রপতিত্বের আমলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ও প্রধান মন্ত্রী — ৩২০।

তিয়ের *(Thiers)*, আদোলফ (১৭৯৭—১৮৭৭) — ফরাসী বুর্জোয়া ঐতিহাসিক ও রাজনীতিক, প্যারিস কমিউনের জল্লাদ — ১১৯, ১৯৬, ২০০, ২০২, ২১৩, ২২৬, ২২৯, ২৬২, ২৬৮, ২৭০, ২৭৪, ২৮৪,

৩০২, ৩০৯—৩১১, ৩১৩, ৩১৬, ৩১৯, ৩২১, ৩২৩।

তুসাঁ-লুভের্তুর (*Louverture dit Toussaint*), ফ্রাঁসোয়া-দমিনিক (১৭৪৩—১৮০৩) — আঠারো শতকের শেষে ফরাসী বিপ্লবের সময় হাইতি নিগ্রোদের বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা — ১৭০।

তেস্ত (*Teste*), জাঁ-বাতিস্ত (১৭৮০—১৮৫২)— ফরাসী আইনজীবী ও রাজনীতিক, উদারনীতিক, লুই ফিলিপের আমলে বিচার মন্ত্রী -- ২০৫।

ত্রেলা (*Trélat*), উলিস (১৭৯৫—১৮৭৯) — ফরাসী রাজনীতিক, সংবিধান সভার সহ সভাপতি (১৮৪৮—১৮৪৯), পূর্তে মন্ত্রী— ১৫৩।

দ

দ'অপুল (*Hautpoul*), আলফোঁস-আঁরি (১৭৮৯-১৮৬৫) — ফরাসী জেনারেল, লুই বোনাপার্টের রাষ্ট্রপতিত্বকালে যুদ্ধমন্ত্রী — ২০১, ২১১, ২১৭, ২২৭, ২৩৩, ২৩৪, ২৭৯, ২৮৪, ২৯১, ২৯২, ২৯৪।

দাঁতোঁ (*Danton*), জর্জ-জাক (১৭৫৯—১৭৯৪) — ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের বিখ্যাত কর্মী — ২৪০, ২৪১।

দেমুলাঁ (*Desmoulins*), কামিল (১৭৬০—১৭৯৪) — ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়কার একজন কর্মী, সাংবাদিক, দক্ষিণপন্থী জ্যাকবিন — ২৪১।

দা ফ্লত (*De Flotte*), পল (১৮১৭—১৮৬০)— ফুরিয়ের শিষ্য, প্যারিসে ১৮৪৮ সালের ১৫ই মে-র আন্দোলন ও জুন অভ্যুত্থানের অংশীদার, বিধান সভার সদস্য (১৮৫১) — ২১৭, ২১৮, ২৮৩।

দ্যুক্লের (*Duclerc*), শার্ল-তেওদর-এজেন (১৮১২—১৮৮৮) — ফরাসী সাংবাদিক ও রাজনীতিক, *National* পত্রিকার সম্পাদক-মণ্ডলীর সদস্য (১৮৪০—১৮৪৬); ১৮৪৮ সালের মে — জুন মাসে অর্থমন্ত্রী, পরে *Crédit Mobilier* ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরেক্টর — ১৭৯।

দ্যুপাঁ (*Dupin*), আঁদ্রে-মারি (১৭৮৩—১৮৬৫) — ফরাসী আইনবিদ, অর্লিয়ান্সী, ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরে বিধান সভার সভাপতি — ২২৭, ২৯১, ২৯৫।

দ্যুপোঁ দ্য ল'এর (*Dupont de l'Eure*), জাক-শার্ল (১৭৬৭—১৮৫৫) — ফরাসী রাজনীতিক, ১৮৪৮-এর বিপ্লবের আগে ভোজসভা অভিযানের একজন নেতা, অস্থায়ী সরকারের সভাপতি — ১৩৮।

দ্যুপ্রা (*Duprat*), পিয়ের-পাস্কাল (১৮১৫—১৮৮৫)— সংবিধান সভা ও বিধান সভার সদস্য (১৮৪৮—১৮৫১)। ১৮৪৮ সালের ২৪শে জুন কাভেনিয়াককে একনায়কী ক্ষমতা প্রদানের প্রস্তাবক, লুই বোনাপার্টের চরম বিরোধী — ২৯৭, ২৯৮।

দ্যুফোর (*Dufaure*), আর্মাঁ জুল (১৭৯৮—১৮৮১) — ফরাসী আইনবিদ, লুই ফিলিপ ও দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রী, তিয়েব সরকারের আমলে বিচার মন্ত্রী (১৮৭১) — ১৬৬, ১৬৮, ২০৫।

দ্যুশাতেল (*Duchâtel*), শার্ল (১৮০৩—১৮৬৭) — ফরাসী রাষ্ট্রনায়ক, অর্লিয়ান্সী, ১৮৪৮-এর বিপ্লবের আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী — ৩০৯।

ন

নিকোলাস, দ্বিতীয় (১৮৬৮—১৯১৮) — রাশিয়ার জার (১৮৯৪—১৯১৭) — ১২৭।

নে (*Ney*), এদগার (১৮১২—১৮৮২) — প্রথম নেপোলিয়নের মার্শাল ম. নে-র পুত্র, রাষ্ট্রপতি লুই বোনাপার্টের অ্যাডজুট্যান্ট্ — ১৯৯, ২৭৮।

নেইমেয়ার (Neumayer), মাক্সিমিলিয়ে-জর্জ-জোসেফ (১৭৮৯—১৮৬৬) — ফরাসী জেনারেল — ২৩৪, ২৯২।

নেপোলিয়ন (Napoleon), প্রথম (১৭৬৯—১৮২১)— ১০৭, ১১৯, ১৩৪, ১৬৭—১৭০, ২০৬, ২০৭, ২১১, ২১২, ২৩২—২৩৪, ২৩৭, ২৪১—২৪৩, ২৯০, ৩২২, ৩২৩, ৩২৫, ৩২৮, ৩৩০—৩৩৪, ৩৩৮, ৩৩৯।

নেপোলিয়ন (Napoleon), তৃতীয় (লুই বোনাপার্ট) (১৮০৮—১৮৭৩) — ফরাসী সম্রাট (১৮৫২—১৮৭০) — ১১৩, ১১৮, ১১৯, ১৬২, ১৬৯—১৭৫, ১৭৭, ১৭৯—১৮১, ১৮৪—১৮৬, ১৮৮—১৯০, ১৯৮—২০১, ২০৬, ২০৮, ২১২, ২১৩, ২১৭, ২১৮, ২২৮—২৩৫, ২৩৭, ২৪২, ২৫৪, ২৫৭—২৬২, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৮—২৭০, ২৭৪—২৮০, ২৮৩—২৮৫, ২৮৭, ২৮৮—২৯২, ২৯৪, ২৯৬—৩০৭, ৩১০—৩১২, ৩১৪—৩১৬, ৩১৮—৩২৮, ৩৩০—৩৩৯।

প

পলিনিয়াক (Polignac), জুল (১৭৮০—১৮৪৭) — ফরাসী রাষ্ট্রনায়ক, চরম লেজিটিমিস্ট, দশম চার্লসের অধীনে প্রধান মন্ত্রী — ৩১০।

পানিযেব (Pagnerre), লরাঁ-আঁতুয়াঁ (১৮০৫—১৮৫৪) — ফরাসী প্রকাশক, সংবিধান সভার সদস্য (১৮৪৮—১৮৪৯), বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী — ১৭৯।

পাসি (Passy), ইপ্‌পলিত-ফিলিবের (১৭৯৩—১৮৮০)— অর্থমন্ত্রী (১৮৪৮—১৮৪৯)— ১৯৯, ২০৫।

পের্সিনি (Persigny), জাঁ-জিলবের-ভিক্তর (১৮০৮—১৮৭২) — ফরাসী কূটনীতিক, বোনাপার্টপন্থী, ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বরের কুদেতা-র সক্রিয় অংশীদার — ৩০৫, ৩১৯।

প্যারিসের কাউন্ট — লুই ফিলিপ দ্রষ্টব্য।

প্রুধোঁ (Proudhon), পিয়ের-জোসেফ (১৮০৯—১৮৬৫) — ফরাসী প্রাবন্ধিক, অর্থনীতিবিদ ও সমাজতাত্ত্বিক, পেটি বুর্জোয়ার তত্ত্বপ্রবক্তা, নৈরাজ্যবাদের আদি তাত্ত্বিকদেব একজন — ১৮, ৫২, ২২৩, ২৩৭, ২৭৩।

প্লেটো (Plato), (আঃ খৃঃ পূঃ ৪২৭ — ৩৪৭) — ১৬৫।

ফ

ফশে (Faucher), লেওঁ (১৮০৩—১৮৫৪) — ফরাসী প্রাবন্ধিক, নরমপন্থী প্রজাতন্ত্রী, লুই বোনাপার্টের রাষ্ট্রপতিত্বের কালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী — ১৩৩, ১৭০, ১৭৬, ১৭৮, ২৮৫, ৩০৫, ৩১০।

ফালু (Falloux), ফ্রেদেরিক-পিয়ের (১৮১১—১৮৮৬) — ফরাসী লেখক ও রাজনীতিক, লেজিটিমিস্ট, যাজকবাদী, জাতীয় কারখানা তুলে দেবার উদ্যোক্তা (১৮৪৮), জুন অভ্যুত্থানের রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ডের প্রেরণাদাতা — ১৭০, ১৮০, ১৯০, ২০১, ২৬৪, ২৭৭, ২৭৮, ৩১০, ৩১২।

ফুকিয়ে-তেঁভিল (Fouguier-Tuinville), আঁতুয়াঁ-কাঁতাঁ (১৭৪৬—১৭৯৫) — ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় বিপ্লবী ট্রাইবুনালের অভিশংসক — ১৮১।

ফুরিয়ে (Fourier), শার্ল (১৭৭২—১৮৩৭) — মহান ফরাসী ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী — ৫৪, ৫৫।

ফুল্দ (Fould), আশিল (১৮০০—১৮৬৭) — ফরাসী ব্যাঙ্কার, অর্লিয়ান্সী, পরে বোনাপার্টপন্থী, সংবিধান সভার সদস্য (১৮৪৮—১৮৪৯), ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বরের কুদেতা-র অংশীদার — ১৪৭, ১৬২, ১৭৩, ২০২, ২০৫, ২০৬, ২৭৯, ৩০০, ৩০৫, ৩১২।

ফুশে (*Fouché*), জোসেফ (১৭৫৯—১৮২০— প্রথম নেপোলিয়নের আমলে পুলিশ কর্তা— ২১২।

ফ্রিদরিখ (*Friedrich*), দ্বিতীয় (১৭১২—১৭৮৬) — প্রাশিয়ার রাজা (১৭৪০—১৭৮৬) — ১২৬।

ফ্লকোঁ (*Flocon*), ফের্দিনাঁ (১৮০০—১৮৬৬) — ফরাসী পেটি বুর্জোয়া প্রাবন্ধিক ও রাজনীতিক — ১৩৮।

ব

বগুস্লাভস্কি (*Boguslawscki*), আলবের্ত (১৮৩৪—১৯০৫) — প্রুশীয় সেনাপতি ও সামরিক লেখক — ১২৭, ১২৯।

বমার্শে (*Beaumarchais*), পিয়ের-অগ্যুস্তাঁ (১৭৩২—১৭৯৯) — ফরাসী ব্যঙ্গ লেখক — ১৭৬।

বাকুনিন, মিখাইল আলেক্সান্দ্রভিচ (১৮১৪—১৮৭৬) — রুশ গণতন্ত্রী, প্রাবন্ধিক, জার্মানিতে ১৮৪৮—১৮৪৯ সালের বিপ্লবে অংশ নেন, পরে নৈরাজ্যবাদের আদি. তত্ত্বপ্রবক্তাদের অন্যতম; প্রথম আন্তর্জাতিকের কংগ্রেসে মার্কসবাদের চরম শত্রু হিসাবে বক্তৃতা দেন; ১৮৭২ সালে হেগ কংগ্রেসে ভাঙন কার্যকলাপের জন্য প্রথম আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কৃত — ১৪, ১৯, ২২।

বাজ (*Baze*), জাঁ (১৮০০—১৮৮১) — ফরাসী আইনজীবী ও রাজনীতিক; অর্লিয়ান্সী — ৩০৯, ৩২৩।

বাব্যেফ (*Babeuf*), ফ্রাঁসোয়া-নয়েল (গ্রাকাস) (১৭৬০—১৭৯৭) — ফরাসী বিপ্লবী, ইউটোপীয় কমিউনিস্ট; 'সব সমানদের ষড়যন্ত্রের' সংগঠক, ষড়যন্ত্র ফাঁস হওয়ায় মৃত্যুদণ্ড হয় — ৫৩।

বায়ি (*Bailly*), জাঁ-সিলভাঁ (১৭৩৬—১৭৯৩) — ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লব কালের একজন রাজনীতিক; জিরণ্ডবাদী — ২৪২।

বারাগে দ'ইলিয়ে (*Baraguey d'Hilliers*), আশিল (১৭৯৫—১৮৭৮) — ফরাসী জেনারেল, সংবিধান সভা ও বিধান সভার প্রতিনিধি (১৮৪৮—১৮৫১), বোনাপার্ট-পন্থী — ১৯৬, ২৯৯, ৩০০, ৩১১।

বারো (*Barrot*), অদিলোঁ (১৭৯১—১৮৭৩) — লুই ফিলিপের আমলে রাজতন্ত্রী বিরোধী দলের নেতা; লুই বোনাপার্টের রাষ্ট্রপতিত্বের সময় প্রথম মন্ত্রিসভার নেতা — ১২৮, ১৩৭, ১৫৯, ১৬৯—১৭৭, ১৮১, ১৯০, ১৯৬, ১৯৯, ২০১, ২৫৯—২৬১, ২৬৪, ২৭৭—২৭৯, ২৮৭, ৩০১, ৩০৪, ৩১০, ৩১৯।

বারোশ (*Baroche*), পিয়ের-জুল (১৮০২—১৮৭০) — ফরাসী রাজনীতিক; জুলাই রাজতন্ত্রের সময় নরমপন্থী উদারনীতিক রাজতন্ত্রী বিরোধীদলভুক্ত, পরে বোনাপার্টপন্থী — ২১৮, ২৬৪, ২৯৫, ৩০০, ৩০৫।

বার্বে (*Barbès*), আর্মাঁ (১৮০৯—১৮৭০) — ফরাসী বিপ্লবী, পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রী — ১৭৬, ২১৮।

বালজাক (*Balzac*), অনোরে দ্য (১৭৯৯—১৮৫০) — মহান ফরাসী বাস্তববাদী লেখক — ৩৩৮।

বাস্তিদ (*Bastide*), জুল (১৮০০—১৮৭৯) — ফরাসী রাজনীতিক ও প্রাবন্ধিক; ১৮৩০ সালের বিপ্লবে অংশ নেন; *National* পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক, পররাষ্ট্র সচিব (১৮৪৮) — ১৬৩।

বাস্তিয়া (*Bastiat*), ফ্রেদেরিক (১৮০১—১৮৫০) — ফরাসী ইতর অর্থনীতিবিদ — ১৩৩।

বিয়ো (*Billault*), অগ্যুস্ত-আদোল্ফ (১৮০৫—১৮৬৩) — ফরাসী আইনবিদ ও রাজনীতিক, সংবিধান সভার সদস্য (১৮৪৮—১৮৪৯), দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের আমলে আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী — ৩০৪।

বিসমার্ক (*Bismarck*), অত্তো (১৮১৫—১৮৯৮) — প্রাশিয়া ও জার্মানির রাষ্ট্রনায়ক ও কূটনীতিক, প্রুশীয় জাঙ্কারদের প্রতিনিধি, ১৮৭১—১৮৯০ সালে জার্মান রাইখের চ্যান্সেলার — ১১৫, ১১৮, ১১৯, ১২১, ১২৯, ১৩০।

বুয়াগিইবের (*Boisguillebert*), পিয়ের (১৬৪৬—১৭১৪)—ফরাসী অর্থনীতিবিদ, ফিজিওক্র্যাটদের পূর্বসূরী — ২০৭।

বুরবোঁ বংশ (*Bourbons*), — ফরাসী রাজবংশ, ষোলো শতকের শেষ থেকে ১৭৯২ সাল পর্যন্ত এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর্বে (১৮১৪—১৮৩০) রাজত্ব করে — ১৮৩, ২০০, ২৫৮, ২৬৬, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৯, ৩২৮।

বেদো (*Bedeau*), মারি-আলফোঁস (১৮০৪—১৮৬৩)—ফরাসী জেনারেল ও রাজনীতিক, অস্থায়ী সরকারের যুদ্ধমন্ত্রী (১৮৪৮), সংবিধান সভার সহ সভাপতি — ২৬৫, ৩০১।

বেনুয়া দ'আজি (*Benoist d'Azy*), দেনি (১৭৯৬—১৮৮০) — ফরাসী অর্থপতি ও রাজনীতিক; রাজতন্ত্রী — ৩০৪, ৩০৯।

বেবেল (*Bebel*), আগস্ত (১৮৪০—১৯১৩) — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির একজন প্রতিষ্ঠাতা ও বিখ্যাততম কর্মী — ১২১।

বেরিয়ে (*Berryer*), পিয়ের-আঁতুয়াঁ (১৭৯০—১৮৬৮) — সুবিদিত ফরাসী আইনজীবী ও রাজনীতিক, লেজিটিমিস্ট — ২০০, ২৬৮, ২৮৪, ৩০২, ৩০৯, ৩১০, ৩১২, ৩১৬।

বোনাপার্ট (*Bonaparte*), — তৃতীয় নেপোলিয়ন দ্রষ্টব্য।

ব্রলি (*Broglie*), আশিল-শার্ল (১৭৮৫—১৮৭০) — ফরাসী রাজনীতিক, অর্লিয়ান্সী — ২৮৪, ৩১০।

ব্রাইট (*Bright*), জন (১৮১১—১৮৮৯) — ইংরেজ উদারনীতিক, অবাধ বাণিজ্যের প্রবক্তা, কবডেনের সঙ্গে একত্রে শস্য আইন বিরোধী লীগের নেতা — ২০৪।

ব্রান্দেনবুর্গ (*Brandenburg*), ফ্রিদরিখ-ভিলহেল্‌ম (১৭৯২—১৮৫০) — প্রুশীয় জেনারেল ও প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রনায়ক, প্রাশিয়ায় মন্ত্রিসভার কর্ণধার (১৮৪৮—১৮৫০) — ৫৮।

ব্রুটাস (*Brutus*), মার্কুস-ইউনুস (খৃঃ পূঃ ৮৫—৪২) রোমক প্রজাতন্ত্রী, সিজারের বিরুদ্ধে চক্রান্তের নেতা — ২৪১।

ব্রেয়া (*Bréa*), জাঁ-বাতিস্ত-ফিদেল (১৭৯০—১৮৪৮) — ফরাসী প্রতিক্রিয়াশীল জেনারেল; প্যারিস প্রলেতারিয়েতের জুন অভ্যুত্থানের সময় নিহত — ১৮৫।

ব্লাঁ (*Blanc*), লুই (১৮১১—১৮৮২) — ফরাসী পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী — ৫৬, ১৩৮, ১৪০, ১৪৪, ১৪৯—১৫১, ১৫৩, ১৫৯, ১৬০, ১৭২, ১৮৫, ২১৭, ২৪০।

ব্লাঙ্কি (*Blanqui*), অগ্যুস্ত (১৮০৫—১৮৮১)—ফবাসী বিপ্লবী, ইউটোপীয় কমিউনিস্ট — ১৫১, ১৭৬, ২১৬—২১৮, ২৪৭।

ভ

ভবাঁ (*Vauban*), সেবাস্তিয়াঁ (১৬৩৩—১৭০৭) ফরাসী মার্শাল, সামরিক ইঞ্জিনিয়র ও প্রাবন্ধিক — ২০৭।

ভল্টেয়ার (*Voltaire*), ফ্রাঁসোয়া-মারি (আরুয়ে) (১৬৯৪—১৭৭৮) — ১৯৮।

ভাইর্তালং (*Weitling*), ভিলহেল্‌ম (১৮০৮—১৮৭৮) — জার্মান কারুশিল্পী, জার্মান ইউটোপীয় সমবাদী কমিউনিজমের সর্বাধিক বিশিষ্ট নেতা, ফুরিয়ে দ্বারা প্রভাবিত — ১৯, ২৩।

ভাতিমেনিল (*Vatimesnil*), আঁতুয়াঁ (১৭৮৯—১৮৬০) — পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর্বের ফরাসী রাষ্ট্রনায়ক — ৩০৪।

ভিদাল *(Vidal)*, ফ্রাসোয়া (১৮১৪—১৮৭২)— ফরাসী পেটি বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ, সমাজতন্ত্রী, লুই ব্লাঁ-র পক্ষভুক্ত — ২১৭, ২১৯, ২২৫, ২৮৪।

ভিভিয়েঁ *(Vivien)*, আলেক্সাঁদ্র-ফ্রাসোয়া (১৭৯৯—১৮৫৪) — ফরাসী আইনজীবী ও রাজনীতিক, লুই ফিলিপের আমলে বিচার মন্ত্রী — ১৬৫।

ভিলেল *(Villèle)*, জোসেফ (১৭৭৩—১৮৫৪)— পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর্বের ফরাসী রাজনীতিক, চরম রাজতন্ত্রী — ৩১০।

ভিলহেল্ম *(William)*, প্রথম (১৭৯৭—১৮৮৮) — প্রাশিয়ার রাজা (১৮৬১—১৮৮৮) এবং জার্মানির সম্রাট (১৮৭১—১৮৮৮) — ১১৯।

ভেইদেমেয়ার *(Weydemeyer)*, ইয়োজেফ (১৮১৮—১৮৬৬) — জার্মান বিপ্লবী, কমিউনিস্ট, মার্কসের বন্ধু, ১৮৫১ সালে আমেরিকায় চলে যান — ২৩৬।

ভেস *(Vaisse)*, ক্লদ (১৭৯৯—১৮৬৪) — ফরাসী রাজনীতিক, বোনাপার্টপন্থী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী — ৩০৩, ৩০৪।

ম

ম'তালাঁবের *(Montalembert)*, শার্ল (১৮১০—১৮৭০) — ফরাসী লেখক ও রাজনীতিক, ক্যাথলিক পার্টির নেতা — ২০৬, ২২৬, ৩০২, ৩১০, ৩৩৪।

মগাঁ *(Mauguin)*, ফ্রাসোয়া (১৭৮৫—১৮৫৪) — ফরাসী আইনজীবী, সংবিধান ও বিধান সভার সদস্য (১৮৪৮—১৮৫১) — ২৯৫, ২৯৬।

মংক *(Monk)*, জর্জ (১৬০৮—১৬৬৯) — ইংরেজ জেনারেল ও রাজনীতিক, ক্রমওয়েলের অধীনে যুদ্ধ করেন; ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর প্রজাতন্ত্রের বিরোধিতা করেন ও স্টুয়ার্ট রাজবংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠানে সাহায্য করেন — ১৭৭, ২৯২।

মপা *(Maupas)*, এমিল (১৮১৮—১৮৮৮)— বোনাপার্টপন্থী, ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বরের কুদেতা-র একজন সক্রিয় অংশীদার — ৩২০।

মর্গান *(Morgan)*, লুইস-হেনরি (১৮১৮—১৮৮১) — মার্কিন বৈজ্ঞানিক, নরকুল-তাত্ত্বিক, আদিম সমাজের ঐতিহাসিক — ২৬।

মর্নি *(Morny)*, শার্ল-অগ্যুস্ত (১৮১১—১৮৬৫) — লুই বোনাপার্টের ভাই (মা-র দিক থেকে); বোনাপার্টপন্থী, ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বরের কুদেতা-য় সক্রিয় অংশ নেন — ৩৩৭।

মল *(Moll)*, ইয়োজেফ (১৮১২—১৮৪৯) — কলোনের ঘড়ি নির্মাতা, কমিউনিস্ট লীগের সদস্য, বাদেন অভ্যুত্থানে নিহত — ৯১।

মলে *(Molé)*, লুই-মাতিয়ে (১৭৮১—১৮৫৫)— ১ম নেপোলিয়ন, পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও জুলাই রাজতন্ত্রের আমলের একজন ফরাসী রাজনীতিক, কয়েকবার মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হন, সংবিধান সভা ও বিধান সভার সদস্য (১৮৪৮—১৮৫১) — ১১৬, ১১৭, ২৮৪, ৩১০।

মাউরার *(Maurer)*, গেওর্গ-ল্যুদভিগ (১৭৯০—১৮৭২) — জার্মান ঐতিহাসিক, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় জার্মানির সমাজ-ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা করেন — ২৬।

মাজানিয়েলো *(Masaniello)*, তমাজো-আনিয়েলো (১৬২৩—১৬৪৭) — জেলে, স্পেন শাসনের বিরুদ্ধে নেপল্‌সে প্রিবিয়ান অভ্যুত্থানের (১৬৪৭) নায়ক — ৩২২।

মাতিয়ে দ্য লা দ্রম *(Mathieu de Drôme)*, ফিলিপ-আঁতুয়াঁ (১৮০৮—১৮৬৫) — সংবিধান ও বিধান সভার সদস্য (১৮৪৮—১৮৫১), পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রী — ১৭৭।

মানিয়াঁ (*Magnan*), বের্নার-পিয়ের (১৭৯১—১৮৬৫) — ফরাসী জেনারেল, বোনাপার্টপন্থী, লিয়োঁ অভ্যুত্থান দমনে অংশ নেন (১৮৪৯) — ৩১১, ৩২০, ৩২৩।

মারাস্ত (*Marrast*), আর্মা (১৮০১—১৮৫২)— ফরাসী বুর্জোয়া প্রাবন্ধিক, দক্ষিণপন্থী প্রজাতন্ত্রীদের নেতা, অস্থায়ী সরকারের সদস্য (১৮৪৮) — ১৫১, ১৫৮, ১৬২, ১৬৪, ১১৩, ১১৬, ১১৭, ১২০, ২৩৮, ২৩৯।

মারি (*Marie*), আলেক্সাঁদ্র (১৭৯৫—১৮৭০)— ফ্রান্সে ১৮৪৮ সালের অস্থায়ী সরকারের পূর্ত মন্ত্রী, তথাকথিত জাতীয় কারখানার সংগঠক — ১৪৯।

মার্কস (*Marx*), কার্ল (১৮১৮—১৮৮৩) — ১৪, ১৬—২২, ২৪, ৬৫, ৬৮, ১১০—১১৩, ১১৬, ১১৭, ১২০, ২৩৮, ২৩৯।

মার্তাঁ (*Martin*), আলেক্সাঁদ্র (১৮১৫—১৮৯৫) — ফরাসী শ্রমিক, অস্থায়ী সরকারের সদস্য (১৮৪৮) — ১৩৮, ১৪০, ১৫৩।

মার্লাভিল (*Maleville*), লেওঁ (১৮০৩—১৮৭৯) — ফরাসী সংবিধান ও বিধান সভার সদস্য (১৮৪৮, ১৮৫১) — ৩০৪।

মেত্তের্নিখ (*Metternich*), ক্লেমেন্স-ভেনৎসেল (১৭৭৩—১৮৫৯)—প্রতিক্রিয়াশীল অস্ট্রীয় চ্যান্সেলর, ইউরোপীয় শক্তিবর্গের পবিত্র মৈত্রীর অন্যতম সংগঠক — ২৫।

ম্যাকম্যাহন (*Macmahon*), মারি-এডম-পাত্রিস-মরিস (১৮০৮—১৮৯৩)—ফরাসী মার্শাল, ১৮৭১ সালে কমিউনের বিরুদ্ধে ভার্সাই সৈন্যের সেনাপত্য করেন, প্রজাতন্ত্রের সভাপতি (১৮৭৩—১৮৭৯) — ১১৯।

র

রবেস্‌পিয়ের (*Robespierre*), মাক্সিমিলিয়ান (১৭৫৮—১৭৯৪) — অষ্টাদশ শতকের শেষে ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের অন্যতম নায়ক, জ্যাকোবিন সরকারের পরিচালক — ১৬৩, ২৪০, ২৪১।

রাতো (*Rateau*), জাঁ-পিয়ের (১৮০০—১৮৮৭) — সংবিধান ও বিধান সভার সদস্য (১৮৪৮—১৮৫১) বোনাপার্টপন্থী — ১৭৩, ১৭৪, ১৭৭, ১৭৮, ২৫৯।

রাস্পাই (*Raspail*), ফ্রাঁসোয়া-ভেঁসাঁ (১৭৯৪—১৮৭৮) — ফরাসী চিকিৎসক ও প্রকৃতিবিজ্ঞানী, প্রাবন্ধিক, বামপন্থী প্রজাতন্ত্রী; ১৮৩০ ও ১৮৪৮-এর বিপ্লবে অংশ নেন; পরে বামপন্থী র‍্যাডিকেল — ১৩৯, ১৫১, ১৬২, ১৬৮, ১৭৬।

রিকার্ডো (*Ricardo*), ডেভিড (১৭৭২—১৮২৩) — ইংরেজ অর্থনীতিবিদ, চিরায়ত বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের একজন মহান প্রতিনিধি — ৬৫, ৬৮।

রিচার্ড (*Richard*), তৃতীয় (১৪৫২—১৪৮৫)— ইংলন্ডের রাজা (১৪৮৩—১৪৮৫) — ৩০৭।

রুআয়ে-কলার (*Royer-Collard*), পিয়ের (১৭৬৩—১৮৪৫) — দার্শনিক ও রাজনীতিক, পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর্বে উদারনীতিক দলের অন্যতম নেতা — ২৪১।

রুয়ে (*Rouher*), এজেন (১৮১৪—১৮৮৪) — ফরাসী রাজনীতিক, বোনাপার্টপন্থী — ২৯৫, ৩০৫।

রোসলার (*Rössler*), কনস্তান্তিন (১৮২০—১৮৯৬) — প্রুশীয় প্রাবন্ধিক, বিসমার্ক নীতির সমর্থক — ১২৯।

রেম্যুজা (*Rémusat*), ফ্রাঁসোয়া-মারি-শার্ল (১৭৯৭—১৮৭৫) — ফরাসী রাজনীতিক ও লেখক, অর্লিয়াঁন্সী — ৩০১।

ল

লা ইত (*La Hitte*), জাঁ-এর্নেস্ত (১৭৮৯—১৮৭৮) — ফরাসী জেনারেল, বোনাপার্টপন্থী, পররাষ্ট্র সচিব (১৮৪৯—১৮৫১) — ২১৮, ২৮৩।

লা রশজাকলাঁ (*La Rochejaquelein*), আঁরি-অগ্যুস্ত-জর্জ (১৮০৫—১৮৬৭) — ফরাসী রাজতন্ত্রী লেজিটিমিস্ট, সংবিধান সভা ও বিধান সভার সদস্য (১৮৪৮—১৮৫১); তৃতীয় নেপোলিয়নের অধীনে সিনেটর — ১৪০, ৩১০।

লাক্রস (*Lacrosse*), বের্ত্রাঁ-তেওবাল্দ-জোসেফ (১৭৯৬—১৮৬৫) — ফরাসী রাজনীতিক, লুই বোনাপার্টের রাষ্ট্রপতিত্ব কালে পূর্ত মন্ত্রী — ১৯১।

লাফিৎ (*Laffitte*), জাক (১৭৬৭—১৮৪৪) — ফরাসী ব্যাঙ্কার — ১৩৩।

লামার্তিন (*Lamartine*), আলফোঁস (১৭৯০—১৮৬৯) — ফরাসী কবি, উদারনীতিক বুর্জোয়া, ১৮৪৮ সালে অস্থায়ী সরকারের কার্যত কর্মকর্তা থাকার সময় গণতন্ত্রীদের স্বার্থের প্রতি বেইমানি করেন — ১৩৮, ১৪৩, ১৫১, ১৫৪, ৩০৪।

লামোরিসিয়ের (*Lamoricière*), ক্রিস্তফ-লেওঁ (১৮০৬—১৮৬৫) — ফরাসী জেনারেল ও রাজনীতিক, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী, জুন অভ্যুত্থান দমনে অংশ নেন (১৮৪৮) — ২৬৫, ৩২৩।

লাসাল (*Lassalle*), ফের্দিনান্দ (১৮২৫—১৮৬৪) — জার্মান পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী, জার্মান শ্রমিক আন্দোলনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণকারী সারা জার্মান শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা; একই কালে প্রধানতম রাজনৈতিক প্রশ্নে লাসাল ও তাঁর অনুগামীবৃন্দ সুবিধাবাদী মনোভাব দেখান, তার জন্য মার্কস ও এঙ্গেলস তাদের তীব্র সমালোচনা করেন — ১৮, ২২, ১২১।

লুই (*Louis*), চতুর্দশ (১৬৩৮—১৭১৫) — ফ্রান্সের রাজা (১৬৪৩—১৭১৫) — ২০৭, ৩৩০।

লুই (*Louis*), পঞ্চদশ (১৭১০—১৭৭৪) — ফ্রান্সের রাজা (১৭১৫—১৭৭৪) — ৩৩৮।

লুই (*Louis*), অষ্টাদশ (১৭৫৫—১৮২৪) — ফ্রান্সের রাজা (১৮১৪—১৮২৪) — ২৪১।

লুই নেপোলিয়ন (*Louis Napoleon*), — তৃতীয় নেপোলিয়ন দ্রষ্টব্য।

লুই ফিলিপ (*Louis Philippe*), (১৭৭৩—১৮৫০) — ফ্রান্সের রাজা (১৮৩০—১৮৪৮) — ১৩৩ — ১৩৫, ১৩৭, ১৬২, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৯, ১৯৬, ১৯৯, ২০২ — ২০৫, ২৩১, ২৪৬, ২৪৭, ২৫০ — ২৫২, ২৫৭, ২৫৯, ২৬৪, ২৭৫, ২৭৭, ২৮৮, ৩০৮, ৩০৯, ৩১১, ৩২৮।

লুই ফিলিপ (*Louis Philippe*), প্যারিসের কাউণ্ট (১৮৩৮—১৮৯৪) — লুই ফিলিপের নাতি, ১৮৪৮ সালে লুই ফিলিপের সিংহাসন ত্যাগের পর সিংহাসনের অর্লিয়ান্সী দাবিদার — ২৩১, ৩০৮, ৩০৯।

লুই বোনাপার্ট (*Louis Bonaparte*), — তৃতীয় নেপোলিয়ন দ্রষ্টব্য।

লুথার (*Luther*), মার্তিন (১৪৮৩—১৫৪৬) — জার্মানিতে প্রটেস্টান্টবাদের (লুথারানিজ্‌ম্) প্রতিষ্ঠাতা — ২৪০।

লেক্লের (*Leclerc*), আলেক্সাঁদ্র — প্যারিসের ব্যবসায়ী, শৃঙ্খলা পার্টির সমর্থক, ১৮৪৮ সালে শ্রমিকদের জুন অভ্যুত্থান দমনে অংশ নেন — ২২৫।

লেদ্রু-রলাঁ (*Ledru-Rollin*), আলেক্সাঁদ্র-অগ্যুস্ত (১৮০৭—১৮৭৪) — ফরাসী বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী, পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অন্যতম নেতা — ৫৬, ১৩৮, ১৪৭, ১৫১, ১৫৮, ১৫৯, ১৬৮, ১৭৬, ১৭৯ — ১৮১, ১৮৬,

১৮৭, ১৮৯, ১৯০, ১৯৩, ২০৫, ২১৮, ২২৫, ২৫১, ২৬৫, ২৭০, ২৭৩।

লেমুয়ান (*Lemoinne*), জন-এমিল (১৮১৫—১৮৯২) — *Journal des Débats* সংবাদপত্রের ইংলন্ডস্থ সংবাদদাতা — ২২৮।

লের্মিনিয়ে (*Lerminier*), জাঁ-লুই-এজেন (১৮০৩—১৮৫৭) — ফরাসী প্রাবন্ধিক, কলেজ দ্য ফ্রাঁস-এ তুলনামূলক আইনশাস্ত্রের অধ্যাপক — ১৭৭।

লোক (*Locke*), জন (১৬৩২—১৭০৪) — ইংরেজ দার্শনিক-দ্বৈতবাদী, সংবেদনবাদী — ২৪১।

ল্য ফ্লো (*Le Flô*), আদোলফ-এমান্যুয়েল-শার্ল (১৮০৪—১৮৮৭) — ফরাসী জেনারেল, রাজতন্ত্রী, সংবিধান সভা ও বিধান সভার সদস্য (১৮৪৮—১৮৫১), যুদ্ধমন্ত্রী (১৮৭০—১৮৭১) — ২৬২, ৩২৩।

শ

শাঁবর (*Chambord*), আঁরি-শার্ল কাউণ্ট (১৮২০—১৮৮৩) — দশম চার্লসের নাতি, পঞ্চম হেনরি নামে ফরাসী সিংহাসনের লেজিটিমিস্ট দাবিদার — ১৯৮, ২০১, ২৬৮, ২৮৮, ৩০৮ — ৩০৯, ৩১২।

শাঙ্গার্নিয়ে (*Changarnier*), নিকোলা-আনতেওদ্যুল (১৭৯৩—১৮৭৭) — ফরাসী জেনারেল, অর্লিয়ান্সী, প্যারিসের জুন অভ্যুত্থান দমনে অংশ নেন (১৮৪৮) — ১৭১, ১৭৭, ১৮৭, ১৯৩, ১৯৭, ২০০, ২০৩ — ২০৫, ২৬০ — ২৬২, ২৬৪, ২৭৫, ২৯১, ২৯২, ২৯৫, ২৯৮—৩০২, ৩০৫, ৩১১, ৩১৩, ৩১৯, ৩২১, ৩২৩।

শারাস (*Charras*), জাঁ-বাতিস্ত-আদোল্ফ (১৮১০—১৮৬৫) — ফরাসী কর্ণেল ও সামরিক লেখক, নরমপন্থী প্রজাতন্ত্রী; বোনাপার্ট বিরোধী — ২০৭, ৩২৩।

শেক্সপিয়র (*Shakespeare*), উইলিয়ম (১৫৬৪—১৬১৬) — মহান ইংরেজ লেখক — ২৯০।

শ্রাম (*Schramm*), জাঁ-পল-আদাঁ (১৭৮৯—১৮৮৪) — ফরাসী জেনারেল, নেপোলিয়নী যুদ্ধে অংশ নেন — ২৯২।

স

সাঁ-আর্নো (*Saint-Arnaud*), আর্মা-জাক (১৮০১—১৮৫৪) — ফরাসী মার্শাল — ২৬২।

সাঁ-জাঁ দ'আঁজেলি (*Saint-Jean d'Angely*) রেনিও (১৭৯৪—১৮৭০) — ফরাসী জেনাবেল, ১৮৫১ সালে যুদ্ধমন্ত্রী — ৩০০।

সাঁ-জ্যুস্ত (*Saint-Just*), লুই-আঁতুয়াঁ (১৭৬৭—১৭৯৪) — আঠারো শতকের শেষাশেষি ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের কর্মী, রবেস্পিয়েরের বন্ধু ও সহযোগী — ২৪১।

সাঁ-প্রিস্ত (*Saint-Priest*), এমান্যুয়েল-লুই-মারি (১৭৮৯—১৮৮৭) — ফরাসী জেনারেল ও কূটনীতিক, লেজিটিমিস্ট — ৩০৯।

সাঁ-ব্যেভ (*Sainte-Beuve*), আঁরি (১৮১৯—১৮৫৫) — ফরাসী শিল্পপতি ও বৃহৎ ভূস্বামী, সংবিধান সভা ও বিধান সভার সদস্য (১৮৪৮—১৮৫১) — ৩১৩।

সাঁ-সিমোঁ (*Saint-Simon*), আঁরি (১৭৬০—১৮২৫) — মহান ফরাসী ইউটোপীয় সমাজতান্ত্রিক —৫৪।

সালভাঁদি (*Salvandy*), নার্সিস আশিল (১৭৯৫—১৮৫৬) ফরাসী প্রাবন্ধিক, ১৮৩০-এর বিপ্লবের পরে প্রতিনিধি পরিষদের সভ্য, লুই ফিলিপের অধীনে জনশিক্ষা মন্ত্রী — ৩০৮।

সালাঁদ্রুজ (*Sallandrouze*), শার্ল-জাঁ (১৮০৮—১৮৬৭) — শিল্পপতি, সংবিধান সভার সদস্য (১৮৪৮—১৮৪৯) — ৩২২।

সিজার (*Caesar*), গায়স জুলিয়স (খৃঃ পূঃ ১০০ — ৪৪) — ২৪১।

সিস্‌মন্দি (*Sismondi*), জাঁ-শার্ল সিমোঁদ দ্য (১৭৭৩—১৮৪২) — সুইস অর্থনীতিবিদ, পুঁজিবাদের পেটি বুর্জোয়া সমালোচক — ৪৯, ২০৮।

সুলুক (*Soulouque*), (১৭৮২—১৮৬৭) — হাইতির নিগ্রো প্রজাতন্ত্রের সভাপতি, ১৮৪৯ সালে প্রথম ফাউস্টিন নাম গ্রহণ করে নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করেন — ১৭০, ২১২, ২১৬, ৩০৮।

সে (*Say*), জাঁ বাতিস্ত (১৭৬৭—১৮৩২) — ফরাসী বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ — ২৪১।

সেগ্যুর দ'আগেসো (*Ségur d'Aguesseau*), রেমোঁ পল (১৮০৩—১৮৮৯) — ফরাসী রাজনীতিক — ২১৮।

সেবাস্তিয়ানি (*Sebastiani*), অরাস-ফ্রাঁসোয়া-বাস্তিয়ে (১৭৭২—১৮৫১) — ফরাসী মার্শাল ও কূটনীতিক, জুলাই রাজতন্ত্রে পররাষ্ট্র সচিব — ১৫৫।

স্যু (*Sue*), এজেন (১৮০৪—১৮৫৭) — ফরাসী লেখক, সামাজিক বিষয় নিয়ে বহু উপন্যাসের লেখক — ২১৩, ২২৫, ২২৭, ২৮৫।

হ

হাইনাউ (*Haynau*), ইউলিউস ইয়াকব (১৭৮৬—১৮৫৩) অস্ট্রীয় ফিল্ডমার্শাল; ইতালি ও হাঙ্গারির বিপ্লবী আন্দোলন নির্মমভাবে দমন করেন (১৮৪৮—১৮৪৯) — ১৯৮।

হাকস্তহাউজেন (*Haxthausen*), আগস্ত (১৭৯২—১৮৬৬) — প্রুশীয় রাজপুরুষ ও লেখক, রুশ সফর করেন (১৮৪৩—১৮৪৪) ও ভূমিসম্পর্কে রুশ গোষ্ঠী প্রথার জের দেখান — ২৬।

হান্‌জেমান (*Hansemann*), দাভিদ (১৭৯০—১৮৬৪) — ১৮৪৮ সালে রাইনল্যাণ্ডের উদারনীতিক বুর্জোয়াদের একজন নেতা — ৫৮, ৫৯।

হুগো (*Hugo*), ভিক্তর (১৮০২—১৮৮৫) — মহান ফরাসী লেখক — ২০০. ২২৮, ২৩৭, ২৭৮।

হেইত (*Heydt*), আগস্ত (১৮০১—১৮৭৪) — রাইনিশ উদারনীতিক, প্রাশিয়ার বাণিজ্যমন্ত্রী (১৮৪৮), ১৮৬২ সাল থেকে বিসমার্কের সরকারে প্রবেশ না করা পর্যন্ত অর্থমন্ত্রী — ৫৮।

হেগেল (*Hegel*), গেওর্গ-ভিলহেল্‌ম্‌-ফ্রিদরিখ (১৭৭০—১৮৩১) — জার্মান চিরায়ত দর্শনের মহান প্রতিনিধি, বিষয়নিষ্ঠ ভাববাদী, ভাববাদী দ্বন্দ্বতত্ত্ব সর্বাঙ্গীণ রূপে বিকশিত করে তোলেন — ২৪০।

হেনরি (*Henry*), পঞ্চম — শাঁবর দ্রষ্টব্য।

হেনরি (*Henry*), ষষ্ঠ (১৪২১—১৪৭১) — ইংলণ্ডের রাজা (১৪২২—১৪৬১) — ৩০৭।

হেলভেশিয়াস (*Helvétius*), ক্লদ আদ্রিয়াঁ (১৭১৫—১৭৭১) — বিখ্যাত ফরাসী বস্তুবাদী দার্শনিক, জ্ঞানপ্রচারক — ১৮৭।